তন্ত্রজ্ঞ প্রধান পণ্ডিত প্রবর কুলাবধূতাচার্য্য সিদ্ধিসাধক

জগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত

তন্ত্রোক্ত নিত্যপূজা পদ্ধতি

ও

রহস্য পূজা পদ্ধতি

নবভারত

পাবলিশার্স

৭২ডি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কোলকাতা - ৭০০ ০০৯

তন্ত্রোক্ত নিত্যপূজা পদ্ধতি

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

রহস্য পূজা

সূচীপত্র

তন্ত্রোক্ত

নিত্য পূজা পদ্ধতিঃ (১) ।

প্রাতঃকৃত্যম্ । (২) ।

ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে উত্থায় শয্যায়ামেব বদ্ধপদ্মাসনঃ স্বস্তিকাসনস্থো (৩)

(১) । শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদিতে অধ্যাপন (ব্রহ্মযজ্ঞ), তর্পণ (পিতৃযজ্ঞ) হোম (দেবযজ্ঞ), বলি (ভূতযজ্ঞ) ও অতিথিপূজা (নৃযজ্ঞ), এই পঞ্চযজ্ঞের নিত্যতা উল্লিখিত হইয়াছে । মনুতে আছে, অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণং । হোমো দেবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনং । এই পঞ্চ যজ্ঞ দক্ষিণাচারের সাধকদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য । পরন্তু বামাভাবে যাঁহারা উপাসনাদি করেন, তাঁহাদের সন্ধ্যা তর্পণাদিতেই উক্ত কার্য্য সিদ্ধ হয় । পঞ্চ-যজ্ঞের অনুষ্ঠানেও ক্ষতি নাই । যথা কালিকাপুরাণে - পঞ্চযজ্ঞান্নবা কুর্য্যাৎ কুর্য্যাদ্বা বামপূজনে অন্যস্য পূজাভাগং হি যতো গৃহ্নাতি বামিকা ॥ যঃ পূজয়েৎ বামভাবৈর্ন তস্য ঋণশোধনং । পিতৃদেবনরাদীনাং জায়তে ন কদাচন ॥

ইক্ষুরস, জল, দুগ্ধ, তাম্বুল, ফল ও ঔষধসেবন করিয়াও নিত্যকর্ম্মাদি করিতে পারা যায় । যথা গোভিল, ইক্ষুবাপঃ পয়শ্চৈব তাম্বুলং ফলমৌষধম্ । ভক্ষয়িত্বা তু কর্ত্তব্যা স্নানদানাদিকাক্রিয়া ॥ কালিকাপুরাণে, পত্রং পুষ্পঞ্চ তাম্বূলং ভেষজত্বেন কল্পিতং । কণাদিপিপ্পলশ্চৈব ফলং ভুক্ত্বা ক্রিয়াঞ্চরেৎ ॥

২) । প্রাতঃকৃত্য না করিলে অন্যান্য নিত্য বা কাম্যাদি পূজায় অধিকার হয় না । অন্যান্য পূজা করিলে তাহার ফলও হয় না । যথা গৌতমীয়তন্ত্রে, - ইদানীং পূর্ব্বকৃত্যঞ্চ প্রসঙ্গাৎ কথয়ামি তে । যৎ কৃত্বাধিকারিতাং যাতি মন্ত্রযন্ত্রার্চ্চনাদিষু । যেন বিনা ন সিদ্ধিঃ স্যান্নরকং প্রতিপদ্যতে ॥ যামলে, প্রাতঃকৃত্যমকৃত্বা তু যো দেবীং ভক্তিতো যজেৎ । নিস্ফলং তস্য পূজা স্যাচ্ছৌচহীনা যথা ক্রিয়া ॥

৩) । দ্বৌ দন্ডৌ রাত্রিশেষে তু ব্রাহ্মং মুহূর্ত্তকং বিদুঃ । ততো রৌদ্রমুহূর্ত্তস্তু উদয়াৎ প্রাগ্রবেরিতি ॥ অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের অব্যবহিত পূর্ব্ব দুই দন্ড ....

বা শিরস্থাধোমুখ-সহস্রদল কমল-কর্ণিকান্তর্গত উর্দ্ধমুখ-দ্বাদশার্ণ-সরসী-রুহোপরিস্থিত-শরদিন্দুসুন্দর-পূর্ণচন্দ্রমন্ডলান্তর্গত-হংসপীঠে নিষণ্ণং নিজগুরুং শুক্লবর্ণং শুক্লালঙ্কারভূষিতং দ্বিভুজং বরাভয়করং শান্তং স্ব প্রকাশস্বরূপং শ্বেতমাল্যানুলেপনং স্ববামোরুস্থিতয়া রক্তবর্ণয়া গুরুপত্নী রূপয়া বামকরধৃতরক্তোৎপলয়া শক্ত্যা দক্ষিণহস্তগৃহীতকলেবরং দ্বিনয়নং পরমশিবস্বরূপং বিচিন্ত্য (৪) তৎপাদযুগলপীযুষধারয়া স্বদেহমভিষিক্তঞ্চ

(৪৮ আট চল্লিশ মিনিট) রৌদ্র্যমুহূর্ত্ত এবং এই রৌদ্র্যমুহূর্ত্তের পূর্ব্ব দুই দন্ড ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বের এই চারিদন্ড কালকে অরুণোদয়ও বলে। ইহার প্রথম দুই দন্ডে প্রাতঃকৃত্য করিয়া অবশেষে ঐ অরুণোদয়েই প্রাতঃস্নান বিধেয়। যথা স্কন্দপুরাণে,-উদয়াৎ প্রাক্ চতস্রস্তু নাড়িকা অরুণোদয়ঃ। তত্র স্নানং প্রশস্তং স্যাত্তদ্ধি পুণ্যতমং স্মৃতম্॥ নাড়িকা=দন্ড।

কোন কোন তন্ত্রে আছে, শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া শয্যাতেই উপবিষ্ট হইয়া প্রাতঃকৃত্য করিবে। কোন তন্ত্রে আছে, শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া বস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক আসনে উপবিষ্ট হইয়া প্রাতঃকৃত্য করিবে। কোন তন্ত্রে আছে বিন্মূত্র পরিত্যাগের পর প্রাতঃকৃত্য করিবে। এতৎ সমুদায়ের মীমাংসা এই যে, নিদ্রাত্যাগের পর উত্তর পূর্ব্ব বা গুরুর অভিমুখে শয্যাতে উপবিষ্ট হইয়াই প্রাতঃকৃত্য করিতে হইবে। পরন্তু যদি বহির্গমনাদির বেগ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে অগ্রে বিন্মূত্রাদি ত্যাগ করিয়া সেই অপবিত্র বস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক আসনে উপবিষ্ট হইয়া প্রাতঃকৃত্য করিবে। যদি কেহ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে অর্থাৎ অরুণোদয়ের পূর্ব্বে উঠিতে না পারেন, তাহা হইলে সূর্য্যোদয়ের সময় বা পরেও ঐ পতিত প্রাতঃকৃত্য করিতে হইবে। কারণ প্রাতঃকৃত্য না করিলে সন্ধ্যা বা পূজাদিতে অধিকারই হয় না। সূর্য্যোদয়ের সময় বা পরেও ঐ পতিত প্রাতঃকৃত্য করিতে হইবে। নির্দিষ্ট সময়ের পর প্রাতঃকৃত্য করিতে হইলে প্রথমতঃ দশবার শ্রীপাদুকামন্ত্র বা গুরুমন্ত্র (ঐঁ) অথবা গায়ত্রী জপ দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

৪)।**গুরুধ্যান** যথা শ্যামারহস্যে-শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং শুদ্ধক্ষৌম-**বিরাজিতম্**।পদ্মানুলেপনং শান্তং বরাভয়করাম্বুজম্। মন্দস্মিতং নিজগুরুং **কারুণ্যেনাব** ....

বিচিন্ত্য পূর্ণাভিষিক্তস্থলে শ্রীপাদুকামুচ্চার্য্য শ্রীঅমুকানন্দনাথং গুরুং পুজয়ামি ইতি স্মরেৎ। অভিষেকদ্যভাবে প্রকৃতনামপূর্বকং গুরুং স্মরেৎ।

অথ মানসপূজা। পূর্ণাভিষিক্তপক্ষে পাদুকামন্ত্রমুচ্চার্য্য অনভিষিক্তপক্ষে অথবা অসমর্থপক্ষে ঐং ইতি মন্ত্রমুচ্চার্য্য (উভয়হস্ত-কনিষ্ঠাভ্যাম অঙ্গুষ্ঠযোগেন শিরসি) লং পৃথ্যাত্মকং গন্ধং সশক্তিক শ্রীগুরবে সমর্পয়ামি নমঃ। (শিরসি উভয়হস্তঅঙ্গুষ্ঠ্যাভ্যাং তর্জ্জনী-যোগেন) হং আকাশাত্মকং পুষ্পং সশক্তিকশ্রীগুরবে সমর্পয়ামি নমঃ। (তথৈব উভয়হস্ত-তর্জ্জনীভ্যাম্ অঙ্গুষ্ঠযোগেন) যং বাহ্যাত্মকং ধূপং সশক্তিক শ্রীগুরবে সমর্পয়ামি নমঃ (এবং উভয়হস্ত-মধ্যমাভ্যাম্ অঙ্গুষ্ঠযোগেন) রং বহ্ন্যাত্মকং দীপং সশক্তিকশ্রীগুরবে সমর্পয়ামি নমঃ। এবম্.............

লোকিতম্। বামোরুশক্তিসংযুক্তং শুক্লাভরণভূষিতম্। স্বশক্ত্যা দক্ষহস্তেন ধৃতচারুকলেবরম্। বামে ধৃতোৎপালায়াশ্চ সুরক্তায়াঃ সুশোভনম্ পরানন্দ- রসোল্লাসলোচনদ্বয়পঙ্কজম্॥ নীলতন্ত্রোক্ত ধ্যান যথা সহস্রদলপঙ্কজে সকল শীতরশ্মিপ্রভং বরাভয়করাম্বুজং বিমলগন্ধপুষ্পম্বরম্। পসন্নবদনেক্ষণং সকলদেবতারূপিনং স্মরেচ্ছিরসি হংসগং তদভিধানপূর্ব্বং গুরুম॥ সদ্গুরুধ্যান যথা। ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং দ্বন্দ্বাতীতং গগণসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষম্। একং নিত্যং বিমলচলং সর্বদা সাক্ষিভূতং ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্গুরুং তং নমামি॥ ধ্যানান্তর যথা। সহস্রারে মহাপদ্মে প্রাতঃ শিরসি নির্ম্মলে। পূর্ণেন্দুমণ্ডলে যুক্তে শুদ্ধস্ফটিকসন্নিভো॥ গন্ধানুলেপিতং শান্তং বরদাভয়পাণিকম্ মন্দস্মিতং নিজগুরুং কারুণ্যেন বিলোকিতম্॥ প্রিয়য়া দক্ষহস্তেন ধৃতচারুকলেবরম্। বামে ধৃতোৎপলায়াশ্চ সুরক্তায়াঃ সুশোভনম্॥ অন্যচ্চ। সহস্রদল পদ্মস্থমন্তরাত্মানমুজ্জলম্। তস্যোপরি নাদবিন্দোর্মধ্যে সিংহাসনোজ্জলে। তত্র নিজগুরুং নিত্যং রজতাচলসন্নিভম্॥ বীরাসন সমাসীনং সর্ব্বাভরণভূষিতম্। শুক্লমাল্যাম্বরধরং বরদাভয়পাশিনম্। বামোরুশক্তিসহিতং কারুণ্যোনাবলোকিতম্। প্রিয়য়া সব্যহস্তেন ধৃতচারুকলেবরম্। বামেনোৎপলধারিণ্যা রক্তাভরণভূষয়া। জ্ঞানানন্দসমাযুক্তং স্মরেত্তন্নামপূর্ব্বকম্॥ ইতি। (সদ্গুরু ধ্যানের অর্থ ১২পৃঃ।)..........

উভয়হস্ত অনামিকাভ্যাম্ অঙ্গুষ্ঠযোগেন) বং অমৃতাত্মকং নৈবেদ্যং সশক্তিক-শ্রীগুরবে সমর্পয়ামি নমঃ। (এবং মুর্দ্ধি কৃতাঞ্জলিঃ) ঐং সর্ব্বাত্মকং তাম্বুলং সশক্তিক -শ্রীগুরবে সমর্পয়ামি নমঃ। ইতি উপচারদানে সর্ব্বত্র,"...মুর্দ্ধি মুদ্রাং নিযোজয়েৎ॥" অথ শ্রীপাদুকাং (অনভিষিক্তস্তু ঐং ইতি মন্ত্রং) যথাশক্তি জপ্ত্বা গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তা ত্বম গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপম্ । সিদ্ধির্ভবতু মে দেব ত্বৎ প্রসাদান্মহেশ্বর ॥ ইতি - জপং সমর্প্য প্রণমেদ্ যথা, অখন্ডমন্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্ তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জণশলাকয়া । চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ। নমোহস্তু গুরবে তস্মৈ ইষ্টদেবস্বরূপিণে, যস্য বাগমৃতং হন্তি বিষং সংসারসংজ্ঞকম্॥ (৫) সমর্থশ্চেৎ গুরুস্তোত্রং পঠেৎ (৬)।

স্ত্রীগুরুধ্যান যথা, সহস্রারে মহাপদ্মে কিঞ্জল্কগণশোভিতে। প্রফুল্লপদ্মপত্রাক্ষীং ঘণপীনপয়োধরাম্॥ প্রসন্নবদনাং ক্ষীণমধ্যাং ধ্যায়েচ্ছিবাং গুরুম্। পদ্মরাগসমাভাসাং রক্তবস্ত্রসুশোভনাম্॥ রক্তকঙ্কণপাণিঞ্চ রক্তনূপুরশোভিতাম্। স্থলপদ্মপ্রতীকাশ-পাদপল্লবশোভিতাম্॥ শরদিন্দু প্রতীকাশ রক্তোদ্ভাসিতকুন্ডলাম্। স্বনাথবামভাগস্থাং বরাভয়করাম্বুজাম্ ॥ স্ত্রীগুরুর ধ্যানান্তর যথা - তরুণারুণ সঙ্কাভাং করুণাপুর্ণলোচনাম্। বরাভয়করাং শান্তাং স্মরামি নবগৌরবীম্ ॥ ইতি।

সর্ব্বত্র নাভির সমীপে বামহস্তোপরি দক্ষিণ হস্ত স্থাপন করিয়া ধ্যান করিতে হয়। কিন্তু তারা উপাসকের পক্ষে ইহার বিপরীত, অর্থাৎ দক্ষিণহস্তোপরিবামহস্ত স্থাপণ করিতে হইবে। পরন্তু সাধারণ নিয়ম এই যে, পুংদেবতার ধ্যানকালে বামহস্তের উপরি দক্ষিণ হস্ত এবং স্ত্রী-দেবতার ধ্যান কালে দক্ষিণ হস্তের উপরি বামহস্ত স্থাপন করিতে হয়।

৫)। স্ত্রীগুরুপ্রণাম যথা, - ব্রহ্মবিষ্ণুশিবত্বাদি জীবন্মুক্তিপ্রদায়িনী। জ্ঞানবিজ্ঞানদাত্রী চ তস্যৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

৬)। গুরুস্তোত্র। ওঁ নমস্তভ্যং মহামন্ত্রদায়িনে শিবরূপিণে। ব্রহ্মজ্ঞান-

অথ কুলকুণ্ডলিনীং ধ্যায়েৎ (৭) যথা গুরোরাজ্ঞাং গৃহীত্বা, মূলাধারপদ্ম-কর্ণিকাস্থত্রিকোণান্তর্গত-স্বয়ম্ভু লিঙ্গবেষ্টিনীং প্রসুপ্তভূজগাকারাংসার্দ্ধত্রিবলয়াং চৈতন্যরূপিণীং তড়িন্নিভাং মৃণালতন্তুকল্পাম্ ইষ্টদেবতা স্বরূপাং কুলকুণ্ডলিনীং যং রং ইতি মন্ত্রাভ্যাং পবন-দহন-যোগাৎ হুঙ্কারেণ চ সচৈতন্যাং বিধায়, হংসঃ ইতি মন্ত্রেণ উত্থাপ্য ব্রহ্মবর্ত্মনা পরম...............

প্রকাশায় সংসারদুঃখতারিণে ॥ অতিসৌম্যায় দিব্যায় বীরায়াজ্ঞানহারিণে। নমস্তে কুলনাথায় কুলকৌলীন্যদায়িনে॥ শিবতত্ত্বপ্রকাশায় (শিবতত্ত্বপ্রবোধায়) ব্রহ্মতত্ত্বপ্রকাশিনে। নমস্তে গুরবে তুভ্যং সাধকাভয়দায়িনে॥ অনাচারাচার- ভাববোধায় ভাবহেতবে। ভাবাভাববিনির্ম্মুক্ত-মুক্তিদাত্রে নমোনমঃ॥ নমস্তে শম্ভবে তুভ্যং দিব্যভাবপ্রকাশিনে। জ্ঞানানন্দস্বরূপায় বিভবায় নমোনমঃ॥ শিবায় শক্তিনাথায় সচ্চিদানন্দরূপিণে। কামরূপায় কামায় কমিকেলিকলাত্মনে॥ কুলপূজোপদেশায় কুলাচারস্বরূপিণে। আরক্তনিজতচ্ছক্তি বামভাগ-বিভূতয়ে॥ নমস্তেহস্তু মহেশায় নমস্তেহস্তু নমোনমঃ। ইদং স্তোত্রং পঠেন্নিত্যং সাধকো গুরুদিঙ্মুখঃ। প্রাতরুত্থায় দেবেশি ততো বিদ্যা প্রসীদতি॥ কুলসম্ভবপূজায়ামাদৌ যো ন পঠেদিদম্। বিফলা তস্য পূজা স্যাদভিচারায় কল্পতে॥ ইতি কুব্জিকাতন্ত্রে গুরুস্তোত্রং সমাপ্তম্। (তাৎপর্য্য ১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

স্ত্রীগুরুস্তোত্র। - ওঁ নমস্তে দেবদেবেশি নমস্তে হরপূজিতে। ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপায়ৈ তস্যৈ নিত্যং নমোনমঃ॥ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া। যয়া চক্ষুরুন্মীলিতং তস্যৈ নিত্যং নমোনমঃ॥ ভববন্ধনপাশস্য তারিণী জননী পরা। জ্ঞানদা মোক্ষদা নিত্যা তস্যৈ নিত্যং নমোনমঃ। শ্রীনাথবামভাগস্থা সদয়া সুরপূজিতা। সদা বিজ্ঞানদাত্রী চ তস্যৈ নিত্যং নমোনমঃ ॥ সহস্রারে মহাপদ্মে সদানন্দস্বরূপিনী। মহামোক্ষপ্রদা দেবী তস্যৈ নিত্যং নমোনমঃ ॥ ব্রহ্মবিষ্ণুস্বরূপা চ মহারুদ্রস্বরূপিনী। ত্রিগুণাত্মস্বরূপা চ তস্যৈ নিত্যং নমোনমঃ ॥ চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিরূপা চ মদাঘুর্ণিতলোচনা। স্বনাথঞ্চ সমালিঙ্গ্য তস্যৈ নিত্যং নমোনমঃ ॥ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবত্বাদি জীবন্মুক্তিপ্রদায়িনী। জ্ঞানবিজ্ঞানদাত্রী চ তস্যৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ ইতি মাতৃকাভেদতন্ত্রে স্ত্রীগুরোঃ স্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ॥

৭) কুণ্ডলিনীধ্যান যথা। ওঁ প্রসুপ্তভূজগাকারাং স্বয়ম্ভুলিঙ্গমাশ্রি.....

শিবে সমাযোজ্য তয়োঃ সামরস্যং বিভাব্য আত্মানং সামরস্যেন তেজোময়ং সঞ্চিন্তয়েৎ। অথ ত্রিপুরসুন্দরীস্বরূপয়া রক্তবর্ণয়া গুরুশক্ত্যা যুক্তং পরমশিবস্বরূপং গুরুং ধ্যায়েৎ। অভিষিক্তশ্চেৎ সহস্রারাবস্থিত-চন্দ্রমন্ডলে কুলগুরূনপি স্মরেৎ (৮)।

অথ পরমশিবসামরস্যেনামৃতপ্লুতাং কুলকুন্ডলিনীং মূলাধারে সমানীয় শ্বাসং ত্যজেৎ (৯) ইষ্টদেবতাপ্রণামমন্ত্রেণ তাং প্রণমেচ্চ।

অথ চৌরগণেশন্যাসঃ। তত্র প্রথমং হৃদয়ে ক্রোং ইতি দশধা জপ্ত্বা যথাস্থানে দশধা একধা বা তত্তৎ মন্ত্রং জপেৎ যথা - দক্ষনেত্রে হ্রীঁ হ্রীঁ।

তাম্। বিদ্যুৎকোটীপ্রভাং দেবীং বিচিত্রবসনান্বিতাম্। শৃঙ্গারাদি-রসোল্লাসাং সর্ব্বদা কারণপ্রিয়াম্॥ ধ্যানান্তর যথা, ধ্যায়েৎ কুন্ডলিনীং দেবীং স্বয়ম্ভুলিঙ্গসংস্থিতাম্। শ্যামাং (সুন্দরীবিষয়ে 'রক্তাং') সুক্ষ্মাং সৃষ্টিরূপাং সৃষ্টিস্থিতিলয়াত্মিকাম্। বিশ্বাতীতাং জ্ঞানরূপাং চিন্তয়েদুর্দ্ধরূপিণীম্॥

(৮)। প্রকারান্তর যথা,-মূলাধারেহরুনচতুর্দ্দলে ত্রিকোণং ধ্যাত্বা তৎ-ত্রিকোণরেখায়াং ভ্রমন্তং কামং স্ফুরদ্বালার্কবর্ণং সত্ত্বরজস্তমোগুণাক্রান্তং বিন্দুং সঞ্চিন্ত্য তন্মধ্যে কুন্ডলিনীশক্তিং চৈতন্যরূপিনীং তড়িন্নিভাং মৃণালতন্তুকল্পাং প্রসুপ্তভুজগাকারাং সার্দ্ধত্রিবলয়েন সংস্থিতাং মনোদণ্ডং হস্তীকৃত্য উত্থাপ্য হুঁকারেণ হংসঃ ইতি মন্ত্রেণ গুরুপদিষ্টমার্গেণ মুলাধারাৎ স্বাধিষ্ঠান মণিপুরকানাহতবিশুদ্ধাজ্ঞাখ্য-ষট্চক্রভেদক্রমেণ শিরস্থাধোমুখ-সহস্রদলকমলং নীত্বা আত্মানং চিন্তয়েৎ। তত্রস্থ-চন্দ্রমন্ডলাদ্বিগলিতামৃত-ধারায়া রক্তবর্ণময়ীং তাং কুন্ডলিনীং সন্তর্প্য তত্রৈব তৎপ্রভায়াং কুলগুরুন্ ধ্যায়েৎ।

কুলগুরুগণের নাম ধ্যান যথা প্রহ্লাদানন্দনাথঞ্চ সনকানন্দনাথকম্। কুমারনন্দনাথঞ্চ বশিষ্ঠানন্দনাথকম্। ক্রোধানন্দ সুখানন্দৌ ধ্যানানন্দং ততঃ পরম্। বোধানন্দং ততশ্চৈব ধ্যায়েৎ কুলমুখোপরি। পরামৃতরসোল্লাস-হৃদয়াঘুর্ণলোচনাঃ। কুলালিঙ্গনসম্ভিন্ন চুর্ণিতাশেষ-তামসাঃ ॥ কুলশিষ্যৈঃ পরিবৃতাঃ পুর্ণান্তঃকরণোদ্যতাঃ। বরাভয়করাঃ সর্ব্বে কুলতন্ত্রার্থবাদিনঃ। ইতি।

৯। তথা চ শ্রুতিঃ। প্রকাশমানাং প্রথমে প্রয়াণে প্রতিপ্রয়াণেহপ্য-মৃতায়মানাং। অন্তঃপদব্যামনুসঞ্চরন্তীমানন্দরূপামবলাং প্রপদ্যে॥ মহাসুক্ষ্মপথ..................

বামনেত্রে খ্রীঁ খ্রীঁ। দক্ষকর্ণে খ্রীঁ খ্রীঁ। বামকর্ণে খ্রীঁ খ্রীঁ। দক্ষনাসাপুটে হূঁ হূঁ বামনাসাপুটে হূঁ হূঁ। মুখে খ্রীঁ খ্রীঁ। নাভৌ ক্রীঁ। লিঙ্গমূলে হেসৌঃ। গুহ্যে ব্রুঁ। ভ্রূমধ্যে হূঁ। ইতি একাদশস্থানে একাদশবীজং ন্যসেৎ। সমর্থশ্চেদস্মিন্নেব সময়ে অজপাজপসমর্পণং কুর্য্যাৎ (১০)।

অথ ইষ্টদেবতাং ধ্যাত্বা যথাশক্তি মনসা সংপূজ্য ইষ্টমন্ত্রং যথাশক্তি জপ্ত্বা জপং সমর্প্য প্রণমেৎ। সামর্থ্যঞ্চেৎ ইষ্টদেবতা স্তবকবচমপি পঠেৎ জপকালে প্রাণায়ামস্যাবশ্যকতাপি দৃশ্যতে। ততঃ কৃতাঞ্জলিঃ.......

প্রান্তরান্তরান্তরগামিনীম্! উর্দ্ধগমনকালেতু মহা তেজময়ীং স্মরেৎ প্রতিপ্রয়াণকালে তু সুধাধারাভিরাপ্লুতাম্।

(১০)। অথ অজপাজপসমর্পণং যথা। অস্য (প্রণবস্তত্ত্বমুদাত্তঃ স্বর ইত্যেবম্) অজপাগায়ত্রীমন্ত্রস্য হংসঃঋষিঃ অব্যক্তগায়ত্রীচ্ছন্দঃ পরমহংসো দেবতা হং বীজং সঃ শক্তিঃ সোহহং কীলকং পরাত্মপ্রীতয়ে উচ্ছাসনিশ্বাসাভ্যাং ষট্‌শতাধিকৈকবিংশতিসহস্র অজপাজপসমর্পণেন মোক্ষপ্রাপ্তয়ে বিনিয়োগঃ॥ শিরসি হংসঃ ঋষয়ে নমঃ। মুখে অব্যক্তগায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি পরমহংসায় দেবতায়ৈ নমঃ। মূলাধারে হং বীজায় নমঃ। পাদয়োঃ সঃ শক্তয়ে নমঃ। সর্ব্বাঙ্গে সোহহং কীলকায় নমঃ।

ষড়ঙ্গন্যাস। ওঁ হংসাং সূর্য্যাত্মনে তেজোবত্যৈ শক্তয়ে হৃদয়ায় স্বাহা। ওঁ হংসীং সোমাত্মনে প্রভাশক্তয়ে শিরসে স্বাহা। ওঁ হংসূং নিরঞ্জনাত্মনে অবিদ্যাশক্তয়ে শিখায়ৈ স্বাহা। ওঁ হংসৈং নিরাভাসাত্মনে মায়াশক্তয়ে কবচায় স্বাহা। ওঁ হংসৌং অনন্তাত্মনে(অব্যক্তাত্মনে) ঈক্ষণ-শক্তনেত্রত্রয়ায়বৌষট্॥ ওঁ হংসঃ অনন্তাত্মনে জ্ঞানশক্তয়ে অস্ত্রায় ফট্।

অথ হংসস্বরূপ যথা,-হংকারঃ শিবরূপেণ সংকারঃ শক্তিরুচ্যতে। হংসো হংসেতি যো মন্ত্রো জীবো জপতি সর্ব্বদা॥ -হংসো গণেশো বিধিরেব হংসো হংসো হরির্হংসময়শ্চ শম্ভুঃ। হংসো হি জীবো গুরুরেব হংসো হংসোহহমাত্মা পরমার্থরূপঃ।(হং কারো নির্গমে পোক্তঃ সঃ কারস্তু প্রবেশনে)

অথ হংসধ্যানং যথা গমাগমস্থং গমনাদিশূণ্যং চিদ্রূপরূপং তিমিরান্ত কারং। পশ্যামি তং সর্বজন প্রধানং নমামি হংসং পরমার্থ-রূপম্॥ ইতি।

প্রার্থয়েৎ যথা। ওঁ ত্রৈলোক্যচৈতন্যময়ি ত্রিশক্তে শ্রীবিশ্বমাত........

অথ ষট্‌শতাধিকৈকবিংশতিসহস্রসংখ্যকমজপাং ক্রমেণ গণেশাদৌ নিবেদয়েৎ। তত্র প্রথমং মূলাধারে গণেশং ধ্যায়েৎ, -ব শ ষ স দলযুক্তে সম্যগাধারপদ্মে তরুণমরুণগাত্রং বারণাস্যং ত্রিনেত্রম্। অভয়বরদহস্তং চারুপাশাঙ্কুশোদ্যৎকররুচিরসমনাং, চিন্তয়েদাদিমূর্ত্তিম্। (অভয়বরদহস্তং সিদ্ধিলক্ষ্যা সমেতং দধত বরদমূর্ত্তিং ভাবয়েচ্ছ্রী গণেশম্॥ ইতি চ পাঠান্তরম্।) ততো নিবেদয়েৎ।-

মূলাধারমণ্ডপে স্বর্ণবর্ণ চতুর্দলপদ্মে দ্রুতসৌবর্ণবর্ণ-বাদিসান্ত-চতুর্ব্বর্ণান্বিতে গায়ত্রীসহিতায় রক্তবর্ণায় গণনাথায় ষট্‌শতসংখ্যমজপাজপমহং সমর্পয়ামি নমঃ।

স্বাধিষ্ঠানে ব্রহ্মাণং ধ্যায়েৎ, -ব ভ ম য র ল - সংজ্ঞৈরক্ষরৈঃ কৃপ্তপদ্মে, (ব ভ ম য র ল-যুক্তং লিঙ্গমূলস্থপদ্মে ইতি চ পাঠঃ) সুরুচিমুপদিষ্টে পঙ্কজৈঃ সন্নিধানম্। অভয়বরদহস্তং কুণ্ডিকাং চাক্ষমালাং, দধতমমলমূর্ত্তিং চিন্তয়েদ্বিশ্বযোনিম্॥

স্বাধিষ্টানমন্ডপে বিদ্রুমণিভে বিদ্যুৎপুঞ্জপ্রভাত-বাদিলান্তষড়্‌বর্ণান্বিতে ষড়্‌দলপদ্মে সাবিত্রীসহিতায় ব্রহ্মণে অজপামন্ত্রং ষটসহস্রমহং সমর্পংয়ামি নমঃ।

মণিপুরে বিষ্ণুং ধ্যায়েৎ, ডাদ্যৈঃ ফান্ত গতৈঃ-প্রকল্পিতদলে পদ্মে নিবিষ্টং হরিং মার্ত্তন্ডদ্যুতিমাদিপুরুষমজং নারায়ণং চিন্ময়ম্। হস্তনাস্তগদারিশঙ্ককমলং পীতাম্বরং কৌস্তুভং শ্রীবৎসাঙ্কিতমিন্দ্রনীল-সদৃশং ধ্যায়েজ্জগন্মোহনম্।

মণিপুরমন্ডপে সুনীলপ্রভে মহানীলপ্রভ ডাদি ফান্ত দশবর্ণ বিভুষিতে দশদল পদ্মে লক্ষীসহিতায় বিষ্ণবে ষট্‌সহস্রমজপাজপমহং সমর্পয়ামি নমঃ।

অনাহতে শিবং ধ্যায়েৎ।-কাদ্যৈ ষ্ঠান্তগতৈঃ প্রকল্পিত দলে পঙ্কেরুহে পার্ব্বতীকান্তং পূর্ণশশাঙ্ককোটি সদৃশং প্রখ্যং কপর্দ্দোজ্জ্বলম্। শান্তং টঙ্কমৃগা ভয়াস্পদকরং নাগাদিভূষোজ্জ্বলং গ্রৈবেয়াঙ্গদহারকুন্ডলধরং চর্ম্মাম্বরং চিন্তয়েৎ।

অনাহতমন্ডপে তরুণরবিনিভে মহাবহ্নিকণিকাভ - কাদিঠান্তদ্বাদশবর্ণযুতে দ্বাদশদলপদ্মে গৌরীসহিতায় শিবায় ষট্‌সহস্রমজপাজপমহং সমর্পংয়ামি নমঃ।

বিশুদ্ধচক্রে জীবাত্মধ্যানম্ - মূর্ত্ত্যঙ্গেষু নিবিষ্টমঙ্গরহিতং শান্তং রুচা ভাসুরং ব্যাপ্তাশেষচরাচরং গুণময়ং ভাবেন সচ্চিন্ময়ং। মূর্ত্তামূর্ত্তমমূর্ত্তমেকমমলং জ্যোতিঃপ্রদীপোপমং সাক্ষাৎ ষোড়শপত্রবর্ণ - কমলে জীবং পরং চিন্তয়েৎ॥

ভর্বদাজ্ঞয়ৈব। প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং সংসারযাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে (১১)। জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে.............

বিশুদ্ধমন্ডপে ধুম্রবর্ণে রক্তবর্ণ-অকারাদি অঃকারান্তষোড়শস্বরন্বিতে ষোড়শদলপদ্মে প্রাণশক্তিসহিতায় জীবাত্মনে সহস্রসংখ্যমজপাজপমহং সমর্পয়ামি নমঃ।

আজ্ঞাচক্রে গুরুধ্যানম্-হক্ষার্ণদ্বয়চারুপত্রকমলে দিব্যে জগৎ-কারণে, বিশ্বোত্তীর্ণমনেকদেহনিলয়ং স্বচ্ছন্দমাত্মেচ্ছয়া। তত্তদ্যোগ্যতয়া স্বদেশিকতনুং ভাবৈকসচ্চিন্ময়ং প্রত্যক্ষক্ষিরবিগ্রহং গুরুবরং ধ্যায়েৎ পরং দৈবতম্॥

আজ্ঞামন্ডপে বিদ্যুৎপুঞ্জনিভে শুভ্র-হক্ষবর্ণান্বিতে দ্বিদলপদ্মে মায়াসহিত গুরুমুর্ত্তয়ে একসহস্রমজপাজপমহং সমর্পয়ামি নমঃ।

সহস্রারে পরমাত্মধ্যানং যথা, - বিশ্বব্যাপিনমাদিদেবমমলং নিত্যং পরং নিস্কলং নিত্যোদ্বুদ্ধসহস্রপত্রকমলে লিপ্যক্ষরৈর্ম্মণ্ডিতে। নিত্যানন্দমনন্তপূর্ণ-পরচিৎসত্তাস্ফুরত্তাত্মকং স্মৃত্বাত্মানমনুপ্রবিশ্যকুহরে স্বচ্ছন্দতঃ সর্বতঃ॥

ব্রহ্মরন্ধ্রমন্ডপে কর্পূরাভে নানাবর্ণোজ্জ্বল-দলবিভূষিতে নানাবর্ণবর্ণসমুদয়োজ্জ্বলে সহস্রারে মোক্ষবীজাত্মিকা বিদ্যাশক্তিসহিতায় পরমাত্মনে একসহস্রমজপাজপমহং সমর্পয়ামি নমঃ॥ ইতি জপং সমর্প্য অষ্টোত্তরশতসংখ্যং 'হংসঃ' ইতি অজপাজপং কুর্যাৎ। (সংক্ষেপ অজপা, ১৫ পৃষ্ঠায় দ্রঃ।)

(তন্ত্রবিশেষে বিশেষস্তু, - আজ্ঞামন্ডপে বিদ্যুৎপুঞ্জনিভে শুভ্র-হক্ষবর্ণান্বিতে দ্বিদলপদ্মে মায়াসহিতপরমাত্মনে একসহস্রমজপাজপমহং সমর্পয়ামি নমঃ। ব্রহ্মরন্ধ্রমন্ডপে কর্পূরাভে নানাবর্ণোজ্জ্বল-দলবিভূষিতে নানাবর্ণ-বর্ণসমুদয়োজ্জ্বলে সহস্রারে নাদবিন্দুপরিস্থিত-ব্রহ্মরূপ-সশক্তিকগুরবে একসহস্রসংখ্য-মজপাজপমহং সমর্পয়ামি নমঃ॥ ইত্যেবং ক্রমং বীরচূড়ামন্যাদৌ কথিতম॥ তত্ত্ব কোষাঞ্চিন্মতে তরাবিদ্যোপাসকপরম্। অত্র সাম্প্রদায়িকং পরম্। "সম্প্রদায়বিহীনানাং ফলং ন স্যান্মহেশ্বরি॥" ইতি।)

ষট্‌শতাধিকৈকবিংশতিসহস্রজপেন পরদেবতারূপশ্রীপরমেশ্বরঃ প্রীয়তাম্। ইতি মনসা সংকল্প্য পুনঃ পরদিনার্থং হংসস্য ধ্যানং কুর্যাৎ যথা, আরাধয়ামি মণিসন্নিভমাত্মলিঙ্গং মায়াপুরীহৃদয়পঙ্কজসন্নিবিষ্টং। শ্রদ্ধানদীবিমলচত্তজলা-বগাহং নিত্যং সমাধিকুসুমৈরপুনর্ভবায় ॥ ইতি। (অর্থ ১৬ পৃঃ দ্রঃ)

(১১)। শিববিষয়ে তু, ওঁ ত্রৈলোক্য চৈতন্যময়াদিদেব শ্রীশঙ্করত্বচ্চরণাজ্ঞয়ৈব ....

নিবৃত্তিঃ। ত্বয়া হৃষীকেশি হৃদিস্থয়া মে (১২) যথা নিযুক্তোঽস্মিতথা করোমি। (আত্মানং ব্রহ্মময়ং বিভাব্য) অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্। সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্তস্বভাববান্। ততঃ, সমুদ্রমেখলে দেবি পর্ব্বতস্তনমণ্ডলে। বিষ্ণুপত্নি নমস্তুভ্যং পাদস্পর্শং ক্ষমস্ব মে ॥ ধারণং পোষণং ত্বত্তো ভূতানাং দেবি সর্ব্বদা। তেন সত্যেন মাং পাহি পাশান্মোচয় ধারিণি ॥ ইতি কৃতাঞ্জলিঃ সম্প্রার্থ্য, ওঁ প্রিয়দত্তায়ৈ ভুবে নমঃ, 'ইতি প্রার্থয়িত্বা ধরাং শ্বাসযুক্তং পাদং নিধাপয়েৎ।' ততো বহির্গত্বা (অভিষিক্তশ্চেৎ) 'ওঁ নমস্তে কুলবৃক্ষেভ্যঃ সর্ব্বপাপ-বিমুক্তয়ে। শুভং বিধেহি মে নিত্যং.............

প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং সংসারযাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে ॥ সংসারমায়ামনুবর্ত্তমানো তদাজ্ঞয়া শঙ্কর দেবদেব। স্পর্দ্ধাতিরস্কার কলিপ্রমাদাৎ ভয়ানি মাং মাভিভবন্তু নাথ॥ বৈষ্ণব পক্ষে তু শ্রীশঙ্কর ত্বচ্চরণাজ্ঞয়ৈব' ইত্যত্র "শ্রীবিষ্ণো নাথ ভবদাজ্ঞয়ৈব" ইতি বিশেষঃ।

শ্রী রামচন্দ্রচরণার্পিতচিত্তস্তু, 'শ্রীরাম রাম জয় রাম জয় জয়' ইতি তারকব্রহ্ম নাম উচ্চার্য্য প্রার্থয়েৎ - প্রাতঃ স্মরামি দিননায়কবংশভূষং বেদান্তবেদ্যমভয়ং কৃতরাজবেশং বৈদেহিলক্ষানযুতং ভুবনাভিরামং সংসারসর্পগরলোপশমায় রামং। প্রাতঃ স্মরামি চরিতং দুরিতং নিহন্তুং রামস্য তস্য পলভক্ষকৃতান্তকস্য। যঃ সিন্ধুবন্ধকথয়া ভববন্ধহন্তা রাজ্যং তনোতি চ বিভীষণরাজ্যদাতা। প্রাতঃ করোমি কলিকল্মষনাশ কর্ম্ম তচ্ছর্ম্মদং ভবতু ভক্তিকরং পরং মে। অন্তঃস্থিতেন সুখভানচিদাত্মকেন রামেণ রাজ-(রম্য) গুরুদেহবতা নিযুক্তঃ। শ্লোকত্রয়ং যঃ পঠতি প্রভাতে শ্রীরামচন্দ্রার্পিতচিত্তবুদ্ধিঃ। আয়ুঃ শ্রিয়ং কীর্ত্তিমনন্তসৌখ্যং লব্ধা চিরং রামপদং স এতি। গুর্ব্বর্থে ত্যক্তরাজ্যো ব্যচরদনুবনং পদ্মপদ্ভ্যাং প্রিয়ায়াঃ পাণিস্পর্শাক্ষমোণান্মজিতপথিরুজো যো হরীন্দ্রানুজেন। বৈরূপ্যাৎ শুর্পণখ্যা প্রিয়বিরহরুষারোপিতভ্রূবিজৃম্ভত্রস্তাব্ধির্ব্বদ্ধসেতুঃ খলবদহনঃ কোশলেন্দ্রোঽবতান্নঃ॥ ইতি স্মরণং।

(১২)। পুংদেবতা পক্ষে, "ত্বয়া হৃষীকেশি হৃদিস্থয়া মে" এই স্থলে, "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন" হইবে।.............

কুলবৃক্ষায় তে নমঃ ॥' ইতি মন্ত্রেণ কুলবৃক্ষমেকং (১৩) কুমারীং শক্তিং বা দৃষ্ট্বা ইষ্টদেবতা-প্রণামমন্ত্রেণ প্রণম্য মলমূত্রত্যাগ দন্তধাবনাদিকং কুর্য্যাৎ। মুখপ্রক্ষালনমন্ত্রন্তু, ক্লীং কামদেবায় সর্ব্বজন প্রিয়ায় স্বাহা (নমঃ) ইতি ....

---

(১৩)। কুলবৃক্ষ যথা। রেবতীতন্ত্রে-হরিতকী তথা ধাত্রী নিশ্বাশ্বত্থ কদম্বকাঃ। ডুম্বুরুর্বটবিল্বৌ চ তিন্তিড়ী নবমঃ স্মৃতঃ ॥ কুলকাষ্টাদিকং দেবি হোমার্থঞ্চ সমাহরেৎ॥ ইতি। কুলার্চ্চনদীপিকায় - শ্লেষ্মাতককরঞ্জাক্ষনিম্বাশ্বত্থ হরীতকী। বিল্বো বটোডুম্বরৌ চ চিঞ্চেতি দশ তে মতাঃ ॥ তন্ত্রসারে শ্লেষ্মাতককরঞ্জৌ চ বিশ্বাশ্বত্থ কদম্বকাঃ। নিম্বো বটোডুম্বরৌ চ ধাত্রী চিঞ্চা দশ স্মৃতা ॥

সংস্কৃতাংশের তাৎপর্য্য - ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে (অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের ৯৬ মিঃ পূর্ব্বে, ৩ টীকা দেখুন) উঠিয়া শয্যাতেই, পদ্মাসন, স্বস্তিকাসন অথবা অন্য যে কোন প্রকার আসনে উপবিশ্ট হইয়া প্রাতঃকৃত্য করিবেন। প্রথমেই সংক্ষেপ শয্যা শোধন করিবেন। (বিধি পুরশ্চরণ রত্নাকর দেখুন)। পূর্ণাভিষিক্ত পক্ষে প্রথমে পাদুকা পঞ্চকস্তোত্র পাঠ করা কর্ত্তব্য। পরে চিন্তা করিবেন মস্তকে নানাবর্ণদ্বারা সমুজ্জ্বল অধোমুখ সহস্রদল পদ্ম আছে, সেই পদ্মের নীচে উর্দ্ধমুখ শ্বেত- দ্বাদশদলপদ্ম। সেই পদ্মের উপর পূর্ণচন্দ্র মন্ডল এবং হংসপীঠ। সেই পীঠে শুক্লবর্ণ, শুভ্র অলঙ্কার, এবং শ্বেতবস্ত্র মাল্যাদিভূষিত, দ্বিভুজ বরাভয়কর, শান্ত সুন্দর স্বয়ংপ্রকাশ স্বরুপ নিজগুরু। তাঁহার বাম উরুদেশে, ত্রিপুর সুন্দরী স্বরূপা গুরুপত্নী বাম হস্তে রক্তপদ্ম এবং দক্ষিণ হস্তদ্বারা শ্রীগুরুদেবকে ধারণ করিয়া আছেন। পরম শিবস্বরূপ দ্বিনয়ন গুরুদেবের দুই পা থেকে অমৃতক্ষরণ হইতেছে। সেই অমৃতদ্বারা নিজেকে অভিষিঞ্চিত কল্পনা করিয়া 'ঐঁ' মন্ত্র (পূণ্যাভিষিক্ত পক্ষে পাদুকা মন্ত্র) উচ্চারণ করিয়া "সশক্তিক শ্রীঅমুকানন্দনাথং গুরুং পূজয়ামি।" এই প্রকার চিন্তা করিয়া গুরুধ্যান (৪টীকা) পূর্ব্বক মনসাপূজা করিবেন। মনসাপূজা প্রণালী মূলে স্পষ্ট ভাবেই লিখিত আছে। অথবা মনে মনে যথা অভিলষিত দ্রব্য দ্বারা গুরুপূজা করিলেও মানসপূজার ফল হয়। (৩৮) টীকা দ্রঃ।

অনন্তর দশবার 'ঐঁ' এই গুরুমন্ত্র অথবা পাদুকামন্ত্র যথাশক্তি জপ করিয়া গোযোনিমুদ্রায় জল লইয়া (কল্পনা করিবে) গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তা ত্বং ইত্যাদি (৪পৃঃ) জপ সমর্পণ মন্ত্রে গুরুদেবের দক্ষিণ হস্তে সেই কাল্পনিক, জল সমর্পণ করিবেন।............

ইহাকে জপ সমর্পণ বলে। গুহ্যাতিগুহ্য গোপ্তা ত্বং ইত্যাদি জপসমর্পণ মন্ত্রের অর্থ-দেব! তুমি গুহ্য বিষয় হইতে অতীব গুহ্যরূপে আপনাকে রক্ষা কর এবং গোপনীয় মন্ত্রের তুমিই রক্ষাকারী, তোমার প্রসাদে আমি যেন সকলবিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিতে পারি, আমার এই জপ তুমি গ্রহণ কর! অনন্তর মূলে উক্ত প্রণামমন্ত্রে গুরুদেবের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিবে অকণ্ডমণ্ডলাকারং ইত্যাদি (৪পৃঃ) প্রাণামমন্ত্রের অর্থ 'যিনি এই বিশ্বে অসীম মণ্ডলাকারে ব্যাপ্ত, বিরাটরূপে পরিপূরিত, সমুদয় জীব এবং অনুপরমানুতে অবস্থিত, সেই ব্রহ্মের স্বরূপ যিনি দেখাইয়া দেন, সেই গুরুদেবকে আমি প্রণাম করি অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন নানা প্রকার মোহে অন্ধ চক্ষুর আবরণ জ্ঞানরূপ কাজলের শলাকাদ্বারা যিনি অপসারিত করিয়া দেন, সেই গুরুকে আমি নমস্কার করি যাঁহার অমৃতময় বাক্য সংসারের সকলবিঘ্ন নষ্ট করে, সেই ইষ্ট দেবতাস্বরূপ গুরুদেবকে আমি নমস্কার করি।

'ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদম্' ইত্যাদি ৩ পৃষ্ঠায় উক্ত গুরুধ্যানের অর্থ 'ব্রহ্মধ্যানে যিনি আনন্দ পান, যিনি ব্রহ্মতত্ত্ব বা পরতত্ত্বাদি জ্ঞান দান করিয়া আনন্দ পান কেবল ব্রহ্মই যাঁহার সত্তা, যাঁহার শরীর জ্ঞানরূপে উদ্ভাসিত যিনি অদ্বিতীয় বা অবোধগম্য, আকাশের ন্যায় অসীম ও ব্যাপক, "তুমিই তিনি" এই উপলব্ধি যাঁহার লক্ষ্য, যিনি এক এবং নিত্য, মলিনতা বর্জিত, নিত্যস্থির, সকল 'ভাবে'ই নির্লিপ্ত, সকল গুণের অতীত, সেই জগদ্ব্যাপী গুরুদেবকে আমি প্রণাম পূর্বক স্মরণ করি। প্রণামের পর ওঁ নমস্তভ্যাম। ইত্যাদি ৪ পৃঃ (৬টীকা) স্তোত্রপাঠ করিবে। স্তোত্রের অর্থঃ-

শিবস্বরূপ মহামন্ত্রদানকারী, ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশকারী, সংসারদুঃখ হইতে ত্রাণকারী গুরুদেবকে প্রণাম করি। অজ্ঞানহারী, অতিসৌম্য দিব্য, বীর, কুলনাথ এবং কুলকৌলীন্য দায়ক গুরুদেবকে প্রণাম করি। শিবতত্ত্ব এবং ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশ করিয়া সাধককে অভয়দানকারী গুরুদেবকে প্রণাম করি; আচার অনাচার প্রভৃতি ভাববিষয়ে যিনি জ্ঞানদান করেন, অথচ সকল ভাবের অতীত মুক্তিদাতা গুরুদেবকে প্রণাম করি। শিবস্বরূপ! তোমাকে নমস্কার! তুমি দিব্যভাব প্রকাশ করিয়া দাও। জ্ঞানানন্দ এবং অন্যান্য বিভবের স্বরূপ তোমাকে নমস্কার। তুমি শিব, শক্তিনাথ এবং সত্য, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ, তুমি কামরূপ, কামকেলি কলাত্মস্বরূপ, তুমি কুলপূজার উপেদষ্টা এবং কুলাচারস্বরূপ, তোমার বামভাগে

রক্তবর্ণ নিজশক্তি, হে শিবস্বরূপ তোমাকে বার বার নমস্কার প্রাতঃকালে গুরুচিন্তার পর এই স্তোত্র পাট করিলে সকল মন্ত্র এবং দেবতা প্রসন্ন হন. কুলপূজার পূর্বে এই স্তোত্র যিনি পাট করেন না, তাঁহার সকল পূজাই বিফল হয়

গুরুদেবের উপদেশ না থাকিলে কুলকুণ্ডলিনী অথবা ষট্‌চক্র সংক্রান্ত ক্রিয়া না করাই উচিত অথচ এই ষট্‌চক্র সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকিলে সকল প্রকার ক্রিয়া অথবা পূজা জপ প্রভৃতিতে বিহেহ ফল লাভ হয় না ষট্‌চক্র সংক্রান্ত ক্রিয়াদি যদি নিয়মিত বিধি অনুসারে করেন, তিনি সংসারে অথবা বনে যেখানেই থাকুন নিশ্চিত সিদ্ধিলাভ করিবেন এখানে সংক্ষেপে ষট্‌চক্র বিবরণ সহিত রেখাচিত্র দেওয়া হইতেছে, (১৪পৃঃ) আরও বিস্তৃত বিবরণ পরে ভূতশুদ্ধি প্রকরণে বিবৃত হইয়াছে; বিস্তারিত বিশেষ বিবরণ অস্মৎ সঙ্কলিত মহানির্বাণতন্ত্রে ৫ম উল্লাসে দ্রষ্টব্য

কুলকুণ্ডলিনী ধ্যানের অর্থ - প্রসুপ্ত ভুজগাকারাং ইত্যাদি ৭ (টীকা) দেবী মূলাধারে সর্পাকারে সয়ম্ভুলিঙ্গ বেষ্টিতা এবং নিদ্রিতা, কোটি বিদ্যুতের প্রভা সম্পন্না এবং বিচিত্র বসন পরিহিতা তিনি সুধাপান প্রিয়া - এবং শৃঙ্গারাদি রসে উল্লসিতা

মনে মনে গুরুর আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া, মূলাধারস্থিত চতুর্দ্দলপদ্ম কর্ণিকার মধ্যে স্বয়ম্ভুশিবলিঙ্গ আছেন কল্পনা করিবেন সেই শিবলিঙ্গে সাড়ে তিন পাকে বেষ্টন করিয়া মৃণালের সুত্র অপেক্ষাও সুক্ষ্ম সর্পাকৃতি বিদ্যুদ্বর্ণা ইষ্টদেবী স্বরূপা কুলকুণ্ডলিনী নিদ্রিতা আছেন 'যং,' 'রং,' এবং 'হূং' এই তিন মন্ত্রে তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া, হংসঃ এই মন্ত্রে তাহাকে সুষুম্না পথে ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রারে লইয়া গিয়া সহস্রারস্থিত পরমশিবের সহিত তাঁহাকে যুক্ত করিয়া তাঁহাদের এবং তৎসহিত নিজ আত্মাকে একীভূত এবং তেজোময় চিন্তা করিবেন অনন্তর ত্রিপুরসুন্দরী স্বরূপা রক্তবর্ণা গুরুশক্তিযুক্ত পরমশিবস্বরূপ গুরুদেবরক চিন্তা করিবেন সহস্রার ক্ষরিত অমৃতধারা দ্বারা নিজেকে অভিষিক্ত চিন্তা করিবেন। অনন্তর সুধাধারায় আপ্লুতা কুলকুণ্ডলিনীকে সুষুম্নাপথে পুনরায় মূলাধারে আনিয়া পূর্ব্বস্থানে স্থাপিত করিয়া শ্বাস ত্যাগ করিবেন ইষ্টদেবী প্রণাম মন্ত্রে তাঁহাকে প্রণাম করিবেন কুলকুণ্ডলিনীকে পুনরায় পূর্ব্ববৎ সাড়ে তিন পাকে স্বয়ম্ভুলিঙ্গকে বেষ্টিতা এবং সুষুপ্তা চিন্তা করিবেন মনে রাখিবেন - উর্দ্ধগমনকালে কুলকুণ্ডলিনী মহাতেজোময়ী এবং অবতরণকালে তিনি সুধাধারায় আপ্লুতা।

ভ্রূ মধ্যে। শুভ্র দ্বিদলপদ্ম। অক্ষর রক্তবর্ণ।
কণ্ঠ। ধূম্রবর্ণ ষোড়শদলপদ্ম। অক্ষর রক্তবর্ণ।
হৃদয়। রক্তবর্ণ দ্বাদশদলপদ্ম। অক্ষর সিন্দূরবর্ণ।
নাভি। মেঘবর্ণ দশদলপদ্ম। অক্ষর নীলবর্ণ।
লিঙ্গমূল। ষড়্‌দলপদ্ম। অক্ষর ও দল বিদ্যুৎবর্ণ। কর্ণিকা—রক্তবর্ণ।
গুহ্যদেশ। রক্তবর্ণ চর্তুদলপদ্ম। অক্ষর সুবর্ণবর্ণ।
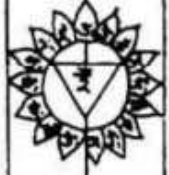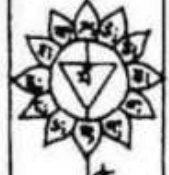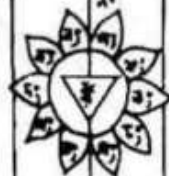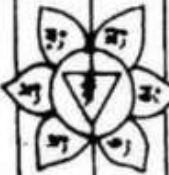
চৌরগণেশন্যাস - নিত্য চৌরগণেশন্যাস করা কর্ত্তব্য। ইহা না করিলে গুরুপাদুকা এবং ব্রহ্মমন্ত্র ছাড়া অন্য সকল মন্ত্র জপের ফল চৌরগণেশ আত্মসাৎ করিয়া লন। মূলে ৬পৃষ্ঠায় চৌরগণেশ ন্যাস বিধি স্পষ্ট ভাবে দেওয়া আছে।

অজপা - সকল প্রকার জপের মধ্যে অজপা জপই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অজপা অর্থে জপ না করিয়া চিন্তা দ্বারা স্বয়ং যে জপ সিদ্ধ হয়। (ভবনত্তস্য মন্ত্রস্য জপমাত্রং ন বিদ্যতে। অজপা তেন বিখ্যাতা শিবশক্তি সমন্বিতা: জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র) প্রত্যেক মানুষের নিশ্বাস এবং প্রশ্বাসের মাধ্যমে ২৪ ঘন্টায় ২১৬০০ "হংসঃ" এই মন্ত্র জপ হইয়া থাকে। 'হং' অর্থে শিব এবং 'সঃ' অর্থে শক্তি পরমব্রহ্ম, শিব, বিষ্ণু, গনেশ প্রভৃতি সকল দেবতাকেই 'হংসঃ' বলা যাইতে পারে। এই মন্ত্র বিপরীতভাবে পাঠ করিলে "সোহহম্" অর্থাৎ আমিই তিনি অথবা ব্রহ্ম ও আত্মা অভেদ। কাটের মধ্যে যেমন অগ্নি, ফুলের মধ্যে গন্ধ, দুধের মধ্যে অমৃত সেইরূপ দেহমধ্যে মন্ত্র এবং বিদ্যা "হংসঃ" রূপে অবস্থিত। (কাষ্ঠ মধ্যে যথা বহ্নি পুষ্পে গন্ধং পয়োহমৃতম্। দেহমধ্যে তথা বিদ্যা হংসাকারেণ সংস্থিতা। জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র) নিঃশ্বাস ত্যাগের সময় 'হং' এবং লইবার সময় 'সঃ'। অজপা জপসমর্পণের নিয়মানুসারে এই জপ যথাযথ স্থানে এবং সংখ্যায় সমর্পণ না করিলে এই অনায়াস জপের কোন ফল পাওয়া যায়না। ৭ পৃঃ (১০) টীকায় ধ্যানাদি সহিত বিস্তৃত অজপাজপ প্রণালী দেওয়া হইয়াছে অসমর্থ পক্ষে সংক্ষেপ অজপা জপ প্রণালী এইখানে বর্ণিত হইল। যথা-

প্রথমে "গমাগমস্থম্" ইত্যাদি (৭পৃঃ) হংস ধ্যান। ইহার তাৎপর্য্য যিনি গমনাদি শূণ্য হইয়াও সর্বগ এবং গতিযুক্ত, চৈতন্যস্বরূপ এবং মোহান্ধ নাশ করেন, পরমব্রহ্ম স্বরূপ সেই সর্বজন প্রধান হংসকে প্রণাম করি।

১। মূলাধার মন্ডপে চতুর্দলপদ্মে বাদিসান্ত চতুর্বর্ণান্বিতে গায়ত্রীসহিতায় রক্তবর্ণ গণনাথায় ষট্শতসংখ্যম্ অজপাজপমহং সমর্পয়ামি নমঃ। (ব, শ, ষ, স, এই চার অক্ষরযুক্ত চতুর্দ্দল পদ্মে গায়ত্রী দেবীর সহিত রক্তবর্ণ গণেশকে ছয় শত অজপাজপ সমর্পণ করিতেছি)

২। স্বাধিষ্ঠান মন্ডপে বাদিলান্ত ষড়্বর্ণান্বিত ষড়্দল পদ্মে সাবিত্রী সহিতায় ব্রহ্মণে ষট্সহস্রম্ অজপাজপম্ অহং সমর্পয়ামি নমঃ। (ব, ভ, ম, য, র, ল, এই ছয় অক্ষরযুক্ত ছয়দল স্বাধিষ্ঠান পদ্মে সাবিত্রী দেবীর সহিত ব্রহ্মাকে ছয়হাজার অজপাজপ সমর্পণ করিতেছি)

৩ মণিপুরচক্রে ডাদিফান্ত দশবর্ণ বিভূষিতে দশদলপদ্মে লক্ষীসহিতায় বিষ্ণবে ষট্সহস্রম্ অজপাজপম্ অহং সমর্পয়ামি নমঃ। (ড হইতে ফ পর্যন্ত দশবর্ণ বিভূষিত দশদল যুক্ত মণিপুরপদ্মে লক্ষীর সহিত বিষ্ণুকে ছয়হাজার অজপাজপ সমর্পণ করিতেছি

৪ অনাহতচক্রে কাদিঠান্ত দ্বাদশবর্ণযুক্তে দ্বাদশদলপদ্মে গৌরী সহিতায় শিবায় ষট্সহস্রম্ অজপাজপমহং সমর্পয়ামি নমঃ (ক হইতে 'ঠ' পর্যন্ত দ্বাদশবর্ণ বিভূষিত দ্বাদশদল অনাহত পদ্মে গৌরী সহিত শিবকে ছয়হাজার অজপাজপ সমর্পণ করিতেছি)

৫ বিশুদ্ধচক্রে অকারাদি অঃ কারান্ত ষোড়শস্বরান্বিতে ষোড়ষদলপদ্মে প্রাণশক্তিসহিতায় জীবাত্মনে সহস্রসংখ্যম্ অজপাজপমহং সমর্পয়ামি নমঃ (অ, আ ইতে অং অঃ পর্যন্ত ষোড়শস্বরভূষিত ষোশদল বিশুদ্ধপদ্মে প্রাণশক্তিসহ জীবাত্মাকে একহাজার অজপা জপ সমর্পণ করিতেছি)

৬। আজ্ঞাচক্রে 'হ', 'ক্ষ', বর্ণান্বিতে দ্বিদলপদ্মে মায়া, সহিত গুরুমূর্ত্তয়ে একসহস্রম্ অজপাজপমহং সমর্পয়ামি নমঃ। (ভ্রূমধ্যে আজ্ঞাচক্রে 'হ' এবং 'ক্ষ' এই দুইবর্ণযুক্ত দ্বিদলপদ্মে মায়া সহিত গুরুমুর্ত্তিকে একহাজার অজপা জপ সমর্পণ করিতেছি।)

৭ সহস্রারে ব্রহ্মরন্ধ্রমণ্ডপে সহস্রদলপদ্মে নানাবর্ণ সমুদয়োজ্জ্বলে 'অ কারাদি 'ক্ষ' কারান্ত সমুদায় বর্ণমালা বিভূষিতে বিদ্যাশক্তি সহিতায় পরমাত্মনে এক সহস্রম্ অজপাজপমহং সমর্পয়ামি নমঃ। (ব্রহ্মরন্ধ্রে নানাবর্ণে উজ্জ্বল এবং 'অ' হইতে 'ক্ষ' পর্যন্ত সমুদায় বর্ণমালাভূষিত সহস্রদলপদ্মে বিদ্যাশক্তিযুক্ত পরমাত্মাকে একহাজার অজপাজপ সমর্পণ করিতেছি।)

(অসমর্থপক্ষে সংস্কৃত মন্ত্রাংশ বাদ দিয়া মাত্র বাংলা অনুবাদ অংশ চিন্তা করিলেও অজপাজপের ফল লাভ হয়।) অতঃপর ১০৮ বার "হংসঃ" এই অজপা মন্ত্র জপ করিয়া "ষট্শতাধিকৈকবিংশতি..." ইত্যাদি (৯ পৃঃ) পাঠ করিবে। ইহার তাৎপর্য্য - ২১৬০০ জপে পরদেবতাস্বরূপ পরমেশ্বর প্রীত হউন। অনন্তর পরদিনের জন্য "হংসঃ" ধ্যান করিবে। "আরাধয়ামি..." ইত্যাদি (৯পৃঃ) অর্থাৎ হৃদয় কমল মধ্যে মায়াপুরী সন্নিবিষ্ট মণি সদৃশ জীবাত্মারূপে আত্মলিঙ্গ স্থাপিত আছেন, শ্রদ্ধারূপা পবিত্রনদীস্থিত নির্মল চিত্তরূপ শুদ্ধজলে আবগাহন পূর্ব্বক, জন্মমৃত্যু হইতে পরিত্রাণের নিমিত্ত সমাধিরূপ কুসুমদ্বারা তাঁহাকে নিত্য আরাধনা করি।

অনন্তর ইষ্টদেবতা ধ্যান করিয়া তাঁহাকে যথাভিলষিত উপচার দ্বারা মনে মনে পূজা করিবে। পরে যথাশক্তি ইষ্টমন্ত্র জপ করিয়া দেবীর বাম অধোহস্তে "গুহ্যাতি গুহ্যগোপ্ত্রী ত্বং গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপম্। সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি ত্বৎপ্রসাদান্ মহেশ্বরি।" এইমন্ত্রে পূর্ব্ববৎ গোযোনি মুদ্রায় (কাল্পনিক) জল লইয়া জপ সমর্পণ করিবেন। সকল স্ত্রী দেবতার জপ উক্তমন্ত্রে সমর্পণ করিবেন। মন্ত্রের অর্থ পূর্বেই উক্ত হইয়াছে।

সমর্থ হইলে জপের পরে (অথবা পূর্ব্বে) প্রাণায়াম করিবেন। অনন্তর কৃতাঞ্জলি পুটে ত্রৈলোক্য চৈতন্যময়ি ত্রিশক্তে ইত্যাদি (৮পৃঃ) মন্ত্রে প্রার্থনা করিবেন - এই মন্ত্রগুলির অর্থ যথা - মা, তুমি সারা বিশ্বের চৈতন্যস্বরূপ, তুমি সকলশক্তির আধার, সর্বশক্তিস্বরূপা জগন্মাতা, তোমার প্রিয়কার্যবোধে সংসার যাত্রা নির্বাহ করিতে চলিয়াছি, ধর্ম্ম যে কি তাহা আমি জানি কিন্তু তাহাতে আমার প্রবৃত্তি নাই, অধর্ম যে কি তাহাও আমি জানি তবুও তা থেকে নিবৃত্ত হতে পারি না, মাগো তুমি সর্বদাই আমার অন্তরে থেকে যা করাও তাই করি।

আমিই সেই ব্রহ্ম, আমিই দেবতা, আমি দুখদুঃখের অতীত নির্বিকল্প আমিই সৎ, চিৎ এবং আনন্দস্বরূপ! অর্থাৎ ব্রহ্ম, জগতের সৃষ্ট যাহা কিছু পদার্থ 'জড়' এবং 'জীব' সকলের ভিতর ওতঃ প্রোত এবং চৈতন্যরূপে বিরাজিত আছেন, তিনি নির্লিপ্ত এবং দ্রষ্টা আমার ভিতরেও তিনি সেইভাবে বিরাজমান

পরে পৃথিবীকে প্রণাম - দেবি! সমুদ্র তোমার মেখলা পর্ব্বতরাজি তোমার পয়োধর, তুমি বিষ্ণুপত্নী, আমার পদস্পর্শ তুমি ক্ষমা কর। তোমাকে নমস্কার। তুমি জীবমাত্রকেই সর্ব্বদা ধারণ এবং পোষণ কর, তুমি কৃপা করিয়া আমার এই সংসার পাশ এবং বন্ধন মোচন করিয়া দাও।

অনন্তর "প্রিয়দত্তায়ৈ ভুবে নমঃ" এই মন্ত্র বলিয়া শ্বাসযুক্ত পদক্ষেপ করিবেন। পরে কুমারী, শক্তি অথবা কুলবৃক্ষকে প্রণাম করিয়া বহির্গমনাদি প্রভৃতি করিবেন।

প্রাতঃকৃত্য আরম্ভের পূর্বে টীকার বাংলা অংশগুলি ভাল করিয়া পড়িয়া লইবেন। প্রাতঃকৃত্য না করিলে সন্ধ্যা পূজা প্রভৃতি কোন কার্য্যেরই অধিকারহয়না। সমুদায় প্রাতঃ কৃত্যে যাঁহারা অসমর্থ হইবেন, তাঁহারা গুরুধ্যান মানস পূজা ও গুরুমন্ত্র জপ, চৌরগণেশন্যাস, ইষ্টধ্যান মানসপূজা ও ইষ্টমন্ত্র জপ করিলেও প্রাতঃকৃত্যের ফল লাভ করিবেন।................

অথ সন্ধ্যা

প্রাতঃস্নানানন্তরং প্রাতঃসন্ধ্যা কর্ত্তব্যা (১৫) তদযথা - ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা ইতি ত্রিরাচম্য ওঁ..............

---

(১৫) তিলকধারণ, রুদ্রাক্ষ, তুলসীমালা প্রভৃতি ধারণ করিয়া সন্ধ্যা বন্দনাদি করিবেন

তিলক ধারণ বিধি পূর্ব ও উত্তর মুখে উপবিষ্ট হইয়া কণিষ্ঠা ব্যতিরেকে দক্ষিণ হস্তের অন্য যে কোন অঙ্গুলি দ্বারা, যাহাতে নখস্পৃষ্ট না হয় এরপভাবে ললাটে উর্দ্ধপুন্ড্র অঙ্কিত করিয়া পরে অনামিকা, মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠ যোগে (মৃগমুদ্রায়) ত্রিপুন্ড্র অঙ্কিত করিতে হইবে ইহার পর ভ্রূমধ্যে ইষ্টদেবতারমূলমন্ত্র লিখিতে হইবে অভিষিক্ত পক্ষে এই মূলমন্ত্রের উপর একটি রক্তবিন্দু বা সিন্দুরবিন্দু বিধেয় অন্যত্র শ্বেতচন্দন বিন্দু পরন্তু বিশেষ এই যে বৈষ্ণবগণ অগ্রে ত্রিপুন্ড্র অঙ্কিত করিয়া পরে উর্দ্ধপুন্ড্র অঙ্কিত করিবেন এবং অন্যান্য দেবতার উপাসক অগ্রে উর্দ্ধপুন্ড্র ধারণ করিয়া পরে ত্রিপুন্ড্র ধারণ করিবেন গোপীচন্দন, গোরোচনা, কুঙ্কুম, তীরস্থ মৃত্তিকা, চন্দন, তুলসীমূল মৃত্তিকা, তুলসীকাষ্ঠ, বিল্বকাষ্ঠ, পদ্মকাষ্ঠ ও তমালের চন্দন অথবা অভাবে কেবল জলের দ্বারা উর্দ্ধপুন্ড্র তিলক করা বিধেয় যোগিনীতন্ত্রে বিল্বকাষ্ঠের চন্দন ধারণ নিষেধচ্ছলে তাহার মাহাত্ম্যই বর্ণনা করিয়াছেন নাসিকায় তৃতীয় ভাগ হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র প্রর্য্যন্ত দশ অঙ্গুলি পরিণাম দীর্ঘ উর্দ্ধপুন্ড্রই সর্ব্বোত্তম নয় অঙ্গুলি ও অষ্টাঙ্গুলি পরিমাণ দীর্ঘও হইয়া থাকে

দন্ডাকারং দ্বিরেখং যত্তিলকং মুলকোণকম্। মধ্যচ্ছিদ্রন্তু তৎপ্রাহুরুর্দ্ধপুন্ড্র ং মনোহরম্ ॥ ভ্রূমধ্যে দুইপার্শ্ব হইতে অধোদিক নাসিকার তিনভাগের এক ভাগ পর্য্যন্ত দুইটি রেখা দ্বারা একটি কোণ হইবে। এই মূল ভাগ অঙ্কিত করিয়া তদুপরি ঐ রেখাদ্বয়ের প্রান্তদ্বয় হইতে মধ্যে অবকাশ বা ছিদ্রযুক্ত এবং উর্ধ্বগামী দুই পার্শ্বে দন্ডাকার দুই রেখা অঙ্কিত করিলেই উর্ধ্বপুন্ড্র, হইবে। মধ্যের ঐ ছিদ্রকে হরিমন্দির বলে। বৈষ্ণবের ইহা ধারণমন্ত্র যথা মৎস্যসুক্তে, - 'কেশবানন্ত গোবিন্দ বরাহ পুরুষোত্তম। পুণ্যং যশস্যমায়ুষ্যং তিলকং মে প্রসীদতু।' চন্দন ধারণ মন্ত্র যথা, - কান্তিং লক্ষ্মীং ধৃতিং................

সৌখ্যং সৌভাগ্যমতুলং মম দদাতু চন্দনং নিত্যং সততং ধারয়াম্যহম্ ॥ ব্রাহ্মনের উৰ্দ্ধপুণ্ড্রাদি ধারণ বিধেয়। ক্ষত্রিয় উৰ্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ না করিয়া ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিবেন। বৈশ্য ললাটে অর্দ্ধচন্দ্র ধারণ করিবেন এবং শূদ্র কেবল মাত্র একটি বৰ্ত্তুল বা বৰ্ত্তুলাকার বিন্দু ধারণ করিবেন। ইহার স্মৃতির ব্যবস্থা যথা, - উৰ্দ্ধপুণ্ড্রংদ্বিজঃ কুর্য্যাৎ ক্ষত্রিয়স্য ত্রিপুণ্ড্রকং। অর্দ্ধচন্দ্রন্তু বৈশ্যস্য বৰ্ত্তুলং শুদ্রজাতিষু। পরন্তু জাতিনির্বিশেষে বৈষ্ণবমাত্রেই হরিমন্দির নামে উৰ্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করেন।

যদি কেহ জলাশয়েই সন্ধ্যাবন্দনাদি করেন, তাহা হইলে তিনি জলদ্বারাই তিলক করিবেন। যথা বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে, -জলে স্থিতা কৰ্ম্ম কুৰ্ব্বন্ জলেন তিলকঞ্চরেৎ ॥

গায়ত্রীতন্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, সোহহং স্নান না করিলে বাহ্যস্নানের ফল হয় না। অতএব এই স্থলে আমরা সোহহং স্নান উদ্ধৃত করিলাম।

সোহহং স্নান। প্রথমে জলে নিমজ্জিত হইয়া 'হংসঃ' এই মন্ত্র পুটিত ইষ্টমন্ত্র (হংসঃ মূল হংসঃ) মস্তকে চিন্তা করিবে। দ্বিতীয়বার ঐরূপ নিমজ্জিত হইয়া ইষ্টমন্ত্র পুটিত হংসঃ (মূল হংসঃ মূল) মন্ত্র মস্তকে স্মরণ করিবে। পুনস্তৃতীয়বার নিমজ্জিত হইয়া পুনরায় প্রথমবারের ন্যায় হংসঃ পুটিত ইষ্টমন্ত্র (হংসঃ মূল হংসঃ) মস্তকে স্মরণ করিবে। এইরূপে যথাযথ 'হংসঃ' ও ইষ্টমন্ত্র পুটিত চিন্তা করিয়া পূর্বোক্তরূপ তিনবার স্নানকেই সোহহংস্নান, জীবস্নান বা মন্ত্রস্নান বলে। যথা, - নিমজ্জন্ সন্ মহারাজ জলে শিরসি একধা। হংসেন পুটিতং কৃত্বা ইস্টমন্ত্রং স্মরেৎ সকৃৎ ॥ ইষ্টেন পুটিতং হংসঃ দ্বিতীয়ং স্নানমাচরেৎ। হংসেন পুটিতং ইস্টং ত্রিঃস্নানং মনুজেশ্বর ॥ বচনৈঃ পুটিতং সর্বং হংসমিষ্টং যথা তথা। সোহহং স্নানমিদং প্রোক্তং জীবস্নানমিদং নৃপ ॥ মন্ত্রস্নানমিদং রাজন্ কথিতং অতিগোপণং। সোহহংস্নানেন রাজেন্দ্র কোটিতীর্থফলং লভেৎ ॥ অনেনৈব হি স্নানেন ত্রিকোটি কুলমুদ্ধরেৎ। সোহহং স্নানং বিনা রাজন্ বাহ্যস্নানং বৃথা যথা।

যিনি প্রাতস্নানে অসমর্থ, তিনি প্রাতঃসন্ধ্যা করিবার সময়ে আসনে উপবিষ্ট হইয়া যৌগিক স্নান বা অন্যবিধ মানসিক স্নান করিবেন। যিনি যোগমার্গে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তিনি গুরুর উপদেশ অনুসারে মুক্তত্রিবেণীতে বা যুক্তত্রিবেণীতে....

বিন্দুতীর্থে বা পুষ্করতীর্থে স্নান করিতে পারিবেন মন্ত্রমার্গের যৌগিক বা ধ্যানস্নানের নিয়ম এই যে, স্থিরাসনে উপবিষ্ট হইয়া ভাবনা করিতে হইবে নিজ মস্তকোপরি আকাশপথে বিষ্ণু অবস্থান করিতেছেন: তাঁহার পাদপদ্ম হইতে গঙ্গা অবতীর্ণ হইয়া নিজ মস্তকে পতিত হইতেছেন এবং সেই জল ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়া তদ্বারা সর্বশরীর ধৌত নির্মল ও পবিত্র হইতেছে ষড়্বিধ স্নান যথা, - ব্রাহ্ম, আগ্নেয়, বায়ব্য, দিব্য বারুণ ও যৌগিক: ইহার লক্ষণ -

যথা, ব্রাহ্মন্তু মার্জ্জনং মন্ত্রৈঃ কুশৈঃ সোদকবিন্দুভিঃ। আগ্নেয়ং ভস্মনা পাদমস্তকাদিবিধূননং॥ গবাং হি রজসা প্রোক্তং বায়ব্যং স্নানমুত্তমং যত্তু সাতপবর্ষেণ স্নানং দিব্যং তমুচ্যতে॥ বারুণং চাবগাহন্তু মানসাত্মাত্মবেদনং যৌগিকং স্নানমাখ্যাতং যোগো বিষ্ণুবিচিন্তনং॥ আত্মতীর্থ মিতি খ্যাতং সেবিতং ব্রাহ্মণাদিভিঃ। মনঃ শুচিকরং পুংসাং নিত্যং তৎ স্নানমাচরেৎ॥ ইতি বৈদিক সন্ধ্যাতে অপো হিষ্টা ইত্যাদি মন্ত্রে মার্জ্জনা দ্বারা এবং তান্ত্রিক সন্ধ্যাতে বীজপাঠপূর্বক মার্জনা দ্বারা ব্রাহ্ম স্নান সিদ্ধ হইয়া থাকে সুতরাং অন্যবিধ স্নান না করিলে এক প্রকার স্নান সিদ্ধ হইতে পারে

বিধি আছে যে, যদি বৈদিক সন্ধ্যা করিতে অসমর্থ হয়েন, তাহা হইলে বৈদিক গায়ত্রী দশবার জপ মাত্র করিলে বৈদিক সন্ধ্যা করিবার ফল প্রাপ্ত হইবেন। ফলতঃ মহানির্বাণতন্ত্র গায়ত্রীতন্ত্র প্রভৃতিতে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে যে, এক্ষণে অর্থাৎ কলিযুগের প্রবলতা সময়ে বৈদিক সন্ধ্যা করণের সম্পূর্ণ ফল হইবে। সন্ধ্যার কাল অতীত হইলেও দশবার গায়ত্রী জপরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সন্ধ্যা করিবেন। যদি বৈদিক ও তান্ত্রিক উভয়বিধ সন্ধ্যা যথাকালে না হয়, তাহা হইলে কেবল বৈদিক গায়ত্রী জপরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উভয়বিধ পতিত সন্ধ্যার অনুষ্ঠান করিবেন। স্ত্রী শূদ্র তান্ত্রিক জপ দ্বারাই প্রায়শ্চিত্ত করিবেন। যাঁহারা বিস্তৃত ভাবে যথাযথ সন্ধ্যানুষ্ঠান করিতে অসমর্থ, তাঁহারা প্রাতে মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে ইষ্টদেবতা ধ্যান পূর্ব্বক যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ করিবেন। যথা গৌতমীয়ে, প্রাতঃসন্ধ্যামথবা কুর্য্যান্মন্ত্রী.....................

মন্ত্রেণ ওষ্ঠাধরনাসিকানেত্রকর্ণাদিস্পর্শনাদিকং কুর্য্যাৎ (১৬)। ততঃ...

হ্যশক্তিতঃ। সায়ং প্রাতশ্চ মধ্যাহ্নে দেবং ধ্যাত্বা মনুং.জপেৎ। মূলমন্ত্র জপের পূর্ব্বে দশবার গায়ত্রী জপ করিলে ভাল হয়। সন্ধ্যালোপে অষ্টোত্তর শত মূলমন্ত্র জপেও তাহার প্রয়শ্চিত্ত। যথা মেরৌ-দৈবতো যদি লোপঃ স্যাৎ তদা মূলং শতং জপেৎ।

বৈদিকে, সংক্রান্তি দ্বাদশী প্রভৃতিতে সন্ধ্যানুষ্ঠান নিষিদ্ধ। পরন্তু তন্ত্রোক্ত সন্ধ্যা উক্ত নিষিদ্ধ দিবসেও বন্ধ হইবে না। যথা ব্রহ্মযামলে, - সংক্রান্ত্যাং পক্ষয়োরন্তে দ্বাদশ্যাং শ্রাদ্ধবাসরে। সায়ং সন্ধ্যাং প্রযত্নেন কুর্য্যান্মন্ত্রী সমাহিতঃ। বৃহন্নীলতন্ত্রে, - সন্ধ্যাং সায়ন্তনীং কুর্যাৎ দ্বাদশাদিষ্বপি প্রিয়ে। অকুর্ব্বন্ নিরয়ং যাতি যতো নিত্যাগমক্রিয়া ॥ কোন কোন তন্ত্রে জননাশৌচে ও মরণাশৌচেও তান্ত্রিকী সন্ধ্যা ও পূজার বিধান আছে, এবং কোন কোন তন্ত্রে তাহা নিষিদ্ধ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ইহার মীমাংসা এই যে, তাদৃশ ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তি যদি এরূপ সংকল্প করিয়া থাকেন যে, কোন দিন লঙ্ঘন না করিয়া নিত্য সন্ধ্যাপুজাদির অনুষ্ঠান করিব, তাহা হইলে, তাঁহার পক্ষে উক্ত অশৌচ দিবসেও সন্ধ্যা বন্দনাদি বিধেয়। বিশেষ অধিকারী পক্ষেও তাহা সর্বতোভাবে বিধেয়।

(১৬) অচমনবিধি। দক্ষিণ করতল উত্তান ও গোকর্ণাকৃতি করিবে, অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠ ও কণিষ্ঠা মুক্ত রখিয়া তর্জনী, মধ্যমা ও অনামা সংগত ও উর্দ্ধমুখ রাখিতে হইবে। পরে ব্রাহ্মতীর্থে অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠমূলের নিকটে একটি মাষকলাই নিমগ্ন হয় এরূপ পরিমিত জল হইয়া যথোক্ত মন্ত্রপাঠ সহকারে বিনা শব্দে পান করিতে হইবে। এইরূপ তত্তন্মন্ত্রে তিনবার আচমন করিয়া অঙ্গুষ্ঠদ্বারা দুইবার ওষ্ঠাধর মার্জ্জন পূর্বক (হস্ত প্রক্ষালন করিয়া) অঙ্গুষ্ঠদ্বারা মুখস্পর্শ করিয়া হস্তপ্রক্ষালন পূর্বক তর্জনীদ্বারা নাসাদ্বয়; মধ্যমাঙ্গুলিদ্বারা চক্ষুর্দ্বয়, অনামিকাদ্বারা শ্রোত্রদ্বয়, কণিষ্টাদ্বারা নাভি স্পর্শ করিয়া (হস্তপ্রক্ষালন পূর্ব্বক) অঙ্গুষ্ঠ ব্যতিরেকে অন্য অঙ্গুলি চতুষ্টয় দ্বারা বক্ষঃস্থল এবং সমুদায় অঙ্গুলিদ্বারা..............

মূলমন্ত্রেণ গায়ত্র্যা বা শিখাং বদ্ধা (১৭) পূজাপদ্ধতিক্রমেণ আসনশুদ্ধিং গুর্বাদি প্রণামঞ্চ কৃত্বা প্রাণায়াম্য করাঙ্গন্যাসৌ চ বিধায় ক্রোঁ গঙ্গে চ ইত্যাদিনা জলে তীর্থমাবাহ্য কুশেন (যথাবিধি স্বর্ণাঙ্গুরীয় রজতাঙ্গুরীয়-যুক্তদক্ষহস্ত-তত্ত্বমুদ্রয়া) মূলমুচ্চরণ্ ভূমৌ ত্রিবারং জলং নিঃক্ষিপ্য মূলেনৈব সপ্তধা মূর্ধানমভিষিঞ্চেৎ। ততো বামহস্ততলে জলং নিধায় দক্ষিণহস্তেন তজ্জলমাচ্ছাদ্য হং যং বং............

মস্তক ও বাহুযুগল স্পর্শ করিতে হইবে। এই সমুদায় স্পর্শাদি যথোক্ত মন্ত্রে করিতে হইবে। যথা বিশ্বসারতন্ত্রে,-মাষমাত্রপ্রমাণঞ্চ ত্রিঃ পিবেদম্বু বীক্ষিতম্ । অঙ্গুষ্ঠপৃষ্ঠেনোষ্ঠৌ চ দ্বিরুন্মৃজ্য যথাক্রমাৎ। অঙ্গুষ্ঠেন মুখং স্পৃশ্য হস্তৌ চ ক্ষালয়েত্ততঃ। তর্জনী দ্বে নসী প্রোক্তা মধ্যাঙ্গুলীক্ষণং তথা। অনামিকা শ্রোতদ্বয়ং কনিষ্ঠা নাভি সংস্পৃশেৎ। অঙ্গুষ্ঠহীনৈশ্চতুর্ভির্বক্ষসং পরিকীর্ত্তিতং। পঞ্চাঙ্গুলীভির্মূর্ধানং তথা হি বাহুযুগ্মকং। বিন্যাসেদ্বিধিদৃষ্টেন সর্ব্বপাপবিশুদ্ধয়ে ॥ ইতি। পরে বামহস্তস্থিত কুশির অবশিষ্ঠ জল কিয়দংশ ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া অবশিষ্ট জল দক্ষিণ হস্তে লইয়া তদ্বারা দুই হস্ত ধৌত করিবেন। যিনি এই সমুদায় মুদ্রায় অসমর্থ হইবেন, তিনি কেবল তত্ত্বমুদ্রায় যথোক্ত স্থান সমুদায় স্পর্শ করিবেন। স্বাহা ও প্রণব উচ্চারণ বিষয়ে অনভিষিক্ত স্ত্রী শুদ্রের অধিকার নাই। অতএব এস্থলে তাঁহারা প্রণবস্থলে ওঁ বা হ্রীঁ ও স্বাহা স্থলে নমঃ উচ্চারণ করিবেন। যথা ওঁ আত্মতত্ত্বায় নমঃ ইত্যাদি। এই অনভিষিক্ত স্ত্রী শুদ্র মায়াবীজ (হ্রীঁ) অথবা মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া অথবা মন্ত্রোচ্চারণ ব্যাতিরেকেই ওষ্ঠ নাসিকা চক্ষু প্রভৃতি স্পর্শ করিবেন। যাঁহারা অভিষিক্ত তাঁহারা অবাধে ব্রাহ্মণের ন্যায় সমস্ত মন্ত্রই উচ্চারণ করিতে পারিবেন। সময়াতন্ত্রে কথিত হইয়াছে - আচমন বা পূজার নিমিত্ত যে জল ব্যবহৃত হইবে, তাহা যেন বুদবুদ্ রহিত হয় অর্থাৎ ফেনা না থাকে। এবং ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা প্রভৃতির আদিতে প্রণবের পরিবর্ত্তে উক্ত মন্ত্রত্রয়ের অদিতে মূলমন্ত্র দিতে হইবে।

(১৭) - পূর্বে শিখা বন্ধন না করিয়া থাকিলে দ্বিজ মূলমন্ত্র বা গায়ত্রী পাঠ পূর্বক শিখা বন্ধন করিবেন। স্মৃতিতে স্ত্রীলোক ও শুদ্রের পক্ষে শিখা বন্ধন মন্ত্র যথা, - 'ব্রহ্মবাণী সহস্রাণি শিববাণী শতানি চ। বিষ্ণোর্নামসহস্রেণ শিখাবন্ধং করোম্যহম্ ॥.........

লং রং ইতি মন্ত্রেণ ত্রিবারমভিমন্ত্র্য মূলমূচ্চরন্ অঙ্গুলীবিবর-গলিতোদক-বিন্দুভিঃ দক্ষহস্ত-তত্ত্বমুদ্রয়া মূর্দ্ধনি সপ্তধা অভ্যুক্ষণং কৃত্বা শেষজলং দক্ষিণহস্তে সমাদায় তেজোরূপং বিভাব্য বং ইতি ইড়য়া (বামনসা) আকৃষ্য তদ্দ্বারা দেহান্তর্গত -সমস্তপাপং প্রক্ষালিতং বিভাব্য পিঙ্গলয়া (দক্ষিণ নাসিকয়া) বিরেচ্য তজ্জলং পাপরূপং কৃষ্ণবর্ণং বিচিন্ত্য পুরঃকল্পিত-বজ্র-শিলায়াং ফট্ ইতি মন্ত্রেণ নিঃক্ষিপেৎ। ইতি অঘমর্ষণম্। অথ হস্তৌ প্রক্ষাল্য পূর্ববৎ আচম্য (বামহস্ত-তত্ত্বমুদ্রোপরি দক্ষিণহস্ত কৃত-জল নিঃক্ষেপণ) তর্পণং কুর্যাৎ যথা. ওঁ দেবাংস্তর্পয়ামি নমঃ। ওঁ ঋষীংস্তর্পয়ামি নমঃ। ওঁ পিতৄংস্তর্পয়ামি নমঃ (১৮)। (পাদুকাং বা ঐং বীজং উচ্চার্য্য) সশক্তিকগুরুঃ (শ্রী অমুকানন্দনাথ-শ্রী অমুকীদেব্যম্বা) শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ। এবং পরমগুরুং পরাপরগুরং পরমেষ্টিগুরুমপি তর্পয়েৎ। অথবা সশক্তিকগুরু-সশক্তিক পরমগুরু-সশক্তিক-পরাপরগুরু-সশক্তিক-পরমেষ্টিগুরু-শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ ইতি তর্পয়েৎ। (পুনঃ পাদুকাং ঐং বীজং বা সমুচ্চার্য্য) দিব্যৌঘগুরুসিদ্ধৌঘগুরু-মানবৌঘগুরু-শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ। (বীজ) সাঙ্গায়াঃ সাবরণায়াঃ সায়ুধায়াঃ সপরিবারায়াঃ সবাহনায়াঃ অমুক (ভৈরব) সহিতায়াঃ (১৯) অমুকী দেব্যাঃ শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি স্বাহা...

---

(১৮) জীবৎপিতৃকের তন্ত্রোক্ত পিতৃতর্পণের দোষ নাই; পরন্তু কর্ত্তব্য। যথা - মহাকালমোহিনীতন্ত্রে, - মৃতে পিতরি কর্ত্তব্যং বৈদিকং তর্পণং প্রিয়ে। তন্ত্রোক্তং তর্পণং কার্য্যং জীবে পিতরি নিত্যশঃ ॥ জীবিত গুরু তর্পণবৎ এ ব্যবস্থায় আর সংশয় কি?

যাঁহারা অভিষিক্ত, তাঁহারা নিজগুরুর উপদেশ মতন মুদ্রার তর্পণ করিবেন। অথবা একৈকাঞ্জলি জল প্রক্ষেপে তর্পণ করিবেন। মেরুতন্ত্রে আছে - 'বামকৈঃ কারণেন তু।'

(১৯) দক্ষিণাকালীর ভৈরব মহাকাল, তারার ভৈরব সদ্যোজাত মহাকাল, ত্রিপুরার ভৈরব কামেশ্বর (পঞ্চবক্ত্রশিব), জগদ্ধাত্রী দুর্গার ভৈরব নীলকণ্ঠ শিব বা নারদ, অন্নপূর্ণার ভৈরব দশবক্ত্রশিব, ভুবনেশ্বরীর ভৈরব।

(২০)। অথ দুর্বাক্ষতরক্তকুসুমাদিনা তদভাবে কেবলেন জলেন বা অর্ঘ্যং দদ্যাৎ যথা শ্রী হংসঃ মার্ত্তণ্ডভৈরবায় প্রকাশশক্তিসহিতায় এষ অর্ঘ্যঃ................

ত্র্যম্বক শিব, ছিন্নমস্তার ভৈরব কালরুদ্র (কবন্ধশিব), মহালক্ষ্মীর ভৈরব বিষ্ণু। ইত্যাদি।

(২০) পুং দেবতা তর্পণে (বীজ) সাঙ্গং সাবরণং সায়ুধং সপরিবারং (অমুকীদেবীসহিতং) শ্রীঅমুকং দেবং তর্পয়ামি নমঃ। এইরূপে তর্পণ করিতে হইবে। 'অমুকীদেবী' স্থলে, যে দেবতার তর্পণ হইতেছে, তাঁহারই দেবীর নাম করিতে হইবে। যথা রাধিকাদেবী-সহিতং শ্রীকৃষ্ণং তর্পয়ামি নমঃ। শ্রীসীতা দেবী-সহিতং শ্রীরামচন্দ্রং দেবং তর্পয়ামি নমঃ ইত্যাদি। বৈষ্ণবপক্ষে মূলদেবতার তর্পণের পূর্বে নিম্নলিখিত কয়েকটি তর্পণ বিধেয় -ওঁ নারদং তর্পয়ামি নমঃ। ওঁ পর্ব্বতং তর্পয়ামি নমঃ। ওঁ জিষ্ণুং তর্পয়ামি নমঃ। ওঁ নিশঠং তর্পয়ামি নমঃ। ওঁ দারুকং তর্পয়ামি নমঃ। ওঁ বিষ্বক্সেনং তর্পয়ামি নমঃ। ওঁ সৈনেয়ং তর্পয়ামি নমঃ।

তারারহস্যে কেবলমাত্র মধ্যাহ্ন সন্ধ্যাতেই তর্পণের বিধান আছে, এবং তন্ত্রসারে সায়ং সন্ধ্যাতে তর্পণ নিষিদ্ধ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। পরন্তু তাঁহারা উক্তমতের পোষক যে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা কোথা হইতে প্রাপ্ত হইলেন তাহার কোন উল্লেখ নাই। আমরাও কোথাও সেইরূপ প্রমাণ প্রাপ্ত হই নাই. প্রত্যুত মহাকালমোহিনী তন্ত্রে আছে, ত্রিসন্ধ্যাং তর্পণং কার্য্যং দেবাদীনাং জগৎপ্রিয়ে৷ ইত্যাদি।অগস্ত্যসংহিতা, বৃহন্নীল তন্ত্র, কালীকুলামৃত তন্ত্র, মেরুতন্ত্র প্রভৃতি তন্ত্রে এইরূপ ত্রিসন্ধ্যা তর্পণের অনুকূল বিধিই দৃষ্ট হয়; অন্যান্য সংগ্রহকারেরও এইরূপ মত। অতএব এক্ষেত্রে আমরা তারারহস্যকার ও তন্ত্রসারকারের অমূলক বচনে নির্ভর করিতে সাহসী হইলাম না।

বৃহন্নীলতন্ত্রে, 'পিতরস্তৃপ্যন্ত' এই মন্ত্রে পিতৃতর্পণ বিধি দৃষ্ট হয়। শ্যামা রহস্য, শাক্তানন্দতরঙ্গিনী, গন্ধর্বতন্ত্র প্রভৃতিতে উল্লিখিত তর্পণ মন্ত্র যথা অমুকঋষিস্তৃপ্যতাং, অমুকঋষি - শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ। অমুকী দেবী তৃপ্যতাং (বীজ) অমুকীং দেবীং তর্পয়ামি স্বাহা। অথবা, গুরুবস্তৃপ্যন্তাং,(পাদুকা) গুরুংস্তর্পয়ামি নমঃ। পিতরস্তৃপ্যন্তাং পিতৃংস্তর্পয়ামি নমঃ। এইরূপ.............

শ্রীসূর্য্যায় স্বাহা (২২) ইষ্টদেবতা গায়ত্রীমুচ্চার্য্য (২২) ওঁ উদ্যদাদিত্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তিন্যৈ নিত্যচৈতন্যোদিতায়ৈ এষ অর্ঘ্যঃ শ্রীঅমুক-দেবতায়ৈ স্বাহা। ইতি দূর্বাক্ষতবিল্বপত্রজবাপুষ্পাদিনা তদভাবেকেবলজলেন বা অর্ঘ্যং দদ্যাৎ। মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যায়ান্তু মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ডমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তিন্যৈ ইত্যাদি, সায়ংসন্ধ্যায়ান্তু সায়াহ্ন-সূর্যমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তিন্যৈ ইত্যাদি মন্ত্র পাঠিত্বা অর্ঘ্যং দদ্যাৎ।..........

সর্ব্বত্র প্রথমে প্রথমান্ত নাম পরে 'তৃপ্যতাং'(বহুবচন হইলে) 'তৃপ্যন্তাং' তৎপরে 'বীজ' এবং দ্বিতীয়ান্ত নামোল্লেখের পর তর্পয়ামি নমঃ' কিম্বা 'স্বাহা'। পুং দেবতায় 'নমঃ' এবং স্ত্রীদেবতায় 'স্বাহা' পদ প্রযুজ্য। অনভিষিক্ত স্ত্রীশুদ্র সর্বত্র স্বাহা স্থলে নমঃ উচ্চারণ ও প্রণব স্থলে দীর্ঘ প্রণব ঔং বা হ্রীঁ' উচ্চারণ করিবেন ॥

(২১) অনভিষিক্ত স্ত্রীশুদ্রের পক্ষে, হ্রাং হ্রীঁ সঃ মার্ত্তণ্ডভৈরবায় প্রকাশশক্তিসহিতায় এষ অর্ঘ্যঃ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ। ত্রিপুরাবিষয়ে সূর্য্যার্ঘ্য মন্ত্র যথা - ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হ্রাঁ হ্রীঁ সঃ মার্ত্তণ্ডভৈরবায় প্রকাশশক্তিসহিতায় গ্রহরাশিনক্ষত্র তিথিযোগকরণপরিবারসহিতায় এষ অর্ঘ্যঃ শ্রীসূর্য্যায় স্বাহা, অথবা ব্রাহ্মণ ইচ্ছা করিলে, ওঁঘৃণি সূর্য্য আদিত্য এষ অর্ঘ্যঃ শ্রীসূর্য্যায় স্বাহা, এই মন্ত্রে সর্বত্রই সূর্যার্ঘ্য দিতে পারেন।

(২২) দক্ষিণাকালীর গায়ত্রী, কালিকায়ৈ বিদ্মহে শ্মশানবাসিন্যৈ ধীমহি তন্নো ঘোরে প্রচোদয়াৎ। তারার গায়ত্রী, তরায়ৈ বিদ্মহে মহোগ্রায়ৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ। গুরু গায়ত্রী, গুরুদেবায় বিদ্মহে পরব্রহ্মণে ধীমহি তন্নো গুরুঃ প্রচোদয়াৎ। মাতঙ্গী, শুকপ্রিয়ায়ৈ বিদ্মহে শ্রীকামেশ্বর্য্যৈ ধীমহি তন্নঃ শ্যামা প্রচোদয়াৎ। বগলামুখী, বগলামুখ্যৈ বিদ্মহে স্তনিভন্যৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ। ধূমাবতী, ধূমাবত্যৈ বিদ্মহে সংহারিণ্যৈ ধীমহি তন্নো ধূমা প্রচোদয়াৎ ইত্যাদি। ত্রিপুরার, ঐঁ ত্রিপুরায়ৈ বিদ্মহে ক্লীঁ কামেশ্বর্য্যৈ ধীমহি সৌস্তনঃ ক্লিন্নে প্রচোদয়াৎ ॥ জগদ্ধাত্রী দূর্গার গায়ত্রী,- মহাদেব্যৈ বিদ্মহে দুর্গায়ৈধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ। অন্নপূর্ণার গায়ত্রী, -ভগবত্যৈ বিদ্মহে মাহেশ্বর্য্যৈ ধীমহি তন্নোহন্নপূর্ণে প্রচোদয়াৎ ॥ ভূবনেশ্বরীর গায়ত্রী, - নারায়ণ্যৈ বিদ্মহে ভূবনেশ্বর্য্যৈ...............

অথ গায়ত্রীধ্যানানন্তরং গায়ত্রীং জপেৎ। গায়ত্রীধ্যাণং যথা প্রাতঃকালে, ওঁ উদ্যদাদিত্যসঙ্কাশাং পুস্তকাক্ষকরাং স্মরেৎ। কৃষ্ণাজিনা -..........

ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ॥ ছিন্নমস্তার গায়ত্রী, -বৈরোচন্যৈ বিদ্মহে ছিন্নমস্তায়ৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ ॥ মহালক্ষ্মীর গায়ত্রী,-মহালক্ষ্যৈ বিদ্মহে মহাশ্রিয়ৈ ধীমহি তন্নঃ শ্রীঃ প্রচোদয়াৎ ॥ তারা রহস্য প্রভৃতি তন্ত্রসংগ্রহকারকগণ প্রমাণ প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিয়াছেন যে তারা উপাসকগণ উপরি উক্ত তারায় সাধারণ গায়ত্রী জপ করিয়া তারাভেদ অনুসারে নিজ ইষ্টমুর্ত্তির বিশেষ গায়ত্রী ও জপ করিবেন। একজটার বিশেষ গায়ত্রী যথা-হুঁ ভগবত্যেকজটে বিদ্মহে ঘোরদংষ্ট্রে ধীমহি তন্নস্তারে প্রচোদয়াৎ ॥ উগ্রতারার বিশেষ গায়ত্রী, -স্ত্রীঁ উগ্রতারে বিদ্মহে শ্মশানবাসিনি ধীমহি তন্নস্তারে পচোদয়াৎ ॥ নীলসরস্বতী ও মহানীলসরস্বতীর বিশেষ গায়ত্রী - ওঁ নীলসরস্বতী ধীমহি সারদায়ৈ বিদ্মহে তন্ন শিবে প্রচোদয়াৎ ॥ নীলার বিশেষ গায়ত্রী-তারায়ৈ বিদ্মহে মোক্ষদায়ৈ ধীমহি তন্নো নীলে প্রচোদয়াৎ॥ কামতারার বিশেষ গায়ত্রী -কামাখ্যায়ৈ বিদ্মহে কুলকৌলিনৌ ধীমহি তন্ন শ্যামে প্রচোদয়াৎ॥ মহোগ্রতারার বিশেষ গায়ত্রী,- উগ্রতারে ধীমহি সিদ্ধিসারে বিদ্মহে তন্নো নীলে প্রচোদয়াৎ॥ প্রণবাদি পঞ্চরশ্মি॥ নীলসরস্বতীর গায়ত্রী, - ওঁ নীলসরস্বত্যৈ ধীমহি শ্রীতারায়ৈ বিদ্মহে তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ। মেরুতন্ত্রোক্ত ভুবনেশ্বরীর গায়ত্রী,-হ্রীঁ ভুবনেশ্বর্য্যৈ বিদ্মহে আদ্যায়ৈধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ । ত্বরিতার গায়ত্রী - ত্বরিতায়ৈ বিদ্মহে মহানিত্যায়ৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ॥ দশভূজা দূর্গার-গায়ত্রী ওঁ কাত্যায়িন্যৈ বিদ্মহে ভগবত্যৈ (কন্যাকুমারী) ধীমহি তন্নো দুর্গা প্রচোদয়াৎ॥ অন্যচ্চ, - চন্ডিকায়ৈ বিদ্মহে ভগবত্যৈ ধীমহি তন্নো গৌরী প্রচোদয়াৎ॥ জয়দূর্গার গায়ত্রী, -নারায়ণ্যৈ বিদ্মহে দুর্গায়ৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ ॥ মহিষমর্দ্দিনীর গায়ত্রী, - মহিষমর্দ্দিন্যৈ বিদ্মহে দুর্গায়ৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ॥ স্বরস্বতীর গায়ত্রী, - বাগ্দব্যৈ বিদ্মহে কামরাজায় ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ। ত্রিপুর ভৈরবীর গায়ত্রী, - ওঁ ত্রিপুরায়ৈ বিদ্মহে ভৈরব্যৈ ধীমহি তন্নো বেদী প্রচোদয়াৎ। যে সকল শক্তিদেবতার বিশেষ গায়ত্রী দৃষ্ট হয় না, তাঁহাদের সাধারণ গায়ত্রী যথা, - সর্ব্ব সম্মোহিন্যৈ বিদ্মহে বিশ্বজনন্যৈ ধীমহি তন্নঃ শক্তি প্রচোদয়াৎ ॥ যে দেবতার গায়ত্রীর পূর্বে প্রণব অথবা.............

স্বরাং ব্রাহ্মীং ধ্যায়েত্তারকিতেহম্বরে॥ মধ্যাহ্নে যথা, ওঁ শ্যামবর্ণাং চতুর্বাহুং শঙ্খচক্রলসৎকরাম্। গদাপদ্মধরাং দেবীং সূর্য্যাসনকৃতাশ্রয়াম্॥ সায়াহ্নে বরদাং দেবীং গায়ত্রীং সংস্মরেদ্‌যতিঃ। শুক্লাং শুক্লাম্বরধরাং বৃষাসনকৃতাশ্রয়াম্ ॥ ত্রিনেত্রাং বরদাং পাশং শূলঞ্চ নৃকরোটিকাম্। বিভ্রতীং করপদ্মৈশ্চ বৃদ্ধাং গলিতযৌবনাম্। সূর্য্যমন্ডলমধ্যস্থাং ধ্যায়ন্ দেবীং সমভ্যসেৎ ॥ ইতি ধ্যাত্বা যথাশক্তি গায়ত্রীং জপেৎ। গুহ্যাতীত্যাদিনা সমর্পয়েচ্চ। অথ প্রাণায়ামং ঋষ্যাদিন্যাসং.........

অন্যকোন মন্ত্র দেওয়া নাই - সেই দেবতার গায়ত্রীর পূর্বে সেই দেবতার বীজমন্ত্র উচ্চারণ করিতে হইবে।

বিষ্ণুর গায়ত্রী - ত্রৈলোক্যমোহনায় বিদ্মহে স্মরায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ। নারায়ণের গায়ত্রী, - নারায়ণায় বিদ্মহে বাসুদেবায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ। গোপালের গায়ত্রী - কৃষ্ণায় বিদ্মহে দামোদরায় ধীমহি তন্নঃ বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ। প্রকারান্তর,- ওঁ দামোদরায় বিদ্মহে বাসুদেবায় ধীমহি তন্নঃ কৃষ্ণঃ প্রচোদয়াৎ। রামচন্দ্রের গায়ত্রী, দাশরথায় বিদ্মহে সীতা বল্লভায় ধীমহি তন্নো রামঃ প্রচোদয়াৎ। শিবের গায়ত্রী, - তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ। মেরুতন্ত্রোক্ত, - তন্মহেশায় বিদ্মহে বাগ্বিশুদ্ধায় ধীমহি তন্নঃ শিবঃ প্রচোদয়াৎ। গণেশের গায়ত্রী,- তৎপুরুষায় বিদ্মহে বক্রতুন্ডায় ধীমহি তন্নোদন্তী প্রচোদয়াৎ। সূর্য্যের গায়ত্রী - আদিত্যায় বিদ্মহে মার্ত্তন্ডায় ধীমহি তন্নঃ সূর্য্য প্রচোদয়াৎ। প্রকারান্তর, - সপ্ততুরগায় বিদ্মহে সহস্র-কিরণায় ধীমহি তন্নো রবিঃ প্রচোদয়াৎ। নৃসিংহের গায়ত্রী, - বজ্রনখায় বিদ্মহে তীক্ষ্ণদংষ্ট্রায় ধীমহি তন্নো নারসিংহঃ প্রচোদয়াৎ। হয়গ্রীবের গায়ত্রী, - বাগীশ্বরায় বিদ্মহে হয়গ্রীবায় ধীমহি তন্নো হংসঃ প্রচোদয়াৎ। গরুড়ের গায়ত্রী, - গরুড়ায় বিদ্মহে সুবর্ণবর্ণায় ধীমহি তন্নো গরুড়ঃ প্রচোদয়াৎ। দক্ষিণামুর্ত্তির গায়ত্রী, - দক্ষিণামুর্ত্তয়ে বিদ্মহে ধ্যানস্থায় ধীমহি তন্নোহধীশঃ প্রচোদয়াৎ ॥ কামদেবের গায়ত্রী, - কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্প বাণায় ধীমহি তন্নোহনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ। হনুমানের গায়ত্রী, - হঁ হনুমতে বিদ্মহে আঞ্জনেয়ায় ধীমহি তন্নো বীরঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ব্রহ্মগায়ত্রী, - ওঁ পরমেশ্বরায় বিদ্মহে পরতত্ত্বায় ধীমহি তন্নো ব্রহ্ম প্রচোদয়াৎ।...................

ষড়ঙ্গন্যাসঞ্চ কৃত্বা যথাশক্তি মূলমন্ত্রং জপেৎ। ততঃ ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্ত্রী ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপম। সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বরি॥ ইতি গোযোনিমুদ্রায়া জপং সমর্প্য, 'ওঁ সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥' ইতি প্রণমেৎ। এবং ক্রমেণ যথাযথ ত্রৈকালিকীসন্ধ্যাকরণে অশক্তশ্চেৎ তদা প্রাতঃ মধ্যাহ্নে সায়াহ্নে চ হৃদি দেবতাং ধ্যাত্বা গায়ত্রীজপ-পুরঃসরং স্বেষ্টমন্ত্র-জপরূপ সংক্ষেপসন্ধ্যাং কুর্য্যাদিতি সন্ধ্যাপ্রয়োগঃ (২৩)॥..............

---

(২৩) শ্রীমদেকজটার সন্ধ্যায় বিশেষ এই যে অঘমর্ষণ কালে বামহস্ত তলে জল লইয়া দক্ষিণ হস্তদ্বারা আচ্ছাদন পূর্বক হং যং রং লং বং এই মন্ত্রে বারত্রয় অভিমন্ত্রিত করিতে হইবে। তর্পণকালে ও নামোল্লেখে বিশেষ এই যে, কেবল দেবীর তর্পণে '(মূল) দেবীং তারাং শ্রীমদেকজটাং তর্পয়ামি স্বাহা'। অথবা সাবরণাদি তর্পণে-"(মূল) সাঙ্গাং সাবরণাং সায়ুধাং সপরিবারাং সবাহনাং সদ্যোজাত মহাকাল-ভৈরবসহিতাং দেবীং তারাং শ্রীমদেকজটাং তর্পয়ামি স্বাহা" হইবে। অর্ঘদানে, দেব্যৈ তারায়ৈ শ্রীমদেকজটায়ৈ স্বাহা' বলিয়া সমর্পণ হইবে। তর্পণে, অর্ঘ্যদানে বা অন্যান্য যে কোন উপচারদানে প্রথমে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তাহার পর-'শ্রীমদেকজটে বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ হূঁ ফট্ স্বাহা' বলিয়া তদন্তে যথাযথ সমর্পণমন্ত্র বলিতে হইবে। নীলসরস্বতী, উগ্রতারা প্রভৃতি তারাভেদেও অবিকল উক্ত মন্ত্র বলিতে হইবে। ভৈরবের বা অবরণ-দেবাতারও ঐরূপ; কিন্তু 'শ্রীমদেকজটে' না বলিয়া সম্বোধনান্ত তাঁহাদের নামই উল্লেখ করিতে হইবে। একজটা বিষয়ে গায়ত্রীধ্যান যথা প্রাতঃকালে-ওঁ প্রাতরাধারকমলে হুতভূঙ্মণ্ডলোপরি। বাগ্বীজরূপাং বিদ্যাং তাং বিদ্যুৎপটলভাস্বরাম্। পুষ্পবাণেক্ষুকোদণ্ডপাশাঙ্কুশল-সৎকরাম্॥ স্বেচ্ছাগৃহীতবপুষীং গুরুবিদ্যাকরাত্মিকাম্॥ মধ্যাহ্নে যথা,-মধ্যাহ্নে হৃদয়াম্ভোজকর্ণিকে সূর্য্যমণ্ডলে। কাম বীজাত্মকাং দেবীং অলক্তকরসারুণাম্॥ প্রসুনবাণপুণ্ড্রেক্ষু চাপপাশাঙ্কুশান্বিতাম্। পরিতঃ স্বাত্মমুখ্যাভিঃ ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বসেবিতাম্॥ সায়াহ্নে,-সায়মাজ্ঞাসরোজস্থে চন্দ্রে চন্দ্রসমদ্যুতিং। শক্তিবীজাত্মিকাং চাপবাণপাশাঙ্কুশান্বিতাম্। চিন্তয়িত্বা ভগবতীং নিত্যাভিঃ পরিবারিতাম্। যুগনিত্যাক্ষরাকারাং ঘন্টিকাবরণান্বিতাম (ঘন্টিকাবরসন্নিভাম্)॥........

উগ্রতারাবিষয়ে নামোল্লেখ তর্পণে যথা, - শ্রীমদুগ্রতারাং দেবীং তর্পয়ামি স্বাহা'। আবরণাদিসমেত তর্পণে অন্যান্য অংশ একজটার ন্যায় হইবে। অর্ঘ্যে-শ্রীমদুগ্রতারায়ৈ দেব্যৈ স্বাহা। মূলে উক্ত সাধারণ গায়ত্রীধ্যানই উগ্রতারার গায়ত্রীধ্যান। যথা, "সর্ব্বসাধারণঞ্চাত্র ধ্যানং, সর্বজয়াবহম্।" পরন্তু এই সাধারণ গায়ত্রীধ্যানে তারারহস্যে পাঠান্তর আছে, তাহার উল্লেখ অনাবশ্যক।

নীল সরস্বতীর সন্ধ্যায় বিশেষ এই যে, জল শোধনের পূর্ব্বে প্রথমে মূলমন্ত্র পাঠে জল সংশোধন করিয়া সূর্য্যাভিমুখে পাঁচবার মূলমন্ত্র পাঠ সহকারে ইষ্টদেবতার উদ্দেশ্যে পাঁচবার জলাঞ্জলি দিয়া "ওঁ হ্রীঁ স্বাহা' এই মন্ত্রে তিনবার আচমন করিবে। পরে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে হইবে যে, ওঁ শ্মশানালয়মধ্যস্থাং চতুর্ব্বর্গপ্রদায়িনীং। মহামেঘপ্রভাং দেবীং নীলপদ্মে বিরাজিতাম্ । সর্ব্বাভরণশোভাঢ্যাং লোচনং হরনেত্রতঃ ॥ এই মন্ত্র পাঠ করিয়া জলে ষট্ কোণ মন্ডল অঙ্কিত করিয়া তীর্থ আবাহন করিবে। (অন্যৎ সর্বত্রও এই স্থলে ত্রিকোণমন্ডল অঙ্কিত করার বিধি আছে)। ইহার পরে আত্মতত্ত্বায় স্বাহা ইত্যাদি মন্ত্রে আচমন করিবে। অঘমর্ষণ একজটার ন্যায়। তর্পণে নামোল্লেখ যথা, "(মূল) দেবীং তারাং শ্রীমন্নীলসরস্বতীং তর্পয়ামি স্বাহা।" আবরণাদি সমেত তর্পণে, "(মূল, শ্রীমদেকজটে... ইত্যাদি) সাঙ্গাং সাবরণাং সায়ুধাং সপরিবারাং সবাহনাং সদ্যোজাত মহাকালভৈরবসহিতাং দেবীং তারাং শ্রীমন্নীলসরস্বতীং তর্পয়ামি স্বাহা।" অর্ঘ্যে নামোল্লেখ, -"দেব্যৈ তারায়ৈ শ্রীমন্নীলসরস্বত্যৈ স্বাহা।" বলিয়া সমর্পণ করিতে হইবে। ইহার গায়ত্রীধ্যান যথা প্রাতঃকালে - ওঁ সূর্য্যমন্ডলসংলক্ষাং মুক্তাহারবিশোভিতাম্ । দ্বিনেত্রাং দ্বিভুজাং দেবীং চতুর্বক্ত্রাং সরোজজাম্॥" ম্যধ্যাহ্নে, মধ্যাহ্নে বিষ্ণুরূপাঞ্চ চতুর্হস্তাঞ্চ বৈষ্ণবীম॥ মুক্তামাণিক্যযুক্তাভির্নানাহারাদিশেভিতাম॥ মন্ত্রসিদ্ধিপ্রদাং দেবীং গায়ত্রীং সাধকাগ্রণীঃ ॥ সায়াহ্নে-সায়াহ্নে সূর্য্যসংস্থাঞ্চ পঞ্চবক্ত্রাং ত্রিলোচনাম্। মাহেশ্বরীং জগদ্ধাত্রীং জগজ্জঙ্গমপালিকাম্ ॥

শ্রীমদেকজটাবিষয়ে যে গায়ত্রী ধ্যান লিখিত হইয়াছে ত্রিপুরসুন্দরী বিষয়েও উক্ত গায়ত্রী ধ্যান করিতে হইবে। ইহা তারাসার সম্মত।

বৈষ্ণবের বিশেষ এই যে, তাঁহারা 'ওঁ বিষ্ণুঃ। ওঁ বিষ্ণু। ওঁ বিষ্ণুঃ' এই মন্ত্রত্রয়ে আচমন জলপান করিবেন। 'আত্মতত্ত্বায় স্বাহা" প্রভৃতি মন্ত্রে আচমন করিলেও সিদ্ধ হইবে। অন্যান্য সমাদায় মূলানুযায়ী যথাযথ হইবে। পরন্তু প্রণামে................

বা তর্পণে গুরুচতুষ্টয়ের স্থলে গুরুপঞ্চকের প্রণাম ও তর্পণ হইবে। কারণ, বৈষ্ণবে গুরুপঞ্চকম্ ।' অর্থাৎ পরমেষ্ঠি গুরুর পর পরাৎপর গুরুর প্রণাম ও তর্পণ করিতে হইবে। তর্পণে আর যাহা বিশেষ আছে তাহা (২০) টিপ্পনীতে দ্রষ্টব্য।

শ্রীরামচন্দ্রের বিষয়েও ঐরূপ গুরুপঞ্চক। এতদ্ব্যতিরেকে আরও বিশেষ এই যে, তীর্থ আবাহনাদির পর অঘমর্ষণে, দক্ষিণহস্ততলে জল লইয়া তাহাতে "ওঁ নমো ভগবতে রঘুনন্দনায় রক্ষোঘ্নবিশায় মধুরপ্রসন্নবদনায় অমিততেজসে বলায় রামায় বিষ্ণবে নমঃ" এই মালামন্ত্রে একবার অভিমন্ত্রিত করিয়া সেই জল বামহস্ততলে লইবে। অনন্তর অঙ্গুলীবিবর নিঃসৃত জল দক্ষিণহস্ত তত্ত্বমুদ্রায় উক্ত মালামন্ত্র পাঠ করিতে করিতে সিঞ্চন করিতে হইবে। পরে অবশিষ্ট জল "হুঁ জানকীবল্লভায় স্বাহা" এই দশাক্ষর মন্ত্রে তিনবার অভিমন্ত্রিত করিয়া পুনর্দক্ষিণ হস্ততলে গ্রহণ করিয়া তেজোরূপ সেই জল "বং" এই মন্ত্রে ইড়া (বাম নাসিকা) দ্বারা আকর্ষণ পূর্বক তদ্দারা দেহান্তর্গত সমস্ত পাপ বিধৌত হইতেছে এইরূপ চিন্তা সহকারে পাপপুরুষ সহ সেই জল দক্ষিণ নাসাপথে নিঃসৃত করিয়া তাহা কৃষ্ণবর্ণ বিবেচনায় সম্মুখে বা দক্ষিণে কল্পিত বজ্রশিলার উপরি "ফট্" এই মন্ত্রে নিঃক্ষেপ করিয়া আপনাকে নিষ্পাপ চিন্তা করিতে হইবে।

ইঁহার তর্পণবিধি। যথা - "(বীজ)" শ্রীরামচন্দ্রং তর্পয়ামি নমঃ। এইরূপে চল্লিশবার রামচন্দ্রের তর্পণকরিয়া "পীঠদেবতাস্তর্পয়ামি নমঃ" এই মন্ত্রে তাঁহার পীঠদেবতার তর্পণ করিতে হইবে। পুনরায় রামচন্দ্রের চল্লিশবার তর্পণান্তে "(বীজ) সীতাদেবীং তর্পয়ামি স্বাহা" পুনরায় রামচন্দ্রের চল্লিশবার তর্পণান্তে "(বীজ) লক্ষ্মণং তর্পয়ামি নমঃ"। পুনরায় রামচন্দ্রের চল্লিশবার "(বীজ) ভরতং তর্পয়ামি নমঃ"। পুনরায় রামচন্দ্রের চল্লিশবার তর্পণান্তে "(বীজ) শত্রুঘ্নং তর্পয়ামি নমঃ"। পুনরায় রামচন্দ্রের চল্লিশবার তর্পণের পর "ষড়ঙ্গদেবতা শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ"। ইতি। পরন্তু নিত্যপূজায় এইরূপ তর্পণ করা অসম্ভব। অতএব অসমর্থ পক্ষে একবার করিয়া তর্পণ করিলেই চলিবে। যাহারা সমর্থ হইবেন তাঁহারা নিম্নলিখিত কয়েকটি তর্পণ করিবেন।

(বীজ) হনুমন্তং তর্পয়ামি নমঃ। (বীজ)সুগ্রীবং তর্পয়ামি নমঃ। (বীজ)

বিভীষণং তর্পয়ামি নমঃ। (বীজ) অঙ্গদং তর্পয়ামি নমঃ।(বীজ)জাম্ববন্তং তর্পয়ামি নমঃ। অথবা নিতান্ত অসমর্থ পক্ষে সর্বসমেত তর্পণ করিতে হইলে (বীজ) সাঙ্গং সাবরণং সায়ুধং সপরিবারং সবাহনং শ্রীসীতাদেবীসহিতং শ্রীমদ্‌রামচন্দ্রং দেবং তর্পয়ামি নমঃ। বলা বাহুল্য শ্রীরামচন্দ্রের তর্পণের পূর্ব্বেও (২০) টিপ্পনীতে লিখিত নারদাদি কয়েকটি তর্পণও বিধেয়। দেবতা, পিতৃ ও ঋষি তর্পণ যথাযথ মূলানুযায়ী হইবে।

শ্রীরামচন্দ্রের বীজ গুরুদত্তই ব্যবহৃত হইবে। সীতাদেবীর বীজ "শ্রী সীতায়ৈ স্বাহা'। লক্ষণের বীজ "রং লক্ষণায় নমঃ"। হনুমানের বীজ "নমো ভগবতে আঞ্জনেয়ায় মহাবলায় স্বাহা" অথবা সকলেরই নামমন্ত্রে তর্পণ ও পূজাদি হইতে পারে। নামমন্ত্র যথা, ওঁ লং লক্ষণায় নমঃ। ওঁ ভং ভরতায় নমঃ। ওঁ শং শত্রুঘ্নায় নমঃ। ওঁ হং হনুমতে নমঃ। ওঁ সুং সুগ্রীবায় নমঃ। ওঁ বিং বিভীষণায় নমঃ। ওঁ অং অঙ্গদায় নমঃ। ওঁ জাং জাম্ববতে নমঃ। ইতি।

সন্ধ্যা - সংস্কৃত অংশের অনুবাদ - প্রাতস্নানের পর প্রাতসন্ধ্যা করা কর্ত্তব্য। যদি প্রত্যুষে কোন করাণে প্রাতঃকৃত্য না হইয়া থাকে এই সময়ে প্রথমে প্রাতঃকৃত্য করিয়া পরে সন্ধ্যা আরম্ভ করিবেন। কারণ প্রাতঃকৃত্য না করিয়া সন্ধ্যা অথবা পূজার অধিকার হয় না প্রথমে ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা ইত্যাদি (১৮পৃঃ) (অর্থ ২৫) টীকা দ্রঃ) মন্ত্রে তিনবার আচমন করিয়া ওঁ তদ্বিষ্ণো পরমং পদং ইত্যাদিমন্ত্রে, ওষ্ঠ অধর নাক কান চোখ প্রভৃতি স্পর্শ করিবেন। এই মন্ত্রের অর্থ - আকাশমন্ডলে পরিব্যাপ্ত চক্ষুর দ্বারা যেমন অবাধে সমুদায় দেখা যায়, জ্ঞানী ব্যক্তিরা সেইরূপ বিষ্ণুর পরমপদ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। অনন্তর পূজা-পদ্ধতি অনুসারে আসনশুদ্ধি জলশুদ্ধি প্রভৃতি করিয়া মূলমন্ত্রে তিনবার ভূমিতে জলের ছিটা দিয়া পরে মূলমন্ত্রে মস্তকে সাতবার জলের ছিটা দ্বারা অভিষিঞ্চন করিবেন। অনন্তর বামহস্তে কিঞ্চিৎ জল লইয়া ডানহাত দিয়া সেই জল আচ্ছাদন করিয়া 'হং যং বং লং রং' এই মন্ত্রে তিনবার অভিমন্ত্রিত করিয়া বাম হাতের আঙ্গুলের ফাঁক দিয়া বিন্দু বিন্দু জল পতিত করিয়া সেই জল ডানহাতের তত্ত্বমুদ্রা দ্বারা মাথায় সাতবার অভ্যাক্ষণ বা ছিটা দিবেন। শেষে যে জল অবশিষ্ট থাকিবে তাহা ডান হাতে লইয়া তেজোময় কল্পনা করিয়া বং এই মন্ত্রে বামনাসিকা দ্বারা সেই তেজোরূপ জল দেহমধ্যে আকর্ষণ করিয়া সেই জলে দেহান্তগর্ত সমস্ত পাপ ধুইয়া গেল, এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই জল ডান নাক দ্বারা

পুনরায় ডান হাতে আনিয়া কল্পনায় পাপদুষিত সেই কালোজল সম্মুখে রক্ষিত কল্পিত পাথরে সজোরে আছাড় মারিবেন। ইহাকে 'অঘমর্ষণ' বলে। (৩০পৃঃ দ্রঃ)

অনন্তর হাত ধুইয়া পুনরায় আচমন করিয়া বামহস্ত তত্ত্বমুদ্রার উপরে, কুশীদ্বারা অল্প অল্প জল ঢালিয়া তর্পণ করিবেন। মন্ত্র যথা - ওঁ দেবাংস্ত র্পয়ামি নমঃ, ইত্যাদি মূল দেখুন। (২৩পৃঃ)

অনন্তর দুর্ব্বা, আলোচাল, রক্তপুষ্প প্রভৃতি দ্বারা অভাবে শুধু জল দ্বারা সূর্য্যকে হ্রীঁ হংসঃ ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা অর্ঘ্য প্রদান করিবেন।

পরে পুনরায় দূর্বা, অক্ষত, বিল্বপত্র, রক্তকুসুমাদি অথবা শুধু জলদ্বারা (প্রাতঃসন্ধ্যায়) ইষ্টগায়ত্রীমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া "উদ্যদাদিত্য মন্ডল মধ্যবর্ত্তিন্যৈ..." ইত্যাদি মন্ত্রে ইষ্ট দেবীকে অর্ঘ্য প্রদান করিবে। মধ্যাহ্ন এবং সাংয়সন্ধ্যায় যথাক্রমে (গায়ত্রী) "মধ্যাহ্ন মার্ত্তন্ডমন্ডল..." ইত্যাদি এবং "সায়াহ্ন সূর্য্যমন্ডল..."ইত্যাদি মন্ত্রে অর্ঘ প্রদান বিধেয়। (২৫ পৃঃ)।

অনন্তর গায়ত্রী ধ্যান করিয়া গায়ত্রী জপ করিবেন। সকাল; মধ্যাহ্ন এবং সন্ধ্যায় গায়ত্রীর ধ্যান বিভিন্ন। ধ্যান মূলে উক্ত হইয়াছে ধ্যানের অর্থ যথা-প্রাতঃকালে দেবী রক্তবর্ণা, পুস্তক এবং মালা ধারিণী, কৃষ্ণমৃগ-চর্মভূষিতা, তাঁহাকে তারকাখচিত আকাশে কল্পনা করিয়া ধ্যান করি।

মধ্যাহ্নে দেবী শ্যামবর্ণা, চতুর্বাহুযুক্তা, শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ধারিণী এবং সূর্যাসনে অবস্থিতা।

সায়াহ্নে শুক্লবর্ণা শুভ্রবস্ত্রপরিধানা বৃষের উপর উপবিষ্টা, ত্রিনেত্রা, চারহাতে বর, পাশ, শুল এবং নরকপাল। বৃদ্ধা বিগত যৌবনা। ধ্যানের পর যথাশক্তি গায়ত্রী জপ করিয়া গুহ্যাতি গুহ্য গোপ্ত্রী ত্বং ইত্যাদি মন্ত্রে জপ সমর্পণ করিবেন।

অনন্তর প্রাণায়াম ঋষ্যাদিন্যাস এবং ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া ইষ্টদেবতা ধ্যান এবং যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ করিয়া পূর্ববৎ গুহ্যতি ইত্যাদি মন্ত্রে গো-যোনিমুদ্রায় দেবীর বাম অধোহস্তে জপ সমর্পণ করিবেন। পরে সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে ইত্যাদি মন্ত্রে প্রণাম করিবেন।

অসমর্থপক্ষে অথবা সময়ের অভাবে শুধু ইষ্টগায়ত্রী এবং ইষ্টমন্ত্র জপ করিলেও সন্ধ্যাকৃত্যের পূণ্যফল পাওয়া যায়। যাঁহারা ব্রহ্মমন্ত্রে অধিকারী, মাত্র ব্রহ্মগায়ত্রী জপ করিলেও তাঁহারা সন্ধ্যাকৃত্যের ফল লাভ করিবেন। ২০ পৃঃ টীকা দেখুন।..............

অথানন্যমনাঃ সাধকঃ ইষ্টদেবতাং ধ্যায়ন্ স্তোত্রং পঠন্ মূলমন্ত্রং জপন্ ইষ্টনাম জপন্ বা জাগমণ্ডপং গচ্ছেৎ (২৪) পূজাগৃহদ্বারি আসনে উপবিশ্য পাপাপনোদনার্থং কৃতাঞ্জলিঃ পঠেৎ যথা, ওঁ দেবি (পুং দেবতায়াং, দেব) তৎপ্রাকৃতং চিত্তং পাপাক্রান্তমভূন্মম। তন্নিঃসারয় চিত্তান্মে পাপং হুঁ ফট্ চ তে নমঃ ॥ ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালো মহাভূতানি পঞ্চ চ। এতে শুভাশুভস্যেহ কর্মণা নব সাক্ষিণঃ ॥ ইতি ততঃ ওঁ হ্রীঁ স্বাহা, ওঁ হ্রীঁ স্বাহা, ওঁ হ্রীঁ স্বাহা। অথবা ওঁ হ্রীঁ...........

---

(২৪) সূত্রাকারেণ দেবেশি পূজাবিধির্বিরিহোচ্যতে স্বস্তিবাচন-সঙ্কল্পং ঘটং সংস্থাপ্য যত্নতঃ। মন্ত্রেণাচমনং কার্য্যং সামান্যার্ঘ্যং ততো ন্যসেৎ॥ তজ্জলৈর্দ্বারম্ অভ্যুক্ষ্য দ্বারপূজাং সমাচরেৎ। ত্রিবিধং বিঘ্নমুৎসার্য্য ভূতাপসারণং ততঃ ॥ আসনঞ্চ সমভ্যর্চ্চ্য গুরুদেবং নমেৎ সুধীঃ করশুদ্ধিঞ্চ তালঞ্চ ত্রয়ং দিগ্বন্ধনং ততঃ। বহ্নিনা বেষ্টনং কার্য্যং ভূতশুদ্ধিমথাচরেৎ মাতৃকায়াঃ ষড়ঙ্গঞ্চ কুর্য্যাদন্তরমাতৃকাং মাতৃকাধ্যানমাচর্য্য বাহ্যে তু মাতৃকাং ন্যসেৎ পীঠন্যাসং ততঃ কৃত্বা প্রাণায়ামং সমাচরেৎ। ঋষ্যাদিকং করাঙ্গঞ্চ বর্ণন্যাসং সমাচরেৎ ষোঢ়াণ্যাসং ততো দেবি ব্যাপকং তদনন্তরং ॥ এবং সমাহিতমনাস্তু ত্ত্বন্যাসং সমাচরেৎ। বীজন্যাসং ততো দেবি ব্যাপকং বিন্যসেৎ সুধীঃ। মূলেন সপ্তধা ধ্যানং মানসৈঃ পূজনঞ্চরেৎ। বিশেষার্ঘ্যং পীঠপূজাং পুনর্ধ্যানং সনেত্রকং ॥ মুদ্রাদি দর্শনং কার্য্যং আবাহন-ষড়ঙ্গকম্ ধেম্বাদিকং ততঃ প্রানপ্রতিষ্ঠাং মূলপূজনম্ ॥ আজ্ঞাপ্রার্থনমঙ্গানি কাল্যাদীন্ পরিপূজয়েৎ। ব্রাহ্ম্যাদীনসিতাঙ্গাদীন্ মহাকালং প্রপূজয়েৎ॥ খড়্গাদীন্ গুরুপংক্তিঞ্চ পুনর্দেবীং প্রপূজয়েৎ। বলিদানং ততো হোমং প্রাণায়ামং ততো জপং॥ জপং সমর্পয়েদ্ধীমান্ প্রাণায়ামং ততশ্চরেৎ। এতস্মিন্ সময়ে দেবী কারণাদীন্ সমাহরেৎ ॥ অর্ঘ্যং দত্ত্বা মহেশানি চাত্মানঞ্চ সমর্পয়েৎ। স্তুতিঞ্চ কবচং স্মৃত্বা চাষ্টাঙ্গং প্রণমেৎ সুধীঃ ॥ শিবোঽহমিতি সঞ্চিন্ত্য সংহারেণ বিসর্জ্জয়েৎ। ঐশান্যাং মণ্ডলং কৃত্বা চাণ্ডাল্যুচ্ছিষ্টপূর্বিকাং॥ অর্ঘ্যং সন্ধ্যার্য্য শিরসি চন্দনন্তু ললাটকে। নৈবেদ্যং কিঞ্চিৎ স্বীকৃত্য বিহরেচ্চ নিজেচ্ছয়া ॥...........

সংক্ষেপপূজামথবা কুর্য্যান্মন্ত্রী সমাহিতঃ। আদৌ ঋষ্যাদিকন্যাসং করশুদ্ধিস্ততঃ পরম্॥ অঙ্গুলীব্যাপকন্যাসৌ হৃদাদিন্যাস এব চ। তালত্রয়ঞ্চ দিগ্বন্ধং প্রাণায়ামং ততঃ পরং॥ ধ্যানং মানসযাগঞ্চ অর্ঘ্যস্থাপনমেব চ। পীঠপূজাং পুনর্ধ্যানং ততশ্চাবাহনঞ্চরেৎ। জীবন্যাসং ততঃ কৃত্বা পুজয়েৎ পরদেবতাং। অঙ্গপুজাঞ্চ কাল্যদীন্ ব্রাহ্ম্যাদীংশ্চাষ্ট-ভৈরবান্॥ মহাকালং পূজয়িত্বা গুরুপংক্তিং যজেত্ততঃ। খড়্গাদীন্ পূজয়িত্বা তু পুনর্দ্দেবীং প্রপূজয়েৎ॥ প্রাণায়ামং ততঃ কৃত্বা জপেচ্চ সাধকাগ্রণীঃ। দেব্যা হস্তে জপফলসমর্পণমথাচরেৎ॥ প্রাণায়ামং ততঃ কৃত্বা চাষ্টাঙ্গং প্রণমেৎ সুধীঃ। স্তুতিঞ্চ কবচং স্মৃত্বা বিশেষার্ঘ্যং প্রদাপয়েৎ॥ আত্মসমর্পণং কৃত্বা সংহারেণ বিসর্জ্জয়েৎ। ঐশান্যাং মন্ডলং কৃত্বা চন্ডাল্যুচ্ছিষ্টপূর্ব্বিকাং। নৈবেদ্যং কিঞ্চিৎ স্বীকৃত্য বিহরেচ্চ নিজেচ্ছয়া॥

এই তোড়লতন্ত্রোক্ত পূজাসূত্রে যেরূপ ভাবে পূজার ক্রম কথিত হইয়াছে এই পদ্ধতির পূজার ক্রমের সহিত দুই এক স্থলে তাহার প্রভেদ দৃষ্ট হয়। ইহা দ্বারা কেহ এরূপ মনে করিবেন না যে, আমাদের পদ্ধতিতে ধৃত ক্রম, প্রমাদ বিজৃম্ভিত। আমরা অন্যান্য বহু তন্ত্রদৃষ্টে যে স্থলে যাহা হওয়া উচিত, সেইরূপ ক্রমই সন্নিবেশিত করিয়াছি। বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়া দেখিলে, বিশেষতঃ সংক্ষেপ পূজাসূত্রের প্রতি দৃষ্টি করিলে, ইহা স্পষ্টই প্রতীতি হইবে যে, উক্ত সূত্রে কেবল আবশ্যকীয় বিষয়গুলি বর্ণিত হইয়াছে মাত্র। এই সামান্য পূজায় সামাণ্যার্ঘ্যাদি স্থাপনের উল্লেখ মাত্রই নাই। প্রায় সকল তন্ত্রেই আবরণ পূজার প্রথমে গুরুপংক্তির পূজার উল্লেখ আছে। পরন্তু উক্ত সূত্রদ্বয়ে তাহার বিপর্য্যয় লক্ষিত হয়। এই জন্য আমরা অন্যান্য তন্ত্রদৃষ্টে বহু তন্ত্রসম্মত ক্রমই সন্নিবেশিত করিলাম এবং প্রথমতঃ সাধারণ সকল দেবতার উপযোগী সামান্যকান্ডদিয়া পরে দেবতা বিশেষের পূজা সন্নিবেশিত করিলাম।

তন্ত্রে আদিষ্ট হইয়াছে যে, সাধক স্নান ও সন্ধ্যা করিবার পর জলপূর্ণ একটি জলপাত্র হস্তে লইয়া, একাগ্রমণে স্তব বা জপাদি করিতে করিতে পূজামন্দির দ্বারে উপস্থিত হইয়া ঐ জলা শোধনপূর্ব্বক পূজার্থ প্রোক্ষণীপাত্রে কিঞ্চিৎ জল রাখিয়া অবশিষ্ট জলে হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিবেন। পরে সেই দ্বারদেশেই সামান্যার্ঘ্য স্থাপন করিয়া দ্বারদেবতার পূজা করিবেন। পরে সেই.................

আত্মতত্ত্বায় স্বাহা। ওঁ হ্রীঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ হ্রীঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা, ইতি ত্রিরাচামেৎ।) অতঃপরং "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্" ইত্যাদিনা যথাযথম্ ওষ্ঠাধর -কর্ণ-নাসিকাদিস্পর্শনং কুর্য্যাৎ অতঃপরং "সিংহস্কন্ধসমারূঢ়াং রক্তবর্ণাং চতুর্ভূজাম। নানালঙ্কার-ভূষাঢ্যাং রক্তবস্ত্রবিভূষিতাম্ । শঙ্খচক্রধনুর্ব্বাণ-বিরাজিত-করাম্বুজাম্ ॥" ইতি, কামিনীং প্রথমং ধ্যাত্বা জপ পূজাং সমাচরেৎ। 'কং' ইতি দশধা জপেৎ। ততঃ জলং সব্যহস্তে সমানীয় "ওঁ বজ্রোদকে হুঁ ফট্ স্বাহা" ইতি মন্ত্রেণ শোধিতজলং প্রোক্ষণীপাত্রে সংস্থাপ্য শেষজলেন আসনম্ অভ্যুক্ষ্য তত্র স্বস্তিকাদ্যাসনে উপবিশ্য "ওঁ হ্রীঁ বিশুদ্ধিসর্বপাপানি শময়াশেষবিকল্প

প্রোক্ষণীপাত্র ও সামান্যার্ঘ হস্তে লইয়া যথাবিধি গৃহ প্রবেশের পর ভূতাপসারণ, পঞ্চশুধি প্রভৃতি সম্পাদনপূর্ব্বক যথারীতি পূজা করিবেন। দাক্ষিণাত্য ও পাশ্চাত্য সাধকগণ সদাশিবের আজ্ঞানুরূপ কার্য্যই করিয়া থাকেন। বঙ্গদেশীয় সাধকগণ বাহুল্যভয়ে এই রীতির অনুসরণ না করিয়া স্নানের পরেই পূজাগৃহে প্রবেশপূর্ব্বক আসনে উপবিষ্ট হইয়া সেই স্থলেই সম্মুখে দ্বার কল্পনা করিয়া দ্বারদেবতা পূজাদির পরে মনে মনেই গৃহপ্রবেশ করেন। শ্যামারহস্যকার প্রভৃতি সংগ্রহকারগণ বলিয়াছেন যে, বঙ্গদেশীয় সাধকগণের যে এই পূজার রীতি, সদাশিবের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ বলিয়া কিঞ্চিৎ পপেজনক বটে, কিন্তু জগদম্বা স্মরণে সেই সামান্য পাপ বিধ্বস্ত হয়। অতএব যাহার ইচ্ছা হয়, পদ্ধতিমত দ্বারদেশে দ্বারপূজা করিবেন; তাহাতে যাঁহার অসুবিধা হইবে, তিনি পূজাগৃহে আসনে উপবিষ্ট হইয়াই মনে মনে দ্বার কল্পনা করিয়া দ্বারদেবতার পূজাদি করিবেন যাহা হউক আমাদের বিবেচনায় যদি কেহ দ্বারচতুষ্টয়ে দ্বারদেবতার পূজা করিতে না পারেন, তাহা হইলে একদ্বারেই দ্বারচতুষ্টয় কল্পনা করিয়া পূজা করিবেন। যদি দ্বারে পূজার সুবিধা না হয় তাহা হইলে পূজার স্থানে উপবিষ্ট হইয়াই দ্বার কল্পনা পূর্ব্বক মনে মনে হস্তপদ প্রক্ষালন ও দ্বার দেবতার পূজাদি করিবেন। তাহাতে কিছুমাত্র দোষ হইবে না। প্রমাণ যথা গন্ধর্ব্বতন্ত্রে - "অশক্তৌ দ্বরিমেকস্মিন্ কল্পয়েৎ দ্বাশ্চতুষ্টয়ম। অভাবে মনসাকল্প্য দ্বারাণ্যেতৎ সমাচরেৎ ॥" ইতি। ....

মপনয় হুঁ" ইতি হস্তপাদৌ প্রক্ষাল্য মন্ত্রাচমনং কুর্যাৎ (২৫)। ততঃ সামান্যার্ঘ্যং স্থাপয়েৎ যথা, - স্ববামে ত্রিকোণ-বৃত্ত-চতুরস্রমন্ডলং বিলিখ্য, 'ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে আধারশক্তয়ে নমঃ' ইতি মন্ডলং সংপূজ্য তত্র আধারং সংস্থাপ্য "ফট্ ইতি প্রাত্রং প্রক্ষাল্য আধারে সংস্থাপ্য "নমঃ" ইতি জলেনাপূর্য্য 'ওঁ' ইতি দুর্ব্বাক্ষতবিল্বপত্রাণি সচন্দনকুসুমানি চ তত্র....

আর এক কথা, যিনি স্নানের সময় জলাশয়ে, সন্ধ্যা না করিতে পারিবেন, তিনি দেবগৃহে আসনে উপবিষ্ট হইয়া সর্বাগ্রে প্রাতঃসন্ধ্যা ও মধ্যাহ্নসন্ধ্যা সমাধা করিয়া লইবেন অগ্রে শিবপূজা না করিলে শক্তিপূজার অধিকার হয় না, এজন্য যাঁহার ইচ্ছা হইবে, এই সময় শিবপূজা ও নারায়ণপূজা করিবেন পরন্তু সামান্যার্ঘ্য স্থাপন অবধি মাতৃকান্যাস পর্যন্ত কার্য্য সমাধা করিয়া গুরুপূজা, পঞ্চদেবতার পূজা, শিবপূজা ও নারায়ণপূজা করা বিধেয়। কিন্তু প্রায় সকলেই সর্ব্বাগ্রে শিব ও নারায়ণের স্নান করাইয়া রাখিয়া থাকেন।

(২৫) বৈষ্ণবগণ "ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ" এই মন্ত্রে আচমন করিবেন। স্ত্রী ও শুদ্রগণ ওঁ বিষ্ণুঃ" স্থলে 'শ্রীবিষ্ণুৎ' বলিবেন।

শাক্তানন্দতরঙ্গিণীতে আছে, - "শুক্রশোণিতয়োর্যোগে পঞ্চভুতাত্মকং তনুঃ। পাতালাৎ স্বর্গপর্যন্তমাত্মতত্ত্বঃ স উচ্যতে ॥ মুলাধারে তু যা শক্তির্গুরুবক্ত্রাচ্চ লভ্যতে। সা শক্তিঃ পরমা নিত্যা বিদ্যাতত্ত্বঃ স উচ্যতে॥ অমৃতার্ণবমধ্যস্থং সহস্রদলপঙ্কজম্। তন্মধ্যে নিবসেদ্ যস্তু শিবতত্ত্বঃ স উচ্যতে ॥ "অর্থাৎ অবিদ্যা"জনিত মোহবশতঃ যে স্থূল শরীরে আত্মাভিমান হয়, সেই স্থূল শরীরকেই আত্মতত্ত্ব বলে। মূলাধারে যে কুলকুন্ডলিনীর শক্তিতে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল চেতনভাবে ক্রিয়াসক্ত হয়, সেই কুন্ডলিনী শক্তিকেই বিদ্যাতত্ত্ব বলে এবং ব্রহ্মরন্ধ্রে নিত্য নিরঞ্জন যে পরমব্রহ্ম বিরাজ করিতেছেন, তিনিই শিবতত্ত্ব। ক্ষুদ্র ব্রহ্মান্ডের ন্যায় বৃহৎ ব্রাহ্মান্ডেও এইরূপ তত্ত্বত্রয় লক্ষিত হইবে। এই পাঞ্চভৌতিক পরিদৃশ্যমান বিশ্বব্রহ্মান্ড (চতুর্দ্দশ ভূবন) ও ইহার অন্তর্গত জীবনিচয় অর্থাৎ যাহাতে বিরট পুরুষ আত্মাভিমানী তাহাই আত্মতত্ত্ব। যে শক্তির বশে এতৎসমুদায় পরিচালিত, এমন কি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় পর্যন্ত অনাদি.............

নিঃক্ষিপ্য 'ক্রৌঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন সন্নিধিং কুরু ॥" ইতি, অঙ্কুশমুদ্রয়া সূর্য্যমন্ডলাত্তীর্থমাবাহ্য "হূং" ইত্যবগুণ্ঠ্য "বং" ইতি ধেনুমুদ্রয়া অমৃতীকৃত্য

কাল হইতে পুনঃ পুনঃ সংঘটিত হইতেছে, তাহাই বিদ্যাতত্ত্ব এবং সেই অনাদি অনন্ত সৎ, চিৎ ও আনন্দ স্বরূপ একমাত্র অর্থাৎ অদ্বৈত পরব্রহ্মই শিবতত্ত্ব। আবার প্রত্যেক জীব বা বিরাট পুরুষ ও বিষ্ণু অভেদ। যে শক্তিতে সমুদায় পরিচালিত হইতেছে, সেই শক্তি ও বৈষ্ণবী শক্তি অভিন্ন এবং বিষ্ণু, শিব ও পরব্রহ্মে উচ্চ সাধকের নিকট প্রভেদ নাই। অতএব "ওঁ বিষ্ণু" বলিয়া তিনটি আচমনেও ঐ তত্ত্বত্রয়ই একে একে উপলক্ষিত হইতেছে। 'হ্রীঁ' বীজ তন্ত্রোক্ত প্রণব; ইহা দ্বারাও উক্তরূপ সমষ্ঠি ও ব্যষ্টি ভাবে তত্ত্বত্রয় উপলক্ষিত হইতেছে। সর্ব্বপ্রথমে এই সমষ্টি ও ব্যাষ্টিরূপে আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত স্মরণ পূর্বক পরিতৃপ্ত করাই আচমনের উদ্দেশ্য এবং তাহাতেই আপনাকে ব্রহ্মভূত ও পবিত্র জ্ঞান করিতে হইবে। ৩৬টি তত্ত্বের নাম অনাবশ্যক

দক্ষিণকালিকার বিশেষ মন্ত্রাচমন যথা, 'ক্রীঁ' এই মন্ত্রে তিনবার আচমন করিবে। 'ওঁ কাল্যৈ নমঃ, ওঁ কপালিন্যৈ নমঃ, এই দুই মন্ত্রে দুইবার ওষ্ঠাধর মার্জ্জনা করিবে। 'ওঁ কুল্লায়ৈ নমঃ' এই মন্ত্রে হস্তপ্রক্ষালন করিবে। 'ওঁ কুরুকুল্লায়ৈ নমঃ' এই মন্ত্রে তত্ত্বমুদ্রায় মুখস্পর্শ করিবে। 'ওঁ বিরোধিন্যৈ নমঃ, ওঁ বিপ্রচিত্তায়ৈ নমঃ' এই মন্ত্রদ্বয়ে দক্ষিণনাসিকা ও বামনাসিকা স্পর্শ করিবে। 'ওঁ উগ্রায়ৈ নমঃ, এই দুই মন্ত্রে দক্ষিণ চক্ষু ও বামচক্ষু স্পর্শ করিবে। 'ওঁ দীপ্তায়ৈ নমঃ, ওঁ নীলায়ৈ নমঃ' এই দুই মন্ত্রে দক্ষিণকর্ণ ও বামকর্ণ, 'ওঁ ঘণায়ৈ নমঃ' এই মন্ত্রে নাভি, 'ওঁ বলাকায়ৈ নমঃ' এই মন্ত্রে বক্ষঃস্থল, 'ওঁ মাত্রায়ৈ নমঃ' এই মন্ত্রে শিরোদেশ এবং 'ওঁ মুদ্রায়ৈ নমঃ, ওঁ মিতায়ৈ নমঃ' এই দুই মন্ত্রে দক্ষিণস্কন্ধ ও বামস্কন্ধ স্পর্শ করিবে। তারাচমন যথা, 'ওঁ হ্রীঁ ফট্ স্বাহা' এই মন্ত্রে তিনবার আচমন। তারার বিশেষ আচমন যথা হ্রীঁ স্ত্রীঁ হূঁ। হ্রীঁ স্ত্রীঁ হূঁ ফট্। হ্রীঁ স্ত্রীঁ হূঁ।এই মন্ত্রে তিনবার জল পান করিয়া 'হ্রীঁ' এই মন্ত্রে হস্তপ্রক্ষালন করিয়া স্ত্রীঁ ও হূঁ' এই দুই মন্ত্রে দুইবার ওষ্ঠাধর মার্জন করিবে। 'ফট্' এই মন্ত্রে হস্তপ্রক্ষালন, 'ওঁ বৈরোচনায় নমঃ' এই মন্ত্রে তত্ত্বমুদ্রায় মুখস্পর্শ, ওঁ শঙ্খায়..............

যোনিমুদ্রাং প্রদর্শ্য মৎস্যমুদ্রয়া আচ্ছাদ্য 'ওঁ' ইতিদশধা জপ্ত্বা তজ্জলেন দ্বারমভ্যুক্ষ্য দ্বারদেবতাঃ পূজয়েৎ, যথা, - "ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে দ্বারদেবতা-

---

নমঃ ওঁ পাভরায় নমঃ এই দুই মন্ত্রে দক্ষিণনাসিকা ও বামনাসিকা, ওঁ পদ্মনাভায় নমঃ ওঁ অসিতাভায় নমঃ', এই দুই মন্ত্রে দক্ষিণ চক্ষু ও বামচক্ষু, 'ওঁ নামকায় নমঃ, ওঁ মামকায় নমঃ' এই দুই মন্ত্রে দক্ষিণকর্ণ ও বামকর্ণ, 'ওঁ তারকায় নমঃ' এই মন্ত্রে নাভি, 'ওঁ পদ্মান্তকায় নমঃ' এই মন্ত্রে হৃদয়, ওঁ যমান্তকায় নমঃ' এই মন্ত্রে মস্তক ওঁ বিঘ্নান্তকায় নমঃ ও নরান্তকায় নমঃ' এই দুই মন্ত্রে দক্ষিণস্কন্ধ ও বামস্কন্ধ স্পর্শ করিবে। ত্রিপুরার বিশেষ আচমন, -- 'ঐং, ক্লীং, সৌঃ এই তিন মন্ত্রে তিনবার জলপান, 'দূঁ, দূঁ,' এই মন্ত্রে দুইবার ওষ্ঠাধর মার্জ্জনা, হ্রীঁ এই মন্ত্রে হস্ত প্রক্ষালন করিয়া 'শ্রীঁ' এই মন্ত্রে তত্ত্বমুদ্রায় মুখ স্পর্শ করিবে। পরে 'হ্রীঁ' এই মন্ত্রে দক্ষিণাসিকা, 'ঐং' মন্ত্রে বামনাসিকা, 'হ্রীঁ' এই মন্ত্রে দক্ষিণচক্ষু, 'ক্লীঁ' এই মন্ত্রে বামচক্ষু, 'শ্রীঁ' এই মন্ত্রে দক্ষিণকর্ণ, 'হ্রীঁ' এই মন্ত্রে বামকর্ণ, 'ক্লীঁ' এই মন্ত্রে নাভি 'ঐঁ' এই মন্ত্রে বক্ষস্থল 'ওঁ' এই মন্ত্রে মস্তক, 'ঈং' এই মন্ত্রে দক্ষিণস্কন্ধ, 'ক্রোঁ' এই মন্ত্রে বামস্কন্ধ স্পর্শ করিবে। জগদ্ধাত্রী দুর্গার বিশেষ, আচমন 'দূঁ' এই মন্ত্রে তিনবার জলপান করিয়া 'ওঁ প্রভায়ৈ নমঃ, ওঁ মায়ায়ৈ নমঃ' এই দুই মন্ত্রে অঙ্গুষ্ঠদ্বারা দুইবার ওষ্ঠাধর মার্জ্জন করিবে। পরে 'দূঁ' এই মন্ত্রে হস্ত প্রক্ষালন করিবে। পরে 'ওঁ জয়ায়ৈ নমঃ ওঁ সুক্ষায়ৈ নমঃ' এই দুই মন্ত্রে দুইবার তত্ত্বমুদ্রায় মুখস্পর্শ করিবে। 'ওঁ বিশুদ্ধায়ৈ নমঃ" এই মন্ত্রে দক্ষিণ নাসিকা, 'ওঁ নন্দিন্যৈ নমঃ' এই মন্ত্রে বামনাসিকা স্পর্শ, 'ওঁ' সুপ্রভায়ৈ নমঃ এই মন্ত্রে দক্ষিণ চক্ষু, 'ওঁ বিজয়ায়ৈ নমঃ' এই মন্ত্রে বামচক্ষু স্পর্শ, 'ওঁ সিদ্ধায়ৈ নমঃ' এই মন্ত্রে দক্ষিণ কর্ণ, 'ওঁ উমায়ৈ নমঃ' এই মন্ত্রে বামকর্ণ স্পর্শ 'ওঁ শূলধারিণ্যৈ নমঃ' এই মন্ত্রে নাভি স্পর্শ, 'ওঁ সুগন্ধায়ৈ নমঃ' এই মন্ত্রে বক্ষস্থল, 'ওঁ সর্ব্বসাধিন্যৈ নমঃ' এই মন্ত্রে মস্তক 'ওঁ চন্দ্রিকায়ৈ নমঃ,' এই মন্ত্রে দক্ষিণ বাহুমূল, 'ওঁ সৌভদ্রিকায়ৈ নমঃ' এই মন্ত্রে বামবাহুমূল স্পর্শ করিবে। অন্নপূর্ণার ও ভুবনেশ্বরীর বিশেষ আচমন যথা, 'ওঁ হ্রীঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা,' 'ওঁ হ্রীঁ বিদ্যাতত্ত্বায়স্বাহা,' ওঁ হ্রীঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা; এই তিনমন্ত্রে তিনবার জলপান করিয়া 'ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সুরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্'॥ এই মন্ত্রে মুখ নাসিকা প্রভৃতি স্পর্শ করিবে। ছিন্ন............

মস্তার বিশেষ মন্ত্রাচরণ - শ্রীহ্রী হূঁ, এই তিন মন্ত্রে তিনবার জলপান করিয়া হূঁ এই বীজে হস্ত প্রক্ষালন করিবে। পরে ঐঁ এই বীজে একবার ওষ্ঠাধর মার্জনা করিয়া 'হ্রীঁ' এই বীজে দ্বিতীয়বার ওষ্ঠাধর মার্জ্জনা করিবে। পরে 'হূঁ' এই মন্ত্রে হস্তপ্রক্ষালন করিয়া 'শ্রী' এই মন্ত্রে তত্ত্বমুদ্রায় মুখস্পর্শ করিবে। পরে 'হ্রীঁ' এই মন্ত্রে দক্ষিণ নাসিকা ও বামনাসিকা, 'হূঁ' এই মন্ত্রে দক্ষিণ চক্ষু ও বামচক্ষু, 'ঐঁ' এই মন্ত্রে দক্ষিণ কর্ণ ও বামকর্ণ, 'ক্লীঁ' এই মন্ত্রে নাভি, 'হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ' এই মন্ত্রে বক্ষঃস্থল, 'ঐঁ' এই মন্ত্রে মস্তক 'ঈঁ,' এই মন্ত্রে দক্ষিণ বাহুমূল, 'ক্রোং,' এই মন্ত্রে বামবাহুমূল স্পর্শ করিবে। 'ওঁ হ্রীঁ স্বাহা,' এই মন্ত্রে তিনবার জলপান করিয়া মূলমন্ত্রদ্বারা ওষ্ঠমার্জ্জনাদি করিলেই সমুদায় মহাবিদ্যারই মন্ত্রাচমন হইবে। পূর্ব্বে যে সমুদায় মন্ত্রাচমন বলা হইয়াছে তাহা বিশেষ মন্ত্রচমন অর্থাৎ তদ্দারা বিশিষ্ট ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বৈষ্ণবের বিশেষ মন্ত্রাচমন যথা - 'ওঁ' কেশবায় নমঃ, ওঁ নারায়ণায় নমঃ ওঁ মাধবায় নমঃ, এই তিন মন্ত্রে তিনবার জলপান করিয়া 'ওঁ গোবিন্দায় নমঃ, ওঁ বিষ্ণবে নমঃ,' এই দুই মন্ত্রে কর প্রক্ষালন করিবে। ও মধুসূদনায় নমঃ, ওঁ ত্রিবিক্রমায় নমঃ এই দুই মন্ত্রে ওষ্ঠদ্বয় মার্জ্জন করিয়া 'ওঁ বামনায় নমঃ, ওঁশ্রীধরায় নমঃ, এই দুই মন্ত্রে মুখমার্জ্জন করিবে। 'ওঁ হৃষিকেশায় নমঃ, এই মন্ত্রে হস্ত প্রক্ষালন' ওঁ পদ্মনাভায় নমঃ, এই মন্ত্রে পাদ প্রক্ষালন এবং 'ওঁ দামোদরায় নমঃ, এই মন্ত্রে মস্তক প্রোক্ষণ করিতে হইবে। পরে, ওঁ সঙ্কর্ষণায় নমঃ, এই মন্ত্রে মুখস্পর্শ, ওঁ বাসুদেবায় নমঃ,' এই মন্ত্রে দক্ষনাসা, 'ওঁ প্রদুম্নায় নমঃ,' এই মন্ত্রে বামনাসা, ওঁ অনিরুদ্ধায় নমঃ,' এই মন্ত্রে দক্ষিণ চক্ষু, 'ওঁ পুরুষোত্তমায় নমঃ,' এই মন্ত্রে বাম চক্ষু 'ওঁ' অধোক্ষজায় নমঃ,' এই মন্ত্রে দক্ষিণ কর্ণ, 'ওঁ নৃসিংহায় নমঃ,' এই মন্ত্রে বামকর্ণ, 'ওঁ অচ্যুতায় নমঃ' এই মন্ত্রে নাভি 'ওঁ জনার্দ্দনায় নমঃ' এই মন্ত্রে বক্ষস্থল ওঁ উপেন্দ্রায় নমঃ এই মন্ত্রে মস্তক 'ওঁ হরয়ে নমঃ' এই মন্ত্রে দক্ষিণবাহু ওঁ বিষ্ণবে নমঃ' এই মন্ত্রে বামবাহু স্পর্শ করিতে হইবে। রামচন্দ্রের ও এইরূপ। শিবের এবং এই স্থলে অনুল্লিখিত অন্যান্য দেবতার বিশেষ. আচমনে মূল মন্ত্রে জলপান করিয়া যথাযথমূলমন্ত্রেই স্পর্শাদি করিতে হইবে।

(২৬) কালী তারা ত্রিপুরা বিষয়ে স্বতন্ত্রমতে প্রত্যেক দ্বারদেবতাপূজা

যথা - দ্বারোর্দ্ধে-- এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীঁ গাং গণেশায় নমঃ। স্ববামে-ওঁ হ্রীঁ ক্ষাং ক্ষেত্রপালায় নমঃ। দক্ষিণে - ওঁ হ্রীঁ বাং বটুকায় নমঃ। অধঃ ওঁ হ্রীঁ যাং যোগিনীভ্যো নমঃ। দ্বারচতুষ্টয়সত্ত্বে পূর্বাদিক্রমে তদসত্ত্বে একদ্বারেই -ওঁ হ্রীঁ গাং গঙ্গায়ৈ নমঃ। ওঁ হ্রীঁ যাং যমানায়ৈ নমঃ, ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ লক্ষ্ম্যৈ নমঃ, ওঁ হ্রীঁ ঐঁ সরস্বত্যৈ নমঃ। দেহলীতে - ওঁ হ্রীঁ অস্ত্রেভ্যো নমঃ ওঁ হ্রীঁ অষ্টমাতৃকাভ্যো নমঃ। সর্ব্বত্র গন্ধপুষ্পদ্বারা তদভাবে অক্ষতদ্বারা পূজা করিতে হইবে। নিবন্ধানুসারে এতদন্য দেবী বিষয়ে প্রত্যেক দ্বারদেবতা পূজা যথা - উর্দ্ধোডুম্বরে - ওঁ হ্রীঁ বিঘ্নেশায় নমঃ। তদ্দক্ষিণে - ওঁ হ্রীঁ মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ। তদ্বামে - ওঁ হ্রীঁ সরস্বত্যৈ নমঃ। মধ্যে - ওঁ হ্রীঁ দ্বারশ্রিয়ে নমঃ। দক্ষিণশাখায়- ওঁ হ্রীঁ (গং) গণপায় নমঃ। বামশাখায় - ওঁ হ্রীঁ (ক্ষাং) ক্ষেত্রপালায় নমঃ। তৎপার্শ্বদ্বয়ে ওঁ হ্রীঁ (শং বসুন্ধরায়ুতায়) শঙ্খনিধয়ে নমঃ। ওঁ হ্রীঁ (পং বসুমতীযুতায়) পদ্মনিধয়ে নমঃ। তথা - ওঁ হ্রীঁ মায়াশক্তয়ে নমঃ। ওঁ হ্রীং চিচ্ছক্তয়ে নমঃ। তথা ওঁ হ্রীঁ ধাত্রে নমঃ, ওঁ হ্রীঁ বিধাত্রে নমঃ। তথা - ওঁ হ্রীঁ গঙ্গায়ৈ নমঃ, ওঁ হ্রীঁ যমুনায়ৈ নমঃ। দেহলীতে - (ওঁ হ্রীঁ দং দেহল্যৈ নমঃ) ওঁ হ্রীঁ অস্ত্রায় নমঃ। সর্ব্বত্র গন্ধপুষ্প বা অক্ষতদ্বারা পূজা করিবে। দ্বারচতুষ্টয় থাকিলে দ্বারচতুষ্টয়েই এইরূপ পূজা করিতে হইবে।

সূর্য্য ও অন্যান্য দেবী বিষয়ে প্রকারান্তর -দ্বারোর্দ্ধে-ওঁ হ্রীঁ ব্রাহ্ম্যৈ নমঃ। স্ববামে ওঁ হ্রীঁ মাহেশ্বর্য্যৈ নমঃ, দক্ষিণে ওঁ হ্রীঁ কৌমার্য্যৈ নমঃ, অথঃ ওঁ হ্রীঁ বৈষ্ণব্যৈ নমঃ। পূর্ববৎ দ্বারচতুষ্টয় সত্ত্বে পূর্বাদিক্রমে, তদসত্ত্বে একদ্বারে ওঁ হ্রীঁ বাং বারাহ্যৈ নমঃ, ওঁ হ্রীঁ ঈঁ ইন্দ্রাণ্যৈ নমঃ, ওঁ হ্রীঁ চামুণ্ডায়ৈ নমঃ, ওঁ হ্রীঁ মং মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ। পরে, ওঁ হ্রীঁ মায়াশক্তয়ে নমঃ, ইত্যাদি অবশিষ্ট পূর্ব্ববৎ। শিব বিষয়ে উক্তোক্ত স্থলে যথাযথ ওঁ হ্রীঁ নং নন্দিনে নমঃ, ওঁ হ্রীঁ মং মহাকালায় নমঃ, ওঁ হ্রীঁ গং গণেশায় নমঃ, ওঁ হ্রীঁ বং (বৃং) বৃষভায় নমঃ ওঁ হ্রীঁ ভং (ভৃং) ভৃঙ্গিনে নমঃ, ওঁ হ্রীঁ সং (স্কং) স্কন্দায় নমঃ, ওঁ হ্রীঁ ভং ভবান্যৈ নমঃ, ওঁ হ্রীঁ চং চণ্ডেশ্বরায় নমঃ। বৈষ্ণবের পক্ষে ঐ ঐ স্থলে - ওঁ হ্রীঁ নং নন্দায় নমঃ, ওঁ হ্রীঁ সুনন্দায় নমঃ, ওঁ হ্রীঁ চং চণ্ডায় নমঃ, ওঁ হ্রীঁ পং প্রচণ্ডায় নমঃ, ওঁ হ্রীঁ বং বলায় নমঃ, ওঁ হ্রীঁ পং প্রবলায় নমঃ, ওঁ হ্রীঁ ভং ভদ্রায় নমঃ, ওঁ হ্রীঁ সুং সুভদ্রায় নমঃ। গণেশ বিষয়ে -ওঁ হ্রীঁ বং বক্রতুণ্ডায় নমঃ, এইরূপ এং একদংষ্ট্রায়, মং মহোদরায়, গং গজাননায়, লং লম্বোদরায়, বিং বিকটায়, বিং বিঘ্নরাজায়,...............

(২৭) গৃহং প্রবিশ্য নৈর্ঋতে, ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে ব্রহ্মণে নমঃ, ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে বাস্তুপুরুষায় নমঃ। ইতি সংপূজ্য সিদ্ধার্থক্ষতাদিনী (২৮) ফট্ ইতি স্পতধা অভিমন্ত্র্য, ওঁ সর্ব্ববিঘ্নানুৎসারয় হুঁ ফট্ স্বাহা। ইতি। ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতাঃ। যে ভূতা বিঘ্নকর্ত্তারস্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া ॥ (২৯) ইতি মন্ত্রেণ চ নারাচমুদ্রয়া বিকীরেৎ। ওঁ..................

ধুং ধুম্রবাণায়। সর্ব্বদেবতারই শেষে ওঁ হ্রীঁ মায়াশক্তয়ে নমঃ, ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ।

(২৭) তন্ত্রসারকার লিখিয়াছেন যে, দক্ষিণে পা বাড়াইয়া যাগমন্ডপে প্রবেশ করিবে, কিন্তু শক্তি বিষয়ে দক্ষিণপাদ অগ্রসর করিতে হইবে, এই রূপ প্রমাণ আমরা পাইলাম না। সম্মোহনতন্ত্রে, গৌতমীয়তন্ত্রে, এবং শিবার্চ্চনদীপিকাতে পুং দেবতা বিষয়ে কথিত আছে যে দক্ষিণপাদ অগ্রসর করিয়া যাগমন্ডপে প্রবেশ করিবে। তন্ত্রান্তরে ও ত্রিপুরার্ণবে শক্তিবিষয়ে কথিত হইয়াছে যে বামপাদ পুরঃসর যাগমন্ডপে প্রবেশ করিবে?। মেরুতন্ত্রে স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে যে, "পাদেন দক্ষিণেনাথ প্রবিশেদ্ যাগমন্ডপম্ । বামমার্গেহথবা শাক্তে বামপাদপুরঃসরম্ ॥" অর্থাৎ পুং দেবতার উপাসক ব্যক্তি দক্ষিণপাদ অগ্রসর করিয়া এবং বামভাবের সাধক অথবা শক্তি বামপাদ অগ্রসর করিয়া যাগমন্ডপে প্রবেশ করিবেন। পরন্তু ত্রিপুরাবিষয়ে দক্ষিপাদ অগ্রসর হইবে। যথা গন্ধর্ব্বতন্ত্রে অঙ্গং সঙ্কোচয়ন্ বামং প্রবিশেদ্দক্ষিণাঙ্ঘ্রিণা॥ ফলতঃ মরুতন্ত্রের আদেশই শিরোধার্য্য। কিন্তু যুক্তি দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে, যে দেবীর দক্ষিণপাদ অগ্রসর তাঁহার পূজাকালে, দক্ষিণপাদ অগ্রসর করিয়া প্রবেশ করা কর্ত্তব্য। মায়াতন্ত্রে তাহার বিধিও দৃষ্ট হইতেছে।

(২৮) চন্দন, শ্বেতসর্ষপ, দুর্ব্বা, অক্ষত, কুশ, ও খৈ সমুদায় দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া বিকীরণ করিবার বিধি মেরুতন্ত্রে দৃষ্ট হয়। সারদাতিলকেও ঐরূপ আছে যথা - 'লাজচন্দনসিদ্ধার্থভস্ম-দুর্ব্বাকুশাক্ষতাঃ। বিকিরা ইতি নির্দিষ্টাঃ সর্ব্ববিঘ্নৌঘনাশকাঃ ॥

(২৯) মেরুতন্ত্রে 'ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতা' ইত্যাদি মন্ত্রের পূর্বে অপক্রামন্তু ভূতানি পিশাচাঃ প্রেতগুহ্যকাঃ। যে চাত্র নিবসন্তান্যে দেবতাঃ ভুবিসংস্থিতাঃ এই দুই চরণ অধিক দৃষ্ট হয়।................

রক্ষ রক্ষ হুঁ ফট। স্বাহা, ইতি মুষ্টিনিঃসৃত - জলেন ভূমিং সংশোধ্য, ওঁ পবিত্রবজ্রভূমে হুঁ হুঁ ফট্ স্বাহা, ইতি যোনিমুদ্রয়া ভূমিং স্পৃষ্ট্বা অভিমন্ত্র্য ত্রিকোণমন্ডলং বিলিখ্য, ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে আধারশক্ত্যাদিভ্যো নমঃ, ইতি মন্ডলং সংপূজ্য তদুপরি বিহিতাসনং সংস্থাপ্য তত্র স্বস্তিকা- সনেন পদ্মাসনেন বীরাসনেন বা উপবিশ্য আসনং ধৃত্বা, ওঁ অস্য আসনোপবেশনমন্ত্রস্য মেরুপৃষ্টঋষিঃ সুতলং ছন্দঃ কূর্ম্মো দেবতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ॥ কৃতাঞ্জলিঃ,-ওঁ পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা। ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরু চাসনম্ ॥ ততঃ, আঃ সুরেখে বজ্ররেখে হুঁ ফট্ স্বাহা ইতি মন্ত্রেণ আসনোপরি ত্রিকোণমন্ডলং বিলিখ্য, হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে আধারশক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ। ইতি গন্ধপুষ্পাভ্যাং মন্ডলং সংপূজ্য (৩০) বামকর্ণোর্দ্ধে (পাদুকাং, ঐঁ ইতি মন্ত্রং বা উচ্চার্য্য) সশক্তিকগুরু-শ্রীঅমুকানন্দ নাথ-অমুকী দেবম্বাশ্রীপাদুকাভ্যো নমঃ। এবং তদুর্দ্ধে সশক্তিকপরমগুরুং পরাপরগুরুং পরমেষ্টিগুরুঞ্চ প্রণম্য, গুরুসম্প্রদায়জ্ঞানে সশক্তিকগুরু-পরমগুরু-পরা

---

(৩০) শবাসনা দেবীর পূজার সময় ইহার পর আসনের উপরি হ্সৌঃ বীজ লিখিয়া, এতে গন্ধপুষ্পে হ্সৌঃ সদাশিব মহাপ্রেত পদ্মাসনায় নমঃ। এই মন্ত্রে পূজা করিবে। অন্নপূর্ণা পূজার সময় বিশেষ এই যে, চতুষ্কোণ মন্ডলের মধ্যে ত্রিকোণমন্ডল লিখিয়া তাহার মধ্যে 'নমঃ' এই মন্ত্র লিখিবে। পরে ক্লীঁ এতে গন্ধপুষ্পে কামরূপায় নমঃ এই মন্ত্রে সেই মন্ডলের পূজা করিয়া তদুপরি আসন সংস্থাপন পূর্ব্বক আসনোপরি ত্রিকোণমন্ডল পূজার সময় ক্লীঁ আদারশক্তযে কমলাসনায় নমঃ, এই মন্ত্রে পূজা করিতে হইবে। এইমাত্র বিশেষ, আর সমুদায় যথোক্তবৎ। ত্রিপুরা পূজার সময় আসনের নিম্নে ত্রিকোণমন্ডল অঙ্কিত করিয়া হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে আধারশক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ। এইরূপ মূল প্রকৃত্যৈ নমঃ। কূর্ম্মায় নমঃ। অনন্তায় নমঃ। পৃথিব্যৈ নমঃ। এইরূপ পূজা করিয়া পরে ওঁ অস্য আসনোবেশনমন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠঋষিঃ ইত্যাদি সমুদায় যথোক্ত কার্য্য করিবে। বৈষ্ণবীকল্পে ইহার পরে আত্মমন্ত্রে উপবেশনের বিধান আছে। নিজ নামের আদ্যক্ষরে বিন্দু (ং) যোগ করিলেই আত্মমন্ত্র হইবে। সন্ধ্যা যদি অন্যত্র..................

পরগুরু-পরমেষ্টিগুরু শ্রীপাদুকাভ্যো নমঃ (৩১০, ইতি মন্ত্রেণ প্রণম্য দক্ষিণকর্ণে গং গণেশায় নমঃ। মধ্যে (বীজ) শ্রীঅমুকাদেবতায়ৈ নমঃ। ইতি প্রণমেৎ। ওঁ মণিধরিবজ্রিণি মহাপ্রতিসরে রক্ষ রক্ষ হুঁ ফট্ স্বাহা। ইতি বস্ত্রাঞ্চলে গ্রন্থিং বদ্ধা, সচন্দনং সুগন্ধি-রক্তকুসুমং হেসৌঁ ইতি মন্ত্রেণ দক্ষহস্তে সমাদায় আং হুঁ ফট্ স্বাহা, ইতি গন্ধপুষ্পাভ্যাং করৌ সম্মার্জ্জ্য, বামকরে সমাদায়, ক্লীং ইতি নির্ম্মঞ্জ্য, (৩২) ঐঁ ইতি চাঘ্রায়, ফট্ ইতি ঐশান্যাং নারাচমুদ্রয়া ক্ষিপেৎ। ওঁ শতাভিষেক হুঁ ফট স্বাহা, ইতি পুষ্পমভ্যুক্ষ্য, ওঁ পুষ্পকেতু রাজার্হতে শতায় সম্যক্ সম্বন্ধায় হুঁ। ইতি পুষ্পং সংস্পৃশ্য, ওঁ পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে............

হইয়া থাকে, তাহা হইলে গুরু প্রণামের পর একবার সূর্য্যার্ঘ্য দেওয়া কর্ত্তব্য।

(৩১) বৈষ্ণবগণ পরমেষ্টিগুরু' এই কথার পর 'পরাৎপরগুরু' এই বাক্য উল্লেখ করিয়া পাঁচ গুরুর প্রণামাদি করিবেন। যে স্থলে বিশেষ উল্লেখ নাই, সেই স্থলে রামচন্দ্রের উপাসকদিগের পক্ষে বৈষ্ণবী বিধিই গ্রাহ্য।

(৩২) উপরে কথিত হইয়াছে যে, উভয় করতল দ্বারা গন্ধপুষ্প মর্দ্দন করিয়া বাম হস্তে গ্রহণপূর্ব্বক নির্ম্মঞ্ছন অর্থাৎ ভ্রামিত করিতে হইবে। গন্ধর্বতন্ত্র দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, এতদ্বিধি কেবল করশোধনের নিমিত্তই কথিত হইয়াছে এবং নির্ম্মঞ্ছনের কারণ নির্দেশ করিতেছেন যে, নির্ম্মঞ্ছনাত্তু পৃষ্ঠয়োঃ অর্থাৎ নির্মঞ্ছনের দ্বারা উভয় করপৃষ্ঠের শোধন হইবে। ইহা দ্বারা অনুমিত হয় যে, বামহস্তে পুষ্প লইয়া দক্ষিণকরতল বেষ্টরপূর্ব্বক ভ্রামিত করিতে হইবে। কিন্তু মেরুতন্ত্রে কথিত হইয়াছে 'তৎপুষ্পং বামহস্তেন সমাদায় চ মস্তকম্॥ ভ্রামরেৎ পরিতঃ... ॥' অর্থাৎ উক্ত পুষ্প বামহস্তে লইয়া মস্তকের চতুর্দিকে ভ্রামিত করিবে। শেষোক্ত বিধান স্পষ্টই উল্লিখিত হইয়াছে। প্রথমোক্ত বিধান অনুমান সিদ্ধ। ঐ মেরুতন্ত্রেই কথিত হইয়াছে যে, ফট্ এই মন্ত্রে পুষ্প মর্দ্দন করিয়া, ওঁ এই মন্ত্রে নির্ম্মঞ্ছন ও আঘ্রাণপূর্ব্বক 'ওঁ হৌঁ, তে সর্বে বিলয়ং যান্তু যে মাং হিংসন্তি হিংসকাঃ মৃত্যুরোগভয়ক্লেশাঃ পরন্তু রিপুমস্তকে ॥ এই মন্ত্র পাঠের পর ফট্ এই মন্ত্রে নিক্ষেপ করিতে হইবে।...........

পুষ্পসম্ভবে। পুষ্পচয়াবকীর্ণে হুঁ ফট্ স্বাহা ইতি শোধয়েৎ। মূলেন দিব্যদৃষ্ট্যা দিব্যান্ বিঘ্নান্ উৎসার্য্য তর্জ্জনীমধ্যমাভ্যাং ফট্ ইতি উর্দ্ধোর্দ্ধ-তালত্রয়ং দত্ত্বা অঙ্গুষ্ঠতর্জ্জনীভ্যাং পূর্ব্বাদিতঃ ঈশানকোণপর্যন্তং অধঃ উর্দ্ধঞ্চ ফট ইতি মন্ত্রং পঠন্ ছোটিকাভির্দশদিগ্বন্ধনং কুর্য্যাৎ। ফট্ ইতি ভূমৌ বামপার্ষ্ণিঘাতত্রয়ং দত্ত্বা, অস্ত্রায় ফট্ ইতি জলেন নভোবিঘ্নানুৎসার্য্য মূলান্তে ফট্ ইতি দেবতাং পূজাদ্রব্যাণি চ সংশোধ্য, ধেনুমুদ্রাং প্রদর্শ, মাতৃকাপুটিত-মন্ত্রজপেন মন্ত্রং সংশোধয়েৎ (৩৩) ততো রং ইতি জলধারয়া চতুর্দ্দিক্ষু বহ্নিপ্রাকারং বিচিন্ত্য (৩৪) মূলমন্ত্রেণ.........

---

(৩৩) আত্মশুদ্ধি, স্থানশুদ্ধি, মন্ত্রশুদ্ধি দ্রব্যশুদ্ধি ও দেবশুদ্ধি এই পঞ্চশুদ্ধি ব্যতিরেকে পূজাই সিদ্ধ হয়না। পঞ্চশুদ্ধি যথা কুলার্ণবে ষষ্টে, - আত্ম-স্থান-মনু-দ্রব্য দেবশুদ্ধিস্তু পঞ্চমী। যাবন্ন কুরুতে মন্ত্রী তাবদ্দেবার্চ্চনং কুতঃ ॥ সুস্নান ভূতসংশুদ্ধি-প্রাণায়ামাদিভিঃ পিয়ে। ষড়ঙ্গাদ্যখিলন্যাসৈরাত্মশুদ্ধিঃ (দেহশুদ্ধিঃ) সমীরিতা॥ ১॥ সংমার্জ্জনানুলেপাদ্যৈর্দর্পণোদরবৎ কৃতম্ । বিতানধূপদীপাদি-পুষ্পমাল্যোপশোভিতম্ । পঞ্চবর্ণরজশ্চিত্রং স্থানশুদ্ধিরিতীরিতা ॥ ২॥ গ্রথিত্বা মাতৃকাবর্ণৈর্মূলমন্ত্রাক্ষরাণি চ। ক্রমোৎক্রমাদ্দ্বিরাবৃত্ত্যা মন্ত্রশুদ্ধিরিতীরিতা ॥৩॥ পূজাদ্রব্যাসনং প্রোক্ষ্য মূলেনৈব বিধানবিৎ। দর্শয়েদ্ বেনুমুদ্রাঞ্চ দ্রবশুদ্ধি রিতীরতি ॥৪॥ পীঠে দেবং প্রতিষ্ঠাপ্য সকলীকৃতবিগ্রহঃ। মূলমন্ত্রেণ দীপ্তাত্মা ন্যাসদ্রব্যোদকেন চ। ত্রিবারং প্রোক্ষয়েদ্ বিদ্বান্ দেবশুদ্ধিরীতিরিতা ॥৫॥ ইতি।

(৩৪) তীক্ষাকল্পে ও তারার্ণবে আছে - 'রক্তং রেফজ-বালার্কমন্ডলোর্দ্ধগ-কুর্চ্চজম॥ বিভাব্য বজ্রমেতেন প্রাকারং দশদিগ্গতম্। ত্রিলোকীব্যাপিকিরণং দলিতাখিলবিঘ্নকম্ ॥ কৃত্বা বজ্রমরং জ্যোতির্ভবনোদরমধ্যগম্। চিন্তয়েৎ বিমলং শুদ্ধমাত্মানং দেবতাময়ম্॥ ইহার তাৎপর্য্য এই যে মস্তকোপরি শূন্যে রক্তবর্ণ 'রং' এই বহ্নি বীজ হইতে উর্দ্ধে 'হূঁ'কার বীজ বিভূষিত তরুণ রবিমন্ডল উদ্ভুত হইয়াছে চিন্তা করিতে হইবে। পরে ঐ হূঁ-কার বীজযুক্ত মন্ডল যেন দশদিগ্ ব্যাপি বজ্রপ্রাকারে পরিণত হইল। ঐ প্রাকারে তেজে বা কিরণে যেন ত্রিলোক পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। এইরূপ সকল বিঘ্ন-বিনাশকারী বজ্রময় জ্যোতির্ভবন অর্থাৎ জ্যোতির্ময় একটি গৃহ কল্পনা করিয়া তন্মধ্যে আপনাকে নির্মলচিত্ত বিশুদ্ধ ও দেবতাময় চিন্তা করিতে হইবে।...............

স্বদেহং সম্মার্জ্য, হৃদি হস্তং দত্ত্বা, ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষিণি স্বাহা 'ওঁ আং হ্রূঁ ফট্ স্বাহা' ইতি আত্মরক্ষাং বিধায় প্রাণায়ামং (৩৫) কুর্য্যাৎ।...

---

(৩৫) প্রাণায়াম করিবার নিয়ম এই যে, দক্ষিণহস্তের তর্জনী ও মধ্যমা মুস্টিবন্ধের ন্যায় সঙ্কুচিত করিয়া অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণনাসা রোধ পূর্ব্বক মূলমন্ত্রের আদ্যাক্ষর বা হ্রীঁ বা ওঁ ষোড়শবার জপ করিতে করিতে বামনাসায় আকৃষ্ট বায়ু দ্বারা নিজ দেহ পূর্ণ করিবে। এই জপকালে বামহস্তে সংখ্যা রাখিতে হইবে। ইহারা নাম পূরক।পরে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠদ্বারা দক্ষিণনাসা বন্ধ রাখিয়াই অনামিকা ও কনিষ্ঠদ্বারা বামনাসা রোধ পূর্ব্বক কুম্ভক (শ্বাসরোধ) করিয়া উক্ত বীজ পূর্বের ন্যায় চতুঃষষ্টিবার জপ করিবে। অনন্তর অঙ্গুষ্ঠ পরিত্যাগ পূর্বক দ্বাত্রিংশৎবার (ঐ বীজ) জপ করিতে করিতে দক্ষিণ নাসা দ্বারা অল্পে অল্পে বায়ু ত্যাগ করিবে। ইহার নাম রেচক। এইরূপে অবিচ্ছেদে পুনর্বার দক্ষিণ নাসিকা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ পূরক, কুম্ভক ও রেচক করিবে। পরে অবিচ্ছেদে পুনর্ব্বার প্রথমবারের ন্যায় বামনাসা হইতে আরম্ভ করিয়া পুরক ' কুম্ভক ও রেচক করিবে। এরূপে একটি প্রাণায়ামে বামনাসিকায় পূরক, উভয় নাসিকা রোধে কুম্ভক, দক্ষিণ নাসিকায় রেচক এবং দক্ষিণ নাসিকায় পূরক, উভয়নাসিকা রোধে কুম্ভক, এবং দক্ষিণ নাসিকায় রেচক হইয়া শেষ হইবে। এইরূপ অবিচ্ছেদে তিনবার পূরক তিনবার কুম্ভক ও তিনবার রেচকে একটি প্রাণায়াম সিদ্ধ হইল। এই প্রাণায়ামের পুরকে ১৬জপ, কুম্ভকে ৬৪জপ ও রেচকে ৩২জপ। যিনি ইহাতে অসমর্থ হইবেন তিনি ইহার চতুর্থাংশ জপ দ্বারা প্রণায়াম করিবেন অর্থাৎ পুরক ৪ জপ, কুম্ভকে ১৬ জপ ও রেচকে ৮ জপ করিবেন। যিনি তাহাতেও অসমর্থ, তিনি পুরকে ১ জপ, কুম্ভকে ৪জপ ও রেচকে ২ জপ করিলেও চলিবে। যথা - পূরয়েৎ ষোড়শৈর্ব্বায়ুং ধারয়েত্তচ্চতুর্গুণৈঃ। রেচয়েৎ কুম্ভকার্দ্ধেন অশক্ত্যা তত্তুরীয়তঃ। তদশক্ত্যা তচ্চতুর্থং এবং প্রাণস্য সংযমঃ। অগ্রে রেচক, মধ্যে কুম্ভক ও শেষে পুরক দ্বারা বাহিঃকুম্ভক নামক প্রাণায়াম সিদ্ধ হয়। এরূপ প্রণায়াম সচরাচর অপ্রচলিত বলিয়া লিখিত হইল না। একপঞ্চাশৎ মাতৃকাবর্ণ দ্বারাও প্রাণায়াম হইতে পারে। ইহাতে বাম হস্তে সংখ্যা রাখিতে............

হয় না। ইহাতে অং আং ইং ঈং ইত্যাদি ষোড়শস্বরবর্ণ জপে পূরক। স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণ সমুদায়ে ৫১ বর্ণ জপে কুম্ভক এবং ৩৫ ব্যাঞ্জণবর্ণ জপে রেচক। ইহাতেও এইরূপ পূর্ব্বের ন্যায় তিনবার জপে একপি প্রাণায়াম হয়। ব্রক্ষের প্রাণায়ামের বিশেষ এই যে প্রথমে দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা ও অনামিকাদ্বারা বামনাসাপুট রোধ করিয়া দক্ষিণ নাসিকাদ্বারা আটবার ব্রহ্মমন্ত্র বা প্রণব জপ করিতে করিতে বায়ু আকর্ষণ করিতে হইবে। অনন্তর অঙ্গুষ্ঠদ্বারা ঐরূপে দক্ষিণ নাসিকাও (উভয় নাসিকাই) রোধপূর্বক কুম্ভক সহকারে দ্বাত্রিংশৎবার উক্ত জপ করিতে হইবে। অনন্তর অঙ্গুষ্ঠ ত্যাগ করিয়া দক্ষিণ নাসাদ্বারাই ষোড়শবার মন্ত্র জপ করিতে করিতে ধীরে ধীরে শ্বাসত্যাগ করিতে হইবে। পশ্চাৎ অবিচ্ছিন্নভাবে ঐরূপেই অঙ্গুষ্ঠদ্বারা দক্ষিণ নাসিকা রোধপূর্ব্বক বামনাসিকাদ্বারা আটবার জপে শ্বাসগ্রহণ, দ্বাত্রিংশৎবার জপে উভয় নাসিকা রোধে কুম্ভক ও বামনাসিকা পরিত্যাগ করিয়াই ষোড়শবার জপে রেচক হইবে। পুরনায় প্রথমের ন্যায় দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাসগ্রহণে পুরক উভয় নাসিকা রোধে কুম্ভক ও পুনরায় দক্ষিণ নাসিকায় রেচক করিতে হইবে।

(৩৬) ভূতশুদ্ধি। রুদ্রযামলে আছে "ষট্‌চক্রভেদনে প্রীতির্যস্য সাবন চেতসঃ। সংসারে বা বনে বাপি স সিদ্ধো ভবতি ধ্রুবম্।" অর্থাৎ ষট্‌চক্রভেদ ব্যাপারে যাঁহার আগ্রহ আছে, তিনি সংসারে বা বনে যেখানেই থাকুন নিশ্চিত সিদ্ধিলাভ করিবেন। পদ্ধতি দেখিয়া কোন ব্যক্তি রীতিমত ভূতশুদ্ধি করিতে সমর্থ নহেন। যে মহাত্মা রীতিমত ভূতশুদ্ধি করিতে সমর্থ, তাঁহার নিকট পদ্ধতিরও আবশ্যক হয়না। পরন্তু আমরা অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে ভুতশুদ্ধি দিলাম। যাঁহারা বিশেষভাবে ষট্‌চক্রের বিবরণ ও ভূতশুদ্ধি প্রকরণ অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অস্মৎ-প্রচারিত মহানির্বাণতন্ত্রের (৮৭) টিপ্পনী দেখিবেন। স্থুল ভাবে ইহা জানিলেই হইবে যে, মানব শরীরে মেরুদন্ডের মধ্যস্থল ভেদ করিয়া গুহ্যদ্বারের নিকটে ইহার নিম্ন সীমা (মূলাধার) হইতে মস্তক ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত একটি নাড়ী আছে। ইহার নাম সুষুম্না নাড়ী। নিম্ন মূলাধারে ইহার মুখ ধূস্তুর পুষ্পের ন্যায় বিকশিত। এই নাড়ীর মধ্যবর্ত্তী আরও দুইটি নাড়ীর অভ্যন্তরে ঐরূপ মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত ব্রহ্মনাড়ী নামে আর একটি নাড়ী আছে। ইহা সুক্ষাতিসুক্ষ। ইহাতে ছয়টি পদ্ম গ্রথিত আছে এবং শেষভাগে ব্রহ্মরন্ধ্রে দ্বাদশদল পদ্ম ও তাহার উপরি ছত্রাকারে সহস্রদল পদ্ম আছে। (১৪ পৃঃ রেখা চিত্র দ্রঃ)............

ইতি ব্যাপকাতয়া কায়বাক্‌চিত্তশোধনং কৃত্বা মাতৃকান্যাসঞ্চ কৃত্বা (৩৭)

মেরুদন্ডের নিম্ন সীমায় মূলাধার পদ্ম, রক্তবর্ণ ও চতুর্দল; ব হইতে স পর্যন্ত স্বর্ণবর্ণ চারিটি বর্ণ রহিয়াছে। ইহার কর্ণিকার মধ্যস্থলে সবপল্লবের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট স্বয়ম্ভুলিঙ্গ (ঐ ব্রহ্মনাড়ীরই শেষভাগ) শোভা পাইতেছেন। বিদ্যুদ্বর্ণা মৃনালতন্তু অপেক্ষা সূক্ষ্মা কুলকুন্ডলিনী সার্দ্ধত্রিবলয়াকারে স্বয়ম্ভুলিঙ্গকে বেষ্টন পূর্বক স্বয়ম্ভুলিঙ্গের মস্তকস্থিত ছিদ্রে মুখ প্রবিষ্ট করিয়া তাহা রোধ করিয়াছেন। নাড়ীতে গ্রথিত ছয়টি পদ্মই অধোমুখ। পরন্তু চৈতন্যযুক্তা কুন্ডলিনীর আবির্ভাবে উর্দ্ধমুখ হইয়া যায়। অতএব চিন্তার সময় উর্দ্ধমুখ চিন্তা করাই বিধেয়। মূলাধার পদ্মের কর্ণিকাতে স্বয়ম্ভুলিঙ্গের চতুর্দিকে প্রাচীরের ন্যায় রক্তবর্ণ ত্রিকোণ বহ্নিমন্ডল রহিয়াছে এবং তাহাতে রক্তবর্ণ কন্দর্পবায়ুও বিদ্যমান আছে। ইহার চতুর্দিক অষ্টবজ্রবিভুষিত পীতবর্ণ চতুষ্কোণ পৃথিবীমন্ডল। ঐ মন্ডলে পীতবর্ণ লং বীজ ও ঐ বীজের মধ্যে শুভ্র হস্তিবাহন পৃথিবী, চতুর্ভুজ ব্রহ্মা, সাবিত্রী ও ডাকিনী শক্তি আছেন। ইহার উপরে ব্রহ্মনাড়ীতে গ্রথিত বিদ্যুদ্বর্ণ স্বাধিষ্ঠান চক্র নামক লিঙ্গমূলের সম-সম স্থানে ষড়দল পদ্ম আছে। ব হইতে ল পর্যন্ত ছয়টি বর্ণ ছয়টি দলে আছে। ইহার কর্ণিকার মধ্যে নীলবর্ণ চতুর্ভূজ মহাবিষ্ণু ও দুই পার্শ্বে মহালক্ষী ও মহাসরস্বতী আছেন। সম্মুখে নীলবর্ণা চতুর্ভুজা রাকিনী শক্তি বং এই বরুণ বীজ এবং ঐ বীজের মধ্যে অর্দ্ধচন্দ্রাকার শুভ্রবর্ণ বরুণমন্ডল ও শুভ্র মকরবাহন বরুণ আছেন। ইহার উপরিভাগে নাভিমন্ডলের পশ্চাতে মণিপুর নামক মেঘবর্ণ দশদল পদ্মের দশ দলে ড হইতে ফ পর্য্যন্ত নীলবর্ণ দশটি বর্ণ আছে। ইহার কর্ণিকায় একটি ত্রিকোণমন্ডল, তাহার মধ্যে রং বীজ, বীজের মধ্যে স্বস্তিকত্রয় বিভূষিত রক্তবর্ণ ত্রিকোণ বহ্নিমন্ডল এবং মেষবাহন রক্তবর্ণ চতুর্ভূজ অগ্নি আছেন। অগ্নির সম্মুখে দ্বিভূজ, বরাভয়প্রদ, সিন্দুরবর্ণ, ভস্মবিভূষিত ত্রিলোচন ও বৃদ্ধ রুদ্র এবং ভদ্রকালী আছেন। ইহাদের সন্নিধানে তপ্তকঞ্চনবর্ণা পীত-বসন-ভূষণা চতুর্ভূজা মদমত্তচিত্তা লাকিনী শক্তি। পদ্মের উপরি ভাগে ভানুভবন ও ভানুমন্ডল। ইহার উপরে হৃদয়মধ্যে ইষ্ট দেবতার চিন্তার স্থল উর্দ্ধমুখ অষ্টদল কমল। ঐ হৃদয়ে ইহারই উপরে দলে দলে সিন্দুরবর্ণ ক হইতে ঠ বর্ণ শোভিত অনাহতচক্র নামক রক্তবর্ণ দ্বাদশদল পদ্ম, ইহার

কর্ণিকার মধ্যে বিদ্যুৎপ্রভা ত্রিকোণা- শক্তি নামে ত্রিকোণমন্ডলের মধ্যস্থরে রক্তবর্ণ বাণলিঙ্গ তাঁহার সন্নিধানে তপ্ত কাঞ্চন বর্ণ বরাভয়-ধারী হিরণ্যগর্ভ নামে নারায়ণ বা ঈশ্বর ও তাঁহার শক্তি ভুবনেশ্বরী আছেন। ইঁহাদের নিকটে পাশ, পানপাত্র, বর ও অভয়ধারিণী চতুর্ভূজা অস্থিমালা-বিভুষিতা সুধার্দ্রহৃদয়া ত্রিনেত্রা বিদ্যুৎবর্ণা মত্তা কাকিনী শক্তি আছেন। এই চক্রে যং এই বায়ুবীজ মধ্যে ধুম্রবর্ণ ষট্‌কোণমন্ডল, তন্মধ্যে গোলাকার বায়ুমন্ডল ও কৃষ্ণসারবাহন চতুর্ভূজ ধুম্রবর্ণ পবন আছেন। এই চক্রেই নির্ব্বাত দীপকলিকাকার জীবাত্মা রহিয়াছেন। ইহার উপরে কণ্ঠমূলে বিশুদ্ধচক্র ও ভারতীস্থান নামক ধুম্রবর্ণ ষোড়শদল পদ্মের দলে দলে অং অবধি অঃ পর্যন্ত রক্তবর্ণ ষোড়শ বর্ণ আছে। ইহার কর্ণিকার অন্তর্গত ত্রিকোণমন্ডল মধ্যে অর্দ্ধনারীশ্বর শিব, সকলের মূল মন্ত্র, বিদ্যুৎবর্ণ প্রণব এবং পূর্ণ শশধরমন্ডল আছে। এই চক্রে হং এই বীজমধ্যে গোলাকার স্বচ্ছ আকাশমন্ডল ও তাহাতে শ্বেতহস্তিবাহন, শুক্লবস্ত্র পরিধান এবং পাশ, অঙ্কুশ, বর ও অভয়যুক্ত চতুর্ভূজ আকাশ আছেন। শুক্লবর্ণ, পঞ্চবদন, ত্রিনয়ণ, দশভূজ ও ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিধান সদাশিব বা অর্ধনারীশ্বর এবং তাঁহার নিকটে শর, চাপ, পাশ ও অঙ্কুশধারিণী চতুর্ভূজা শুক্লবর্ণা পীতবসনা শাকিনী শক্তি এই আকাশের ক্রোড় সন্নিধানে আছেন। তালুমূলে ললনা চক্র নামে দ্বাদশ দল একটি গুপ্ত চক্র আছে। ইহার উপরে ভ্রূমধ্যে শুভ্র দ্বিদলপদ্মের দুই দলে রক্তবর্ণ হং ক্ষং এই দুইটি বর্ণ আছে। কর্ণিকামধ্যে অতিরিক্ত লং গুপ্তভাবে আছে। কর্ণিকার অন্ত র্গত ত্রিকোণমন্ডলে তিন কোণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর আছেন। কর্ণিকামধ্যে হংসরূপ পরশিব ও শক্তি সিদ্ধকালী রহিয়াছে এবং শুক্লবর্ণা ষন্মুখসুশোভিতা এবং জ্ঞানমুদ্রা, কপাল, ডমরু ও জপমালাধারিণী চতুর্ভূজা হাকিনী শক্তিও আছে। ইহা যং বীজ ও বায়ুর আলয়; এবং ইহাতে মন ও হকারার্দ্ধ আছে। সুষুন্মা নাড়ীকে সরস্বতী বলে; ইহার সহিত এই স্থানে যুক্ত ইড়ানাড়ী বা গঙ্গা বামদিকে এবং পিঙ্গলানাড়ী বা যমুনা দক্ষিণদিকে এই স্থান হইতে বিযুক্ত হইয়া সুষুন্মা নাড়ীর দুই পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইয়া পুনরায় মূলাধারে সংযুক্ত হইয়াছে। এই নিমিত্ত এই অজ্ঞাচক্রকে মুক্তত্রিবেণী ও মূলাধার চক্রকে যুক্তত্রিবেণী বলে। ইহার অব্যবহিত উপরে মনশ্চক্র নামক ষড়দল একটি গুপ্তচক্র। তদুপরি (সোমচক্র নামে ষোড়শদল গুপ্তচক্র। তদুপরি নিরালম্বপুরি। তাহার উপরে দীপশিখা................

সদৃশ জ্যোতির্ম্ময় প্রণব। তদুপরি শ্বেতবর্ণ নাদ ও তদুপরি বিন্দু। ইহারই উপরিভাগে ব্রহ্মরন্ধ্রে পূর্ব্বোক্ত ছত্রাকার সহস্রদল কমলের নিম্নে শ্বেতবর্ণ দ্বাদশদল পদ্ম। এই দ্বাদশদল পদ্মের কর্ণিকাতে অকথাদি বর্ণময় রেখাত্রয়ে অঙ্কিত ত্রিকোণমন্ডল। ঐ ত্রিকোণমন্ডলের মধ্যস্থলে সুষুম্নানাড়ীর অপর সীমা। উপরে ছত্রাকার নানাবর্ণ বর্ণসমুজ্জ্বল সহস্রদল কমল। সহস্রদলের ক্রোড়ে পরমশিবের (ব্রহ্মের) স্থান। কুন্ডলিনীকে উত্থাপিত করিয়া এই পরমশিবে সংযুক্ত করিতে হয়। ইনি পরমাত্মা। ইহাই কুলস্থান, অকুলও বটে। নিম্নস্থ দ্বাদশদল কমলের অকথাদি রেখাত্রয়ের উপরে সুধাসাগর তন্মধ্যে মণিদ্বীপ, তাহাতে মণিপীঠ ও তাহাতে পুনরায় অকথাদি ত্রিকোণ মন্ডল। তন্মধ্যে নাদবিন্দু, তদুপরি হংসপীঠ, হংসপীঠের উপরি গুরুপাদুকা, অর্থাৎ এই স্থানে সকলেরই গুরু আছেন। সহস্রদল কমলের ক্রোড়ে চন্দ্রের অমানাম্নী অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ষোড়শী কলা; তাহার ক্রোড়ে ঐরূপ নির্ব্বাণ কলা। এই নির্ব্বাণ কলার ক্রোড়ে পরমনির্ব্বাণ শক্তি তদুপরি বিন্দুশক্তি ও বিসর্গশক্তি। সমুদায় চক্রে যে যে বর্ণ, যে যে দেবতা, বা যে যে পদার্থ আছে, এই সহস্রদলে তৎসমস্তই রহিয়াছে। সমুদায় চক্রের বর্ণগুলি বিন্দুযুক্ত কল্পনা করিবেন।

এক্ষণে ভূতশুদ্ধি কি প্রকারে করিতে হয়, তাহাই সংক্ষিপ্তভাবে উল্লিখিত হইতেছে। প্রথমতঃ পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশের আধার অপঞ্চীকৃত ভূতনির্মিত সুক্ষ শরীরে অধিষ্টিত জীবাত্মাকে নির্ব্বাত নিষ্কল্প দীপকলিকার ন্যায় চিন্তা করিয়া হৃদয় হইতে সুষুম্না পথে আনয়নপূর্ব্বক মূলাধারে কুলকুন্ডলিনীর শরীরে লীন করিতে হইবে। পরে 'যং' বীজ উচ্চারণ পূর্বক বাম নাসিকার বায়ু আকর্ষণ করিয়া মূলাধারস্থিত কন্দর্প বায়ু উদ্দীপিত করিবে। পরে 'রং' বীজে দক্ষিণ নাসিকার বায়ু আকর্ষণে পূর্ব্বোক্ত কন্দর্প বায়ু সহযোগে কুন্ডলিনীর চতুদিকস্থ ত্রিকোণ বহ্নিমন্ডল উদ্দীপিত করিতে হইবে। তাহারই উত্তাপে এবং হূঁ এই বীজ উচ্চারণে তিনি জাগরিতা হইবেন। পরে হংসঃ এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক মূলাধার সংকোচন দ্বারা তাঁহাকে উত্থাপিত করিতে হইবে। পূর্বেই বলা হইয়াছে, কুন্ডলিনী চৈতন্যযুক্তা হইলেই পদ্ম উর্দ্ধমূখ হইবে। অতএব ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, অতঃপর কুন্ডলিনী যে পদ্মে যখনই যাইবেন, তখনই তাহা উর্দ্ধমুখ চিন্তা করিতে হইবে। এক্ষণে মূলাধারও উর্দ্ধমুখ। সেই যে মুখ......

দ্বারা কুন্ডলিনী সার্দ্ধত্রিবলয়াকারে স্বয়ম্ভুলিঙ্গ বেষ্টন পূর্বক ব্রহ্মাদ্বার রোধ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি ঐ বিবর পথেই উত্থিত হইতে আরম্ভ করিবেন। চক্রস্থিত সমস্ত দেবতা, বর্ণ প্রভৃতি তাঁহার শরীরে লীন হইবে। পৃথিবীমন্ডল 'লং' বীজে পরিণত হইয়া তাঁহার শরীরে বীজভাবে অবস্থান করিবে। কুন্ডলিনী পদ্ম পরিত্যাগ করিতেই উহা পুনরায় অধোমুখ হইবে। সকল পদ্মেরই কুন্ডলিনী পরিত্যাগে এইরূপ হইবে। অতঃপর কুন্ডলিনী স্বাধিষ্ঠান চক্রে উপনীত হইলে তৎক্ষণাৎ উদ্ধমুখ সেই পদ্মের যাবতীয় দেবতা, বর্ণ প্রভৃতি তাঁহার শরীরে লয় প্রাপ্ত হইবে। তাঁহার শরীর হইতে পৃথ্বী বীজ 'বং' বীজে পরিণত রসে (বরুণমন্ডলে) লয়প্রাপ্ত হইবে এবং বং বীজ কুন্ডলিনীর শরীরে বিলীন থাকিবে।অনন্তর মণিপুরে উপস্থিত হইলে দেবতা, বর্ণ প্রভৃতি তাহাতে জয়প্রাপ্ত হইবে। বং বীজ 'রং' বীজে পরিণত তেজে লয়প্রাপ্ত হইলে রং বীজ তাঁহার শরীরে লীন থাকিবে। অতঃপর হৃদয়স্থিত অনাহত চক্রে উপস্থিত হইলে তত্রস্থ দেবতা ও বর্ণ প্রভৃতি তাহাতে লয় প্রাপ্ত হইবে। রংবীজ 'যং'বীজে পরিণত বায়ুমন্ডল লয় প্রাপ্ত হইলে যং বীজ তাঁহার শরীরে লীন থাকিবে। ইহার পরে কুন্ডলিনী বিশুদ্ধচক্রে উপনীত হইলে তত্রস্থ দেবতা ও বর্ণ প্রভৃতি তাঁহার শরীরে লয় প্রাপ্ত হইবে এবং তাঁহার শরীর হইতে যং বঢজ 'হং' বীজে পরিণত আকাশমন্ডলে লয় প্রাপ্ত হইলে হং বীজ তাঁহার শরীরে লীন থাকিবে। অনন্তর কুন্ডলিনী ললনাচক্র ভেদ পূর্ব্বক আজ্ঞাচক্রে উপনীত হইলে তত্রস্থ দেবতা ও বর্ণ প্রভৃতি তাহার শরীরে লীন হইবে। এই স্থানে হং বীজ অন্তঃকরণবৃত্তিতে লয় প্রাপ্ত হইয়া অহঙ্কারতত্ত্বে পরিণত হইবে। অহঙ্কারতত্ত্বও কুন্ডলিনীর শরীরে লীন থাকিবে। এই রুদ্রগন্থি ভেদ পূর্বক কুন্ডলিনী যেমন উত্থিত হইতে থাকিবেন, তৎসঙ্গে ক্রমে ক্রমে নিরালম্বপুরী, প্রণব, নাদ, বিন্দু প্রভৃতিও তাহার শরীরে লয়প্রাপ্ত হইতে থাকিবে। ক্রমে বিলীন ভাবে অবস্থিত অহঙ্কারতত্ত্বমহত্তত্ত্বে, মহত্তত্ত্ব কুলকুন্ডলিনীতে (প্রকৃতিতে) লয়প্রাপ্ত হইবে। এক্ষণে কুলকুন্ডলিনীও ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত পরমশিবে বা ব্রহ্মে সংযুক্ত বা একীভূত হইলে সেই সামরস্যসম্ভূত অমৃতদ্বারা এই শরীররূপ ক্ষুদ্রব্রহ্মান্ড প্লাবিত হইতে থাকিবে। বিস্মৃত বা সমাধিগ্রস্ত সাধক পরমানন্দে নিমগ্ন হইবেন। আজ্ঞাচক্রের পর অন্তঃকরণবৃত্তি বা মনের লয় হয় বটে কিন্তু উন্মনী অপরাপর কার্য্য সম্পন্ন করে। (মণিপুর, অনাহত ও আজ্ঞাচক্রকে যথাক্রমে ব্রহ্মগ্রন্থি, বিষ্ণুগ্রন্থি ও রুদ্রগ্রন্থি বলে।) ....

এক্ষণে বাম কুক্ষিতে পাপপুরুষের ধ্যান করিতে হইবে। (বামকুক্ষৌ বিচিন্তয়েৎ) পুরুষং কৃষ্ণবর্ণঞ্চ রক্তশ্মশ্রুবিলোচনম্ । খড়্গচর্মধরং ক্রুদ্ধমঙ্গুষ্ঠপরিমাণকম্ । সর্বপাপাত্মকং রূপং সর্বদাধোমুখস্থিতম্॥ ধ্যানান্তরং - বাম - (কুক্ষি) পার্শ্বস্থিতং পাপং পুরুষং কজ্জলপ্রভম্। ব্রহ্মহত্যাশিরস্কঞ্চ স্বর্ণস্তেরভূজদ্বয়ম্॥ সুরাপানহৃদাযুক্তং গুরুতল্পকটীদ্বয়ম্। তৎসংসর্গিপদদ্বন্দ্বমঙ্গপ্রত্যঙ্গপাতকম্। উপপাতকরোমাণং রক্তশ্মশ্রুবিলোচনম্॥ (খড়্গচর্ম্মধরং ক্রুদ্ধমেবং কুক্ষৌ বিচিন্তয়েৎ ॥) ইতি পাঠান্তরম্। অনন্তর হৃদয়ে যং এই ধুম্রবর্ণ বীজ ভাবনা করিয়া, নাসাপুটদ্বয় ধারণ পূর্বক ঐ বীজ ষোড়শবার জপ করিতে করিতে বামনাসিকায় প্রাণায়ামের ন্যায় বায়ু আকর্ষণ সহকারে উহা চতুঃষষ্টিবার (৬৪) জপ করিবেন। ঐ সময় চিন্তা করিতে হইবে যে, যং বীজোত্থিত আকৃষ্ট বায়ুদ্বারা বামকুক্ষিস্থিত কৃষ্ণবর্ণ পাপপুরুষের সহিত সমুদায় দেহ পরিশুষ্ক হইতেছে। এইভাবনা সহকারে ঐ যং বীজই দ্বাত্রিংশৎবার (৩২) জপ করিতে করিতে রেচক করিতে হইবে। পরে নাভিমন্ডলে রক্তবর্ণ রং বীজ চিন্তাপূর্বক ষোড়শবারে পুরক ও চতুঃষষ্টিবারে (৬৪) কুম্ভক করিবার সময় চিন্তা করিতে হইবে যে, মুলাধার হইতে উত্থিত অগ্নিদ্বারা উক্ত পাপপুরুষের সহিত দেহ(লিঙ্গশরীর বা সুক্ষশরীর) দগ্ধ ও ভস্মসাৎ হইতেছে। তৎপরে রং বীজ দ্বাত্রিংশৎবার (৩২) জপে রেচক করিতে হইবে। অনন্তর ললাটে শুক্লবর্ণ ঠং এই চন্দ্রবীজ ষোড়শবার (১৬) জপসহকারে পুরকের সময় চিন্তা করিতে হইবে যে, উক্ত স্থানস্থিত চন্দ্র হইতে গলিত সুধাধারায় নূতন দিব্য শরীর সৃষ্ট হইতেছে। তদন্তে স্বাধিস্থানে শুক্লবর্ণ বং বীজ ধ্যানে চতুঃষষ্টিবার(৬৪) কুম্ভ চিন্তা করিতে হইবে যে, ঐ চন্দ্রমন্ডল হইতে গলিত মাতৃকাবর্ণময় অমৃত দ্বারা সমগ্র দিব্য শরীর বিরচিত হইল। পরে মূলাধারে পীতবর্ণ লং বীজ জপ করিতে করিতে দক্ষিণ নাসিকায় রেচক সহকারে দিব্যদেহ সুদৃঢ় বিবেচনা করিতে হইবে। এই সময়ে কুলকুন্ডলিনী পরমশিবেবসহিত সামরস্য সম্ভোগ করিয়া প্রত্যাগমনে প্রবৃত্ত হইবেন। কুন্ডলিনী প্রত্যাগমণকালে যে যে স্থানে যে যে ভাবে যাহা যাহা লীন হইয়াছে বিপরীতক্রমে সেই সেই স্থানে, সেই সেই ভাবে, সেই সেই দেবতা, বর্ণ বৃত্তি প্রভৃতি সৃষ্ট হইতে থাকিবে। যথাক্রমে যথাস্থানে বিন্দু, নাদ, প্রণব, নিরালম্বপুরী মহত্তত্ত্ব ও মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কারতত্ত্ব সৃষ্ট হইবে। অহঙ্কার তত্ত্বের সৃষ্টিকালে সোঽহং বীজ উচ্চারণ পূর্ব্বক তদভিমানী জীবাত্মাকে হৃদয়ে আনয়ন করিতে হইবে। অহঙ্কারতত্ত্ব হইতে.................

আজ্ঞাচক্রে মন বা অন্তঃকরণবৃত্তি সৃষ্ট হইয়া যথাস্থানে অবস্থান করিবে। এই মন বা অন্তঃকরণ হইতে হং বীজ উৎপন্ন হইয়া কুন্ডলিনীর শরীরে লীন থাকিবে। এই চক্রের অন্যান্য দেবতা ও বর্ণ প্রভৃতিও সৃষ্ট হইয়া যথাযথরূপে অবস্থান করিবে। তৎপরে কুন্ডলিনী বিশুদ্ধচক্রে উপনীত হইলে কুন্ডলিনীর শরীরস্থিত হং বীজ হইতে আকাশ, তত্রস্থ দেবতা ও বর্ণ প্রভৃতি যথাস্থানে থাকিবে। আকাশ হইতে উৎপন্ন যং বীজ কুন্ডলিনীর শরীরে লীন থাকিয়া অনাহত চক্রে তত্রস্থ দেবতা ও বর্ণ প্রভৃতি সৃষ্ট হইবে এবং যং বীজ হইতে বায়ু ও তাহা হইতে রং বীজ উদ্ভূত হইয়া কুন্ডলিনীর শরীরে লীন অবস্থায় থাকিবে। কুন্ডলিনী মণিপুরে আসিলে তত্রস্থ দেবতা ও বর্ণ প্রভৃতি যথাস্থানে সন্নিবেশিত এবং রং বীজ হইতে তেজ ও তেজ হইতে বং বীজের উৎপত্তি হইবে। লীন ভাবে বং বীজ সহ কুন্ডলিনী স্বাধিষ্ঠানচক্রের দেবতা ও বর্ণ প্রভৃতি যথাস্থানে সৃষ্টি করিবেন। বং বীজ হইতে রস (জল) উৎপন্ন হইলে তদুদ্ভুত লং বীজ তাঁহার শরীরে লীন থাকিবে। এক্ষণে কুন্ডলিনী মূলাধারে উপস্থিত হইলে, ব্রাহ্মাদি দেবতাগণ, তত্রস্থ বর্ণচতুষ্টয় প্রভৃতি যথাযথস্থানে সৃষ্ট হইয়া অবস্থান করিবেন। তাঁহার শরীর হইতে উদ্ভুত লং বীজ হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়া যথাযথভাবে অবস্থান করিবে। কুন্ডলিনীও সার্দ্ধত্রিবলয়াকারে সয়ম্ভুলিঙ্গকে বেষ্টন পূর্বক পূর্ববৎ সুষুপ্তা হইবেন এবং সূক্ষ্ম-শরীরে অধিষ্টিত দেহাত্মাভিমানী জীবাত্মাও পুনর্বার ভ্রান্তিজালে পতিত হইয়া যথাস্থানে অবস্থান করিবে।

অনন্তর জীবন্যাস যথা - হৃদয়ে হস্ত প্রদান করিয়া সোহহং (তিনি বা ইষ্টদেবতাই আমি) চিন্তপূর্ব্বক লেলিহান মুদ্রায় হৃদয় স্পর্শ করিয়া পাঠ করিবে। আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌঁ হংসঃ অমুকদেবতায়াঃ প্রাণা ইহ প্রাণাঃ। আং হ্রীং ইত্যাদি অমুকদেবতায়াঃ জীব ইহস্থিতঃ, (এইরূপ) অমুক দেবতায়াঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি। (এইরূপ) অমুকদেবতায়াঃ বাঙ্মনশ্চক্ষুঃশ্রোত্রঘ্রাণপ্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্টন্তু স্বাহা। পরে আপনাকে দেবতাময় ভাবনা করিতে হইবে।

এই ভূতশুদ্ধি অতি সংক্ষিপ্ত ভাবেও হইতে পারে, যথা-চিন্তা করিতে হইবে যে, হৃদপদ্ম হইতে জীবাত্মা কুন্ডলিনীর শরীরে লীন হইলে কুন্ডলিনী যখন উত্থিত হইতে থাকিবেন, সেই সময় তাঁহার শরীর আশ্রয় করিয়া মূলাধার হইতে ক্ষিতি স্বাধিষ্ঠানে রসে (জলে) লয় প্রাপ্ত হইবে। ঐরূপে ঐ রসও...............

মনিপুরে তেজে, তেজ এইরূপে অনাহতে বায়ুতে, বায়ুও ঐরূপে বিশুদ্ধচক্রে আকাশে লয় প্রাপ্ত হইবে। অনন্তর ঐরূপে লীনভাবে কুন্ডলিনীর শরীর আশ্রয় করিয়া আকাশ আজ্ঞাচক্রে অহঙ্কারতত্ত্বে লয় প্রাপ্ত হইবে। কুণ্ডলিনী ব্রহ্মরন্ধ্রে উপনীত হইবার অনতিপূর্বেই তাঁহার শরীর হইতে অহঙ্কারতত্ত্ব মহত্তত্ত্বে এবং মহত্তত্ত্ব কুন্ডলিনীতে লয় প্রাপ্ত হইবেন। ব্রহ্মরন্ধ্রে ও কুন্ডলিনী পরমশিবের (ব্রহ্মের) সহিত একীভূত হইবেন। সাধকও সেই সামরস্যে 'সোহহং' ধ্যান করিবেন।

ওঁ হ্রৌঁ এই মন্ত্র ১০৮বার জপ করিলেও ভূতশুদ্ধির ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রমাণ যথা ভূতশুদ্ধিতন্ত্রে,-জ্যোতির্ম্মন্ত্রং মহেশানি অষ্টোত্তরশতং জপেৎ। এতজ্ জ্ঞানপ্রভাবেন ভূতশুদ্ধেঃ ফলং লভেৎ ॥ ইতি। আর একপ্রকার সংক্ষেপ ভূতশুদ্ধি আছে যথা, - ওঁ ভূতশৃঙ্গাটাচ্ছিরঃ সুষুন্নাপথেন জীবশিবং পরমশিবপদে যোজয়ামি স্বাহা ॥১॥ ওঁ যং লিঙ্গশরীরং শোষয় শোষয় স্বাহা ॥২॥ ওঁ রং সংকোচ শরীরং দহ দহ স্বাহা ॥৩॥ ওঁ পরমশিব সুষুন্নাপথেন মূলশৃঙ্গাটমুল্লসোল্লস জল জল প্রজ্বল প্রজ্বল সোহহং হংস স্বাহা ॥৪॥ এই চারিটি মন্ত্র কেবল পাঠ করিলেই হইবে। মন্ত্র গুলির অর্থ - ১। মূলাধার হইতে জীবাত্মাকে উঠাইয়া পরমশিবের সহিত যুক্ত করিতেছি। ২। বায়ুবীজাত্মক 'যং' রূপ লিঙ্গশরীর শোষিত হউক। ৩। বহ্নিবীজ (রং) দ্বারা সঙ্কোচ শরীর দগ্ধ হউক। ৪। মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত অজ্ঞানরাশি এবং পৃথক জীববুদ্ধি ও অহঙ্কার জ্ঞানাগ্নির দ্বারা প্রজ্জ্বলিত হইয়া আমার অহং সত্ত্বাকে ভস্মীভূত ও নির্ম্মল করিয়া পরমব্রহ্মের সহিত একীভূত হউক।

(৩৭) মাতৃকান্যাস। শ্যামার্চ্চনচন্দ্রিকা, কমলাতন্ত্র, বীরতন্ত্র, তন্ত্রসার প্রভৃতি অনেক তন্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, অগ্রে ভুতশুদ্ধি করিয়া পরে প্রাণায়াম করিবে। স্বতন্ত্রতন্ত্র, কালীতন্ত্র ও শ্যামারহস্য প্রভৃতিতে কথিত হইয়াছে, - অগ্রে প্রাণায়াম করিয়া পরে ভূতশুদ্ধি করিবে। মহানির্বাণতন্ত্র, অন্নদাকল্প তোড়লতন্ত্র, গৌতমীয়তন্ত্র, ফেৎকারিনীতন্ত্র, লিঙ্গার্চ্চনতন্ত্র, প্রভৃতিতে কথিত হইয়াছে যে, ভূতশুদ্ধি ও মাতৃকান্যাসের পর প্রাণায়াম করিবে। এই ভিন্ন ভিন্ন তন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন মতের মধ্যে যে মত ইচ্ছা সেই মত অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিলেই ফলসিদ্ধ হইবে। স্বতন্ত্রতন্ত্রে সপ্তম পটলে কথিত হইয়াছে, পূজা তু বিবিধাঃ প্রোক্তাঃ তাস্বেকতমমাশ্রয়েৎ ॥ অর্থাৎ, তন্ত্রে পূজা বিষয়ে নানারূপ বিধি........

কথিত হইয়াছে, তন্মধ্যে যে প্রকার ইচ্ছা বা গুরুর উপদেশ, সেই প্রকারে পূজা করিলেই সিদ্ধিলাভ হইবে।

মাতৃকান্যাস যথা, ওঁ অস্য মাতৃকামন্ত্রস্য ব্রহ্ম ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দ দেবী মাতৃকাসরস্বতী দেবতা; হলো বীজানি; স্বরাঃ শক্তয়ঃ, অব্যক্তং কীলকং; সর্বাভীষ্ট সিদ্ধয়ে লিপিন্যাসে বিনিয়োগঃ। শরসি ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ। মুখে গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি- মাতৃকাসরস্বত্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ। মূলাধারে - হল্‌ভ্যো বীজেভ্যো নমঃ। পাদয়োঃ - স্বরেভ্যঃ শক্তিভ্যো নমঃ। সর্ব্বাঙ্গে অব্যক্তকীলকায় নমঃ।

করাঙ্গন্যাস। অং কং খং গং ঘং ঙং আং অঙ্গুষ্ঠ্যাভ্যাং নমঃ। ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং তর্জনীভ্যাং স্বাহা। উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং মধ্যমাভ্যাং বষট্। এং তং থং দং ধং নং ঐং অনামিকাভ্যাং হুঁ। ওং পং ফং বং ভং মং ঔং কনিষ্ঠ্যাভ্যাং বৌষট্। অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্। এবং হৃদয়াদিষু।

অন্তর্মাতৃকান্যাস। মূলাধারে কুণ্ডলিনী হইতে অনবরত প্রণবধ্বনি উত্থিত হইতেছে। সাধক আপন সাধনা অনুসারে একাগ্র হইলে ইহা নানারূপ বিভিন্ন ধ্বনির ন্যায় শ্রবণ করেন। যাহা হউক; উক্ত ধ্বনিতে একবার মনঃসংযোগ করিয়া চিন্তা করিতে হইবে যে; কুলকুণ্ডলিনী প্রবুদ্ধা হইতে বিদ্যুৎসদৃশ তেজোময় সূক্ষ্ম শরীরে মূলাধার হইতে সহস্রার পর্যন্ত স্পর্শ করিয়া অবস্থান করিতেছেন। ব্রহ্মরন্ধ্রে পরমশিবে স্পৃষ্ট হওয়ার অমৃতময় মাতৃকার্ণ সমুদায় ক্ষরিত হইতেছে। সেই মাতৃকাবর্ণ সমুদায় ষট্‌পদ্মের দলে দলে ক্রমশঃ চিন্তা করিয়া তত্ত্বসমুদায় বা তত্ত্বমুদ্রায় গৃহীত পুষ্প দ্বারা ন্যাস (স্থাপিত) করিতে হইবে। যথা - কণ্ঠে বিশুদ্ধচক্রে অং নমঃ, আং নমঃ, ইং নমঃ, ঈং নমঃ, উং নমঃ, ঊং নমঃ, ঋং নমঃ, ৠং নমঃ, ঌং নমঃ, ৡং নমঃ, এং নমঃ, ঐং নমঃ, ওং নমঃ, ঔং নমঃ, অং নমঃ, অঃ নমঃ। হৃদয়স্থিত অনাহতচক্রে কং নমঃ, খং নমঃ, গং নমঃ, ঘং নমঃ, ঙং নমঃ, চং নমঃ, ছং নমঃ, জং নমঃ, ঝং নমঃ, ঞং নমঃ, টং নমঃ, ঠং নমঃ, । নাভিস্থিত-মণিপুরচক্রে ডং নমঃ, ঢং নমঃ, ণং নমঃ, তং নমঃ, থং নমঃ, দং নমঃ, ধং নমঃ, নং নমঃ, পং নমঃ, ফং নমঃ। লিঙ্গমূলস্থিত স্বাধিষ্ঠানচক্রে বং নমঃ, ভং নমঃ, মং নমঃ, যং নমঃ, রং নমঃ, লং নমঃ। মূলাধারচক্রে বং নমঃ, শং নমঃ ষং নমঃ, সং নমঃ। ভ্রূমধ্যাস্থিত-আজ্ঞাচক্রে.........

হং নমঃ, ক্ষং নমঃ। মেরুতন্ত্রে সমস্ত বর্ণেরই আদিতে প্রণব (ওঁ) দিবায় বিধি দৃষ্ট হয়।

এই অন্তর্মাতৃকা ন্যাস বিষয়ে একটি প্রমাণ দৃষ্ট হয়, "আধারে লিঙ্গনাভৌ হৃদয়রসসিজে তালুমূলে ললাটে' ইত্যাদি. এই বচন দৃষ্টে বোধ হয় যে মূলাধার হইতে যথাযথ বর্ণের ন্যাস করিতে হইবে; পরন্তু কৌলাবলীতে উক্ত বচন দিয়া পরে কথিত হইয়াছে, ইত্যন্তর্মাতৃকাবর্ণান্ ধ্যায়েৎ কণ্ঠচ্ছদক্রমাৎ ॥ অর্থাৎ কণ্ঠদেশস্থিত বিশুদ্ধচক্র হইতেই ক্রমশঃ আকারাদি বর্ণ ন্যাস করিতে হইবে। জ্ঞানার্ণবে স্পষ্টভাবেই এইরূপ ক্রম উল্লিখিত হইয়াছে। বস্তুতঃ প্রথমোক্ত বিপরীত ক্রম বৈষ্ণবদিগের পক্ষেই বিধেয়।

বৈষ্ণব পক্ষে অন্তর্মাতৃকান্যাস যথা মূলাধারে বং নমঃ, শং নমঃ, ষং নমঃ, সং নমঃ। স্বাধিষ্ঠানে বং, ভং মং, যং রং লং প্রত্যেকবর্ণের শেষে 'নমঃ' যোগ করিতে হইবে। মেরুতন্ত্রের মতে আদিতে 'ওঁ' ও অন্তে 'নমঃ' যোগ করিতে হইবে। পরে ঐরূপে মনিপুরে ডং, ঢং, ণং, তং থং, দং ধং, নং পং, ফং। অনাহতচক্রে কং, খং, গং, ঘং, ঙং, চং, ছং, জং, ঝং, ঞং, টং, ঠং। বিশুদ্ধ চক্রে অং, আং, ইং, ঈং, উং, ঊং, ঋং, ৠং, ঌং, ৡং, এং, ঐং, ওং, ঔং, অং, অঃ। ভ্রূমধ্যে আজ্ঞাচক্রে হং, ক্ষং ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রারে অং হইতে ক্ষং পর্য্যন্ত সমুদায় মাতৃকাবর্ণই ঐরূপভাবে ন্যাস করিতে হইবে। অনন্তর উহার ক্রোড় বা নিম্নে দ্বাদশ দলের উর্দ্ধে বর্ণময় রেখা দ্বারা অঙ্কিত একটি ত্রিকোন চিন্তা করিতে হইবে। ঐ ত্রিকোণের একটি কোণ ব্রহ্মরন্ধ্রের পশ্চাদ্ভাগে, ব্রহ্ম রন্ধ্রের সম্মুখভাগে স্বদক্ষিণে একটি কোণ ও বামে একটি কোণ। পশ্চাতের কোণ হইতে স্বদক্ষিণের কোণ পর্য্যন্ত যে রেখাটি আসিয়াছে তাহা অং হইতে অঃ পর্য্যন্ত ষোড়শ বর্ণময়। দক্ষিণ হইতে বামে সম্মুখভাগের রেখাটি 'কং' হইতে 'তং' পর্যন্ত ষোড়শ বর্ণময় এবং সম্মুখের বাম কোন হইতে যে রেখাটি পশ্চাতভাগের কোণে গিয়াছে তাহাও ক্রমশঃ 'থং' হইতে 'সং' পর্য্যন্ত ষোড়শ বর্ণময়। পশ্চাতের কোণের 'অঃ' ও 'কং' এই দুই বর্ণের মধ্যে 'লং' এবং বামের কোণে 'তং' ও 'থং' এই দুই বর্ণের মধ্যে 'ক্ষং' এই বর্ণ আছে। এবং দক্ষিণের কোণে 'হং' এই বর্ণ আছে। উক্ত হলক্ষত্রয়মন্ডিত অকথাদি রেখাত্রয়ের মধ্যে পরবিন্দু বা পরমব্রহ্মকে জ্যোতিবিন্দুর ন্যায় অথবা 'যাঁহার যেরূপ গুরুপদেশ সেইরূপই চিন্তা করিবেন। ন্যাস কালে প্রত্যেক পদ্মের পূর্ব্বদল হইতে আরম্ভ করিয়া...............

দক্ষিণাবর্ত্তে দলে দলে ন্যাস হইবে। সাধকের নিজ দক্ষিণই তাঁহার পূর্বদিক; দক্ষিণভাগ হইতে ক্রমশঃ পশ্চাদ্ভাগ ও পরে সম্মুখ দিয়া যাইলেই দক্ষিণাবর্ত্ত হইবে।

অথ বাহ্যমাতৃকন্যাস। ধ্যান যথা, - ওঁ পঞ্চাশল্লিপিভির্বিভক্ত-মুখদোঃপন্মধ্যবক্ষঃস্থলং, ভাস্বন্মৌলিনি-বদ্ধচন্দ্রশকলামাপীনতুঙ্গস্তনীম্। মুদ্রামক্ষগুণং সুধাঢ্যকলসং বিদ্যাঞ্চ হস্তাম্বুজৈর্বিভ্রাণাং বিশদপ্রভাং ত্রিনয়ণাং বাগ্দেবতামাশ্রয়ে ॥ অর্থাৎ - আমি বাগ্দেবতাকে আশ্রয় করি। তাঁহার মুখ, হাত, চরণ, মধ্যদেশ ও বক্ষ পঞ্চাশবর্ণ বিভাগ দ্বারা রচিত হইয়াছে। তাঁহার মৌলিতে চন্দ্রকলা শোভিত, পীন ও উত্তুঙ্গ পরোধয়। তিনি চারহাতে জ্ঞানমুদ্রা, অক্ষমালা সুধাঘাট এবং বিদ্যা ধারণ করিয়া আছেন। তিনি ত্রিনয়না এবং নির্ম্মল কান্তি যুক্তা।

মধ্যামানামিকাভ্যাং ললাটে অং নমঃ। তর্জনীমধ্যমানামিকাভিঃ মুখবৃত্তস্য চতুস্পার্শ্বে আং নম। অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাং দক্ষচক্ষুষি, ইং নমঃ। বামচক্ষুষি, ঈং নমঃ। অঙ্গুষ্ঠপৃষ্ঠেন দক্ষকর্ণে, উং নমঃ। বামকর্ণে ঊং নমঃ। কণিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠযোগেন দক্ষনাসায়াং ঋং নমঃ। বামনাসায়াং ৠং নমঃ। তর্জনীমধ্যমানামিকাভিঃ দক্ষগন্ডে, ৯ং নমঃ। বামগন্ডে ৯*ং নমঃ। মধ্যাময়া ওষ্ঠে, এং নমঃ। অধরে ঐং নমঃ। অনামিকয়া উর্দ্ধদন্তপঙ্‌ক্তৌ, ওঁ নমঃ। অধোদন্তপঙ্‌ক্তৌ ঔং নমঃ। মধ্যময়া উক্তমাঙ্গে অং নমঃ। অনামিকয়া মুখবিবরে, অঃ নমঃ। কনিষ্ঠমধ্যমানামিকাভিঃ দক্ষবাহোঃ মুলাৎ সন্ধিত্রয়ে যথাক্রমেণ কং নমঃ। খং নমঃ। গং নমঃ। অঙ্গুলিমূলে ঘং নমঃ। অঙ্গুলাগ্রভাগেষু ঙং নমঃ। বামবাহোঃ সন্ধিত্রয়ে অঙ্গুলিমূলে অঙ্গুলাগ্রভাগেষু চ যথাক্রমেণ, চং নমঃ। ছং নমঃ। জং নমঃ। ঝং নমঃ। ঞং নমঃ। দক্ষপাদে যথাক্রমং পূর্ব্ববৎ টং নমঃ। ঠং নমঃ। ডং নমঃ। ঢং নমঃ। ণং নমঃ। দক্ষপাদে যথাক্রমং পূর্ব্ববৎ টং নমঃ। ঠং নমঃ। ডং নমঃ। ঢং নমঃ। ণং নমঃ। বামপাদে যথাক্রমং পূর্ববৎ তং নমঃ। থং নমঃ। দং নমঃ। ধং নমঃ। নং নমঃ। কনিষ্ঠামধ্যমানামিকাভিঃ দক্ষপার্শ্বে পং নমঃ। বামপার্শ্বে ফং নমঃ। এবং পৃষ্ঠদেশে, বং নমঃ। অঙ্গুষ্ঠমধ্যামানামাকনিষ্ঠাযোগেন নাভৌ, ভং নমঃ। জঠরে সর্ব্বাঙ্গুলিযোগেন, মং নমঃ। করতলেন হৃদয়ে, যং ত্বগাত্মনে নমঃ। এবং দক্ষস্কন্ধে রং অসৃগাত্মনে নমঃ। ককুদি, (ঘাড়) লং মাংসাত্মনে নমঃ। বামস্কন্ধে, বং মেদ-আত্মনে নমঃ। করতলেন হৃদয়াদি-দক্ষবাহুপর্য্যন্তং, শং আস্থ্যাত্মনে নমঃ। হৃদয়াদি-বামবাহুপর্যন্তং, ষং মজ্জাত্মনে নমঃ। এবং হৃদয়াদি-দক্ষপাদপর্য্যন্তং সং শুক্রাত্মনে নমঃ। এবং বামপাদপর্য্যন্তং, হং প্রাণাত্মনে নমঃ ॥ হৃদয়াদি...........

উদরপর্য্যন্তং লং জীবাত্মনে নমঃ। হৃদয়াদি-মুখপর্যন্তং ক্ষং পরমাত্মনে নমঃ। মুদ্রাকরণেঅসমর্থঃ তত্ত্বমুদ্রয়া পুষ্পদ্বারা বা মাতৃকান্যাসং কুর্য্যাৎ। তারার্ণবে কথিত হইয়াছে, যে - স্ত্রী শুদ্র, নাদবিন্দু যোগ ব্যতিরেকে মাতৃকান্যাস করিবেন। পরন্তু অন্যত্র সকলের পক্ষেই নাদবিন্দু যোগের বিধান দৃষ্ট হয়। তারারহস্যকার বলেন যে, স্ত্রী, শুদ্র কেবল ওকারে নাদবিন্দু যোগ করিবেন না। সকলের পক্ষেই শেষের অং ও অঃ ইহাতে বিভিন্নভাবে নাদবিন্দু যোগ করিতে হইবে না। এই ন্যাসকে সৃষ্টিন্যাস বলা হয়। অধিকাংশ স্থলে নিত্যপূজাতে উপরোক্ত সৃষ্টি ন্যাস পর্য্যন্তই করিবার বিধি দৃষ্ট হয়। পরন্তু মেরুতন্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, - ন্যাসাঃ কার্য্যাস্তু বটুভিঃ স্থিতিসংহারসৃষ্টয়ঃ। সংহারসৃষ্টিস্থিতয়ঃ গৃহস্থস্তু ন্যসেৎ ক্রমাৎ। বাণপ্রস্থাশ্চ যতয়ঃ সৃষ্টিস্থিতিলয়ক্রমাৎ ॥ অর্থাৎ ব্রহ্মচারি প্রথমে স্থিতি, পরে সংহার ও শেষে সৃষ্টিন্যাস করিবেন; গৃহস্থ কৃমশঃ সংহার সৃষ্টি ও স্থিতি ন্যাস করিবেন। বাণপ্রস্থ এবং যতি ক্রমশঃ সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার, ন্যাস করিবেন। কুলাবতারে...তস্মাৎ ত্রিতয়মাচরেৎ। এই বচন দ্বারা তিন প্রকার ন্যাসেরই বিধি দৃষ্ট হয়।

যাহাহউক, পূর্বে সৃষ্টিন্যাস কথিত হইয়াছে। সংহারন্যাসের ধ্যান যথা-অক্ষস্রজং হরিণপোতমুদগ্রটঙ্কং বিদ্যাং করৈরবিরতং দধতীং ত্রিনেত্রান্। অর্দ্ধেন্দুমৌলিমরুণামরবিন্দসংস্থাং বর্ণেশ্বরীং প্রণমতস্ত নভারনম্রাম্ ॥ অর্থাৎ-চারহাতে অক্ষমালা, মৃগমুদ্রা উদ্যতটঙ্ক (অস্ত্রবিশেষ) এবং বিদ্যা ধারণ করিয়া আছেন, ত্রিনয়না রক্তবর্ণা, মস্তকে অর্দ্ধচন্দ্র, স্তনভারনম্রা পদ্মাসনা বর্ণেশ্বরী দেবীকে প্রণাম করি। ইহার ঋষ্যাদি ও ষড়ঙ্গ পূর্ব্ববৎ। উপরোক্ত সৃষ্টিন্যাসের ন্যাস সবিন্দুমাতৃকাবর্ণ ক্ষং হইতে আরম্ভ করিয়া বিপরীত ভাবে যথাযথস্থানে ক্রমশঃ ন্যাস করিয়া ললাটে অং পর্য্যন্ত ন্যাসে সমাপ্ত হইবে।

স্থিতিন্যাসের ধ্যান যথা-সিন্দুরকান্তিমমিতাভরণাং ত্রিনেত্রাং বিদ্যাক্ষসূত্রমৃগপোতবরান্ দধানাম্ । পার্শ্বে স্থিতাং ভগবতীমপি কাঞ্চনাভাং ধ্যায়েৎ করাব্জধৃতপুস্তকবর্ণমালাম্ ॥ অর্থাৎ -দেবী বহু আভরণযুক্তা রক্তবর্ণা ত্রিনেত্রা বিদ্যা-অক্ষমালা বর এবং মৃগমুদ্রাধারিণী। পার্শ্বস্থিতা পুস্তক বর্ণমালাধারিণী কাঞ্চনাভা ভগবতীকেও ধ্যান করি ইহারও ঋষ্যাদি ও ষড়ঙ্গন্যাস পূর্ব্ববৎ। এই ন্যাসের ক্রম যথা-দক্ষিণ পাদের তৃতীয় সন্ধি (গুল্‌ফের উপরিস্থিত সন্ধি) হইতে আরম্ভ করিয়া হৃদয়াদি - মুখ পর্য্যন্ত বিসর্গ ও বিন্দু এই উভয় যুক্ত করিয়া প্রথমে...

তত্ত্বমুদ্রয়া বর্ণন্যাসং কুর্য্যাৎ যথা, হৃদয়ে) অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ঌং ৡং নমঃ। (দক্ষিণহস্তে) এং ঐং ওং ঔং অং অঃ কং খং গং ঘং নমঃ (বামহস্তে) ঙং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং ডং ঢং নমঃ। (দক্ষপদে) ণং তং থং দং ধং নং পং ফং বং ভং নমঃ। (বামপদে) মং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং নমঃ।

ডকারাদি ক্ষকারন্ত যথাযথ স্থানে যথাযথরূপে ন্যাস করিয়া পরে এইরূপ ললাট হইতে আরম্ভ করিয়া অকারাদিক্রমে দক্ষিণ জানু পর্যন্ত ঠকার অবধি ন্যাস করিতে হইবে। ইহাই স্থিকিক্রম।

তন্ত্রে যে যে স্থলে কেবল সৃষ্টিক্রমে ন্যাসের বিধান দেওয়া আছে, সেই সেই স্থলেই বিন্দুযুক্ত করিয়া উক্ত ন্যাস করিবার বিধান আছে। মেরুতন্ত্র, সারদাতিলক, সিদ্ধান্তসার প্রভৃতি যে সমস্ত তন্ত্রে ত্রিবিধ ক্রমের বিধান আছে, সেই সেই স্থলেই উপরে প্রথমোক্ত সৃষিট ন্যাসকারে প্রত্যেক মাতৃকাবর্ণে বিসর্গ যুক্ত করিয়া ন্যাস করিবার বিধান আছে। অন্যান্য যথাযথই হইবে।

এই বাহ্যমাতৃকান্যাসে যে স্থলে যেরূপ মুদ্রায় ন্যাসের উল্লেখ করা হইয়াছে সেইরূপ মুদ্রায় ন্যাস করাই প্রশস্ত। নিতান্ত অসমর্থপক্ষে অনামিকা (অঙ্গুষ্ঠযুক্ত অনামিকা বা তত্ত্বমুদ্রা) দ্বারা অথবা পুষ্পদ্বারা কিম্বা মানসেই তত্তৎ স্থানে ন্যাস করা বিধেয়। যথা গন্ধর্বতন্ত্রে, - এতাস্তু মাতৃকামুদ্রাঃ ক্রমেণ পরিকীর্ত্তিতাঃ। অজ্ঞাত্বা বিন্যসেৎ যস্তু ন্যাসঃ স্যাত্তস্য নিস্ফলঃ। অনাময়া বা পুষ্পৈর্ব্বা মনসা বা ন্যসেদুত ॥

সামান্যকান্ডের অনুবাদ যথা - পূজার প্রারম্ভে আসনশুদ্ধি, জলশুদ্ধি, সামান্যর্ঘ্য স্থাপন প্রভৃতিকে সামান্যকান্ড বলা হয়। এই সামান্যকান্ড এবং আনুসঙ্গিক ন্যাসাদি করিয়া পূজা আরম্ভ করিলে অতিদ্রুত অধ্যাত্মিক উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। সময়াভাবে, অথবা অন্য কোন কারণে যাঁহারা সামান্যকাণ্ড, ভূতশুদ্ধি, মাতৃকা, প্রভৃতি ন্যাসাদি করিতে অসমর্থ হইবেন, তাঁহারা সেগুলি বাদ দিলেও পূজার ফল লাভ করিবেন। স্ত্রীলোকের পক্ষে এই সমস্ত ন্যাস না করিতে পারিলেও পূজার পূর্ণফল পাওয়া যাইবে বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। অসমর্থপক্ষে মাত্র আসন এবং জলশুদ্ধি করিয়া পরে পূজা করা চলে। সকলের পক্ষেই অবসর অভাবে ধ্যানান্তে শুধু মানস পূজা করিয়া যথাশক্তি জপ করিলেও পূজার ফল.................

পাওয়া যায়। কোন প্রকার উপচার না থাকিলে মাত্র জল দ্বারাও পূজা করিতে পারা যায়। শাস্ত্রে অসমর্থ পক্ষে পাঁচ প্রকার পূজার বিধান দিয়াছেন, এগুলির বিশেষ বিবরণ (৮৫) টীকার শেষ অংশে দেখুন। মাত্র গন্ধপুষ্পদ্বারা পূজার বিধানও শাস্ত্রে আছে।

সামান্যকান্ড - সংস্কৃতাংশের অনুবাদ। প্রথমে তৎপ্রাকৃতং.... ইত্যাদি (৩২পৃঃ) পাঠ করিয়া পূর্ববৎ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা ইত্যাদি (৩৫ পৃঃ) মন্ত্রে আচমন করিবেন। মন্ত্রার্থ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। (২৫) টীকায় আত্মতত্ত্বায় ইত্যাদির ব্যাখ্যা দেখুন। পরে কামিনীধ্যান সিংহস্কন্ধ... ইত্যাদি (৩৫পৃঃ) অর্থাৎ দেবী সিংহস্কন্ধে আরূঢ়া রক্তবর্ণা চতুর্ভূজা নানা অলঙ্কারে ভূষিতা, রক্তবস্ত্র পরিধানা, চারহাতে শঙ্খ চক্র ধনু ও বাণ ধৃতা, কামিনী দেবিকে প্রথমে ধ্যান করিয়া জপ ও পূজা আরম্ভ করিবে। কং এই মন্ত্র দশবার জপ করিয়া পূর্ব্ববৎ জপ সমর্পণ করিবে। পরে ডানহাতে অল্প জল লইয়া ওঁ বজ্রোদকে ইত্যাদি মন্ত্রে সেই জল শোধন করিয়া কিঞ্চিৎ জল সম্মুখস্থিত তাম্রপাত্র অথবা অন্যকোন পাত্রে রাখিয়া শেষজলে আসন অভ্যুক্ষণ করিবেন। পরে বিহিত আসনে উপবেশন করিয়া ওঁহ্রীঁ বিশুদ্ধি সর্বপাপানি ইত্যাদি মন্ত্রে হাত পা ধুইয়া মন্ত্রাচমন করিবেন। (২৫) টীকা দেখুন। পরে সম্মুখে একটু বাঁদিকে প্রথমে ত্রিকোণ, পরে বৃত্ত পরে চতুর্ভুজমন্ডল আঁকিয়া ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে আধার শক্তয়ে নমঃ মন্ত্রে আধারশক্তির (অর্থ অস্মৎকৃত মহানির্ব্বাণ দ্রঃ) পূজা করিবে। ফট্ এই মন্ত্রে কোশা বা অন্য কোন বিহিত জলপাত্র দ্বারা ধুইয়া পূর্বাঙ্কিত ত্রিকোণ বৃত্ত চতুরস্র মন্ডলে স্থাপন করিয়া নমঃ এই মন্ত্রে জলদ্বারা উক্ত পাত্র পূর্ণ করিয়া ওঁ অথবা নমঃ এই মন্ত্রে দূর্ব্বা চাল বিল্বপত্র এবং সচন্দন কুসুমাদি সেই কোশা বা পাত্রে স্থাপন করিয়া ক্রোঁ গঙ্গে চ যমুনে ইত্যাদি (৩৭পৃঃ) মন্ত্রে অঙ্কুশ মুদ্রায় সূর্য্যমন্ডল হইতে সেই জলে তীর্থ আবাহন করিবেন। মন্ত্রের অর্থ- গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্মদা, সিন্ধু, কাবেরী, এই জলে সন্নিধান করুন। পরে হূঁ মন্ত্রে অবগুন্ঠন মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া বং মন্ত্রে ধেনুমুদ্রায় সেই জল অমৃতীকরণ করিয়া যোনিমুদ্রা প্রদর্শনের পর মৎস্যমুদ্রায় ওঁ অথবা মূলমন্ত্র দশবার সেই জলে্ উপর জপ করিবেন। ইহাকে জলশুদ্ধি বা সামান্যার্ঘ্য স্থাপন বলে।

অনন্তর জলদ্বারা ঘরের দরজা অভ্যুক্ষণ করিয়া ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে দ্বারদেবতাভ্যো নমঃ এই মন্ত্রে গন্ধপুষ্পদ্বারা দ্বারদেবতাগণের পূজা করিয়া ওঁ এতে-......................

গন্ধপুষ্পে ব্রহ্মণে নমঃ এবং ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে বাস্তুপুরুষায় নমঃ এই দুই মন্ত্রে পূজা করিয়া শ্বেতসরিষা বা আলোচাল বাঁহাতে লইয়া ফট্ মন্ত্র তাহার উপর সাতবার জপ করিয়া ওঁ সর্ববিঘ্নান্ ... ইত্যাদি মন্ত্রে (৪৯পৃঃ) নারাচমুদ্রায় সেই মন্ত্রপূত চাল বা সরিষা দশদিকে নিক্ষেপ করিবেন। এই মন্ত্রের অর্থ আমার সকল বিঘ্ন নাশ হোক, নিকটস্থ সমস্ত বিঘ্নকারী ভূতাদি দূরে যাক, এবং শিবের আজ্ঞায় বিনষ্ট হোক্ । (২৯)টীকা দেখুন।

অনন্তর আসনশুদ্ধি, - ওঁ রক্ষ রক্ষ হুঁ ফট্ স্বাহা এই মন্ত্রে মুষ্টি নিঃসৃত জলে ভূমি শোধন করিয়া ওঁ পবিত্র বজ্রভূমে... ইত্যাদি মন্ত্রে যোনিমুদ্রায় ভূমিস্পর্শ করিয়া একটি ত্রিকোণ আঁকিয়া ওঁ এতেগন্ধপুষ্পে আধার শক্ত্যদিভ্যো নমঃ মন্ত্রে গন্ধপুষ্পদ্বারা ঐ ত্রিকোণে পূজা করিবেন। পরে সেই ত্রিকোণের উপর বিহিত আসন স্থাপন করিয়া স্বস্তিকাসনে বা অন্য কোন আসনে উপবেশন করিয়া জোড়হাতে আসন স্পর্শ করিয়া ওঁ অস্য আসনোপবেশন... ইত্যাদি এবং পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা... ইত্যাদি (৪২পৃঃ) মন্ত্র পাঠ করিবেন। মন্ত্রার্থ - হে পৃথিবী, তুমি সকল জীবকে ধারণ করিয়া আছ, তুমি বিষ্ণু দ্বারা ধৃত, তুমি সর্বদা আমাকে ধারণ করিয়া এই আসন পবিত্র কর।

অনন্তর আসনের উপর পূর্ববৎ ত্রিকোণ অঙ্কিত করিয়া হ্রীঁ এতেগন্ধপুষ্পে ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্ব্ববৎপূজা করিবেন। পরে দুই হাত জোড় করিয়া বামকর্ণের উপর স্থাপন করিয়া -সশক্তিক গুরু-পরমগুরু-পরাপরগুরু-পরমেষ্টিগুরু শ্রীপাদুকাভ্যো নমঃ, পরে ঐ ভাবে জোড়হাত দক্ষিণকর্ণের উপর স্থাপন করিয়া গং গণেশায় নমঃ ঐ প্রকার কপালে জোড়হাত স্থাপন করিয়া (বীজ) অমুকদেবতায়ৈ নমঃ মন্ত্রে প্রণাম করিবেন। পরে ওঁ মণিধরি... ইত্যাদি মন্ত্রে বস্ত্রাঞ্চলে গ্রন্থিদিয়া সচন্দন সুগন্ধি রক্তকুসুম 'হেসৌ' মন্ত্রে ডান হাতে গ্রহণ করিয়া "আং হূঁ ফট্ স্বাহা" মন্ত্রে দুই হাতে মার্জন করিয় বাম হাতে লইয়া ক্রীঁমন্ত্রে মস্তকে ভ্রামিত করিয়া 'ঐঁ' মন্ত্রে আঘ্রাণ করিয়া 'ফট্' মন্ত্রে ঈশান দিকে বাঁ হাতের নারাচ মূদ্রায় নিঃক্ষেপ করিবেন। পরে পুষ্পশোধন। "ওঁ শতাভিষেক... ইত্যাদি মন্ত্রে পুষ্প অভ্যুক্ষণ করিয়া "ওঁ পুষ্পকেতু... ইত্যাদি মন্ত্রে পুষ্প পাত্র স্পর্শ করিয়া পাঠ করিবেন - ওঁ পুষ্পে... ইত্যাদি (৪৩পৃঃ) অনন্তর মূলমন্ত্রে দিব্যদৃষ্টিদ্বারা দিব্য বিঘ্নাদি উৎসারণ করিয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জনী-মধ্যমাদ্বারা ফট্' এই মন্ত্রে পূর্বদিক হইতে আরম্ভ করিয়া ঈশান কোণ পর্যন্ত এবং উর্দ্ধ ও অধঃ এই............

দশদিক্ ছোটিকা (অসামর্থে তুড়ি) দ্বারা বন্ধন করিবেন। পরে 'ফট্' এই মন্ত্রে ভূমিতে বাঁ পায়ের গোড়ালীদ্বারা তিনবার আঘাত করিবেন, পরে মূলমন্ত্র এবং 'ফট্' মন্ত্রে নিকেকে দেবতা, এবং পূজাদ্রব্যাদি জলবিন্দুর ছিটা য়িা শোধন করিবেন। অনন্তর ধেনুমুদ্রা পদর্শন করিয়া মাতৃকাবর্ণদ্বারা মূলমন্ত্র পুটিত করিয়া জপ করিবেন। অর্থাৎ অং (মূল) অং, আং (মূল) আং ইত্যাদি ক্রমে শেষে ক্ষং (মূল) ক্ষং পর্য্যন্ত। অ হইতে ক্ষ পর্যন্ত বর্ণকে মাতৃকাবর্ণ বলে। সমুদায় মাতৃকাবর্ণ দ্বারা পুটিত করিয়া জপ করিতে অসমর্থ হইলে অং, কং, চং, টং, তং, পং, যং শং এই আটটি বর্ণদ্বারা পুটিত করিয়া জপ করিলেও চলিবে। ইহাকে মন্ত্রশুদ্ধি বলে। পরে রং এই মন্ত্রে জলধারাদ্বারা চতুর্দিকে বহ্নিপ্রকার চিন্তা করিয়া মূলমন্ত্রদ্বারা স্বদেহ মার্জন করিবেন। পরে হৃদয়ে হস্ত দিয়া "ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষিণি স্বাহা" মন্ত্রে আত্মরক্ষা করিয়া মূলমন্ত্রদ্বারা প্রাণায়াম করিবেন। পরে (৩৬) টীকা অনুসারে ভূতশুদ্ধি করিয়া আং, হ্রং ফট্ স্বাহা এই মন্ত্রে ব্যাপকন্যাস করিবেন। ব্যাপকন্যাসের নিয়ম কালীপূজা স্থলে উক্ত হইয়াছে। পরে (৩৭) টীকা অনুসারে মাতৃকান্যাস করিয়া তত্ত্বমুদ্রায় বর্ণন্যাস করিবেন। (মূলে স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে।) এই পর্যন্ত ক্রিয়াকে সামান্যকান্ড বলা হয়। অতঃপরে (৩৮) টীকা অনুসারে গুরুপূজা করিয়া তৎপরে মনেমনে গুরুদেবের আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া আদিত্যাদি প্রভৃতি নবগ্রহ এবং অন্যান্য দেবতার গন্ধপুষ্পদ্বারা পূজা করিয়া, উপস্থিত, বাণেশ্বর, শিব নারায়ণ প্রভৃতির পূজা করিবেন। সকল দেবীদেবীর পূজার প্রারম্ভে গুরুদেবের অনুমতি গ্রহণ করা আবশ্যক ॥

প্রথমেই বলা হইয়াছে-উপচারাদির অভাবে জলদ্বারা এবং অসামর্থে মানস পূজার পর যথাশক্তি জপ করিলেও পূজার ফল পাওয়া যায়।

অভ্যূক্ষণ এবং যেক্ষেণ শব্দের অর্থ, -সামান্যকান্ডে এবং পূজায় অভ্যুক্ষণ' প্রোক্ষণ বিধি দৃষ্ট হয়। অভ্যুক্ষণ শব্দে সঙ্কুচিত করতলে জল লইয়া সিঞ্চন। প্রোক্ষণ শব্দে জলসমেত (আর্দ্র) উত্তান হস্তে জলবিন্দু সেচন। যথা তন্ত্রান্তরে উত্তানেন তু হস্তেন প্রোক্ষণং সমুদাহৃতম্। ন্যুব্জত্বাভ্যূক্ষণং প্রোক্তং তিরশ্চাভ্যুক্ষণং স্মৃতম্ ।

পূজার ক্রম-প্রথমে গুরুপূজা, পরে আদিত্যাদি নবগ্রহের পূজা, পরে উপস্থিত বাণেশ্বর, শিব, নারায়ণ, লক্ষী, গণেশ, প্রভৃতি অন্যান্য প্রতিষ্ঠিত

ইতি সামান্যকান্ডঃ। ততঃ আদৌ গুরুং দশ পঞ্চোপচারেণ বা সংপূজ্য, (৩৮) ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যো নমঃ। এবম্ ইন্দ্রাদিদশদিক্‌পালেভ্যঃ। গণেশাদি পঞ্চদেবতাভ্যঃ, দশমহাবিদ্যাভ্যঃ। দশাবতারেভ্যঃ। অগ্নয়ে। সর্বেভ্যো দেবেভ্যঃ সর্বাভ্যো দেবীভ্যঃ। আকারাদিপঞ্চাশদ্বর্ণেভ্যঃ। প্রতিপদাদি-তিথিভ্যঃ। কৃষ্ণপক্ষায়। শুক্লপক্ষায়। অমাবস্যায়ৈ।পূর্ণিমায়ৈ। প্রণবাদিনমোহন্তেন সম্পূজ্য উপস্থিতং বাণেশ্বরং অথবা পারদাদিনির্মি - শিবং নারায়ণাদিকঞ্চ পূজয়েৎ (৩৯)..................

দেবতার পূজা করিয়া সর্বশেষে ইষ্টদেবীর পূজা করা বিধেয়। যাঁহারা পূর্ণাভিষিক্ত বা ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত, তাঁহারা সর্ব্বশেষে অর্থাৎ ইষ্টদেবীর পূজার পরে ব্রহ্মের পূজা করিবেন।

গুরুপূজা।

(৩৮) সর্বাগ্রে গুরুপূজা করাই কর্ত্তব্য। বৃহন্নীলতন্ত্রে আছে, - মূলমন্ত্রং গুরোর্বাক্যং তস্মাদাদৌ গুরুং যজেৎ। গুরুপূজা যথা, - প্রথমে কূর্ম্মামুদ্রায় গন্ধপুষ্প লইয়া গুরুধ্যান করিবে। (ব্রহ্মানন্দং ইত্যাদি ৩পৃঃ) ধ্যান পাঠ করিয়া উক্ত গন্ধপুষ্প মাথায় রাখিয়া সোজা হইয়া বসিয়া নিজক্রোড়ের উপর নাভির সমীপে বাঁ হাত চিত করিয়া রাখিয়া তাহার উপর ডান হাত চিত করিয়া রাখিয়া (৪পৃঃ টীকা দেখুন) গুরুদেব ও ইষ্টদেবতা অভিন্ন কল্পনা করিয়া যথাশক্তি মানসোপচারে পূজা করিবেন। সকল দেব দেবীর বাহ্যপূজার পূর্বে মানসপূজা অবশ্য কর্ত্তব্য। এই মানসপূজা না করিলে ফুল বিল্বপত্র প্রভৃতি উপচার দ্বারা বাহ্যপূজার কোন ফল হয় না। গৃহস্থের পক্ষে মানস ও দুই প্রকার পূজা করাই বিধেয়। যদি কোন কারণে বাহ্যপূজা করিতে অসমর্থ হন, কেবল মানসপূজাদ্বারাতেই সমুদায় পূজার ফল লাভ হয়। মানসপূজার বিধি পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, (৩পৃঃ) 'যোগসার' মত্যনুসারে অন্যপ্রকার সংক্ষেপ মানসপূজা এইস্থলে উক্ত হইতেছে, বিস্তৃত মানসপূজা কালীপূজাস্থলে (৬৯) টীকা দেখুন।

মস্তকে সহস্রদল পদ্মের নীচে শ্বেতবর্ণ দ্বাদশদল পদ্মে (অথবা হৃদয়ে) দেবতার...............

আসন কল্পনা করিয়া তাঁহাকে বসাইয়া করজোড়ে মনে মনে 'স্বাগতম্' বলিয়া তাঁহাকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইবেন। সুগন্ধি জলদ্বারা তাঁহার পদযুগল ধৌত করাইয়া মুছিয়া অর্ঘ্য আচমনীয়, মধুপর্ক এবং পুনরাচমনীয় দিবেন। সুবাসিত জলে স্নান করাইয়া চন্দন এবং নানাবিধ গন্ধদ্রব্য সর্বাঙ্গে লেপন করিয়া বস্ত্র, আভরণ, (পায়ে আলতা) ললাটে (সীমান্তে) সিঁদূর প্রভৃতি দিয়া, পুষ্পমাল্য, ফুল, পত্র প্রভৃতি পূজা এবং অঞ্জলি দিবেন। সুগন্ধিধূপ এবং দীপমালাদ্বারা আরতি করিয়া নানাপ্রকার নৈবেদ্য ফল, পায়স মিষ্টান্নাদি, অন্ন পলান্ন এবং নিজের প্রিয় সকলপ্রকার ভোজ্য এবং ভোগ্যবস্তু নিবেদন করিবেন। পরে মমেমনে সষ্টাঙ্গে প্রণাম করিবেন। সমর্থ হইলে মাসন জপ এবং হোম করিবেন। শুচি বা অশুচি, সকল অবস্থায় এবং সকলস্থানেই এবং সকল দেবদেবীরই এই ভাবে মানসপূজা করা যায়।

অতঃপর পূর্ব্ববৎ পুনরায় কর্মমুদ্রায় গন্ধপুষ্প লইয়া ধ্যান পাঠ করিয়া সমর্থ হইলে মনে মনে পুনরায় পূজা করিয়া মূলাধার হইতে কুলকুন্ডলিনীকে সুষুম্নাপথে সহস্রারে লইয়া গিয়া সেইস্থান তেজঃপুঞ্জময় চিন্তা করিবেন যে সেই তেজ, শক্তি যুক্ত গুরুরূপ, এবং সেই কল্পিতমূর্ত্তি একটি প্রদীপ হইতে অন্য প্রদীপ জ্বালাইবার মত নিশ্বাসদ্বারা কূর্মমুদ্রাস্থিত পুষ্পে সংস্থাপন করিয়া সেই বদ্ধকূর্ম্মামুদ্রা অবস্থায় বিহিত যন্ত্রে স্থাপন করিবেন। বিহিত যন্ত্র বিবরণ (৭৩) টীকা দেখুন।) ঘট প্রভৃতির উপর পূজা করিলে এই স্থলে আবাহনাদি পঞ্চ মুদ্রা প্রদর্শন করিতে হইবে। (শিবপূজা অথবা কালীপূজা দেখুন)।

নিত্যপূজায় সাধারণতঃ দশ অথবা পঞ্চ উপচারে পূজা করা হয়, বিশেষ পূজায় বা নৈমিত্তিক কাম্য, প্রভৃতি পূজায় ষোড়শোপচারে পূজা করা বিধেয়। পঞ্চোপচারে দ্রব্য যথা- গন্ধ, পুষ্প (পত্র) ধূপ দীপ নৈবেদ্য। দশোপচার পূজা দ্রব্য-পাদ্য, অর্ঘ্য আচমনীয়, স্নানীয় গন্ধ, পুষ্প পত্র) ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য (পুনরাচমনীয় তাম্বুল। ষোড়শোপচার পূজাদ্রব্য কালীপূজাস্থলে দেখুন। পঞ্চোপচার পূজা যথা-ঐঁ এষ গন্ধঃ সশক্তিকগুরু-শ্রীপাদুকাভ্যো নমঃ। এইরূপ ঐঁ ইদং সচন্দনপুষ্পং... নমঃ। ঐঁ ইদং সচন্দন বিল্বপত্রং... ।ঐঁ এষ ধূপঃ...। ঐঁ এষ দীপঃ...। ঐঁ ইদং নৈবেদ্যং...। পূর্ণাভিষিক্তপক্ষে (পাদুকামন্ত্র) এষ গন্ধঃ সশক্তিক-গুরুঃ শ্রীঅমুকানন্দনাথ-অমুকীদেব্যম্বা শ্রীপাদুকাভ্যো নমঃ। ইত্যাদি। যদি ধূপ দীপ বা নৈবেদ্য উপস্থিত না থাকে, তাহা................

হইলে ইদং ধূপার্ঘোদকং। ইদং দীপার্ঘোদকং। ইদং নৈবেদ্যার্ঘ্যোদকং। যে কোন উপচার অভাবে এই ভাবে জলদ্বারা পূজা করিবেন। অথবা ঐ ইদং উদকাত্মকং ধূপং ইদ্যাদিরূপে পূজা করিতে পারেন।

তর্পণ। পরে ঐঁ (অথবা পাদুকামন্ত্র) সশক্তিকগুরু শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ। এই মন্ত্রে ডানহাতের তত্ত্বমুদ্রায় চাল এবং বামহস্ত তত্ত্বমুদ্রায় অমৃতবোধে জল লইয়া উভয় হস্ত তত্ত্বমুদ্রা যোগে আপনার মস্তকে উৰ্দ্ধমুখ ত্রিকোণ অঙ্কিত করিয়া সেই চাল সহিত অমৃতময়-জল দেবতার মুখে তর্পণ করিতেছি চিন্তা করিতে মস্তক স্পর্শ করাইয়া সম্মুখস্থ জলপাত্রে অর্পণ করিবেন। সকল দেব-দেবীর পূজার শেষে এইভাবে তর্পণ করিতে হয়। স্ত্রী দেবতার বেলায় হৃদয়ে অধোমুখ ত্রিকোণ অঙ্কিত করা নিয়ম। (কালীপূজা দেখুন)।

পরে যথাশক্তি 'ঐ'(পূর্ণাভিষিক্ত পক্ষে পাদুকামন্ত্র) এইমন্ত্র জপ করিয়া গুহ্যাতি ইত্যাদি মন্ত্রে গুরুদেবের দক্ষিণ হস্তে জপ সমর্পণ করিয়া অখন্ডমন্ডলাকারং ইত্যাদি (৪পৃঃ)মন্ত্রে প্রণাম পূর্ব্বক স্তোত্র পাঠ করিবেন। (৪পৃঃ)

প্রণাম সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য-গুরুদেবকে সামনা সামনি ভুমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিবেন, শিব এবং সকল দেবী প্রণামের সময় তির্য্যক ভাবে নিজশরীরের দক্ষিণাংশ প্রদর্শন এবং নারায়ণকে বামাঙ্গ প্রদর্শন করিয়া প্রণাম করিবেন। প্রণামের অন্যান্য নিয়ম কালীপুজার শেষাংশে টীকায় দেখুন।

অতঃপর আদিত্যাদি নবগ্রহ প্রভৃতি দেবতাকে গন্ধপুষ্পদ্বারা পূজা করিয়া উপস্থিত বাণেশ্বর, শিব, নারায়ণ, প্রভৃতির পূজা করিবেন।

(৩৯) কি শৈব, কি বৈষ্ণব, কি শাক্ত, কি সৌর, কি গাণপত্য, সকলকেই সর্ব্বাগ্রে শিবলিঙ্গ পূজা করিতে হইবে। পরে শিবলিঙ্গের নিকট প্রার্থনা করিয়া স্ব স্ব ইষ্টদেবতা বা অন্য দেবতার পূজা করিতে পারিবেন। ইহার বিশেষ প্রমান তোড়লতন্ত্র, উৎপত্তিতন্ত্র প্রভৃতিতে আছে। লিঙ্গার্চ্চনতন্ত্রে কথিত হইয়াছে-শাক্তো বা বৈষ্ণবো বাপি শৈবো বা পরমেশ্বরি। আদৌ লিঙ্গং প্রপুজ্যাথ বিল্বপত্রৈর্বরাননে॥ পশ্চাদন্যং মহেশানি শিবং প্রার্থ্য প্রপূজয়েৎ অন্যথা মুত্রবৎ সর্ব্বং শিবপূজাং বিনা প্রিয়ে॥ ইতি। লিঙ্গশব্দের অর্থ যথা স্কন্ধপুরাণে আকাশং লিঙ্গমিত্যাহূঃ পৃথিবী তস্য পীঠিকা। আলয়ঃ সর্ব্বদেবানাং লয়নাল্লিঙ্গমুচ্যতে॥ ইতি। বাণলিঙ্গ, স্ফটিকলিঙ্গ, পারদলিঙ্গ, পাষাণনির্মিত শিবলিঙ্গ সুবর্ণলিঙ্গ, রৌপ্যলিঙ্গ, নবরত্ননির্মিতলিঙ্গ,মণিময়লিঙ্গ, কাংস্যলিঙ্গ, প্রভৃতি নানা..

বিধ শিবলিঙ্গে শিবের পূজা হইয়া থাকে। যাঁহার যেরূপ শিবলিঙ্গ আছে, তিনি তাহাতেই শিবপূজা করিবেন। যাঁহার গৃহে শিবলিঙ্গ নাই, তিনি পার্থিব শিবলিঙ্গ প্রস্তুত করিয়া পূজা করিবেন। যিনি তাহাতে অসমর্থ, তিনি করবীর প্রভৃতি পুষ্পযন্ত্রে, নিজ ব্রহ্মরন্ধ্রে, জলে, অগ্নিতে অথবা অন্য কোন দেবতা বা ঘটের উপরি পূজা করিবেন। (৭৩) টীকা দেখুন। তন্মধ্যে বাণলিঙ্গে প্রতিষ্ঠা,সংস্কার ও আবাহন কিছুই নাই, অষ্টমূর্ত্তি পূজাও নাই। বাণলিঙ্গে গৌরীপট্ট যোগ করিলেও হয়, না করিলেও হয়। কারণ স্বভাবতই গৌরীপট্ট ইহার অন্তর্নিবিষ্ট রহিয়াছে। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ অস্মৎ সঙ্কলিত মহানির্ব্বাণতন্ত্র ১৪ উল্লাস দ্রঃ।

বাণলিঙ্গপূজা।

প্রথমতঃ বাণলিঙ্গকে স্নান করাইতে হইবে, মন্ত্র যথা - ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুস্টিবর্দ্ধনং ॥ উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয়-মামৃতাৎ ॥ অর্থাৎ যিনি সুগন্ধি অর্থাৎ যাঁহার কীর্ত্তি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত, পুষ্টিবর্দ্ধন, অর্থাৎ জগতের বীজস্বরূপ আমরা সেই ত্রিনয়ণের উপাসনা করি। উর্বারুক বা ফুটি যেমন হঠাৎ আপনি ফেটে যায়, তেমনি তিনি আমাদের সংসারবন্ধন, জন্মমৃত্যু প্রভৃতি হইতে মুক্তি প্রদান করুন। (সচরাচর সকলে এই মন্ত্রে বাণলিঙ্গ, পারদলিঙ্গ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গের স্নান করাইয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত আর কয়েকটি মন্ত্র আছে, তাহাও ঐরূপ শিবলিঙ্গের স্নানে ব্যবহৃত হইতে পারে) যথা, - ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ ॥১॥ ওঁ অঘোরেভ্যোহথঘোরেভ্যো ঘোরঘোরতরেভ্যঃ সর্ব্বতঃ সর্বসর্বেভ্যো নমস্তেহস্তু রুদ্ররূপেভ্যঃ ॥২॥ ওঁ সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি সদ্যোজাতায় বৈ নমঃ। ভবেহভবেহনাদিভবে ভজস্ব মাং ভবোদ্ভবায় নমঃ ॥৩॥ ওঁ বামদেবায় নমো জ্যেষ্ঠায় নমঃ শ্রেষ্টায় নমো রুদ্রায় নমঃ কালায় নমঃ কলবিকরণায় নমো বলবিকরণায় নমো বলপ্রমথনায় নমঃ সর্ব্বভূতদমনায় নমো মনোন্মনায় নমঃ ॥৪॥ ওঁ ঈশানঃ সর্ব্ববিদ্যানাং ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং ব্রহ্মাধিপতির্ব্রহ্মণোহধি পতির্ব্রহ্মা শিবো মেহস্তু সদাশিব ওঁ ॥৫॥

বাণলিঙ্গের ধ্যান যথা,-ঐঁ প্রমত্তং শক্তিসংযুক্তং বাণাখ্যাঞ্চ মহাপ্রভম্। কামবাণান্বিতং দেবং সংসারদহনক্ষমম্। শৃঙ্গারাদিরসোল্লাসং বাণাখ্যং পরমে-..............

শ্বরম্। এবং ধ্যাত্বা বাণলিঙ্গ যজেত্তং পরমং শিবম্॥ অর্থাৎ বাণনামধারী শিব, প্রমত্ত শক্তিযুক্ত কামবাণান্বিত নানারসে উল্লসিত সংসারকে নিমেষেই দহন করিতে পারেন, এইভাবে পরমশিবস্বরূপ বাণেশ্বরের ধ্যান করিয়া পূজা করিবে। কূর্ম্মমুদ্রায় গন্ধপুষ্প লইয়া এইরূপ ধ্যানপূর্বক নিজমস্তকে পুষ্প রাখিয়া আপনার ইষ্টদেবতা হইতে অভিন্ন শিবশক্তি-যুগলমূর্ত্তি ভাবনা করিয়া মনসপূজা করিবে যথা, - (উভয় হস্তের কণিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠ-যোগে) লং পৃথ্ব্যাত্মকং গন্ধং বাণেশ্বরশিবায় সমর্পয়ামি নমঃ ইত্যাদি (পৃঃ ৩)। অথবা যোগসার মতানুসারে (গুরুপূজা দেখুন ৬২ পৃঃ) মনে মনে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিবে। পরে দ্বিতীয়বার কূর্ম্মমুদ্রায় গন্ধপুষ্প লইয়া ধ্যান পাট করিয়া মনে মনে কুন্ডলিনীকে সহস্রারে লইয়া গিয়া সেই স্থান তেজঃপুঞ্জময় ভাবনা করিয়া সেই তেজ হইতে শিবশক্তিরূপ মুর্ত্তি কল্পনা করিয়া বামনাসিকার নিশ্বাস দ্বারা সেই কল্পিতমূর্ত্তি কূর্মমুদ্রাস্থিত পুষ্পে সংস্থাপন পূর্ব্বক বাণেশ্বরের মস্তকে বিন্যাস করিয়া দশোপচারে বা পঞ্চোপচারে পূজা করিবে। যথা - ঐং এতৎ পাদ্যং বাণেশ্বরশিবায় নমঃ। ঐরূপ ঐং এষ অর্ঘ্যঃ। ঐং ইদমাচনীয়ং। ঐং ইদং স্নানীয়ং। ঐং এষ গন্ধঃ। ঐং ইদং সচন্দনপুষ্পং। ঐং ইদং সচন্দন-বিল্বপত্রং। ঐং এষ ধূপঃ। ঐং এষ দীপঃ। ঐং ইদং নৈবেদ্যং। ঐং ইদং পানার্থোদকং। ঐং ইদং পুনরাচমনীয়ং। ঐং ইদং তাম্বুলং। (সর্বত্র শেষে বাণেশ্বর-শিবায় নমঃ)। যদি ধূপ দীপ বা নৈবেদ্য উপস্থিত না থাকে, তাহা হইলে-ইদং ধূপার্থোদকং। ইদং দীপার্থোদকং। ইদং নৈবেদ্যার্থোদকং। এইরূপ বলিয়া জলদ্বারা পূজা করিবে। অথবা ঐং ইদম্ উদাকাত্মকং ধূপং ইত্যাদিরূপে পূজা করিবে। সমস্ত উপচারই বাণেশ্বরের মস্তকে দিতে হইবে। মস্তকে দিবার সুবিধা না হইলে অন্য পাত্রে রাখিয়াও নিবেদন করা যাইতে পারে। পরে ঐঁ বীজে প্রাণায়াম করিয়া নিজ ইষ্টদেবতা ও বাণেশ্বর অভিন্ন, এইরূপ ভাবনা পূর্বক 'ঐঁ' এই বীজ ১০৮ বার াথবা যথাশক্তি জপ করিবে। অনন্তর, ওঁ গুহ্যতি গুহ্যগোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপং। সিদ্ধির্ভবতু মে দেব ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বর॥ এই মন্ত্রে জপ সমর্পণ করিবে। তৎপরে প্রণাম যথা - ওঁ বাণেশ্বরায় নরকার্ণবতারনায় জ্ঞানপ্রদায় করুণাময়সাগরায়। কর্পূরকুন্দধবলেন্দু-জটাধারায় দারিদ্র্যদুঃখদহনায় নমঃ শিবায়॥ ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে। নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর॥ অর্থাৎ--করুণাময় বাণেশ্বর শিব আমাদের সংসারের সমস্ত পাপমোচন এবং নরক হইতে ত্রাণ করিয়া.........

জ্ঞান প্রদান করেন। তিনি জটাধারী, কর্পূর-শুভ্র চন্দ্র ধারণ করিয়া আছেন। তিনি আমাদের দারিদ্র্য দুঃখ হরণ করুন। তিনি 'কারণ' 'উপাদান' এবং 'নিমিত্ত' এই ত্রিবিধ কারণের হেতু, আমি তাঁহার চরণে আত্মনিবেদন করিতেছি দেব। তুমিই একমাত্র গতি, তোমাকে নমস্কার! অনন্তর দক্ষিণহস্তের তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠযোগে দক্ষিণগণ্ডে আঘাত করিতে করিতে ব্যোম্ ব্যোম্ শব্দে পাঁচবার মুখবাদ্য করিবে। বাণলিঙ্গস্তব যথা,- ওঁ বাণলিঙ্গ মহাভাগ সংসারাৎ ত্রাহি মাং প্রভো। নমস্তে চোগ্ররূপায় নমস্তে ব্যক্তযোনয়ে। সংসারকারিণে তুভ্যং নমস্তে সুক্ষরূপধৃক্। প্রমত্তায় মহেন্দ্রায় কালরূপায় বৈ নমঃ। দহনায় নমস্তুভ্যং নমস্তে যোগকারিণে। ভোগিনাং ভোগকর্ত্রে চ মোক্ষদাত্রে নমো নমঃ। নমঃ কামাঙ্গনাশায় নমঃ কল্মষহারিণে। নমো বিশ্ব প্রদাত্রে চ নমো বিশ্বরূপিণে। বাণস্য বরদাত্রে চ রাবনস্য ক্ষয়ায় চ। বামস্যানুগ্রহার্থায় রাজ্যায় ভরতস্য চ। মুনীনাং যোগদাত্রে চ রাক্ষসানাং ক্ষয়ায় চ। নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমো নমঃ। ঐং দাহিকাশক্তিযুক্তায় মহামায়াপ্রিয়ায় চ। ভগপ্রিয়ায় শর্বায় বৈরিণাং নিগ্রহায় চ। পরিত্রানায় যোগিণাং কৌলিকানাং পিয়ায় চ। কুলাঙ্গনানাং ভক্তায় কুলাচাররতায় চ। কুলভক্তায় যোগায় নমোঃ নারায়ণায় চ। মধুপানপ্রমত্তায় যোগেশায় নমো নমঃ। কুলনিন্দাপ্রণাশায় কৌলিকাণাং সুখায় চ। কুলযোগায় নিষ্ঠায় শুদ্ধায় পরমাত্মনে। পরমাত্মস্বরূপায় লিঙ্গমূলাত্মকায় চ। সর্বেশ্বরায় শর্ব্বায় শিবায় নির্গুণায় চ। ইত্যেতৎ পরমং গুহ্যং বাণলিঙ্গস্য শঙ্কর। যঃ পঠেৎ সাধকশ্রেষ্ঠো গাণপত্যং লভেত সঃ। স্তবস্যাস্য প্রসাদেন যোগী যোগিত্বমাপনুয়াৎ। রাজ্যার্থিনাং ভবেদ্রাজ্যং ভোগিনাং ভোগ এব চ। সাধূনাং সাধনং দেব কৌলিকানাং কুলং ভবেৎ। যং যং কাময়তে মন্ত্রী তং তমাপ্নোতি লীলয়া। বাণলিঙ্গপ্রসাদেন সর্ব্বমাপ্নোতি সত্বরম্। কিমন্যৎ কথয়ামীহ সর্বং বেত্থসি কুলেশ্বর। মহাভয়ে সমুৎপন্নে রাজদ্বারে কুলেশ্বর। দেশান্তরভয়প্রাপ্তে দস্যুচৌরাদিসঙ্কুলে। পঠনাৎ স্তবরাজস্য ন ভয়ং লভতে ক্বচিৎ। বাণলিঙ্গস্য মাহাত্ম্যং সংক্ষেপাৎ কথিতং ময়া। তস্য শ্রবণমাত্রেণ নসো মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ। বাণলিঙ্গং সদারাধ্যং যোগিণাং যোগসাধনে। কৌলিকানাং কুলাচারে পশুনাং শক্রনিগ্রহে। বেদজ্ঞানং বেদপাঠে রোগিণাং রোগনাশনে। যো যা নারাধয়েদেনং সব্বং তন্নিষ্ফলং ভবেৎ। ইতি শ্রীযোগসারে সর্বাগমোত্তমে হরপার্বতীসংবাদে বাণলিঙ্গ-স্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥...............

অনন্তর যথাসাধ্য অষ্টাঙ্গ বা পঞ্চাঙ্গ প্রণাম করিবে। বাণেশ্বরের উপর সকল দেবদেবীরই পূজা হইতে পারে, আবাহন বা বিসর্জ্জন নাই। (৭৩) টীকা দেখুন।

শিবপূজায় বিল্বপত্র দানাদি বিষয়ে অনেকেই ভ্রমনিবন্ধন অন্যথাচরণ করিয়া থাকেন। অতএব এস্থলে প্রমাণসমেত তাহার ব্যবস্থা প্রদত্ত হইতেছে। শিবের মস্তকে বা অন্য দেবতার মস্তকে বিল্বপত্র দিতে হইলে চিত করিয়া না দিয়া উপুর করিয়া দিতে হইবে। প্রমাণ যথা লিঙ্গার্চ্চনতন্ত্রে, জলজং স্থলজং বাপি পত্রং পুষ্পং ফলং তথা। যথোৎপন্নং তথা দেয়ং বিল্বপত্র জলসমেত (আর্দ্র) দেওয়া কর্ত্তব্য। যথা- সজলং বিল্বপত্রঞ্চ নির্জ্জলং তুলসীদলম্। ইতি।

বিল্বপত্রের উপরি বাণেশ্বর স্থাপন করা যাইতে পারে না। প্রমাণ যথা শিবার্চ্চণতন্ত্রে বাণেশ্বর-প্রকরণে, - মদাসনং বিল্বপত্রং ন কুর্ব্বীত কদাচন। যদি মোহাৎ প্রকুর্ব্বীত শিবহা ব্রতমাচরেৎ ॥ ইতি। পার্থিব-শিবলিঙ্গ, বিল্বপত্রের উপরি স্থাপন করিতে হইবে। প্রমাণ যথা রুদ্রযামলে পার্থিব-শিববিষয়ে, -কেশ কঙ্কর-কীটাদি-স্থিতে দুঃখং যতো ভবেৎ। তদ্দোষস্যোপশান্ত্যর্থং -মালূরে স্থাপয়েৎ শিবম্ ॥ ইত্যাদি।

যাঁহারা বিষ্ণুক্রান্তাতে অর্থাৎ বিন্ধ্যপর্বতের পূর্ব চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত দেশ সমূহে বাস করিতেছেন, তাহাদের পক্ষে বিল্বপত্রের বৃন্তচ্ছেদ করিয়া তদ্বারা শিবপূজা বা অন্য দেবদেবী পূজা করা কর্ত্তব্য নহে। প্রমাণ যথা শিবতন্ত্রে বিষ্ণুক্রান্তা-প্রকরণে, -বিল্বপত্রং মহাযন্ত্রং ত্রিপত্রং পরমেশ্বরি। অতএব মহেশানি বজ্রহীনং ন দাপয়েৎ ॥ বজ্রহীনে প্রদাতব্যে শিবহত্যা প্রজায়তে। যেন তেন প্রকারেণ সবজ্রঞ্চ প্রদাপয়েৎ ॥" ইতি। অপর প্রমাণ যথা তন্ত্রান্তরে, - বিষ্ণু-ক্রান্তাসু দেবেশি বজ্রমোক্ষং ন কারয়েৎ॥ ইতি।

যাঁহারা অশ্বক্রান্তাতে অর্থাৎ বিন্ধ্যপর্ব্বতের দক্ষিণ দাক্ষিণাত্য প্রদেশে বাস করেন, তাঁহারা বিল্বপত্রের বৃন্তচ্ছেদন করিয়া তদ্বারা শিবপূজা করিবেন। বৃন্তযুক্ত বিল্বপত্রে শিবপূজা করিতে পারিবেন না। প্রমাণ যথা লিঙ্গার্চ্চনন্ত্রে অশ্বক্রান্তাবিষয়ে, - ইন্দ্রস্যাস্ত্রমিদং বজ্রং বৃন্তমূলে চ পার্বতি। প্রাণান্তেহপি ন দাতব্যং সবজ্রং মচ্ছিরোপরি ॥" ইতি।

রথক্রান্তাতে কোন বিশেষ বিধি বা নিষেধ নাই সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে সবজ্র বিল্বপত্র দ্বারা পূজা করাই বিধেয়। (পুষ্প বিষয়ে জ্ঞাতব্য কালীপূজা দ্রঃ।)................

এক্ষণে বিষ্ণুক্রান্তা, রথক্রান্তা ও অশ্বক্রান্তার সীমা নির্দ্দেশ করা যাইতেছে। যথা শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে, -বিন্ধ্যপর্ব্বতমারভ্য যাবচ্চট্টলদেশতঃ। বিষ্ণুক্রান্তেতি বিখ্যাতা মুণিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥ বিন্ধপর্বতমারভ্য মহাচীনাবধি প্রিয়ে। রথক্রান্তেতি বিখ্যাতা মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ, বিন্ধ্যপর্ব্বতমারভ্য যাবদেব মহোদধিঃ। অশ্বক্রান্তেতি বিখ্যাতা মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ইতি। এই বচনের তাৎপর্য্য এই যে, বিন্ধ্যপর্ব্বতের পূর্ব্বপ্রান্তের উপরি উত্তর দক্ষিণ লম্বা একটি সরল রেখা টান। ঐ রেখা, দক্ষিণ সমুদ্রতীর হইতে আরম্ভ করিয়া হিমালয় পর্বতের উত্তরাংশ পর্য্যন্ত দীর্ঘ হইবে। বিন্ধ্যপর্বতের -পূর্বসীমা হইতে পর্ব্বতের উপর দিয়া পশ্চিম-বাহিনী আর একটি রেখা টান। এই রেখা পশ্চিমে ভারতের শেষ সীমা পর্য্যন্ত যাইবে। ইহা দ্বারা ভারতবর্ষ তিনখন্ডে বিভক্ত হইল। ইহার কেন্দ্রস্থল বিন্ধ্যপর্বতে পূর্বপ্রান্ত। ইহার পূর্বখন্ড বিষ্ণুক্রান্তা। পশ্চিমোত্তর খন্ড রথক্রান্তা। দক্ষিণপশ্চিম খন্ড অশ্বক্রান্তা। কাশীধামের, পশ্চিমে বিন্ধ্যপর্বতের পূর্ব্বাংশ। সুতরাং বিন্ধ্যপর্ব্বতের পূর্ব্ব, ব্রহ্মদেশের পশ্চিম, সমুদ্রের উত্তর মহাচীন অর্থাৎ হিমালয়ের উত্তরস্থিত দেশ সমুহের দক্ষিণাংশ, এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন মহাপ্রদেশকে বিষ্ণুক্রান্তা বলা যায়।

বিল্বপত্রে আর একটি বিশেষ আছে যে, ফলশূন্য বৃক্ষের বিল্বপত্রে পূজা প্রশস্ত নহে। প্রমাণ যথা বরদাতন্ত্রে, -ফলশূণ্যবৃক্ষজাতৈবিল্বপত্রৈর্নচার্চ্চয়েৎ ॥ ইতি। বিল্বপত্র ধৌত করিবার সময় যাহাতে বৃন্ত ধৌত না হয় তাহা করিবে। প্রমাণ যথা ভবিষ্যপুরাণে, -"বিল্বপত্রস্য প্লবনং বৃন্তং হিত্বা তু প্লাবয়েৎ। বৃন্তসংপ্লবনাদেব ফলং হরতি রাক্ষসঃ ॥" ইতি। অভাবপক্ষে চূর্ণবিল্বপত্রেও পূজা হইতে পারে; এবং তাহা ছয়মাস পর্য্যন্ত পর্যুসিত হয় না। যথা -'খন্ডিতৈশ্চ শিবঃ পূজ্যঃ পত্রৈরন্যৈরখন্ডিতৈঃ। সন্মাষানন্তরং বিল্বপত্রং পর্য্যুসিতং ভবেৎ॥" বিল্বপত্রচয়ন মন্ত্র যথা - 'অমৃতোদ্ভব শ্রীবৃক্ষ শঙ্কারস্য সদা প্রিয়। ক্ষমস্ব শিব পূজার্থং তব পত্রং হরাম্যহম ॥" মন্ত্রান্তরে যথা -'পূণ্যবৃক্ষ মহাভাগ মালুর শ্রীফল প্রভো। মহেশ পূজনার্থায় ত্বৎপত্রাণি চিনোম্যহম্ ॥"

বৃহদ্ধর্মপূরাণে বিহিত হইয়াছে যে, - অমাবস্যা পূর্ণিমা দ্বাদশী এই তিন থিথিতে এবং সায়ং ও মধ্যাহ্নকালে বিল্বপত্র চয়ন করিবে না। বিল্ববৃক্ষে আরোহরণ করা ও শাখা ভঙ্গ করাও নিষিদ্ধ। সুবিধা না হইরে বরঙ আরোহণ করিতে পারা যায় কিন্তু শাখা ভঙ্গ করা একেবারেই নিষিদ্ধ। বিল্বমূলে.............

একটি শিব পূজা করিলে কোটি শিবলিঙ্গের পূজার ফল হয়। বিল্বমূল হইতে চারিহাত অন্তর পর্য্যন্ত স্থান উহার মহাক্ষেত্র এবং মহাপীঠের তুল্য। পরন্তু শত হাত পর্য্যন্ত স্থানকে ঐবৃক্ষের ক্ষেত্র বলা যায়।

দূর্ব্বা। অনেকেই শিব পূজার নিমিত্তে দূর্বার গর্ভমোচন করিয়া থাকেন। ফলতঃ গৃহস্থের পক্ষে দূর্ব্বার গর্ভমোচন করা কোন ক্রমেই কর্ত্তব্যনহে। প্রমাণ যথা শাক্তানন্দতরঙ্গিণীতে শিববিষয়ে-গৃহিণাং সগর্ভৈব দূর্বা দেয়া। যথা, - অন্তশূণ্যং ত্রিপত্রাঞ্চ যো দদ্যাম্মচ্ছিরোপরি। জন্মন্যত্র দরিদ্রঃ স্যাদন্তে চ নরকং ব্রজেৎ ॥" ইতি। পিচ্ছিলাতন্ত্রে, - দূর্বাপি গর্ভযুক্তা চেৎ দেবী তুষ্টিকরী ভবেৎ ॥ ইতি দেবীত্যুপলক্ষণম্; স্মৃতিতে গর্ভমোচনে বিধি আছে বটে, তাহা গৃহস্থের পক্ষে নহে। স্বতন্ত্রতন্ত্রে আছে যে, সপ্তপত্রান্বিত দূর্ব্বা হোমকর্ম্মণি শস্যতে। অন্যত্র পঞ্চপত্রা স্যাৎ ত্রিপত্রা চার্য্যকর্ম্মাণি ॥ অর্থাৎ হোমকালে সপ্তপত্রসমন্বিত দূর্বাই প্রশস্ত। অর্ঘ্যেত্রিপত্রযুক্ত দূর্ব্বাই প্রশস্ত এবং অন্যান্য কার্যে পঞ্চপত্রান্বিতা দূর্বা প্রশস্ত। শিবার্চ্চনচন্দ্রিকায় আছে, পত্রত্রয়ান্বিতা দুর্বা (শ) সর্ব্বকর্ম্মাণি শশ্যতে। হরতত্ত্ব দীধিতিদ্বার বলেন যে এস্থলে সর্ব (শর্ব) শব্দের অর্থ শিব, অতএব শিববিষয়ে সকল সময়েই ত্রিপত্রান্বিত প্রশস্ত, নচেৎ পূর্বোক্ত বচনের সহিত বিরোধ হয়। কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে, পূর্বোক্ত বচনের সপ্ত বা পঞ্চপত্রান্বিত দূর্ব্বার কার্য্যবিশেষ প্রাশস্ত্যই উল্লেখ করিয়াছেন। ত্রিপত্রান্বিত দূর্ব্বা তত্তৎ কার্য্যে অগ্রাহ্য বলিয়া কীর্ত্তিত হয় নাই। দূর্বার গর্ব পত্রসংখ্যা মধ্যে গৃহীত হইবে না। গৌতমীয় তন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের অর্ঘ্য বিষয়ে কথিত হইয়াছে যে, অর্ঘ্যে দুর্বা চারিটি দিবে, অন্যান্য দেবতা বিষয়ে বিশেষ উল্লেখ দেখিতে পাই না। শক্তি বিষয়ে হোমের প্রকরণে একত্রে তিনটি দূর্বা দানের ব্যবস্থা আছে। মৎস্যসূক্তে মঙ্গলচন্ডীর অর্ঘ্যে অষ্ট দূর্বা দানের ব্যবস্থা আছে। এতদ্ব্যতিরেকে শতদূর্ব্বা দানেরও ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। আমাদের বিবেচনায় অন্যূন তিনটি দূর্বা দেওয়া কর্ত্তব্য। অভাবে একটি দূর্বা, তদভাবে অর্ঘ্যে কেবল তন্ডুল দিলেও চলিবে। গুরুড়-পুরাণে আছে, ভানুবারং বিনা দূর্বাং তুলসীং দ্বাদশীং বিনা। জীবিতস্যাবিনাশায় ন বিচিন্বীত ধর্ম্মবিৎ। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, রবিবারে দূর্বাচয়ন নিষিদ্ধ। শিবলিঙ্গ একত্র দুইটি পূজা করা নিষিদ্ধ; দুটী থাকিলে পৃথক্ পৃথক্ পূজা করা কর্ত্তব্য। দুয়ের অধিক যতই হউক;...................

একবার পূজা করিলে সকলের পূজা করা হইবে; ইচ্ছা হইলে প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ পূজাতে দোষ নাই। ব্রহ্মণাদি বর্ণভেদে পার্থিব লিঙ্গ নির্ম্মাণে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের মৃত্তিকা প্রশস্ত বলিয়া কথিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণের পক্ষে শুক্লবর্ণ মৃত্তিকা প্রশস্ত, ক্ষত্রিয়ের রক্তবর্ণ, বৈশ্যের পীতবর্ণ এবং শূদ্রের কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকাই প্রশস্ত, অভাবে সকলের পক্ষে যে কোন বর্ণের মৃত্তিকা নির্ম্মিত লিঙ্গই প্রশস্ত। ওঁ হরায় নমঃ এই মন্ত্রে মৃত্তিকা আহরণ করিবে। ওঁ মহেশ্বরায় নমঃ এই মন্ত্রে শিবলিঙ্গ গঠন করিবে। মাতৃকাভেদতন্ত্রে কথিত আছে, অন্যূন একতোলা বা দুইতোলা মৃত্তিকা লইয়া শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ করিতে হইবে। এই মাতৃকাভেদতন্ত্রে এবং তন্ত্রান্তরে আছে, শিবলিঙ্গ অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ অপেক্ষা ক্ষুদ্র এবং বিতস্তি পরিমাণ অপেক্ষা বৃহৎ হইবে না। পার্থিব শিবলিঙ্গ নির্ম্মান করিয়া পূজা করিতে হয়। উচ্চতা, বিস্তার, পীঠ, প্রভৃতির যথোক্ত পরিমাণমত না করিলে, সেই শিব পূজায় নানারূপ বিপৎপাতের সম্ভাবনা। লিঙ্গার্চ্চন তন্ত্রে একহস্তে লিঙ্গ নির্ম্মাণের বিধি দৃষ্ট হয়। দক্ষিণহস্ত অপেক্ষা বাম হস্তে নির্ম্মিত লিঙ্গপূজায় অধিক ফল। অবশ্য যিনি এক হস্তে অক্ষম হইবেন, তিনি উভয় হস্তে লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিবেন। বিশ্বসার তন্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, বেদীর উপর লিঙ্গভাগ অঙ্গুষ্ঠপর্ব্ব পরিমাণ দীর্ঘ হইবে। অঙ্গুষ্ঠপর্ব্ব শব্দে অঙ্গুষ্ঠের বৃহৎ পর্ব্বই বুঝিতে হইবে। এই লিঙ্গ নির্ম্মাণে ত্রিসূত্রীকরণ এবং পঞ্চসূত্রীকরণেরও বিধান দৃষ্ট হয়। বেদীর উপরে লিঙ্গভাগের দীর্ঘতা লিঙ্গের পর হইতে পীঠের অগ্রভাগ পর্য্যন্তের দীর্ঘতা, এবং বামে ও দক্ষিণে বেদীর ব্যাস হইতে লিঙ্গের ব্যাস বাদ দিয়া যাহা থাকিবে তাহা, এই তিনটির পরিমাণ বা দীর্ঘতা সমান হইলে, তাহাকে ত্রিসূত্রীকরণ বলে। এইরূপ বেদীর উপরের লিঙ্গভাগ ঐ লিঙ্গমস্তকের বিস্তার বা ব্যাস, লিঙ্গের পরস্থিত পীঠাগ্র পর্য্যন্ত অংশ, লিঙ্গের চতুর্দ্দিকস্থিত বেদীর যে অংশ বামে ও দক্ষিণে লিঙ্গের বহির্ভাগে আছে, তদুভয়ের মিলিত পরিমাণ বা বেদীর ব্যাসার্দ্ধ ও সেই বেদীর নিম্নে অবশিষ্ঠাংশ এই পঞ্চস্থানের সম পরিমাণকরণকে পঞ্চসূত্রীকরণ বলে। কালোত্তর তন্ত্রে বিহিত হইয়াছে যে, স্ফাটিক ও মারকত প্রভৃতি লিঙ্গেরই পঞ্চসূত্রীকরণ হইয়া থাকে। যথা, স্ফাটিক-মারকতাদীনাং পঞ্চসূত্রী-প্রমাণকং পরন্তু তন্ত্রান্তরে আছে, রত্নাদিষু চ নির্ম্মাণে মানমিচ্ছাবশাত্তবেৎ। অর্থাৎ রত্নাদি নির্ম্মিত লিঙ্গে পরিমাণের বিধান নাই, পার্থিব শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া মস্তকে...............

বস্ত্র স্থাপন করিতে হইবে। শিবলিঙ্গ স্থাপণপূর্ব্বক প্রথমতঃ একবার সবস্ত্রস্নান করাইয়া বস্ত্র মোচন করিতে হইবে। প্রমাণ যথা, -লিঙ্গচ্ছিদ্রে মহেশানি মহাবহ্নিঃ পূজায়তে। অতএব বরারোহে বস্ত্রং দদ্যাচ্ছিরোপরি। সবস্ত্রং গঠয়েদ্দেবি সবস্ত্রং স্থাপনং চরেৎ। সবস্ত্রং স্নাপয়িত্বা চ ততো বস্ত্রং পরিত্যজেৎ ॥

বলাবাহুল্য, বাণলিঙ্গ, প্রতিষ্টিতলিঙ্গ, প্রতিমা বা অন্যান্য যন্ত্রে বস্ত্র কল্পনা নাই।

বস্ত্র মোচনে বিশেষ এই যে, সৌর ও শাক্ত ঈশানকোণে বস্ত্র নিক্ষেপ করিবেন। বৈষ্ণব, লিঙ্গের পশ্চাদ্ভাগে বজ্রশিলা কল্পনা করিয়া সেই স্থানে মোচন করিবেন। শৈব ঈশানকোণ লিঙ্গমূলে নিক্ষেপ করিবেন। গাণপতগণ লিঙ্গের দক্ষিণভাগে গণেশের গজদন্ত কল্পনা করিয়া সেই স্থানে ঐ বস্ত্র নিক্ষেপ করিবেন। যথা, ঐশান্যাং নিঃক্ষিপেৎ বস্ত্রং সৌরঃ শাক্তশ্চ সুব্রতে। বৈষ্ণবো বজ্রশিলায়াং পৃষ্ঠদেশে চ তং ত্যজেৎ। শৈবৈশান্যাং লিঙ্গমূলে দক্ষদন্তে চ গাণপাঃ। লিঙ্গার্চ্চনতন্ত্রে শাক্তের শক্তিপীঠে বস্ত্রমোচন আছে। সামান্য কাণ্ডের প্রথমে পাদপ্রক্ষালন কালে শৈব সর্ব্বদা উত্তর মুখেই পাদপ্রক্ষালন করিবেন। অবশ্য প্রথমে বামপাদ প্রক্ষালনই বিধেয়। পরন্তু কাংস্যাধারে পাদ প্রক্ষালন করিতে নাই এবং কুশদ্বারা পাদমার্জন করিতে নাই।

তন্ত্রে কাম্যপূজাতে শিবস্থিতিস্থান নিরূপণ বিহিত হইয়াছে। এই স্থানে আমরা প্রসঙ্গক্রমে তাহাই উদ্ধৃত করিলাম। নিত্যপূজায় অবশ্য ইহা বিহিত হইতে পারে না। যথা - তিথিশ্চ দ্বিগুণীকৃত্য পঞ্চভিশ্চ সমন্বিতং। সপ্তভিশ্চ হরেদ্ভাগং শিববাসং সমুদ্দিশেৎ॥ একেন বাসঃ কৈলাসে দ্বিতীয়ে গৌরীসন্নিধৌ। তৃতীয়ে বৃষভারূঢ়ঃ সভারাঞ্চ চতুর্থকে। পঞ্চমে ভোজনে চৈব ক্রীড়ায়াঞ্চ রসায়নে। শ্মশানে সপ্তমে চৈব শিববাসঃ প্রকীর্ত্তিতঃ কৈলাসে চ ভবেৎ সৌখ্যং গৌর্য্যাঞ্চ সুখসম্পদঃ। বৃষভেহভীষ্টসিদ্ধিঃ স্যাৎ সভা সন্তাপকারিণী। ভোজনে চ ভবেৎ কার্য্যাং ক্রীড়া কার্য্যবিনাশিনী। শ্মশানে চ ভবেন্মৃত্যুঃ ফলমেবং বিচারয়েৎ॥ শিববাসমবিজ্ঞায় প্রবৃত্তঃ শিবকর্মসু। ন তস্য ফলমাপ্নোতি সত্যং বর্ষশতৈরপি ॥ ইতি

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, নির্দ্দিষ্ট দিনে যে তিথি হইবে, সেই তিথি সংখ্যাকে দ্বিগুণ করিয়া তাহার সহিত পাঁচ যোগ করিতে হইবে। ঐ যোগফলকে সাত দিয়া ভাগ করিতে হইবে। যাহা ভাগশেষ থাকিবে, তাহা দেখিয়াই শিবের..................

অথ শিবপূজা।

প্রথমতঃ সাধক উত্তরমুখ হইয়া উপবেশন পূর্বক পূর্বোক্ত সাধারণ পদ্ধতিক্রমে বর্ণন্যাস ও গুরুপূজাদিসম্পন্ন করিয়া কাংস্যাদিপাত্রে (৪০) বিল্বপত্রের উপরি এরূপে পার্থিবশিব বসাইবে যে, পীঠের অগ্রভাগ উত্তর দিকে থাকিবে। পরে "ওঁ হরায় নমঃ" এই মন্ত্রে ঐ লিঙ্গ স্পর্শ পূর্বক মনে মনে মৃত্তিকা আনয়ন করিতে হইবে। "ওঁ মহেশ্বরায় নমঃ" এই মন্ত্রে শিবলিঙ্গ মার্জিত করিবে। (ইহার দ্বারাই মৃত্তিকা আহরণ ও শিবলিঙ্গ গঠন সিদ্ধ হইবে)। পরে শিবলিঙ্গ স্পর্শ করিয়া "ওঁ শূলপাণে.......

স্থিতি বিষয় নিরূপণ করিতে হইবে। ঐ ভাগশেষ এক হইলে, বুঝিতে হইবে যে, এক্ষণে শিব কৈলাসে অবস্থিত আছেন। দুই ভাগশেষ হইলে, তিনি গৌরী সন্নিধানে আছেন। তিন হইলে তিনি বৃষভারূঢ়। চারি অবশিষ্টে তিনি সভায়, পাঁচ হইলে তিনি ভোজনে, ছয় হইলে তিনি ক্রীড়ারত, এবং ভাগশেষ যদি সাত বা শূণ্য থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, যে শিব এক্ষণে শ্মশানে অবস্থিত।

শিব যখন কৈলাসে অবস্থান করেন, তখন কোন কাম্য কার্য্য করিলে তাহাতে সুখবর্দ্ধন হয়। গৌরীসন্নিধানে সুখ ও সম্পদ বৃদ্ধি হয়। তিনি যখন বৃষভারূঢ়, তখন কার্য্য করিলে অভীষ্ট সিদ্ধি হয়। কিন্তু সভায় উপস্থিত কালে সন্তাপ বৃদ্ধি করে। ভোজন কালে কার্য্য সিদ্ধি হয়। অপি চ ক্রীড়াকালে কার্য্য হানি এবং শ্মশানে উপস্থিত কালে কার্য্য করিলে মৃত্যু হইয়া থাকে অতএব এইরূপ বিচার করিয়া শিববিষয়ে কাম্য কার্য্য করা কর্ত্তব্য।

(৪০) - সকল দেবতাই তাম্রপাত্রে স্থাপন করিতে পারা যায়; কিন্তু শিব পূজায় কাংস্যপাত্র প্রশস্ত। সকল প্রকার লিঙ্গই স্বর্ণপাত্রে ও রজতপাত্রে স্থাপন করা প্রশস্ত। পরন্তু ভস্মলিঙ্গ স্বর্ণপাত্রেস্থপান করিতে নাই। এইরূপ গব্যলিঙ্গ তাম্রপাত্রে স্থাপন নিষিদ্ধ। শিবলিঙ্গ সর্ব্বদা দক্ষিণ মুখে অর্থাৎ শক্তিপীঠ উত্তরদিকে রাখিয়া স্থাপন করিতে হইবে এবং সাধক স্বয়ং দক্ষিণদিকে উত্তরমুখে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার পূর্ব্বমুখ অর্থাৎ সদ্যোজাতবক্ত্রের পূজা করিবেন।..........

ইহ সুপ্রতিষ্ঠিতো ভব," এই মন্ত্রে প্রতিষ্ঠা করিবে (৪১)। অনন্তর বাণেশ্বরের স্নান মন্ত্রে স্নান করাইয়া (৬৫ পৃঃ) ঋষ্যাদিন্যাস করিবে যথা, - ওঁ নমঃ শিবায় অস্য মন্ত্রস্য বামদেবঃ-ঋষিঃ পঙক্তিচ্ছন্দঃ ঈশানো দেবতা চতুর্বর্গসিদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ। শিরসি বামদেব-ঋষয়ে নমঃ। মুখে পঙক্তিচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি ঈশানায় দেবতায়ৈ নমঃ ॥ মূর্ত্তিন্যাস। অঙ্গুষ্ঠযোগে তর্জ্জনীদ্বয়ে, নং তৎপুরুষায় নমঃ। অঙ্গুষ্ঠযোগে মধ্যমাদ্বয়ে মঃ অঘোরায় নমঃ। অঙ্গুষ্ঠযোগে কনিষ্ঠাদ্বয়ে, শিং সদ্যোজাতায় নমঃ। ঐরূপ অনামিকাদ্বয়ে বাং বামদেবায় নমঃ। তর্জনীযোগে অঙ্গুষ্ঠদ্বয়েয়ং ঈশানায় নমঃ (৪২) করন্যাস। ওঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। নং তর্জনীভ্যাং স্বাহা। মঃ মধ্যমাভ্যাং বষট্ । শিং অনামিকাভ্যাং হুঁ।............

যথা রুদ্রযামলে, ন প্রাচীমগ্রতং শম্ভোর্নোদীচিং শক্তিসংস্থিতাং। ন প্রতীচীং যতঃ পৃষ্ঠমতো দক্ষং সমাশ্রয়েৎ ॥

(৪১) - মন্ত্রমহোদধিতে কথিত হইয়াছে যে, ওঁ নমো হরায় এই মন্ত্রে মৃত্তিকাহরণ ওঁ নমো মহেশ্বরায় এই মন্ত্রে গঠন, ওঁ নমঃ শূলপাণয়ে এই মন্ত্রে প্রতিষ্ঠা ওঁ নমঃ পিণাকধৃচে এই মন্ত্রে আবাহন, ওঁ নমঃ পশুপতয়ে এই মন্ত্রে স্নপন.. ওঁ নমঃ শিবায় এই মন্ত্রে উপচার দান, ওঁ নমো মহাদেবায় এই মন্ত্রে বিসর্জন করিবে। পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য সাধকদিগের মধ্যে মন্ত্রমহোদধি সম্মত মন্ত্রই আদরণীয়।

যাঁহারা শৈব বা শিবমন্ত্রের উপাসক, অথবা যাঁহারা বিশেষরূপে শিবপূজা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা প্রথমে এইস্থলে পীঠন্যাস করিবেন। তদ্‌যথা - জগদ্ধাত্রীদূর্গাপূজাপদ্ধত্যুক্ত 'ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ' হইতে 'হ্রীঁ জ্ঞানাত্মনে নমঃ' এই পর্য্যন্ত পীঠদেবতাগণের ন্যাস করিয়া হৃৎপদ্মের পূর্ব্বাদিক্রমে পীঠশক্তির ন্যাস করিবে। যথা, - ওঁ বামায়ৈ নমঃ।(এইরূপ) জ্যেষ্ঠায়ৈ, রৌদ্র্যৈ, কাল্যৈ, কলবিকরিণ্যৈ, বলবিকরিণ্যৈ, বলপ্রমথিণ্যৈ, সর্ব্বভূতদমণ্যৈ, সর্বত্র প্রণবাদি নমোহন্তে ন্যাস করিতে হইবে। পরে হৃদপদ্মের মধ্যস্থলে ওঁ মনোন্মন্যৈ নমঃ। তদুপরি, নমো ভগবতে সকলগুণাত্মশক্তিযুক্তায় (সকলগুণাদিশক্তিরূপায়) অনন্তায় যোগপীঠাত্মনে নমঃ।

(৪২) - যাঁহারা সক্ষম হইবেন, তাঁহারা এইরূপ তর্জন্যাদি অঙ্গুলিসমুদায়ে যথাযথ মূর্ত্তি ন্যাস করিয়া, ঐমন্ত্রে উভয় হস্তের ঐ ঐ অঙ্গুরি দ্বারাই ক্রমশঃ-..................

বাং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্ । য়ং করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্ । অঙ্গন্যাস। ওঁ হৃদয়ায় নমঃ। নং শিরসে স্বাহা। মঃ শিখা য়ৈ বষট্॥ শিং কবচায় হূঁ। বাং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ ।..............

মুখে, হৃদয়ে পদদ্বয়ে গুহ্যে ও পরে মস্তকে এইরূপ ন্যাস করিবেন। এবং তৎপরে পুনরায় ঐঐ মন্ত্রে ঐরূপ অঙ্গুলিযোগে স্বয়ং পঞ্চমুখ বিবেচনা করিয়া ক্রমশঃ পুর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর ও উর্দ্ধমুখে ঐসকল ন্যাস করিবেন।

সক্ষম ব্যক্তি এইস্থলে গোলকন্যাস করিতে পারেন। তদ্‌যথা-হৃদয়ে ওঁ নমঃ। মুখে, নং নমঃ, দক্ষিণ অংশে, মঃ নমঃ, বামাংশে, শিং নমঃ, দক্ষিণ উরুতে বাং নমঃ, বাম উরুতে, য়ং নমঃ তত্ত্বমুদ্রায় তত্তৎস্থানে ন্যাস করিবে। পুনরায় এইরূপ ক্রমে কণ্ঠে নাভিতে, দক্ষিণপার্শ্বে, বামপার্শ্বে, পৃষ্ঠে ও হৃদয়ে এবং পুনশ্চ মস্তকে, মুখে দক্ষিণ-নেত্রে, বাম-নেত্রে, দক্ষিণ নাসিকায় ও বাম-নাসিকায় ক্রমশঃ ক্রমশঃ ন্যাস হইবে। পুনর্বার দক্ষিণবাহুমূলের সন্ধিতে, বাহুমধ্যসন্ধিতে, মণিবন্ধের সন্ধিতে, অঙ্গুলিমূলের সন্ধিতে, অঙ্গুলির মধ্যাসন্ধিতে এবং সমস্ত অঙ্গুলির অগ্রভাগে ক্রমশঃ ন্যাস করিতে হইবে। তৎপরে বামহস্তের, দক্ষিণপদের, বামপদের, ঐরূপ সন্ধিস্থানে ও অঙ্গুল্যগ্রে ক্রমশঃ ক্রমশঃ ন্যাস করিতে হইবে। এইরূপ মস্তক, মুখ হৃদয়, কুক্ষিদ্বয়ে, উরুদ্বয়ে, পাদদ্বয়ে এক এক মন্ত্রে ক্রমশঃ ন্যাস করিতে হইবে। এইরূপে আপনাকে শিবমূর্ত্তি চিন্তা করিয়া হৃদয়ে মুখে দক্ষিণোর্দ্ধহস্তস্থিত পরশুতে, দক্ষিণাধঃহস্তস্থিত মৃগে, বামোর্দ্ধহস্তস্থিত অভয়মুদ্রায়, বামাধঃহস্তস্থিত বরমুদ্রায়, ক্রমশঃ ঐ মন্ত্রে ন্যাস করিতে হইবে। পুনশ্চ এইরূপ মুখে অংশদ্বয়ে, হৃদয়ে, পাদদ্বয়ে, উরুদ্বয়ে এবং জঠরে ন্যাস করিয়া পুনরায় মস্তকে, নং তৎপুরুষায় নমঃ। ললাটে, মঃ অঘোরায় নমঃ। উদরে, শিং সদ্যোজাতায় নমঃ। হৃদয়ে, বাং বামদেবায় নমঃ। গুহ্যে, য়ং ঈশানায়নমঃ। এইরূপে পঞ্চমূর্ত্তি ন্যাস করিয়া তৎপরে শ্রীকণ্ঠাদিকমাতৃকান্যাস করিতে হইবে।

শ্রীকণ্ঠাদিকমাতৃকান্যাস যথা - অস্য শ্রীকণ্ঠাদিকমাতৃকান্যাসস্য দক্ষিণামুর্ত্তিঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দ অর্দ্ধাদ্রিজো হরো দেবতা হলো বীজানি স্বারাঃ শক্তয়ঃ সর্ব্বসিদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ। শিরসি দক্ষিণামূর্তিঋষয়ে নমঃ। মুখে গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি অর্দ্ধনিদ্রায় হরায় দেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে (মূলাধারে) হলভ্যো বীজেভ্দ নমঃ পাদয়ো স্বরেভ্যঃ শক্তিভ্যো নমঃ। সর্ব্বাঙ্গে অবক্তায় কীলকায় নমঃ॥...............

ষড়ঙ্গন্যাস যথা - অং কং খং গং ঘং ঙং আং হ্সাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং হ্সীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা। উং টং ঠং ডং ঢং ণং উং হ্সূং মধ্যমাভ্যাং বষট্। এং তং থং দং ধং নং ঐং হ্সৈং অনামিকাভ্যাং হুঁ। ওঁ পং ফং বং ভং মং ঔং হ্সৌং কণিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ হ্সঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্। হৃদয়াদিতে এইরূপ করিতে হইবে।

অনন্তর ধ্যান যথা - বন্ধুককাঞ্চননিভং রুচিরাক্ষমালাং পাশাঙ্কুশৌ চ বরদং নিজবাহুদণ্ডৈঃ। বিভ্রাণমিন্দুশকলাভরণং ত্রিনেত্র-মর্দ্ধাম্বিকেশমনিশং বপুরাশ্রয়ামঃ॥

পরে পূর্ব্বের ন্যায় মাতৃকামুদ্রায় ক্রমশঃ ললাট হইতে মাতৃকান্যাস করিবে যথা - হ্সৌং অং শ্রীকণ্ঠেশায় পূর্ণোদর্য্যৈ নমঃ। হ্সৌং আং অনন্তেশায় বিরজায়ৈং নমঃ। হ্সৌং ইং সূক্ষেশায় শাল্মল্যৈ নমঃ। হ্সৌং ঈং ত্রিমূর্ত্তীশায় লোলাক্ষ্যৈ নমঃ। হ্সৌং উং অমরেশায় বর্ত্তুলাক্ষ্যৈ নমঃ। হ্সৌং ঊং অর্ঘীশায় দীর্ঘঘোণায়ৈ নমঃ। হ্সৌং ঋং ভারভূতীশায় (ভারমূর্ত্তীশায়) দীর্ঘমুখ্যৈ নমঃ। হ্সৌং ৠং তিথীশায় গোমুখ্যৈ নমঃ। হ্সৌং ঌং স্থাণ্বীশায় দীর্ঘজিহ্বায়ৈ নমঃ। হ্সৌং ৡং হরেশায় কুণ্ডোদর্যৈং নমঃ। হ্সৌং এং ঝিন্টীশায় উর্দ্ধকেশ্যৈ নমঃ। হ্সৌং ঐ ভৌতিকেশায় বিকৃতাস্যায়ৈ নমঃ। হ্সৌং ওঁ সদ্যোজাতেশায় জ্বালামুখ্যৈ নমঃ। হ্সৌং ঔঁ অনুগ্রহেশায় উল্কামুখ্যৈ নমঃ। হ্সৌং অং অক্রুরেশায় শ্রীমুখ্যৈ নমঃ। হ্সৌং অঃ মহাসেনেশায় বিদ্যামুখ্যৈ নমঃ। হ্সৌং কং ক্রোধীশায়মহাকাল্যৈ নমঃ। হ্সৌং খং চণ্ডেশায় সরস্বত্যৈ নমঃ। হ্সৌং গং পঞ্চান্তকেশায় (সর্বসিদ্ধি) গৌর্য্যৈ নমঃ। হ্সৌং ঘং শিবোত্তমেশায় ত্রৈলোক্য বিদ্যায়ৈ নমঃ। হ্সৌং ঙং একরুদ্রেশায় মন্ত্রশক্ত্যৈ নমঃ। হ্সৌং চং কুর্ম্মেশায় আত্মশক্ত্যৈ নমঃ। হ্সৌং ছং একনেত্রেশায় ভূতমাত্রে নমঃ। হ্সৌং জং চতুরাননেশায় লম্বোদর্য্যৈ নমঃ। হ্সৌং ঝং অজেশায় দ্রাবিণ্যৈ নমঃ। হ্সৌং ঞং সর্ব্বেশায় নাগর্য্যৈ নমঃ। হ্সৌং টং সোমেশায় খেচর্য্যৈ নমঃ। হ্সৌং ঠং লাঙ্গলীশায় মঞ্জর্য্যৈ নমঃ। হ্সৌং ডং দারুকেশায় রূপিণ্যৈ নমঃ। হ্সৌং ঢং অর্দ্ধনারীশায় বীরিণ্যৈ নমঃ। হ্সৌং ণং উমাকান্তেশায় কাকোদর্য্যৈ নমঃ। হ্সৌং তং আষঢ়ীশায় পুতনায়ৈ নমঃ। হ্সৌং থং দণ্ডীশায় ভদ্রকাল্যৈ নমঃ। হ্সৌং দং অদ্রীশায় যোগিন্যৈ নমঃ। হ্সৌং ধং মীনেশায় শঙ্খিন্যৈ নমঃ।..............

য়ং করতল পৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্ (৪৩)। ব্যাপকন্যাস যথা ওঁ নমোহস্তু স্থানুভূতায় জ্যোতির্লিঙ্গামৃতাত্মনে। চতুর্মূর্ত্তিবপুশ্‌ছায়াভসিতাঙ্গায় শম্ভবে॥ এই মন্ত্র পাট করিতে করিতে মস্তক হইতে পাদপর্য্যন্ত ও পদ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সাতবার, পাঁচবার বা তিনবার করদ্বারা মার্জন করিবে, এই ব্যাপকন্যাসের বিশেষ বিধি কালীপূজাস্থলে দৃষ্ট হইবে।................

হেসৌং নং মেঘেশায় গর্জিন্যৈ নমঃ। হেসৌং পং লোহিতেশায় কালরাত্র্যৈ নমঃ। হেসৌং ফং শিখীশায় কুব্জিন্যৈ নমঃ। হেসৌং বং ছগলণ্ডেশায় কপর্দিন্যৈ নমঃ। হেসৌং ভং দ্বিরণ্ডেশায় বজ্রায়ৈ নমঃ। হেসৌং মং মহাকালেশায় জয়ায়ৈ নমঃ। হেসৌং যং ত্বগাত্মনে বালীশায় সুমুখ্যৈ (সুমুখীশ্বর্য্যৈ) নমঃ। হেসৌং রং অসৃগাত্মনে ভুজঙ্গেশায় রেবত্যৈ নমঃ। হেসৌং লং মাংসাত্মনে পিনাকীশায় মাধব্যৈ নমঃ। হেসৌং বং মেদাত্মনে খড়্গীশায় বারুণ্যৈ নমঃ। হেসৌং শং অস্থ্যাত্মনে বকেশায় বায়ব্যৈ নমঃ। হেসৌং ষং মজ্জাত্মনে শ্বেতেশায় রক্ষোবিদারিণ্যৈ নমঃ। হেসৌং সং শুক্রাত্মনে ভৃগ্বীশায় সহজায়ৈ নমঃ। হেসৌং হং প্রাণাত্মনে নকুলীশায় লক্ষ্ম্যৈ নমঃ। হেসৌং লং জীবাত্মনে শিবেশায় ব্যাপিন্যৈ নমঃ। হেসৌং ক্ষং পরমাত্মনে সম্বর্ত্তকেশায় মহামায়ায়ৈ নমঃ।

রামার্চ্চনচন্দ্রিকায় এই ন্যাসের ঋষ্যাদি, ষড়ঙ্গ ও প্রয়োগে কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। তদুক্ত ঋষ্যাদিন্যাস যথা - অস্য শ্রীকণ্ঠাদিকন্যাসস্য অম্বরীশঋষিরনুষ্টুপ্‌চ্ছন্দ অর্দ্ধনারীশ্বরো দেবতা হলো বীজানি স্বরাঃ শক্তয়ো জ্ঞানবিজ্ঞানার্থে বিনিয়োঃগ ইত্যাদি॥ ষড়ঙ্গন্যাসে হেসৌং বীজ ষড়্‌দীর্ঘযুক্ত না করিয়া তত্তৎস্থলে ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ দেওয়া হইয়াছে। ন্যাসের প্রয়োগে ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অং শ্রীকণ্ঠেশপূর্ণোদরীভ্যাং নমঃ। ইত্যাদি ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ এই বীজপ্রয়োগের প্রমাণও আছে; পরন্তু আমরা তন্ত্রে স্পষ্ট প্রমাণ দেখিতে পাইলাম যে, উক্ত প্রয়োগে "শ্রীকণ্ঠেশপূর্ণোদরীভ্যাং না হইয়া "শ্রীকণ্ঠোশায় পূর্ণোদর্য্যৈ" ইত্যাদি আমাদের লিখিতরূপই প্রয়োগ হইবে। তন্ত্রসারের প্রয়োগও প্রমাণসঙ্গত হয় নাই।

(৪৩) - দেবতাভেদে তন্ত্রে ষড়ঙ্গমুদ্রারও বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। শৈবাগমে শৈব-ষড়ঙ্গমুদ্রা কথিত হইয়াছে যথা কৃতমুষ্টিপুটৌ হস্তৌ কৃত্বাঙ্গুষ্ঠৌ হৃদি নসেৎ। ....

হৃন্মুদ্রেয়ং সমাখ্যাতা শিরোমুদ্রা প্রকীর্ত্ত্যতে। ললাটাগ্রে সমাধায় কৃতমুষ্টিপুটো করৌ। কুর্য্যাৎ উর্দ্ধপ্রসক্তাগ্রে তর্জ্জন্যৌ জ্যেষ্ঠবাহ্যতঃ ॥ করৌ শিখায়াং সংযোজ্য কৃতমুষ্টিপুটাকৃতী। জ্যেষ্ঠাবধঃ প্রসক্তাগ্রৌ কনিষ্ঠাবূর্দ্ধতস্থতা। কুর্য্যাৎ সেয়ং শিখামুদ্রা সর্বোপদ্রবনাশিনী। কৃত্বাঙ্গুষ্ঠৌ প্রসক্তাগ্রৌ তর্জ্জন্যৌ চ ত্রিকোণবৎ। মুর্ধিনপশ্চান্মুখং কৃত্বা নয়েদুভয়-পার্শ্বতঃ। করৌ হৃদন্তমুদ্রেয়ং কবচস্যাভয়প্রদা ॥ কৃত্বা নেত্রমুখং হস্তং সক্তাঙ্গুষ্ঠকণিষ্ঠকম্। প্রসার্য্য মধ্যমাং কিঞ্চিন্নময়েদিতরাঙ্গুলী। নেত্রমুদ্রেয়মুদ্দিষ্টা রক্ষোভূমার্ত্তিজন্মনী। পরস্পরতলদ্বন্দ্বং পুনরাস্ফোটয়েদ্দশ। অর্থাৎ পরস্পর করতলদ্বয় সম্মুখীনরূপে সংযুক্ত করিয়া একহস্তের অঙ্গুলিসকলের মধ্যে অন্য হস্তের অঙ্গুলিসকল স্থাপিত করিয়া করপৃষ্ঠে অঙ্গুলিসকল আকুঞ্চনপূর্বক করতলদ্বয়ের মধ্যস্থল অবকাশযুক্ত (ফাঁপা) রাখিবে। ইহাতে একহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীমধ্যে অপর হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ, তর্জনী ও মধ্যমামধ্যে ঐ অপর হস্তের তর্জ্জনী মধ্যমা ও অনামামধ্যে মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠামধ্যে অনামা, এবং সেই হস্তের কনিষ্ঠা অন্য হস্তের কনিষ্ঠার বহিঃপার্শ্ব দিয়া করপৃষ্ঠে সংস্থাপিত হইবে ইহাকে উভয় হস্তের মুষ্টিপুট বলে। এই মুষ্টিপুটের অঙ্গুষ্ঠদ্বয় সরল ও সংযুক্ত রাখিয়া অঙ্গন্যাসকালে ঐ অঙ্গুষ্ঠদ্বয় হৃদয়ে স্পর্শ করিতে হইবে (হৃদয়ায় নমঃ)। ঐরূপ উভয় হস্তের মুষ্টিপুট করিয়া তর্জ্জনীদ্বয় ও অঙ্গুষ্ঠদ্বয় পরস্পরের সংযুক্ত ও সরল ভাবে উর্দ্ধাগ্র করিয়া ললাটের উপরি স্থাপন করিলে শিরোমুদ্রা হইবে (শিরসে স্বাহা)। ঐরূপ মুষ্টিপুট করিয়া শিখাতে, সংযুক্ত অঙ্গুষ্ঠদ্বয় অধোমুখ ও সংযুক্ত কনিষ্ঠাদ্বয় উর্দ্ধমুখ করিলেই শিখামুদ্রা হইল (শিখায়ৈ বষট্)। প্রত্যেক হস্তের তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ সংযুক্ত করিলে এক একটিতে ত্রিকোণ আকার হইবে। পরে ঐরূপ ভাবেই ব্রহ্মরন্ধ্রে করদ্বয় এরূপে রক্ষিত করিবে, যাহাতে পরিবর্ত্তিতভাবে একহস্তের করপৃষ্ঠ অন্য হস্তের করপৃষ্ঠে সংযুক্ত হয়; ইহাদ্বারা দক্ষিণকর কিঞ্চিদ্বামে ও বামকর তদ্দক্ষিণে পরিবর্তিতভাবে ব্রহ্মরন্ধ্রে রক্ষিত হইল। পরে মস্তকের বামপার্শ্ব দিয়া পূর্ব্বোক্ত মুদ্রাযুক্ত দক্ষিণহস্ত এবং দক্ষিণপার্শ্ব দিয়া বামহস্ত ক্রমশঃ হৃদয় পর্য্যন্ত নামাইয়া আনিতে হইবে। এই সময়ে উভয় হস্তের যুক্তভাবে অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী অগ্রভাগদ্বারা শরীর স্পর্শ করিতে করিতে আইসে, এই মুদ্রাই কবচমুদ্রা (কবচায় হুঁ)। দক্ষিণহস্ততল নেত্রের বা মুখের সম্মুখীন করিয়া কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠ কুঞ্চিতভাবে সংযুক্ত রাখিয়া মধ্যমা সরল, তর্জ্জনী ও অনামা কুঞ্চিতভাবে কিঞ্চিন্নমিত ভাবে নেত্রত্রয় স্পর্শ করিবে (নেত্রত্রয়ায়

বৌষট্)। অনন্তর অস্ত্র-ফট্‌কারকালে প্রসারিত উভয় করতলে দশবার অস্ফোটন করিবে (অস্ত্রায় ফট্)।

বৈষ্ণবের অঙ্গন্যাসে ষড়ঙ্গমুদ্রা বা রাঘবভট্ট-প্রসারিততলেনৈব পাণিনা হৃদয়ং শিরঃ। প্রোক্তা শিখা তথা সম্যক্ অধোহঙ্গুষ্ঠেন মুষ্ঠিনা। তথাবিধাভ্যাং পাণিভ্যাং বর্মস্কন্ধাদিনাভিগং। তর্জনীমধ্যমানামাঃ প্রোক্তা নেত্রতয়ে ক্রমাৎ। যদা নেত্রদ্বয়ং প্রোক্তং তদা তর্জনীমধ্যমে। প্রমাণান্তব যথা - অঙ্গুষ্ঠ-বর্জমঙ্গুলিশ্চতস্রো হৃদি মূৰ্দ্ধনি। শিখায়াং মুষ্ঠিরেষ স্যাদঙ্গুষ্টকৃতনালিকা। সর্বাঙ্গুলয়ঃ অনাকৈঃ পাণ্যোঃ কবচবন্ধনং। এই উভয় প্রমাণের তাৎপর্য্য হয় যে, করতল প্রসারিত করিয়া অঙ্গুষ্ট ব্যতিরেকে অন্য অঙ্গুলিচতুষ্টয় যুক্ত করিয়া তদ্বারা হৃদয় স্পর্শ করিবে এবং ঐরূপ মুদ্রাতেই মস্তক স্পর্শ করিবে। শিখাতে, পশ্চাদ্ভাগে অধোমুখে প্রসারিত অঙ্গুষ্ঠযুক্ত মুষ্ঠিদ্বারা শিখা স্পর্শ করিবে। উভয় হস্তের সমুদায় অঙ্গুলি বা করতল প্রসারিত করিয়া স্কন্ধ হইতে নাভি পর্য্যন্ত স্পর্শ করিবে। বলা বাহুল্য ইহাতেও দক্ষিণ হস্ত বামস্কন্ধ দিয়া ও বামহস্ত দক্ষিণ স্কন্ধ স্পর্শ করিয়া নামিয়া আসিবে। শিবোক্ত নেত্রমুদ্রার ন্যায় তর্জনী, মধ্যমা ও অনামা যথাক্রমে নেত্রত্রয় স্পর্শ করিবে। পরন্তু যেখানে দেবতার দুইটী নেত্র সেইখানে তর্জ্জনী ও মধ্যমা দ্বারা নেত্রদ্বয় স্পৃষ্ট হইবে। পরে প্রসারিত করতলদ্বয়ের তিনবার ঊৰ্দ্ধোৰ্দ্ধ আস্ফোটন দ্বারা তালয়ে হইবে। যথা রাঘবভট্ট প্রসারিততলাভ্যান্তু তালত্রয়-মুদিরীতং ॥

কালীপূজায় শক্তিষড়ঙ্গমুদ্রা উদ্ধৃত হইবে। শিবের ষোঢ়ান্যাস একটি বৃহৎ ব্যাপার। যঁহাদের অভিলাষ হইবে কুলার্ণবে চতুর্থ পটলে অনুসন্ধান করিবেন।

অনন্তর বীজন্যাস বা বিদ্যান্যাস করিতে হইবে। যথা - (ব্রহ্মরন্ধ্রে) মূল। (ভ্রূমধ্যে) মূল। (ললাটে) মূল। (নাভিতে) হূঁ। (মুখে) হ্রীঁ। (মূলাধারে) হূঁ। (সর্ব্বাঙ্গে) মূল। সর্বত্র তত্ত্বমুদ্রায় ন্যাস করিতে হইবে। এইখানে মূল শব্দে যে দেবতার যে মন্ত্রে পূজা হইতেছে তাহাই বুঝিতে হইবে।

তৎপরে তত্ত্বন্যাস। মন্ত্রকে তিন খন্ডে বিভক্ত করিয়া প্রথম খন্ডের পর 'আত্মতত্ত্বায় স্বাহা' এই বলিয়া পদতল হইতে নাভি পর্য্যন্ত হস্তাবমর্ষণ করিবে। দ্বিতীয় খন্ডান্তে 'বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা' বলিয়া নাভি হইতে হৃদয় পর্যন্ত এবং তৃতীয় খন্ডান্তে 'শিবতত্ত্বায় স্বাহা' বলিয়া নাভি হইতে হৃদয় পর্য্যন্ত এবং তৃতীয় খন্ডান্তে 'শিবতত্ত্বায় স্বাহা' বলিয়া হৃদয় হইতে শিরঃ পর্য্যন্ত ক্রমশঃ হস্তাবমর্ষণ..................

অনন্তর কূর্ম্মমুদ্রায় গন্ধ পুষ্প গ্রহণ করিয়া ধ্যান পাট করিবে যথা, - ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং, রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নং। পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈর্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং, বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্ (৪৪). অনন্তর করস্থিত পুষ্প নিজ মস্তকে ধারণ করিয়া সোজা হইয়া বসিয়া নিজ ক্রোড়ের উপর বাম-হাতের উপর ডান হাত, উভয় হাত চিত করিয়া রাখিয়া ধ্যানানুরূপ শিবমূর্ত্তি ধ্যানপূর্ব্বক যথাশক্তি মানস-পূজা করিবে (৪৫)। পরে পূর্বের ন্যাস কুর্মমুদ্রায় গন্ধ পুষ্পলইয়া পুনর্বার ধ্যান পাঠপূর্বক ভাবনাদ্বারা কুন্ডলিনীকে মূলাধার হইতে সহস্রারে লইয়া গিয়া শিবশক্তিযোগে সহস্রারে তেজোময় ভাবনা করয়া সেই তেজ হইতে শিবমূর্ত্তি উৎপন্ন হইল কল্পনা করিয়া বামনাসিকার নিশ্বাস..............

করিবে। মন্ত্র প্রকার যথা - ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা। নমঃ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা । শিবায়, শিবতত্ত্বায় স্বাহা। বলা বাহুল্য তিনখন্ড করিতে হইলে সর্বত্র যে বর্ণ সংখ্যা সমান থাকিবে, তাহা নহে। যেখানে যেরূপ সুবিধা হয, সেইখানে অবশ্য তাহাই করিতে হইবে।

(৪৪) - শিবধ্যানের অর্থ - রৌপ্যবর্ণ পর্বতের ন্যায় বিশাল এবং শুভ্র, মস্তকে সুন্দর চন্দ্রশোভিত, নানারত্নে উজ্জ্বল দেহ; চারহাতে কুটার, মৃগ, বর এবং অভয় মুদ্রা, নিয়ত প্রসন্ন, পদ্মের উপর আসীন, দেবতাগণ তাঁহার স্তুতি করিতেছেন, পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম, নিখিল বিশ্বের আদি, তিনিই বিশ্বের বীজ এবং উৎপত্তির কারণ সংসারের সকল ভয় হইতে ত্রাণকর্ত্তা পঞ্চমুখ, প্রতিমুখে তিন চক্ষু, এই ভাবে মহাদেবকে নিত্য ধ্যান করিবে। শিবপুররাণে এই ধ্যানের অন্তর্গত 'বিশ্ববীজ' এই শব্দের পরিবর্তে 'বিশ্ববন্দ্যং' এই পাঠান্তর আছে এবং উপরি উক্ত ধ্যানের শেষে আরও দুইটি শ্লোক দৃষ্ট হয়। যথা - কর্পূরগৌরং করুণাবতারং সংসারসারং ভুজগেন্দ্রহারং । সদা বসন্তং হৃদয়ারবিন্দে ভবং ভবানীসহিতং নমামি॥ কৈলাস-পীঠাসনমধ্যসংস্থং ভক্তৈশ্চ নন্দ্যাদিভিঃ সেব্যমানম্ । ভক্তার্ত্তিদাবানলমপ্রমেয়ং ধ্যায়েদুমালিঙ্গিত বিশ্বরূপম্॥

(৪৫) -তোড়লতন্ত্রে আছে, পুষ্পং দত্ত্বা স্বশিরসি শিবোহহমিতি ভাবয়েৎ। মুন্ডবিভবতন্তে মানস পূজার ক্রম যথা - আসনং প্রথমে দদ্যাৎ স্বাগতং কুশলং...............

দ্বারা শিবমূর্ত্তি করস্থিত পুষ্পযন্ত্রে স্থাপিত করিয়া করদ্বয় মুক্ত না করিয়াই ঐ পুষ্প, গঠিত শিবের মস্তকে স্থাপন করিবে। পরে আবাহন্যাদি পঞ্চমুদ্রা প্রদর্শন পূর্বক অবাহন করিবে যথা, পিণাকধৃক্ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ, ইহ সন্নিধেহি ইহ সন্নিধেহি, ইহ সন্নিরুদ্ধো ভব ইহ সন্নিরুদ্ধো ভব, ইহ সম্মুখোভব ইহ সম্মুখোভব, মম পূজাং গৃহাণ। পরে কৃতাঞ্জলিপুটে স্থাং স্থীং স্থিরোভব যাবৎ পূজাং করোম্যহম্ । অনন্ত রস্নান করাইবে যথা, ওঁ নমঃ শিবায় ইদং স্নানীয়ং পশুপতয়ে নমঃ। (৪৬) তৎপরে দশোপচার পূজা যথা, ওঁ নমঃ শিবায় এতৎ পাদ্যং শিবায় নমঃ।.................

বদেৎ। অর্ঘ্যং ততঃ পরং দদ্যাৎ পাদ্যশ্চৈব ততঃ পরম্ ॥ আচমনং ততো দদ্যাৎ স্নাপয়েত্তু ততঃ পরং। বাসো দদ্যাৎ ততো যজ্ঞোপবীতং ভূষণানি চ। গন্ধপুষ্পং তথা ধূপদীপমোদনমেব চ। মাল্যমালেপনং দদ্যাৎ বিল্বপত্রাণি কল্পিতম্। যথা শক্ত্যা জপেন্মন্ত্রং শিবরূপং ষড়ক্ষরম্। স্তুতিং প্রতক্ষিণং কৃত্বা নমস্কৃত্য সমাপয়েৎ ॥ ষড়ক্ষরেণ মন্ত্রেণ সর্বং কুর্যাৎ বিচক্ষণঃ। ষড়ক্ষরেণ সর্বাণি সিদ্ধ্যন্তি নাত্র সংশয়ঃ। বলা বাহুল্য এতৎ সমস্তই মানসে সমর্পণ করিতে হইবে। গুরুরমানসপূজার ন্যায়, ওঁ নমঃ শিবায় লং পৃথ্যাত্মকং গন্ধং শ্রীশিবায় সমর্পয়ামি নমঃ (পৃঃ৩) এইরূপ ক্রমে তদুল্লিখিত মুদ্রায় ও উপচারে মানসপূজার বিধানও তন্ত্রে আছে।

মানসপূজার পর অর্ঘ্যস্থাপনের বিধান আছে। এই অর্ঘ্যস্থাপনের বিধান কালীপূজাপদ্ধত্যুক্ত দানার্ঘ্যস্থাপনের ন্যায়। বিশেষ এই যে প্রথমতঃ ভূমিতে মন্ডল লিখিবার স্থলে, হৌঁ বীজ লিখিয়া তাহার বহির্ভাগে উদ্ধমুখ ত্রিকোণ, তৎপরে বৃত্ত ও তৎপরে চতুষ্কোণ মন্ডল অঙ্কিত করিতে হইবে। ষড়ঙ্গপূজায়- ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে শিবষড়ঙ্গদেবতাভ্যো নমঃ, এই বলিয়া পূজা করিতে হইবে। অথবা বিশেষভাবে করিতে হইলে, ওঁ হৃদয়ায় নমঃ, হৃদয়াঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ইত্যাদিরূপে পৃথক পৃথক ষড়ঙ্গের পূজা করিতে হইবে। শিবের অর্ঘ্য শঙ্খে স্থাপিত করিতে নাই অর্ঘ্যপাত্র সুবর্ণ নির্মিত, রৌপ্যনির্মিত, তাম্র নির্মিত অথবা স্বহস্তগঠিত মৃন্ময় হইবে। শিব, সূর্য্য ও দুর্গা ব্যতিরেকে অন্যান্য দেবতাতে শঙ্খে অর্ঘ্য স্থাপিত হইতে পারে। ষট্‌ত্রিংশৎ অঙ্গুরি পরিমাণ অর্ঘপাত্র সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। চব্বিশ অঙ্গুলি পরিমাণ মধ্যম্ দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমাণ তদপেক্ষা অপ্রশস্ত; পরন্তু অষ্টাঙ্গুলি পরিমাণের ন্যূন অর্ঘ্যপাত্র হইবে না।..............

ওঁ নমঃ শিবায় এষ অর্ঘ্য (ইদমর্ঘ্যং) শিবায় নমঃ। (৪৭) ওঁ নমঃ শিবায় ইদম্ আচমনীয়ং শিবায় নমঃ। ওঁ নমঃ শিবায় ইদং স্নানীয়ং পশুপতয়ে নমঃ। ওঁ নমঃ শিবায় এষ গন্ধ শিবায় নমঃ। ওঁ নমঃ শিবায় ইদং সচন্দনপুষ্পং শিবায় নমঃ। ওঁ নমঃ শিবায় ইদং সচন্দনবিল্বপত্রং শিবায় নমঃ। ওঁ নমঃ শিবায় এষ ধূপঃ শিবায় নমঃ। ওঁ নমঃ শিবায় এষ দীপঃ শিবায় নমঃ। ওঁ নমঃ শিবায় ইদং নৈবেদ্যং শিবায় নমঃ। ওঁ নমঃ শিবায় ইদং পানার্থোদকং শিবায় নমঃ। ওঁ নমঃ শিবায় ইদং পুনরাচমনীয়ং শিবায় নমঃ। ওঁ নমঃ শিবায় ইদং তাম্বুলং শিবায় নমঃ। *(ধূপ, দীপ বা তাম্বুল উপস্থিত না থাকিলে ধূপার্থোদকং দীপার্থোদকং, তাম্বুলার্থোদকং এইরূপ উল্লেখ করিবে।...........

তৎপরে ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে আধারশক্তয়ে নমঃ। এইরূপে পীঠন্যাসোক্ত পীঠদেবতার ও পীঠশক্তির পূজা করিতে হইবে। অথবা ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে পীঠদেবতাভ্যোঃ নমঃ। ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে পীঠশক্তিভ্যো নমঃ। এই বলিয়া সংক্ষেপেপূজা করিলেই চলিবে। পীঠদেবতাদিগের পূজাস্থল জগদ্ধাত্রীপূজার পীঠপূজায় দ্রষ্টব্য।

(৪৬) যাঁহারা শিবপূজায় শিবের স্নান কালে দুগ্ধ, দধি, ঘৃত ও মধুদ্বারা স্নান করাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এই কয়েকটি মন্ত্রের দ্বারা স্নান করাইবেন। যথা- "ওঁ হৌ ঈশানায় নমঃ" এই মন্ত্রে প্রথমতঃ দুগ্ধের দ্বারা স্নান করাইয়া পরে "ওঁ হৌঁ অঘোরায় নমঃ" এই মন্ত্রে দধি দ্বারা, এবং "ওঁ হৌঁ বামদেবায় নমঃ" এই মন্ত্রে ঘৃতের দ্বারা, পরে "ওঁ হৌ সদ্যোজাতায় নমঃ" এই মন্ত্রে মধুদ্বারা স্নান করাইয়া শেষে জলের দ্বারা পুনরায় স্নান করাইবেন।

শিবরাত্রে পূজাস্থলে ঐ চারিটি দ্রব্যের দ্বারা যথাক্রমে চারি প্রহরে ঐ ঐ মন্ত্রের দ্বারা স্নান করাইতে হয়।

(৪৭) শিবরাত্রে পূজাসময়ে চারিপ্রহরে অর্ঘদিবার চারিটি স্বতন্ত্র মন্ত্র আছে, যথা - প্রথম প্রহরে - "শিবরাত্রি ব্রতং দেব পূজাজপপরায়ণঃ। করোমি বিধিবদ্দত্তং গৃহাণার্ঘ্যং মহেশ্বর"। দ্বিতীয় প্রহরে - ওঁ মঃ শিবায় শান্তায় সর্বপাপহরায় চ। শিবরাত্রৌ দদ্মর্ঘ্যং প্রসীদ উময়া সহ"। তৃতীয় প্রহরে - "ওঁ দুঃখদারিদ্র্যশোকেন দগ্ধোহহং পার্বতীপ্রিয়। শিবরাত্রৌ দদাম্যর্ঘ্যমুমাকান্ত প্রসীদ মে"। চতুর্থ প্রহরে "ময়া কৃতান্যনেকানি পাপানি হর শঙ্কর। শিবরাত্রৌ দদাম্যর্ঘ্যমুমাকান্ত গৃহাণ মে"।...........

পঞ্চোপচারে পূজা করিতে হইলে গন্ধ, পুষ্প ধূপ দীপ ও নৈবেদ্য মাত্র দিবে।)

অনন্তর পূষ্প, অক্ষত, বা জল দ্বারা বেদীতে অষ্টমূর্ত্তি পূজা করিবে যথা, (পূর্ব্বদিকে) ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে শর্ব্বায় ক্ষিতিমূর্ত্তয়ে নমঃ। (এইরূপে ঈশানকোণে) ভবায় জলমূর্ত্তয়ে নমঃ। (উত্তরে) রুদ্রায়.....

---

* উপচারদানকালে অস্মদ্দেশীয় অধিক ব্যক্তিই এইরূপ মন্ত্রপাঠ করিয়া থাকেন যে, "এতৎ পাদ্যং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ।" "ইদমর্ঘ্যং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ" ইত্যাদি।

তোড়লতন্ত্রেও বিধি আছে যে, এতৎ পাদ্যং মহেশানি ষড়ক্ষরমনুঃ ততঃ। নমস্কারং সমুচ্চার্য্য সর্ব্বং দদ্যাদ্বিচক্ষণঃ ॥ এই বচন অনুসারে উক্ত প্রকার পূজাই বিধিসঙ্গত হইতেছে। যদিও শিব, মন্ত্র হইতে অভিন্ন তথাপি উক্ত প্রকারে পূজা করিলে শিবলিঙ্গের পূজা না হইয়া ষড়ক্ষর শিবমন্ত্রেরই পূজা হয। সুতরাং যিনি শিবলিঙ্গের পূজা না করিয়া ষড়ক্ষর মন্ত্রের পূজা করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি "এতঃ পাদ্যং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ" ইত্যাদি বাক্যে পূজা করুন, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই। সমুদায় তন্ত্রের মতানুসারে সমুদায় দেবদেবীর পূজায় বিশিষ্টরূপ বিধি আছে যে, অগ্রে মন্ত্র (ওঁ নমঃ শিবায়) তৎপরে উপচারের নাম (এতৎ পাদ্যং) তৎপরে পূজনীয় দেবতার নাম (শিবায়) তৎপরে ত্যাগাত্মক বাক্য (নমঃ) প্রয়োগ করিতে হইবে। যথা গুপ্তসাধন তন্ত্রে, -মূলমন্ত্রং সমুচ্চার্য্য ততো দ্রব্যং সমুচ্চরেৎ। দেবতায়ৈ ততঃ পশ্চাৎ ত্যাগাত্মকমনুং স্মরেৎ ॥ ইতি। এইরূপ বিধি সমুদায় তন্ত্রেই আছে। বিশেষতঃ ঐ তোড়লতন্ত্রে এবং অন্যান্য তন্ত্রে যে পার্থিব শিবপূজার সুত্র কথিত হইয়াছে তাহাতে উপচার দিবার সময় নির্দিষ্ট হইয়াছে যে "শিবায়" এই পদ প্রয়োগ করিতে হইবে যথা, হরো মহেশ্বরশ্চৈব শূলপাণিঃ পিণাকধৃক্। পশুপতিঃ শিবশ্চৈব মহাদেব ইতি ক্রমাৎ ॥ মৃত্তিকাগ্রহণে চৈব গঠনে চ প্রতিষ্ঠানে। আবাহনে চ স্নপনে পূজনে চ বিসর্জ্জনে। হরাদীনি চ নামানি মহাদেবান্তানি কীর্ত্তয়েৎ॥ ... ন্যূনাধিকং মহেশানি যদি চৈক্যক্ষরং ভবেৎ। বর্ণসংখা মহেশানি ব্রহ্মহত্যা ভবিষ্যতি ॥ ইহার তাৎপর্য এই যে, "ওঁ নমঃ শিবায় এতৎ পাদ্যং শিবায় নমঃ" এই মন্ত্রের শেষোক্ত 'শিবায় এই শব্দস্থলে একটি অক্ষর ন্যূন বা অধিক করিলে প্রত্যেক অক্ষরে এক একটি ব্রহ্মহত্যা পাতক হইবে। এই সমূদায় কারণে সর্ব্বতন্ত্রসম্মত উপচারদান মন্ত্র ব্যবহার করা বিধেয় বলিয়া নির্দিষ্ট হইল। পার্থিব শিবের উপরি শক্তিপূজার বিধি নাই।............

অগ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ। (পরে সোমসূত্র লঙ্ঘনা না করিয়া নিজের কোলের দিক্ দিয়া হাত ঘুরাইয়া লইয়া গিয়া (বায়ুকোণে) উগ্রায় বায়ুমূর্ত্তয়ে নমঃ। (পশ্চিমে) ভীমায় আকাশমূর্ত্তয়ে নমঃ। (নৈর্ঋতকোণে) পশুপতয়ে যজমানমূর্ত্তয়ে নমঃ। (দক্ষিণে) মহাদেবায় সোমমূর্ত্তয়ে নমঃ। (অগ্নিকোণে) ঈশানায় সূর্য্যমূর্ত্তয়ে নমঃ। পরে ওঁ নমঃ শিবায়, এই মন্ত্র অন্যূন দশবার জপ করিয়া ওঁ গুহ্যাতি ইত্যাদি। (৪পৃঃ) মন্ত্রে সামাণ্যার্ঘ্য জলে গোযোনিমুদ্রায় দেবতার দক্ষিণ হস্তে জপ সমর্পণ করিয়া শরীরের দক্ষিণাংশ প্রদর্শন করিয়া প্রণাম করিবে যথা, - ওঁ নমস্তুভ্যং বিরূপাক্ষ নমস্তে দিব্যচক্ষুষে। নমঃ পিণাকহস্তায় বজ্রহস্তায় বৈ নমঃ॥ নমস্ত্রিশূলহস্ত ায় দন্ডপাশাসিপাণয়ে। নমস্ত্রৈলোক্যনাথায় ভূতানাং পতয়ে নমঃ ॥ ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে। নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর ॥ প্রণামমন্ত্রের অর্থ - ত্রিনেত্র এবং দিব্য চক্ষুষ্মান্ তোমাকে প্রণাম করি। ধনুবজ্র, ত্রিশূল, দণ্ড, পাশ, অসিধারী, তোমাকে নমস্কার! ত্রৈলোক্যের নাথ এবং যাবতীয় জীবের পতি তোমাকে নমস্কার! 'করণ' 'উপাদান' এবং 'নিমিত্ত' এই ত্রিবিধ কারণের হেতু তোমাকে নমস্কার! আমি তোমার কাছে আত্মনিবেদন করিতেছি হে পরমেশ্বর! তুমিই আমাদের এক মাত্র গতি। অনন্তর পূর্ব্বের ন্যায় মুখবাদ্য করিবে (৬৭ পৃঃ)। অতঃপর স্তোত্রপাঠ করিবে যথা, ওঁ সর্বজ্ঞানপ্রবিজ্ঞান-প্রদায়ৈকমহাত্মনে। নমস্তে সর্বদেবেশ সর্বভূতহিতে রত। অনন্ত ভোগসম্পন্ন অনন্তাসনসংস্থিত। অনন্তকান্তি-সম্ভোগ পরমেশ নমোহস্তুতে। পরাপর পরাতীত উৎপত্তি স্থিতিকারক। সর্ব্বার্থসাধনোপায় বিশ্বেশ্বর নমোহস্তুতে। সর্ব্বার্থ নির্ম্মলাভোগ সর্বব্যাধিবিনাশন। যোগিযোগিমহাযোগিযোগীশ্বর নমোহস্তুতে। কৃত্বা লিঙ্গপ্রতিষ্ঠাঞ্চ ধ্যাত্বা দেবং সদাশিবম্। পূজয়িত্বা বিধানেন স্তবমেনমুদীরয়েৎ। লিঙ্গস্তবং মহাপুণ্যং যঃ শৃণোতি সদা নরঃ। নোৎপদ্যতে চ সংসারে স্থানং প্রাপ্নোতি শাশ্বতম্। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন শৃনুয়াচ্চ; সুসংস্তবম্। পাপ কঞ্চুক নির্ম্মুক্তঃ প্রাপ্নোতি পরমং পদম্ ॥ ইতি.........

ভবিষ্যপুরাণোক্তলিঙ্গস্তবঃ সমাপ্তঃ ॥

একটি অতিসংক্ষিপ্ত স্তব যথা, -শিবেতি চন্দ্রচূড়েতি শঙ্করেতি হরেতি চ.। পার্ব্বতীপ্রাণনাথেতি বদ জিহ্বে নিরন্তরম্ ॥

অতঃপর ক্ষমা প্রার্থনা, ওঁ আবাহনং ন জানামি নৈব জানামি পূজনম্। বিসর্জনং ন জানামি ক্ষমস্ব পরমেশ্বর ॥ ক্ষমা প্রার্থনা মন্ত্রের অর্থ আবাহন পূজা বিসর্জ্জন এ সবের কিছুই তো জানিনা শুধু জানি তুমিই আমাদের একমাত্র গতি এবং আশ্রয়! অনন্তর অষ্টাঙ্গে বা পঞ্চাঙ্গে প্রণাম করিয়া সংহার-মুদ্রায় 'মহাদেব ক্ষমস্ব' বলিয়া বিসর্জন পূর্ব্বক শিবকে কাত করিয়া রাখিবে পরে ঈশান কোনে উর্দ্ধমুখ ত্রিকোণমন্ডল করিয়া "ওঁ চন্ডেশ্বর-ভৈরবায় নমঃ" এই মন্ত্রে নির্মাল্যদ্বারা পূজা করিবে।

পাষাণনির্মিত পারদনির্মিত, অষ্টধাতুনির্মিত, স্ফটিকনির্মিত, রত্ন নির্ম্মিত, সুবর্ণ নির্ম্মিত, রৌপ্য নির্ম্মিত, অথবা অন্য কোন পদার্থ নির্ম্মিত প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ বা অনাদিলিঙ্গ পূজা করিতে হইলে ঐ পার্থিব শিবলিঙ্গের ন্যায়ই পূজা হইবে। কিন্তু তাহাতে মৃদাহরণ, গঠন আবাহন, প্রতিষ্টা, স্থিরীকরণ ও বিসর্জন এই কয়েকটি মাত্র প্রয়োগ হইবে না।

অথ নারায়ণ পূজা।

(৪৮) অথ নারায়ণ পূজা। স্নানমন্ত্র যথা, ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ। স ভূমিং সর্বতোবৃত্বা (বিশ্বতোবৃত্বা) (সর্বতঃস্পৃত্বা) অত্যতিষ্টদ্দশাঙ্গুলম্ ॥১॥ ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্তিজং হোতারং রত্নধাতমম্ ॥২॥ ওঁ ইষে ত্বোর্জে ত্বা বায়বঃ স্থ দেবো বঃ সবিতা.............

অথ নারায়ণ পূজা ব্যবস্থা।

(৪৮) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শুদ্র সকলেরই নারায়ণ বা শালগ্রাম পূজা করা কর্ত্তব্য। নারায়ণ পূজা না করিয়া জলগ্রহণ করিতে নাই এবং সে ব্যক্তির অন্যদেবতার পূজাও সিদ্ধহয় না। স্বয়ং শালগ্রাম পূজা বিষয়ে অধিকারী............

প্রাপয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্মণে ॥৩॥ ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে নিহোতা সৎসি বর্হিষি ॥৪॥ ওঁ শন্নো দেবীরভীষ্টয়ে আপোভবন্তু পীতয়ে শংযোরভিস্রবন্তু নঃ ॥৫॥ এই পাঁচটি মন্ত্র এবং গায়ত্রী-..................

বিশেষে নানাশাস্ত্রে নানামত দৃষ্ট হয়। কোন কোন স্থলে ব্রাহ্মণ ব্যাতিরেকে ক্ষত্রিয় প্রভৃতি অন্যান্য জাতির শালগ্রাম পূজা নিষিদ্ধ হইয়াছে। যথা বিষ্ণু ধর্মোত্তরে "ব্রাহ্মণঃ পূজয়েন্নিত্যং ক্ষত্রিয়াদির্নপূজয়েৎ।" পদ্মপুরাণে উল্লেখ আছে যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন জাতির শালগ্রাম পূজার অধিকার আছে। যথা 'ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং ত্রয়াণাং মুনিসত্তম। অধিকারঃ স্মৃতঃ সম্যক্ শালগ্রাম শিলার্চ্চনে" স্ত্রীজাতি, শূদ্র, পতিত, যন্ড এবং বিকর্মী ব্যক্তিদিগের শালগ্রাম পূজার অধীকার নাই। যথা "স্ত্রীশুদ্রপতিতানাঞ্চ ষন্ডানাঞ্চ বিকর্ম্মণাম্। নৈবাধিকারে। বিজ্ঞেয়ঃ শালগ্রাম শিলার্চ্চনে।" "বিষ্ণুভক্তৈর্বৈষ্ণবৈশ্চ গোব্রাহ্মণহিতে রতৈঃ। শালগ্রামশিলাচক্রং পূজনীয়ং সদা মুনে।" ইত্যাদি বচনের দ্বারা অনুমিত হয় যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন জাতির শালগ্রাম পূজায় অধিকার আছে। কিন্তু উক্ত পদ্মপূরাণের তৎপরবর্ত্তী প্রমাণ এবং অন্যান্য শাস্ত্রের প্রমাণ সমূহের দ্বারা কেবল একমাত্র ব্রাহ্মণেরই শালগ্রামপূজায় অধিকার আছে ইহাই প্রতীত হয়। যথা লিঙ্গপুরাণে ব্রাহ্মণস্যৈব পূজ্যোহহং শুচেরপ্যশুচেরপি। স্ত্রী শুদ্রকর সংস্পর্শো বজ্রপাতাধিকো মম।" পদ্মপুরাণে প্রথমতঃ ব্রাহ্মণাদি তিনবর্ণের নারায়ণ পূজাবিধি যে কয়েকটি প্রমাণ দৃষ্ট হয়, তাহা সামান্য বিধি। কারণ তৎপরবর্ত্তী প্রমাণসমূহ এবং অন্যান্য শাস্ত্রের প্রমাণের দ্বারা তাহা বিশেষ রূপে নিষিদ্ধ হইয়াছে। আর ব্রাহ্মণ ব্যতীত ক্ষত্রিয়াদি জাতির শালগ্রাম পূজা বিধায়ক প্রমাণ সমূহ স্পর্শহীন পূজা বিষয়ে, যথা বৃহন্নারদীয়ে স্ত্রীণামনুপনীতানাং শুদ্রাণাঞ্চ মহীশ্বর। স্পর্শনে নাধিকারোহস্তি বিষ্ণোর্বা শঙ্করস্য চ" ইত্যাদি পদ্মপুরাণে পুরাণসংগ্রহে চ "দীক্ষা যুক্তৈস্থতা শুদ্রের্মদ্যপানবিবর্জিতৈঃ। কর্ত্তব্যং ব্রাহ্মণৈনৈব শালগ্রামশিলার্চ্চনম্।" পুনশ্চপদ্মপুরাণে, "শালগ্রামশিলাপূজাং বিনা যোহশ্নাতি মানবঃ। স চন্ডালাদিবিষ্ঠায়ামাকল্পং জায়তে কৃমিঃ"। ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণই শালগ্রাম পূজা না করিয়া জলগ্রহণ করিতে নাই। কিন্তু ব্রাহ্মণই স্বয়ং কেবলমাত্র শালগ্রামস্পর্শ করিয়া পূজা করিবেন। ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যান্য জাতি স্বয়ং স্পর্শ না করিয়া ব্রাহ্মণের দ্বারা পূজা করাইবেন। ইহাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য এবং শাস্ত্রকার পন্ডিতগণের সিদ্ধান্ত।............

দ্বারা, অসমর্থ পক্ষে কেবল প্রথমোক্ত পুরুষসুক্ত মন্ত্রদ্বারা স্নান করাইয়া গাত্রমার্জ্জন পূর্ব্বক তাম্রপাত্রে সচন্দন তুলসীর উপরি বসাইয়া মস্তকের উপরি একটি সচন্দন তুলসীপত্র স্থাপন করিবে (৪৯)। পরে ঋষ্যাদিন্যাস করিবে যথা, - ওঁ নমো নারায়ণায় ইত্যষ্টাক্ষরমন্ত্রস্য সাধ্যনারায়ণ ঋষির্দেবীগায়ত্রীচ্ছন্দঃ পরমাত্মা দেবতা চতুর্ব্বর্গ সিদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ। শিরসি সাধ্যনারায়ণ-ঋষয়ে নমঃ। মুখে দেবীগায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি পরমাত্মনে দেবতায়ৈ নমঃ। করন্যাস যথা, -ওঁ নাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ নীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। ওঁ নূং মধ্যমাভ্যাং বষট্। ওঁ নৈং অনামিকাভ্যাং হুং। ও নৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্ ।ওঁ নঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্ ॥ অঙ্গন্যাস যতা, ওঁ নাং হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ নীং............

---

(৪৯)। নারায়ণের স্নানমন্ত্রের অর্থ ১। বিরাট্ পুরুষ, তাঁর অনন্ত চক্ষু, অনন্তপদ তিনি ব্রহ্মান্ডকে সর্বতো ভাবে বেষ্টন করিয়া দশাঙ্গুল পরিমিত স্থান অতিক্রম করিয়া অবস্থিত আছেন। ২। যিনি যজ্ঞক্ষেত্রের পুরোভাগে সংস্থাপিত হন, যিনি স্বকীয় তেজে দীপ্যমান, যিনি দেবলোকের হোতা, যজ্ঞফল স্বরূপ শ্রেষ্ঠ রত্ন সমূহের দানকর্ত্তারূপে অগ্নিদেবকে আমি বন্দনা করি। ৩। হে ভগবান্ অভীষ্টপূরণের জন্য এবং শক্তি ও প্রাণ পাইবার জন্য আবাহন করিতেছি। হে দেবগণ! আমার সহিত মিলনের জন্য আপনারা বায়ুবৎ গতিশীল হউন এবং সকলকে শ্রেষ্ঠতম সৎকর্ম্মে পরিচালিত করুন। ৪। হে অগ্নি! তুমি নিজে আমাদের প্রদত্ত আহুতি গ্রহণের জন্য এবং তাহা অন্যান্য দেবগণকে পরিবেশনের জন্য এখানে আগমন কর। এই আস্তীর্ণকুশের উপর উপবেশন করিয়া আমাদের প্রার্থনায় দেবতার আবাহন কর্ত্তার পদ গ্রহণ কর। ৫। দীপ্যমান উজ্জ্বল জল সমূহ আমাদিগের স্নান পান প্রভৃতি অভীষ্ট সিদ্ধি এবং সুখের হেতু হোক্ । রোগের শান্তি এবং ভয়ের নিবৃত্তির জন্য আমাদের অভিমুখে ক্ষরিত হোক্ ।

তুলসীচয়ন মন্ত্র যথা তুলস্যমৃতনামাসি সদা ত্বং কেশবপ্রিয়া। কেশবার্থং চিনোমি ত্বাং বরদা ভব শোভনে ॥ তদঙ্গসম্ভবৈঃ পত্রৈ পূজায়ামি যথা হরিম্। তথা কুরু পবিত্রাঙ্গি কলৌ মলবিনাশিনি ॥ কোন্ কোন্ দিনে তুলসী চয়ন করিতে নাই, তাহার প্রমাণ যথা, সংক্রান্ত্যাং পক্ষয়োরন্তে দ্বাদশ্যাং নিশি সন্ধ্যায়োঃ। ছিন্দন্তি তুলসীং যে তু তে ছিন্দন্তি হরেঃ শিরঃ" ।.............

শিরসে স্বাহা ইত্যাদি। অনন্তর নারায়ণের পূর্বদিক হইতে ঈশানকোণ পর্য্যন্ত অষ্টদিকে অষ্টমূর্ত্তির পূজা করিবে যতা, ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে কত্রে নমঃ। এইরূপ, হর্ত্রে। ধাত্রে। বিধাত্র। সামবেদায়। যর্জুবেদায়। ঋগ্বেদায়। অথর্ব্ববেদায়। প্রণবাদি নমোহন্তে পূজা করিবে। অনন্তর কূর্মমুদ্রায় গন্ধপুষ্প লইয়া ধ্যান করিবে যথা ওঁ ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমন্ডল মধবর্ত্তী নারায়ণঃ সরসিজাসন-সন্নিবিষ্টঃ। কেয়ূরবান কমককুন্ডলবান কিরীটীহারী হিরন্ময়বপুর্ধৃতশঙ্খচক্রঃ ॥ অর্থাৎ সূর্য্যমন্ডল মধ্যে পদ্মের আসনে উপবিষ্ট, বাজু, সোনার কুন্ডল, কিরীট এবং হারদ্বারা ভূষিত জ্যোতির্ম্ময় দেহ, শঙ্খ ও চক্রধারী নারায়ণকে সদাধ্যান করিবে।

এই ধ্যান পাঠপূর্ব্বক আপনার মস্তকে পুষ্প দিয়া মানসোপচারে পূজা পূর্ব্বক পুনর্ব্বার ধ্যান করিয়া যথাশক্ত্র্যপচারে পূজা করিবে। দশোপচারে পূজা যথা, ওঁ নমো নারায়ণায় এতৎ পাদ্যং নারায়ণায় নমঃ। ওঁ নমো নারায়ণায় এষ অর্ঘ্যঃ (ইদমর্ঘ্যং) নারায়ণায় নমঃ। ইত্যাদি শিবপূজার ন্যায় দশোপচারে পূজা হইবে (৮২পৃঃ)। পরন্তু বিল্বপত্রস্থলে তুলসী দিতে হইবে। (৫০) তুলসীপত্র দিবার বিশেষ মন্ত্র আছে যথা, ওঁ নমো নারায়ণায় ইদং সচন্দন-তুলসীপত্রং ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা। এইরূপে তাম্বুল পর্য্যন্ত উপচার দিয়া মন্ত্রাক্ষর পূজা করিবে যথা, ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ নমঃ। এইরূপ, ন নমঃ।.....................

---

(৫০) প্রথমত নারায়ণের নীচে ও উপরে যে তুলসীপত্র দেওয়া হয়, তাহা অমন্ত্রক। কারণ মন্ত্রপূত করিয়া দিলে তাহা নির্মাল্যস্বরূপ হয়। নির্ম্যাল্য দ্রব্য দেবতার অঙ্গে রাখা নিষিদ্ধ। যথা স্মৃতৌ "...তৃষিতাঃ পশবো বদ্ধাঃ কন্যকাচ রজস্বলা। দেবতা চ সনির্ম্মাল্যা হন্তি পূণ্যাং পুরাকৃতম্"। ইত্যাদি।

কেহ কেহ নিজভবনে লক্ষ্মী, গনেশ, প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছেন সুতরাং প্রতিদিন তাঁহাদের পূজা করা হইয়া থাকে। প্রায় সমুদায় দেবতা পূজার এক নিয়ম। অগ্রে বীজ পরে দ্রব্য, তৎপরে দেবতার নাম ও শেষে ত্যাগাত্মক মন্ত্র প্রয়োগ করিতে হইবে। কোন্ উপচার দিবার সময় কোন্ প্রকার ত্যাগাত্মক মন্ত্র দিতে হইবে তাহা লিখিত হইতেছে যথা, পাদ্য দিবার.............

সময় নমঃ। অর্ঘ্য দিবার সময় স্বাহা। আচমনীয়ে স্বধা। স্নানীয়ে নিবেদয়ামি। গন্ধে নমঃ। পুষ্পে বৌষট্ । ধূপে নমঃ। দীপে নমঃ। নৈবেদ্যে নিবেদয়ামি। পানার্থোদকে নমঃ। পুনরাচমনীয়ে স্বধা। তাম্বুলে নিবেদয়ামি ইত্যাদি। তন্ত্রে যদিও পুংদেবতার ও স্ত্রী দেবতার উপচার দানে কোন ইতর-বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায় না, তথাপি অস্মদ্দেশীয় প্রায় সমুদয় ব্যক্তিই পুরুষ দেবতার উপচার দানকালে একমাত্র 'নমঃ' পদই প্রয়োগ করেন, স্বাহা, স্বধা, প্রভৃতি প্রয়োগ করেন না। তন্ত্রে কথিত আছে, 'সম্প্রদায়বিহীনানাং ফলং ন স্যান্মহেশ্বরি'। সুতরাং আমারও সম্প্রদায়ের অনুরোধে পুরুষদেবতার সমুদায় উপচারদানে নমঃ শব্দ ব্যবহার করিয়াছি। এক্ষণে কতিপয় দেবতার ধ্যান লিখিত হইতেছে।

লক্ষ্মীধ্যান যথা, ওঁ পাশাক্ষমালিকাম্ভোজ শৃণিভির্যাম্যসৌম্যয়োঃ। পদ্মাসনস্থাং ধ্যায়েচ্চ শ্রিয়ং ত্রৈলোক্যমাতরম্ ॥ গৌরবর্ণাং সুরূপাঞ্চ সর্বালঙ্কারভূষিতাম্ । রৌক্মপদ্মব্যগ্রকরাং বরদাং দক্ষিণেতু অর্থাৎ দেবীর দক্ষিণ ভাগে পাশ এবং অক্ষমালা বামে পদ্ম ও অঙ্কুশ, জগম্মাতা শ্রীস্বরূপা এবং পদ্মাসনা গৌরবর্ণা স্বরূপা এবং সর্ব্বঅলঙ্কারে ভূষিতা, বামহস্তে স্বর্ণপদ্ম এবং ডান হাতে বরদান করিতেছেন। (পূজাপ্রকার ও প্রণামমন্ত্র ৯১পৃঃ)

গণেশধ্যান। ওঁ খর্ব্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরং, প্রস্যন্দন্মদগন্ধলুব্ধমধূপ-ব্যালোলগন্ডস্থলং। দন্তাঘাতবিদারিতারিরুধিরৈঃ সিন্দুরশোভাকরং, বন্দে শৈলসুতাসুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কর্ম্মসু ॥ পূজা প্রকার, গং এতং পাদ্যং গণেশায় নমঃ। ইত্যাদি। গণেশের বিশেষ পূজা দশবিধসংস্কার পদ্ধতিতে পাইবেন। ধ্যানের অর্থ,-খর্ব্ব ও স্থূলদেহ, গজেন্দ্রবদন, লম্বোদর সুন্দর, ভ্রমরগণ তাঁহার মুখনিঃসৃত মদগন্ধে লুব্ধ হইয়া তাঁহার গন্ডস্থলকে আকুলিত করিতেছে,দন্তাঘাতে শত্রুবিদারিত রক্তে সিন্দুরবর্ণ সেই পার্ব্বতীপুত্র সর্বকর্ম্ম সিদ্ধিদাতা, সকল কামনা পুরণকারী, গণপতিকে বন্দনা করি।

গণেশপ্রণাম-ওঁ একদন্তং মহাকায়ং লম্বোদর গজাননম্। বিঘ্ননাশং রং দেবং হেরম্বং প্রণমাম্যহম্ । অর্থাৎ একদন্ত, মহাকায় গজের ন্যায় মুখ, লম্বোদর, বিঘ্ন নাশকারী দেব হেরম্বকে (শিবসমীপস্থ) আমি প্রণাম করি।

বাস্তুপুরুষধ্যান। অরুণিত-মণিবর্ণং কুন্ডলশ্রেষ্ঠকর্ণং, সুসিত-সুভগমাস্যং দন্ডপাণিং সুবেশম্। নিখিলজননিবাসং বিশ্ববীজস্বরূপং নতজন ভয়নাশং বাস্তু দেবং ভজামি ॥ অথবা চতুর্ভূজং মহাকায়ং জটামন্ডিতমস্তকম্ । ত্রিলোচনং

মো নমঃ। না নমঃ। রা নমঃ। য় নমঃ। ণা নমঃ। য নমঃ। অনন্তর 'ওঁ নমো নারায়ণায় এই মন্ত্র যথাশক্তি জপ করিয়া গুহ্যাতি ইত্যাদি মন্ত্রে (৪ পৃঃ) গোযোনিমুদ্রায় জপ সমর্পণ করিয়া তির্য্যকভাবে নিজশরীরের বামাঙ্গ প্রদর্শন করিয়া প্রণাম করিবে যথা, - ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ, অর্থাৎ ব্রহ্মণ্যদেব - যিনি গো এবং ব্রাহ্মণের হিতকারী এবং জগতের মঙ্গল বিধায়ক, সেই গোবিন্দ কৃষ্ণকে বারবার প্রণাম করি! পরে স্তবপাঠ করিবে যথা, - ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্ট দোহং তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চি নুতং শরণ্যম্ । ভৃত্যাত্তিহং প্রণতপালভবাব্ধিপোতং বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ॥১॥ ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজসুরেপ্সিতরাজ্যলক্ষীং ধর্ম্মিষ্ঠ অর্য্যবচসা যদগাদরণ্যম্ । মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবৎ বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ॥ ২॥ অর্থাৎ হে শরণাগতবৎসল মহাপুরুষ তোমাকে ধ্যান করিত তুমি ইন্দ্রিয় ও কুটুম্বাদি লাঞ্ছনার নাশক, অভীষ্টপূরক, তীর্থাস্পদ, শিব ব্রহ্মাদি কর্তৃকস্তুত এবং আশ্রয়পদ, ভক্তজনের দুঃখহারী, এবং ভবসাগরের তরণী স্বরূপ তোমার চরণকমল আমরা ভজনা করি।

হে ধর্ম্মিষ্ঠ মহাপুরুষ! অতি দুস্ত্যজনীয় এবং দেবগণের আকাঙ্খিত রাজ্য এবং ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া পিতার বাক্যানুসারে বনে গমন করিয়াছিলে, এবং দয়িতার অভিলষিত মায়ামৃগের অনুসরণ করিয়াছিলে, তোমার চরণকমল ভজনা করি। অনন্তর পূণর্ব্বার প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিবে, যে, "নাথ যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহং। তেষু তেষ্বচ্যুতা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি। মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তি-......................

করালাস্যং হারকুন্ডলশোভিতম্ । লম্বোদরং দীর্ঘকর্ণং লোমশং পীতবাসসম্ । গদাত্রিশুলপরশু-খট্টাঙ্গং দধতং করৈঃ। অসিচর্ম্মকরৈর্বীরৈঃ কপিলাস্যাদিভির্ব্বতম্। শক্রণামস্তকং সাক্ষাৎ উদ্যদাদিত্যসন্নিভম্ ॥ ধ্যায়েদ্দেবং বাস্তুপতিঃ কূর্মপদ্মাসনস্থিতম্ ॥ পূজাপ্রকার, ওঁ ক্ষ্রাং ক্ষ্রীং ক্ষ্রুং ক্ষ্রৈং ক্ষ্রৌং ক্ষ্রঃ এতৎ পাদ্যং বাস্তুপুরুষায় নমঃ। ইত্যাদি।...........

হীনং জনার্দন। যৎ পূজিতং ময়া দেব পরিপূর্ণং তদস্তু মে"। অনন্তর ঈশানকোণে উর্দ্ধমুখ ত্রিকোণমণ্ডল অঙ্কিত করিয়া 'বিশ্বক্‌সেনায় নমঃ এই মন্ত্রে নির্মাল্য দ্বারা পূজা করিবে। পরে নারায়ণের উপরি পঞ্চোপচারে বা গন্ধপুষ্প দ্বারা লক্ষীপূজা করিতে হইবে যথা, প্রশমে লক্ষীর ধ্যান ৮৯পৃঃ দেখুন। শ্রীঁ এষ গন্ধঃ লক্ষ্মৈ নমঃ। শ্রীঁ ইদং সচন্দনপুষ্পং লক্ষ্মৈ বৌষট। শ্রীঁ ইদং সচন্দন-বিল্বপত্রং লক্ষ্মৈ বৌষট। শ্রীঁ এষ ধূপঃ লক্ষ্মৈ নমঃ। শ্রীঁ এষ দীপঃ লক্ষ্মৈ নমঃ। শ্রীঁ ইদং নৈবেদ্যং লক্ষ্মৈ নিবেদয়ামি। প্রণাম মন্ত্র যথা, হ্রীঁ বিশ্বরূপস্য ভার্য্যাসি পদ্মে পদ্মালয়ে শুভে। সর্ব্বতঃ পাহি মাং দেবি মহালক্ষী নমোহস্তু তে ॥ অর্থাৎ - বিশ্বরূপের ভার্য্যা, পদ্মধারিণী, পদ্মবনবাসিনী এবং মঙ্গলপ্রদা। তুমি আমাকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা কর, তোমাকে প্রণাম করি (নারায়ণের উপরি সকল দেবতারই পূজা হইতে পারে, কেবল শববাহিনী দেবতার পূজা হইবে না।)

অথ শ্রীকৃষ্ণ পূজা।

পূর্বোক্ত সাধারণ পদ্ধতি ক্রমে বর্ণন্যাসপর্য্যন্ত করিয়া গুরু পূজাদির পরে প্রণায়াম করিবে যথা, "ক্লীঁ" এই মন্ত্র একবার জপ করিয়া দক্ষিণনাসা দ্বারা বায়ুরেচন করিবে, তৎপরে সপ্তবার জপদ্বারা বামনাসায় বায়ুপূরণ করিয় ঐ বীজ বিংশতিবার জপ করিয়া..........

সূর্য্যধ্যান। ওঁ রক্তাম্বুজাসনমশেষগুণৈকসিন্ধুং ভানুং সমস্তজগতামধিপং ভজামি। পদ্মদ্বয়াভয়বরং দধতং করাব্জৈর্মাণিক্যমৌলিমরুণাঙ্গরুচিং ত্রিনেত্রম্॥ পূজাপ্রকার, হ্রাঁ হ্রীঁ সঃ এতৎ পাদ্যং শ্রীসূর্য্যায় নমঃ। ইত্যাদি।

ষষ্ঠী মার্কণ্ডেয়ের ধ্যান পূজা সমুদায় ইহার প্রথম খন্ডে আছে।

মনসার ধ্যান শ্বেতচম্পকবর্ণাভ্যাং রত্নভূষণভূষিতাং। বহ্নিশুদ্ধাংশুকাধানাং নাগযজ্ঞোপবীতিনীং॥ মহাজ্ঞানযুতাঞ্চৈব প্রবরাং জ্ঞানিনাং সতাং। সিদ্ধ্যধিষ্ঠাত্রীদেবীঞ্চ সিদ্ধাং সিদ্ধিপ্রদাং ভজে॥ পূজাপ্রকার, ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ ঐঁ মনসাদেব্যৈ স্বাহা এতৎ পাদ্যং মনসাদেব্যৈ নমঃ। ইত্যাদি।

গঙ্গার ধ্যান। শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশাং শুক্লাম্বর বিভূষিতাম্। শুক্লমুক্তাবলীমালা-হৃদয়োপরিশোভিতাং॥ শ্বেতমাল্যধরাং দেবীং শ্বেতাভরণভূষিতাং। সদা ষোড়শবর্ষীয়াং ব্রহ্মাদিপরিসেবিতাং॥ পূজা প্রকার, ওঁ হ্রীঁ গঙ্গায়ৈ ওঁ হ্রীঁস্বাহা এতৎ পাদ্যং গঙ্গায়ৈ নমঃ ইত্যাদি॥ অথবা হ্রীঁ গঙ্গায়ৈ হ্রীঁ এতৎ পাদ্যং গঙ্গায়ৈ নমঃ। ইত্যাদি।

মঙ্গলচণ্ডীর ধ্যান। -যৈষা ললিতকান্তাখ্যা দেবী মঙ্গলচণ্ডিকা। বরদাভয়হস্তা চ দ্বিভূজা গৌরদেহিকা॥ রক্তপদ্মাসনস্থা চ মুকুটোজ্জলমণ্ডিতা। রক্তকৌষেয়বসনা স্মিতবক্ত্রা শুভাননা। নবযৌবনসম্পন্না চার্বাঙ্গী ললিতপ্রভা॥ ললিতকান্তি দেবী মঙ্গলচণ্ডী - দুইহাতে বর এবং অভয়যুক্তা, গৌরবর্ণা, রক্তপদ্মাসনে উপবিষ্টা, উজ্জ্বল মুকুটমন্ডিতা রক্তবসনা, প্রসন্নবদনা, নবযৌবন এবং সুন্দর দেহ এবং কান্তি সম্পন্না। পূজা প্রকার, - ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ সর্ব্বপূজ্যে দেবী মঙ্গলচণ্ডিকে হূঁ হূঁ ফট্ স্বাহা এতৎ পাদ্যং মঙ্গলচণ্ডিকায়ৈ নমঃ। ইত্যাদি॥

সরস্বতীর ধ্যান। ওঁ তরুণশকলমিন্দোর্ব্বিভ্রতী শুভ্রকান্তিঃ কুচভর নমিতাঙ্গী সন্নিষণ্ণা সিতাব্জে। নিজকরকমলোদ্যল্লেখনী-পুস্তকশ্রীঃ সকলবিভবসিদ্ধ্যৈ পাতু বাগ্‌দেবতা নঃ। তরুণচন্দ্রকলা শোভিতা শ্বেতবর্ণা, স্তনভার নতা, শ্বেতপদ্মে উপবিষ্টা করকমলে উদ্যতলেখনী ও পুস্তকশোভিতা, বাগ্‌দেবী আমাদের সকল বিভব সিদ্ধিপ্রদান করিয়া রক্ষা করুন। পূজাপ্রকার - ঐঁ এতৎ পাদ্যং সরস্বত্যৈ নমঃ ইত্যাদি॥.............

নাসাপুটদ্বয় ধারণা করিয়া বায়ুর কুম্ভক করিবে। পুনর্ব্বার একবার জপে বামনাসায় বায়ু রেচন, সপ্তবার জপে দক্ষিণনাসায় বায়ু পুরণ ও বিংশতিবার জপে উভয়নাসাধারণ পূর্ব্বক বায়ুর কুম্ভক করিবে। তৎপরে ঐ মন্ত্র একবার জপদ্বারা দক্ষিণনাসায় বায়ু রেচন, সপ্তবার জপদ্বারা বামনাসায় বায়ু পুরণ এবং বিংশতিবার জপদ্বারা উভয় নাসাধারণ করিয়া কুম্ভক করিবে। (৫১) অনন্তর পীঠন্যাস যথা, (হৃদি মৃগমুদ্রায়) 'ওঁ হ্রীঁ পীঠদেবতাভ্যো নমঃ' ॥ (৫২) ঋষ্যাদিন্যাস যথা, - শিরসি নারদঋষয়ে নমঃ ॥ মুখে বিরাট্ ছন্দসে নমঃ। হৃদি শ্রীকৃষ্ণায় দেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে ক্লীং বীজায় নমঃ। পাদয়োঃ স্বাহা শক্তয়ে নমঃ। মন্ত্রাধিষ্টাতৃদেবতায়ৈ দুর্গায়ৈ নমঃ, ইতি দুর্গাকে নমস্কার করিবে। পরে প্রণবপুটিত মূলমন্ত্রে দুই হাতে পৃষ্ঠে পার্শ্বে তিনবার ন্যাস করিয়া প্রণবপুটিত সবিন্দু মূলবর্ণ অঙ্গ লী পর্ব্বে নমোহন্ত মন্ত্রে ন্যাস করিবে।

শীতলার ধ্যান। ওঁ সূর্পালঙ্কৃতমস্তকাং সুরগণৈঃ সংস্তূয়মানাং মুদ্রা, বামে কুম্ভধরাং পায়োদবদনাং বন্দে খরস্থ্যাং সদা। দিগ্বাসামুরুহাসসুন্দরমুখীং সম্মার্জ্জনীং দক্ষিণে। পাণৌ তাং দধতীং ভবার্ত্তিশমণীং সংসারবিদ্রাবিনীম্ ॥ পূজা প্রকার, - ওঁ শীতলায়ৈ নমঃ এতৎ পাদ্যং শীতলায়ৈ নমঃ। ইত্যাদি ॥

(৫১) সর্বপ্রকার কৃষ্ণমন্ত্রে "ক্লীং" এই বীজে প্রাণায়াম করিবে। মূলমন্ত্রেও প্রাণায়াম করিতে পারেন। ক্রমদীপিকায় লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি যে মন্ত্র জপ করিবে, সে ব্যক্তি সেই মন্ত্রে প্রাণায়াম করিতে পারেন। যদি দশাক্ষর মন্ত্র জপ করেন, তবে দশাক্ষর মন্ত্রে প্রাণায়াম করিবেন। কিন্তু অষ্টবিংশতিবার রেচন, পূরণ ও কুম্ভক করিতে হইবে। এবং অষ্টাদশাক্ষরমন্ত্র জপে দ্বাদশবার রেচন, পূরণ ও কুম্ভক করিবেন। একবার রেচন, পুরণ ও কুম্ভক করিলে এক প্রাণায়ম হয়, এই প্রকার তিনবার প্রাণায়াম বিধি। অন্যান্য মন্ত্রে মন্ত্রবর্ণ সংখ্যায় রেচন, পূরণ ও কুম্ভক করিতে হয়। প্রাণায়ামের যেরূপ নিয়ম লেখা হইল, এই ক্রম কেবল শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে জানিবে। অন্য দেবতা বিষয়ে এইরূপে প্রাণায়ামবিধি নহে।

(৫২) প্রত্যেক পীঠদেবতার ন্যাস যথা, হৃদয়ে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ। (এইরুপ) প্রকৃত্যৈ কূর্ম্মায় অনন্তায়। পৃথিব্যৈ সুধাম্বুধয়ে মণিদ্বীপায়। চিন্তামণিগৃহায়। পারিজাতায়। কল্পবৃক্ষায়। মণিবেদিকায়ৈ।

যথা দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠের তিনপর্ব্বে ওঁ গোঁ ওঁ নমঃ। দক্ষিণতর্জ্জনী ওঁ পীঁ ওঁ নমঃ। দক্ষিণমধ্যমা ওঁ জং ওঁ নমঃ। দক্ষিণ-অনামিকা ওঁ নং ওঁ নমঃ। দক্ষিণকনিষ্ঠা ওঁ বং ওঁ নমঃ। বামকনিষ্ঠা ওঁ হ্লং ওঁ নমঃ। বাম-অনামিকা ওঁ ভাং ওঁ নমঃ। বামমধ্যমা ওঁ য়ং ওঁ নমঃ। বামতর্জনী ওঁ স্বাং ওঁ নমঃ। বামাঙ্গুষ্টে ওঁ হাং ওঁ নমঃ। ইতি সৃষ্টিন্যাসঃ। এইরূপ দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ হইতে বামকনিষ্ঠা পর্য্যন্ত স্থিতি ও সংহৃতি বামাঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ পর্য্যন্ত। (৫৩)। তৎপরে করদ্বয়ের দশাঙ্গুলীতে স্থিতিন্যাসক্রমে মন্ত্রের দশাক্ষরন্যাস করিয়া করদ্বয়ের অঙ্গুলীতে পঞ্চাঙ্গন্যাস করিবে। যথা, (দক্ষাঙ্গুষ্ঠে) ওঁ গোঁ ও নমঃ। (তর্জ্জনীতে) ওঁ পীং ওঁ নমঃ। (মধ্যমায়) ওঁ জং ওঁ নমঃ। (অনামিকায়) ওঁ নং ওঁ নমঃ। (কনিষ্ঠায়) ওঁ বং ওঁ নমঃ।

রত্নাসিংহাসনায়। মনিপীঠায়। (চতুর্দিকে) মুনিভ্যঃ। দেবেভ্যঃ (দক্ষস্কন্ধে) ধর্ম্মায়। (বামস্কন্ধে) জ্ঞানায়। (বামোরুতে) বৈরাগ্যায় (দক্ষিণোরুতে) ঐশ্বর্য্যায়। (মুখে) অধর্ম্মায়। (বামপার্শ্বে) অজ্ঞানায়। (নাভিতে) অবৈরাগ্যায়। (দক্ষিণপার্শ্বে) অনৈশ্বর্য্যায়। (হৃদয়ে) অং অনন্ত ায়। পং পদ্মায়। আনন্দকন্দায়; সম্বিন্নালায়। বিকারময়কেশরেভ্যঃ। প্রকৃতিময়পত্রেভ্যঃ। পঞ্চাশদ্বীজাঢ্যতত্ত্বময়কর্ণিকায়ৈ। অং অর্কমন্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে। উং সোমমন্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে। মং বহ্নিমন্ডলায় দশকলাত্মনে। সং সত্ত্বায় প্রবোধাত্মনে। রং রজসে পৃথিব্যাত্মনে। তং তমসে মোহাত্মকায়। (দক্ষিণাংশে) আং আত্মনে; (উত্তরে) অং অন্ত রাতত্মনে। (পশ্চিমে) পং পরমাত্মনে। (পূর্বে) হ্রীঁ জ্ঞানাত্মনে। (মধ্যে) মায়াতত্ত্বায়। কামতত্ত্বায়। কালতত্ত্বায়। বিদ্যাতত্ত্বায়। পরতত্ত্বায়। (পূর্বাদিদলেষু) বিমলায়ৈ।উৎকর্ষিন্যৈ। জ্ঞানায়ৈ। ক্রিয়ায়ৈ। যোগায়ৈঃ। প্রহৈব। সত্যায়ৈ। ঈশানায়ৈ। (মধ্যে) অনুগ্রহায়ৈ। (তদুপরি) ওঁ নমো ভগবতে বিষ্ণবে সর্বভূতাত্মনে বাসুদেবায় সর্ব্বাত্মসংযোগযোগ-পদ্মপীঠাত্মনে নমঃ। সর্ব্বত্র অগ্রে প্রণব ও শেষে নমঃ পদ যোগ করিয়া ন্যাস করিবে।

(৫৩) এই ন্যাস দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া কনিষ্ঠাপর্য্যন্ত এবং বাম হস্তের কনিষ্ঠা হইতে আরম্ভ করিয়া অঙ্গুষ্ঠ পর্য্যন্ত ন্যাস করাকে সৃষ্টি..............

(বামাঙ্গষ্ঠে) ওঁ লুং ওঁ নমঃ। (বামতর্জনীতে) ওঁ ভ্যাং ওঁ নমঃ। (বামধ্যমায়) ওঁ য়ং ওঁ নমঃ। (বামআনামায়) ওঁ স্বাং ওঁ নমঃ। (বামকনিষ্ঠায়) ওঁ হ্যাং ওঁ নমঃ। পঞ্চাঙ্গন্যাস যথা আচক্রায় স্বাহা অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। বিচক্রায় স্বাহা তর্জনীভ্যাং স্বাহা। সুচক্রায় স্বাহা মধ্যমাভ্যাং বষট্ । ত্রৈলোক্যরক্ষণচক্রায় স্বাহা অনামিকাভ্যাং হুঁ। অসুরান্তচক্রায় স্বাহা কনিষ্ঠাভ্যাং ফট্ । ততঃ প্রণবপুটিতমূলমন্ত্রে মস্তক হইতে পাদপর্য্যন্ত এবং পাদ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত তিনবার ন্যাস করিবে। সংহারসৃষ্টিভেদে দশতত্ত্বন্যাস যথা, (পাদয়োঃ) গোং নমঃ পরায় পৃথিবী তত্ত্বাত্মনে নমঃ। (লিঙ্গে) পীং নমঃ পরায় জলতত্ত্বাত্মনে নমঃ। (হৃদি) জং নমঃ পরায় তেজস্তত্ত্বাত্মনে নমঃ। (মুখে) নং নমঃ পরায় বায়ুতত্ত্বাত্মনে নমঃ। (শিরসি) বং নমঃ পরায়াকাশতত্ত্বাত্মনে নমঃ। (হৃদি) লুং নমঃ পরায়াহঙ্কারতত্ত্বাত্মনে নমঃ। ভাং নমঃ পরায় মহত্তত্ত্বাত্মনে নমঃ। (সর্ব্বগাত্রে) য়ং নমঃ পরায় প্রকৃতিতত্ত্বাত্মনে নমঃ। স্বাং নমঃ পরায় পুরুষতত্ত্বাত্মনে নমঃ। হাং নমঃ পরায় পরতত্ত্বাত্মনে নমঃ। ইতসিংহারন্যাসঃ। সৃষ্টিন্যাসঃ যথা (সর্ব্বগাত্রে) হাং নমঃ পরায় পরতত্ত্বাত্মনে নমঃ। স্বাং নমঃ পরায় পুরুষতত্ত্বাত্মনে নমঃ। য়ং নমঃ পরায় প্রকৃতিতত্ত্বাত্মনে নমঃ। (হৃদি) ভাং নমঃ পরায় মহত্তত্ত্বাত্মনে নমঃ। লুং নমঃ পরায়াহঙ্কারতত্ত্বাত্মনে নমঃ। (শিরসি) বং নমঃ পরায়াকাশতত্ত্বাত্মনে নমঃ। (মুখে) নং নমঃ পরায় বায়ুতত্ত্বাত্মনে নমঃ। (হৃদি) জং নমঃ পরায় তেজস্তত্ত্বাত্মনে নমঃ। (লিঙ্গে) পীং নমঃ পরায় জলতত্ত্বাত্মনে নমঃ। (পাদয়ো) গোং নমঃ পরায় পৃথিবীতত্ত্বআত্মনে নমঃ। অথ সৃষ্টিক্রমন্যাসঃ। যতা, (শিরসি, মধ্যমাঙ্গুল্যা) গোং নমঃ। (নেত্রয়োঃ, তর্জ্জনীমধ্যমাভ্যাং) পীং নমঃ।...........

ন্যাস বলে। এই সৃষ্ঠিন্যাস দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠাদি 'কনিষ্ঠা পর্য্যন্ত ন্যাসকে স্থিতিন্যাস বলে। এইরূপ বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠাদি অঙ্গুষ্ঠ পর্য্যন্ত ন্যাসকে সংহৃতিন্যাস বলে। এই প্রকার সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহৃতি ত্রিবিধ ন্যাস করিয় পুনরায় সৃষ্টি ও স্থিতি এই পঞ্চবিধ ন্যাস করিতে................

(কর্ণয়োঃ, অঙ্গুষ্ঠহিতাভিঃ অঙ্গুলীভিঃ) জং নমঃ। (ঘ্রাণে, অঙ্গুষ্ঠা নামিকাভ্যাং) নং নমঃ। (মুখে, সর্বাঙ্গুলীভিঃ) বং নমঃ। (হৃদি, অঙ্গুষ্ঠ তর্জ্জনীভ্যাং) লুং নমঃ। (নাভৌ, অঙ্গুষ্ঠমধ্যমাভ্যাং) ভাং নমঃ। (লিঙ্গে, অঙ্গুষ্ঠরহিতাঙ্গুলীভিঃ) য়ং নমঃ। (জানুনোঃ, অঙ্গুষ্ঠরহিতাঙ্গুলীভিঃ) স্বাং নমঃ। (পাদয়োঃ, সর্বঙ্গুলীভিঃ) হাং নমঃ।

স্থিতিক্রমন্যাসঃ। যথা, (হৃদি, অঙ্গুষ্ঠতর্জ্জনীভ্যাং) গোং নমঃ। (নাভৌ, অঙ্গুষ্ঠমধ্যমাভ্যাং) পীং নমঃ। (লিঙ্গে, অঙ্গুষ্ঠরহিতাঙ্গুলীভিঃ) জং নমঃ। (জানুনোঃ, অঙ্গুষ্ঠরহিতাঙ্গলীভিঃ) নং নমঃ। (পাদয়োঃ, সর্ব্বাঙ্গলীভিঃ) বং নমঃ। (শিরসি, মধ্যময়া) লুং নমঃ। (নেত্রয়োঃ, মধ্যমাতর্জনীভ্যাং) ভাং নমঃ। (কর্ণয়োঃ, অঙ্গুষ্ঠরহিতাঙ্গুলীভিঃ) য়ং নমঃ। (ঘ্রাণে, অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাং) স্বাং নমঃ। (মুখে সর্ব্বাঙ্গুলীভিঃ) হাং নমঃ।

সংহারক্রমন্যাসঃ। যথা, (পাদয়োঃ, সর্ব্বাঙ্গুলীভিঃ) গোং নমঃ। (জানুনোঃ, অঙ্গুষ্ঠহিতাঙ্গুলীভিঃ) পীং নমঃ। (লিঙ্গে, অঙ্গুষ্ঠরহিতাঙ্গুলীভিঃ) জং নমঃ। (নাভৌ অঙ্গুষ্ঠমধ্যমাভ্যাং) নং নমঃ। (হৃদি, অঙ্গুষ্ঠতর্জনীভ্যাং) বং নমঃ (মুখে সর্বাঙ্গুলীভিঃ) লুং নমঃ। (ঘ্রাণে অঙ্গুষ্ঠনামিকাভ্যাং) ভাং নমঃ। (কর্ণয়োঃ অঙ্গুষ্ঠরহিতাঙ্গুলীভিঃ) য়ং নমঃ। (নেত্রয়োঃ, মধ্যমাতর্জনীভাং) স্বাং নমঃ। (মূর্দ্ধ্নি, মধ্যমাঙ্গুল্যা) হাং নমঃ। অথ বিভূতি-পঞ্জরন্যাসঃ। যথা, (আধারে) গোং নমঃ। (লিঙ্গে) পীং নমঃ। (নাভৌ) জং নমঃ। (হৃদি) নং নমঃ। (গলে) বং নমঃ। (মুখে) লুং নমঃ। (অংশয়োঃ) ভাং নমঃ, য়ং নমঃ। (উর্ব্বোঃ)............

হয়। গৌতমীয়তন্ত্রে লিখিত আছে যে, সংহৃতিন্যাসে সমস্ত দোষ নাশ হয়। সৃষ্টি ও স্থিতি ন্যাসে বিদ্যালাভ হয়। এই পঞ্চবিধ ন্যাসের মধ্যে ব্রাহ্মণগণ সৃষ্টি, স্থিতি, সংহৃতি ও সৃষ্টি এই চতুর্বিধ ন্যাস, গৃহস্থ ও সস্ত্রীক বাণপ্রস্থ ব্যক্তি সৃষ্টি, স্থিতি, সংহৃতি, সৃষ্টি এবং স্থিতি এই পঞ্চবিধ ন্যাস, মুনিগণ সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহৃতি, এই ত্রিবিধ ন্যাস এবং বিরাগী ব্যক্তি উক্ত পঞ্চবিধ ন্যাস করিবেন। উক্ত পঞ্চবিধ ন্যাসে অশক্ত ব্যক্তি একবার মাত্র ন্যাস করিলেও পূজা সিদ্ধ হইবে। যথা, -গৌতমীয়তন্ত্রে ন্যাসত্রয়ং সদা কুর্য্যাদশক্তাবেক এব হি।'............

স্বাং নমঃ, হাং নমঃ। (কন্ধরায়াং) গোং নমঃ। (নাভৌ) পীং নমঃ। (কুক্ষৌ) জং নমঃ। (হৃদি) নং নমঃ। (স্তনয়োৎ) বং নমঃ, ল্লং নমঃ। (পার্শ্বয়োঃ) ভ্যাং নমঃ, য়ং নমঃ। (শ্রোণ্যোঃ) স্বাং নমঃ হাং নমঃ। (শিরসি) গোং নমঃ। (মুখে) পীং নমঃ। (নেত্রয়োঃ) জং নমঃ, নং নমঃ। (কর্ণয়োঃ) বং নমঃ, ল্লং নমঃ। (ন্যাসাপুটয়োঃ) ভাং নমঃ, যং নমঃ। (কপলয়োঃ) স্বাং নমঃ, হাং নমঃ। (দক্ষিনহস্তে) গোং নমঃ। (মধ্যসন্ধিতে) পীং নমঃ। (মণিবন্ধে) জং নমঃ। (অঙ্গুলীমূলে) নং নমঃ। (অঙ্গুল্যগ্রে) বং নমঃ। (অঙ্গুষ্ঠে) ল্লং নমঃ॥ (তর্জনীতে) ভাং নমঃ। (মধ্যমাতে) য়ং নমঃ। (অনামিকাতে) স্বাং নমঃ। (কনিষ্ঠাতে) হাং নমঃ। এইরূপ বামহস্তের মূলাদি পঞ্চস্থানে "গো" আদি পঞ্চবর্ণ এবং অঙ্গুষ্ঠাদি পঞ্চ অঙ্গুলীতে "ল্ল" আদি পঞ্চবর্ণ। এইরূপ দক্ষিণ পাদের মূলাদি পঞ্চস্থানে পঞ্চবর্ণ ও পঞ্চাঙ্গুলিতে পঞ্চবর্ণ। বামপদের মূলাদি পঞ্চস্থানে পঞ্চবর্ণ ও পঞ্চাঙ্গুলীতে পঞ্চবর্ণ ন্যাস করিবে। (মুর্দ্ধি) গোং নমঃ। তৎপূর্ব্বে পীং নমঃ। তদ্দক্ষিণে জং নমঃ। তৎপশ্চিমে নং নমঃ। তদুত্তরে বং নমঃ। মূর্দ্ধি ল্লং নমঃ। ভূজয়োঃ ভাং নমঃ, যং নমঃ। উর্ব্বোঃ স্বাং নমঃ, হাং নমঃ। শিরসি গোং নমঃ। নেত্রয়োঃ পীং নমঃ। মুখে জং নমঃ। কণ্ঠে নং নমঃ। হৃদি বং নমঃ। জঠরে ল্লং নমঃ। মূলাধারে ভাং নমঃ। লিঙ্গে য়ং নমঃ। জানুনো স্বাং নমঃ। পাদয়োঃ হাং নমঃ। স্তনয়োঃ নং নমঃ। পার্শ্বয়োঃ বং নমঃ। লিঙ্গে ল্লং নমঃ। উর্ব্বোঃ ভাং নমঃ। জানুনোঃ য়ং নমঃ। জঙ্গয়োঃ স্বাং নমঃ। পাদয়োঃ হাং নমঃ। দশাঙ্গন্যাসঃ যথা, হৃদি গোং নমঃ। শিরসি পীং নমঃ। শিখায়াং জং নমঃ। সর্ব্বাঙ্গে নং নমঃ। দিক্ষু বং নমঃ। দক্ষপার্শ্বে ল্লং নমঃ। বামপার্শ্বে ভাং নমঃ। কটিদেশে যং নমঃ। পৃষ্ঠে স্বাং নমঃ। মূর্দ্ধি হাং নমঃ। পঞ্চাঙ্গন্যাসঃ যথা আচক্রায় স্বাহা হৃদয়ায় নমঃ। বিচক্রায় স্বাহা শিরসে স্বাহা। সুচক্রায় স্বাহা শিখায়ৈ.............

বষট্। ত্রৈলোক্যরক্ষণচক্রায় স্বাহা কবচায় হুঁ। অসুরান্তকচক্রায় স্বাহা অস্ত্রায় ফট্। ততো ব্যাপকন্যাসং কুর্য্যাৎ। যথা ওঁ কিরীটকেয়ুরহার মকর-কুন্ডল শঙ্খ-চক্র-গদাম্ভোজহস্ত-শ্রীবৎসবক্ষঃস্থল শ্রীভূমি-সাহিতাত্ম-জ্যোতির্দ্বয়-দীপ্তকরায় সহস্রাদিত্যতেজসে নমঃ। এই মন্ত্রে ব্যাপকন্যাস করিয়া বেণু বিল্বাদি মুদ্রা প্রদর্শক পূর্বক "ওঁ নমঃ সুদর্শনায় অস্ত্রায় ফট্"। এই মন্ত্রেদি গ্বন্ধন করিয়া ধ্যান করিবেন।

ধ্যানং যথা - স্মরেদ্ বৃন্দাবনে রম্যে মোহয়ন্তমনারতম্ । গোবিন্দং পুন্ডরীকাক্ষং গোপকন্যাঃ সহস্রশম্ ॥ অত্মনো বদনাম্ভোজে প্রেরিতাক্ষিমধুব্রতাঃ। পীড়িতাঃ কামবাণেন চিরমাশ্লেষণোৎসুকাঃ ॥ মুক্তাহারল সৎপীন-তুজস্তনভারানতাঃ। স্রস্তধর্ম্মিল্লবসনা মদস্খলিতভাষণাঃ ॥ দন্তপঙক্তি-প্রভোদ্ভাসি-স্পন্দমানাধরাঞ্চিতাঃ। বিলোভয়ন্তীর্বিবিধৈর্বিভ্র মৈর্ভাবগর্বিতৈঃ ॥ ফুল্লেন্দীবরকান্তিমিন্দুবদনং বর্হাবতংসপ্রিয়ম্। শ্রীবৎসাঙ্কমুদারকৌস্তুভধরং পীতাম্বরং সুন্দরম্ ॥ গোপীণাং নয়নোৎপলার্চিতভতনুং গোগোপসংঘাবৃতং। গোবিন্দং করবেণুবাদনপরং দিব্যাঙ্গভূষং ভজে ॥ এবং ধ্যাত্বা স্বশিরসি তৎ পুষ্পং দত্ত্বা মানসোপচারৈঃ সংপূজ্য অর্ঘ্যস্থাপনং কুর্যাৎ। যথা, স্ববামে উর্দ্ধমুখত্রিকোণং তদ্বহির্বৃত্তং তদ্বহিশ্চতুষ্কোণমন্ডলং বিলিখ্য সামান্যার্ঘ্য-জলেন সংপ্রোক্ষ্য, হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে আধারশক্তয়ে নমঃ, ইতি মন্ডলং সংপূজ্য তত্র ত্রিপদিকাং সংস্থাপ্য, হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে মং বহ্নিমন্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ, ইতি ত্রিপদিকাং সংপূজ্য, ফট্ ইতি শঙ্খং প্রক্ষাল্য ত্রিপদিকোপরি সংস্থাপ্য, হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে অং অর্কমন্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ, ইতি অর্ঘ্যপাত্রং সংপূজ্য মূলমুচ্চরন্ ত্রিভাগং জলেনাপূর্য্য তত্র বিল্বপত্রতুলসীপত্র-গন্ধপুষ্প-দূর্বাক্ষতাদীনি সংস্থাপ্য, হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সোমমন্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ। ইতি অর্ঘ্যজলং সংপূজ্য ক্রোং গঙ্গে চ ইত্যাদিনা অঙ্কুশমুদ্রয়া সূর্য্যমন্ডলাৎ তীর্থমাবাহ্য, গন্ধপুষ্পৈঃ সংপূজ্য বষট্ ইতি গালিনীমুদ্রাং প্রদর্শ্য, হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে শ্রীকৃষ্ণস্য ষড়ঙ্গদেবতাভ্যো নমঃ............

ইতি ষড়ঙ্গদেবতাং সংপূজ্য শ্রীকৃষ্ণ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ, ইহ সন্নিধেহি, ইহ সন্নিধেহি, ইহ সন্নিরুধ্যস্ব, ইহ সন্নিরুধ্যস্ব, ইহ সম্মুখোভব, ইহ সম্মুখোভব মমকৃতাং পূজাং গৃহাণ, ইতি পঞ্চমুদ্রয়া আবাহ্য গন্ধপুষ্পেণ সংপূজ্য মৎস্যমুদ্রয়া আচ্ছাদ্য মূলং দশধা জপ্ত্বা ফট্ ইতি উর্দ্ধোর্দ্ধ কৃততালত্রয়েন সংরক্ষ্য ধেনু-যোনি-পরমীকরণমুদ্রাং প্রদর্শ্য তজ্জলং কিঞ্চিৎ প্রোক্ষণীপাত্রে নিক্ষিপ্য মূলমন্ত্রমুচ্চরন্ তেনোদকেন আত্মানং পূজোপকরণঞ্চ অভ্যূক্ষয়েৎ। ততঃ পীঠদেবতাভ্যো নমঃ। (*)। কুর্ম্মমুদ্রয়া কুসুমানি গৃহীত্বা পূনর্ধ্যাত্বা (৯৮ পৃঃ) মূলাধারাৎ কুলকুণ্ডলিনীং ব্রহ্মপথেন পরমশিবপর্য্যন্তং বিভাব্য হৃদয়াষ্টদলপীঠে সমানয় মূলেন মূর্ত্তিং কল্পয়িত্বা যং ইতি বায়ুবীজমুচ্চরন্ বামনাসাপুটেন দেবং স্বহৃদয়াৎ কুসুমাঞ্জলাবানীয় কূর্মমুদ্রয়া এব তানি কুসুমানি যন্ত্রোপরি (দেবতামস্তকোপরি) স্থাপয়েৎ। ততঃ পরমীকরণমুদ্রয়া পরমীকৃত্য মূলমন্ত্রেণ দেবতাং ত্রিরভ্যুক্ষ্য দশোপচারেণ পঞ্চপচারেণ বা পূজয়েৎ। নিত্যপূজায়াং ষোড়শোপচারাদ্যসম্ভবাৎ। দশোপচারপূজা যথা, ক্লীং গোপীজন বল্লভায় স্বাহা এতৎপাদ্যং শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ। (বীজ) এষ অর্ঘ্যঃ শ্রীকৃষ্ণায় স্বাহা। (বীজ) ইদং আচমনীয়ং শ্রীকৃষ্ণায় স্বধা এবং (বীজ) ইদং স্নানীয়ং শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ। (বীজ) এষ গন্ধ-নমঃ। (বীজ) ইদং সচন্দনতুলসীপত্রং-নমঃ। (বীজ) এষ ধূপঃ - নমঃ। (বীজ) ইদং আচমনীয়ং - স্বধা (বীজ) ইদং তাম্বুলং - নমঃ। (বীজ) ইদং পুনরাচমনীয়ং - স্বধা ॥ ততো (মুখে) ওঁ বেণবে নমঃ। (হৃদি) ওঁ বনমালায়ৈ নমঃ। ওঁ কৌস্তভায় নমঃ। ওঁ শ্রীবৎসায় নমঃ। ততঃ পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিং দদ্যাৎ। ততঃ মূলেন শুক্লচন্দনপঙ্কিলাং শ্বেততুলসীং দেবতাদক্ষিণে এবং রক্তচন্দনপঙ্কিলাং রক্ত- তুলসী দেবতাবামে দদ্যাৎ। এই প্রকার করবীদ্বয় দিবেন। কিম্বা সমস্তই মস্ত কে দিবেন। ততঃ আবরণ পূজা।............

---

* অধিকারী ব্যক্তি এই স্থলে বিশেষ পূজা করিবেন।

কৃতাঞ্জলিঃ, দেব! আজ্ঞাপর্য় আবরণন্তে ততঃ পূজয়ামি ইত্যনুজ্ঞাং লব্ধা পূজয়েৎ যথা, পূর্বে ওঁ দামায় নমঃ। দক্ষিণে ওঁ সুদামায় নমঃ। পশ্চিমে ওঁ বাসুদেবায় নমঃ। উত্তরে ওঁ কিঙ্কিন্যৈ নমঃ। কেশরেষু অগ্ন্যাদিকোণে ওঁ আচক্রায় স্বাহা হৃদয়ায় নমঃ। নৈর্ঋতে ওঁ বিচক্রায় স্বাহা শিরসে স্বাহা। বায়ুকেণে ওঁ সুচক্রায় স্বাহা শিখায়ৈ বষট্ । ঈশানে ওঁ ত্রৈলোক্যরক্ষণচক্রায় স্বাহা কবচায় হূঁ। চতুর্দিক্ষু ওঁ অসুরান্তকচক্রায় স্বাহা অস্ত্রায় ফট্ । ততঃ পত্রেষু পূর্বাদি ওঁ রুক্মিণ্যৈ নমঃ। এবং সত্যভামায়ৈ। নীগ্নজিত্যৈ। সুনন্দায়ৈ। মিত্রবিন্দায়ৈ। সুলক্ষণায়ৈ। জাম্বুবত্যৈ। সুশীলায়ৈ। পত্রাগ্রেফ পূর্ব্বাদি ওঁ বাসুদেবায় নমঃ। এবং দেবক্যৈ নন্দায়। যশোদায়ৈ। বলভদ্রায়। সুভদ্রায়ৈ। গোপেভ্যঃ। গোপীভ্যঃ। তদ্বাহ্যে মধ্যে চ পূর্ব্বাদিক্রমেণ ওঁ মন্দারায় নমঃ। এবং সন্তানায় পারিজাতায়। কল্পবৃক্ষায় হরিচন্দনায়। তদ্বহ্যে ইন্দ্রাদিলোকপালেভ্যঃ বজ্রাদ্যস্ত্রেভ্যঃ। ততঃ কৃষ্ণাষ্টকান্ পূজয়েৎ। যথা, ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ। এবং বাসুদেবায়। দেবকীনন্দনায় নারায়ণায়। যদুশ্রেষ্টায়। বার্ষ্ণেয়ায়। ধর্মসংস্থাপনায়। অসুরাক্রান্তভারহারিণে। সর্ব্বত্র প্রণবাদিনমোহন্তেন পূজয়েৎ। আবরণপূজাস্থলে সর্ব্বত্র শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ - এই প্রকার বিধিও আছে। যথা, ওঁ দামশ্রীপাদুকাং পূজায়ামি নমঃ। ইত্যাদি॥ প্রত্যেক আবরণ দেবতার পূজায় অশক্ত হইলে ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে শ্রীকৃষ্ণাবরণদেবতাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এইরূপে পূজা করিবে। ততঃ রাধিকাং ধ্যায়েৎ। যথা অমলকমলকান্তিং নীলবস্ত্রাং সুকেশীং, শশধরসমবক্ত্রাং খঞ্জনাক্ষীং মনোজ্ঞাম্ । স্তনযুগগত মুক্তাদামদীপ্তাং কিশোরীং, বজ্রপতিসুতকান্তাং রাধিকামাশ্রয়েহহম্ ॥ পূজাপ্রকারং হ্রীঁ শ্রীঁ রাং এতৎ পাদ্যং রাধিকায়ৈ নমঃ। ইত্যাদি দশোপচারেণ পঞ্চোপচারেণ বা পূজয়েৎ। (৫৭) পরে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ করিয়া 'গুহ্যাতি' মন্ত্রে দেবতার দক্ষিণ হস্তে জপ সমর্পণ করিয়া স্তোত্র কবচাদি পাট করিয়া পূজা সমাপন করিবেন।....

অথ শ্রীরাধাকৃষ্ণযুগলমূর্ত্তি পূজা।

যাঁহারা যুগলমন্ত্রের উপাসক, তাঁহাদের সুবিধার জন্য সংক্ষেপে পূজাবিধি কথিত হইতেছে, যথা - পূর্বোক্ত স্যারণ পদ্ধতিক্রমেণ বর্ণন্যাসঃ পর্য্যন্তং সম্পাদ্য গুরুপূজাদিকং বিধায় শ্রীকৃষ্ণপূজাপদ্ধত্যুক্ত পীঠন্যাসং কুর্য্যাৎ। ততো ঋষ্যাদিন্যাসঃ। কৃতাঞ্জলিঃ (বীজ) অস্য মন্ত্রস্য নারদঋষিঃ বিরাট্‌চ্ছন্দঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণৌ দেবতে ক্লীঁ বীজং স্বাহা শক্তিঃ শ্রী রাং কীলকং ধর্মার্থকামমোক্ষচতুর্ব্বর্গফলপ্রাপ্তয়ে বিনিয়োগঃ। শিরসি নারদঋষয়ে নমঃ। মুখে বিরাট্‌চ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি রাধাকৃষ্ণাভ্যাং দেবতাভ্যাং নমঃ। মূলাধারে ক্লীঁ বীজায় নমঃ। পাদয়োঃ স্বাহা শক্তয়ে নমঃ। সর্ব্বাঙ্গে শ্রীঁ রাং কীলকায় নমঃ। 'মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রীদেবতায়ৈ দুর্গায়ৈ নমঃ' ইতি দুর্গাং নমস্কুর্যাৎ। ততঃ প্রণবপুটিতং মূলমন্ত্রং করয়োর্মধ্যে পৃষ্ঠে পার্শ্বে চ ত্রিশো বিন্যস্য অংগুলীষু স্থিতিন্যাসং কুর্য্যাৎ। যথা, - দক্ষাংগুষ্ঠে ওঁ ক্লীঁ নমঃ। দক্ষতর্জন্যাং ওঁ শ্রীঁ ওঁ নমঃ। দক্ষমধ্যমায়াং ওঁ রাং ওঁ নমঃ। দক্ষানামিকায়াং ওঁ রাঙ ওঁ নমঃ। দক্ষকনিষ্ঠায়াং ওঁ ধ্যাং ওঁ নমঃ। বামাংগুষ্ঠে ওঁ কৃং ওঁ নমঃ। বামতর্জন্যাং ওঁ ষ্ণাং ওঁ নমঃ। বামমধ্যমায়াং ওঁ ভ্যাং ওঁ নমঃ। বামানামিকায়াং ওঁ স্বাং ওঁ নমঃ। বামকনিষ্ঠায়াং ওঁ হাং ওঁ নমঃ ॥ (৫৮)। ততঃ করয়োরংগুলীষু পঞ্চাংগন্যাসঃ। যথা, আচক্রায় স্বাহা অংগুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। বিচক্রায় স্বাহা তর্জনীভ্যাং স্বাহা। সুচক্রায় স্বাহা মধ্যমাভ্যাং বষট্‌। ত্রৈলোক্যরক্ষণচক্রায় স্বাহা অনামিকাভ্যাং হূং। অসুরান্তকচক্রায় স্বাহা কনিষ্ঠাভ্যাং ফট্‌। ততো মূলমন্ত্রপুটিতান সবিন্দুন্ মাতৃকাবর্ণান্ মাতৃকাস্থানেষু ন্যসেৎ। (৫৯)। অথ ষড়ংগন্যাসঃ। যথা

৫৭। শ্রীকৃষ্ণের পূজাতেও তর্পণ করিবার বিধি আছে : তাহা সংক্ষেপে লিখিতেছি যথা (বীজ)সাংগ-সাবরণ-সায়ুধ-সপরিবার-সশক্তিক-সবাহন-শ্রীকৃষ্ণ-শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ। বিশেষ নিয়ম ৬৪(পৃঃ) এবং কালীপূজাস্থলে পাইবেন।...............

ক্লীঁ হৃদয়ায় নমঃ। শ্রী শিরসে স্বাহা। রাং শিখায়ৈ বষট্ ॥ রাধাং কবচায় হূং। কৃষ্ণাভ্যাং নেত্রাভ্যাং বৌষট্। স্বাহা করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্। অথ ব্যাপকন্যাসঃ। যথা ওঁ কিরীটকেয়ূরহারমকরকুন্ডল-শঙ্খচক্রগদাম্ভোজহস্তপীতাম্বরধরশ্রীবৎসাঙ্কিত-বক্ষঃস্থল-শ্রীভূমিসহিতাত্মজ্যোতির্দ্বয়দীপ্তিকরায় সহস্রাদিত্যতেজসে নমঃ। ইতি মন্ত্রেণ ব্যাপকন্যাসং কুর্যাৎ ॥ ততঃ বেণু বনমালা, শ্রীবৎস, কৌস্তভ, বিশ্বরূপ পঞ্চমুদ্রাঃ প্রদর্শ্য 'ওঁ নমঃ সুদর্শনায় অস্ত্রায় ফট্' ইতিমন্ত্রেণ দিগ্বন্ধনং কুর্য্যাৎ। ততো ধ্যানং যথা, তাপিঞ্ছচ্ছবিরংগগাং প্রিয়তমাং স্বর্ণপ্রভামম্বুজপ্রোদ্যদ্বামভূজাং স্ববামভুজয়াশ্লিষ্মন সচিন্তাশ্রয়া। শ্রীমূর্ত্তীং স্বয়মন্যহস্তবিলসৎসৌবর্ণবেত্রশ্চিরং পায়াদ্বঃ শনসূনুপীতবসনো নানাবিভূষো হরিঃ॥ ইতি ধ্যাত্বা স্বশরসি পুষ্পং দত্ত্বা মানসোপচারৈঃ সংপূজ্য অর্ঘ্যস্থাপনং কুর্য্যাৎ। (৬০)। ততঃ পীঠদেবতাং পীঠশক্তিঞ্চ পূজয়েৎ। যথা, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ। এবং প্রকৃত্যৈ নমঃ। ইত্যাদি পীঠন্যাসোক্ত (৯৩ পৃঃ) ক্রমেণ পীঠদেবতাং পূজয়েৎ। অথবা পীঠদেবতাভ্যো নমঃ। পীঠশক্তিভ্যো নমঃ। অথ বিশেষ পূজা। উর্দ্ধবিন্দ্বাত্মকং বক্রমধোবিন্দুস্তনদ্বয়ং হকারার্দ্ধং কামপুরং স্বাত্মানমপি চিন্তয়েৎ। ইতি আত্মানং কামকলারূপং বিভাব্য কূর্মমুদ্রয়া সিতরক্তকুসুমানি গৃহীত্বা পুনর্ধ্যাত্বা মূলাধারাৎ কুলকুন্ডলিনীং ব্রহ্মপথেন পরমশিবপর্য্যন্তং বিভাব্য হৃদষ্টদলে সমানীয় মূলেন মূর্ত্তি কল্পয়িত্বা যং ইতি বায়ুবীজেন বামনাসাপুটেন রাধাসহিতকৃষ্ণং স্বহৃদয়াৎ কুসুমাঞ্জলাবনীয় কূর্মমুদ্রয়া................

---

(৫৮) স্ত্রী শূদ্র পক্ষে সর্ব্বত্রই প্রণব ওঁ স্থলে হ্রীঁ অথবা ঔ হইবে।
(৫৯) কেশবকীর্ত্ত্যাদিন্যাসঃ। তত্ত্বন্যাসঃ। মন্ত্রাক্ষরতত্ত্বন্যাসঃ সৃষ্টিক্রমঃ। স্থিতিক্রমঃ। সংহারক্রমঃ। বিভূতিপঞ্জরন্যাসঃ। মূর্ত্তিপঞ্জরন্যাসঃ। দশাংগন্যাসঃ। এই সকল ন্যাস বহুল্যভয়ে নিত্যপূজায় দিলাম না।

(৬০) ৯৮ পৃঃ শ্রীকৃষ্ণের অর্ঘ্যস্থাপনের ন্যায়। সাধারণতঃ অর্ঘ্যস্থাপন প্রায় সর্ব্বত্রই এক প্রকার। স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে। কেবল দেবতার নাম এবং বীজ স্বতন্ত্র হইবে।.............

এব তানি কুসুমানি দেবতামস্তকোপরি স্থাপয়েৎ। ততঃ মূলমন্ত্রেণ দেবতাং ত্রিরভ্যুক্ষ্য দশোপচারেণ পঞ্চোপচারেণ বা পূজয়েৎ। যথা (বীজ) এতৎ পাদ্যং শ্রীরাধাসহিতায় কৃষ্ণায় নমঃ, ইতি সংপ্রোক্ষ্য ইদং পাদ্যং শ্রীরাধায়ৈঃ নমঃ, ইতি পাদ্যস্য অর্দ্ধং দদ্যাৎ। ইদং পাদ্যং শ্রীকৃষ্ণায় নম, ইতি অপরার্দ্ধং দদ্যাৎ। (বীজ) এষ অর্ঘ্যঃ শ্রীরাধাসহিতায় শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ। ইতি পূর্ব্ববৎ সংপ্রোক্ষ্য এষঃ শ্রীরাধায়ৈ, ইতি অর্দ্ধং দদ্যাৎ। এষঃ শ্রীকৃষ্ণায়, ইতি অপরার্দ্ধং। আচমনীয়ং সমভ্যর্চ্চ্য (বীজ) ইদং আচমনীয়ং শ্রীরাধাসহিত কৃষ্ণায় নমঃ। ইদং শ্রীরাধায়ৈ ইত্যর্দ্ধং দদ্যাৎ। ইদং শ্রী কৃষ্ণায়। এবং সর্বত্র। ইদং স্নানীয়ং শ্রীরাধাসহিত শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ। ইদং শ্রীরাধায়ৈ। ইদং শ্রীকৃষ্ণায়। এষ গন্ধঃ শ্রীরাধায়ৈ।এষঃ গন্ধঃ শ্রীকৃষ্ণায়। ইদং সচন্দনপুষ্পং শ্রীরাধায়ৈ। ইদং শ্রীকৃষ্ণায়। শ্রীঁ রাং ইদং সচন্দনবিল্বপত্রং শ্রীরাধায়ৈ। ক্লীঁ ইদং সচন্দনতুলসীপত্রং শ্রীকৃষ্ণায়। এষ ধূপঃ শ্রীরাধায়ৈ। এষ ধূপঃ শ্রীকৃষ্ণায়। এষ দীপঃ শ্রীরাধায়ৈ। এষ দীপঃ শ্রীকৃষ্ণায়। ইদং সোপকরণনৈবেদ্যং শ্রীরাধায়ৈ। ইদং-শ্রীকৃষ্ণায়। গ্রাসমুদ্রা প্রদর্শনপূর্বকং ক্ষণভুঞ্জানং বিভাব্য প্রাণাদি মুদ্রা প্রদর্শনং। ইদং পানার্থোদকং শ্রীরাধায়ৈ। ইদং-শ্রীকৃষ্ণায়। ইদং পুনরাচমনীয়ং শ্রীরাধায়ৈ। ইদং - শ্রীকৃষ্ণায়। ইদং তাম্বুলং শ্রীরাধায়ৈ। ইদং শ্রীকৃষ্ণায় ॥ অথ তত্ত্বমুদ্রয়া মস্তকে হৃদয়ে চ তর্পয়েৎ। যথা মূল মুচ্চার্য্য শ্রীরাধাকৃষ্ণ-শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ। কৃতাঞ্জলিঃ ভগবতি, ভগবন্ আজ্ঞাপয় পবিবারাংস্তে পূজয়ামি ইত্যনুজ্ঞাং লব্ধা, ইদং সচন্দনপুষ্পং শ্রীরাধাকৃষ্ণাবরণদেবতা-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। শ্রীরাধাকৃষ্ণাবরণদেবতাশ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ। পৃথক্ তর্পণ করিলে শ্রীরাধাপক্ষে হৃদয়ে অধোমুখত্রিকোণ নমঃ স্থানে স্বাহা এবং শ্রীকৃষ্ণপক্ষে মস্তকে উর্দ্ধমুখ ত্রিকোণ নমঃ ॥ ততঃ শিরসি, হৃদয়ে মূলাধারে, পাদপদ্মে সর্বাঙ্গে পুষ্পাঞ্জলিপঞ্চকং দত্ত্বা, মূলমন্ত্রং জপ্তা স্তোত্রকবচাদিকং পঠিত্বা প্রণমেৎ ॥...............

অথ শ্রীরামচন্দ্রপূজা।

পূর্বোক্ত প্রাতঃকৃত্যাদি সাধারণ পূজাপদ্ধতিক্রমেণ বর্ণন্যাসং সম্পাদ্য গুরুপূজাদিকং বিধায় বৈষ্ণবোক্ত পীঠন্যাসং (৬১) কৃত্বা ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ। যথা, শিরসি ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ। মুখে গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি শ্রীরামায় দেবতায়ৈ নমঃ। ততঃ করাংগন্যাসৌ। যথা, রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। রীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা। রূং মধ্যমাভ্যাং বষট্। রৈং অনামিকাভ্যাং হুঁ। রৌঁ কনিষ্ঠাভাং বৌষট্। রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্। রাং হৃদয়ায় নমঃ। রীং শিরসে স্বাহা। রূং শিখায়ৈ বষট্। রৈং কবচায় হুঁ। রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্॥ মন্ত্রন্যাসঃ যথা - (ব্রহ্মরন্ধ্রে) রাং নমঃ। (ভ্রূমধ্যে) রাং নমঃ (হৃদি) মাং নমঃ। (নাভৌ) য়ং নমঃ। (লিংগে) নং নমঃ। (পাদয়োঃ) মং নমঃ। ততো ধ্যায়েৎ। যথা-কালাম্ভোধরকান্তিকান্তমনিশং বীরাসনাধ্যাসীনং মুদ্রাং জ্ঞানময়ীং দধানমপরং হস্তাম্বুজং জানুনি। সীতাং পার্শ্বগতাং সরোরুহকরাং বিদ্যুন্নিভাং রাঘবং পশ্যন্তং মুকুটাংগদাদিবিবিধাকল্পো জ্জ্বলাংগং ভজে ॥ ইতি ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য অর্ঘ্যস্থাপনং কুর্যাৎ।.............

---

(৬১) পীঠন্যাস ॥ ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ। এবং প্রকৃত্যৈ, কুর্ম্মায়, অনন্তায়, পৃথিব্যৈ, ক্ষীরসমুদ্রায়, শ্বেতদ্বীপায়, মনিমন্ডপায়, কল্পবৃক্ষায়, মনিবেদিকায়ৈ, রত্ন সিংহাসনায়। (দক্ষিণস্কন্ধে) ধর্ম্মায়। (বামস্কন্ধে) জ্ঞানায়। (বামোরৌ) বৈরাগ্যায়। (দক্ষিণোরৌ) ঐশ্বর্য্যায়। (মুখে) অধর্মায়। (বামপার্শ্বে) অজ্ঞানায়। (নাভৌ) অবৈরাগ্যায়। (দক্ষপার্শ্বে) অনৈশ্বর্য্যায়। (হৃদি) ওঁ অনন্তায় নমঃ। এবং পদ্মায়। অং সূর্য্যমন্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে। উং সোমমন্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে। মং বহ্নিমন্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে। সং সত্ত্বায়। রং রজসে। তং তমসে। আং আত্মনে। অং অন্তরাত্মনে। পং পরমাত্মনে।হ্রীং জ্ঞানাত্মনে। কেশরেষু পূর্বাদিদিক্ষু প্রদক্ষিণ্যেন মধ্যে চ ওঁ বিমলায়ৈ নমঃ। এবং উৎকর্ষিণ্যৈ, জ্ঞানায়ৈ, ক্রিয়ায়ৈ, যোগায়ৈ, প্রহ্বৈ, সত্যায়ৈ, ঈশানায়ৈ, অনুগ্রহায়ৈ। তদুপরি ওঁ নমো ভগবতে বিষ্ণবে সর্ব্বভূতাত্মনে শ্রীরামচন্দ্রায় সর্ব্বাত্মসংযোগযোগপদ্মপীঠাত্মনে নমঃ।...............

ততঃ ওঁ পীঠদেবতাভ্যো নমঃ। ওঁ পীঠশক্তিভ্যো নমঃ (৬২)। ওঁ পীঠমনুভ্যো নমঃ। ততো লক্ষণং ধ্যায়েৎ যথা, দ্বিভুজং স্বর্ণরুচিরতনুং পদ্মনিভেক্ষণম্। ধনুর্বাণকরং রামসেবাসংসক্তমানসম্ । ধ্যায়েদ্দেবং সদা ভক্তো লক্ষণং লক্ষণান্বিতম্ । পূজাপ্রকার 'রং' লক্ষণায় নমঃ' এতৎ পাদ্যং লক্ষণায় নমঃ। ইত্যাদি। এবং সংপূজ্য অষ্টোত্তরশতং লক্ষ্মণমনুং জপ্ত্বা পুনঃ রামং ধ্যাত্বা পূজয়েৎ। (বীজ) এতৎ পাদ্যং শ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ। ইত্যাদি ক্রমেণ দশোপচারেণ পঞ্চপচারেণ বা পূজয়েৎ। ততঃ সীতাং পূজয়েৎ। ধ্যানং যথা- নীলাম্ভোজদলাভিরামনয়নাং নীলাম্বরালঙ্কৃতাং গৌরাঙ্গীং শরদিন্দুসুন্দরমুখীং বিস্মেরবিম্বাধরাম্ । কারুণ্যামৃতবর্ষিণীং হরিহরব্রহ্মাদিভির্বন্দিতাং ধ্যায়েৎ সর্বজনেপ্সিতার্থফলদাং রামপ্রিয়াং জানকীম্ । শ্রী সীতায়ৈ স্বাহা এতৎ পাদ্যং সীতায়ৈ নমঃ। ইত্যাদি। পরে ভরত, লক্ষণ ও শত্রুঘ্ন ইঁহাদিগের পূজা করিবে। ততঃ আবরণদেবতাং পূজয়েৎ। কৃতাঞ্জলিঃ দেব আজ্ঞাপয় আবরণন্তে পূজয়ামি ইত্যনুজ্ঞাং লব্ধা পূজয়েৎ। যথা (দেব বামপার্শ্বে) শ্রী সীতায়ৈ নমঃ। (অগ্রে) শার্ঙ্গায় নমঃ। তদ্বহিঃ কেশরেষু অগ্ন্যাদিকোণেষু দিক্ষু চ রাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি ষড়ঙ্গানি পূজয়েৎ। অথবা ষড়ঙ্গদেবতাভ্যো নমঃ (ততো দলেষু পূর্ব্বাদিদিক্ষু) ওঁ হনুমতে নমঃ। এবং সুগ্রীবায়, ভরতায়, বিভীষণায়, লক্ষণায় অঙ্গদায়, শত্রুঘ্নায়, জাম্বুবতে। (দলাগ্রেষু) সৃষ্টয়ে, জয়ন্তায়, বিজয়ায়, সুরাষ্ট্রায়, রাষ্ট্রবর্দ্ধনায়, অকোপায়........

---

(৬২) পীঠমনুর পূজার পর সীতা, ভরত, লক্ষণ ও শত্রুঘ্ন ইঁহাদিগের পূজা করিয়া লক্ষণ মন্ত্র একশত অষ্টবার জপ করিয়া পরে রামচন্দ্রের পূজা করিবে এবং রামচন্ত্রের পূজার পরেও অঙ্গরূপে ঐ চারি দেবতার পূজা করিবে। প্রমাণ যথা, অগস্ত্যসংহিতায়াং - অজপ্ত্বাত লক্ষণমনুং রামচন্দ্রং জপন্তি যে। তজ্জপ্তস্য ফলং নৈব প্রয়ান্তি কুশলা অপি ॥ অষ্টোত্তরশতং বাপি সহস্রং বা সমাহিতঃ। লক্ষণমনুর্জপ্য ইত্যাদি! - অঙ্গত্বেনোদিতাহ্যেতে প্রাধান্যেনপি সত্তমাঃ। আদাবপ্যন্ততো বাপি পূজায়াং রাঘবস্য চ। ইত্যাদি। লক্ষণমন্ত্র - রং লক্ষণায় নমঃ ॥......

ধর্ম্মপালায়, সুমন্ত্রায়। ইন্দ্রাদিদশদিক্‌পালেভ্য, বজ্রাদ্যস্ত্রেভ্যঃ ॥ ততস্ত র্পয়েৎ যথা (বীজ) সাঙ্গ-সাবরণ-সায়ুধ-সপরিবার-সবাহন-সীতাসহিতশ্রীরামচন্দ্রশ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ। বিশেষরূপে প্রত্যেক দেবতার তর্পণ ও বীজ জানিতে হইলে ৩০ পৃঃ দেখিবেন। ততঃ পুষ্পাঞ্জলিং দত্ত্বা যথাশক্তি মূলমন্ত্রং জপ্ত্বা জপং সমর্প্য স্তবকবচাদিকং পঠিত্বা সমাপয়েৎ।...........

---

(৬৩) ঘটস্থাপনবিধি। নিত্যপূজায় ঘটস্থাপনের আবশ্যক হয় না। সে কারণ মূলে দেওয়া হয় না। পরন্তু সাধারণের সুবিধার জন্য এই স্থলে দেওয়া হইল। প্রথমতঃ কোন্ সময়ে ঘটস্থাপন করা উচিত, তাহাই অগ্রে নির্ণীত হইতেছে যে, - সঙ্কল্পাদি কার্য্য করিয়া পূজা মন্ডপে প্রবেশকরতঃ বিহিতাসনে উপবেশন পূর্ব্বক আচমনাদি কার্য্য করিয়া সামাণ্যার্ঘ্য স্থাপনান্তে কিম্বা পূর্বে ঘটস্থাপন করিবার বিধি শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। পরন্তু সামাণ্যার্ঘ্য স্থাপনের পূর্ব্বেই ঘটস্থাপন করা কর্ত্তব্য।

প্রথমতঃ পঞ্চগুঁড়ি দ্বারা শাস্ত্রোক্ত সর্ব্বোতোভদ্রমন্ডল কিম্বা ভূপুরমধ্যমত অষ্টদল পদ্ম নির্ম্মাণ করিয়া তদুপরি অঞ্জলিপরিমিত শুক্রধান্যোপরি যথাশাস্ত্রোক্ত ঘট বসাইবেন। ঘট মধ্যে জল ও পঞ্চপল্লব, তদুপরি আতপতন্ডুলপূর্ণ শরাব, তদুপরি সশীষ নারিকেল, তদুপরি প্রমাণ বস্ত্রযুগল এবং নবরত্ন কিম্বা পঞ্চরত্ন তদভাবে কেবল সুবর্ণ দিবেন। প্রথমতঃ ঘট কি প্রকার করা উচিত, তাহাই লিখিত হইতেছে। যথা, সাধক বিত্তশাঠ্য না করিয়া নিজ সামর্থ্যানুসারে সুবর্ণ নির্মিত, রজতনির্মিত, তাম্রনির্মিত, কাংস্যনির্মিত, কাচনির্মিত পাষাণ নির্মিত অথবা মৃত্তিকানির্মিত অচ্ছিদ্রঘটে দেবতার অর্চ্চনা করিবেন। কোন্ কোন্ কার্য্যে কি প্রকার ঘট প্রশস্ত এবং কাহার কি প্রকার ফল তাহাই স্থিরীকৃত হইতেছে যথা - মোক্ষের নিমিত্ত সুবর্ণ নির্মিত ঘট প্রশস্ত, রজতনির্মিত ঘট ভোগদ, তাম্রনির্মিত ঘট দেবতার প্রীতিদায়ক, কাংস্যজঘট পুষ্টিবর্দ্ধনকারী, বশীকরণে কাচসম্ভব, স্তম্ভনে পাষাণঘটিত এবং মৃন্ময়ঘট সকল কার্য্যেই প্রশস্ত।

ঘটের বেষ্টন ছত্রিশঅঙ্গুলি পরিমাণ, উচ্চতা ষোড়শাঙ্গুল, কণ্ঠ চতুরঙ্গুল বিস্তার, মুখ ষড়ঙ্গুল পরিমিত, তলদেশ পঞ্চাঙ্গুল পরিমাণ হইবে। (অস্মাৎ প্রকাশিত মহানির্বাণ তন্ত্রে পঞ্চমোল্লাস।) কলাবতী দীক্ষা প্রকরণে ঘটপরিমাণ যথা, - পঞ্চাশৎ অঙ্গুলি পরিমাণ বেষ্টন, উচ্চতা ষোড়শাঙ্গুলি ও মুখ অষ্টাঙ্গুলি হইবে। প্রমাণ যথা, - পঞ্চাশদঙ্গুলব্যাস উৎসেধঃ ষোড়শাঙ্গুলঃ।.........

(৬৩) পূর্ব্বোক্ত-সাধারণ-পদ্ধতিক্রমেণ বর্ণন্যাসপর্য্যন্তং সম্পাদ্য গুরুপূজাদিকং বিধায় পীঠন্যাসং কুর্য্যাৎ যথা - (হৃদি মৃগমুদ্রয়া) ওঁ হ্রীঁ পীঠদেবতাভ্যো নমঃ ॥ (৬৪) ওঁ হ্রীঁ পীঠশক্তিভ্যো...............

কলসানাং প্রমাণন্তু মুখমষ্টাঙ্গুলং স্মৃতম্ ॥ তন্ত্রসারে কথিত আছে যে ঘটের উচ্চতা ছত্রিশ অঙ্গুলি ও যথোচিত বেষ্টন হইবে। অথবা উচ্চতা ষোড়শাঙ্গুল কিম্বা দ্বাদশ অঙ্গুল-পরিমাণ হইবে। ইহার ন্যূন হইবে না। প্রমাণ যথা - ষট্ত্রিংশদঙ্গুলং কুম্ভং বিস্তারেণ্নতিশালিনম্ ।ষোড়শঃ দ্বাদশং বাপিততো ন্যূনং ন কারয়েৎ।

ঘটস্থাপনং যথা। রক্তবস্ত্রপরিবেষ্টিতং ঘটং ক্রীং ইতি সম্প্রোক্ষ্য ঐং ইতি কুশৈঃ সন্তাড্য, হ্রীঁ ইতি ঘটং স্থাপয়েৎ। হ্রীঁ ইতি জলেন পূরয়েৎ। হ্রীঁ গঙ্গাদ্যাঃ সরিতঃ সর্বাঃ সমুদ্রাশ্চ সরাংসি চ। সর্বে সমুদ্রা সরিতঃ সরাংসি জলদানদাঃ। হ্রদাঃ প্রস্রবণাঃ পূর্ণাঃ স্বঃ পাতালমহীগতাঃ । সর্বতীর্থানি পূণ্যানি ঘটে কুর্বন্তু সন্নিধং। ইতি তীর্থমাবাহ্য হ্রীঁ ইতি ঘটমধ্যে নবরত্নং পঞ্চরত্নং সুবর্ণং বা দদ্যাৎ। নমঃ ইতি গন্ধং, যং ইতি পুষ্পং,হ্রীঁ ইতি দূর্বাং, হ্রীঁ ইতি সকর্পূরং গন্ধপুষ্পং ঘটমধ্যে দদ্যাৎ। শ্রী ইতি পঞ্চপল্লবং (তদভাবে, কেবলাম্রপল্লবং) হ্রীঁ শ্রী ইতি সাক্ষত শরাবং, হূং ইতি ফলং, স্ত্রী ইতি স্থিরীকৃত্য, নমঃ ইতি ফলোপরি বস্ত্রযুগলং, শ্রী ইতি সিন্দুরং দত্ত্বা প্রণবেন অভ্যুক্ষ্য, হূং ফট্ স্বাহা ইতি দর্ভেণ তাড়য়েৎ। ততঃ স্থাং স্থীং হ্রীঁ শ্রী স্থিরীভব ইতি ঘটং স্থিরী কুর্যাৎ।

তন্ত্রোক্ত পঞ্চপল্লব যথা - পনসাম্রং তথাশ্বত্থং বটং বকুলমেব চ। পঞ্চপল্লবমুক্তঞ্চ মুনিভিস্তন্ত্রবেদিভিঃ। ইতি তন্ত্রসার। কাঁঠাল, আম, বট, অশ্বত্থ, এবং বকুল। ঘটের মুখে সশীষ ডাব, নারিকেল, বেল বা কলা, ফল হিসাবে দেওয়া চলে। নবরত্ন-মুক্তামাণিক্যবৈদূর্য্য গোমেদো বজ্র বিদ্রুমৌ। পদ্মরাগং মরকতং নীলঞ্চেতি যথাক্রমাৎ।

প্রকারান্তরে বিশেষ ঘটস্থাপন প্রণালী অস্মৎ প্রকাশিত তন্ত্রোক্ত দশবিধ সংস্কারপদ্ধতি দেখুন।

(৬৪) প্রত্যেক পীঠদেবতার ন্যাস যথা, - ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ (এইরূপ) প্রকৃত্যৈ। কূর্মায়। অনন্তায়। পৃথিব্যৈ। সুধাম্বুধয়ে। মণিদ্বীপায়। চিন্তামণিগৃহায়। শ্মশানায়। পারিজাতায়। কল্পবৃক্ষায়। মণিবেদিকায়ৈ। রত্নসিংহাসনায়।............

নমঃ। (৬৫) অথ ঋষ্যাদিন্যাসো যথা, - (বীজ) অস্য মন্ত্রস্য ভৈরব ঋষিরুষ্ণিক্‌ছন্দঃ শ্রীদক্ষিণকালিকা দেবতা হ্রীঁ বীজং হূঁ শক্তিঃ ক্রীঁ কীলকং, পুরুষার্থচতুষ্টয়-সিদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ। শিরসি ভৈরবায় ঋষয়ে নমঃ। মুখে উষ্ণিক্‌ছন্দসে নমঃ। হৃদি শ্রীদক্ষিণকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। মূলাধারে হ্রীঁ বীজায় নমঃ। পাদয়োঃ হূঁ শক্তয়ে নমঃ। সর্বাঙ্গে ক্রীঁ কীলকায় নমঃ। করন্যাসো যথা, ওঁ ক্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ ক্রীঁ তর্জনীভ্যাং স্বাহা। ওঁ ক্রূঁ মধ্যমাভ্যাং বষট্। ওঁ ক্রৈঁ অনামিকাভ্যাং হূঁ। ওঁ ক্রৌঁ কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট। ওঁ ক্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্। অঙ্গন্যাসো যথা, ওঁ ক্রাং হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ ক্রীঁ শিরসে স্বাহা। ওঁ ক্রূঁ শিখায়ৈ বষট্। ওঁ ক্রৈঁ কবচায় হূঁ। ওঁ ক্রৌঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ ক্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্ ॥ (৬৬) অথ সংক্ষেপ ষোঢ়ান্যাসো যথা, (মস্তকে) ওঁ নমঃ। (মূলা-....................

মণিপীঠায়। (চতুর্দিকে) মুনিভ্যঃ। দেবেভ্যঃ। বহুমাংসাস্থিমোদমানশিবাভ্যঃ। শবমুণ্ডেভ্যঃ। চিতাঙ্গারাস্থিভ্যঃ। (দক্ষস্কন্ধে) ধর্মায়। (বামস্কন্ধে) জ্ঞানায়। (বামোরুতে) বৈরাগ্যায়। (দক্ষিণোরুতে) ঐশ্বর্য্যায়। (মুখে) অধর্মায়। (বামপার্শ্বে) অজ্ঞানায়। (নাভিতে) অবৈরাগ্যায়। (দক্ষপার্শ্বে) অনৈশ্বর্য্যায়। (হৃদয়ে) অং অনন্তায়। পং পদ্মায়। আনন্দকন্দায়। সম্বিন্নালায়। প্রকৃতিময়পত্রেভ্যঃ। বিকারময়কেশরেভ্যঃ। তত্ত্বময়কর্ণিকায়ৈ। অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে। উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে। মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে। সং সত্ত্বায়। রং রজসে। তং তমসে। আং আত্মনে। অং অন্ত রাত্মনে। পং পরমাত্মনে। হ্রীঁ জ্ঞানাত্মনে। সর্বত্র অগ্রে প্রণব ও শেষে নমঃ পদ যোগ করিয়া ন্যাস করিবে।

(৬৫) প্রত্যেক পীঠশক্তিন্যাস যথা - (হৃৎপদ্মে পূর্বাদিকেশরে) ওঁ ইচ্ছায়ৈ নমঃ। (এইরূপ) জ্ঞানায়ৈ। ক্রিয়ায়ৈ। কামিন্যৈ। কামদায়িন্যৈ। রত্যৈ। রতিপ্রিয়ায়ৈ। আনন্দায়ৈ। (মধ্যে) মানোন্মন্যৈ। ঐঁ পরায়ৈ। অপরায়ৈ। পরাপরায়ৈ। (তদুপরি) হসৌঃ সদাশিব মহাপ্রেত পদ্মাসনায় নমঃ।

(৬৬) অঙ্গন্যাস বিষয়ে মুদ্রায় নিয়ম এই যে, হৃদয়ে ন্যাস করিবার সময় তর্জনী, মধ্যমা ও অনামা এই তিন অঙ্গুলী দ্বারা স্পর্শ করিতে হইবে। মধ্যমা....................

ধারে) স্ত্রীঁ নমঃ (লিঙ্গে) এং নমঃ। (নাভৌ) ক্রীঁ নমঃ। (হৃদি) ঐং নমঃ। (কণ্ঠে) ক্লীঁ নমঃ। (ভ্রুমধ্যে) স্তৌং নমঃ। (দক্ষিণবাহৌ) ওঁ নমঃ। (বামবাহৌ) শ্রীঁ নমঃ। (দক্ষিণপাদে) হ্রীঁ নমঃ (বামপাদে) ক্লীঁ নমঃ পৃষ্ঠে ক্রৌং নমঃ। সর্ব্বত্র তত্ত্বমুদ্রয়া ন্যসেৎ। (৬৭)

অথ বীজন্যাসঃ। ব্রহ্মরন্ধ্রে মূলং। ভ্রূমধ্যে মূলং। ললাটে মূলং। নাভৌ হূঁ। মুখে হ্রীঁ। মূলাধারে হূঁ। সর্ব্বাঙ্গে মূলং। সর্ব্বত্র তত্ত্বমুদ্রয়া ন্যসেৎ। অথ তত্ত্বন্যাসঃ। মূলং ত্রিখণ্ডং বিধায় (প্রথমখণ্ডান্তে) আত্মতত্ত্বায় স্বাহা, ইতি পাদাদি নাভিপর্য্যন্তম্, (দ্বিতীয়খণ্ডান্তে) বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা, ইতি নাভ্যাদি-............

ও তর্জনীদ্বারা শিরোদেশে, অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা শিখাদেশে, দশ অঙ্গুলী দ্বারা কবচ এবং তর্জনী, মধ্যমা ও অনামা এই তিন অঙ্গুলী দ্বারা নেত্রত্রয় স্পর্শ করিতে হইবে। তর্জনী ও মধ্যমা এই দুই অঙ্গুলী দ্বারা বাম করতলে আঘাত করিয়া দক্ষিণ করতলপৃষ্ঠদ্বারা বামকরতলপৃষ্ঠ স্পর্শ করিবে। ইহাই শক্তিষড়ঙ্গমুদ্রা। বিষ্ণুর ষড়ঙ্গমুদ্রা ও শিবের ষড়ঙ্গমুদ্রা স্বতন্ত্র। অঙ্গন্যাসের সময় স্ত্রী ও শূদ্রও স্বাহা উচ্চারণ করিতে পারিবে। কিন্তু প্রণবের পরিবর্ত্তে হ্রীঁ এই বীজ দিবে। এমন কি, এই পদ্ধতির যে যে স্থলে প্রণব দিবার বিধি আছে, স্ত্রী ও শূদ্র সেই, সেই স্থলেই প্রণবের পরিবর্ত্তে হ্রীঁ অথবা ওঁ উচ্চারণ করিবে এবং তাহারা হোমাদি স্থলে স্বাহা শব্দের পরিবর্ত্তে নমঃ শব্দ উচ্চারণ করিবে।

(৬৭) কালীষোঢ়া, - বীরতন্ত্রে কথিত আছে, এই কালীষোঢ়া তারা, দুর্গা ও উন্মুখীর পূজাতেও ব্যবহৃত হইতে পারে। ইহার প্রয়োগ যথা, প্রথমে পূর্বোক্ত ক্রমে (৫৬ পৃঃ) মাতৃকাস্থানে মাতৃকান্যাস করিতে হইবে। পরে ঐ মাতৃকাস্থানে সেই মাতৃকামুদ্রায়, ওঁ অং ওঁ। ওঁ আং ওঁ ইত্যাদি ক্রমে একপঞ্চাশৎ বর্ণ একপঞ্চাৎ স্থানে ন্যাস করিবে। পরবর্ত্তী সমুদায় ন্যাসই ঐ মাতৃকাস্থানে হইবে যথা, - অং ওঁ অং। আং ওঁ আং। ইত্যাদি। শ্রীঁ অং শ্রীঁ। শ্রীঁ আং শ্রীঁ। ইত্যাদি অং শ্রীঁ অং। আং শ্রীঁ আং ইত্যাদি। ক্লীং অং ক্লীং। ক্লীং আং ক্লীং। ইত্যাদি। অং ক্লীং অং। আং ক্লীং আং। ইত্যাদি। হ্রীঁ অং হ্রীঁ। হ্রীঁ আং হ্রীঁ। ইত্যাদি। অং হ্রীঁ অং। আং....................

হৃদয়পর্য্যন্তং, (তৃতীয়খণ্ডান্তে) শিবতত্ত্বায় স্বাহা, ইতি হৃদাদি শিরঃপর্য্যন্ত ং হস্তাভ্যাং ন্যসেৎ। অথ ব্যাপকন্যাসঃ। সপ্তধা পঞ্চধা বা প্রণবপুটিত-মূলমন্ত্রমুচ্চরন্ শীর্ষাদি পাদপর্য্যন্তং পাদাদি শীর্ষপর্য্যন্তং করাভ্যাং মার্জয়ন ব্যাপকন্যাসং কুর্য্যাৎ ইতি তন্ত্রসারাদি সম্মতম্। বস্তুতস্তু বহুতরস্পষ্টপ্রমাণদর্শনেন নিরূপিতং, শীর্ষাদিপাদান্তং পাদাদি শিরোহন্ত ং, নাভ্যাদি হৃদয়ান্তং চ, প্রণবপুটিতমূলেন হস্তাভ্যাং মার্জনম্ একধা ব্যাপকন্যাসো ভবতি। ইত্থং পঞ্চধা ত্রিধা বা যথাশক্তি কর্ত্তব্যম্। অথ খড়্গমুদ্রা ও মুণ্ডমুদ্রা, বরমুদ্রা, অভয়মুদ্রা, লেলিহামুদ্রা-প্রদর্শনপূর্বকং কূর্মমুদ্রয়া গন্ধপুষ্পাণি গৃহীত্বা ধ্যায়েৎ যথা, (বীজ) শবারূঢ়াং মহাভীমাং ঘোরদংষ্ট্রাং বরপ্রদাম্। হাস্যযুক্তাং ত্রিণেত্রাঞ্চ কপালকর্ত্তৃকাকরাম্ ॥ মুক্তকেশীং ললজ্জিহ্বাং পিবন্তীং রুধিরং মুহুঃ। চতুর্বাহুযুতাং দেবীং বরাভয়করাং স্মরেৎ।............

হ্রীঁ আং। ইত্যাদি। হ্রীঁ হ্রীঁ অং হ্রীঁ হ্রীঁ। হ্রীঁ হ্রীঁ আং হ্রীঁ হ্রীঁ। ইত্যাদি। অং হ্রীঁ হ্রীঁ অং। আং হ্রীঁ হ্রীঁ আং। ইত্যাদি। ঋং ৠং ঌং ৡং অং ঋং ৠং ঌং ৡং। ঋং ৠং ঌং ৡং আং ঋং ৠং ঌং ৡং। ইত্যাদি। অং ঋং ৠং ঌং ৡং অং। আং ঋং ৠং ঌং ৡং আং ইত্যাদি। (বীজমন্ত্র) অং (বীজমন্ত্র)। (বীজমন্ত্র) আং (বীজমন্ত্র) ইত্যাদি। অং (বীজমন্ত্র) অং আং (বীজমন্ত্র) আং ইত্যাদি। পরে মাতৃকামুদ্রায় মাতৃকাস্থানে অনুলোমবিলোমে ১০২ বার বীজমন্ত্র ন্যাস করিয়া বীজমন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে মাতৃকাবর্ণে সংখ্যা রাখিয়া ১০৮বার ব্যপকন্যাস করিবে। বঙ্গদেশীয় সাধকগণ এই প্রকারে ষোঢ়ান্যাস করিয়া থাকেন। পাশ্চাত্য সাধকগণের রীতি কিঞ্চিৎ বিভিন্ন। তাঁহারা প্রথমতঃ উক্ত প্রকারে মাতৃকান্যাস করিয়া পরে ওঁ অং ওঁ, অং ওঁ অং। ওঁ আং ওঁ, আং ওঁ আং। ইত্যাদি শ্রী অং শ্রী, অং শ্রী অং শ্রী আং শ্রী, আং শ্রী আং। ইত্যাদি। এইরূপ ক্রম অনুসারে ষোঢ়ান্যাস করিয়া থাকেন। ইহাতে ভেদ এই যে, পাশ্চাত্য সাধকগণ ষোঢ়ামন্ত্র দ্বারা মাতৃকাবর্ণ পুটিত ও মাতৃকাবর্ণ দ্বারা ষোঢ়ামন্ত্র পুটিত মন্ত্র একবারেই ন্যাস করেন। বঙ্গদেশীয় সাধকগণ যে স্থলে ১২ বার ন্যাস করেন, পাশ্চাত্যগণ ছয়বার ন্যাসেই তাহা সম্পন্ন করিয়া থাকেন। আমাদের বিবেচনায় পাশ্চাত্য সাধকগণের মতই উত্তম। বীরতন্ত্রে কথিত আছে - এই ষোঢ়ায়...............

(৬৮) ইতি স্বশিরসি তৎপুষ্পং দত্ত্বা ঋজুকায়ঃ স্বাঙ্কে নাভি সমীপে দক্ষিণহস্তস্যোপরি বামহস্তং স্থাপয়িত্বা উত্তাণৌ করৌ কৃত্বা দেবতাং হৃদি ধ্যাত্বা মনসা সর্ব্বোপচারৈঃ পূজয়েৎ। (৬৯)..............

সিদ্ধ হইলে শরীরে কোন পাপ থাকে না। ষোঢ়াসিদ্ধ ব্যক্তি যাহাকে প্রণাম করেন তাহার আয়ুঃক্ষয় হয়। এমন কি ষোঢ়াসিদ্ধ ব্যক্তিকে দেখিয়া দেবতারাও ভয়ে কম্পিত হন। ক্রমান্বয়ে বিধিপূর্ব্বক একলক্ষ ষোঢ়া করিলেই ষোঢ়াসিদ্ধ হইতে পারা যায়। শেষোক্ত, মহাষোঢ়া পরিশিষ্টে বিশদভাবে সন্নিবিষ্ট হইল।

৬৮। মূলে একাক্ষর ও ত্র্যক্ষর মন্ত্রের ধ্যান কথিত হইল। বিদ্যারাজ্ঞী প্রভৃতি সর্ব্বমন্ত্রে ব্যবহৃত দক্ষিণকালিকার ধ্যান যথা (বীজ) করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভূজাম্। কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুন্ডমালাবিভূষিতাম্। সদ্যশ্চিন্নশিরঃখড়্গ-বামাধোর্দ্ধকরাম্বুজাম্। অভয়ং বরদঞ্চৈব দক্ষিণোর্দ্ধাধপ্রপাণিকাম্॥ মহামেঘপ্রভাং শ্যামাং তথা চৈব দিগম্বরীম্।কণ্ঠাবসক্তমুন্ডালীগলদ্রুধিরচর্চ্চিতাম্॥ কর্ণাবতংসতানীত-শবযুগ্মভয়ানকাম্। ঘোরদংষ্ট্রাং করালাস্যাং পীণোন্নতপয়োধরাম্॥ শবানাং করসংঘাতৈঃ কৃতকাঞ্চীং হসন্মুখীম্। সৃক্কদ্বয়গলদ্রক্ত-ধারা-বিস্ফুরিতাননাম্॥ ঘোররাবাং মহারৌদ্রীং শ্মশানালয়বাসিনীম্। বালার্কমন্ডলাকার-লোচনত্রিতয়ান্বিতাম্। দন্তুরাং দক্ষিনব্যাপি যুক্তালম্বিকচোচ্চয়াম্॥ শবরূপমহাদেব হৃদয়োপরি সংস্থিতাম্। শিবাভির্ঘোররাবাভিশ্চতুর্দিক্ষু সমন্বিতাম্॥ মহাকালেন চ সমং বিপরীতরজ্জাতুরাম্॥ সুখপ্রসন্নবদনাং স্মেরাননসরোরুহাম্॥ এবং সঞ্চিন্ত য়েৎ কালীং ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধিদাম্॥ ইতি। (অর্থ পরে দ্রষ্টব্য)।

(৬৯) যাঁহারা অনভিষিক্ত বা গৃহকর্ম্মপরায়ণ গৃহস্থ, তাঁহারা যথাভিলষিত দ্রব্য দ্বারা মানস পূজা করিবেন, সাধক ইচ্ছামত প্রিয়দ্রব্যাদি দেবীকে মনে মনে নিবেদন করিয়াও মানস পূজা করিতে পারেন। গুরুপূজা ৬৩ পৃঃ দেখুন। যাঁহারা...................

অভিষিক্ত বা গুপ্ত সন্ন্যাসী অথবা যাঁহারা সন্ন্যাসী হইয়াও জনক রাজাদির ন্যায় নির্লিপ্তভবে গৃহে অবস্থান করেন কিম্বা সেরূপ নির্লিপ্তভাব অভ্যাস করেন, তাঁহাদের মানস পূজা বা অন্তর্যাগ স্বতন্ত্র। এস্থলে অন্তর্যাগের মূল মাত্র প্রদর্শিত হইতেছে যথা, হৃৎপদ্মমাসনং দদ্যাৎ সহস্রারচ্যুতামৃতৈঃ। পাদ্যং চরণয়োর্দদ্যাৎ মনস্ত্বর্ঘ্যং নিবেদয়েৎ ॥ তেনামৃতেনাচমনীয়ং স্নানীয়ং তেন চ স্মৃতম্। আকাশতত্ত্বং বস্ত্রং স্যাৎ গন্ধঃ স্যাৎ গন্ধতত্ত্বকম্ ॥ চিত্তং প্রকল্পয়েৎ পুষ্পং ধূপং প্রাণান্ প্রকল্পয়েৎ। তেজস্তত্ত্বঞ্চ দীপার্থং নৈবেদ্যং স্যাৎ সুধাম্বুধিঃ॥ অনাহতধ্বনির্ঘণ্টা বায়ুতত্ত্বঞ্চ চামরম্। সহস্রারং ভবেৎ ছত্রং শব্দতত্ত্বঞ্চ গীতকম্ ॥ নৃত্যমিন্দ্রিয়কর্ম্মাণি চাঞ্চল্যং মনসস্তথা। সুমেখলাং পদ্মমালাং পুষ্পং নানাবিধং তথা। অমায়াদ্যৈর্ভাবপুষ্পৈরর্চ্চয়েদ্ভাবগোচরাম্। অমায়ম অনহঙ্কারম্ অরাগম্ অমদং তথা। অমোহকম্ অদম্ভঞ্চ অদ্বেষাক্ষোভকৌ তথা। অমাৎসর্য্যম্ আলোভঞ্চ দশপুষ্পং বিদুর্বুধাঃ॥ অহিংসা পরমং পুষ্পং পুষ্পম্ ইন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। দয়াপুষ্পং ক্ষমাপুষ্পং জ্ঞানপুষ্পঞ্চ পঞ্চমম্ ॥ ইতি পঞ্চদশৈর্ভাব-পুষ্পৈঃ সংপূজয়েৎ শিবাম্। সুধাম্বুধিং মাংসশৈলং মৎস্যশৈলং তথৈব চ ॥ মুদ্রারাশিং সুভক্তঞ্চ ঘৃতাক্তং পরমান্নকম্। কুলামৃতঞ্চ তৎপুষ্পং পঞ্চ তৎক্ষালনোদকম্ ॥ কামক্রোধৌ ছাগবাহৌ বলিং দত্ত্বা প্রপূজয়েৎ, স্বর্গে মর্ত্ত্যে চ পাতালে গগণে চ জলান্তরে। যদ্ যৎ প্রমেয়াং তৎ সর্ব্বং নৈবেদ্যার্থং নিবেদয়েৎ ॥ পাতাল-ভূতল-ব্যোম-চারিণো বিঘ্নকারিণঃ। তাংস্তানপি বলিং দত্ত্বা নির্দ্বন্দ্বো জপমারভেৎ। গ্রন্থিমা কুণ্ডলীশক্তির্নাদান্তে মেরুসংস্থিতিঃ। সবিন্দুং বর্ণমুচ্চার্য্য মূলমন্ত্রং সমুচ্চরেৎ ॥ অকরাদি লকারান্তম্ অনুলোম ইতি স্মৃতম্। পুনর্লকারমারভ্য শ্রীকণ্ঠান্তং মনুং জপেৎ ॥ অষ্টবর্গ্যাদ্যষ্টবর্ণৈস্তথা ন্যূণমথাষ্টকম্। অষ্টোত্তরশতং জপ্ত্বা সমর্প্য প্রণমেদ্ধিয়া ॥ সর্ব্বান্তরাত্মনিলয়ে স্বান্তর্জ্যোতিঃ স্বরূপিণি। গৃহাণান্তর্জপং মাতরাদ্যে কালি নমোহস্তু তে॥ সমর্প্য জপমেতেন পঞ্চাঙ্গং প্রাণমেদ্ধিয়া॥ অথ হোমং প্রবক্ষ্যামি যেন চিন্ময়তাং ব্রজেৎ॥ অথাধারময়ে কুন্ডে চিদগ্নৌ হোময়েত্ততঃ। আত্মান্তরাত্মা পরম-জ্ঞানাত্মা চ প্রকীর্ত্তিতঃ। এতদ্রূপন্তু চিৎকুন্ডং চতুরস্রং বিভাবয়েৎ॥ আনন্দমেখলারম্যং বিন্দু-ত্রিবলয়াঙ্কিতম্। অর্দ্ধমাত্রাযোনিরূপং ব্রহ্মানন্দময়ং ভবেৎ, বামে নাড়ীমিড়াং ভাগে দক্ষিণে পিঙ্গলাং পুনঃ। সুষুম্নাং মধ্যতো ধ্যাত্বা কুর্য্যাৎ হোমং যথাবিধি ॥ ধর্ম্যাধর্ম্মৌ সাধকেন্দ্রো হবিস্ত্বেন প্রকল্পয়েৎ। মূলমন্ত্রং সমুচ্চার্য্য ততঃ শ্লোকং জপেদমুম্ ॥ নাভিচৈতন্যরূপাগ্নৌ হবিষ। মনসা স্রুচা। জ্ঞানপ্রদীপিতে নিত্যমক্ষবৃত্তীর্জহোম্যহম্ ॥১॥ বহ্নিজায়ান্তমন্ত্রেণ দদ্যাচ্চ প্রথমাহুতিম্। মুলমন্ত্রোপরি শ্লোকমপরং হোময়েন্মনুম্ ॥........

ধর্ম্মাধর্ম্মহবিদীপ্তে আত্মাগ্নৌ মনসা স্রুচা। সুষুন্মা-বর্ত্মনা নিত্যমক্ষবৃত্তীর্জুহোম্যহম্ ॥ স্বাহা ॥২॥ প্রকাশাকাশহস্তাভ্যামবলম্ব্যোন্মনী-স্রুচা ধর্ম্মাধর্ম্মকলাস্নেহ পূর্ণমগ্নৌ জুহোম্যহম্ ॥৩॥ বহ্নিজায়ান্তমন্ত্রেণ তৃতীয়াহুতিমাচরেৎ ॥ মূলমন্ত্রং সমুচ্চার্য্য ততঃ শ্লোকং জপেদমুম্ ॥ অন্তনিরন্ত রনিরিন্ধনমেধমানে মায়ান্ধকারপরিপন্থিনি সম্বিদগ্নৌ। কস্মিংশ্চিদদ্ভুত-মরীচিবিকাশভূমৌ বিশ্বং জুহোমি বসুধাদিশিবাবসানম্ ॥ স্বাহা। অনেন মনুনা হূত্বা পূর্ণাহুতিরনন্তরং ॥ ইদন্তু পাত্রভরিতং মহত্তাপ-পরামৃতম্। পূর্ণাহুতিময়ে বহ্নৌ পূর্ণহোমং জুহোম্যহম্ ॥ বহ্নিজায়ান্তমন্ত্রেণ দদ্যাচ্চ পঞ্চমাহুতিম্। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সাধক অভীষ্টদেবতার ধ্যান করিয়া প্রথমতঃ তাঁহাকে আসন স্বরূপ হৃদয়-কমল প্রদান করিবেন। পরে সহস্রদল-কমলে পরমশিবের সহিত কুন্ডলিনরি সহযোগে বিনিঃসৃত সুধা দ্বারা তাঁহার চরণযুগলে পাদ্য প্রদান করিয়া মনকে অর্ঘ্যস্বরূপে নিবেদন করিবেন। অনন্তর উক্ত সহস্রদল-কমল-বিচ্যুত সুধা দ্বারাই আচমনীয় ও স্নানীয় প্রদান পূর্ব্বক বস্ত্রস্বরূপ আকাশতত্ত্ব, গন্ধস্বরূপ গন্ধতত্ত্ব পুষ্পস্বরূপ চিত্ত, ধূপস্বরূপ পঞ্চ প্রাণ, দীপস্বরূপ তেজস্তত্ত্ব, নৈবেদ্যস্বরূপ (সহস্রারে কুন্ডলিনী ও পরমশিবের সহযোগে উদ্ভুত) সুধাসাগর, ঘন্টাধ্বনি-স্বরূপ অনাহতধ্বনি, চামর স্বরূপ বায়ুতত্ত্ব, ছত্রস্বরূপ সহস্রদল কমল, গীতস্বরূপ শব্দতত্ত্ব এবং নৃত্যস্বরূপ ইন্দ্রিয় সমুদায়ের ক্রিয়া ও মনের চাঞ্চল্য সমর্পণ করিবেন। পরে ইড়া পিঙ্গলা ও সুসুন্মা নাড়ী রূপ পদ্মমালা প্রদান পূর্ব্বক ভাবগোচরা ভগবতীকে নানাবিধ পুষ্প ও অমায় প্রভৃতি পঞ্চদশবিধ ভাবপুষ্প দ্বারা অর্চ্চনা করিবেন। পঞ্চদশবিধ ভাবপুষ্পের মধ্যে দশপ্রকার সাধারণপুষ্প এবং পঞ্চপ্রকার মহাপুষ্প। সাধারণ ভাবপুষ্পদশক যথা, -অমায়, মায়া-পরিহার১, অনহঙ্কার, অহঙ্কার-শূন্যতা ২, অরাগ, অনুরাগ বর্জ্জন ৩, অমদ, গর্বহীনতা ৪, অমোহ, মোহরাহিত্য ৫, অদম্ভ, অদাম্ভিকতা ৬, অদ্বেষ, বিদ্বেষাভাব ৭, অক্ষোভ, ক্ষোভবিসর্জ্জন ৮, অমাৎসর্য্য, পরশ্রীকাতরতা-ত্যাগ ৯, অলোভ, লোভের অনধীনতা ১০, এই দশটি সাধারণ ভাবপুষ্প। তৎপরে পঞ্চবিধ মহাপুষ্প দ্বারা পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবার সময় অহিংসা রূপ প্রথম পুষ্পাঞ্জলি, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহরূপ দ্বিতীয় পুষ্পাঞ্জলি, দয়ারূপ তৃতীয় পুষ্পাঞ্জলি, ক্ষমারূপ চতুর্থ পুষ্পাঞ্জলি, এবং জ্ঞানরূপ পঞ্চম পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে।

এইরূপ পঞ্চদশপ্রকার ভাবপুষ্প দ্বারা ভগবতীর পূজা করিয়া, পঞ্চতত্ত্ব প্রদান সময়ে সাধক মনে মনে সুধাসাগর, পর্বতাকার মাংস, পর্বতাকার মৎস্য, রাশীকৃত মুদ্রা ও সুভক্ত ঘৃতাক্ত পরমান্ন, কুলামৃত, পীঠক্ষালন বারি এবং পঞ্চপ্রকার কুলপুষ্প....................

অর্থাৎ বজ্রপুষ্প, স্বয়ম্ভুকুসুম, কুন্ডপুষ্প, গোলপুষ্প ও সার্ব্বকালিক কুসুম নিবেদন করিবে। কামকে ছাগ স্বরূপ ও ক্রোধকে মহিষ স্বরূপ কল্পনা করিয়া বলিদান করিতে হইবে। বলিদানের পর ভোগ দিবার সময় স্বর্গে মর্ত্তো পাতালে আকাশে অথবা জলমধ্যে যাহা কিছু প্রমেয় (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য) বস্তু আছে, তৎসমুদায় নিবেদন করিবে। পাতালচারী, ভূতলচারী, আকাশচারী যে কোন জীব, পূজার বিঘ্নকারী হইবে, তাহাদিগকেও বলিদান করিয়া দ্বন্দ্বভাব পরিহার পূর্ব্বক জপ করিতে আরম্ভ করিবে। মানসিক জপ করিবার সময় কুলকুন্ডলিনীরূপ সূত্রে অ-কারাদি শেষ ল-কার পর্য্যন্ত পঞ্চাশৎ বর্ণ গ্রথিত করিতে হইবে। মালা গ্রতিত করিবার সময় সাধক মনে মনে চিন্তা করিবেন যে, কুন্ডলিনীর দুই দিকে দুই মুখ। তিনি এক মুখ উন্নত করিয়া মূলাধারের চতুর্দল হইতে বিলোমক্রমে স, ষ, শ, ব এই বর্ণচতুষ্টয় একটির পর একটী প্রত্যেক দল হইতে গ্রাস পূর্বক স্বাধিকষ্ঠানের ষড়্দলে ল, র, য, ম, ভ, ব এই ছয় বর্ণ ঐরূপে গ্রাস করিবেন। পরে তিনি মণিপুর পর্য্যন্ত মুখ উন্নত করিয়া দশদলস্থিত ফ, প, ন, ধ, দ, থ, ত, ণ, ঢ, ড, এই দশটি বর্ণ গ্রাস করিয়া অনাহত-চক্রস্থিত দ্বাদশ দলে ঠ, ট, ঞ, ঝ, জ, ছ, চ, ঙ, ঘ, গ, খ, ক, এই দ্বাদশ বর্ণ গ্রাস করিবেন। পরে তিনি বিশুদ্ধ-চক্রস্থিত ষোড়শদল হইতে অঃ অং ঔ, ও, ঐ, এ, ৯৾, ৯, ৠ, ঋ, ঊ, উ, ঈ, ই, আ, অ, এই ষোড়শবর্ণ গ্রাস পূর্ব্বক আজ্ঞা চক্রে গিয়া ক্ষ এই বর্ণের কিঞ্চিৎ গ্রাস করিবে। পরে দ্বিতীয় মুখ অর্থাৎ পুচ্ছ উৎক্ষিপ্ত করিয়া তদ্দারা ল বর্ণ উদ্‌গীরণ পূর্ব্বক দ্বিদল হইতে হ এই বর্ণ গ্রাস করিয়া পুনর্বার উদ্‌গীর্ণ ল-কেও গ্রাস পূর্ব্বক ক্ষ, এই বর্ণের কিয়দংশ গ্রাস করিবেন। এইরূপ ক্রমে গ্রাস করায়, অকার হইতে লকার পর্য্যন্ত পঞ্চাশৎ বর্ণে মাতৃকামালা গ্রথিত হইল। উভয় মুখে ধৃত ক্ষ ইহার মেরু। এই মাতৃকামালার প্রত্যেক বর্ণে চন্দ্রবিন্দু যোগ করিয়া তৎপরে মূল মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক জপ করিতে হইবে। অ-কার হইতে ল-কার পর্য্যন্ত ৫০ বর্ণে অনুলোম এবং ল-কার হইতে অ-কার পর্য্যন্ত ৫০ বর্ণে বিলোম জপ করিলে একশত জপ হইবে। পরে অষ্টবর্গের আদ্য অষ্ট বর্ণে অর্থাৎ, অ, ক, চ, ট, ত, প, য, শ, এই অষ্টবর্ণে চন্দ্রবিন্দু যোগ করিয়া ঐরূপ অষ্টবার জপ করিবে। ইহা দ্বারা একশত আটবার জপ হইবে। পরন্তু এই মানসিক জপকালে শ্বাস রুদ্ধ রাখিয়া উক্ত ১০৮ বার জপ করাই সাধক সম্প্রদায়ের রীতি। যিনি ১০৮ জপ শেসে পর্য্যন্ত শ্বাসবায়ু রুদ্ধ রাখিতে না পারেন, তিনি কেবল শেষোক্ত অষ্টবার মাত্র জপ করিবেন।

তোড়ল তন্ত্রে আছে যে, কুন্ডলিনীকে সহস্রারে উত্থাপিত করিয়া চিন্তা..

করিতে হইবে যে, তিনি পরমশিবকে মালাকারে বেষ্টন করিয়া আছেন। এই সময়ে শ্বাসরোধ পূর্ব্বক জপকরিবে। জপকালে শ্বাস পরিত্যাগ করিলে মালাচ্ছিন্ন হয়; মালা ছিন্ন হইলে আয়ুক্ষয় হয়। কুন্ডলিনীকে উত্থাপন কালে উক্তরূপে বর্ণ গ্রাস পূর্ব্বক-মালা গ্রথনের উল্লেখও নাই। কারণ, কুন্ডলিনী দেবী সদা পঞ্চাশদ্বর্ণভূষিতা ॥ (অন্যান্য পুরশ্চরণ রত্নাকরে দ্রঃ।)

সাধক উক্তপ্রকারে অষ্টোত্তরশত জপ করিয়া মনে মনে সমর্পণ পূর্বক এই মন্ত্র স্মরণ সহকারে মনে মনেই প্রণাম করিবেন যে, মাতঃ! তুমি সকলেরই অন্তরাত্মাতে বাস কিরতেছ; তুমি সকলের অন্তর্জ্যোতিঃস্বরূপিনী। আদ্যেকালি! আমি যে, মানসিক জপ করিলাম তাহা গ্রহণ কর; তোমাকে নমস্কার। সাধক এই রূপে জপ সমর্পণ সহকারে মনে মনেই পঞ্চাঙ্গ প্রণাম করিবেন।

অতঃপর মানসিক হোম করিবার প্রণালী বলিতেছি। ইহার দ্বারা সাধক ব্রহ্মময় হইয়া থাকেন। অন্তর্হোম করিবার সময় মূলাধাররূপ কুন্ডে চিৎস্বরূপ অগ্নি উদ্দীপ্ত চিন্তা করিয়া আহুতি প্রদান করিতে হইবে। আত্মা (শরীর), অন্তরাত্মা (কুন্ডলিনী), পরমাত্মা (ব্রহ্ম), জ্ঞানাত্মা (বুদ্ধি), এই চতুষ্টয় দ্বারা নির্মিত চতুষ্কোণ চিৎকুন্ড কল্পনা করিতে হইবে। এই চিৎকুন্ড আনন্দরূপ মেখলা (কুন্ডের বেষ্টনী বিশেষ) দ্বারা সুরম্য। মূলাধার চক্রস্থিত স্বয়ম্ভুলিঙ্গ রূপ বিন্দু ও যোনিমন্ডল রূপ ত্রিকোণ ইহার বিন্দু ও ত্রিকোণমন্ডল পরিকল্পিত হইবে। কামকলার নিম্নদেশস্থিত অর্দ্ধমাত্রা এই কুন্ডের যোনি (কুন্ডের অবয়ব বিশেষ) স্বরূপ কল্পনা করিতে হইবে। এই যোনি ব্রহ্মানন্দময়। অনন্তর সাধক বামভাগে ইড়া, দক্ষিণভাগে পিঙ্গলা ও মধ্যভাগে সুষুম্না নাড়ী ধ্যান করিয়া যথাবিধানে হোম করিতে আরম্ভ করিবেন। এই হোমকালে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম হবিঃস্বরূপ পরিকল্পিত হইবে। পরে মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক এই মন্ত্র পড়িয়া আহুতি দিতে হইবে যে, আমার নাভিস্থিত চৈতন্যরূপ হুতাশন অধুনা জ্ঞান দ্বারা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে আমি মনোময়স্রুক্ (হোমসাধন-দর্ব্বীর ন্যায় আকার বিশিষ্ট যজ্ঞপাত্র-বিশেষ) দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ ঘৃতের সহিত ইন্দ্রিয়বৃত্তি সমুদায় আহুতি প্রদান করিলাম। এই মন্ত্রে স্বাহা যোগ করিয়া প্রথম আহুতি প্রদান করিবে। ১।

পুনর্বার মূলমন্ত্র পাট পূর্বক এই মন্ত্র দ্বারা হোম করিবে যে, "ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ হবির্দ্বারা সমুদ্দীপ্ত আত্মরূপ অগ্নিতে আমি সুষুম্না পথ দ্বারা মনোময় স্রুক্ সহকারে অবিশ্রান্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি সমুদায় আহুতি প্রদান করিতেছি।২। অদ্য....................

অথ দানার্ঘ্যং স্থাপয়েৎ যথা, -স্ববামে চন্দনজলেন মৎস্যমুদ্রয়া হূঁ-গর্ভমধোমুখত্রিকোণং তদ্বহির্বৃত্তং তদ্বহিশ্চতুষ্কোণমণ্ডলং বিলিখ্য সামাণ্যার্ঘ্যজলেন সংপ্রোক্ষ্য, হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে আধারশক্তয়ে নমঃ, ইতি মণ্ডলং সংপূজ্য তত্র ত্রিপাদিকাং সংস্থাপ্য হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ ইতি ত্রিপদিকাং সংপূজ্য, ফট্ ইতি হিরন্ময়ং, রৌপ্যময়ং, তাম্রময়ং, শঙ্খময়ং অথবা স্বহস্ত-গঠিত-মৃন্ময়মর্ঘ্যপাত্রং প্রক্ষাল্য ত্রিপদিকোপরি সংস্থাপ্য, হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ, ইতি অর্ঘ্যপাত্রং সংপূজ্য মূলমুচ্চরন্ (৭০)ত্রিভাগং জলেনাপূর্য্য তত্র গন্ধপুষ্পাক্ষত-দুর্ব্বাবিল্বপত্রাদীনি(৭১) সংস্থাপ্য, হ্রীঁ এতে গন্ধেপুষ্পে উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ, ইতি.................

আমি প্রকাশ ও আকাশ রূপ হস্তদ্বয় দ্বারা ধর্ম্ম ও অধর্ম ও মায়াবিকাশ রূপ ঘৃতে পরিপূর্ণ উন্ননীরূপ স্রুক্ অবলম্বন করিয়া, তৎসমুদায় উদ্দীপ্ত অগ্নিতে আহুতি সমর্পণ করিলাম। ৩। এই দ্বিতীয় ও তৃতীয় আহুতি প্রদান কালেও অন্তে স্বাহা উচ্চারণ করিতে হইবে।

এইরূপে তৃতীয় আহুতি প্রদান করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক এইরূপ মন্ত্র পাঠ করিবে যে, যাঁহা হইতে অদ্ভুত দিব্য জ্যোতিঃ (জগৎপ্রপঞ্চ) প্রকাশ হইতেছে, যিনি মায়ারূপ অন্ধকার বিধ্বস্ত করিয়া আমার অন্তরে ইন্ধন ব্যতিরেকেও নিরন্তর প্রজ্বলিত ও সমুদ্দীপ্ত রহিয়াছেন; তাদৃশ অনির্বচনীয় সম্বিৎরূপ অগ্নিতে আমি ধরাতল অবধি শিব পর্য্যন্ত সমুদায় জগৎ ও সমুদায় মায়াপ্রপঞ্চ আহুতি প্রদান করিলাম। ৪। অনন্তর পূর্ণাহুতির সময় এইরূপ মন্ত্র পাঠ করিবে যে, আমার এই মনোময় পাত্র আধ্যাত্মিক, অধিভৌতিক ও আধিদৈবিক, এই তাপত্রয়রূপ হব্যে পরিপুরিত করিয়া পূর্ণাহুতি প্রদান পূর্বক হোম সমাপন করিলাম। স্বাহান্ত মন্ত্র পাট পূর্বক এই পঞ্চম আহুতিও প্রদান করিবে।৫।

(৭০) এই অর্ঘ্য স্থাপনের পর আর একটি অর্ঘস্থাপনের বিধি আছে। এই অর্ঘ্যের বামদিকে সেই অর্ঘ্য স্থাপন করিতে হয়। এই প্রথম স্থাপিত অর্ঘ্যের নাম দানার্ঘ্য। শেষে স্থাপিত অর্ঘ্যের নাম বিলোমার্ঘ্য। উপচার দিবার সময় দেবতার মস্তকে দানার্ঘ্য দিতে হয। পূজান্তে বিলোমার্ঘ্য হস্তে করিয়া প্রদক্ষিণ ও তদ্‌দ্বারা আত্মসমর্পণ হইয়া থাকে। যিনি দুইটি অর্ঘ্য.......

অর্ঘ্যজলং সংপূজ্য ক্রোঁ গঙ্গে চ ইত্যাদিনা (৩৭ পৃঃ) অঙ্কুশমুদ্রয়া সূর্য্যমন্ডলাত্তীর্থমাবাহ্য গন্ধপুষ্পৈঃ সংপূজ্য বষট্, ইতি গালিনী মুদ্রাং প্রদর্শ্য, হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে দেব্যাঃ ষড়ঙ্গদেবতাভ্যো নমঃ (৭২) ইতি ষড়ঙ্গদেবতাঃ সংপূজ্য শ্রীদক্ষিণকালিকে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ, ইহ সন্নিধেহি ইহ সন্নিধেহি, ইহ সন্নিরুদ্ধা ভব ইহ সন্নিরুদ্ধা ভব, ইহ সম্মুখীভব ইহ সম্মুখীভব, মম পূজাং গৃহাণ ইতি আবাহন্যাদি-পঞ্চমুদ্রয়া দেবমিবাহ্য গন্ধপুস্পধুপদীপাদিভিঃ কেবল গন্ধপুস্পেণ বা তাং সংপুজ্য মৎস্য-মুদ্রয়া আচ্ছাদ্য মুলং দশধাজপ্ত্বা বাম হস্তকরতলে দক্ষিণ-হস্ত-তর্জনীমধ্যমাভ্যাং 'ফট্' ইতি উর্দ্ধোর্দ্ধ-কৃত-তালত্রয়েণ সংরক্ষ্য ধেনু-যোনি পরমীকরণমুদ্রাং প্রদর্শ্য তর্জ্জলং কিঞ্চিৎ প্রোক্ষণীপাত্রে নিক্ষিপ্য মূলমন্ত্রমুচ্চরন্ তেনোদকেন আত্মানং পূজো...

স্থাপনে অসমর্থ তিনি একমাত্র দানার্ঘ্য স্থাপন করিয়া পুজাবসানে সামাণ্যার্ঘজল দ্বারা আত্মসমর্পণ করেন ও যিনি একটিও অর্ঘস্থাপনে সমর্থ নহেন, তিনি অর্ঘ্যদান কালে অর্ঘদ্রব্য লইয়া দেবতার মস্তকে সমর্পণ করেন। যাহা হউক, এই দুইটি অর্ঘ্য স্থাপনের রীতি ও মন্ত্র কেই প্রকার পরন্তু এই মাত্র ভেদ আছে যে দানার্ঘ্যে বীজমন্ত্র পাঠ করিয়া জল দিতে হয়, বিলোমার্ঘ্যে বীজমন্ত্র ও বিলোমমাতৃকা পাঠ করিয়া জল দিতে হয়। পরন্তু রহস্য-পূজায় বিলোমার্ঘ্যের স্থাপন করিতে হয় না। কারণ শ্রীপাত্র দ্বারাই বিলোমার্ঘ্যের কার্য্য হয়।

(৭১) প্রপঞ্চসারে কথিত আছে, - গন্ধ, পুষ্প, বিল্বপত্র, অক্ষত, যব, তিল, সর্ষপ, দুর্ব্বা ও কুশাগ্র এই অষ্টদ্রব্য অর্ঘ্যপাত্রে দিতে হইবে। মহাকপিলপঞ্চরাত্রে ঐরূপ অষ্টদ্রব্য অর্ঘ্যে দিবার কথা আছে বটে কিন্তু তাহাতে কুশাগ্রের পরিবর্তে ফল দিবার বিধি রহিয়াছে। যদি এই অষ্টদ্রব্য উপস্থিত না থাকে, তাহা হইলে যে কয়েকটি দ্রব্য উপস্থিত, তাহাই অর্ঘ্যপাত্রে দিবে। যদি কিছুই উপস্থিত না থাকে, তাহা হইলে অর্ঘ্য দিবার মন্ত্রে দেবতার মস্তকে কেবল তন্ডুল বা কেবল জল দিলেও অর্ঘ্য দেওয়া সিদ্ধ হইবে। কৌলাবলীতে কথিত হইয়াছে - শ্রামাদুর্বা, (শক্তিপূজয়া শ্বেতদুর্ব্বা নিষিদ্ধ) পদ্ম, অপরাজিতা, গন্ধ, পুষ্প, অক্ষত, যব, কুশাগ্র, তিল, সর্ষপ এই কয়েকটি সমুদায় দেবতার অর্ঘদ্রব্য। ফেৎকারিণীতন্ত্রে কথিত হইয়াছে, কুশাগ্র, অক্ষত, যব, ব্রীহি, তিল, ঘৃত, শ্বেতসর্ষপ, পুস্প, চন্দন, বিল্বপত্র এই সমুদায় দ্রব্য অর্ঘ্যে দিতে হইবে।.............

প্রকরণঞ্চ অভ্যুক্ষয়েৎ। অথ সমর্থশ্চেৎ বিলোমার্ঘ্যং স্থাপয়েৎ।(৭০ টীকা)

অথ পীঠপূজা যথা (৭৩) ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে পীঠদেবতাভ্যো নমঃ (৭৪)। ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধেপুষ্পে.............

---

(৭২) ষড়ঙ্গদেবতার প্রত্যেকের পূজা যথা - ক্রাং হৃদয়ায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে হৃদয়াঙ্গশক্তি-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (এইরূপ) ক্রীঁ শিরসে স্বাহা, শিরোঽঙ্গশক্তি-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ক্রূঁ শিখায়ৈ বষট্, শিখাঙ্গশক্তি-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ক্রৈঁ কবচায় হূঁ, কবচাঙ্গশক্তি-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ক্রৌঁ নেত্রত্রায়ায় বৌষট্, নেত্রত্রয়াঙ্গশক্তি-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ক্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্ অস্ত্রাঙ্গশক্তি-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ ॥

(৭৩) কিরূপ যন্ত্রের উপরি অর্থাৎ কোন আধারের উপরি শক্তিপূজা করিতে হইবে তদ্বিষয়ে মাতৃকাভেদতন্ত্র, কুলার্ণব, শিবার্চ্চন-চন্দ্রিকা, গুপ্তসাধনতন্ত্র, পিচ্ছিলাতন্ত্র, শক্তিসঙ্গমতন্ত্র, যোগিনীতন্ত্র, তারারহস্য প্রভৃতি তন্ত্রে যে সমুদায় যন্ত্রের উল্লেখ আছে তাহা নির্দিষ্ট হইতেছে - বাণ প্রভৃতি (পার্থিব শিবলিঙ্গ ভিন্ন) সমুদায় শিবলিঙ্গ, প্রতিষ্ঠিত প্রতিমা, মণি, পীঠস্থান, লিখিত যন্ত্র স্থাপিত ঘট, পুস্তক, গঙ্গাজল, স্থণ্ডিল, অগ্নি, সূর্য্য চিত্রিতপট, মন্ডল, ফলক, নিজমস্তক, নিজহৃদয়; শালগ্রাম, অপরাজিতা, করবীর, জবা প্রভৃতি যন্ত্রপুষ্প, দেবতার চরণাঙ্ক, খড়্গ লৌহিত্য-নদ গঙ্গাসাগর সঙ্গম, তীর্থ, বিল্বমূল বিল্ববৃক্ষ, পর্বতশিখর, পর্বতস্থ কৃষ্ণশিলা, পর্বতগহ্বর এই সমুদায় যন্ত্রের উপরি শক্তিপূজা হইতে পারে। পরন্তু কালীকুলসর্বস্বে কথিত আছে যে, শালগ্রাম শিলার উপরি কালী, তারা ও ত্রিপুরার পূজা হইবে না। তন্ত্রে কথিত আছে শালগ্রামশিলা উপরি কালী তারা প্রভৃতি শক্তির পূজা হইবে না। নিরুত্তরতন্ত্রে কথিত আছে - কালী, তারা, ছিন্নমস্তা সুন্দরী ও ভৈরবীর পূজা শালগ্রামের উপরি হইবে না। আমাদের গুরুপদেশ আছে যে, 'শাল গ্রামশিলা -যন্ত্রে নার্চ্চয়েৎ শববাহিনীম্'। অর্থাৎ শালগ্রামের উপরি শববাহিনী দেবীর পূজা হইবে না। তারানিগমে কথিত আছে যে, যদি কোন প্রকার যন্ত্র না পাওয়া যায়, তাহা হইলে শালগ্রামে বা জলে শক্তিপূজা হইতে পারে। বাণলিঙ্গের উপর সকল দেবতারই পূজা করা যায়, তাহাতে আবাহন অথবা বিসর্জ্জন নাই।

(৭৪) পীঠদেবতাদিগের পৃথক্ পৃথক্ পূজা, - ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে

পীঠশক্তিভ্যো নমঃ। (৭৫) ॥ * অথ বিশেষ-পূজা ॥*॥ (৭৬)

অথ পূর্ব্ববৎ করন্যাসম্ অঙ্গন্যাসঞ্চ কৃত্বা (১০৮ পৃঃ) কূর্ম্ম মুদ্রয়া রক্তকুসুমানি গৃহীত্বা পুর্নধ্যাত্বা (১১০ পৃঃ) মূলাধারৎ কুলকুন্ডলিনীং ব্রহ্মপথেন পরমশিবপর্য্যন্তং বিভাব্য হৃদয়াষ্টদলপীঠে সমানীয় মূলেন মুর্ত্তিং কল্পয়িত্ত্বা যং ইতি বায়ুবীজমুচ্চরণ্ বামনাসাপুটেন.............

আধারশক্তয়ে নমঃ। (এইরূপ সর্বত্র প্রথমে ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে,শেষে নমঃ)। প্রকৃত্যৈ। কূর্ম্মায়। অনন্তায়। পৃথিব্যৈ। সুধাম্বুধয়ে। মণিদ্বীপায়। চিন্তামণিগৃহায়। (শ্মশানায়)। পারিজাতায় কল্পবৃক্ষায়। মণিবেদিকায়ৈ। রত্নসিংহাসনায়। মণিপীঠায়। (পীঠের চতুর্দিকে মুনিভ্যঃ। দেবেভ্যঃ। (বহুমাংসাস্থিমোদমানশিবাভ্যঃ)। (শবমুন্ডেভ্যঃ। চিতাঙ্গারস্থিভ্যঃ)॥ (পূর্বদিক্ হইতে উত্তরদিক্ পর্যন্ত দিক্চতুষ্টয়ে) ধর্মায়। জ্ঞানায়। বৈরাগ্যায়। ঐশ্বর্য্যায়। (অগ্নিকোণ হইতে ঈশানকোণ পর্য্যন্ত কোণচতুষ্টয়ে) অধর্মায়। অজ্ঞানায়। অবৈরাগ্যায় অনৈশ্বর্য্যায়। (পীঠের মধ্যস্থলে) অং অনন্তায়। পং পদ্মায়। আনন্দকন্দায় সম্বিন্নালায়। প্রকৃতিময়পত্রেভ্যঃ। বিকারময়কেশরেভ্যঃ। তত্ত্বময়কর্ণিকায়ৈ। অং অর্কমন্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে। উং সোমমন্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে। মং বহ্নিমন্ডলায় দশকলাত্মনে। সং সত্ত্বায়। রং রজসে। তং তমসে। আং আত্মনে। অং অন্তরাত্মনে। পং পরমাত্মনে। হ্রীঁ জ্ঞানাত্মনে।

(৭৫) (পীঠকমলদল মূলে, আটদিকে পূর্বাদিকেশরে পূর্ব্বের ন্যায়) ইচ্ছায়ৈ। জ্ঞানায়ৈ। ক্রিয়ায়ৈ। কামিন্যৈ। কামদায়িন্যৈ। রত্যৈ। রতিপ্রিয়ায়ৈ। আনন্দায়ৈ। (কর্ণিকাতে পূর্বের ন্যায়) মনোন্মন্যৈ। (মধ্যস্থলে) ঐং পরায়ৈ।অপরায়ৈ। পরাপরায়ৈ। (তদুপরি) হেসৌঃ সদাশিব মহাপ্রেতপদ্মাসনায় নমঃ।

(৭৬) বিশেষপূজায় অর্থাৎ রসহ্যপূজায় সকলের অধিকার নাই্ যাঁহারা পূর্ণাভিষিক্ত, তাঁহারাই এ রহস্যপূজার অধিকারী। কোন কোন সম্প্রদায়ে শাক্তাভিষিক্ত ব্যক্তিরাও রহস্যপূজার অধিকার পাইয়া থাকেন।

সকলেই দিবসে এই পূজাপদ্ধতি অনুসারে পূজা করিবেন। পরন্তু যাঁহারা অনভিষিক্ত,তাঁহারা দীপান্বিতা-অমাবস্যার দিন অথবা অন্য কোন নৈমিত্তিক কালীপূজার দিন রাত্রিকালেও এই পূজাপদ্ধতি অনুসারে পূজা করিতে পারিবেন।.............

দেবীং স্বহৃদয়াৎ দীপাৎ দীপান্তরমিব কুসুমাঞ্জলাবানীয় কার্মমুদ্রয়া এব তানি কুসুমানি যন্ত্রোপরি (দেবতামস্তকোপরি) স্থাপয়েৎ। (৭৭) ততঃ পরমীকরণমুদ্রয়া পরমীকৃত্য মূলমন্ত্রেণ দেবতাং ত্রিরভ্যুক্ষ্য দশোপচারেণ................

যাঁহারা পূর্ণাভিষিক্ত তাঁহাদের রাত্রিকালে পূজা করিতে হইলে এই পদ্ধতি ও বিশেষ (রহস্য) পূজা পদ্ধতি ব্যতিরেকে পূজাই হইবে না।

(৭৭) এক প্রদীপ হইতে আর একটি দীপ জ্বালার ন্যায় দেবীকে নিজ হৃদয় হইতে কুসুমাঞ্জলির উপর আনিয়া সম্মুখস্থ যন্ত্র, ঘট বা প্রতিমার উপর স্থাপিত করিবেন। যদি অপ্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তি বা ঘটে পূজা করা হয়, তাহা হইলে এই সময় আবাহন করিতে হইবে যথা, - কৃতাঞ্জলি-ওঁ মহাপদ্মবনান্তঃস্থে কারণানন্দবিগ্রহে। সর্ব্বভূতহিতে মাতরেহ্যেহি পরমেশ্বরি ॥ ওঁ এহ্যেহি ভগবত্যম্ব ভক্তানুগ্রহবিগ্রহে। যোগিনীভিঃ সমং দেবি রক্ষার্থং মম সর্ব্বদা ॥ ওঁ দেবেশি ভক্তিসুলভে পরিবার-সমন্বিতে। যাবৎ ত্বাং পূজয়িষ্যামি তাবৎ ত্বং সুস্থিরা ভব ॥ (অর্থাৎ - সহস্রার মহাপদ্ম হইতে পরমশিবযুক্ত সামরস্য সুধা সন্তর্পিতা আনন্দ-বিগ্রহা এবং সর্ব্বজীব-কল্যানময়ি এবং ভক্তবৃন্দকে অনুগ্রহ কারিণি দেবি, আমাকে সর্ব্বদা রক্ষার নিমিত্ত এইখানে আগমন কর। ভক্তি দ্বারা তোমাকে সহজে পাওয়া যায়। যতক্ষণ আমি তোমার পূজা করি ততক্ষণ পরিবারগণে পরিবৃতা হইয়া এইস্থানে সুস্থিরভাবে অবস্থান কর।) এই মন্ত্র পাঠ করিয়া আবাহনী প্রভৃতি পঞ্চমুদ্রা প্রদর্শন সহকারে আবাহন করিবে যথা, - (মূলমন্ত্র) মাকালসহিতে পরিবারগণ পরিবৃতে শ্রীদক্ষিণকালিকে দেবি ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ (১ আবাহনী মুদ্রা) ইত তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ (২স্থাপনী), ইহ সন্নিহিতা ভব ইহ সন্নিহিতা ভব (৩ সন্নিধাপনী), ইহ সন্নিরুদ্ধা ভব ইহ সন্নিরুদ্ধা ভব (৪ সন্নিরোধনী), ইহ সম্মুখীভব ইহ সম্মুখীভব (৫ সম্মুখীকরণী) মম পূজাং গৃহাণ। পরে হুং এই মন্ত্রে অবগুণ্ঠন মুদ্রা প্রদর্শন। দেবীর অঙ্গে ষড়ঙ্গন্যাস দ্বারা অথবা ষড়ঙ্গন্যাস মন্ত্রে সেই সেই অঙ্গে পুষ্প প্রক্ষেপ দ্বারা সকলীকরণ। ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন দ্বারা অমৃতীকরণ। পরমীকরণ-মুদ্রা প্রদর্শন দ্বারা পরমীকরণ। ভূতিনীমুদ্রা আকর্ষণীমুদ্রা যোনিমুদ্রা, (ত্রিখণ্ডমুদ্রা) প্রদর্শন পূর্বক প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে।..........

পঞ্চোপচারেণ বা পূজয়েৎ, নিত্যপূজায়াং ষোড়শোপচারাদ্যসম্ভাবাৎ (৭৮)।

যথা, লেলিহানমুদ্রায় দেবীর হৃদয় অথবা যন্ত্র স্পর্শপূর্বক এই মন্ত্র পাট করিবে। যথা, - আং হ্রীং ক্রোঁ যং রং লং বং শং ষং সং হৌঁ হংসঃ শ্রীদক্ষিণকালিকায়াঃ প্রাণা ইহ প্রাণা আং হ্রীং ইত্যাদি শ্রীদক্ষিণকালিকায়াঃ জীব ইত স্থিতঃ আং হ্রীং ইত্যাদি সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি, আং হ্রীং ইত্যাদি বাঙ্মনশ্চক্ষুঃশ্রোত্রঘ্রাণপ্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু, স্বাহা। প্রার্থনা করিবে -সর্বযজ্ঞময়ং তেজঃ সর্বভূতময়ং বপুঃ ইয়ং তে কল্পিতা মূর্ত্তি অত্র ত্বাং স্থাপয়াম্যহম্। অর্থাৎ তোমার তেজ সর্বযজ্ঞময়, তোমার শরীর সর্ব্বভূতময়, তথাপি আমি তোমার মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া এইখানে স্থাপন করিতেছি।

সংক্ষেপ পূজায় বা অসমর্থ ব্যক্তি পক্ষে শাম্ভবীতন্ত্রে বা অন্নদাকল্পে আছে যে 'আং হ্রীং ক্রোঁ স্বাহা' এই বীজ উচ্চারণ পূর্বক প্রাণপ্রতিষ্ঠা মন্ত্রে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে। পৈঠীনসি বলিয়াছেন যে, প্রাণপ্রতিষ্ঠার সময় স্ত্রী, শূদ্রও স্বাহা উচ্চারণ করিতে পারিবে।

এই প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবার সময় অনেকেই ইহার ঋষ্যাদি পাট করিয়া থাকেন। সম্মোহনতন্ত্র, গৌতমীয়তন্ত্র, শাম্ভবীতন্ত্র, কমলাবিলাস, অন্নদাকল্প, কালীকুলামৃত, নিবন্ধ পভৃতি তন্ত্রে দেবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠার সময় ঋষ্যাদিন্যাসের বিধান নাই। বিশেষতঃ শ্যামারহস্যকার শ্যামাপ্রদীপকার, শাক্তানন্দতরঙ্গিণীকার প্রভৃতি বিখ্যাত তান্ত্রিকগণও ঋষ্যাদিন্যাসের বিধান করেন নাই, সুতরাং আমরাও তাঁহাদের মতানুবর্ত্তী হইয়া দেবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠায় ঋষ্যাদির উল্লেখ করিলাম না। ভূতশুদ্ধির পরে যে নিজশরীরে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা হয়, তদ্বিষয়ে কালীকুলামৃত ও মন্ত্রমহোদধিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠামন্ত্রে ঋষ্যাদিন্যাসের উল্লেখ আছে বটে কিন্তু তাহা এতদূর বিস্তৃত যে নিত্যপূজায় অদনুষ্ঠানের সম্ভাবনা নাই: সুতরাং আমরা সে স্থলেও ঋষ্যাদি দিই নাই। কাম্য পূজায় ভূতশুদ্ধির অন্তে নিজ প্রাণপ্রতিষ্ঠার সময় তাহার ঋষ্যাদি দিবার ইচ্ছা থাকিল। অনেকে প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠার পর চক্ষুদান করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা তন্ত্রমধ্যে চক্ষুদানের বিধি পাইলাম না বিশেষতঃ 'বাঙ্মনশ্চক্ষুশ্রোত্রঘ্রাণ-প্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা' এই মন্ত্র দ্বারাই চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের প্রতিষ্ঠা সিদ্ধ হইতেছে। ফলতঃ চক্ষুদান বৈদিক প্রয়োগ হইতেছে। যাঁহার ইচ্ছা হয় করুন, তাহাতে আমাদের বিধি নিষেধ নাই।

(৭৮) ষোড়শ উপচার যথা শিবার্চ্চনচন্দ্রিকা, - আসন, স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, পুনরাচমনীয়, স্নানীয়, বসন, (সিন্দুর) আভরণ,

দশোপচার-পূজা যথা-(বীজ) এতৎ পাদ্যং শ্রীদক্ষিণাকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। (বীজ) এষ অর্ঘ্যঃ শ্রীদক্ষিণকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ স্বাহা। এবং, ইদং আচমনীয়ং...স্বধা। ইদং স্নানীয়ং নিবেয়দামি।..........

গন্ধ পুষ্প, (বিল্বপত্র), ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য (পানীয়, পুনরাচমনীয়, তাম্বুল) ও প্রণাম। মহানির্বাণ, মন্ত্ররত্নাবলী প্রভৃতি কোন কোন তন্ত্রে অন্য প্রকার ষোড়শোপচারের বিধি আছে। অস্মদ্দেশে অপ্রচলিত বলিয়া তাহার উল্লেখ হইল না। ফলতঃ শেষোক্ত ষোড়শোপচার শ্রীকুলে গ্রাহ্য। প্রথমোক্ত ষোড়শোপচার কালীকুলে গ্রাহ্য। বিষ্ণুক্রান্তাস্থিত (অস্মদ্দেশীয়) সাধকগণ কালীকুলের বিধানানুসারে পূজা করেন। কৌলিকার্চ্চন-দীপিকাতেও বিধি আছে যে, অস্মদ্দেশীয় সাধকগণ শ্রীকুলের দেবতা ত্রিপুরসুন্দরী প্রভৃতির পূজা করিবার সময়েও কালীকুলের বিধানানুসারে পাত্রস্থাপনাদি সমুদায় কার্য্য করিবেন।

উপচারদানের মন্ত্রাদি যথা,-

আসন। রৌপোর আসন সম্মুখে কোন আধারে সংস্থাপন পূর্ব্বক বং এই মন্ত্রে সামাণ্যার্ঘ্য জলে অভ্যুক্ষিত করিয়া ধেনুমুদ্রা ও গালিনীমুদ্রা প্রদর্শন করিবে। পরে এতস্মৈ রজতাসনায় নমঃ, এই মন্ত্রে তিনবার সামান্যার্ঘ্যজল দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া 'এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ' এতৎ সম্প্রদান-শ্রীদক্ষিণকালিকায়ৈ নমঃ' এই মন্ত্রে গন্ধ, পুষ্প, অক্ষত বা অর্ঘ্যজলদ্বারা অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও পূজনীয় দেবতার পূজা করিয়া মূলমন্ত্র উচাচারণ পূর্বক (বীজ) 'ইদং রজতাসনং শ্রী দক্ষিণকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ' এই মন্ত্রে বামহস্তপৃষ্ঠ দক্ষিণহস্তের অঙ্গুল্যগ্রদ্বারা অর্ঘ্য-জলবিন্দু প্রক্ষেপ পূর্ব্বক নিবেদন করিবে। পরে মূলমন্ত্র পাঠপূর্ব্বক সেই আসন বামহস্তস্পৃষ্ঠে দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জ্জনীযোগে দেবতার বামভাগে স্থাপন করিবে। পরন্তু নিবেদনের সময় অথবা কোন উপচার অর্পণের সময়ে নখ প্রদর্শন না হয় অর্থাৎ সমুদায় উপচার নিবেদন বা অর্পণ করিবার সময় চিত হস্তে সম্পাদন করিবে। এইরূপ চিতহস্তে সমুদায় উপচারই নিবেদন বা অর্পণ করিবে; কিন্তু সর্ব্বত্রই বামহস্তের যোগ আবশ্যক। উপচারদানকালে দেবতার উপরি যেন হস্ত ভ্রামিত করা না হয়। পরে প্রার্থনা করিবে যথা, - সর্বভূতান্ত রস্থায়ৈ সর্বান্তরাত্মনিলয়ে। কল্পয়াম্যু-পবেশার্থং আসনন্তে নমো নমঃ। (দেবি! তুমি সর্বভূতের অন্তরে বিরাজিত, তুমি সকলেরই অন্তরাত্মা, তোমার উপবেশনের জন্য এই আসন কল্পনা করিতেছি - তোমাকে নমস্কার!)..................

আসন দানকালে যেরূপ আসনের অর্চনা করা হইল, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, বস্ত্র, অলঙ্কার ফল, সুবর্ণ প্রভৃতিও প্রদান করিবার সময় এইরূপ প্রোক্ষণ ও অর্চ্চনা করিয়া উৎসর্গ করিবে। কোন্ দ্রব্যের অধিপতি কোন্ দেবতা তাহা যোগিনীতন্ত্র প্রভৃতিতে কথিত হইয়াছে। যথা-রজতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চন্দ্র, সুবর্ণের অগ্নি, অন্নের লক্ষী, বস্ত্রের বৃহস্পতি, আহারের জলের মধুর ও সমুদায় পেয় দ্রব্যের বরুণ, আসনের পৃথিবী, পরমান্নের রমা, ঘৃতপ্রদীপ, দধি ও ক্ষীরের বিষ্ণু, পুষ্পের ও তৈলপ্রদীপের বনস্পতি, গন্ধ ও ধূপের গন্ধর্ব্ব, ঘৃতের বৈশালি এবং মাল্যের অধিষ্ঠাত্রীদেবতা দুর্গা, অথবা সমুদায় দ্রব্যেরই অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বিষ্ণু।

রজতাসনের ন্যায় পুষ্পসমূহ নির্মিত আসন, কাষ্ঠনির্মিত আসন, বস্ত্রনির্মিত আসন, চর্ম্মনির্মিত আসন, কুশাসন, প্রভৃতি নানাপ্রকার আসন নিবেদন করা যাইতে পারে, কিন্তু এই সমুদায় আসনের পরিমাণ এক হস্তের ন্যুন হইবে না। শিবার্চ্চণচন্দ্রিকাতে কথিত আছে-লৌহ ব্যতীত সমুদায় তৈজস আসনই শ্রেষ্ঠ, তন্মধ্যে সুবর্ণাসন সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মাতৃকাভেদতন্ত্রে কথিত আছে সুবর্ণ নির্মিত আসন ও রৌপ্যনির্মিত আসন চারি অঙ্গুলি পরিমান অপেক্ষা ন্যুন হইবে না। কোন কোন তন্ত্রে কথিত হইয়াছে - "যন্ত্র নির্ম্মাণযোগ্যং হি পীঠং দদ্যাদ্বিচক্ষণঃ।" অর্থাৎ যাহাতে যন্ত্র অঙ্কিত করিতে পারা যায়, তাদৃশ আসন দেবতাকে নিবেদন করিবে। আসন চারি অঙ্গুলি হইলে তাহাতে দেবতার যন্ত্র অঙ্কিত হইতে পারে।

স্বাগত। (কৃতাঞ্জলিপুটে মূলমন্ত্র পাঠপূর্ব্বক) শ্রীদক্ষিণকালিকে দেবি স্বাগতং সুস্বাগতং তে? পরে হৃষ্টচিত্তে দেবতা কথিত 'সুস্বাগতং' চিন্তা করিবে। প্রার্থনা করিবে যথা দেবাঃ স্বাভীষ্টসিদ্ধ্যর্থং যস্যা বাঞ্ছতি দর্শনম্। সুস্বাগতং স্বাগতন্তে তস্যৈ তে পরমেশ্বরি। অদ্য মে সফলং জন্ম জীবনং সফলাঃ ক্রিয়াঃ। স্বাগতা যত্ত্বয়া তন্মে তপসাং ফলমাগতা। অর্থাৎ স্ব স্ব অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য দেবতারা পর্য্যন্ত যাঁহার দর্শন কামনা করেন, তুমিই সেই পরমেশ্বরি। আমার নির্মিত্ত তোমার শুভাগমন অনয়াসে হইয়াছে তো? তোমার শুভাগমনে আজ আমার জন্ম সফল হইল, ক্রিয়াও সফল হইল। আজ আমি তপস্যার ফল লাভ করিলাম।

পাদ্য। (বীজ) এতৎ পাদ্যং শ্রীদক্ষিণকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। এই মন্ত্রে বামহস্তযুক্ত দক্ষিণহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জ্জনীযোগে পূর্ববৎ চিত্তহস্তে দেবতার............

চরণযুগলে অর্পণ করিবে। প্রার্থনা যথা, যৎপাদজলসংস্পর্শাৎ শুদ্ধিমাপ জগৎ ত্রয়ম্। তৎপাদাজ প্রোক্ষণার্থং পাদ্যন্তে কল্পয়াম্যহম্। অর্থাৎ- যাঁহার পাদোদক স্পর্শে ত্রিলোক পবিত্র হইয়াছে, তাঁহারই পা ধুইবার জন্য আমি এই পাদ্য প্রদান করিতেছি।

পাদ্য-পাদ্যদ্রব্য যথা,-মহাকপিলপঞ্চরাত্রে কথিত হইয়াছে, দূর্ব্বা অপরাজিতা, শ্যামার্ক ও পদ্ম এই দ্রব্যচতুষ্টয় পাদজলে নিক্ষেপ করিতে হইবে। শাক্তানন্দতরঙ্গিণীতে ইহার সহিত অগুরুচন্দন দিবার বিধি আছে। কিন্তু ফেৎকারিণীতন্ত্রে কথিত হইয়াছে, উষীর অর্থাৎ ব্যানার মূল ও চন্দন এই দুই দ্রব্য পাদ্যজলের সহিত দিতে হইবে। এস্থলে সাধক ইচ্ছানুসারে ও সুবিধা অনুসারে বা যাহা উপস্থিত দিবেন।

অর্ঘ্য। (বীজ) এষ অর্ঘ্যঃ (ইদমর্ঘ্যং) শ্রীদক্ষিণকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ স্বাহা। এই মন্ত্রে পাদ্য দিবার রীতিক্রমে দেবতার মস্তকে অর্ঘ্য প্রদান করিবে। পরে প্রার্থনা-ওঁ যঃ প্রাণবিন্দুর্ম্মদীয়ো মহাপ্রাণাম্বুধৌ ত্বয়ি। সোহহং সম্মিলিতোমাতর্ ইত্যর্ঘ্যং কল্পয়ামি তে। অর্থাৎ-মাগো তুমি মহাপ্রাণ সমুদ্র স্বরূপিণী, আমার এই ক্ষুদ্র প্রাণবিন্দু তাহাতে মিলিত করিবার বাসনায় এই অর্ঘ্য প্রদান করিতেছি।

আচমনীয়। (বীজ) ইদং আচমনীয়ং শ্রীদক্ষিণকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ স্বধা। এই মন্ত্রে পাদ্য দিবার রীতিক্রমে দেবতার মুখে আচমনীয় প্রদান করিবে। পাট করিবে যথা, -যদুচ্ছিষ্টমপস্পৃষ্টং শুদ্ধিমেত্যখিলং জগৎ। তস্মৈ মুখারবিন্দায় আচমং কল্পয়ামি তে। এই অপবিত্রময় জগৎ যে মুখারবিন্দের উচ্ছিষ্ট স্পর্শে পবিত্র হয়, তোমার এই মুখে আচমনীয় প্রদান করিতেছি।

আচমনীয়। আচমনীয় যথা, -জায়ফল লবঙ্গ কঙ্কোল এই সমুদায় চূর্ণ করিয়া আচমণীয়জলে মিশ্রিত করিয়া তৈজস পাত্রে বা শঙ্খে করিয়া প্রদান করিবে। মহাকপিলপঞ্চরাত্রে কথিত হইয়াছে, কর্পূর অগুরুচন্দন ও পুষ্প এই তিনটি দ্রব্য আচমনীয়জলে দিবে। এই আচমনীয় কোন্ সময়ে দিতে হয় তাহা জ্ঞানমালাতে কথিত হইয়াছে, যথা, -পাদ্যদিবার পর একবার, মধুপর্কদিবার পর একবার, স্নানের পর একবার, বস্ত্র ও যজ্ঞোপবীত দানের পর একবার, নৈবেদ্য দানের পর একবার ও ভোগ দিবার পর একবার আচমনীয় প্রদান করিতে হইবে। পরন্তু আমরা শিবার্চ্চনচন্দ্রিকার মতানুসারেই উপচার দানক্রম লিখিলাম।.......

মধুপর্ক। মধুপর্ক পূর্বের ন্যায় অর্চ্চনা করিয়া, (বীজ) 'এষ মধুপর্কঃ শ্রীদক্ষিণকালিকায়ৈ দেবাতয়ৈ স্বধা' এই মন্ত্রে পাদ্য দিবার রীতিক্রমে দেবতার মুখে মধুপর্ক দিবে। পাট করিবে-তাপত্রয় বিনাশার্থম্ অখন্ডানন্দহেতবে। মধুপর্কং দদামাদ্য প্রসীদ পরমেশ্বরি। ত্রিতাপ বিনাশের জন্য এবং অখন্ড আনন্দের জন্য মধুপর্ক প্রদান করিতেছি তুমি প্রসন্ন হও।

মধুপর্কদ্রব্য যথা, - গন্ধর্ব্বতন্ত্রে কথিত হইয়াছে দধি, ঘৃত, মধু, চিনি নারিকেলজল, কাংস্যপাত্রে এই পঞ্চদ্রব্যে মধুপর্ক প্রদান করিরে দেবী প্রীতা হন। এই পঞ্চদ্রব্যের মধ্যে মধু অধিক পরিমাণে দিতে হইবে এবং দধি ঘৃত চিনি ও নারিকেল জল সমান পরিমাণে দিবে। শ্রীক্রমমতে নারিকেলজলের পরিমাণ স্বল্প। এবং মধুপর্কপাত্রের পরিমাণ আট আঙ্গুলের ন্যূন হইবে না। অন্যত্র প্রমাণ আছে মধু ১৬ তোলা ঘৃতাদি প্রত্যেক দ্রব্য ৪ তোলা করিয়া ১৬ তোলা। সমুদায়ে ৩২ তোলা হইবে। সুতরাং মধুপর্কের পাত্র এরূপ হইবে যে, তাহাতে আধসের ধরিতে পারে। শ্রীক্রমে কথিত হইয়াছে মধুপর্ক দিবার সময় কাংস্যপাত্রে নারিকেলজল দিলে কোন দোষ হয় না। শ্যামার্চ্চনচন্দ্রিকাতে কথিত হইয়াছে, দধি, মধু ও ঘৃত এই তিন দ্রব্য কাংস্যপাত্রে স্থাপিত করিয়া কাংস্য পাত্র দ্বারা আচ্ছাদনপূর্ব্বক মধুপর্ক প্রদান করিবে। এস্থলেও সাধকের ইচ্ছাবিকল্প।

(বীজ) 'ইদং পুনরাচমনীয়ং শ্রীদক্ষিণকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ স্বধা' এই মন্ত্রে পাদ্যদিবার রীতিক্রমে মুখে পুনরাচমনীয় দিবে। প্রার্থনা- অশুচিঃ শুচিতামেতি যৎস্পৃষ্টস্পর্শমাত্রতঃ। অস্মিংস্তে বদনাম্ভোজে পুনরাচমনীয়কম্। তোমার উচ্ছিষ্ট স্পর্শমাত্রই অশুচিবস্তুও পবিত্র হয়, সেই বদনকমলে পুনরাচমনীয় প্রদান করিতেছি।

পুনরাচমনীয়। সারদাতিলকে কথিত হইয়াছে, আচমনীয় দিবার মন্ত্রে কেবল শুদ্ধ জল দ্বারাই পুনরাচমনীয় দিবে। শাম্ভবীতন্ত্রে ও মহানির্বাণে কথিত আছে - 'বং স্বধা' মন্ত্রে পুনরাচমনীয় দিবে। সুতরাং সাধক স্বধা বা বং স্বধা এই উভয় মন্ত্রের মধ্যে যে মন্ত্রে ইচ্ছা সেই মন্ত্রেই পুনরাচমনীয় দিতে পারিবেন।

স্নানীয়ং। (বীজ) 'ইদং স্নানীয়ং শ্রীদক্ষিণকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ' (নিবেদয়ামি)। এই মন্ত্রে পাদ্য দানের রীতিক্রমে দেবতার সর্বাঙ্গে দিবে।..................

প্রার্থনা যথা, 'যত্তেজসা জগদ্ব্যাপ্তং যতো জাতমিদং জগৎ। জগদাধার ভূতা তে স্নানার্থং তোয়মর্পয়ে'। মা জগতের তুমি আধার, তোমার তেজে জগৎব্যাপ্ত, এবং এই জগৎ তোমা হইতেই উৎপন্ন, অতএব তুমি অপরিচ্ছিন্ন ও অসীম, তবুও আমার সীমাবদ্ধ জ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া তোমার স্নানের নিমিত্ত এই জল অর্পণ করিতেছি।

স্নানীয়। মহাকপিলপঞ্চরাত্রে কথিত হইয়াছে, গন্ধ, পুষ্প ও অক্ষত এই তিন দ্রব্য স্নানীয় জরে মিশ্রিত করিবে। অন্যত্র কথিত হইয়াছে, দেবতার স্নান বিষয়ে কেবল জল অপেক্ষা সুরভিদ্রব্য মিশ্রিত জল শতগুণ ফলদায়ক। গঙ্গাদি তীর্থের জল তীর্থের তারতম্য অনুসারে বিশেষ বিশেষ ফলদায়ক। শাম্ভবীতন্ত্র প্রভৃতিতে কথিত আছে, নিবেদয়ামি এই মন্ত্রে স্নানীয়, বসন ও ভূষণ সর্ব্বশরীরে সমর্পণ করিবে। গন্ধর্ব্বতন্ত্র প্রভৃতিতে কথিত আছে, স্নানীয়, বসন ও ভূষণ "নমঃ" এই মন্ত্রে দিতে হইবে। এস্থলেও সাধকের ইচ্ছাবিকল্প।

বস্ত্র। আসন অর্চ্চনার ন্যায় বস্ত্রও সম্মুখে স্থাপন পূর্বক অর্চ্চনা করিয়া (বীজ) 'ইদং বস্ত্রং (সোত্তরীয়ং বস্ত্রং) শ্রীদক্ষিণকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ' (নিবেদয়ামি)। এই মন্ত্রে অঙ্গুল্যগ্রে জলপ্রক্ষেপ দ্বারা নিবেদন করিয়া বামহস্তযুক্ত দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীযোগে দেবতার সর্বাঙ্গে অর্পণ করিবে। প্রার্থনা-সর্বাবরণ হীনায় মায়াপ্রচ্ছন্নতেজসে। বাসসী পরিধানায় কল্পয়ামি নমোহস্তুতে। যদিও তোমার কোন আবরণ নাই, তথাপি অঘটন ঘটন পটীয়সী মায়া দ্বারা নিজ তেজ অপরের অগোচর করিয়া রাখিয়াছ, এই অবস্থায় আমি তোমার পরিধানের জন্য বস্ত্র অর্পণ করিতেছি, তোমাকে নমস্কার।

বস্ত্র। শক্তিপূজায়, সূর্য্যপূজায় ও গণেশপূজায় রক্তবস্ত্রই প্রশস্ত। বিষ্ণুর পীতবস্ত্র ও শিবের শ্বেতবস্ত্র প্রশস্ত কিন্তু এই সমুদায় বস্ত্র ক্ষৌম বা কার্পাস উভয়বিধ হইতে পারে। কিন্তু এই বস্ত্র মলিন, ছিদ্র, আখুদষ্ট, কীটাকুলিত, তৈলাদি-দূষিত, জীর্ণ, ছিন্ন ও দশাশূণ্য না হয়। বস্ত্রের পরিমাণ এইরূপ হইবে যে, যুবতী রমণী যেন উহা পরিধান করিতে পারে। কোন কোন তন্ত্রে আছে, দশহাত দীর্ঘ বস্ত্র দিতে হয়। গৌতমীয়তন্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, আধ হাত পরিমাণের ন্যূন না হয় এরূপ বস্ত্র দিবে, এই বচন কৃষ্ণবিষয়ক, শক্তিবিষয়ক নহে। বরদাতন্ত্রে কথিত আছে, বস্ত্রের পরিমাণ দেড় হাতের ন্যূন না হয়। ইহা নিত্যন্ত দরিদ্র ও অক্ষম পক্ষে ব্যবস্থাপিত। ফলতঃ শিবকে যুবার পরিধান......

যোগ্য বস্ত্র এবং শক্তিকে যুবতীর পরিধান যোগ্য বস্ত্র দিতে হইবে। কত মূল্যের বস্ত্র দিতে হইবে তাহাও একপ্রকার কথিত আছে। কর্ম্মকর্ত্তা যেরূপ বস্ত্র পরিধান করিলে প্রফুল্ল ও প্রীত হয়েন অর্থাৎ যিনি যেরূপ বস্ত্রকে আপনার তোলা কাপড় মনে করেন, তিনি সেইরূপ বস্ত্রই দেবতাকে দিবেন। বস্ত্রদানের মন্ত্র স্নানমন্ত্রের ন্যায়।

সিন্দূর। (বীজ) 'ইদং সিন্দূরং শ্রীদক্ষিণকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ।' এই মন্ত্রে কণিষ্ঠা বা অনামা দ্বারা সীমন্তে ও ললাটে সিন্দুর প্রদান করিবে।

যজ্ঞোপবীত। (বীজ) 'ইদং যজ্ঞোপবীতং শ্রীদক্ষিণকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। এই মন্ত্রে জলপ্রক্ষেপদ্বারা নিবেদন করিয়া পূর্ব্বরূপ অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী যোগে দেবতার গলদেশে অর্পণ করিবে।

আভরণ। আভরণ পূর্ববৎ অর্চ্চনা করিয়া, (বীজ) 'ইদং রজতাভরণং শ্রীদক্ষিণকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ (নিবেদয়ামি)'। এই মন্ত্রে নিবেদন করিয়া অঙ্গুষ্ট ও তর্জ্জনীযোগে সর্ব্বাঙ্গ উদ্দেশে প্রদান করিবে। প্রার্থনা-বিশ্বাভরণভূতায়ৈ বিশ্বশোভৈকযোনয়ে। মায়াবিগ্রহভূষার্থং ভূষণানি সমর্পয়ে। যিনি জগতের ভূষণ স্বরূপ এবং জগতের শোভার একমাত্র আকর, তাঁহার মায়াপ্রকল্পিত মায়াময় শরীর ভূষিত করিবার নিমিত্ত ভূষণসমূহ অর্পণ করিতেছি।

আভরণ। যুবতী রমণী যেরূপ অলঙ্কার ধারণ করিতে পারে, ন্যূণকল্পে অষ্টবর্ষীয়াকন্যা যেরূপ অলঙ্কার ধারণ করিতে পারে এরূপ চরণাভরণ, নিতম্বাভরণ, হস্তাভরণ কণ্ঠাভরণ, নাসাভরণ, কর্ণাভরণ, সীমান্তাভরণ, প্রভৃতি যতদূর সাধ্য দেবতাকে প্রদান করিতে হইবে। এই সমুদায় আভরণ মণিময়, মৌক্তিকময়, সুবর্ণময়, রজতময় অথবা পুষ্পময় হইতে পারে। যাঁহার যেরূপ ইচ্ছা ও শক্তি তিনি সেইরূপই দিবেন। নিত্যন্ত অসমর্থপক্ষে বিধি আছে যে, একটিমাত্র হিরন্ময় অঙ্গুরীয় বা রৌপ্যময় অঙ্গুরীয় দিবে। যামলে কথিত আছে যে, যিনি কোন অলঙ্কার দিতেই সমর্থ নহেন, তিনি ভক্তিপূর্ব্বক মনেমনে নানা অলঙ্কার দিবেন ॥ শাম্ভবীতন্ত্র প্রভৃতিতে ভূষণদানের পর উপভূষণদানেরও বিধি আছে। ছত্র, চামর, চন্দ্রাতপ, পাদুকা প্রভৃতি উপভূষণের মধ্যে পরিগণিত।

গন্ধ। (বীজ) 'এষ গন্ধঃ শ্রীদক্ষিণকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ।' মন্ত্রে চন্দন দিবে। (বীজ) ইদং কুশীদং শ্রীদক্ষিণকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। এই মন্ত্রে..................

চন্দন দিবার রীতি অনুসারে রক্তচন্দন দিবে। প্রার্থনা-গন্ধ তন্মাত্রয়াসৃষ্টা যেন গন্ধ ধরাধবা। পরমাত্মা স্বরূপায়ে পরমং গন্ধমর্পয়ে। যিনি গন্ধতন্মাত্র (গন্ধগুণ বিশিষ্ট অতিসূক্ষ্মতম বীজ) দ্বারা গন্ধের আধার পৃথিবীসৃষ্টি করিয়াছেন, সেই পরমাত্মস্বরূপাকে এই পরম গন্ধ নিবেদন করিতেছি।

গৌতমীয়তন্ত্রে কথিত আছে, চন্দন, অগুরু ও কর্পূর এই তিন দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া ঘর্ষণ পূর্বক তদ্দ্বারা দেবতার সর্ব্বাঙ্গে বিলিপ্ত করিবে। যামলে কথিত আছে ও শ্যামাসপর্য্যাতে বিহিত হইয়াছে যে কর্পুর, চন্দন কস্তুরি, গোরোচনা, অগুরু ও কুঙ্কুম এই সমুদায় মিশ্রিত করিয়া জল দিয়া ঘর্ষণপূর্বক গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত করিবে। এই গন্ধদ্রব্য 'নমঃ' এই মন্ত্রে দেবতার চরণযুগলে নিবেদন করিবে। পরে ঐরূপ রক্তচন্দন দিবে। গন্ধর্ব্বতন্ত্রে কথিত আছে, চূর্ণীকৃত, ঘর্ষিত, দাহকর্ষিত, সম্মর্দ্দজরস, ও প্রাণ্যঙ্গোদ্ভব রস এই পাঁচ প্রকার গন্ধ দেবীর প্রীতিদায়ক। এ সমুদায় কিরূপে প্রস্তুত করিতে হয় তাহা গন্ধর্ব্বতন্ত্রেই চতুর্দশপটলে আছে। তাহাতেই কথিত আছ যে গন্ধ নানা প্রকার আছে, তন্মধ্যে চন্দনকাষ্ঠ ঘর্ষিত করিয়া যে গন্ধ দ্রব্য প্রস্তুত করা যায় তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যিনি সমর্থ হয়েন তিনি এই সময় গন্ধাষ্টক দিয়া থাকেন। পঞ্চদেবতার গন্ধাষ্টক ভিন্ন ভিন্ন। তন্মধ্যে শক্তির গন্ধাষ্টক কথিত হইয়াছে যথা চন্দন, অগুরু, কর্পুর চোর, কুঙ্কুম, গোরোচনা, জটামাংসী ও কপি। এই অষ্টদ্রব্য একত্র করিলে ভগবতীর গন্ধাষ্টক হয়। গৌতমীয় তন্ত্রে কথিত হইয়াছে সর্ব্বাঙ্গে গন্ধ দিবে, যামলে কথিত হইয়াছে পাদপদ্মে গন্ধ দিবে, মহানির্বাণে কথিত হইয়াছে হৃদয়ে গন্ধ দিবে। তন্ত্রকৌমুদী ও বামকেশ্বর তন্ত্রে কথিত হইয়াছে ললাটে চন্দন দিবে। এ সমুদায়ই শাস্ত্রসিদ্ধ, সুতরাং সাধক ইচ্ছানুসারে যে কোন মত অবলম্বন করিবেন। শাম্ভবীতন্ত্রে কথিত হইয়াছে মধ্যমা ও অনামিকা দ্বারা দেবতার হৃদয়ে গন্ধ প্রদান করিবে। মন্ত্রমহোদধিতে কথিত হইয়াছে যে, কনিষ্ঠ্যদ্বারা গন্ধপ্রদান করিয়া কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠযোগরূপ গন্ধমুদ্রা প্রদর্শনকরিবে। এস্থলেও সাধকের ইচ্ছাবিকল্প।

পুষ্প। (বীজ) 'ইদং সচন্দন পুষ্পং শ্রীদক্ষিণকালিকায়ৈ দেবাতায়ৈ বৌষট্'। এই মন্ত্রে যথারীতি তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠযোগে (জ্ঞানমুদ্রায়) পুষ্প প্রদান করিবে। প্রার্থনা-পুষ্পং মনোহরং রম্যং সুগন্ধং দেবনির্ম্মিতম্। ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা পুষ্পমেতৎ প্রগৃহ্যতাম্। দেব নির্মিত পুষ্প মনোহর সুগন্ধ ও রমণীয়, আমি..................

ভক্তিসহকারে নিবেদন করিতেছি গ্রহণ কর।

(বীজ) 'ইদং সচন্দনবিল্বপত্রং শ্রীদক্ষিণকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ বৌষট্।' এই মন্ত্রে পুষ্প দিবার রীতি ক্রমে অর্পণ করিবে। প্রার্থনা, 'তুরীয়বনসম্ভূতং নানাগুণ মনোহরম্। আনন্দ সৌরভং বিল্বপত্রমেতৎ প্রগৃহ্যতাম্'। সমাধিরূপ উদ্যানজাত তপোবন সম্ভুত নানাপ্রকার আনন্দসৌরভযুক্ত এই বিল্বপত্র গ্রহণ কর। পরে দেবতার, মস্তকে, হৃদয়ে, মূলাধারে, পাদপদ্মে ও সর্ব্বাঙ্গে এই পঞ্চস্থানে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দিতে হইবে।

পুষ্প। প্রথমতঃ নিষিদ্ধপুষ্প কথিত হইতেছে। তন্ত্ররাজ, শ্যামাপ্রদীপ প্রভৃতিতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, দেবতাকে যে সমুদায় পুষ্প প্রদান করিতে হইতে তন্মধ্যে ম্লান, পর্য্যুষিত (বাসি), (শেফালিকা ও বকুল ব্যতীত) ভূপতিত পুষ্প, কীটাকুলিত, কীটক্ষত, কেশাদিদূষিত, গন্ধরহিত, উগ্রগন্ধ, প্রণাম সময়ে হস্তস্থিত, বামহস্তে রক্ষিত, বৃক্ষ হইতে বামহস্তে উৎপাটিত, জলমধ্যে ধৌত, ডাল ভাঙ্গিয়া বা বৃক্ষ উৎপাটিত করিয়া আহৃত, বলপূর্ব্বক সংগৃহীত, অপহৃত, অশুচিস্পৃষ্ট, যে কোন কারণে অপবিত্র, মনুষ্যকর্ত্তৃক ইচ্ছাপূর্ব্বক আঘ্রাত, পরিধেয় বস্ত্রে স্থাপিত, জনাকীর্ণ হাট বা বাজারে ক্রীত, শুষ্ক, মধ্যাহ্ন সানের পর বৃক্ষ হইতে আহৃত, মস্তক, কর্ণ প্রভৃতি অঙ্গে ধৃত, পলাশ, কাশ, শরৎকাল ভিন্ন অন্য ঋতুজাত শেফালিকা ও বকুল, মনুষ্যদ্বারা প্রস্ফুটিতবৎকৃত, শিখাযুক্ত জবা, অন্য দেবালয়জাত পুষ্প, এ সমুদায় পুষ্প নিষিদ্ধ।

পদ্ম ও চম্পক পুষ্প ভিন্ন অন্য পুষ্পের কলিকা দ্বারা পূজা হয় না। পদ্ম, জাতিপুষ্প ও বিল্বপত্র ছিঁড়িয়া দিলেও তদ্বারা পূজা হয়। অন্যপুষ্প ছিন্নভিন্ন হইলে তদ্বারা পূজা হয় না। বকুল, অশোক, অর্জ্জুন ও কুটজপুষ্পের বোঁটা ফেলিয়া পূজা করিতে হইবে। অন্য সমুদায় পুষ্পেই বৃন্ত সমেত পূজা করিতে হইবে। জলজাত পুষ্প অন্ত্যজ কর্ত্তৃক আনীত হইলেও তদ্বারা পূজা হইতে পারে; অন্ত্যজস্পৃষ্ট স্থলজ পুষ্পে পূজা হয় না। শাক্তানন্দ তরঙ্গিণীতে কথিত হইয়াছে, কুন্দ, কুরুবক, কেতকী, ঝিন্টী, নিচুল, নীল, বিকট ভৃঙ্গরাজ বকুল, রঙ্গণ, এই সমুদায় পুষ্পে মাঘ মাস ভিন্ন অন্য মাসে পূজা হয় না।

কথিত হইয়াছে পর্য্যুষিত-পুষ্পে পূজা হয় না তন্মধ্যে বিল্বপত্র কুন্দ, কহ্লার, পদ্ম, বক, তুরসী ও কলিকাত্মক পুষ্প অর্থাৎ যাহা ফোটে না এবং মালাকার গৃহস্থিত পুষ্প এ সমুদায় পর্য্যুষিত হয় না। অন্যান্য সমুদায় পুষ্পে....................

যতক্ষণ সদগন্ধ থাকে, ততক্ষণ পর্য্যুষিত হয় না। গন্ধর্বতন্ত্রে কথিত হইয়াছে, শ্বেতপদ্ম, রক্তপদ্ম, কুমুদ ও উৎপল এই সমুদায় পুষ্প পাঁচদিনের মধ্যে পর্য্যুষিত হয় না গৌতমীয়তন্ত্রে কথিত হইয়াছে, করবীর পুষ্প একদিন পর্য্যুষিত হয় না। যে বিল্ববৃক্ষের ফল হয় নাই, তাহার বিল্বপত্রে পূজা নিষিদ্ধ।

ঝিন্টিপুষ্প, পীত-তগর, শ্বেত-ওড্র, কৃষ্ণ-অর্জ্জুন, রক্তকুন্দ, নীলকণ্ঠ কুরুন্টকপুষ্প, মতান্তরে বকুল, মন্দার, অর্কপুষ্প, শ্বেতজবা এবং শ্বেতদুর্ব্বা ও তুলসিতে ভগবতীর পূজা হয় না। বিহিত-পুষ্পের মধ্যে রক্তপুষ্প বিশেষতঃ জবা, করবীর, অপরাজিতা ও পদ্ম দেবীর প্রীতিকর্ বক ও মালতীপুষ্পে কালী ও তারার পূজা হয় না। নাগকেশর, ধুস্তুর, বাসক, কিংশুক, কৃষ্ণকেলি ও কাঞ্চনপুষ্পে ত্রিপুরার পূজা হয় না। কাঞ্চনপুষ্পে লক্ষীর পূজা হয় না। কুন্দ, অশোক, তগর পুষ্পে ও তুলসীতে গনেশের পূজা হয় না। কুন্দ, মন্দার, নাগকেশর, কাষ্টতগর ও ধুস্তুর পুষ্পে ও বিল্বপত্রে সূর্য্যের পূজা হয় না। বন্ধুজীব ও দ্রোণপুষ্পে সরস্বতীর পূজা হয় না। পদ্ম ভিন্ন অন্য জলজপুষ্পে দুর্গার পূজা হয় না। মাঘমাস ভিন্ন অন্য মাসে প্রস্ফুটিত কুন্দপুষ্প, শেফালিকা, জবা, কাটমল্লিকা, বকুল, মালতী, জাতি, যুথী, কেতকী, কুমুদ, কোকিলাক্ষী-করবীর অর্থাৎ গাঢ় রক্ত করবীর, বন্ধুক, নাগকেশর কুটজপুষ্প ও জয়ন্তী, শিবপূজায় এই সমুদায় পুষ্প নিষিদ্ধ। গণেশ এবং সূর্য্যের রক্তপুষ্প অতি প্রিয়।

অধিকাংশ সাধক নিষিদ্ধপুষ্পেও পূজা করিয়া থাকেন, ইহার প্রমাণও আছে, যথা মৎস্যসূক্তে, - ভক্তিযুক্তো মহেশানি সর্বং পুষ্পং নিবেদয়েৎ। রাঘবভট্টসর্ব্বপুষ্পৈঃ সদাপূজা বিহিতাবিহিতৈরপি। কর্ত্তব্যা সর্ব্বদেবানাং ভক্তিযোগোহত্রকারণম্ ॥ তথা তন্ত্রান্তরে, দেবপূজা সদা কার্য্যা জলজৈঃ স্থলজৈরপি। বিহিতৈর্বা নিষিদ্ধৈর্বা ভক্তিযুক্তেন চেতসা ॥ তন্ত্রসারে কথিত হইয়াছে, বিহিত পুষ্পের অভাব হইলে যদি ভক্তি হয়, নিষিদ্ধ পুষ্পে পূজা করা যাইতে পারে। ফলতঃ বিহিত পুষ্পের অভাবেই নিষিদ্ধপুষ্পে পূজা করা তন্ত্রের অভিপ্রেত। মুন্ডমালা তন্ত্রে আছে ধুতুরা, অশোক, বকুল, শ্বেত ও কৃষ্ণ অপরাজিতা, সকল দেবতার পূজাতেই প্রশস্ত। তন্ত্রে আছে দূর্ব্বাদ্বারা চন্ডী এবং অক্ষতদ্বারা বিষ্ণুর পূজা হয় না। ইহার অর্থ, উপচারের অভাবে শুধু দূর্ব্বা বা অক্ষতদ্বারা যথাক্রমে চন্ডী এবং বিষ্ণুর পূজা করিবে না - কিন্তু অর্ঘ্য বা নৈবেদ্যে দূর্ব্বা এবং অক্ষত দিলে দোষ হয় না। শ্রীক্রমে আছে দূর্বা ব্যতীত কোন পূজাই করা উচিত নয়। (সর্ব্বপুষ্পময়ী দূর্বা... ।) তারাভক্তিসুধার্ণব, জ্ঞানমালা, তন্ত্রসার প্রভৃতিতে আছে,................

বকুলৈনার্চয়েদ্দেবীম্ অপক্কং ন নিবেদয়েৎ। ফলং জ্ঞাত্বা বিশুষ্কঞ্চ বালপক্কমপি ত্যজেৎ। নাক্ষতৈরর্চয়েদ্-বিষ্ণুং ন তুলস্যা বিনায়কম্। ন দূর্বয়ার্চয়েৎ চণ্ডীং বিল্বপত্রৈর্দিবাকরম্। উন্মত্ত-মর্কপুষ্পঞ্চ বিষ্ণৌবর্জ্জ্যং সদাবুধৈঃ। শিবে কুন্দ মদন্তী চ যুথী বন্ধুক কেতকে। রক্তং জবাং ত্রিসন্ধে দ্বে মালতীং কেতকীন্ত থা। ঘুসৃণং কুমুদং রক্ত-হয়ারিঞ্চ বিবর্জয়েৎ। দেবীনামর্কমন্দারাবাদিত্যে তগরং তথা। গণেশায় চ সূর্য্যায় রক্ত-পুষ্পমতি প্রিয়ম্। কলিকাভিস্তুতা নার্চ্চ্যং বিনা চম্পক-পদ্মকৈঃ। বিনা বৈ দূর্বায় দেবি পূজা নাস্তীহ কর্হিচিৎ। ইহার তাৎপর্য্য উপরে উক্ত হইয়াছে। ফুলের অভাবে, পত্র, তৃণ, লতা, জর অক্ষত প্রভৃতি অথবা মানস উপচারে পূজা করিবে। যথা মালিনীতন্ত্রে- পূজয়েৎ পরমেশানি পুষ্পাভাবাৎ তু পত্রকৈঃ। পত্রাণামপ্যলাভে তু দ্রুমগুল্মোদ্ভবাদিভিঃ। ইত্যাদি। বিল্বপত্র এবং দূর্বা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য যথাক্রমে ৬৯ পৃঃ এবং ৭০ পৃঃ।

বামকেশ্বরতন্ত্র ও তন্ত্রকৌমুদীতে কথিত হইয়াছে, ললাটে চন্দন ও মস্তকে পুষ্প দিবে। বারাহীতন্ত্রে কথিত হইয়াছে, পদ্ম মস্তকের উপরি দিবে এবং অন্যান্য পুষ্প দেবতার শরীরে দিবে। শাক্তানন্দতরঙ্গিণীতে কথিত হইয়াছে, অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী যোগে দেবতার দক্ষিণে পুষ্প নিক্ষেপ করিবে। যামলে কথিত হইয়াছে, গন্ধ, পুষ্প ও অলঙ্কার সম্মুখে স্থাপন পূর্বক নিবেদন করিবে। ইহার মীমাংসা এই যে, পুষ্প সম্মুখে সংস্থাপন করিয়া আসন নিবেদনের ন্যায় জলবিন্দু প্রক্ষেপ পূর্ব্বক নিবেদন করিয়া বামহস্তযুক্ত দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীযোগে পদ্ম মস্তকোপরি এবং অন্যান্য পুষ্প দেবতার অঙ্গে অর্পণ করিবে। পরে সেই দেবতাঙ্গে অর্পিত পুষ্প দেবতার দক্ষিণে নিক্ষেপ করিবে। পুষ্প, ফল, পত্র, অধোমুখ করিয়া অর্পণ করিবে না, বৃক্ষে যেরূপ উৎপন্ন হইয়াছে, সেইরূপ ভাবেই দিতে হইবে। পরন্তু বিল্বপত্রস্থলে বিপরীত অর্থাৎ বিল্বপত্র অধোমুখ (উপুড়) করিয়া দিবে। পরন্ত পুষ্পাঞ্জলি দিবার সময় কিম্বা অর্ঘ্য দিবার সময় অথবা একত্র বহুপুষ্প দিবার সময় পুষ্পাদির অধোমুখ বা উদ্ধমুখ বিচার থাকিবে না। পুষ্পাঞ্জলি দিবার সময় সেই পুষ্প পর্য্যুষিত হইলেও দোষ হয় না।

ধূপ। ধূপপাত্র সম্মুখে সংস্থাপন পূর্বক তদুপরি ধূপ রাখিয়া বাম হস্তে র তর্জনী দ্বারা ধূপের আধার স্পর্শ পূর্ব্বক 'ফট্' এই মন্ত্রে প্রোক্ষিত করিয়া 'এতস্মৈ ধূপায় নমঃ' এই মন্ত্রে আসন অর্চ্চানার ন্যায় তিনবার ধূপের অর্চ্চনা করিয়া আসনের ন্যায় অধিপতি ও দেবতার অর্চ্চনা পূর্বক 'ওঁ বনস্পতিরস্যো দিব্য গন্ধ্যাঢ্যঃ সুমনোহরঃ। আঘ্রেয়ঃ সর্বদেবানাং ধূপোহয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্। (বনস্পতিরসদ্বারা নির্মিত মনোহর দ্রব্য সুগন্ধি ধূপ, সকলদেবতার আঘ্রেয় - এই ধূপ কৃপা করিয়া গ্রহণ কর।) এই মন্ত্র পাঠপূর্বক (বীজ) এষ ধূপঃ শ্রীদক্ষিণকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ............

নমঃ। এই মন্ত্রে অর্ঘ্যজলপ্রক্ষেপ দ্বারা নিবেদন করিবে। পরে 'ফট্' মন্ত্রে ঘন্টা প্রোক্ষণ পূর্ব্বক 'ও' জয়ধ্বনি মন্ত্রমাতঃ স্বাহা' এই মন্ত্রে গন্ধপুষ্পদ্বারা তর্জনী ও মধ্যমাযোগে ঘন্টার পূজা করিয়া বামহস্তে ঘন্টা ধ্বনি করিতে করিতে দক্ষিণ হস্তের অনামা ও মধ্যমা মধ্যমপর্বে অঙ্গুষ্ঠপ্রয়োগে ধূপ উত্তোলন করিয়া বীজ মন্ত্র ও গায়ত্রী পাঠ করিতে করিতে উর্দ্ধে দেবতার নাসিকা পর্য্যন্ত তিনবার ভ্রামিত করিবে। পরে আপনার দক্ষিণদিকে ঐ ধূপ স্থাপন করিবে।

দীপ। বামহস্তের মধ্যমাদ্বারা দীপপাত্র স্পর্শ করিয়া ধূপের ন্যায় অর্চ্চনাপূর্বক ওঁ সুপ্রকাশো মহাদীপঃ সর্ব্বতস্তিমিরাপহঃ। সবাহ্যাভ্যন্তরজ্যোতির্দীপোহয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্॥ (বাহিরের এবং অন্তরের জ্যোতিস্বরূপ উত্তমপ্রকাশক এবং মহাদীপ্তিশালী, সর্ব্বতোভাবে চারিদিকে অন্ধকার বিনাশ করে, এই দীপ গ্রহণ কর।) এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক (বীজ) এষ দীপঃ শ্রীদক্ষিণকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ।' এই মন্ত্রে ধূপ নিবেদনের ন্যায় নিবেদন করিয়া বামহস্তে ঘন্টা ধ্বনি করিতে করিতে বীজমন্ত্র ও গায়ত্রি পাঠ সহকারে দক্ষিণ হস্তে ধূপবৎ দীপ লইয়া উর্দ্ধে দেবতার নেত্র পর্য্যন্ত তিনবার ভ্রামিত করিয়া বামে বা দক্ষিণে স্থাপন করিবে। এই দীপ নির্বান করিবে না বা কার্য্যান্তরের নিমিত্ত স্থানান্তরে লইয়া যাইবে না। অনন্তর তিনবার বা একবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া নৈবেদ্য নিবেদন করিবে।

নৈবেদ্য। নৈবেদ্য আনয়ন পূর্বক সম্মুখে অধোমুখ ত্রিকোণমন্ডলোপরি পুষ্প প্রভৃতি আধারে সংস্থাপন করিয়া 'ফট্' এই মন্ত্রে প্রোক্ষিত করিবে। পরে 'হুঁ' এই মন্ত্রে অবগুণ্ঠন মুদ্রা প্রদর্শন পূর্ব্বক চক্রমুদ্রায় অভিরক্ষিত করিয়া 'যং' এই মন্ত্রে দোষসমূহ শোষণ, 'রং' এই মন্ত্রে দহন, 'বং' এই মন্ত্রে ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন দ্বারা অমৃতীকরণ করিবে অর্থাৎ নৈবেদ্য অমৃতময় হইয়াছে ভাবনা করিবে। পরে মৎস্যমুদ্রায় আচ্ছাদন পূর্বক দশবার মূলমন্ত্র জপ করিবে। পরে বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠদ্বারা অথবা অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠদ্বারা নৈবেদ্য পাত্র স্পর্শ করিয়া, '(বীজ) ইদং সোপকরণনৈবেদ্যং শ্রীদক্ষিণকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নেবেদয়ামি।' এই মন্ত্রে দক্ষিণ হস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা অর্ঘ্যজলবিন্দু প্রক্ষেপ সহকারে নিবেদন করিবে। পরে দক্ষিণহস্তে অর্ঘ্যজল লইয়া '(বীজ) শ্রীদক্ষিণকালিকে দেবি এতজ্জলম্, অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা' এই মন্ত্রে নিক্ষেপ করিবে। পরে বামহস্তে গ্রাসমুদ্রা প্রদর্শন সহকারে, 'প্রাণায় স্বাহা, আপনায় স্বাহা, সমানায় স্বাহা, উদানায় স্বাহা, ব্যানায় স্বাহা' এই পঞ্চ মন্ত্রে দক্ষিণ হস্তে প্রাণাদি পঞ্চমুদ্রা প্রদর্শন পূর্ব্বক ক্ষণকাল ধ্যান করিবে যে,..................

ভগবতী সমুদায় নৈবেদ্য ভোজন করিতেছেন। এই ভাবনাকালে মূলমন্ত্র কিছু জপ করিবে। পরে অর্ঘ্যজল লইয়া '(বীজ) শ্রীদক্ষিণকালিকে দেবি এতজ্জলম, অমৃতাপিধানমসি স্বাহা' এই মন্ত্রে দেবীর সম্মুখে নিক্ষেপ করিবে। প্রার্থনা নৈবেদ্যং স্বাদুসংযুক্তং নানাভক্ষ্যসমন্বিতম্। নিবেদয়ামি ভক্তেদং যুষাণ পরমেশ্বরি। - পরমেশ্বরি! নানাভক্ষ্য সমন্বিত উত্তম সুস্বাদুনৈবেদ্য আমি ভক্তি সহকারে নিবেদন করিতেছি-গ্রহণ কর।

নৈবেদ্য। সুবর্ণপাত্র, রজতপাত্র, তাম্রপাত্র, কাংস্যপাত্র অথবাস্বহস্ত গঠিত মৃন্ময়পাত্র, প্রস্তরপাত্র, পদ্মপত্র, অথবা যজ্ঞকাষ্ঠময়পাত্র নৈবেদ্যদানে প্রশস্ত। বালকের, স্ত্রীলোকের, অথবা আপনার প্রিয় যে বস্তু অর্থাৎ সন্দেশ, চিনি ও কলা প্রভৃতি নানাবিধ সুস্বাদু ফল মূল প্রভৃতি দ্বারা নৈবেদ্য প্রস্তুত করিতে হইবে। যে বস্তু নিজের বালকের বা স্ত্রীলোকের প্রিয় নহে এরূপ দ্রব্যের নৈবেদ্য দেওয়া বিধেয় নহে। নৈবেদ্য দুই প্রকার আমান্ন ও পকান্ন। আমান্ন দেবতার দক্ষিণে ও পকান্ন দেবতার বামে স্থাপন করিতে হইবে। অথবা উভয়বিধ নৈবেদ্যই দেবতার সম্মুখে স্থাপন করা যাইতে পারে। পুরশ্চরণচন্দ্রিকাতে কথিত আছে, ইহার বিপরীতক্রমে নৈবেদ্য স্থাপন করিলে তাহা দেবতার ভোগ্য হয় না। নৈবেদ্য অর্চ্চনার সময় বামহস্তের নৈবেদ্যমুদ্রায়, অর্থাৎ কনিষ্ঠাযুক্ত অঙ্গুষ্ঠযোগে নৈবেদ্যপাত্র স্পর্শ করিবার বিধি আছে। কোন কোন তন্ত্রে দেখা যায়, কেবল বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠদ্বারা নৈবেদ্যপাত্র স্পর্শ করিয়া নৈবেদ্য অর্চ্চনা করিবে। মন্ত্রমহোদধিতে কথিত আছে, অঙ্গুষ্ঠ ও অনামাযোগে নৈবেদ্যমুদ্রা হয়। গন্ধর্ব্বতন্ত্রে কথিত আছে, নৈবেদ্য স্থাপন করিয়া যদি আচ্ছাদন করা না হয় তাহা হইলে তাহা রাক্ষসের ভোগ্য হয়। এই নিমিত্ত সাধকগণ নৈবেদ্যের উপরি পুষ্প বা বিল্বপত্র নিক্ষেপ করিয়া রাখেন। শাক্তানন্দতরঙ্গিণী ও যামলে কথিত আছে নৈবেদ্যের উপরি অস্টবার-মূলমন্ত্র জপ করিবে। মহানির্বাণতন্ত্রে আছে, সাতবার মূলমন্ত্র জপ করিবে। কালীকুলামৃততন্ত্রে কথিত আছে ১০বার জপ করিবে। ইহার মীমাংসা এই যে, কুলপূজায় সাতবার জপ, কালীপূজায় দশবার এবং অন্যান্য দেবীর পূজায় আটবার জপ করিবে। শাক্তানন্দতরঙ্গিনীতে কথিত হইয়াছে যে, নৈবেদ্য নিবেদনের পর সেই নৈবেদ্য দুই হস্তে উত্তোলন করিয়া ইষ্টদেবতার মুখের নিকট ধরিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে যথা, '(বীজ) জগন্মাতর্জগৎকর্ত্রি শ্রীমদ্দক্ষিণকালিকে। নিবেদয়ামি যৎকিঞ্চিৎ জুষাণেদং হবির্নমঃ॥' পরে ঐ নৈবেদ্য আমান্ন হইলে দেবতার দক্ষিণে ও সিদ্ধান্ন হইলে বামে স্থাপন করিবে।..............

এষ গন্ধঃ ... নমঃ। ইদং সচন্দনপুষ্পং...বৌষট্। ইদং সচন্দনবিল্বপত্রং... বৌষট্। এষ ধূপঃ... নমঃ। এষ দীপঃ... নমঃ। ইদং নৈবেদ্যং নিবেদয়ামি। ইদং পানার্থোদকং ...নমঃ। ইদং পুনরাচমনীয়ং...স্বধা। ইদং তাম্বুলং...নিবেদয়ামি। উপচারদানে সর্বত্র অগ্রে মূলং পশ্চাৎ উপচার-নাম পশ্চাৎ চতুর্থ্যন্তদেবতা-নাম তৎপশ্চাৎ ত্যাগাত্মকবাক্যং প্রযোক্তব্যম্। অথ তত্ত্বমুদ্রয়া (বীজ) এষ সচন্দনপুষ্পাঞ্জলিঃ শ্রীদক্ষিণকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ বৌষট্, ইতি মন্ত্রেণ পুষ্পাঞ্জলিপঞ্চকং পুষ্পাঞ্জলিমেকং বা দদ্যাৎ। অথ যোনিমুদ্রাং প্রদর্শ্য কৃতাঞ্জলি-পুটো ভূত্বা ইষ্টদেবতাং প্রার্থয়েৎ। যথা-শ্রীদক্ষিণকারিকে দেবি আজ্ঞাপয় ভবত্যাঃ পরিবারান্ পূজয়ামি। অথ মনসা দেব্যনুজ্ঞাং লব্ধাং বিভাব্য পূজয়েৎ যথা - ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে, শ্রদিক্ষিণকালিকা-ষড়ঙ্গদেবতা-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ (৭৯)। এবং দিব্যৌঘ-সিদ্ধৌঘ-মানবৌঘ-গুরুপঙ্ক্তি............

এই সময়ে দেবীর বামদিকে অন্নব্যঞ্জনাদিও নিবেদন হইতে পারে। তাহার প্রক্রিয়া সমুদায়ই নৈবেদ্য নিবেদনের ন্যায়। পরন্তু কেবল মন্ত্রে বিশেষ এই যে, 'ইদং সোপকরণনৈবেদ্যং' না বলিয়া 'ইদং সোপকরণান্নং' বলিতে হইবে। ফলতঃ দেবীর দ্বিতীয়পূজার পর অন্ন নিবেদন করাই বিধেয়। পূজা সমাপ্তির পর ভোজনের পূর্ব্বেও অন্ন নিবেদন প্রচলিত আছে। পূর্ণাভিষিক্তের পক্ষে বিশেষ বিধি রহস্য পূজাপদ্ধতি দ্রঃ।

পানার্থোদক। '(বীজ) ইদং পরনার্থেদকং শ্রীদক্ষিণকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। প্রার্থনা-পানার্থং সলিলং দেবি কর্পূরাদি সুবাসিতম্। সর্বতৃপ্তিকরং স্বচ্ছম্ অর্পয়ামি নমোহস্তুতে। দেবি! কর্পূরাদি সুবাসিত এই নির্ম্মল জল পানার্থ অর্পণ করিয়া নমস্কার করিতেছি। এই মন্ত্রে সুবর্ণপাত্রে, রৌপ্যপাত্রে বা তাম্রপাত্রে পানীয় জল নিবেদন করিবে। পরে পূর্ব্বের ন্যায় পুনরাচমনীয় প্রদান করিতে হইবে।

তাম্বুল। অনন্তর সম্মুখে কোন আধারে তাম্বুল সংস্থাপন করিয়া বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠদ্বারা স্পর্শপূর্বক পূর্বের ন্যায় অর্চ্চনা করিয়া '(বীজ) এতৎ তাম্বুলং শ্রীদক্ষিণকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নিবেদয়ামি' এই মন্ত্রে দক্ষিণহস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠযোগে................

শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এবং গুরু-পরমগুরু-পরাপরগুরু-পরমেষ্ঠি-গুরুশ্রীপা। ভৈরবঋষিশ্রীপা। কালীদেব্যম্বা-প্রভৃতি পঞ্চদশযোগিনী-শ্রীপা। ব্রাহ্মীদেব্যম্বা-প্রভৃতি অষ্টশক্তি-শ্রীপা। অসিতাঙ্গাদ্যষ্টভৈরবশ্রীপা। সাঙ্গ-সাবরণ-সায়ুধ-সপরিবার-সশক্তিক-সবাহন-দশ-দিকপাল-শ্রীপা। শবরূপশিব-শ্রীপা। খড়্গমুণ্ডবরাভয়-শ্রীপা। (সর্ব্বত্র শ্রীপা স্থালে শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ)। অথবা ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে শ্রীদক্ষিণকালিকা-বরণ-দেবতা-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ততত্তত্মুদ্রয়া তর্পয়েৎ যথা, শ্রীদক্ষিণকালিকা-দেব্যা আবরণদেবতা-শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ। প্রত্যেকস্য পৃথক্ পৃথক্ তর্পণে স্ত্রীদেবতাস্থলে স্বাহা পদং পুংদেবতাস্থলে নমঃ পদং প্রযোক্তব্য।

৮০............

তাম্বুল নিবেদন করিবে। প্রার্থনা-পূগকর্পূরখদিরলবঙ্গৈলাদি সংযুতম্। তাম্বুলং মুখরাগায় কল্পয়ামি নমোহস্তু তে। সুপারী খয়ের কর্পূর লবঙ্গ, এলাচ প্রভৃতি যুক্ত পান তোমার মুখশুদ্ধির জন্য অর্পণ করিয়া প্রণাম করি।

তাম্বুল। অগস্ত্যসংহিতায় কথিত হইয়াছে, তাম্বুলে চূর্ণবিন্দু লাগাইয়া তাহাতে সুপারি ও কর্পূর দিয়া দেবতাকে নিবেদন করিবে। শিবার্চ্চনচন্দ্রিকাতে ও মৎস্যসূক্তে কথিত আছে, তাম্বুলে শঙ্খ, শম্বুক বা জঙ্গহা (জোঙড়া) প্রভৃতি চূর্ণ দিয়া পাপড়, খদির, এলাচ, দারুচিনি, জায়ফল, কর্পূর, ধনিয়া, মৃগনাভি ও অন্যান্য সদগন্ধ দ্রব্য দিয়া দেবতাকে নিবেদন করিবে। পাথরের চূর্ণ দেওয়াও নিষিদ্ধ নহে। মৎস্য সূক্তে কথিত আছে, কপর্দ্যক, বৃক্ষ, বৃক্ষপত্র বা পলাশজাত চূর্ণ নিষিদ্ধ। যে তাম্বুললতা অশোক, শাল্মলী, পনস ও বহেড়া গাছে উঠিয়াছে, তাহাও নিষিদ্ধ।

যদি পূজোপকরণের অভাব হয় তাহা হইলে সেই উপচার স্মরণপূর্বক সেই স্থলে অক্ষত, শ্বেতসর্ষপ, দূর্বা অথবা জল দিবে। বস্ত্রের অভাবে দেবীকে রক্তপদ্ম বা জল দেওয়া যাইতে পারে। সর্বাভাবে মনে মনে উপচার দিবে। উপচারের অভাবে জল দিতে হইলে এই মন্ত্রে জলদিতে হইবে যথা, - ইদং ধূপার্থমুদকং। তাম্বুলার্থমুদকং ইত্যাদি। ঐরূপ অক্ষত দিতে হইলে:- ইদং ধূপার্থমক্ষতং ইত্যাদি।

তর্পণ। পরে (বীজ) শ্রীদক্ষিণকালিকাং তর্পয়ামি স্বাহা' এই মন্ত্রে অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠযোগে ভগবতীর মুখে তর্পন করিবে। তর্পণ বিষয়ে বিশেষ এই যে................

যাঁহারা অনভিষিক্ত তাঁহারা বামহস্তযুক্ত দক্ষিণহস্তের তত্ত্বমুদ্রায় অমৃতবোধে জলদ্বারা তর্পণ করিবেন। যাঁহারা অভিষিক্ত তাঁহারা দক্ষিণহস্তের তত্ত্বমুদ্রায় অক্ষত ও বামহস্তের তত্ত্বমুদ্রায় অমৃতময় জল লইয়া উভয় তত্ত্বমুদ্রায় সংযোগ সহকারে তর্পণমন্ত্র পাঠপূর্বক আপনার হৃদয়ে অধোমুখ ত্রিকোণ যন্ত্র লিখিয়া দেবতার মুখে তপণ করিবেন। সকল দেবতার পূজাশেষে এইভাবে তর্পণ করিতে হয়। পুং দেবতার তর্পণ বিধি ৬৪ পৃঃ দেখুন। স্ত্রীদেবতার তর্পণে শেষে 'স্বাহা' এবং পুং দেবতার তর্পণে শেষে 'নমঃ' পদ প্রয়োগ করিতে হয়। অনন্তর মাল্য ও অনুলেপন অর্পণপূর্বক '(বীজ) এষ সচন্দন-পুষ্পাঞ্জলিঃ শ্রদিক্ষিণকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ বৌষট্' মন্ত্রে দেবতার মস্তকে, হৃদয়ে, মূলাধারে, পাদপদ্মে ও সর্ব্বাঙ্গে এক এক করিয়া পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবেন।

(৭৯) তন্ত্রসারে কথিত হইয়াছে যে, সর্বত্রাবরণপূজায়াং শ্রীপাদুকাপদপ্রয়োগঃ। তথা চ জ্ঞানার্ণবে, - শ্রীপদং পূর্বমুচ্চার্য্য পাদুকাপদমুদ্ধরেৎ। পূজয়ামি নমঃ পশ্চাৎ পূজয়েদঙ্গদেবতাঃ. শ্যামারহস্য-ধৃত কালীকল্পে কথিত হইয়াছে যে শ্রীপদং পূর্বমুদ্ধৃত্য পাদুকাপদমুদ্ধরেৎ। পূজয়ামি নমঃ পশ্চাৎ পূজয়েদঙ্গদেবতাঃ। ইতি।

(৮০) আবরণপূজা আবরণদেবতার পূজার সময় যে স্থানে যে আবরণ দেবতার অধিষ্ঠান, সেই স্থানে তাঁহার পূজা না করিলে পূজাই বিফল হয়। ষড়ঙ্গশক্তির পূজাবিষয়ে আমরা শিবার্চ্চন-চন্দ্রিকা, শাক্তানন্দতরঙ্গিণী, শ্যামারহস্য, কুলার্ণব ও তন্ত্রান্তরের মতানুসারে যথাযথ পূজাস্থান নির্দ্দেশ করিলাম। ক্রমদীপিকা ও গৌতমীয়তন্ত্রে যে কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা আছে তাহা বৈষ্ণবের পক্ষে গ্রাহ্য, শাক্তের পক্ষে নহে। ষড়ঙ্গপূজা যথা, - (দেবতার অগ্নিকোণে) ক্রাং হৃদয়ায় নমঃ হৃদয়াঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (ঈশানকোণে) ক্রীং শিরসে স্বাহা শিরোহঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (নৈর্ঋতকোণে) ক্রূং শিখায়ৈ বষট্ শিখাঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (বায়ুকোণে) ক্রৈং কবচায় হুঁ কবচাঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (অগ্রে) ক্রৌং নেত্রত্রায় বৌষট্ নেত্রত্রয়াঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (চতুর্দিকে) ক্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্ অস্ত্রাঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।

আগম অনুসারে আবরণপূজায় দিঙ্ নিরুপণ করা কঠিন, অতএব গৌতমীয়তন্ত্র, একবীরাকল্প, শাক্তানন্দতরঙ্গিণী প্রভৃতির মতানুসারে ভগবতীর হৃদয়ে হৃদয়াঙ্গপূজা, মস্তকে শিরোহঙ্গপূজা, শিখাতে শিখাঙ্গপূজা, সর্ব্বদেহে কবচাঙ্গপূজা ও সর্বদিকে অস্ত্রপূজা করাই উত্তমকল্প। আবরণপূজায় আগম অনুসারে দিঙ্নিরুপণ করিবার রীতি এই যে দেবতাকে যে মুখেই স্থাপন করা হউক,...............

দেবতার সম্মুখ দিক্ই পূর্বদিক্। সুতরাং সাধক যে মুখেই পূজা করুন, দেবতার সম্মুখ পূর্বদিক, দেবতার পশ্চাৎ পশ্চিম, দেবতার দক্ষিণ দক্ষিণ এবং দেবতার বাম উত্তরদিক্ কল্পনা করিতে হইবে। এতদনুসারে বিদিক্ কল্পনা করিয়া পূজা করিবে।

অনন্তর পূজাযন্ত্রের বায়ুকোণ হইতে ঈশানকোণ পর্য্যন্ত গুরুপংক্তির পূজা করিবে যথা-(পাদুকা বা ঐ বীজ) মহাদেবী-দেব্যম্বাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (এইরূপ) মহাদেবানন্দ-নাথশ্রীপা। (মহাকালানন্দনাথ শ্রীপা)। ত্রিপুরানন্দ-নাথশ্রীপা। (এইরূপ) ভৈরবানন্দ-নাথ। ইঁহারা দিব্যৌঘগুরু)। (সিদ্ধৌঘগুরু যথা) ব্রহ্মানন্দনাথ। পূর্ণদেবানন্দনাথ। চলচ্চিত্যনন্দনাথ। চলাচলানন্দনাথ। কুমারানন্দনাথ। ক্রোধানন্দনাথ। বরদানন্দনাথ। স্মরদীপানন্দনাথ। মায়া-দেব্যম্বা*। মায়াবতী দেব্যম্বা। (মানবৌঘ-গুরুপংক্তি) যথা,-বিমলানন্দনাথ। কুশলানন্দনাথ। ভীমসেনানন্দনাথ। সুধাকরানন্দনাথ। মীনানন্দনাথ। গোরক্ষানন্দনাথ। ভোজদেবানন্দনাথ। প্রজাপত্যানন্দনাথ। মূলদেবানন্দনাথ। রন্তিদেবানন্দনাথ। বিঘ্নেশ্বরানন্দনাথ। হুতাশানানন্দনাথ। সময়ানন্দনাথ। (নকুলানন্দনাথ)। সন্তোষানন্দনাথ। (পরে আপনার) গুরু। পরমগুরু। পরাপরগুরু। পরমেষ্ঠিগুরু। সর্বত্র প্রথমে পাদুকা বা ঐ বীজ এবং অন্তে শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ বলিয়া গন্ধপুষ্পদ্বারা অভাবে অক্ষত বা জলদ্বারা পূজা করিবে। পরে 'ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে, ভৈরবঋষিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ'।

পরে যোগিনীগণের ধ্যান করিবে যথা,- সর্ব্বাঃ শ্যামা অসিকরা মুন্ডমালাবিভূষণাঃ। তর্জনীং বামহস্তেন ধারয়ন্ত্যঃ শুচিস্মিতাঃ। দিগম্বরা হসন্মুখ্যঃ স্ব-স্ব-ভর্তৃসমন্বিতাঃ॥ (বাহ্যত্রিকোণের অধঃকোণে) হ্রীঁ শ্রীকালীদেব্যম্বা শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (এইরূপে দেবীর বামকোণে) কপালিনী দেব্যম্বা। (দেবীর দক্ষকোণে) কুল্লাদেব্যম্বা। তদন্তর্গত ত্রিকোণেও ঐরূপ ক্রম অনুসারে। কুরুকুল্লা। বিরোধিনী। বিপ্রচিত্তা। (তদন্তর্গত ত্রিকোণেও ঐরূপ ক্রমে) উগ্রা। উগ্রপ্রভা। দীপ্তা। (তদন্তর্গত ত্রিকোণেও ঐরূপ ক্রমে) নীলা। ঘনা। বলাকা। (তদন্তর্গত ত্রিকোণেও ঐরূপ ক্রমে) মাত্রা। মুদ্রা। মিতা। (সর্বত্র আদিতে হ্রীঁ পরে দেব্যম্বা-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।)

অষ্টদলপদ্মের পূর্বদল হইতে আরম্ভ করিয়া ঈশানকোণের দল পর্য্যন্ত অষ্টদলে অষ্টশক্তির পূজা করিবে ওঁ আং ব্রাহ্মী দেব্যম্বাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (এইরূপ) ওঁ ঈং নারায়ণী। ওঁ ঊং মাহেশ্বরী। ওঁ ঋৃং চামুন্ডা। ওঁ ৯ৄং কৌমারী। ওঁ ঐং অপরাজিতা। ওঁ ঔং বারাহী। ওঁ অঃ নারসিংহী। অষ্টশক্তির ধ্যান যথা, -শ্যামারহস্যে,-ব্রহ্মাণীং হংসসংরূঢ়াং স্বর্ণবর্ণাং চতুর্ভূজাং......................

চতুর্ব্বক্ত্রাতং ত্রিনেত্রাঞ্চ ব্রহ্মকুর্চ্চঞ্চ পঙ্কজং॥ দন্ডপদ্মাক্ষসূত্রঞ্চ দধতীং চারুহাসিনীম্। জটাজুটধরাং দেবীং ভাবয়েৎ সাধকোত্তমঃ ॥ ১ ॥ নারায়ণীং মহাদীপ্তাং শ্যামাং গরুড়বাহিনীম্। নানালঙ্কারসংযুক্তাং চারুকেশাং চতুর্ভূজাম্। ঘন্টাং শঙ্খং কপালঞ্চ চক্রং সন্দধতিং পরাম্। মধুমত্তাং মদোল্লোলদৃষ্টিং সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীম্॥২॥ মাহেশ্বরীং বৃষারূঢ়াং শুভ্রাং ত্রিনয়নান্বিতাম্। কপালং ডমরুঞ্চৈব বরদাভয়শূলকম্। টঙ্কঞ্চ দধতীং দেবীং নানাভরণভূষিতাম্ ॥৩॥ চামুন্ডামট্টহাসাং প্রকটিতদশনাং ভীমবক্ত্রাং ত্রিনেত্রাং, নীলাম্ভোজপ্রভাভাং প্রমুদিতবপুষাং নরমুন্ডালিমালাম। খড়্গং শূলং কপালং নরশিরঘটিতং খেটকং ধারয়ন্তীং প্রেতারুঢ়াং প্রমত্তাং মধুমদমুদিতাং ভাবয়েচ্চন্ডরূপাম্ ॥৪॥ কৌমারীং কুঙ্কুমপ্রভাং ত্রিনেত্রাং শিখিসংস্থিতাম্। চতুর্ভূজাং শক্তি-পাশমঙ্কুশাভয়ধারিণীম্। নানালঙ্কারসংযুক্তাং প্রমত্তাং পরিচিন্তয়েৎ ॥৫॥ অপরাজিতাঞ্চ পীতাভামক্ষসূত্রবরপ্রদাম্। কপালং মাতুলুঙ্গঞ্চ দধতীং পরিচিন্তয়েৎ ॥৬॥ বারাহীং ধূম্রবর্ণাঞ্চ বরাহবদনাং শুভাম্ ফলকং খড়্গমুষলং হলং বেদভূজৈর্যুতাম্ ॥৭॥ নারসিংহী নৃসিংহস্য বিভ্রতী সদৃশং বপুঃ। চতুর্ভূজাং বিশালাক্ষীং মহারৌদ্রীং বরপ্রদাম্ ॥৮॥ (দশবিধ সংস্কারের ১৪ পৃষ্ঠায় বিশ্বসারতন্ত্র হইতে গনেশের আবরণ মধ্যে যে অষ্টশক্তির পূজা লেখা হইয়াছে, সেই অষ্টশক্তির সহিত এই অষ্টশক্তির নাম ও ধ্যানের কিছু বিভিন্নতা আছে)।

ঐরূপ ঐ অষ্টদলপদ্মের পূর্ব্বাদি দলাগ্রে অষ্টভৈরবের পূজা করিবে যথা, - অষ্টভৈরবগণের একত্রে ধ্যান-শূলং কপালং প্রেতঞ্চ বিভ্রাণাঃ ক্ষুদ্রদুন্দুভিম্। গজত্বগম্বরা ভীমাঃ কুটিলালকশোভিতাঃ। ঐঁ হ্রীঁ অং অসিতাঙ্গভৈরবশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (এইরূপ) ঐঁ হ্রীঁ ইং রুরুভৈরব্ ঐঁ হ্রীঁ উং চন্ডভৈরব। ঐঁ হ্রীঁ ঋঁ ক্রোধভৈরব। ঐঁ হ্রীঁ ঌং উম্মত্তভৈরব। ঐঁ হ্রীঁ এঁ কপালিভৈরব। ঐঁ হ্রীঁ ওঁ ভীষণভৈরব। ঐঁ হ্রীঁ অং সংহারভৈরব। সর্ব্বত্র শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ এই বলিয়া পূজা করিতে হইবে। পৃথক্ পৃথক্ ধ্যান যথা - ১। ধ্রায়েন্নীলাদ্রি সঙ্কাশং ত্রিনেত্রং চন্দ্রশেখরম্। জটাজুটধরং বাহু-চতুষ্টয়ে সুশোভিতম্। কপাল পঙ্কজধরং বরাভয়-প্রদায়িনম্। ব্রাহ্মীশক্তি সমাশ্লিষ্টং শতচন্দ্র নিভাননম্। ২। জলদাভং বিশালাক্ষং শঙ্খচক্রলসৎকরম্। ত্রিশূলং পাণপাত্রঞ্চ ভালচন্দ্রস্মিতাননম্। নানালঙ্কার সংযুক্তং কৃত্তিবাসং সুরালয়ম্। মদিরাঘূর্ণ নয়নং রুরু ভৈরবমাশ্রয়ে। ৩। বাল-সূর্য্যপ্রতীকাশং জটামন্ডিত মস্তকম্। চতুর্ভূজং ত্রিনয়ণং ভালচন্দ্র বিভূষণম্। ত্রিশূলং খট্টাঙ্গধরং বরদানাভয়প্রদম্। রজঃসত্ত্বগুণাক্রান্তং চন্ডভৈরবমাশ্রয়ে। ৪। সহস্র তড়িদাভাসং নয়নত্রয়রাজিতম্। খড়্গ খেটকপট্টীশনাগপাশ করাম্বুজম্। ঘোরদংষ্ট্রং করালাস্যং হেমোকুন্ডলধারিণম্।.............

অথ মহাকালং ধ্যায়েৎ যথা, - মহাকালং যজেদ্দেব্যা দক্ষিণে ধূম্র বর্ণকম্। বিভ্রতং দন্ড-খট্টাঙ্গৌ দংষ্ট্রাভীমমুখং শিশুম্ ॥ ব্যঘ্রচর্ম্মাবৃতকটিং তুন্দিলং রক্তবাসসম্ ॥ ত্রিনেত্রমূর্দ্ধকেশঞ্চ মুন্ডমালা-বিভূষিতম্। জটাভারলসচ্চন্দ্র-খন্ডমুগ্রং জলম্বিভম ॥ ধ্যানান্তরং যথা মহাকালং যজেৎ পশ্চাৎ বিপরীতরতান্তরে। মুক্তকেশং স্রস্তবেশং দিগম্বরহসম্মুখম্॥ (অর্থ পরে দ্রঃ) পঞ্চোপচারপূজা যথা, হূঁ স্ফ্রোঁ যাং রাং লাং বাং আং ক্রোং মহাকাল ভৈরব সর্ব্ববিঘ্নান্ নাশয় নাশয় হ্রীঁ শ্রীঁ ফট্ স্বাহা এর............

চামুন্ডাশক্তিসহিতং ভজেহহং ক্রোধভৈরবম্ । ৫। মহামরকতাভাসং চন্দ্রার্ধকৃতশেখরম্। চতুর্হস্তং ত্রিনয়নং ঘন্টাডমরুবাদিনম্। মদিরা পান উন্মত্তং স্মেরাস্যং মুন্ডমালিনম্। কৌমারীশক্তিসহিতং ভজেচ্চোন্মত্তভৈরবম্। ৬। সুভগনয়নমাস্যং চন্দ্রমৌলিং সুবেশম্। দনুজরুধিরপাত্রং বিভ্রতং শুলটঙ্কম্। সরসিরুহ দধানং নীলমাস্যং সুকান্তিম্। শশিমণিগণহারং চিন্তয়েহহং কপালিনম্ । ৭ । ধ্যায়েৎ ভীষণভৈরবং ত্রিনেত্রং রক্তাঙ্গরাগস্রজম্। বন্ধু কারুণবাসসং করদধৎ পাশাঙ্কুশং তোমরম্। খড়্গ চাঙ্কস্রজং সুধাপ্লুত তনুং হারাদিভূষোজ্জলম্। কঞ্চীদামবিরাজিত-কটীতটং বারাহিকা সংযুতম্ । ৮। সংহার ভৈরবং ধ্যায়েৎ প্রলয়ানলসন্নিভম্। জটাভারলসচ্চন্দ্রং খড়্গমুগ্রভয়ঙ্করম্। মুন্ডমালাবলীকীর্ণশ্রুতিকুন্ডল মন্ডিতম্। সংহারাস্ত্রং চক্রমসিং বিভ্রতং বরদায়িনম্। চতুর্ভূজং মদোম্মত্তমট্টহাসং দিগম্বরম্। নারসিংহীশক্তি-যুতং ক্রোধাবেশং কলেবরম্। কালান্ত-কারিণং রৌদ্রং সৃষ্টিস্থিতিলয়াত্মকম্। সর্বদেবস্তুতং সূর্য্যচন্দ্রবহ্নি ত্রিনেত্রকম্। নিরুত্তরতন্ত্রে কথিত হইয়াছে, ভূপুরের পূর্ব্বদ্বার হইতে দক্ষিণদ্বার পর্য্যন্ত দ্বারচতুষ্টয়ে অসিতাঙ্গাদি অষ্টভৈরবের পূজা করিবে অর্থাৎ প্রত্যেক দ্বারে দুই দুই ভৈরবের পূজা করিতে হইবে।

ইন্দ্রাদি দশদিক্পালের প্রত্যেকের পূজা যথা - (পূর্ব্বদিকে) ওঁ লাং ইন্দ্রপীতবর্ণ-ঐরাবতবাহন-বজ্রহস্ত-সশক্তিক-সপরিবার-সুরাধিপতি-শ্রীদক্ষিণকালিকা-পারিষদ-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ১ । (এইরূপ অগ্নিকোণে) ওঁ রাং অগ্নিরক্তবর্ণ-মেষবাহন-শক্তিহস্ত-সশক্তিক-সপরিবার-তেজাধিপতি-শ্রীদক্ষিণকালিকা-পারিষদশ্রীপা। ২। (দক্ষিণে) ওঁ যাং (মাং) যম-কৃষ্ণবর্ণ-মহিষবাহন-দন্ডহস্ত-সশক্তিক-সপরিবার-প্রেতাধিপতি-শ্রীদক্ষিণকালিকা-পারিষদশ্রীপা । ৩। (নৈর্ঋতে) ওঁ ক্ষাং নির্ঋতি-ধূম্রবর্ণ অশ্ববাহন খড়্গহস্ত-সশক্তিক-সপরিবার-রাক্ষসাধিপতি শ্রীদক্ষিণকালিকা-পারিষদশ্রীপা। ৪। (পশ্চিমে) ওঁ বাং বরুণ-শুক্লবর্ণ-মকর-..........

গন্ধঃ মহাকাল-ভৈরবায় শিবায় নমঃ এবং (ঐ বীজ) ইদং সচন্দনপুষ্পং। (বীজ) এষ ধূপঃ। (বীজ) এষ দীপঃ। (বীজ) ইদং সোপকরণনৈবেদ্যং। অথ দশোপচারেণ পঞ্চোপচারেণ অসামর্থ্যে গন্ধপুষ্পেণবা পুনর্দেবীং সংপূজ্য (বীজ) সাঙ্গায়াঃ সাবরণায়াঃ সায়ুধায়াঃ সপরিবারায়াঃ সবাহনায়াঃ মহাকালভৈরবসহিতায়াঃ শ্রীমদ্দক্ষিণকালিকা-দেবতায়াঃ শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি স্বাহা, ইতি তত্ত্বমুদ্রয়া দেবীং তর্পয়েৎ। সমর্থশ্চেদস্মিন্নেব সময়ে অন্ন-নিবেদনং কৃত্বা মস্তকে, হৃদয়ে, মূলাধারে, পাদপদ্মে সর্বাঙ্গেষু চ পঞ্চপুষ্পাঞ্জলীন্ দদ্যাৎ। অথ সমর্থশ্চেৎ বলিদানং নীরাজনঞ্চ কুর্য্যাৎ। (৮১).................

বাহন পাশহস্ত-সশক্তিক-সপরিবার-জলাধিপতি-শ্রীদক্ষিণকালিকা-পারিষদশ্রীপা। ৫। (বায়ুকোণে) ওঁ যাং বায়ুধূম্রবর্ণ-মৃগবাহন-অঙ্কুশহস্ত-সশক্তিক-সপরিবার-প্রাণাধিপতি-শ্রীদক্ষিণকালিকা-পারিষদশ্রীপা। ৬। (উত্তরে) ওঁ কুং কুবের শুক্লবর্ণ-নরবাহন-গদাহস্ত-সশক্তিক-সপরিবার-যক্ষাধিপতি-শ্রীদক্ষিণকালিকা-পারিষদশ্রীপা। ৭। (ঈশানে) ওঁ হাং ঈশান-শুক্লবর্ণবৃষভ-বাহন-শূলহস্ত-সশক্তিক-সপরিবার-গণাধিপতি-শ্রীদক্ষিণকালিকাপারিষদশ্রীপা। ৮। (অধঃ অর্থাৎ নৈর্ঋত-পশ্চিম মধ্যে।) ও হ্রী অনন্ত গৌরবর্ণ-গরুড়বাহন-চক্রহস্ত-সশক্তিক-সপরিবার-নাগাধিপতি-শ্রীদক্ষিণকালিকাপারিষদশ্রীপা। ৯। উর্দ্ধে অর্থাৎ পূর্ব্ব ও ঈশাণকোণ মধ্যে) ওঁ আং ব্রহ্মারুণ-বর্ণ হংসবাহন-পদ্মহস্ত-সশক্তিক সপরিবার-প্রজাধিপতি-শ্রীদক্ষিণকালিকাপারিষদ-শ্রীপাদুকাং পূজায়ামি নমঃ। ১০। (ইঁহাদের ধ্যান অস্মৎ সঙ্কলিত মহানির্বাণতন্ত্র ১৩ উল্লাসে দ্রঃ) পরে ভূপুরের বহির্দ্দেশে সেই সেই দিক্‌পালের নিকটে সেই সেই দেবতার অস্ত্র পূজা করিতে হইবে যথা - (পূর্ব্বের ন্যায় পূর্বদিক্ হইতে) ওঁ বজ্রশ্রীপাদুকাং পূজায়ামি নমঃ। (এইরূপ)শক্তি। দন্ড। খড়গ্ পাশ। অঙ্কুশ। গদা। শূল। চক্র। পদ্ম। সর্ব্বত্র শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।

ওঁ শবরূপশিবশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (এইরূপ) খড়গ। মুন্ড। বর। অভয়। সর্বত্র শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।

(৮১) অন্ননিবেদন। আবরণ দেবতা এবং ভৈরবের পূজার পর পুনরায় দেবকে দশ বা পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া পরে অন্নব্যঞ্জনাদি আনয়ন পূর্বক দেবতার বামে ত্রিকোণমন্ডলোপরি আধারে স্থাপন করিয়া নৈবেদ্যসংস্কারের............

রীতিক্রমে সংস্কার করিবে (১৩২ পৃঃ)। পরে (বীজ) ইদং সোপকরণমন্নং সাঙ্গায়ৈ সাবরণায়ৈ সাযুধায়ৈ সপরিবারায়ৈ সবাহনায়ৈ মহাকালভৈরবসহিতায়ৈ শ্রীদক্ষিণকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নিবেদয়ামি। অন্যান্য সমুদায় নৈবেদ্যের ন্যায়। (পৃঃ ৩২) অন্ননিবেদনের পর পানার্থোদক, আচমনীয় ও তাম্বুল নিবেদন করিবে।

বলিপ্রদান। দেবতার বামদিকে ত্রিকোণ, বৃত্ত, চতুরস্র মন্ডর অঙ্কিত করিয়া, ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে মন্ডলায় নমঃ, এই মন্ত্রে মন্ডল পূজাপূর্ব্বক তথায় আধারোপরি বলিপাত্র স্থাপন করিয়া তাহাতে তন্ডুল, দধি, হরিদ্রা, লবন, আর্দ্রক, মাংস, মীন, তীর্থজল প্রভৃতি যতা উপস্থিত দ্রব্য সংস্থাপন পূর্ব্বক পাঠ করিবে যথা - ওঁ এহ্যেহি জগতাং মাতর্জগতাং জননি শুভে। গৃহ্ন গৃহ্ন ইমং নিত্যং সিদ্ধিং মে দেহি দেহি শত্রুক্ষয়ং কুরু কুরু হুঁ ফট্ স্বাহা। (বীজ) এষ সমিষান্নবলিঃ (এষ বলিঃ) শ্রীদক্ষিণকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। মহাকালেরও এইরূপ বলি দিবার বিধি আছে। মন্ত্র যথা - (বীজ) মহাকালভৈরব্ শ্মশানাধিপ ইমং বলিং গৃহ্নাপয় বিঘ্ননিবারণং কুরু সিদ্দিং মে প্রযচ্ছ স্বাহা, এষ সমাংসবলিঃ (এষ বলিঃ) মহাকাল-ভৈরবায় শিবায় নমঃ। আবশ্যক হইলে এই সময় যথারীতি ছাগাদি বলিদান করা যাইতে পারে। যথা যামলেকথিত আছে যে, - লক্ষণযুক্ত পশুকে স্নান করাইয়া রক্তমাল্যাদি দ্বারা শোভিত করিয়া দেবীরসম্মুখে স্থাপন করতঃ 'ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভূমি সংস্থিতাঃ। যে ভূতা বিঘ্নকর্ত্তারস্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া' এই মন্ত্রে শ্বেতসর্ষপ বিকীরণ পূর্ব্বক ভূতাপসারণ করিবে। পরে অর্ঘ্যোদক দ্বারা প্রোক্ষণ "ফট্" এইমন্ত্রে রক্ষণ, "হূঁ" এইমন্ত্রে অবগুণ্ঠন এবং ধেনুমুদ্রাদ্বারা অমৃতীকরণ, এই সমুদায় কার্য্য করিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা পশুর পূজা কিরবে। যথা, - ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে ছাগপশবে নমঃ। ইতি পঞ্চোপচারেণ পূজয়েৎ। পরে বামহস্ত দ্বারা পশু ধরিয়া মূলমন্ত্রে তত্ত্বমুদ্রাদ্বারা সাতবার প্রোক্ষণ করিয়া পশুকর্ণে এই মন্ত্রে পাঠ করিবে যথা, - পশুপাশায় বিদ্মহে বিশ্বকর্মণে ধীমহি তন্নো জীবঃ প্রচোদয়াৎ"। পরে খড়্গপূজা করিবে, যথা,- হ্রীঁ কালি কালি বজ্রেশ্বরি লৌহদন্ডায়ৈ নমঃ" এই মন্ত্রে পূজা করিয়া খড়্গের অগ্রভাগ, মধ্যদেশ, মুলদেশ ও সর্ব্বাংশে পূজা করিবে যথা, - ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে "হূং বাগীশ্বরীব্রহ্মাভ্যাং নমঃ" ইতি অগ্রে এইরূপে "হূং লক্ষীনারায়ণাভ্যাং নমঃ" ইতি মধ্যে। "হূং উমামহেশ্বরাভ্যাং নমঃ" ইতি মূলে। "ব্রহ্মাবিষ্ণুশিরশক্তিযুক্তায় খড়্গায় নমঃ" ইতি সর্ব্বাংশে। পরে "খড়্গায় খরশাণায় শক্তিকার্য্যার্থতৎপরঃ। পশুশ্ছেদ্যস্ত্বয়া শ্রীঘ্রং খড়্গানাথ নমো-................

হন্তু তে" ॥ এই মন্ত্রে খড়গকে প্রণাম করিয়ামহাকাব্য পাঠ (সঙ্কল্প) করিবে যথা, কোশামধ্যে কুশ এবং হরিতকী ধরিয়া "ওঁ বিষ্ণু ওঁ তৎসৎ অদ্য অমুকে মাসি অমুক রাশিস্থে ভাস্করে অমুকপক্ষে অমুতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শ্রীদক্ষিণকালিকাদেবতাপ্রীতিকামঃ ইমং ছাগপশুং বহ্নিদৈবতং শ্রীদক্ষিণকালিকায়ৈ দেবায়ৈ তুভ্যমহং সম্প্রদদে" এই মন্ত্রে নিবেদন করিয়া পরে যথোক্তেন বিধানেন তুভ্যমস্তু সমর্পিতম্ এই মন্ত্রে সমর্পণ করিবে। পরে ছেদন করিয়া সমাংস রুধির দেবীকে নিবেদন করিবে যথা, -সুবর্ণপাত্র, রজতপাত্র তাম্রপাত্র কিম্বা কাংস্যপাত্রে সমাংসরুধির দেবীসম্মুখে স্থাপন করিয়া মন্ত্রপাঠ পূর্বক দেবীকে নিবেদন করিবে। যথা ওঁ তৎসৎ অদ্যেত্যাদি...অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা শ্রীদক্ষিণকালিকাপ্রীতিকামঃ ইমং সমাংসছাগরুধিরবলিং শ্রীদক্ষিণকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ তুভ্যমহং সম্প্রদদে। এই মন্ত্রে উৎসর্গ করিয়া "(বীজ) এষ সমাংস রুধিরবলিঃ শ্রীদক্ষিণকালিকায়ৈ নমঃ" ইতি দদ্যাৎ। এই সময়ে সপ্রদীপশীর্ষও ঐরূপে দেবীকে নিবেদন করিয়া থাকেন। পরে অবশিষ্ট রূধির চতুষ্পাত্রে করিয়া বটুকাদির বলি দিতে হইবে; যথা বায়ুকোণে, ত্রিকোণ বৃত্ত ও চতুরস্র মন্ডল অথবা কেবল বৃত্ত অঙ্কিত করিয়া "হূঁ বাং (বাং) এতে গন্ধপুষ্পে বটুকায় নমঃ" এই মন্ত্রে গন্ধপুষ্পদ্বারা পূজা করিয়া ঐ মন্ডলোপরি এক রুধিরপাত্র স্থাপন করিয়া 'হূঁ বাং (বাং) এষ রুধিরবলিঃ বটুকায় নমঃ' এই মন্ত্রে নিবেদন করিবে। কোন কোন তন্ত্রে এই স্থলে মুদ্রা প্রদর্শণ করাইবার বিধিও আছে। যথা, - বটুকের বলি নিবেদনান্তে বামহস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠযোগে তত্ত্বমুদ্রা প্রদর্শন করাইবেন। পরে ঈশানকোণে ঐরূপ মন্ডল করিয়া "হূঁ যাং (যাং) এতে গন্ধপুষ্পে যোগিনীভ্যো নমঃ" এই মন্ত্রে পূজা করিয়া, মন্ডলোপরি রুধিরপাত্র স্থাপন পূর্বক 'হূঁ যাং (যাং) এষ রুধিরবলিঃ যোগিনীভ্যো নমঃ। এই মন্ত্রে নিবেদন করিয়া বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ, তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা দ্বারা যোন্যাকারে মুদ্রা প্রদর্শন করাইবেন। পরে নৈর্ঋত কোণে ঐরূপ মন্ডল করিয়া "হূঁ ক্ষাং (ক্ষাং) এতে গন্ধপুষ্পে ক্ষেত্রপালায় নমঃ ॥" এই মন্ত্রে পূজা করিয়া রুধিরপাত্র স্থাপন পূর্ব্বক "হূঁ ক্ষাং ক্ষাং) এষরুধিরবলিঃ ক্ষেত্রপালায় নমঃ"। এই মন্ত্রে নিবেদন করিয়া বামহস্তের মধ্যাঙ্গুলি দন্ডাকার করিয়া। মুদা প্রদর্শন করাইবেন। পরে অগ্নিকোণে ঐরূপ মন্ডল করিয়া "হূঁ গাং (গং) এতে গন্ধপুষ্পে গণপতয়ে নমঃ"। এই মন্ত্রে পূজা করিয়া রুধিরপাত্র স্থাপন পূর্ব্বক 'হূঁ গাং (গং) এষ রুধিরবলিঃ গণপতয়ে নমঃ'। এই মন্ত্রে নিবেদন করিয়া বামহস্তের তর্জনী সরলাকার করিয়া মুদ্রা প্রদর্শন করাইবেন। ইহার বিশেষ নিয়মাদি পরে দিব।.................

অথ নিত্যহোমঃ। কুন্ডং স্থন্ডিলং সমভূমিং বা সামান্যার্ঘ্যজলেন সংপ্রোক্ষ্য তিস্রো রেখা লিখেৎ। ততো যথাবিধি অগ্নিমানীয় 'ক্রব্যাদেভ্যো নমঃ' ইতি মন্ত্রেণ ক্রব্যাদাংশং পরিত্যজ্য মূলমন্ত্রং পঠন্ লিখিত-রেখাত্রয়োপরি বহ্নিং সংস্থাপয়েৎ। অথ 'ওঁ ভূঃ স্বাহা' 'ওঁ ভূবঃ স্বাহা' 'ওঁ স্বঃ স্বাহা' ইতি মন্ত্রেণ সতিল-ঘৃতাহুতিত্রয়ং দদ্যাৎ। ততঃ ক্রাং হৃদয়ায় নমঃ স্বাহা। ক্রীং শিরসে স্বাহা। ক্রুং শিখায়ৈ বষট্ স্বাহা। ক্রৈং কবচায় হূঁ স্বাহা। ক্রৌঃ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ স্বাহা। ক্রঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্ স্বাহা। অথবা ষড়ঙ্গদেবতাভ্যঃ স্বাহা, ইতি মন্ত্রেণ সড়ঙ্গহোমং কুর্যাৎ। ততঃ ওঁ অসিতাঙ্গাদ্যষ্টভৈরবেভ্যঃ স্বাহা ইতি পূর্ব্বাদ্যষ্টদিক্ষু ঘৃতধারয়া একমাহুতিং দদ্যাৎ। অথ, শ্রীশ্রী দক্ষিণকালিকে দেবি ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইত্যাদিনা দেবীমাবাহ্য স্বাহান্ত-মূলমন্ত্রেণ ষোড়শাহুতিং দদ্যাৎ। ততঃ মহাকালবীজেন মহাকালায় একাহুতিং, হ্রীঁ শ্রীদক্ষিণকালিকাবরণ-দেবতাভ্যঃ স্বাহা ইতি চ একাহুতিং দত্ত্বা নমস্কৃত্বা...............

নীরাজন-প্রকার। নীরাজন বিষয়ে কালোত্তরতন্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, প্রথম ঘৃত-দীপমালাদ্বারা, দ্বিতীয় জলপূর্ণ শঙ্খদ্বারা, তৃতীয় বিশুদ্ধ বস্ত্রদ্বারা, চতুর্থ আম্র, অশ্বত্থ প্রভৃতি পত্রদ্বারা, পঞ্চম সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত দ্বারা, নীরাজনকরিবে। ফলতঃ তিন, পাঁচ, সাত, নয় অথবা যে কোন দীপমালাদি বিষমসংখ্যা বস্তুদ্বারা আরত্রিক করিবে। পল্লবস্থলে বিল্বপত্র ও পুষ্পদ্বারা, এবং দর্পণদ্বারা, কর্পূর-দীপদ্বারা, ধূপাদিদ্বারা নীরাজন করাও শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে। দীপমালাতে তিন, পাঁচ সাত নয় প্রভৃতি বিষমসংখ্য ও বহুসংখ্য দীপশিখা থাকা আবশ্যক। নীরাজনকালে ইষ্টদেবতার স্তব পাঠ করিতে হইবে।প্রথমতঃ দীপমালা প্রজ্বলিত করিয়া সম্মুখে সংস্থাপন পূর্ব্বক 'এতস্মৈ নীরাজনদীপমালায়ৈ নমঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে দীপদানের ন্যায় অর্চ্চনা পূর্ব্বক (১৩২ পৃঃ) বামচরণ অগ্রসর করিয়া দন্ডায়মান হইয়া বামহস্তে পূর্ব্বের ন্যায় অর্চ্চিত (১৩২ পৃঃ) ঘন্টা বাজাইতে বাজাইতে নীরাজন করিতে আরম্ভ করিবে। দীপমালায় নীরাজনের নিয়ম এই যে, দেবতার চরণদেশে চারিবার, নাভিমন্ডলে দুইবার, মুখমন্ডলে তিনবার সর্ব্বাঙ্গদেশে সাতবার দীপমালা ভ্রামিত করিয়া উহা দেবতার দক্ষিণে বা বামে স্থাপিত করিয়া চক্রমুদ্রা প্রদর্শন করিবে। অন্যান্য নীরাজন দ্রব্যের অর্চনাদি...................

সংহারমুদ্রয়া ইষ্টদেবতাং স্বহৃদয়মানীয়, অগ্নে ত্বং চন্দ্রমন্ডলং গচ্ছ ইতি অগ্নিং বিসৃজেৎ ॥ ৮২ ॥...............

করিতে হইবে না। তৎসমুদায় পূর্ব্বের ন্যায় ১৬ বার কিম্বা পদতলে চারিবার, নাভিদেশে দুইবার, মুখমন্ডলে তিনবার সমুদায়ে এই নয়বার মাত্র ভ্রামিত করিলেই হইবে। অথবা তৎসমুদায় সর্বাঙ্গে সাতবার বা তিনবার ভ্রামিত করিবে। পরে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতে হইবে।

(৮২) সংক্ষেপ হোম কথিত হইতেছে। বালুকাদ্বারা একহস্ত পরিমিত চতুষ্কোণ মন্ডল রচনা করিয়া তাহার মধ্যস্থলে তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠযোগে কুশ-মূলদ্বারা বিন্দুগর্ভ-ত্রিকোণ ষট্‌কোণ ও গোলাকার যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া তাহা অষ্টদলপদ্মের কর্ণিকাস্বরূপ কল্পনা করিয়া তাহার অষ্টদিকে অষ্টদল অঙ্কিত করিবে। তাহার চতুর্দিকে ভূপুর অঙ্কিত করিয়া তন্মধ্যে 'নমঃ' এই মন্ত্রে অষ্টদলপদ্মের অগ্নিকোণে অর্দ্ধহস্ত পরিমিত উত্তরমুখে তিনটি সরল রেখা ও বায়ুকোণে ঐরূপে পূর্বমুখ তিনটি সরল রেখা অঙ্কিত করিবে। পরে মূলমন্ত্র পাঠপূর্ব্বক স্থন্ডিল নিরীক্ষণ, ফট্ এই মন্ত্রে প্রোক্ষণ ও ঐঁ মন্ত্রে কুশ দ্বারা তাড়ন, হুঁ এই মন্ত্রে প্রোক্ষণ, ফট্ এই মন্ত্রে প্রোক্ষণ ও ঐঁ মন্ত্রে কুশ দ্বারা তাড়ন, হুঁ এই মন্ত্রে প্রোক্ষণ ফট্ এই মন্ত্রে উর্দ্ধোর্দ্ধ তালত্রয়ে রক্ষণ, এই সমুদায় কার্য্য করিয়া মূলমন্ত্র পাঠপূর্বক পুষ্পাঞ্জলি দিয়া প্রণব পাঠপূর্ব্বক অভ্যুক্ষণ করিবে। পরে, ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে বহ্নের্যোগপীঠায় নমঃ, এই মন্ত্রে মধ্যস্থলে পূজা করিয়া পূর্বাগ্র রেখাত্রয়ে 'ওঁ মুকুন্দায় নমঃ 'ওঁ ঈশানায় নমঃ' 'ওঁ পুরন্দরায় নমঃ' এই মন্ত্রত্রয়ে, এবং উত্তরাগ্র রেখাত্রয়ে 'ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ' ওঁ বৈবস্বতায় নমঃ' 'ওঁ ইন্দবে নমঃ' এই মন্ত্রত্রয়ে গন্ধপুষ্পদ্বারা পূজা করিবে। '(বীজ) শ্রীদক্ষিণকালিকা-স্থন্ডিলায় নমঃ' এই মন্ত্রে মধ্যস্থলে পূজা করিয়া ধ্যান করিবে যথা, - ওঁ বাগীশ্বরীমৃতুরাতাং নীলেন্দীবরসন্নিভাম্। বাগীশ্বরেণ 'সংযুক্তাং ক্রীড়াভাব সমন্বিতাং শ্রীদক্ষিণকালিকাস্বরূপাম্ ॥ এইরূপ ধ্যান করিয়া হ্রীঁ' এতে গন্ধপুষ্পে বাগীশ্বর্য্যৈ নমঃ 'ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে বাগীশ্বরায় নমঃ' এই মন্ত্রে পঞ্চোপচারে বা গন্ধপুষ্পে পূজা করিবে। অনন্তর যথাবিহিত অগ্নি আনয়ন পূর্ব্বক বিহিত পাত্রে স্থাপন করিয়া মূলান্তে বৌষট্ এই মন্ত্রে বীক্ষণ ফট্ এই মন্ত্রে কুশদ্বারা তাড়ন ফট্ এই মন্ত্রে জলধারা প্রোক্ষণ, হুঁ এই মন্ত্রে অবগুণ্ঠনমুদ্রা-প্রদর্শন, বং এই মন্ত্রে ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন সহকারে অমৃতীকরণরূপ বহ্নিসংস্কার করিয়া রং এই মন্ত্রে কিঞ্চিন্মাত্র অগ্নি লইয়া, হুঁ ফট্ ক্রব্যাদেভ্যঃ স্বাহা এই মন্ত্রে নৈর্ঋতকোণে ক্রব্যাদাংশ পরিত্যাগ করিবে। পরে ওঁ এই মন্ত্রে দুই হস্তে..................

বহ্নি উদ্ধৃত করিয়া মন্ডলোপরি তিনবার পরিভ্রামণ পূর্ব্বক ভূমিতে জানু সংলগ্ন করিয়া বিপরীত দিক্ হইতে আপনার অভিমুখে মন্ডলমধ্যস্থলে ভগবতীর যোনিতে শিববীজ বোধে সেই বহ্নি স্থাপন করিবে। পরে রং বহ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ। রং বহ্নিচৈতন্যায় নমঃ, এই মন্ত্রদ্বয়ে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া, ওঁ চিৎপিঙ্গল হন হন দহ দহ পচ পচ সর্ব্বজ্ঞাজ্ঞাপয় স্বাহা, এই মন্ত্রে জ্বালিনীমুদ্রা প্রদর্শন-পূর্ব্বক অগ্নি প্রজ্বালিত করিবে। পরে কৃতাঞ্জলিপুটে অগ্নির উপাসনা করিবে যথা, - ওঁ অগ্নিং প্রজ্বলিতং বন্দে জাতবেদং হুতাশনং। সুবর্ণবর্ণমমলং সমিদ্ধং বিশ্বতোমুখম্ ॥ পরে কৃতাঞ্জলিপুটে অগ্নির নামকরণ করিবে যথা, - ওঁ অগ্নে ত্বং শ্রীদক্ষিণকালিকানামাসি। পরে ওঁ দক্ষিণকালিকানামাগ্নে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ (১১৯ পৃঃ) ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন্যাদি মুদ্রা প্রদর্শন পূর্ব্বক আবাহন করিয়া, পঞ্চোপচারে বা গন্ধপুষ্পে পূজা করিবে যথা -ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ সর্বকর্ম্মাণি সাধয় স্বাহা, এতে গন্ধপুষ্পে শ্রীদক্ষিণকালিকানামাগ্নয়ে নমঃ। ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে অগ্নের্হিরণ্যাদি সপ্তজিহ্বাভ্যো নমঃ ॥ (এইরূপ) সহস্রার্চ্চিষে হৃদয়ায় নমঃ। ইত্যাদি অগ্নিষড়ঙ্গেভ্যো নমঃ। অগ্নয়ে জাতবেদসে ইত্যাদ্যষ্টমূর্ত্তিভ্যো নমঃ। (এইরূপ বহির্দেশে, ব্রাহ্ম্যাদ্যষ্টশক্তিভ্যঃ। পদ্মাদ্যষ্টনিধিভ্যঃ। ইন্দ্রাদিলোকপালেভ্যঃ। বজ্রাদ্যস্ত্রেভ্যঃ)

অনন্তর স্রুক ও স্রুব (যাহা দ্বারা আহুতি দেওয়া যায় তাহা) অধোমুখ করিয়া অগ্নিতে তপ্ত করিবে। পরে উহা বামহস্তে রাখিয়া তাহার অগ্রভাগ, মধ্য ও মূলদেশ কুশদ্বারা মার্জন পূর্বক জলদ্বারা প্রোক্ষিত করিয়া পুনর্ব্বার তাপিত করিয়া সেই মার্জন কুশ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। পরে কুশোপরি ঘৃতপাত্র স্থাপনপূর্ব্বক ফট্ এই মন্ত্রে প্রোক্ষিত করিয়া তাহাতে ঘৃত স্থাপন করিবে। পরে ঐ ঘৃত, বীজপাঠপূর্বক বীক্ষণ, ফট্ এইমন্ত্রে কুশদ্বারা তাড়ন হূঁ, এই মন্ত্রে প্রোক্ষণ, ফট্' এই মন্ত্রে পূর্বের ন্যায় উর্দ্ধোর্দ্ধ তালত্রয়ে রক্ষণ ও বং এই মন্ত্রে যোনিমুদ্রা প্রদর্শন পূর্বক অগ্নিদ্বারা দ্রবীভূত করিয়া তদুপরি হূঁ এই মন্ত্রে জ্বালিত কুশদ্বয় ভ্রামিত করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। অনন্ত র প্রাদেশ-প্রমাণ কুশপত্রেয় ঘৃতের উপরি নিক্ষেপ করিয়া তদ্দ্বারা ঘৃত তিনভাগ করিবে। পরে বামভাগের ঘৃত ঈড়া, মধ্যভাগের ঘৃত সুষুন্মা ও দক্ষিণভাগের ঘৃত পিঙ্গলারূপ ভাবনা করিয়া হোম করিবে যথা, - 'নমঃ' এই মন্ত্রে দক্ষিণভাগ হইতে ঘৃত লইয়া 'ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা, এই মন্ত্রে অগ্নির দক্ষিণনেত্রে (যে স্থান অল্পমাত্র জ্বলিতেছে সেই স্থানই অগ্নির নেত্র) আহুতি দিবে। পদে দক্ষিণভাগে স্থাপিত কোন পাত্রে.............

হুতশেষ আজ্যপাত করিতে হইবে। যাজক ব্রাহ্মণগণ ইহাকে হাত ঝাড়া ঘি বলেন। সমুদায় আহুতি দিবার সময়েই এইরূপ পাত্রান্তরে হাত বা যাহা দ্বারা আহুতি দেওয়া হইতেছে তাহা ঝাড়িতে হইবে। পরে 'নমঃ' এই মন্ত্রে বাম ভাগ হইতে ঘৃত লইয়া 'ওঁ সোমায় স্বাহা' এই মন্ত্রে অগ্নির বামনেত্রে আহুতি দিবে। পরে 'নমঃ' মন্ত্রে মধ্যভাগ হইতে ঘৃত লইয়া 'ওঁ অগ্নীষোমাভ্যাং স্বাহা' এই মন্ত্রে অগ্নির ললাটনেত্রে আহুতি দোব। পুনর্বার দক্ষিণভাগ হইতে নমঃ' এই মন্ত্রে ঘৃত লইয়া 'ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে স্বাহা' এই মন্ত্রে অগ্নির মুখে (যেখানে অধিক জ্বলিতেছে সেই স্থানে) আহুতি প্রদান করিবে।

পরে মহাব্যাহৃতিহোম করিবে যথা -'ওঁ ভূঃ স্বাহা' ওঁ ভূবঃ স্বাহা' 'ওঁ স্বঃ স্বাহা' 'ওঁ ভূর্ভূবঃস্বঃ স্বাহা' এই চারি মন্ত্রে চারি আহুতি দিবে। পরে 'ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ সর্ব্বকর্ম্মানি সাধয় স্বাহা এই মন্ত্রে তিনবার আহুতি দিবে। পরে আপনার সহিত অগ্নি ও দেবতার ঐক্য ভাবনা করিয়া মূলমন্ত্রের পর স্বাহা পদ যোগ করিয়া একাদশ আহুতি প্রদান করিবে। পরে যেরূপ সঙ্কল্প, তদনুসারে সাজ্য বিল্বপত্র দ্বারা বা যে কোন বিহিত হব্য দ্বারা স্বাহান্ত মূলমন্ত্রে মৃগমুদ্রায় অন্যূন অষ্টাদশ সংখ্যক আহুতি দিবে। পরে মহাকালের বীজমন্ত্রে ঐরূপে যথাশক্তি আহুতি দিয়া 'শ্রীদক্ষিণকালিকায়া অঙ্গদেবতাভ্যঃ স্বাহা' 'শ্রীদক্ষিণকালিকায়া আবরণদেবতাভ্যঃ স্বাহা' এই দুই মন্ত্রে দুই আহুতি দিবে। সমর্থ হইলে প্রত্যেক আবরণদেবতার উদ্দেশে এক এক আহুতি দেওয়া যাইতে পারে। পরে তাম্বুল ও সুপারির সহিত অথবা যে কোন বিহিত ফল বা পুষ্পের সহিত ঘৃতপূর্ণ পাত্র লইয়া পূর্ণাহুতি দিবে যথা, - (মূলমন্ত্র) ইতঃ পূর্বং প্রাণবুদ্ধিদেহধর্মাধিকারতো জাগ্রৎ-স্বপ্ন সুষুপ্ত্যবস্থাসু মনসাবাচ্য কর্মণা হস্ত ভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেন শিশ্ন্যা যৎ কৃতং যদুক্তং যৎ স্মৃতং তৎ সর্বং ব্রহ্মার্পণং ভবতু স্বাহা মাং মদীয়ঞ্চ সকলং শ্রীদক্ষিণাকালিকাচরণে সমর্পয়ে। ওঁ তৎ সৎ। (এই মন্ত্রের তাৎপর্য্য পরে দ্রষ্টব্য।) এই মন্ত্রে পূর্ণাহুতি দিয়া সংহারমুদ্রায় আপনার ইষ্টদেবতাকে অগ্নি হইতে স্বহৃদয়ে আনয়ন করিয়া ক্ষমস্ব এই মন্ত্রে বিসর্জন করিবে। পরে 'ওঁ পৃথ্বি ত্বং শীতলা ভব' এই মন্ত্রে অগ্নির ঈশানকোণে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ বা দধি তদভাবে জল নিক্ষেপ করিবে। পরে স্রুবলগ্ন ভস্মদ্বারা ললাটে তিলক করিবে। মন্ত্র যথা, 'ওঁ যং যং স্পৃশামি হস্তেন যং চ পশ্যামি চক্ষুষা। স এব দাসতাং যাতু যদি শক্রসমো ভবেৎ॥ অন্য ব্যক্তিকে তিলক দিবার মন্ত্র যথা, 'যং যং স্পৃশসি হস্তেন যত্ত্বাং পশ্যতি চক্ষুষা। সব এব দাসতাং যাতু রাজানো দুষ্টদস্যবঃ॥ স্ত্রীজাতিকে তিলক দিবার মন্ত্র যথা , 'যং............

যং স্পৃশসি পাদেন যং চ পশ্যসি চক্ষুষা। স এব দাসতাং যাতু যদি শক্রসমো ভবেৎ।' কেহ কেহ পশ্চাদুক্ত মন্ত্রেও তিলক দিয়া থাকেন যথা, - 'ওঁ কশ্যপস্যত্র্যায়ুষং' এই মন্ত্রে ললাটে 'ওঁ জমদগ্নেস্ত্র্যায়ুষং 'এই মন্ত্রে কণ্ঠদেশে, 'ওঁ যদ্দেবানাং ত্র্যায়ুষং' এই মন্ত্রে দক্ষিণ বাহুমূলে, 'ওঁ তৎ তেহস্তু ত্র্যায়ুষং' এই মন্ত্রে বাম বাহূমূলে তিলক দিবে।

অনন্তর 'পূর্ব্বের ন্যায় অর্চ্চনা করিয়া পূর্ণপাত্র উৎসর্গ করিতে হইবে যথা - শ্রীবিষ্ণুঃ ওঁ তৎ সদ্ ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুক-রাশিস্থে ভাস্করে অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ কৃতৈতৎ-শ্রদক্ষিণকালিকাপূজাঙ্গীভূত হোমকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং ব্রহ্মদক্ষিণামিদং পূর্নপাত্রং তস্মৈ ব্রহ্মণেহহং সম্প্রদদে। পূর্ণপাত্র-লক্ষণ যথা-মেরুতন্ত্রে ততো ব্রহ্মাণমুদ্বাস্য ব্রাহ্মণায় প্রদাপয়েৎ। দ্বাত্রিংশৎপলমাত্রেণ নির্মিতং তাম্রপাত্রকম্॥ তণ্ডুলৈস্তৎ সমাপূর্য্য সহিরণ্যং সদক্ষিণম্। দদ্যাদ্বিপ্রায় তত্তুষ্ট্যৈ পূর্ণপাত্রমিতীরিতম্ ॥'

যাহার কুন্ড আছে তিনি কুন্ডে হোম করিবেন। যাঁহার কুন্ড নাই তিনি বালুকা দ্বারা স্থন্ডিল রচনা পূর্বক-তাহাতে যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া তাহাতে হোম করিবেন। এই স্থন্ডিল কিরূপ হইবে তদ্বিষয়ে সারদাতিলক ও তন্ত্রসারে কথিত হইয়াছে যে, স্থন্ডিল চতুষ্কোণ হইবে এবং প্রত্যেক দিকে এক হাত করিয়া প্রশস্ত হইবে এবং উচ্চতা এক অঙ্গুলি হইবে। শ্যামার্চ্চনচন্দ্রিকা, গণেশবিমর্ষিণীতন্ত্র ও রাঘবভট্ট বলিয়াছেন যে, ঐ চতুষ্কোণ স্থন্ডিলের প্রত্যেক দিকে এক হাত বা আধ হাত করিয়া দীর্ঘ হইবে। উচ্চতা অঙ্গুষ্ঠপর্ব-পরিমিত হইবে। বৃহৎ তন্ত্রসারে কথিত হইয়াছে স্থন্ডিলের চতুর্দিক এক হস্ত পরিমিত হইবে এবং উচ্চতা চারি অঙ্গুলি হইবে। মেরুতন্ত্রে কথিত হইয়াছে, একহস্ত পরিমিত স্থন্ডিলে দশ সহস্র পর্যন্ত হোম হইতে পারে। ত্রিপুরাসারসমুচ্চয়ে কথিত হইয়াছে যে, হস্ত পরিমিত চতুষ্কোণ স্থন্ডিলের উচ্চতা অঙ্গুষ্ঠপর্বপরিমাণ হবে। শিবার্চ্চণচন্দ্রিকাতে কথিত হইয়াছে, দেবীর দক্ষিণদিকে স্থন্ডিল রচনা করিয়া হোম করিবে। ক্রিয়াসারে কথিত হইয়াছে যে দেবীর পূর্ব্বদিকে হোম, জ্ঞানার্ণব ও নিত্যাতন্ত্রে কথিত হইয়াছে, দেবীর ঈশানকোণে হোম, বিকশ্বসারতন্ত্রে কথিত হইয়াছে দেবীর পশ্চিমদিকে হোম, ত্রিপুরাসারসমুচ্চয়ে কথিত হইয়াছে দেবীর ঈশানকোণে বা পূর্বদিকে হোম, ব্রহ্মসংহিতায় কথিত হইয়াছে যে, দেবতার সম্মুখে হোম করিবে। কৌলাবলী প্রভৃতি কোন কোন তন্ত্রে আছে যে আপনার দক্ষিণে হোম করিবে। যদিও এতৎ সমুদায়ই শাস্ত্রসিদ্ধ তথাপি আপনার দক্ষিণে পূর্ব্বমুখ দেবতার সম্মুখে হোম করাই অস্মদ্দেশে প্রচলিত।.............

শাক্তানন্দতরঙ্গিনী, শিবার্চনচন্দ্রিকা, সারদাতিলক ও নিবন্ধে কথিত হইয়াছে স্থণ্ডিলমধ্যে পূর্বাগ্র ও উত্তরাগ্র তিনটি তিনটি রেখা অঙ্কিত করিবে। অথবা ত্রিকোণগর্ভ, ষট্‌কোণ, বৃত্ত, অষ্টদল ও ভূপুর যন্ত্র অঙ্কিত করিবে। নারদপঞ্চরাত্রে কথিত হইয়াছে, তিনটি তিনটি রেখা মাত্র অঙ্কিত করিবে আর কিছুই নহে। কৃষ্ণার্চ্চনচন্দ্রিকা, গৌতমীয়তন্ত্র, তারারহস্যবৃত্তি, বৃহৎতন্ত্রসার, জ্ঞানার্ণব, নিত্যাতন্ত্র, বিশ্বসার প্রভৃতি বহুতন্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, ত্রিকোণ ষট্‌কোণ প্রভৃতি যন্ত্র অঙ্কিত করিবে, তিনটি তিনটি রেখাও অঙ্কিত করিতে হইবে। গোবিন্দভট্ট বলিয়াছেন, কুশমূল দ্বারা ত্রিকোণ ষট্‌কোণ প্রভৃতি যন্ত্র অথবা রেখা অঙ্কিত করিবে। যদি রেখা অঙ্কিত করা না হয়, তাহা হইলে ষট্‌কোণযন্ত্রেই মুকুন্দ প্রভৃতি ও ব্রহ্মা প্রভৃতির পূজা করিবে। ফলতঃ রেখা ও যন্ত্র উভয় অঙ্কিত করাই বিধেয়। কেবল নিত্যহোমে তিনটি মাত্র রেখা অঙ্কিত করা হয়, যন্ত্র অঙ্কিত করা হয় না।

অষ্টদল পদ্মের বায়ুকোণে অর্দ্ধহস্ত পরিমিত পূর্বাগ্র তিনটি রেখা এবং অগ্নিকোণে উত্তরাগ্র তিনটি রেখা তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠযোগে কুশমূলদ্বারা "নমঃ' এই মন্ত্র পাঠ সহকারে অঙ্কিত করিবে। বায়ুকোণের রেখা অঙ্কিত করিবার সময় দক্ষিণরেখাক্রমে আরম্ভ কারিয়া অঙ্কিত করিবে ও অগ্নিকোণের রেখাত্রয় অঙ্কিত করিবার সময় পশ্চিম রেখাক্রমে আরম্ভ করিয়া অঙ্কিত করিবে।

হোমদ্রব্য। গব্যঘৃতদ্বারা হোম করা উত্তম কল্প, মহিষীঘৃত দ্বারা হোম করা মধ্যম কল্প, ছাগী প্রভৃতির ঘৃত দ্বারা হোম করা নিষিদ্ধ। কৌলাবলীতে শক্তি বিষয়ে হোমদ্রব্য কথিত হইয়াছে যথা, -কেবল তিলযুক্ত ঘৃত অথবা ইহার সহিত মাংস, মৎস্য, মধু, তিল, পুষ্প, যব, ধান্য, (মুদ্রা কুলপুষ্প) ফল বিল্বপত্র, অপামার্গ, ভৃঙ্গরাজ, করবীর পুষ্প, জবাপুষ্প, অপরাজিতা, কিংশুক, পদ্ম, কুমুদ, কুন্ড, নীলপদ্ম, রক্তোৎপল, বন্ধুক, কেশর, চম্পক, জাতি মালতী, মল্লিকা, কদম্ব, দ্রোণপুষ্প অন্যান্য উত্তম বিহিত পুষ্প, ফল, পত্র, প্রভৃতি দ্বারা ভগবতীর হোম হইতে পারে। প্রত্যেক বারে কোন্ দ্রব্য কত পরিমাণে আহুতি দিতে হয় তদ্বিষয়ে তন্ত্রসারে কথিত হইয়াছে, ঘৃত এত তোলা, দুগ্ধ এক ঝিনুক, পঞ্চগব্য, মধু এক ঝিনুক, পরমান্ন এক রুদ্রাক্ষ পরিমাণ, তিল সর্ষপ, দধি এক প্রসৃতি (এককোশ, খৈ, চিড়ে ও ছাতু এক এক মুষ্ঠি, গুড় ও চিনি এক পল, চরু অর্দ্ধগ্রাস, ইক্ষু এক পর্ব্ব, পত্র, পুষ্প ও পিষ্টক এক একটি কদলী ও নারঙ্গ এক একটি মাতুলুঙ্গ চতুর্থখন্ড, পনস দশম খন্ড, নারিকেল অষ্টম খন্ড, বিল্ব তৃতীয় খন্ড, কপিথ অর্দ্ধেক, উর্ব্বারুক (ফুটি) তৃতীয় খন্ড, অন্যান্য সমুদায় ফল অখন্ড সমিধ দশ অঙ্গুলি দূর্বা তিনটি একত্রে, গুড়ুচি চারি অঙ্গুলি ব্রীহি একমুষ্ঠি মুগ....

অথ যথাশক্তি কুল্লুকা-সেতু-মহাসেতু-মুখশোধন মন্ত্রার্থ ভাবনা মন্ত্রচৈতন্য-যোগিমুদ্রাদিকং কৃত্বা যথাশক্তি জপ্ত্বা পুনঃ কুল্লুকাং,............

মাষকলাই, যব ও গোধূম একমুষ্ঠি করিয়া, তণ্ডুল অৰ্দ্ধমুস্ঠি, মরীচ ও লবণ এক ঝিনুক, চন্দন, অগুরু, কর্পূর, কস্তুরী, কুঙ্কুম, তিন্তিড়ীবীজ পরিমিত।

বহ্নির অবস্থাভেদ। সমিধ্ দ্বারা হোমের সময় অগ্নিকে দণ্ডায়মান ভাবনা করিবে। ঘৃত হোমের সময় শয়ান ও অন্যান্য বস্তুদ্বারা হোমের সময় অগ্নিকে উপবিষ্ঠ ভাবনা করিবে।

অগ্নির কোন্ স্থানে হোম করিবে। সকল কার্য্যেই অগ্নির মুখে হোম করিতে হইবে। কারণ কর্ণে হোম করিলে পীড়া হয়, চক্ষুতে হাম করিলে অন্ধ হইতে হয়, নাসিকাতে হোম করিলে মনঃপীড়া হইয়া থাকে, মস্তকে হোম করিলে ধনক্ষয় হয়। যেখানে অদগ্ধ কাষ্ঠ তাহাই অগ্নির কর্ণ, যেখানে ধূম তাহাই অগ্নির নাসিকা যেখানে অল্পমাত্র জ্বলিতে আরম্ভ হইয়াচে তাহাই অগ্নির নেত্র, যেখানে অঙ্গাররূপে পরিণত হইয়াছে তাহাই অগ্নির মস্তক, যেখানে উত্তম প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখা রহিয়াছে তাহাই অগ্নির মুখ এবং সেই শিখাই অগ্নির জিহ্বা এই অগ্নির জিহ্বাতেই হোম করা বিধেয়। হোমে দুর্গন্ধ হইলে হোতার অমঙ্গল হয়। মেরুতন্ত্রে কথি হইয়াছে অগ্নিবিসর্জনের সময় অগ্নির নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিতে হইবে যে, "ভো ভো বহ্নে মহাশক্তে সর্বকামপ্রদায়ক। কর্মান্তরেহপি সংপ্রাপ্তে সান্নিধ্যং কুরু সাদরম্" ॥ বৃহৎ হোম এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য পুরশ্চরণ রত্নাকর পুস্তকে দ্রঃ।

(৮৩) সাধক যদি জপফল অর্থাৎ জপজনিত তেজ ইষ্টদেবতার হস্তে সমর্পণ করেন তাহা হইলে তাঁহার কিছু থাকে না। যদি সাধকের জপজনিত তেজ নাই থাকিল তাহা হইলে তাঁহার জপ করিবার বা প্রয়োজন কি? পুরশ্চরণ করিবারই বা প্রয়োজন কি? এই নিমিত্ত তন্ত্রকৌমুদীতে জপসমর্পণেররীতি কথিত হইয়াছে এবং সিংহবাহিনীতন্ত্রে ভগবতীর প্রশ্ন অনুসারে সদাশিব জপসমর্পণের ঐরূপ বিধি দিয়াছেন যে, জপ সমাপ্তি হইলেই সাধক কামিনীধ্যান (৩৫ পৃঃ) করিবেন। অনন্তর কামিনীকে 'কং বীজরূপা ভাবনা করিয়া ইষ্ট বীজমন্ত্রের মধ্যে যে কয়েকটি বর্ণ থাকিবে, তাহা কামিনীর অর্থাৎ কং বীজের গর্ভ মধ্যে আছে এইরূপ ভাবনা পূৰ্ব্বক প্রত্যেক বর্ণে চন্দ্রবিন্দু দিয়া অনুলোম ও বিলোমে দশবার করিয়া জপ করিবেন। যথা কালীর যদি একাক্ষরমন্ত্র (ক্রীঁ)...............

সেতুং, মহাসেতুম্ অশৌচভঙ্গঞ্চ বিধায়, গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্ত্রী ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপম্। সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি ত্বৎপ্রাসাদান্মহেশ্বরি ॥ ইতি মন্ত্রেণ বামহস্তেন ঘটাং বাদয়ন্ গোযোনিমুদ্রয়া গন্ধপুষ্পসামান্যার্ঘ্যজলেন দেব্যা বামহস্তে জপং সমর্প্য প্রণমেৎ (৮৩)।............

জপ করা হয় তাহা হইলে কং দশবার রং দশবার ঈং দশবার এবং ঈং দশবার রং দশবার ও কং দশবার এইরূপ জপ করিলেই অনুলোম ও বিলোমে জপ হইল। পরে ঐ কামিনীর অর্থাৎ কং বীজের গর্ভেই জ্যোতিস্ত ত্ব অর্থাৎ হ্রৌঁ এই মন্ত্র জপ করিয়া ঐ কামিনী ও জ্যোতিস্তত্ত্ব একীভূত হইয়াছে ভাবনা করিবে। এই জ্যোতিস্তত্ত্ব বা জীবতত্ত্ব জীবাত্মা হইতে পৃথক নহে। অনন্তর ঐ একীভূত জ্যোতিঃস্বরূপা কামিনীকে সহস্রারে স্থাপন পূর্বক 'গুহ্যাতি' ইত্যাদি মন্ত্রে জপ সমর্পণ করিবে। এইরূপ প্রক্রিয়া ব্যতিরেকে জপ সমর্পণ করিলে সাধকের কিছুই থাকেনা। সমুদায়ই ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হয়। উক্ত প্রক্রিয়া দ্বারা তেজোরূপ জপফল কামিনীগর্ভে জীবাত্মার নিকটে স্থাপন পূর্বক দেবতার হস্তে বাহ্যজপ সমর্পণরূপ জপফল সমর্পণ হইয়া থাকে। সুতরাং সাধকের কিছুমাত্র তেজোহানি হয়না। কামধেনুতন্ত্রেও ঐরূপে জপ সমর্পণের বিধি আছে কিন্তু তাহাতে প্রত্যেক মাতৃকাস্থানে কামিনীধ্যান, পঞ্চাশৎ মাতৃকাস্থানে পঞ্চাশৎ মাতৃকাবর্ণ জপ, কামিনীবীজ জপ করিয়া কামিনীগর্ভ মধ্যে জ্যোতির্মন্ত্র জপ, এই কয়েকটি অতিরিক্ত আছে। এই বিষয় কামধেনু তন্ত্রের বিংশতি পটলে বিবৃত হইয়াছে।

নিত্যপূজায় কত জপ করিতে হইবে, তাহা কঙ্কালমালিনীতন্ত্রে কথিত হইয়াছে যথা, - ১০০৮। ১০৮। ৫৮। ৩৮। ২৮। ১৮। ১২। ১০। ৮। এই শেষ সংখ্যার ন্যূন জপ বা হোম হইতে পারে না। শ্যামার্চ্চনচন্দ্রিকাতে কথিত হইয়াছে যে, বিংশতির ন্যূন জপ হইবে না, তাহা নিত্যপূজাঙ্গ-জপ নহে, অন্য সময়ের জপ, অথবা নৈমিত্তিক পূজা বা কাম্য পূজাদির জপ। নিত্য পূজাতে ৮বার মাত্র জপ করিলেও সিদ্ধ হইবে।

স্তব-কবচ পাঠ মুণ্ডমালাতন্ত্রে, রুদ্রযামলে ও শাক্তক্রমে কথিত হইয়াছে যে, অগ্রে স্তব পাঠ করিয়া পশ্চাৎ কবচ ও সর্বশেষে সহস্রনাম পাঠ করিবে। নিরুত্তরতন্ত্রে কালীপূজাস্থলে কথিত হইয়াছে যে, অগ্রে কবচ পাঠ করিয়া পরে.............

স্তব পাঠ করিবে। ভৈরবতন্ত্রেও শ্রীদক্ষিণকালিকা পূজাস্থলে কথিত হইয়াছে, স্তব করিতে করিতে প্রদক্ষিণ করিয়া দন্ডবৎ প্রণাম করিবে। পরে জগন্মঙ্গল নামক কবচ পাঠ করিয়া পশ্চাৎ সহস্রনাম স্তব পাঠ ও কর্পূরাদি স্তব পাঠ করিবে। ইহা দ্বারা সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, সমুদায় দেবতারা পূজাতে অগ্রে স্ত ব পাঠ পূর্ব্বক পশ্চাৎ কবচ পাঠ করিবে। কালীপূজার সময় কবচ পাট করিবার পর স্তব পাঠ করিবে।

কৃতাঞ্জলি হইয়া একাগ্রমনে অনন্যচিত্তে স্তব পাট করিতে হইবে। স্তবের অদ্যান্তে প্রণব যোগ করিবে, স্তবের শেষ শ্লোক দুইবার পাঠ করিবে। মনে মনে স্তব পাট করিলে সিদ্ধ হইবে না। স্তবের প্রতি অক্ষর স্পষ্টরূপে উচ্চারিত হইবে। স্তবপাঠে প্রবৃত্ত হইয়া মধ্যে মধ্যে বিরাম দিতে পারিবে না।

প্রদক্ষিণ। ভগবতীর প্রদক্ষিণ তিন প্রকার। গোলাকার, ত্রিকোণ ও ষট্‌কোণ। কালীকুলামৃততন্ত্রে আছে দক্ষিণ হস্তে বিলোমার্ঘ্য তদভাবে সামান্যার্ঘ্য জল লইয়া বামহস্তে ঘন্টাধ্বনি পূর্ব্বক স্তব করিতে করিতে ভগবতীকে প্রদক্ষিণ করিবে। পরন্তু প্রদক্ষিণের সময় দক্ষিণপার্শ্ব দেবতার দিকে থাকিবে। দেবতাকে বামদিকে রাখিয়া প্রদক্ষিণ করা নিষিদ্ধ। ত্রিকোণ প্রদক্ষিণ করিতে হইলে সাধক যদি উত্তরমুখে পূজা করেন, তাহা হইরে তিনি আসন হইতে অথবা আসনের পশ্চাৎ কোনস্থান হইতে দেবতার বায়ুকোণ পর্য্যন্ত গমণ করিবে। পরে পূর্বমুখ হইয়া ঈশানকোণ পর্য্যন্ত গমন করিতে হইবে। পরে ঈশানকোণ হইতে দক্ষিণ দিক পর্য্যন্ত অর্থাৎ প্রদক্ষিণারম্ভ স্থান পর্য্যন্ত যাইবেন। ইহাই ত্রিকোণাকার প্রদক্ষিণ। ষট্‌কোণ প্রদক্ষিণ করিতে হইলে, সাধক দেবতার অগ্নিকোণে গিয়া সেই স্থান হইতে প্রদক্ষিণ আরম্ভ করিবেন। প্রথমতঃ অগ্নিকোণ হইতে পশ্চিমমুখ হইয়া নৈর্ঋতকোণ পর্যন্ত যাইবেন। পরে ঐ নৈর্ঋতকোণ হইতে উত্তর পর্য্যন্ত এবং উত্তর হইতে অগ্নিকোণ পর্য্যন্ত আসিয়া পরে পুনর্ব্বার ত্রিকোণ প্রদক্ষিণের ন্যায় দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া বায়ুকোণ পর্য্যন্ত, বায়ুকোণ হইতে ঈশানকোণ পর্য্যন্ত এবং ইশানকোণ হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত গমন করিলে একবার ষট্‌কোণ প্রদক্ষিণ হইবে।

কালীকুলামৃতে কথিত হইয়াছে ভগবতীর একবার, সূর্য্যের সাতবার, গণেশের তিনবার বিষ্ণুর চারিবার, শিবের অর্ধচন্দ্রাকারে একবার প্রদক্ষিণ করা কর্ত্তব্য। পরন্তু ত্রিকোণ ও ষট্‌কোণ প্রদক্ষিণ ভগবতীর পক্ষেই বিধেয়। অন্যদেবতার পক্ষে বিধেয় নহে। প্রদক্ষিণে যে সংখ্যা দেওয়া হইল, ইহা নিত্য পূজার নমস্কারাঙ্গ-প্রদক্ষিণ স্থলে। কাম্যবিষয়ে অধিক প্রদক্ষিণেরও বিধি আছে। অনন্তর (বীজ) ইদং পরাঙ্মুখার্ঘ্যং (এষ অর্ঘ্যঃ) শ্রী দক্ষিণকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ স্বাহা............

প্রণামমন্ত্রো যথা - শ্রীঅমৎসুরাসুরারাধ্য-চরণাম্বুরুহদ্বয়াম্। চরাচর-জগদ্ধাত্রীং কালিকাং প্রণমাম্যহম্ ॥

ততঃ বামহস্তেন ঘন্টাং বাদয়ন্ দক্ষিণহস্তেন সামান্যার্ঘ্যজলং গৃহীত্বা ইতঃ পূর্ব্বং ইত্যাদি (১৪৬ পৃ, ২২ পং) মন্ত্রেণ দেব্যাঃ সম্মুখে ত্রির্ভ্রাময়িত্বা দেবীচরণারবিন্দে সমর্পয়েৎ ইতি আত্মসমর্পণম্ । (৮৪) ।........

এই মন্ত্রে দেবতার মস্তকে সেই হস্তস্থিত অর্ঘ্য সমর্পণ করিবে ও অষ্টাঙ্গে প্রণাম করিবে। যদি বিলোমার্ঘ্য স্থাপিত না হয়, তাহা হইলে সামান্যার্ঘ্যজলেই সেই কার্য্য সম্পন্ন হইবে। যদি কেহ প্রদক্ষিণ করিতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে প্রণাম মাত্র করিবেন।

বারাহীতন্ত্রে কথিত হইয়াছে, পূজার অগ্রে, উপাচার দানের পর এবং জপের অন্তে, এই তিন সময় সামান্যরূপ প্রণাম করিয়া পূজা সমাপ্তির পর অষ্টাঙ্গে প্রণাম করিবে। অষ্টাঙ্গ-প্রণামের লক্ষণ সনৎকুমারতন্ত্রে কথিত হইয়াছে যথা, পদযুগল, করযুগল, জানুযুগল, বক্ষস্থল, মস্তক, চক্ষু, বাক্য ও মন, এতৎসহযোগে যে প্রণাম, তাহার নাম অষ্টাঙ্গ প্রণাম। জানুদ্বয়, হস্তদ্বয় ও মস্তক ভূমিষ্ট করিয়া যে প্রণাম, তাহার নাম পঞ্চাঙ্গ প্রণাম। শাক্তানন্দতরঙ্গিণীতে কথিত হইয়াছে, পদদ্বয়, জানুদ্বয়, হস্তদ্বয়, ভূপাতিত করিয়া, বক্ষস্থল ও মস্তক দ্বারা যে প্রণাম তাহাকে পঞ্চাঙ্গ প্রণাম বলা যায়। যোগিনীতন্ত্রে কথিত হইয়াছে, প্রণাম করিবার সময় কোন আধারে, আসনে বা হস্তে মস্তক নিক্ষেপ করিতে হইবে, ভূমিতে মস্তক নিক্ষেপ করিলে দেবী শাপপ্রদান করেন। দেবীর সম্মুখে সম্মুখীন হইয়া অষ্টাঙ্গে বা পঞ্চাঙ্গে প্রণাম করা বিধেয় নহে। শরীরের দক্ষিণাংশ প্রদর্শন পূর্বক তাদৃশ প্রণাম করাই প্রশস্ত। ৬৪ পৃঃ দ্রঃ।

পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রার্থনা করিবে যে, যদ্দত্তং ভক্তিভাবেন পত্রং পুষ্পং ফলং জলম্। আবেদিতঞ্চ নৈবেদ্যং তদ্গৃহাণানুকম্পয়া॥ ভক্তিহীনং ক্রিয়াহীনং মন্ত্রহীনং যদচিতম্॥ ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা পরিপূর্ণং তদস্তু মে॥ কর্মণা মনসা বাচা ত্বত্তো নান্যা গতির্ম্মম। অন্তশ্চারেণ ভূতানাং দ্রষ্টী ত্বং পরমেশ্বরি ॥ মাতর্যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্। তেষু তেষ্বচ্যুতা ভক্তিরব্যয়াস্তু সদা ত্বয়ি ॥

(৮৪) ঘট প্রভৃতির পূজা করিতে হইলে এই সময় বিসর্জ্জন করিতে

অথ ঐশান্যাম্ অধোমুখত্রিকোণমণ্ডলং কৃত্বা 'ঐঁ হ্রীঁ ক্লীঁ সৌঃ ঐঁ জ্যোষ্ঠমাতঙ্গি নমামি উচ্চিষ্টচাণ্ডালিনি ত্রৈলোক্যবশঙ্করি স্বাহা, ইদং নির্ম্মাল্য-পুষ্পাদিকং উচ্ছিষ্টচাণ্ডালিন্যৈ নমঃ' ইতি মন্ত্রেণ নির্মাল্যং পুষ্পং জলং কিঞ্চিৎ নৈবেদ্যমপি মণ্ডলোপরি দদ্যাৎ। (৮৫) (মূল সংস্কৃতাংশের অনুবাদ ১৫৬ পৃষ্ঠায় দ্রঃ)

হইবে। প্রথমতঃ কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে হইবে ওঁ আবাহনং ন জানামি ন জানামি বিসর্জ্জনম্। পূজাঞ্চৈব ন জানামি ত্বং গতিঃ পরমেশ্বরি ॥ উত্তরে শিখরে দেবি ভূম্যাং পর্ব্বতবাসিনি। ব্রহ্মযোনি-সমুৎপন্নে গচ্ছ দেবি মমান্তরম্ ॥ শ্রীদক্ষিণকালিকে দেবি পূজিতাসি ক্ষমস্ব। এই মন্ত্র পাঠের পর সমুদায় আবরণদেবতাকে (রশ্মিবৃন্দ-দেবতাকে) ভগবতীর অঙ্গে মনে মনে বিলীন ভাবনা করিয়া, সংহারমুদ্রায় নির্মাল্য পুষ্প লইয়া, তাহাতে তেজোময়ী দেবতার অধিষ্ঠান চিন্তাপূর্বক সেই পুষ্প নাসাগ্রে আনিয়া, নিশ্বাস দ্বারা তেজোময়ীকে ব্রহ্মরন্ধ্রে লইয়া গিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে সুষুম্নাপথ দ্বারা সহৃদয়ে আনয়ন পূর্ব্বক মনে মনে পূজা করিয়া, আপনাকে দেবীময় ভাবনা করিবে। পরে কৃতাঞ্জলি পুটে পাঠ করিবে যে, - ওঁ তিষ্ঠ তিষ্ঠ পরে স্থানে স্বস্থানে পরমেশ্বরি। যত্র ব্রহ্মাদয়ঃ সর্বে সুরাস্তিষ্ঠন্তি মে হৃদি ॥

পূজাসঙ্কেত জ্ঞাত না থাকিলে দেবপূজায় যথোক্ত ফল হয় না, এজন্য আমরা স্বতন্ত্রতন্ত্র হইতে পূজাসঙ্কেত প্রকাশ করিতেছি। পূজাসঙ্কেত এই যে, প্রথমতঃ যখন ভগবতীর পূজা করা হয় তখন ভাবনা করিতে হইবে যে, সমুদায় আবরণ দেবতা দেবীর অঙ্গেই বিলীন আছেন। পরে যখন আবরণ পূজা আরম্ভ করা হয়, তখন ভাবনা করিতে হইবে যে, সমুদায় আবরণদেবতা দেবীর অঙ্গ হইতে আবির্ভূত হইয়া যথোক্ত স্থানে অবস্থান করিতেছেন। অনন্তর আবরণ পূজার পরে ভগবতীর বিসর্জনকালে অথবা পূজাবসানে পূনর্ব্বার ভাবনা করিতে হইবে যে, সমুদায় আবরণদেবতা দেবীর অঙ্গে বিলীন হইলেন। সমুদায় দেবতার পূজাতেই এই পূজাসঙ্কেত ব্যবহৃত হওয়া আবশ্যক।

(৮৫) কালীকুলামৃততন্ত্রে ভৈরবতন্ত্রে, শাক্তানন্দতরঙ্গিণীতে, ভৈরবীতন্ত্রে রামার্চনচন্দ্রিকাতে ও মন্ত্রমহোদধিতে কথিত হইয়াছে শক্তিপূজায় নির্ম্মাল্য,.................

দ্বারা উচ্ছিষ্টচাণ্ডালিনীর পূজা কিরবে। তন্ত্রসারকার মীমাংসা করিয়াছেন শক্তি পূজায় শেষিকার পূজা কিরবে এবং দক্ষিণকালিকাদির পূজায় উচ্ছিষ্ট চাণ্ডালিনীর পূজা করিবে। শ্যামার্চ্চনচন্দ্রিকা, গন্ধর্ব্বতন্ত্র, যামল, প্রভৃতিতে কথিত হইয়াছে শক্তিপূজায় নির্ম্মাল্যবাসিনীর পূজা করিবে। মেরুতন্ত্রে পঞ্চায়তনী পূজাস্থালে কথিত হইয়াছে, শক্তির পূজার পর নির্মল্য দ্বারা চণ্ডেশ্বরীর পূজা করিবে। পুরশ্চরণচন্দ্রিকায় কথিত হইয়াছে শক্তিপূজার পর ঈশানকোণে ত্রিকোণমণ্ডল করিয়া নির্মাল্যদ্বারা নির্মাল্যবাসিনীর পূজার পর তাঁহার বামদিকে উচ্ছিষ্টচাণ্ডালিনীর পূজা করিবে। এস্থলে মীমাংসা হইতেছে যে তন্ত্রসারকার যে প্রমাণ দেখিয়া মীমাংসা করিয়াছেন যে শক্তিবিষয়ে শেষিকার পূজা করিবে এবং কালী প্রভৃতির বিষয়ে উচ্ছিষ্টচাণ্ডালিনীর পূজা করিবে সেই প্রমাণ পাঠ করিলে কেবল উচ্ছিষ্টচাণ্ডালিনীর পূজাই প্রতীয়মান হয়। তাহাতে যে শেষিকা শব্দটি আছে, তাহা উচ্ছিষ্টচাণ্ডালিনীর বিশেষণ মাত্র। মেরুতন্ত্রে যে চণ্ডেশ্বরীর পূজার কথা হইয়াছে তাহা পঞ্চায়তনী দীক্ষা বিষয়ে, অন্যত্র নহে। পুরশ্চরণচন্দ্রিকাতে যে নির্ম্মাল্যবাসিনী ও উচ্ছিষ্টচাণ্ডালিনী এই উভয়ের পূজা কথিত হইয়াছে তাহাও যুক্তিসঙ্গত নহে। যদি কেবল.একমাত্র উচ্ছিষ্টচাণ্ডালিনীর পূজা করা হয়, তাহা হইলেও তাহা সিদ্ধ হইবে। কারণ বহুতন্ত্রেই একমাত্র উচ্ছিষ্টচাণ্ডালিনীর পূজাই দৃষ্ট হইয়াছে। ফলতঃ উচ্ছিষ্টচাণ্ডলিনী ও নির্ম্মাল্যবাসিনী পৃথক্ মূর্ত্তি নহেন, নামমাত্রে কেবল ভেদ। গন্ধর্ব্বতন্ত্রে অষ্টাদশপটলে কথিত হইয়াছে, যিনি নির্ম্মাল্যবাসিনী তিনিই শেষিকা, তিনিই উচ্ছিষ্টমাতঙ্গী এবং তিনিই উচ্ছিষ্টচাণ্ডালিনী। ঐ গন্ধর্ব্বতন্ত্রে উনবিংশ পটলে কথিত হইয়াছে যে নির্মাল্যবাসিনী, শেষিকা, উচ্ছিষ্টমাতঙ্গী এবং উচ্ছিষ্টচাণ্ডালিনীর একই ধ্যান এবং একই মন্ত্র। সুতরাং ইহারা একই দেবতা নাম মাত্র ভেদ। গন্ধর্বতন্ত্র দৃষ্ট হইলে, এই বিষয়ে কোন তন্ত্রের সহিত কোন তন্ত্রের বিরোধ লক্ষিত হয় না। অতএব সাধকগণ নানাতন্ত্রে নানা প্রকার মত দর্শনে ভ্রান্ত না হইয়া, কেবল উচ্ছিষ্টচাণ্ডালিনীর পূজা করিবেন। পরন্তু নির্ম্মাল্যবাসিনী প্রভৃতি যে কোন নামে পূজা কিরলে দোষ হইবে না। ইহাদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, মেরুতন্ত্রের চণ্ডেশ্বরীও উচ্ছিষ্টচাণ্ডালিনরি নামান্তর মাত্র। উচ্ছিষ্টচাণ্ডালিনীর বীজ মূলে দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার পূজামন্ত্র গন্ধর্বতন্ত্রে কথিত হইয়াছে যথা, - লেহ্যচোষ্যান্নপানাদি তাম্বুলমনুলেপনম্। নির্মাল্যং ভোজনং তুভ্যং দদামি শ্রীশিবাজ্ঞয়া ॥ এই মন্ত্র পাঠের পর বীজ উচ্চারণ পূর্বক নির্ম্মাল্যপুষ্পাদিদ্বারা পূজা করিবে। উচ্ছিষ্টচাণ্ডালিনীর ধ্যানঃ শবোপরিসমাসীনাং রক্তাম্বর.............

পরিচ্ছদাম্। রক্তালঙ্কার সংযুক্তাং গুঞ্জাহার বিভূষিতাম্। ষোড়শাব্দাঞ্চযুবতীং পীনোন্নত পয়োধরাম্। কপালকর্ত্তৃকাহস্তাং পরমজ্যোতিরূপিনীম্। বামদক্ষিণ যোগেন ধ্যায়েন্মন্ত্রবিদুত্তমঃ। (মহাকাল সংহিতায় আর একটি অতিরিক্ত ছত্রের উল্লেখ আছে - যথা ঈষদ্ধাস্য সমাযুক্তাং নীলমেঘ সমপ্রভাম্।)

মন্ত্রমহোদধিতে কথিত হইয়াছে যে, দিবসের মধ্যে তিনবার পূজা করিবে। যিনি ত্রিকালীন পূজায় অসমর্থ, তিনি প্রতিদিন দুইবার অথবা একবার পূজা করিবেন। সংক্রান্তি প্রভৃতি পর্বদিবসে বিশেষরূপে পূজা করা কর্ত্তব্য। দশোপচার বা পঞ্চোপচারে নিত্যপূজা করিতে হইবে। যিনি তাহাতে অসমর্থ হইবেন, তিনি যথাসাধ্য পুষ্পাদিচয়ন বা পূজার আয়োজন করিয়া দিবেন। যিনি তাহাতেও অসমর্থ, তিনি একাগ্রমনে অন্যের পূজা দর্শন করিবেন।

অসমর্থ পক্ষে পাঁচপ্রকার পূজার বিধান আছে। যথা,-সাধনাভাবিনী, ত্রাসী, দৌর্ব্বোধী, সৌতকী ও আতুরী। যদি পূজাদ্রব্যের অভাব হয়, তাহা হইলে কেবল জলদ্বারা অথবা মনে মনে পূজা করিবে। ইহারই না সাধনাভাবিনী পূজা। যদি কোন ভয়ের সময় উপস্থিত হয়, তাহা হইলে যথালব্ধ উপচারে অথবা মনে মনে পূজা করিলে, সম্পুর্ণ সিদ্ধি লাভ হইবে। ইহার নাম ত্রাসীপূজা। বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রী ও মূর্খেতে যে পূজা করে তাহার নাম দৌর্ব্বোধী পূজা। তাহাদের যেরূপ জ্ঞান সেইরূপই পূজা করিবে। অশৌচ উপস্থিত হইলে স্নানপূর্বক মনে মনে সন্ধ্যা করিয়া মনে মনে দেবতার অর্চ্চনা করিবে। ইহার নাম সৌতকী পূজা। পরন্তু নিস্কাম হইলে পূর্বের ন্যায় বাহ্যপূজাদি সমুদায় করিবে।(এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে কালী, তারা বা ত্রিপুরার উপাসক ব্যক্তি সমুদায় বাহ্যপূজা ও জপ করিবেন সন্ধ্যা করিতে পারিবেন না। গায়ত্রীজপেই সন্ধ্যার কার্য্য হইবে।)পরন্তু যাঁহারা অভিষিক্ত তাঁহাদের কোন অশৌচ নাই। সুতরাং সন্ধ্যা বা পূজা রহিত হইবে না। পীড়িত ব্যক্তি স্নান বা পূজা কিছুই করিবে না। দেবীমূর্ত্তি বা সূর্য্যমন্ডল দর্শন করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক একটি পুষ্প নিক্ষেপ করিবে। ইহারই নাম আতুরী পূজা। ঐ রুগ্ন ব্যক্তির রোগ আরোগ্য হইলে গুরু বা ব্রাহ্মণের পূজা করিয়া প্রার্থনা করিবে যে, আশীর্বাদ করুন আমার যেন পূজাবিচ্ছেদ জনিত দোষ না হয়। পরে আশীর্ব্বাদ লইয়া পূর্বের ন্যায় দেবতার পূজা করিবে। স্বয়ং সমুদায় আয়োজন করিয়া পূজা করিলে সম্পূর্ণ ফল হয়। অন্য কর্ত্তৃক দত্ত দ্রব্যে অথবা অন্যের আয়োজনে করিলে অর্দ্ধফল হয়।

তন্ত্ররাজে কথিত হইয়াছে যদি স্নান সন্ধ্যা ও পূজা (একদিন) না হয়, তাহা হইলে ১০৮ মূলমন্ত্র জপ করিবে। গৌতমীয়তন্ত্রে কথিত হইয়াছে, যদি ঘটনাক্রমে নিত্যকর্ম (দুইদিন বা বহুদিন) না হয়, তাহা হইলে তাহার প্রয়শ্চিত্ত............

জন্য ১০০৮ মূলমন্ত্র জপ করিবে। উত্তরতন্ত্রে কথিত হইয়াছে প্রবাসগত হইলে দুর্গস্থ হইলে, স্থান প্রাপ্ত না হইলে; জলপ্লাবন হইলে, কারাগারে বদ্ধ হইলে ইস্টদেবতার প্রতি সম্পূর্ণ মন নিবিষ্ট হইলে, সিংহব্যাঘ্রাদি-সমাকুল স্থানস্থ হইলে অথবা শত্রু কর্তৃক দেশ আক্রান্ত হইলে, সন্ধ্যা জপ ও পূজাদি সমুদায়ই মনে মনে করিবে।

মূল সংস্কৃত অংশের তাৎপর্য্য। পূর্ব্বোক্ত সাধারণপদ্ধতি অনুসারে (সামান্যকান্ড) বর্ণন্যাস, এবং গুরু, শিব, নারায়ণ ও উপস্থিত অন্যান্য দেবতাদি পূজার পরে হৃদয়ে মৃগমুদ্রায়ওঁ হ্রীঁ পীঠদেবতাভ্যো নমঃ, ওঁ হ্রীঁ পীঠশক্তিভ্যো নমঃ বলিবেন। (পীঠদেবতা ও শক্তিগণের নাম (৬৪) এবং (৬৫) টীকায় দ্রঃ। অনন্তর দেবীর ঋষ্যাদিন্যাস - (বীজ) অস্য মন্ত্রস্য ইত্যাদি (১০৭ পৃঃ) পরে করন্যাস, অঙ্গন্যাস, ষোঢ়ান্যাস, বীজন্যাস প্রভৃতি (মূলে স্পষ্টভাবেই লিখিত হইয়াছে) করিয়া ব্যাপক ন্যাস করিবে। প্রণবপুটিত মূলমন্ত্র (অর্থাৎ (ওঁ মূল ওঁ) দ্বারা মাথা হইতে পা, পা হইতে মাথা, এবং নাভি হইতে হৃদয় পর্যন্ত দুইহাতে মার্জন (বুলাইলে) করিলে, একবার ব্যাপকন্যাস হয়। এই রকম যথাশক্তি তিনবার অথবা পাঁচবার করিবে। অনন্তর খড়গমুদ্রা, মুন্ডমুদ্রা, বরমুদ্রা, অভয়মুদ্রা এবং লেলিহামুদ্রা প্রদর্শন করিয়া কূর্মমুদ্রায় ফুল গ্রহণ করিয়া ধ্যান পাঠ করিবে। ১০৯ পৃঃ মূলে উক্ত দেবীর ধ্যানের অর্থ - (শবরূঢ়াং ইত্যাদি) দেবী শবরূপ শিবের উপর অবস্থিতা ভীষণাকৃতি, দন্তশ্রেণী ভয়ঙ্কর, বরপ্রদা, হাস্যযুক্তা, ত্রিনয়না, মুক্তকেশী, জিহ্বা বাহির হইয়া আছে, রুধির পানে রত, চারহাতে কপাল, কর্তৃকা, বর এবং অভয় এইভাবে দেবীকে চিন্তা করিবেন। করালবদনাং ঘোরাং ইত্যাদি ১১০ পৃঃ (৬৮) টীকা ধ্যানের অর্থ - দেবী করালবদনা, ভয়ঙ্করী, মুক্তকেশী চতুর্ব্বাহুযুক্তা, গলদেশে মুন্ডমালা বাম অধো হস্তে সদ্যশ্চিন্ন মুন্ড এবং উদ্ধহস্তে খড়্গ এবং দক্ষিণ উর্দ্ধহস্তে অভয় এবং অধোহস্তে বরমুদ্রা মহামেঘপ্রভাযুক্ত শ্যামাবর্ণা এবং দিগম্বরী। গলদেশে মুন্ডমালার রক্তে সর্বশরীর রঞ্জিত। কর্ণদ্বয়ে দুইটি শব (মতান্তরে শর বা বাণ) আভরণরূপে শোভিত। করালবদনা ও ভীষণ দন্তশ্রেণী। পয়োধর পীন ও উন্নত। কটীদেশে কঞ্চিমেখলারূপে শবের হস্তশ্রেণী। হাস্যমুখী, ওষ্ঠাধরের প্রান্তদেশ হইতে গলিত রুধিরধারা দ্বারা মুখমন্ডল সমুজ্জ্বল। তাঁহার রব অতি গম্ভীর, শ্মশান তাঁহার আলয়। তিনি ত্রিনেত্রা প্রাতঃকালীন সূর্য্যের ন্যায় লোহিত এবং উজ্জ্বল নেত্র। দন্তশ্রেণী উন্নত। দক্ষিণাভিমুখী লম্বমান অগুলফ মুক্তকেশ-রাজি। শবরূপমহাদেবের উপর অবস্থিতা, এবং চতুর্দিকে শিবাগণ বিকট শব্দ করিতেছে। মহাকালের.................

সহিত বিপরীতরতাতুরা। হাস্যযুক্তা এবং সুখপ্রসন্ন বদন। এইভাবে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ প্রভৃতি সকলসিদ্ধিদায়িনী দক্ষিণকালিকা দেবীর ধ্যান করিবে। (সাধক গুরুদেবের অনুমতি লইয়া এই ধ্যান করিবেন।)

পরে সেই কূর্ম্মমুদ্রাস্থ পুষ্প নিজমস্তকে স্থাপন করিয়া সোজা হইয়া বসিয়া নিজক্রোড়ে নাভির সমীপে ডানহাতের উপর বাঁ হাত উভয় হাত চিত করিয়া (৪ পৃঃ টীকা দ্রঃ) যথাশক্তি মানস উপচারে পূজা করিবেন। বিস্তৃত মানস পূজা (৬৯) টীকা দেখুন। অন্যপ্রকার মানসপূজা ৬২ পৃঃ গুরুপূজাস্থলে দেখুন।

অনন্তর দানার্য্য স্থাপন করিবেন যথা - নিজের বামদিকে মৎস্য মুদ্রায় চন্দনজলদ্বারা প্রথমে হূঁ তাহার বাইরে (বেষ্টন করিয়া) অধোমুখ ত্রিকোণ তাহার উপর বৃত্ত এবং তাহার চারিদিকে চতুর্ভূজ (হূঁ গর্ভ-অধোমুখ ত্রিকোণ বৃত্ত চতুরস্রমন্ডল) আঁকিয়া সামান্যার্ঘ্য জলের দ্বারা প্রোক্ষণ করিয়া হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে আধারশক্তয়ে নমঃ এই মন্ত্রে গন্ধপুষ্পদ্বারা পূজা করিয়া তাহার উপর ত্রিপাদিকা অথবা অন্যাকান আধার রাখিয়া হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে মং বহ্নিমন্ডলায় নমঃ মন্ত্রে গন্ধপুষ্পদ্বারা সেই ত্রিপাদিকা বা আধার পূজা করিয়া ফট্ এই মন্ত্রে - সোনা, রূপা, তামা বা মাটির দ্বারা তৈয়ারী অথবা শঙ্খময় অর্ঘ্যপাত্র 'ফট্' এই মন্ত্রে ধুইয়া হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে অং অর্কমন্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ এই মন্ত্রে পূর্ব্ববৎ পূজা করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে তিনভাগ জলদ্বারা পূর্ণ করিয়া গন্ধপুষ্প চাল দূর্বা বিল্বপত্রাদি তাহাতে রাখিয়া হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে উং সোমমন্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ,' বলিয়া অর্ঘ্যজল পূজা করিয়া ক্রোঁ গঙ্গে চ ইত্যাদি (৩৭ পৃঃ) মন্ত্রে অঙ্কুশমুদ্রায় সূর্য্যমন্ডল হইতে তীর্থ আবাহন করিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া 'বষট্' মন্ত্রে গ্যালনী মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে দেব্যা ষড়ঙ্গদেবতাভ্যো নমঃ মন্ত্রে পূজা করিয়া শ্রীদক্ষিণকালিকে দেবি ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইত্যাদি মন্ত্রে (১১৬ পৃঃ) আবাহনী প্রভৃতি পঞ্চমুদ্রায় আবাহন করিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা দেবীর পূজা করিয়া, সেই অর্ঘ্য মৎস্যমুদ্রায় আচ্ছাদন করিয়া মূলমন্ত্র দশবার জপ করিয়া 'ফট্' এই মন্ত্রে - উর্ধ্বক্রমে তিনবার তালি দিবে। পরে ধনু, যোনি এবং পরমীকরণ মুদ্রা দেখাইয়া-সেইজল কিঞ্চিৎ প্রোক্ষণীপাত্রে দিয়া মূলমন্ত্রে নিজেকে এবং পূজা দ্রব্যাদি অভ্যুক্ষণ বা জলের ছিটা দিবে। (এই দানার্ঘ্য, কাম্য বা বিশেষ নৈমিত্তিক পূজার জন্য, নিত্যপূজায় ইহা অনাবশ্যক।) অনন্তর মূল দেখিয়া পীঠদেবতা এবং পীঠশক্তির পূজা করিবেন। যাঁহারা.................

পূর্ণাভিষিক্ত বা অধিকারী তাঁহারা এই সময়ে রহস্যপূজা বা বিশেষ পূজা আরম্ভ করিবেন।

অনন্তর পুনরায় করন্যাস এবং অঙ্গন্যাস করিয়া কূর্ম্মমুদ্রায় রক্তকুসুমাদি গ্রহণ করিয়া পুনরায় ধ্যান ও মানসপূজা করিয়া কুল কুণ্ডলিনীকে মূলাধার হইতে ব্রহ্মপথে সহস্রারে পরমশিবের সহিত সংযুক্ত চিন্তা করিয়া - তাঁহাকে হৃদয়স্থ অনাহতের নীচে অষ্টদল পদ্মে মূলমন্ত্রদ্বারা ইষ্টদেবীর সহিত যুক্ত এবং একীভূত চিন্তা করিয়া 'যং' এই বায়ুবীজ বলিয়া বাম-নাসিকা নিশ্বাসদ্বারা নিজের হৃদয় হইতে ইষ্টদেবীকে আনিয়া এক প্রদীপ হইতে অন্য দীপ জ্বালিবার মত পূর্ব্বোক্ত কূর্মমুদ্রাস্থ কুসুমাঞ্জলির উপর স্থাপন করিয়া ঐ বদ্ধকূর্ম্মমুদ্রা অবস্থাতেই সেই পুষ্পাঞ্জলি যন্ত্রের ঘটের বা প্রতিমার মস্তকে স্থাপন করিবেন। (বিহিত পূজাধার (৭৩) টীকা দ্রঃ।) অপ্রতিষ্টিত যন্ত্র ঘট অথবা প্রতিমাতে এই সময় প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। প্রাণপ্রতিষ্ঠার মন্ত্র, অর্থ এবং বিধি (৭৭) টীকাতে দেখুন। অনন্তর পরমীকরণমুদ্রা প্রদর্শনান্তে মূলমন্ত্রে দেবতাকে তিনবার অভ্যুক্ষণ। নিত্যপূজায় দশ অথবা পঞ্চোপচারে পূজা করিবেন। দশোপচার পূজা বিধি ১২১ পৃঃ মূলে স্পষ্টভাবেই দেওয়া হইয়াছে। বিশেষ বা কাম্য পূজায় ষোড়শোপচারে পূজা বিধি (৭৮) টীকায় বাংলাতেই দেওয়া আছে। দেবকে তর্পণের নিয়ম ১৩৫ পৃঃ টীকা দ্রঃ।

পরে দেবীকে পাঁচ অথবা একটি পুষ্পাঞ্জলি দিয়া যোনিমুদ্রা দেখাইয়া প্রার্থনা করিবে-দেবি - আজ্ঞাকর আপনার পরিবারবর্গকে পূজা করি। দেবী আজ্ঞা দিয়াছেন এইরূপ কল্পনা করিয়া - ওঁ এতেগন্ধপুষ্পে শ্রীদক্ষিণাকালিকা ষড়ঙ্গদেবতা শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ইত্যাদিক্রমে ১৩৪ পৃঃ মূল দেখিয়া গন্ধপুষ্পদ্বারা পূজা করিবেন। অথবা একত্রে 'ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে দক্ষিণকালিকাবরণদেবতা শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। পরে তর্পণের নিয়মানুযায়ী (৬৪ পৃঃ) দক্ষিণকালিকাদেবী। আবরণদেবতা-শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ।' মন্ত্রে তর্পণ করিবে। প্রত্যেক আবরণ দেবতার পৃথক তর্পণকালে স্ত্রীদেবতার স্থলে, শেষে 'স্বাহা' এবং পুংদেবতা স্থলে 'নমঃ' বলিবেন। আবরণদেবতাগণের পৃথক ধ্যান, পূজা, দিক্‌নির্ণয় প্রভৃতি (৭৯) এবং (৮০) টীকায় দেখুন।

অনন্তর দেবীর দক্ষিণে মহাকাল ভৈরবের দশ, পঞ্চ অথবা কেবল গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন। ধ্যান মন্ত্র এবং পূজাপ্রকার ১৩৯ পৃঃ দ্রঃ। ধ্যানের তাৎপর্য্যদেবীর দক্ষিণে ধূম্রবর্ণ মহাকালের পূজা কিরবেন। তিনি দণ্ড ও খট্বাঙ্গধারী দীর্ঘদন্তগুলিদ্বারা ভীষণ মুখ, তিনি শিশু তাঁহার কটীদেশে ব্যাঘ্রচর্ম্ম। তিনি স্থুলো ....

দর ও রক্তবস্ত্র পরিহিত। তিনি ত্রিনেত্র উর্দ্ধকেশ ও মুন্ডমালা বিভূষিত, জটায় চন্দ্রখন্ড শোভিত, উগ্রস্বভাব ও উজ্জ্বলকান্তি।

পরে দশ, বা পঞ্চ, উপচারে অথবা শুধু পুষ্পাঞ্জলি দ্বারা আবরণ দেবতা এবং ভৈরবের সহিত দেবীর পূজা করিয়া তর্পণ করিবেন। ইহার পর সামর্থানুযায়ী দেবীকে ভোগ অথবা অন্ন নিবেদন করিবেন। (৮১) টকি দ্রঃ। পরে পুনরায় (আবরণ এবং ভৈরব সহিত) দেবীর মস্তকে, হৃদয়ে, মূলাধারে, পাদপদ্মে এবং সর্বাঙ্গে পাঁচটি পুষ্পাঞ্জলি দিয়া সমর্থ হইলে, বলিদান, নীরাজন হোম প্রভৃতি সম্পাদন করিবেন। বলিপ্রদান এবং নীরাজন (৮১) টীকা দ্রষ্টব্য নিত্য হোম মূলে ১৪৩ পৃষ্ঠায় এবং সংক্ষেপ হোম (৮২) টীকায় দেখুন।

অনন্তর কুল্লুকা, সেতু, মহাসেতু, মুখশোধন, মনন্ত্রার্থভাবনা, মন্ত্রচৈতন্য, যোনিমুদ্রা প্রভৃতি সম্পাদন করিয়া যথাশক্তি মন্ত্রজপ করিবেন। জপের পর পুনরায় কুল্লুকা, সেতু, মহাসেতু, অশৌচভঙ্গ প্রভৃতির পর গুহ্যাতি ইত্যাদি মন্ত্রে দেবীর বাম অধোহস্তে জপ সমর্পণ করিবেন। এই কুল্লুকা, সেতু প্রভৃতির প্রণালী এই পুস্তকে জপরহস্য অধ্যায়ে বিশদভাবে বর্ণিত আছে। জপ সমর্পণের বিষেষ নিয়ম (৮৩) টীকা দেখুন।

অনন্তর 'শ্রীমৎ সুরাসুরারাধ্য... ইত্যাদি ১৫২ পৃঃ প্রণাম মন্ত্রে দেবীকে প্রণাম করিবেন। প্রণাম মন্ত্রের অর্থ - দেবি! তুমি চরাচর জগতের পালন কর্ত্রী এবং ধাত্রী। দেবতা, অসুর প্রভৃতি সকলেই সংসারার্ণবের তরণী স্বরূপ তোমার চরণ কমলদ্বয় প্রার্থণা এবং আরাধনা করেন। "যদ্দত্তং ভক্তিভাবেন..." ইত্যাদি ১৫২ পৃঃ টীকার প্রার্থনা মন্ত্রের তাৎপর্য্য - পত্র, পুষ্প, ফল জল প্রভৃতি যাহা কিছু ভক্তিভাবে অর্পণ করিয়াছি - তাহা কৃপা করিয়া গ্রহণ কর। ভক্তিহীন, ক্রিয়াহীন মন্ত্রহীন অবস্থায় আমি যাহা অর্চ্চনা করিয়াছি, তাহাও যেন পূর্ণ হয়। মনে প্রাণে কার্য্যে বাক্যে তুমি ছাড়া আমার আর কোন গতি নাই, অন্তর্য্যামী তুমি এ কথা নিশ্চয় অবগত আছ। মাগো - জন্মজন্মান্তরে আমি যেখানেই যাই যেন তোমার প্রতি একনিষ্ঠ হতে পারি এবং পতিত না হই. তোমার প্রতি আমার ভক্তি যেন অচলা থাকে।

অনন্তর বামহস্তে ঘন্টা বাজাইতে বাজাইতে সামান্যার্ঘ্য জল সহিত সামান্যার্ঘ্য (পূর্ব্বে স্থাপিত) পত্রপুষ্পাদি গ্রহণ করিয়া ইতঃ পূর্ব্বং ইত্যাদি (১৪৬ পৃঃ) মন্ত্রে দেবীর সম্মুখে তিনবার ভ্রামিত করিয়া দেবরি চরণ কমলে অর্পণ করিবে। ইতঃ পূর্ব্বং ইত্যাদি ১৪৬পৃঃ মন্ত্রের অর্থ - এই কার্য্যের পূর্বে আমার প্রাণ, বুদ্ধি, ...

দেহের প্রয়োজনে, জাগরণ, নিদ্রা স্বপ্ন, তন্দ্রা প্রবৃতি সকল অবস্থায়, বাক্য, মন, কর্মদ্বারা, হাত, পা, উদর এবং সমুদায় ইন্দ্রিয় বৃত্তিদ্বারা, যা করেছি, যা ভেবেছি তাহার সমস্তই ব্রহ্মতে অর্পিত হইয়া ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে নিঃশেষ হইয়া যাক্। আমাকে এবং আমার বলিতে আর সমস্ত যা কিছু সবই শ্রীমৎ দক্ষিণকালিকা দেবীর চরণে সমর্পণ করিতেছি।

পরে সংহার মুদ্রায় নির্মাল্য পুষ্প গ্রহণ করিয়া তাহাতে তেজোময়ী দেবীর অধিষ্ঠান চিন্তা করিয়া সেই পুষ্প নাসাগ্রে আনিয়া নিশ্বাসদ্বারা তেজোময়ীকে ব্রহ্মরন্ধ্রে লইয়া গিয়া স্ব হৃদয়ে পুনরায় আনয়ন এবং স্থাপন করিয়া নিজেকে দেবীময় চিন্তা করিয়া জোড়হস্তে পাট করিবে "ওঁ তিষ্ঠ তিষ্ঠ পরে স্থানে ইত্যাদি ১৫৩ পৃঃ (৮৪) টীকা। অর্থাৎ ব্রহ্মাদি সকল দেবতা যেখানে আমার হৃদয়ে সর্ব্বদা বিরাজিত আছেন, সেই স্ব-স্থানে তুমি অবস্থান কর।

অতঃপর ঈশান দিকে অধোমুখ ত্রিকোণ আঁকিয়া ঐঁ হ্রীঁ ইত্যাদি (১৫৩ পৃঃ) মন্ত্রে নির্মাল্য পুষ্প জল, নৈবেদ্যাদি দ্বারা উচ্ছিষ্ট চাণ্ডালিনীর পূজা করিবেন। (ধ্যান (৮৫) টীকা)। যদি রহস্যপূজা করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে স্তব এবং প্রার্থনা মন্ত্রাদি পাঠের পর (সামান্যার্ঘ্য বা আত্মসমর্পণের পূর্ব্বে) শ্রীপাত্রস্থিত অর্ঘ্য উত্তোলন করিয়া ঘন্টা বাজাইতে বাজাইতে ইতঃ পূর্বং ইত্যাদি (১৪৬ পৃঃ) মন্ত্র এবং শেষে 'জয়' 'জয়' ধ্বনি সহকারে সেই অর্ঘ্য আরতির মত দেবীর সম্মুখে সাত, পাঁচ অথবা তিনবার ঘুরাইয়া দেবীর মস্তকে অর্পণ করিবেন। পরে সামান্যার্ঘ্য দ্বারা ঐ প্রকার ঘন্টা বাজাইতে বাজাইতে ইতঃ পূর্ব্বং ইত্রাদি মন্ত্রে আত্মসমর্পণ প্রভৃতি করিবেন। বিশেষার্ঘ্য দেবীর মস্তকে এবং সামান্যার্ঘ্য দেবীর পায়ে দিতে হয় ইতি কালীপূজা।

তারাপূজা।

তারা এবং অন্যান্য দেবীপূজা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য। কালীকুলে কালীপূজা পদ্ধতি অনুসারে দশমহাবিদ্যা এবং অন্যান্য দেবীপূজা কর্তব্য বলিয়া অনেক তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে। মায়াতন্ত্রে আছে - "কালীবদাচরেৎ বিদ্যাং কালীবৎ পূজয়েৎ সদা। কালীবৎ সাধয়েৎ দেবীং কালীবৎ চিন্তয়েৎ সদা। যা কালী সা মহা দুর্গা যা দুর্গা সৈব তারিণী অভেদেন যজেদ্দেবীং সিদ্ধয়োঽষ্টৌ ভবন্তি হি"। অর্থাৎ কালী, তারা, দুর্গা প্রভৃতিকে অভেদ কল্পনা করিয়া কালীবৎ পূজা সাধনা, আচরণ প্রভৃতি করিলে অষ্টসিদ্ধি লাভ হয়। বিভিন্ন দেবী পূজায় যে সমস্ত পৃথক নিয়ম দৃষ্ট হয় তাহা এই পদ্ধতির মূরে সন্নিবিষ্ট হইল, যাহাদের পক্ষে ইহা কঠিন অথবা অসুবিধাজনক মনে হইবে, তাঁহারা কালীপূজা পদ্ধতি অনুসারে যে কোন দেবীর পূজা করিতে পারেন, তাহাতে কোন প্রকার দোষ হইবে না। তা ছাড়া অন্যান্য সকল দেবীপূজা সম্বন্ধে যাহা কিছু খুঁটিনাটি জ্ঞাতব্য তাহার সমস্তই কালীপূজা টীকায় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, অন্যত্র এগুলি পুনরুল্লিখিত হইল না। সাধক যে দেবীরই পূজা করুন কালীপূজা টীকা ভাল করিয়া পড়িয়া লইবেন। উপচার দানের নিয়মাদি, প্রার্ণনামন্ত্র এবং অন্যান্য সাধারণ বিধি, নিষেধ প্রভৃতি কালীপূজা টীকায় পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে দেওয়া আছে, এবং পূজাদি ব্যাপারের যাবতীয় সম্ভাব্য সংশয়ের মীমাংসা এই সমস্ত টীকাতেই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

এই পদ্ধতিতে পূজা আরম্ভে যে সামান্যকান্ড আছে, তাহা সকল দেবদেবী পূজার পূর্বে অবশ্য করণীয়। তারা পূজা পদ্ধতিতে গুরুপূজা এবং স্তোত্র পাঠ করিয়া পূজা আরম্ভের বিধি দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু শিবপূজা নারায়ণ পূজা প্রভৃতি না করিলে কোন দেবীপূজার অধিকার হয় না, একথা প্রায় সকল তন্ত্রেই উক্ত হইয়াছে। তারার ভূতশুদ্ধি, সামান্যকান্ড এবং মাতৃকান্যাসে কিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট থাকিলেও, এই পুস্তকের সামান্যকান্ড (৩৬) এবং (৩৭) টীকা অনুযায়ী ভূতশুদ্ধি এবং মাতৃকাদির সহিত তারার বিশেষ ভূতশুদ্ধি সম্পাদন করিবেন।.......

উক্ত ভূতশুদ্ধির নিয়ম না জানা থাকিলে কুলকুন্ডলিনী জাগরণ, উত্থাপন, তত্ত্বাদিনিয়ন্ত্রণ, সুষুম্না পথে মূলাধারাদিক্রমে, সহস্রারে উত্থাপন, পুনরায় উক্তপথে আনয়ন স্থাপন, প্রভৃতি সমস্তই অসম্পূর্ণ থাকে। অবশ্য এ সমস্তই গুরুগম্য।

যাঁহাদের মূল দেবী তারা বা ত্রিপুরা তাঁহাদের পক্ষে সন্ধ্যায় অর্ঘ্যদানে এবং তর্পণে কতকগুলি বিষেষ নিয়ম আছে, ত্রি-সন্ধ্যায় ধ্যানও বিভিন্ন। সেগুলি ২৮ এবং ২৯ পৃঃ দেখিয়া লইবেন। নীলসরস্বতীর জলশুদ্ধিও অন্যপ্রকার ২৮, ২৯ পৃঃ দ্রঃ। তারার মন্ত্রাচমন ৩৭ পৃঃ দ্রঃ। তারার পীঠচিন্তা, ধ্যান, ধ্যানরহস্য, ভূতশুদ্ধি প্রভৃতির তাৎপর্য্য তারাপূজার শেষে দেওয়া হইল, পূজা পদ্ধতির অনুবাদ কালীপুজার শেষে এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্যাদি কালীপূজা টীকাতে দেখিবেন।

তারার ধ্যান সম্বন্ধে অনেকেই 'প্রাত্যালীঢ়পদ' অর্থে - বাম পা অগ্রসর বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। অবশ্য ধনুর্ব্বেদ এবং নাট্য শাস্ত্রমতে প্রত্যালীঢ় অর্থে - ডান অথবা বাঁ দুই পা অগ্রসর হইতে পারে, কিন্তু তন্ত্রে - 'প্রত্যালীঢ়' অর্থে স্পষ্টই ডান পা অগ্রসর বলেছেন। গুপ্তসাধন তন্ত্রে - "আলীঢ়ং বাম পাদস্তু প্রত্যালীঢ়স্তু দক্ষিণঃ।" তারাভক্তি সুধার্ণবে প্রত্যালীঢ় অর্থে - "বামো যত্র নিষন্নোরুরন্তরে পূর্ব্বমানতঃ। দক্ষিণং চরণং চাগ্রে পঞ্চতাল প্রসারিতম্। তারারহস্যে এবং তারাতন্ত্রে দেবীর ধ্যানরহস্য বর্ণনায় আছে -"শবহৃদয়স্থিত সঙ্কুচিত দক্ষিণ চরণাং শবপাদদ্বয়স্থিত প্রসারিত বাম চরণাম্, এতেন প্রত্যালীঢ়পদাং- ইত্যাদি। ভাবচূড়ামণিতে শঙ্করাচার্য্যকৃত তারার স্তুতিধ্যানে আছে "শবং দক্ষপাদেন কণ্ঠে নিপীড্য স্থিতাং বামকেনাঙ্ঘ্রিং ইত্যাদি। মন্ত্রচুড়ামণি ধৃত তারার ধ্যানে আছে...শবপাদদ্বয়ারূঢ়াং বামপাদাং মহোন্মুখীম্। পন্ডিত-কুলচুড়ামণি সিদ্ধ সাধক জগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত তারা স্তোতে আছে..."পাদদ্বয়ে বামপাদম্। ক্ষিপন্তীং ভয়াদ্‌ভীতিতো দক্ষপাদং সুসঙ্কোচিতং বক্ষসি স্থাপয়ন্তীম্।" ইত্যাদি বাহূল্য ভয়ে অধিক উল্লেখ করিলাম না-তারা সম্বন্ধে তন্ত্র এবং নিবন্ধকারগণ সর্ব্বত্রই প্রত্যালীঢ় অর্থে দক্ষিণ চরণ অগ্রসর বলিয়াই মত প্রকাশ করিয়াছেন। কেহ কেহ গুপ্তসাধন তন্ত্রের অন্য.একটি বচন উদ্ধৃত করেন - "আলীঢ়পদা বা দেবী প্রত্যালীঢ়া ক্ষণে ক্ষণে" - ইহার দ্বারা 'প্রত্যালীঢ়' পদের অর্থ অন্যরকম হয় না বরঞ্চ দক্ষিণপদ অগ্রসর অর্থ আরও প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশ্র স্ব স্ব সম্প্রদায় অনুসারে সকলেই কার্য্য করিবেন, তবে শাস্ত্র নিরপেক্ষ বিচারে তারাদেবীর দক্ষিণ চরণ অগ্রসর চিন্তা করাই সঙ্গত।..............

অথ তারাপূজা পদ্ধতি ঃ

স্তবং পঠন্ যাগমন্দিরং প্রবিশ্য গুরুং পরদেবতাঞ্চ প্রণম্য 'ওঁ বজ্রোদকে হূঁ ফট্ স্বাহা,' ইতি জলং সংশোধ্য তজ্জলং পাত্রান্তরে সংরক্ষ্য শেষজলেন আসনমভ্যুক্ষ্য তত্র উপবিশ্য 'ওঁ হ্রীঁ বিশুদ্ধি সর্বপাপানি শময়াশেষবিকল্পমপনয় হূঁ' ইতি মন্ত্রেন 'মনসা' হস্তপাদৌ প্রক্ষাল্য 'হ্রীঁ স্বাহা' ইতি ত্রিরাচম্য কামিনীং ধ্যাত্বা (৩৫পৃঃ) কং, ইতি দশধা জপেৎ। মূলেন উর্দ্ধপুন্ড্রং ত্রিপুন্ড্রং তিলকং সিন্দুরটিকাঞ্চ গৃহীত্বা 'ওঁ পবিত্রবজ্রভূমে হূঁ ফট্ স্বাহা' ইতি যোনিমুদ্রয়া ভূমিমভিমন্ত্র্য 'ওঁ রক্ষ রক্ষ হূঁ ফট্ স্বাহা 'ইতি মুষ্টিনিঃসৃত জলেন ভূমিং শোধয়েৎ। ততঃ সূর্য্যার্ঘ্যং দত্ত্বা গুরুপূজাং বিধায় (৬২পৃঃ)। গুরুস্তোত্রং পঠিত্বা (৪ পৃঃ) তর্জন্যাং রজতাঙ্গরীয়কং অনামায়াং স্বর্ণাঙ্গুরীয়কং সন্ধার্য্য মন্ত্রাচমনং কুর্য্যাৎ (৩৭ পৃঃ)। অথ পীঠং চিন্তয়েৎ যতা - 'শ্মশানং তত্র সঞ্চিন্ত্য তত্র কল্পদ্রুমং স্মরেৎ। তন্মূলে মণিপীঠঞ্চ নানামণিবিভূষিতম্॥ নানালঙ্কার-সংযুক্তং মুনিদেবৈর্বিভূষিতম্। শিবাভির্বহুমাংসাস্থি-মোদমানাভিরন্ততঃ॥ চতুর্দ্দিক্ষু শবমুন্ড-চিতাঙ্গারাস্থি সংযুতম্ ॥ তন্মধ্যে ভাবয়েদ্দেবীং যথোক্তধ্যানযোগতঃ ॥" ততঃ সামান্যপূজাপদ্ধতিক্রমেণ আসনাধস্ত্রিকোণমন্ডলরচনাদিনা আসনং সংশোধ্য গুর্ব্বাদিপ্রণামপর্য্যন্তং কৃত্বা (৪২ পৃঃ) পুষ্পশোধনং বিধায় (৪৩ পৃঃ) স্ববামে সামান্যার্ঘ্যং সংস্থাপ্য (৩৬ পৃঃ) দ্বারপূজাং কুর্য্যাৎ যথা, (পূর্ব্বদ্বারি) ওঁ হ্রীঁ গাং গণেশায় নমঃ। (দক্ষিণে) ওঁ হ্রীঁ বাং বটুকায় নমঃ। (পশ্চিমে) ওঁ হ্রীঁ ক্ষাং ক্ষেত্রপালায় নমঃ। (উত্তরে) ওঁ হ্রীঁ যাং যোগিনীভ্যো নমঃ। (নৈর্ঋত্যাং) ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ। ওঁ বাস্তুপুরুষায় নমঃ। সর্বত্র প্রণবাদি-নমোহন্তেন গন্ধপুষ্পাভ্যাম্ অক্ষতেন বা পূজয়েৎ। ততঃ পীঠপূজাং কুর্য্যাৎ যথা, (পীঠমধ্যে) ওঁ শ্মশানায় নমঃ। এবং কল্পবৃক্ষায়। (তন্মূলে) মণিপীঠায়। নানা-.................

লঙ্কারেভ্যঃ। মুনিভ্যঃ। দেবেভ্যঃ। বহুমাংসাস্থিমোদমানশিবাভ্যঃ শবমুন্ডেভ্যঃ। চিতাঙ্গারাস্থিভ্যঃ। (অগ্ন্যাদিপূর্বপর্য্যন্তম্ অষ্টদলেষু ওঁ লক্ষ্ম্যৈ নমঃ। এবং সরস্বত্যৈ। রত্যৈ। প্রীত্যৈ। কীর্ত্তৈ শান্ত্যৈ। পুষ্ট্যৈ। তুষ্ট্যৈ। (মধ্যে) হেসীঃ সদাশিব-মহাপ্রেত পদ্মাসনায় নমঃ। সর্ব্বত্র প্রণবাদিনমোহন্তেন গন্ধপুষ্পাভ্যাম অক্ষতেন বা পূজয়েৎ। ততঃ 'ওঁ মণিধরিবজ্রিণি মহাপ্রতিসরে রক্ষ রক্ষ হুঁ ফট্ স্বাহা' ইতি বস্ত্রাঞ্চলে গ্রন্থিং (শিখাং) বদ্ধা 'ওঁ সর্বাবিঘ্নানুৎসার' হূং ফট্ স্বাহা' ইতি নারাচমুদ্রয়া অক্ষত-প্রক্ষেপেণ, দিব্যদৃষ্ট্যাবলোকনেন ফট্ ইতি মন্ত্রেণ বামপার্ষ্ণিঘাতত্রয়েণ চ দিব্যান্তরীক্ষ-ভৌমান্ বিঘ্নান উৎসার্য্য, ফট্ ইতি উর্দ্ধোর্দ্ধতালত্রয়ং দত্ত্বা ছোটিকাভির্দশদিগ্বন্ধনা কুর্যাৎ। ততঃপূর্ববৎ (৪৩ পৃঃ) গন্ধপুষ্পাভ্যাং করৌ সংশোধ্য আং হ্রূঁ ফট্ স্বাহা ইতি ব্যাপকতয়া কায়বাকচিত্তং শোধয়েৎ। ততঃ অনুলোমবিলোমকৃত-সবিন্দু-মাতৃকাবর্ণপুটিত-বীজমন্ত্র-জপেন অথবা অং, কং, চং, টং, তং, পং যং, শং, ইত্যষ্টবর্গাদ্যষ্টবর্ণপুটিতবীজমন্ত্রজপেন মন্ত্রশুদ্ধিং কুর্য্যাৎ। মূলান্তে ফট্ ইতি মন্ত্রেণ সমস্তপূজাদ্রব্যং সংপ্রোক্ষ্য ধেনুমুদ্রাং দর্শয়েৎ। ইতি দ্রব্যশুদ্ধিঃ।

অথ ভূতশুদ্ধিং কুর্য্যাৎ যথা, - স্বঙ্কে উত্তানৌ করৌ কৃত্বা হংসঃ ইতি মন্ত্রেণ কুলকুন্ডলিনীং জীবাত্মানং বৈলোম্যেন চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বানি চ সুষুম্নাবর্ত্মনা শিরোহবস্থিতপরমাত্মনি পরমশিবে সংযোজ্য 'হ্রীঁ-কারং রক্তবর্ণং নাভৌ ধ্যায়ন্ পুরকেণ তস্য ষোড়শবার-জপেন তদুদ্ভুতেন অগ্নিনা লিঙ্গশরীরং সন্দহ্য 'স্ত্রীং' - কারং পীতবর্ণং হৃদি চিন্তয়ন্ কুম্ভকেন তস্য চতুঃষষ্টিবারজপেন তদুদ্ভুতেন বায়ুনা ভস্ম প্রোৎসার্য্য 'হূঁ' -= কারং শ্বেতবর্ণং শিরসি ধ্যায়ন্ রেচকেন তস্য দ্বাত্রিংশ্বার-জপেন তদুদ্ভুতেন অমৃতেন তদস্থি প্লাবিতং কৃত্বা সমস্তম্ অপগতব্যথং বিশ্বং শরীরমাপ্লাবয়েৎ। তত আত্মানম্ অপগতব্যথং নির্ম্মলং দেবতাভেদেন চিন্তয়েৎ। তস্মিন্ বিশ্বব্যাপক-বারিণি আঃকারাৎ রক্তপঙ্কজং তদুপরি টাঙ্কারাৎ................

শ্বেতপঙ্কজং তদুপরি নীলসন্নিভং হূংকারং তদুপরি হূংকারবীজভূষিতাং কর্ত্তৃকাং ধ্যায়েৎ। ততঃ সোহহং ইতি মন্ত্রেণ জীবং হৃদয়ামানীয় কুলকুন্ডলীনী পৃথিব্যাদিনি যথাক্রমেণ স্ব স্ব স্থানে স্থাপয়িত্বা দেবতাং ধ্যাত্বা 'আং হ্রীং ক্রোং স্বাহা' ইতি মন্ত্রং স্বশিরসি একাদশ-বারং জপ্ত্বা আং হ্রীং ক্রোং ইত্যাদি (৫২ পৃঃ) একজটা (নীলসরস্বতী) দেবতায়াঃ প্রাণা ইহ প্রাণাঃ ইত্যাদিক্রমেণ আত্মনি দেবতায়াঃ প্রাণপ্রতিষ্ঠাং কৃত্বা আত্মানং তারিনীময়ং বিভাব্য ধ্যানং কুর্য্যাৎ যথা, প্রত্যালীঢ়পদাং ঘোরাংমুন্ডমালাবিভূষিতাম্। খর্ব্বাংলম্বোদরীং ভীমাং ব্যঘ্রচর্মাবৃতাং কটৌ ॥ নবযৌবনসম্পন্নাং পঞ্চমুদ্রাবিভূষিতাম্। চতুর্ভূজাং ললজিহ্বাং মহাভীমাং বরপ্রদাম্ ॥ খড়্গাকর্ত্তৃ-সমাযুক্তসব্যেতরভূজদ্বয়াম্। কপালোৎপলসংযুক্ত সব্যপাণি যুগান্বিতাম্॥ পিঙ্গোগ্রৈকজটাং ধ্যায়েন্মৌলাবক্ষোভ্যভূষিতাম্। বালার্কমন্ডলাকারলোচনত্রয়ভূষিতাম্॥ জ্বলচ্চিতামধ্যগতাং ঘোরদংষ্ট্রাং করালিনীম্। সাবেশস্মেরবদনাং স্ত্র্যলঙ্কারবিভূষিতাম্॥ বিশ্বব্যাপকতোয়ান্তঃ শ্বেতপদ্মো পরিস্থিতাম্। অক্ষোভ্যো দেবীমুর্দ্ধনা-স্ত্রিমুর্ত্তির্নাগরূপধৃক ॥ (পঞ্চমুদ্রাবিভূষিতাম্ অর্থাৎ ললাটে শ্বেতাস্থিপট্টিকাচতুষ্টয়ান্বিতকপালপঞ্চকভূষিতাম্)

অথ মানসপূজা (১১২ পৃঃ)। অথ দানার্ঘ্যস্থাপনং (১১৬ পৃঃ) (৮৬) ততঃ হ্রীং বীজেন হূং বীজেন বা প্রাণায়ামাং কুর্য্যাৎ..........

---

(৮৬) কালীপূজায় যেরূপে দানার্ঘ্য স্থাপন করিতে হয়, এখানেও সেইরূপ; পরন্তু বিশেষ এই যে, যদি ষড়ঙ্গদেবতাভ্যো নমঃ এই বলিয়া সংক্ষেপে ষড়ঙ্গদেবতার পূজা করা হয়, তাহা হইলে কোন প্রভেদ নাই। যদি ষড়ঙ্গদেবতার পৃথক্ পৃথক্ পূজা করা হয়, তাহা হইলে একজটার বা নীলসরস্বতীর ষড়ঙ্গমন্ত্র দেখিয়া তদানুসারে ষড়ঙ্গপূজা করিতে হইবে। যথা, একজটাপক্ষে, - ওঁ হ্রাং একজটায়ৈ হৃদয়ায় নমঃ, হৃদয়াঙ্গশক্তি শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ওঁ হ্রীং তারিণ্যৈ শিরসে স্বাহা, শিরোহঙ্গশক্তি-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ওঁ হ্রূং বজ্রোদকে শিখায়ৈ বষট্, শিখাঙ্গশক্তি-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ওঁ হ্রৈং উগ্রজটে

(৪৫ পৃঃ) অথ মাতৃকান্যাসঃ (৫৩ পৃঃ) (৮৭) ততো বর্ণন্যাসঃ (৫৮ পৃঃ।) অথ পীঠনাসঃ (হৃদি মৃগমুদ্রয়া)............

কচনায় হূ কবচাঙ্গ—শক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ওঁ হ্রৌঁ মহাপ্রতিসরে নেত্রত্ররায় বৌষট্, নেত্রত্রয়াঙ্গশক্তি শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ওঁ হ্রঃ পিঙ্গগ্রৈকজটে করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্, অস্ত্রাঙ্গশক্তি-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। নীলসরস্বতীপক্ষে যথা-ওঁ হ্রাং অখিলবাগরূপিণ্যৈ হৃদয়ায় নমঃ, হৃদয়াঙ্গশক্তি-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এইরূপ ওঁ হ্রীঁ অখন্ডবাগরূপিণ্যৈ শিবসে স্বাহা, শিরোহঙ্গশক্তিশ্রীপা-ওঁ হূঁ ব্রহ্মবাগরূপিণ্যৈ শিখায়ৈ বষট্, শিখাঙ্গশক্তিশ্রীপা-। ওঁ হ্রৈং বিষ্ণুবাগরূপিণ্যৈ কবচায় হূঁ কবচাঙ্গশক্তিশ্রীপা-। ওঁ হ্রৌং রুদ্রবাগরূপিণৈ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, নেত্রত্রয়াঙ্গশক্তিশ্রীপা-। ওঁ হ্রঃ সর্ব্ববাগরূপিণ্যৈ করতল পৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্, অস্ত্রাঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।

তারার উপচার দিবার মন্ত্র স্বতন্ত্র, সুতরাং অর্ঘ্যের উপরি তাঁহাকে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজার সময় তদনুসারে পূজা করিতে হইবে। যথা, (বীজ) শ্রীমদেকজটে বস্ত্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ হূঁ ফট্ স্বাহা। এতে গন্ধপুষ্পে শ্রীএকজটায়ৈ (নীলসরস্বত্যৈ) দেবতায়ৈ বৌষট্। অর্ঘ্য দনের বিশেষ মন্ত্র ২৯ পৃঃ দ্রঃ।

(৮৭) তারারহস্যে তারাপূজাস্থলে মাতৃকান্যাস ও পীঠন্যাস দেওয়া হইয়াছে। তাহার প্রমাণও প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। পরন্তু তন্ত্রসারকার বলিয়াছেন যে পীঠন্যাস ও মাতৃকান্যাস ফেৎকারিণীতন্ত্রে উক্ত হয় নাই বলিয়া লেখা হইল না। তিনি ফেৎকারিণীতন্ত্র হইতে প্রমাণ তুলিয়াছেন যে 'অত্রোক্তমাচরেৎ সম্যক্ নান্যৎ সঞ্চারয়েদ্ বুধঃ।' ইহার তাৎপর্য এই যে, ইহাতে যেরূপ বলা হইল তাহাই করিবে, অন্য কিছু যোগ করিয়া দিবে না, অর্থাৎ পীঠন্যাস ও মাতৃকান্যাস করিবে না। আমরা ফেৎকারিণীতন্ত্রে তারাপূজাস্থলে উক্ত বচন প্রাপ্ত হইলাম না। যদিও কোন পুস্তকে ঐ বচন থাকে, তাহা হইলেও তদনুসারে নিত্য নৈমিত্তিক পূজার ব্যবস্থা দিতে পারি না, কারণ ফেৎকারিণীতন্ত্রে ষট্কর্ম প্রসঙ্গে ঐ তারাপূজা কথিত হইয়াছে। সুতরাং ষট্কর্ম্মবিষয়ে অর্থাৎ কাম্য পূজায় পীঠন্যাস ও মাতৃকান্যাস না করিলেও ক্ষতি নাই।

প্রাচীন পদ্ধতিতে তারা বিষয়ে অন্তর্মাতৃকান্যাসে বিভিন্নতা দৃষ্ট হইতেছে যথা,- সহস্রদল কমলের কর্ণিকার নিম্নে দ্বাদশদলের উপরি অকথাদিরেখা...............

পীঠদেবতাভ্যো নমঃ। পীঠশক্তিভ্যো নমঃ। (৮৮)। ততঃ ষোঢ়ান্যাসং কুর্য্যাৎ (১০৮ পৃঃ)। (৮৯) তত ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ যথা, - কৃতাঞ্জলিঃ (বীজ) অস্য মন্ত্রস্য অক্ষেভ্যঋষি-র্বৃহতীচ্ছন্দঃ শ্রীমদেকজটা-(নীলসরস্বতী), দেবতা হূঁ বীজং ফট্ শক্তিঃ স্ত্রীঁ স্ত্রী কীলকং ধর্মার্থকামমোক্ষ চতুর্বর্গসিদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ। শিরসি অক্ষোভ্য-..........

নামক ত্রিকোণ যন্ত্র চিন্তা করিয়া সেইস্থলে আপনার বামদিকের রেখায় বিন্দুযুক্ত অ-কারাদি ষোড়শবর্ণ ন্যাস করিবে। উর্দ্ধরেখায় ঐরূপ ক-কারাদি ষোড়শবর্ণ ন্যাস করিয়া দক্ষিণ রেখায় ঐরূপ থ-কারাদি ষোড়শবর্ণ ন্যাস পূর্ব্বক অবশিষ্ট হ, ল, ক্ষ, এই তিনটি বর্ণ বিন্দুযুক্ত করিয়া ঐরূপে তিন কোণে ন্যাস করিবে। প্রাচীন পদ্ধতিতে বাহ্যমাতৃকাধ্যানও স্বতন্ত্র দৃষ্ট হইতেছে যথা, - শারৎপূর্ণেন্দুশুভ্রাং সকলগুণময়ীং লোলবক্ত্রাং ত্রিনেত্রাং, শুক্লালঙ্কারভূষাং শশিমুকুটজটাটোপযুক্তাং প্রসন্নাম্।পুস্তকস্রক্পূর্ণকুম্ভং বরমপি দধতীং শুক্লপট্টাম্বরাঢ্যাং, বাগ্দেবীং পদ্মবক্ত্রাং কুচভরনমিতাং চিন্তয়েৎ সাধকেন্দ্রঃ॥ পূর্ব্বে যেরূপ অন্তমাতৃকান্যাস ও বাহ্যমাতৃকাধ্যান বলা হইয়াছে, এখানে সেরূপ না বলিয়া অন্যরূপ বলা হইল। এই উভয় প্রকারই তন্ত্রসঙ্গত, সুতরাং সাধকের যেরূপ ইচ্ছা বা গুরূপদেশ তাহাই করিবেন।

সমর্থ হইলে এই স্থলে মৃগমুদ্রা দ্বারা দ্বাদশযোনিন্যাস করিবে যথা, - (মস্তকে) ওঁ যোনিবেদ্যায়ৈ নমঃ। (এইরূপ মুখে) যোনিনিত্যায়ৈ। (কণ্ঠে) যোনিরূপায়ৈ। (হৃদয়ে) যোনিমধ্যায়ৈ। (উদরে) যোনিসিদ্ধায়ৈ। (নাভিতে) যোনিকৃত্যায়ৈ। (মূলাধারে) যোনিদায়ৈ। (দক্ষপাদে) যোনিহায়ৈ। (বামপাদে) যোনিসাধ্যায়ৈ। (দক্ষিণ হস্তে) যোনিজ্ঞানায়ৈ। (বাম হস্তে) যোনি পায়ৈ (সর্বাঙ্গে) যোনিপুন্যায়ৈ। সর্ব্বত্র আদিতে প্রণব ও অন্তে নমঃ দিয়া ন্যাস করিবে।

(৮৮) বিশেষরূপে পীঠন্যাস যথা, মৃগমুদ্রা দ্বারা হৃদপদ্মের কেশরসমুদায়ে ওঁ শ্মশানায় নমঃ ইত্যাদি। অগ্ন্যাদি অষ্টদলে ওঁ লক্ষ্যৈ নমঃ ইত্যাদি (১৬৩ পৃঃ)।

(৮৯) তারার গুহ্যষোঢ়া যথা, - ওঁ ।১। হ্রীঁ ।২। স্ত্রীঁ ।৩। হূঁ ।৪। ফট্ ।৫। ওঁ হ্রীঁ স্ত্রীঁ হূঁ ফট্ ।৬। এই ছয়টি বীজ মাতৃকাবর্ণদ্বারা পুটিত করিয়া এবং এই..........

ঋষয়ে নমঃ। মুখে বৃহতীচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি শ্রীমদেকজটায়ৈ (নীলসরস্বতীপক্ষে, নীলসরস্বত্যৈ) দেবতায়ৈ নমঃ। মূলাধারে হূঁ বীজায় নমঃ। পাদয়োঃ ফট্ শক্তয়ে নমঃ। সর্ব্বাঙ্গে হ্রীঁ স্ত্রীঁ কীলকায় নমঃ। অথকরাঙ্গন্যাসৌ (একজটাপক্ষে) হ্রাং একজটায়ৈ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। হ্রীঁ তারিণ্যৈ তর্জনীভ্যাং স্বাহা। হ্রূঁ বজ্রোদকে মধ্যমাভ্যাং বষট্। হ্রৈঁ উগ্রজটে অনামিকাভ্যাং হূঁ। হ্রৌঁ মহাপ্রতিসরে কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। হ্রঃ পিঙ্গোগ্রৈকজটে করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্। এবং হৃদয়াদিষু। (নীলসরস্বতীপক্ষে তু) হ্রাঁ অখিলবাগ্‌রূপিণ্যৈ অনামিকাভ্যাং হূঁ হ্রৌঁ রুদ্রবাগ্‌রূপিণ্যৈ কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। হ্রঃ সর্ব্ববাগরূপিণৈ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্। এবং হৃদয়াদিষু সর্ব্বত্র আদৌ প্রণবে দেয়ঃ। অথ তত্ত্বন্যাসঃ - মূলং ত্রিখন্ডং বিধায় প্রথমখন্ডান্তে আত্মতত্ত্বায় স্বাহা ইতি পাদাদিনাভিপর্য্যন্তং, দ্বিতীয়খন্ডান্তে বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা ইতি নাভ্যাদিহৃদয়পর্য্যন্তং, তৃতীয়খন্ডান্তে শিবতত্ত্বায় স্বাহা ইতি হৃদাদিশিরঃ

ছয়টি বীজদ্বারা মাতৃকাবর্ণ পুটিত করিয়া যথাক্রমে মাতৃকান্যাসস্থানে সেই সেই মাতৃকামুদ্রার ন্যাস করিলেই ষোঢ়ান্যাস হইবে। যথা অং ওঁ অং, আং ওঁ আং ইত্যাদি। ওঁ অং ওঁ, আং ওঁ ইত্যাদি। ১। অং হ্রীঁ অং, আং হ্রীঁ আং ইত্যাদি। হ্রীঁ অং হ্রীঁ, হ্রীঁ আং হ্রীঁ ইত্যাদি। ২। অং স্ত্রীঁ অং, আং স্ত্রীঁ আং ইত্যাদি। স্ত্রীঁ অং স্ত্রীঁ, স্ত্রীঁ আং স্ত্রীঁ ইত্যাদি। ৩। অং হূঁ অং, আং হূঁ আং ইত্যাদি। হূঁ অং হূঁ, হূঁ আং হূঁ ইত্যাদি। ৪। অং ফট্ অং আং ফট্ আং ইত্যাদি। ফট্ অং ফট্, ফট্ আং ফট্ ইত্যাদি। ৫। অং ওঁ হ্রীঁ স্ত্রীঁ হূঁ ফট্ অং, আং ওঁ হ্রীঁ স্ত্রীঁ হূঁ ফট্ আং ইত্যাদি। ওঁ হ্রীঁ স্ত্রীঁ হূঁ ফট্ অং ওঁ হ্রীঁ স্ত্রীঁ হূঁ ফট্ ওঁ হ্রীঁ স্ত্রীঁ হূঁ ফট্ আং ওঁ হ্রীঁ স্ত্রীঁ হূঁ ফট্ ইত্যাদি। ৬। অনন্ত র বীজ পাঠপূর্বক তিনবার ব্যাপকন্যাস করিবে অথবাা প্রণবপুটিত মূলমন্ত্র দ্বারা সাতবার বা পাঁচবার ব্যাপকন্যাস করিবে। ব্যাপকন্যাসের রীতি - ১০৯ পৃঃ। এই ব্যাপকন্যাস ষাঢ়ান্যাসের একটি অঙ্গ। পূর্ব্বে যে সংক্ষেপেষোঢ়া ও কালীষোঢ়া (১০৮ পৃঃ)..............

পর্য্যন্তং ন্যাসেৎ (১০৮ পৃঃ)। অথ বীজন্যাসঃ (তত্ত্বমুদ্রয়া ব্রহ্মরন্ধ্রাৎ ললাটপর্য্যন্তং) ওঁ নমঃ। (ললাটাৎ মুখপর্য্যন্তং) হ্রীঁ নমঃ। (মুখাৎ কণ্ঠপর্য্যন্তং) স্ত্রীঁ নমঃ। (কণ্ঠাৎ হৃদয়পর্য্যন্তং) নমঃ। (হৃদয়াৎ নাভিপর্য্যন্তং– ফট্ নমঃ। ॥০॥ রহস্য পূজা ॥০॥

অথ কূর্ম্মমুদ্রয়া রক্তপুষ্পাঞ্জলিং বিরচর্য্য আত্মাভেদেন দেবতাং ধ্যায়েৎ যথা, - (বীজ) প্রত্যালীঢ়পদার্পিতাঙ্ঘ্রিশবহৃদঘোরাট্টহাসা ধরা, খড়্গেন্দীবরকর্ত্তৃখর্পরভূজা হূঙ্কারবীজোদ্ভবা। খর্ব্বা নীলবিশালপিঙ্গলজটাজূটৈকনাগৈর্যুতা, জাড্যং ন্যস্য কপালকে ত্রিজগতাং হন্ত্যুগ্রতারা স্বয়ম্ ॥৯০॥ এবং ধ্যাত্বা পূর্ব্বোক্তরীত্যা বামনাসা ....

দেওয়া হইয়াছে, তাহার মধ্যে একটি ষোঢ়ান্যাস করিলেও সিদ্ধি হইতে পারে। কালী, তারা প্রভৃতির বিস্তৃত ষোঢ়া পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

(৯০) [ধ্যানের অর্থ পরে দ্রষ্টব্য] যদি সাধক সমর্থ হন, তাহা হইলে দেবতার ধ্যান পূর্ব্বক দেবতার মস্তকে পুষ্প সংস্থাপন করিয়া ধ্যানরহস্য ভাবনা করিবেন যথা, - দেবীমভিনব-জলধরনীলাং লম্বোদরীং ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃতশোভিতকটীং পীনোন্নতপয়োধরাং রক্তবর্ত্তুলনেত্রত্রয়াং পৃষ্ঠেহতিনীলজটাজুটাং শীর্ষে অক্ষোভ্যমহাদেবকৃতনাগ-ফণাতিশোভিতাং পার্শ্বদ্বয়ে লম্বমাননীলোৎপলমালাং (অস্থিপট্টিকাচতুষ্টয়যুক্ত) পঞ্চমুদ্রা-স্বরূপ-শুভ্রত্রিকোণাকারকপালপঞ্চকাম্ অতি নীলজটাজুটাং বিস্তীর্ণ-চমরিকাকেশবৎ মহাবিগলিতচিকুরাং শুভ্রবর্ণতক্ষকনাগকৃতকঙ্কণাং রক্তবর্ণনাগকৃতস্বল্পহারাং চিত্রিতবর্ণ-শেষনাগকৃতহারাং স্বর্ণবর্ণ-স্বল্পনাগ পাদাঙ্গুরীয়কাম্ ইষদ্রক্তনাগকৃতকটিসূত্রাং দুর্ব্বাদলশ্যামলনাগকৃতবলয়াং চন্দ্রসূর্য্যবহ্নিকৃতনেত্রত্রয়াং কোটিকোটি-বালরবিচ্ছবি কৃতদক্ষিণনেত্রাং কোটিকোটি-বালচন্দ্রকৃতবামনেত্রাং লক্ষলক্ষদহনকৃতোর্দ্ধনেত্রাং ললজ্জিহ্বাং মহাকালশবরূপহৃদয়স্থিতসঙ্কুচিতদক্ষিণচরণাং শবপাদ-দ্বয়স্থিত প্রসারিতবামচরণাম্ এতেন প্রত্যালীঢ়পদাং সদ্যশ্ছিন্ন-গলদ্রুধিরান্যোন্যকেশগ্রথিত-মুন্ডমালাবলীরমাং সর্বস্ত্রালঙ্কারশোভিতাং মহামোহবিমোহিনীং মহামোক্ষবিদায়িকাং বিপরীতরতাসক্তাং.........

পুটেন দেবীং কুসুমাঞ্জলাবানীয় (১১৯ পৃঃ) পূজাযন্ত্রে সংস্থাপয়েৎ। (৯১)। ততো ধেনুমুদ্রয়া অকৃতীকৃত্য, পরমীকরণমুদ্রয়া পরমীকৃত্য এং বীজমুচ্চার্য্য যোনিমুদ্রাং, হ্রীঁ বীজমুর্চ্চার্য্য ভূতিনীমুদ্রাং, ঐঁ বীজমুর্চ্চার্য্য বীজমুদ্রাং, স্ত্রীঁ বীজমুচ্চার্য্য দৈত্যধুমিনীমুদ্রাং, হূং বীজমুচ্চার্য্য লেলিহামুদ্রাঞ্চ প্রদর্শয়েৎ। অথ মূলমন্ত্রেণ দেবতাং ত্রিরভ্যুক্ষ্য দশোপচারেণ পঞ্চোপচারেণ বা পূজয়েৎ। উপচারদানকালে সর্ব্বত্র মূলমন্ত্রান্তে 'শ্রীমদেকজটে বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ হূঁ ফট্ স্বাহা,' ইতি মন্ত্র পঠনীয়ঃ। যথা - [মূলমন্ত্রঃ। শ্রীমদেকজটে বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ হূঁ ফট্ স্বাহা, এতৎ পাদ্যং শ্রীমদেকজটায়ৈ [শ্রীনীলসরস্বত্যৈ] দেবতায়ৈ নমঃ। এবং, এষ অর্ঘ্যঃ (ইদমর্ঘ্যং)...স্বাহা। ইদমাচমনীয়ং... স্বধা। ইদং স্নানীয়ং... নমঃ [নিবেদয়ামি]। এষ গন্ধ...নমঃ। ইদং সচন্দনপুষ্পং... বৌষট্। ইদং সচন্দনবিল্বপত্রং ... বৌষট্। এষ ধূপঃ... নমঃ। এষ দীপঃ... নমঃ। ইদং নৈবেদ্যং... নিবেদয়ামি। ইদং পানার্থোদকং... নমঃ। ইদং পুনরাচমনীয়ং...স্বধা। ইদং তাম্বুলং... নিবেদয়ামি। উপচারদানস্য বিশেষ - বিবরণন্তু কালীপূজায়ামুপচারদানে দ্রষ্টব্যম্ (১১২ পৃঃ)। অথ বামহস্ততত্ত্বমুদ্রাযোগেন, [বীজ] শ্রীমদেকজটে বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ হূঁ ফট্ স্বাহা শ্রীমদেকজটাং [শ্রীমন্নীলসরস্বতীং] দেবীং তর্পয়ামি স্বাহা' ইতি দেব্যাঃ মুখে সন্তর্প্য, [বীজ] শ্রীমদেক-...........

রত্যাবেশস্মেয়াননাং দক্ষিণহস্তাধোধৃতকর্ত্তৃকাং তদূর্দ্ধে লক্ষচন্দ্রহাসখড়্গাধরাং বামোর্দ্ধে সর্বশিষ্যাণাং ভয়হরণায় আসবগলিতনীলোৎপলকিঞ্জিদ্বিকম্বর রক্তনাগধরাং তদধঃ কপালচষকসদ্যঃকৃত্তমুন্ডশোভিতভূজাং হূঙ্কারবীজোদ্ভবাং সর্বব্রহ্মাণ্ডানাং কর্ত্রীং ক্ষপয়িত্রীং ষোড়শাব্দাং সর্বজ্ঞানবিধায়িনীং ধ্যাত্বাবাহয়েৎ। [তাৎপর্য্য পরে দ্রষ্টব্য।]

(৯১) অপ্রতিষ্ঠিত যন্ত্রে বা ঘটস্থাপন করিয়া পূজা করিতে হইলে এই সময় ১১৯পৃঃ [৭৭] টীকা অনুযায়ী প্রার্থনা, আবাহন্যাদিপঞ্চমুদ্রা প্রদর্শন পূর্বক আবাহন জীবন্যাস সম্পন্ন করিয়া দেবরি অঙ্গে পূর্ববৎ ষড়ঙ্গন্যাস করিবে।.................

জটে বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ হূঁ ফট্ স্বাহা এষ সচন্দনপুষ্পাঞ্জলিঃ শ্রীমদেকজটায়ৈ [শ্রীমন্নীলসরস্বত্যৈ] দেবতায়ৈ বৌষট্' ইতি মস্তকে, হৃদয়ে, মূলাধারে পাদপদ্মে সর্ব্বাঙ্গে চ পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলীন অথবা সর্ব্বাঙ্গে একমঞ্জলিং দত্ত্বা [এং বীজমুচ্চার্য্য,] যোনিমুদ্রাং, [হ্রীং ইতি] ভূতিনীমুদ্রাং [ঐং ইতি] বীজমুদ্রাং, [স্ত্রীং, ইতি] দৈত্যধূমিনীমুদ্রাং, [হূঁ, ইতি] লেলিহামুদ্রাঞ্চ প্রদর্শ্য প্রণমেৎ।

অথ যোনিমুদ্রাং প্রদর্শ্য কৃতাঞ্জলিঃ প্রার্থয়েৎ, - দেবি আজ্ঞাপয় আবরণদেবতাস্তে পূজয়ামি। অথ আত্মানং প্রাপ্তানুজ্ঞং বিভাব্য গন্ধপুষ্পেণ আবরণদেবতাঃ পূজয়েৎ যথা, অং অক্ষোভ্যঃ স্বাহা ওঁ অক্ষোভ্য বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ হূঁ ফট্ স্বাহা অক্ষোভ্যঋষিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ইতি মৌলৌ পুজয়েৎ। ওঁ হ্রীঁ আবরণদেবতা শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ, ইতি গন্ধপুষ্পাভ্যাং পূজয়েৎ। ওঁ হ্রীঁ আবরণদেবতা শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি স্বাহা, ইতি বামহস্ততত্ত্বমুদ্রয়া সামান্যার্ঘ্যোদকং দক্ষিণহস্ত তত্ত্বমুদ্রয়া অক্ষতং গৃহীত্বা উভয়তত্ত্বমুদ্রাযোগেন দেব্যঙ্গে তর্পয়েৎ। (৯২)

---

(৯২) তর্পণ এবং অর্ঘ্যদানে বিশেষ মন্ত্র ২৮ পৃঃ দ্রঃ। আবরণ দেবতাদিগের পৃথক্ পৃথক্ পূজা যথা, কেশরের অগ্নিকোণ, ঈশানকোণ, নৈর্ঋতকোণ, বায়ুকোণ, মধ্যস্থল ও চতুর্দিক এই ছয়স্থান লক্ষ্য করিয়া যথাক্রমে ষড়ঙ্গের পূজা করিবে। অথবা দেবতার ষড়ঙ্গ লক্ষ্য করিয়াই ষড়ঙ্গপূজা করিবে যথা, এক জটাপক্ষে, ওঁ হ্রাঁ একজটায়ৈ হৃদয়ায় নমঃ হৃদয়াঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ইত্যাদি (১৬৬ পৃঃ)। নীল সরস্বতীপক্ষে (১৬৭ পৃঃ)। পরে মূলানুসারে দেবীর মৌলিতে অক্ষোভ্যের পূজা করিবে। অক্ষোভ্যের ধ্যান যথা, -সহস্রদিত্যসঙ্কাশং নাগরূপধরং শুভম্। বিদ্যুৎকোটিসামাযুক্তং বহ্নিভাস্করলোচনম্ ॥ সার্দ্ধত্রিবলয়োপেতং জটাকোট্যগ্র সংস্থিতম্। মহালাবণ্যসংযুক্তং সুরাসুরনমস্কৃতম্ ॥ সূর্য্যবিদ্যুৎপ্রভং ভাস্বন্মহারত্নং শিরোপরি। এতদ্রূপং মহাকায়ং দেবৈরপি সুপূজিতম্ ॥ এইরূপ ধ্যান করিয়া পঞ্চোপচারে বা গন্ধপুষ্পে পূজা কিরবে। পূজামন্ত্র মূলে আছে। অনন্তর পীঠের উত্তরে বায়ুকোণ হইতে ঈশানকোণ পর্য্যন্ত ক্রমশঃ গরপংকিব...........

করিবে। সর্ব্বত্র গুরুপূজার অগ্রে পাদুকামন্ত্র বা ঐঁ বীজ যোগ করিতে হইবে। যথা, (পাদুকা বা ঐঁ বীজ) উর্দ্ধকেশানন্দনাথ বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ হূঁ ফট্ স্বাহা, উর্দ্ধকেশানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (পাদুকা বা ঐঁ বীজ) ব্যোমকেশানন্দনাথ বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ হূঁ ফট্ স্বাহা, ব্যোমকেশানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এইরূপ সর্ব্বত্র পূজামন্ত্র একই প্রকার, কেবল নামমাত্র বিভিন্ন হইবে। (এইরূপ) নীলকণ্ঠানন্দনাথ। বৃষধ্বজানন্দনাথ। (ইঁহারা দিব্যৌঘগুরু)। বশিষ্ঠানন্দনাথ। কূর্মনাথানন্দানাথ। মীননাথানন্দনাথ। মহেশ্বরানন্দনাথ। হরিনাথানন্দনাথ। (ইঁহারা সিদ্ধৌঘগুরু)। তারাবতী দেব্যম্বা। ভানুমতীদেব্যম্বা। জয়াদেব্যম্বা। বিদ্যাদেব্যম্বা। মহোদরীদেব্যম্বা। ফেরবীদেব্যম্বা। সুখানন্দনাথ। পরানন্দনাথ। পারিজাতানন্দনাথ। কুলেশ্বরানন্দনাথ। বিরুপাক্ষানন্দনাথ। (ইঁহারা মানবৌঘগুরু)।

তারাবতীদেব্যম্ব বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ হূঁ ফট্ স্বাহা তারাবতীদেব্যম্বা শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ এইরূপে স্ত্রীগুরুসম্প্রদায়ের পূজা করিবে।

পরে পূর্বাদি দল হইতে অষ্টদলে অষ্টযোগিনীর পূজা করিবে যথা - (পূর্বদলে) মহাকালীদেব্যম্ব বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ হূঁ ফট্ স্বাহা, মহাকালীদেবাম্বা শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (এইরূপ অগ্নিকোণদলে) রুদ্রাণীদেবম্বা। (এইরূপ ক্রমশঃ) উমাদেব্যম্বা। ভীমাদেব্যম্বা। ঘোরাদেব্যম্বা। ভ্রামরী দেব্যম্বা। মহারাত্রিদেব্যম্বা। ভৈরবীদেব্যম্বা। (পরে পূর্ব্বদলে) বৈরোচন বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ হূঁ ফট্ স্বাহা বৈরোচন শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (দক্ষিণ দলে ঐরূপ) শঙ্খ। (পশ্চিমদলে) পাণ্ডর। (উত্তরদলে) পদ্মনাভ। (অগ্নিকোণদলে) অসিতাভ। (নৈর্ঋতদলে) নামক। (বায়ুদলে) মামক। (ঈশানদলে) তারক। (ঐরূপে পূর্বাদি দ্বারচতুষ্টয়ে) পদ্মান্তক। যমান্তক। বিঘ্নান্তক। নরান্তক। পরে অস্ত্রপূজা যথা - (দক্ষিণাধোহস্তে) ওঁ কর্তৃকে বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ হূঁ ফট্ স্বাহা, কর্তৃকাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (দক্ষিণোর্দ্ধহস্তে ঐরূপ) খড়্গ। (বামোর্দ্ধহস্তে) ইন্দীবর। (বামাধোহস্তে) সদ্যঃকৃত্তশিরঃসহিতচষক। (চরণতলে) শবরূপশিব। সর্বত্র পূজা একই প্রকার। প্রথমতঃ সম্বোধনান্ত নাম, তৎপরে 'বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ হূঁ ফট্ স্বাহা,' তৎপরে 'অমুক শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ'। এইরূপে আবরণদেবতার পূজা করিতে হইবে। এইরূপে 'শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ' বলিয়া পুরুষ দেবতার ও 'তর্পয়ামি স্বাহা' বলিয়া স্ত্রীদেবতার তর্পণ করা যাইতে পারে (৬৪ পৃঃ)। আবরণ-পূজার দিঙ্‌নিরূপণ (১৩৬ পৃঃ)..............

অথ দেব্যা দক্ষিণে সদ্যোজাতমহাকালভৈরবং দশোপচারেণ পঞ্চোপচারেণ বা পূজয়েৎ। ধ্যানং যথা, - মহাকালং যজেদ্দব্যা দক্ষিণে ইত্যাদি (১৩৯ পৃঃ)। মন্ত্রো যথা, হূঁ ক্ষৌঁ যাং রাং লাং বাং আং ক্রোং (সদ্যোজাত) মহাকালভৈরব সর্ববিঘ্নান্ নাশয় নাশয় হ্রীঁ শ্রীঁ ফট্ স্বাহা। পূজামন্ত্রো যথা, - (বীজ) সদ্যোজাত-মহাকালভৈরঘ বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ হূঁ ফট্ স্বাহা এষ গন্ধঃ সদ্যোজাত-মহাকালভৈরবায় শিবায় নমঃ। ইত্যাদি।

অথ দশোপচারেণ পঞ্চোপচারেণ বা পুনদেবীং পূজয়েৎ ॥ অথ সাবরণাং দেবীং তর্পয়েৎ যথা, - (বীজ) শ্রমিদেকজটে বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ হূঁ ফট্ স্বাহা, সাঙ্গায়াঃ সাবরণায়াঃ সায়ুধায়াঃ সপরিবারায়াঃ সবাহনায়াঃ সদ্যোজাত-মহাকালভৈরবসহিতায়াঃ শ্রামদেকজটা-দেব্যাঃ (শ্রামন্নীলসরস্বতীদেব্যাঃ) শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি স্বাহা, ইতি পূর্ব্ববৎ দেব্যঙ্গে তর্পয়েৎ।

অথ পূর্ব্বোক্তরীত্যা অন্নব্যঞ্জনাদিকং ত্রিকোণমণ্ডলোপরি সংস্থাপ্য সংশোধ্য (১৪০ পৃঃ) নিবেদয়েৎ যথা, - (বীজ) শ্রীমদেকজটে বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ হূঁ ফট্ স্বাহা, ইদং সোপকরণান্নং সাঙ্গায়ৈ সাবরণায়ৈ সায়ুধায়ৈ সপরিবারায়ৈ সবাহনায়ৈ সদ্যোজাত-মহাকালভৈরব সহিতায়ৈ শ্রমিদেকজটায়ৈ (শ্রী মন্নীলসরস্বত্যৈ) দেবতায়ৈ নিবেদয়ামি। শেষং পূর্ব্ববৎ (১৪০ পৃঃ)। অথ মস্তকে, হৃদয়ে, মূলাধারে, পাদপদ্মে, সর্ব্বাঙ্গে চ পঞ্চপুষ্পাঞ্জলীন্ দত্ত্বা পূর্ব্ববৎ তত্তৎ বীজমুচ্চার্য্য যোন্যাদি পঞ্চমুদ্রাঃ প্রদর্শয়েৎ (১৭১ পৃঃ) (৯৩)।.............

---

(৯৩) পূজান্তে বলি দিবার বিধি আছে। বলিদান যথা, -বামদিকে ত্রিকোণ, বৃত্ত ও চতুরস্র মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে মণ্ডলায় নমঃ এইমন্ত্রে মণ্ডল পূজাপূর্বক তথায় আধারোপরি বলিপাত্র স্থাপন করিয়া তাহাতে...............

অথ কালীপূজা পদ্ধতি ক্রমেণ যথাযথং নীরাজনং, নিত্যহোমং, সংক্ষিপ্ত-হোমং বা জপং, জপসমর্পণং স্তবকবচপাঠং প্রদক্ষিণাকরণং, প্রণামম্ আত্মসমর্পণম্, উচ্ছিষ্টচাণ্ডালিনী-পূজাঞ্চ কুর্য্যাৎ (১৫৪ পৃঃ) (৯৪)।..

তন্ডুল, দধি হরিদ্রা লবণ, আর্দ্রক, মাংস, দগ্ধমীন, তীর্থজল প্রভৃতি উপস্থি দ্রব্য সংস্থাপণ পূর্বক বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামাযোগে ধারণ করিয়া ওঁ হ্রীঁ শ্রীমদেকজটে (শ্রীমন্নীলসরস্বতি) মহাযক্ষাধিপতয়ে ময়োপনীতং বলিং গৃহ্ণ গৃহ্ণ গৃহ্ণাপয় গৃহ্ণাপয় মম সর্বশান্তিং কুরু কুরু পরবিদ্যামাকৃষ্যাকৃষ্য ত্রুট ত্রুট ছিন্দি ছিন্দি (ভিন্দি ভিন্দি) সর্ব্বজগদ্বশমানয় হ্রীঁ স্বাহা, এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া, (বীজ) শ্রীমদেকজটে বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ হূঁ ফট্ স্বাহা এষ বলিঃ শ্রীমদেকজটায়ৈ (শ্রীমন্নীলসরস্বত্যৈ) দেবতায়ৈ নমঃ। এই মন্ত্রে নিবেদন করিবে। ইচ্ছা হইলে এই সময় ছাগাদি বলি দিতে পারা যায়। (১৪১ পৃঃ)

(৯৪) নিত্যহোমে বিশেষ এই যে, ষড়ঙ্গহোমের সময় কালীর ষড়ঙ্গ মন্ত্র উচ্চারণ না করিয়া নিজ নিজ ইষ্টদেবতার ষড়ঙ্গমন্ত্র উচ্চারণ করিবেন। যে যে স্থলে দক্ষিণকালিকার নাম আছে, তৎপরিবর্ত্তে সেই সেই স্থলেই নিজ নিজ দেবতার নাম উল্লেখ করিবেন।

প্রণাম মন্ত্র যথা, -সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্তুতে।

তারার প্রদক্ষিণ ও অষ্টাঙ্গ প্রণামের প্রমাণ যথা তারারহস্যে, - ততঃ প্রদক্ষিণং কুর্য্যাৎ ঘন্টাবাদ্যপুরঃসরম্। উর্দ্ধ্বং দক্ষিণকং হস্তং কৃত্বা বারত্রয়ং নরঃ ॥ যাম্যাচ্চ বায়বীং গচ্ছেৎ স্থিত্বা কিঞ্চিচ্চ শাঙ্করীম্। পুর্নর্যাম্যং প্রগত্বা তু প্রণমেচ্চ পুরঃস্থিতঃ ॥ প্রণমেৎ সপ্তবারন্তু ত্রিঃ প্রকুর্য্যাৎ প্রদক্ষিণম্। অঙ্গুলানাঞ্চ অগ্রাণি একীকৃত্য সুমানসঃ॥ ত্রিকোণাকারমাধায় কিঞ্চিদ্বামাংশতো নমেৎ। উরসা শিরসা পশ্চাৎ পাণিভ্যাং জানুতস্তথা। নাসাচিবুকযোগেন প্রণম্য সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ (সষ্টাঙ্গং প্রণমেৎ সুধীঃ)।.............

পীঠচিন্তা। (শ্মসানং তঁত্র সঞ্চিন্ত্য ইত্যাদির অর্ব-১৬৩ পৃঃ। শ্মশান চিন্তা করিয়া তাহার মধ্যে কল্পবৃক্ষ কল্পনা করিবে। তাহার মূলে নানাপ্রকার মণিমাণিক্যভূষিত মণিপাত্র বা বেদী কল্পনা করিবে, -সেখানে নানাপ্রকার অলঙ্কার ভূষিত দেবতা এবং মুণিগণ বিরাজ করিতেছেন। শিবাগণ মাংস এবং অস্থিলোভে আনন্দে বিচরণ করিতেছে। শব, মুন্ড, চিতা, ভস্ম প্রভৃতি চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত। তাহার মধ্যে যথোক্ত ধ্যান যোগদ্বারা দেবীকে চিন্তা করিবে।

১৬৪ পৃঃ বর্ণিত ভূতশুদ্ধির অনুবাদ - ধ্যান করিবার রীতি অনুসারে সোজা হইয়া বসিয়া ডান হাতের উপর বাম হাত নিজ ক্রোড়ে নাভিসমীপে রাখিয়া কুলকুন্ডলিনীকে পূর্ববৎ (৪৬পৃঃ) যং রং এবং হূঁ মন্ত্রে জাগরিত করিয়া হংসঃ এই মন্ত্রে কুন্ডলিনী, জীবাত্মা এবং চতুবিংশতিতত্ত্ব (৩৬ টীকা উক্ত বিধি অনুসারে সহস্রারে পরমশিবের সহিত যুক্ত করিবেন পরে নাভিতে রক্তবর্ণ 'হ্রীঁ' ধ্যান করিয়া সেই 'হ্রী' দ্বারা প্রণায়ামের বিধি অনুযায়ী ১৬বার জপে পৃথক করিবেন, এবং চিন্তা করিবেন যে সেই 'হ্রীঁ' হইতে যে অগ্নি উত্থিত হইল তাহাদ্বারা নিজের এই লিঙ্গশরীর ভস্মীভূত হইয়া গেল। পরে হৃদয়ে পীতবর্ণ 'স্ত্রী'' এই মন্ত্র চিন্তা করিয়া কুম্ভক অবস্থায় ৬৪বার জপ করিবেন, এই 'স্ত্রী' কার হইতে উদ্ভুত বায়ুদ্বারা পূর্ব্বোক্ত লিঙ্গশরীর দহন জনিত ভস্ম দূরে উড়িয়া গেল। পুনরায় মস্তকে শ্বেতবর্ণ 'হূঁ' ধ্যান করিয়া ৩২ বার রেচকে চিন্তা করিবেন ঐ 'হূঁ' কার থেকে উত্থিত অমৃতদ্বারা শরীরের অস্থিসমূহ প্লাবিত হইল। এই সময়ে নিখিল বিশ্ব আমার দেহ এবং আমার দেহই নিখিল বিশ্ব কল্পনা করিবেন, এবং যেন এই দেহের জরা, ব্যাধি, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কাম, ক্রোধ প্রভৃতি সমেত সমুদায় দুঃখ দুর্দশা এই অমৃত প্লাবনে দূরে ভাসিয়া গিয়া দেহ বা বিশ্ব নির্মল হইয়া গেল। আত্মা এবং ইষ্ট অভেদ চিন্তা করিবেন। অনন্তর সেই বিশ্বব্যাপ্ত জলে 'আঃ' এই বর্ণরূপ রক্তকমল তদুপরি 'টাং' এই মন্ত্রবর্ণ হইতে মন্ত্র-বর্ণরূপ শ্বেতকমল তাহার উপর নীলবর্ণ 'হূঁ' অথবা 'হূ' রূপ নীলপদ্ম তাহার উপর 'হূ' কার বীজ ভূষিত কর্তৃকা বা কাটারী এই প্রকার ধ্যান করিয়া 'সোহহং' মন্ত্রে জীবাত্মাকে হৃদয়ে আনয়ন করিয়া কুলকুন্ডলিনী, পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ ইঁহাদের যথাযথ (৪৬ পৃঃ দ্রঃ) স্থানে পুনরায় স্থাপিত করিবেন। পরে দেবী ধ্যান করিবার পর 'আং হ্রীঁ ক্রোং স্বাহা' এই মন্ত্র নিজ মস্তকে ১১বার জপ করিয়া -আং হ্রীঁ ক্রোঁ... ইত্যাদি মন্ত্রে একজটা (নীলসরস্বতী) দেবতায়াঃ প্রাণা হই প্রাণাঃ.............

ইত্যাদি মন্ত্রে লেলিহামুদ্রায় নিজ হৃদয় স্পর্শ করিয়া পূর্ব্ববৎ প্রাণপ্রতিষ্ঠার বিধি অনুসারে (৫২ পৃঃ দ্রঃ) নিজ শরীরে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া নিজেকে তারিণীময় চিন্তা করিবে। (অস্মৎ সঙ্কলিত মহানির্বাণতন্ত্র ৫ উল্লাস দ্রঃ।)

প্রত্যালীঢ়পদাং ইত্যাদি ধ্যানের অর্থ- (১৬৫ পৃঃ) দেবী প্রত্যালীঢ়পদা অর্থাৎ ডান-পা সামনের দিকে অগ্রসর এবং বাঁ-পা পিছন দিকে এবং সামান্য নীচুদিকে ঝুঁকে, মেঘবর্ণা, অথবা আকাশের মত নীলবর্ণা গলায় মুন্ডমালা, খর্বা এবং স্থূলোদরী, কটিদেশে ব্যাঘ্রচর্ম্ম। তিনি নবযৌবনসম্পন্না এবং মস্ত ক পঞ্চমুদ্রাদ্বারা বিভূষিত। পঞ্চমুদ্রা অর্থাৎ শ্বেত অস্থির চারিটি পট্টিকা অথবা মালা বিশিষ্ট পঞ্চনরকপাল। চতুর্ভূজা, ললজিহ্বা, ভীষণাকৃতি এবং বরপ্রদা। দক্ষিণ হস্তদয়েএয খড়্গ এবং কাটারী, বামহস্তদ্বয়ে নীলপদ্ম এবং কপালপাত্র। মস্তকে উজ্জ্বল পিঙ্গলবর্ণের একটি জটা এবং (মহাদেব) অক্ষ্যেভ্য ঋষি শোভা পাইতেছেন। নবারুণের ন্যায় রক্তবর্ণ এবং উজ্জ্বল তাঁহার ত্রিনয়ন। জ্বলন্ত চিতামধ্যে দেবীর ভীষণদন্ত এবং করালরূপ দৃষ্ট হইতেছে। তিনি আবেশে সহাস্যবদনা এবং স্ত্রী জনোচিত বিবিধ অলঙ্কারে ভূষিতা। বিশ্বব্যাপী জলরাশির মধ্যে শ্বেত পদ্মের উপর দেবী অবস্থিতা। দেবীর মস্তকে নাগনীরূপে অক্ষোভ্যঋষি (মহাদেব) বিরাজিত।

প্রত্যালীঢ়পদাঙ্ঘ্রি-ইত্যাদি ১৬৯ পৃঃ ধ্যানের অর্থ-দেবী প্রত্যালীঢ়পদে শবের বুকে দক্ষিণপা রাখিয়া দন্ডায়মানা এবং ঘোর গম্ভীর রবে উচ্চস্বরে হাস্য করিতেছেন। চারহাতে খড়গ, নীলপদ্ম, কাটারী এবং কপালপাত্র ধারণ করিয়া আছেন। ইনি 'হূঁ' কার বীজোৎপন্না, খর্বা এবং নীলবর্ণা। মস্ত কে সর্পযুক্ত পিঙ্গলবর্ণ একটি জটা। দেবী উগ্রতারা ত্রিজগতের জড়তা নাশ করেন।

ধ্যান রহস্যের অর্থ-(দেবীমভিনবজলধরনীলাং... ইত্যাদি ১৬৯ পৃঃ) দেবী অভিনবজলধর সদৃশ নীলবর্ণা, লম্বোদরী, কটীদেশে ব্যাঘ্রচর্ম-শোভা পাইতেছে পীন এবং উন্নত পয়োধর, রক্তবর্ণ গোর ত্রিনেত্র, পৃষ্ঠে লম্বিত অতিনীল জটাজুট, মস্তকে অক্ষোভ্যমহাদেব নাগরূপে ফণা ধারণ করিয়া শোভা পাইতেছেন। দুই পার্শ্বে লম্বমান নীলপদ্মের মালা, চারটি অস্তি পট্টিকাযুক্ত পঞ্চমুদ্রা স্বরূপ শুভ্র ত্রিকোণাকারে পাঁচটি নরকপাল, অতিনীল জটাজুট, চমরীর কেশের ন্যায় বিস্তীর্ণ কেশরাজি, আলুলায়িত কুন্তল, শুভ্রবর্ণ তক্ষকনাগদ্বারা কঙ্কণ, রক্তবর্ণনাগকৃত ক্ষুদ্রহার, বিচিত্রিতবর্ণ শেষনাগকৃতহার, স্বর্ণবর্ণ ক্ষুদ্রনাগতকৃত পায়ের অঙ্গুরীয়, ঈষৎ রক্তবর্ণ নাগকৃত-কটীসূত্র, দূর্বাদলের ন্যায় শ্যামবর্ণ নাগকৃত বলয়, চন্দ্র সূর্য্য এবং বহ্নিরূপ ত্রিনয়ন, কোটি কোটি তরুণ সূর্য্যপ্রভ দক্ষিণ নয়ন, কোটি ....

ঈষৎ রক্তবর্ণ নাগকৃত-কটীসূত্র দূর্বাদলের ন্যায় শ্রামবর্ণ নাগকৃত বলয়, চন্দ্র সূর্য্য এবং বহ্নিরূপ ত্রিনয়ন, কোটি কোটি তরুণ সূর্য্যপ্রভ দক্ষিণ নয়ন, কোটি কোটি তরুণচন্দ্রের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট বামনেত্র, লক্ষ লক্ষ গুণিত অগ্নির ন্যায় উর্দ্ধনেত্র ললজিহ্বা, শবরূপ মহাকালের হৃদয়ে সঙ্কুচিত দক্ষিণ চরণ, শবরূপ মহাকালের পদদ্বয়ে প্রসারিত দেবীর বামচরণ, এইভাবে অবস্থানকে - 'প্রত্যালীঢ়' পদ বলা হয়, সদ্যশ্চিন্ন মুন্ড হইতে রক্ত বিগলিত হইয়া পড়িতেছে, সেই মুন্ডের কেশেরদ্বারা পরস্পর গ্রথিত মুন্ডমালা শোভিত, স্ত্রীজনোচিত সকলপ্রকার অলঙ্কারে ভূষিত, সকল প্রকার মোহ নাশ করিয়া মহামোক্ষপ্রদান করেন। তিনি বিপরীত রতিতে আসক্তা এবং আবেশে প্রসন্নমুখী, দক্ষিণ অধোহস্তে ধৃত কাটারী দক্ষিণ উর্দ্ধহস্ত ধৃত লক্ষ লক্ষ চন্দ্র-প্রভ-খড়গ, বাম উর্দ্ধহস্তে সকল ভক্তের ভয় হরণের জন্য রক্তাভনাগসহিত আসব বিগলিত ও অল্প বিকসিত নীলপদ্ম, বাম অধোহস্তে সদ্যকর্তিত মুন্ড এবং কপালপাত্র. 'হঁ'-কার বীজ হইতে সমূদ্ভুতা সকল ব্রহ্মান্ডের সৃষ্টিকর্ত্রী পালয়িত্রী এবং বিনাশকর্ত্রী, সকলের জ্ঞানদায়িকা সদ্য ষোড়শবর্ষীয়া দেবীকে ধ্যান করিয়া আবাহন করিবে।

ইতি তারাপূজা।

অথ ত্রিপুরসুন্দরীপূজাপদ্ধতিঃ।

সামান্যপূজাপদ্ধতিক্রমেণ প্রাতঃকৃত্য প্রভৃতি গুর্ব্বাদিপূজোপস্থিত-দেবতাপূজাপর্য্যন্তং কর্ম্ম সম্পাদ্য, হৃদি মৃগমুদ্রয়া, ওঁহ্রী পীঠদেবতাভ্যো নমঃ। ইতি বিন্যস্য সংক্ষেপষোঢ়াং কৃত্বা (১০৮ পৃঃ) ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ যথা, - (বীজ) অস্য ত্রিপুরসুন্দরীমন্ত্রস্য দক্ষিণামূর্ত্তি-ঋষিঃ পংক্তিচ্ছন্দঃ শ্রীমত্রিপুরসুন্দরীদেবতা বাগ্‌ভবকুটং বীজং, শক্তিকূটং শক্তিঃ, কামরাজকূটং কীলকং, পুরুষার্থচতুষ্টয়সিদ্ধ্যর্থে বিনিয়োগঃ। শিরসি দক্ষিণামূর্ত্তয়ে ঋষয়ে নমঃ, মুখে পংক্তিচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি শ্রীত্রিপুরসুন্দর্য্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ, মূলাধারে বাগ্‌ভবকূটায় বীজায় নমঃ, পাদয়োঃ শক্তিকূটায় শক্তয়ে নমঃ, সর্ব্বাঙ্গে কামরাজকূটায় কীলকায় নমঃ।

অথ বশিন্যাদিন্যাসঃ। (তত্ত্বমুদ্রয়া ব্রহ্মবন্ধ্রে) অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ৯ং ৯ং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ বরলং বশিনীবাগ্‌দেবতায়ৈ নমঃ। (ললাটে) কং খং গং ঘং ঙং কল্‌হ্রীঁ কামেশ্বরী-বাগ্‌দেবতায়ৈ নমঃ। (ভ্রূমধ্যে) চং ছং জং ঝং ঞং নবলীঁ মোদিনীবাগ্‌দেবতায়ৈ নমঃ। (কণ্ঠে) টং ঠং ডং ঢং ণং য্‌লং বিমলাবাগ্‌দেবতায়ৈ নমঃ। (হৃদি) তং থং দং ধং নং যমরীঁ অরুণা-বাগদেবতায়ৈ নমঃ। (নাভৌ) পং ফং বং ভং মং হ্‌সলবয়ুঁ জয়িনী বাগ্‌দেবতায়ৈ নমঃ। (মূলাধারে) যং রং লং বং ঝমরয়ুঁ সর্বেশ্বরীবাগ্‌দেবতায়ৈ নমঃ (সর্ব্বাঙ্গে) শং ষং সং হং লং ক্ষং ক্ষমরীঁ কৌলিনীবাগ্‌দেবতায়ৈ নমঃ।

অথ করন্যাসঃ। অং মধ্যমাভ্যাং নমঃ আং অনামিকাভ্যাং নমঃ, সৌঃ কনিষ্ঠাভ্যাং নমঃ, অং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, আং তর্জ্জনীভ্যাং নমঃ, সৌঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ। অথ অঙ্গন্যাসঃ ॥ ঐঁ হৃদয়ায় নমঃ, ক্লীঁ শিরসে স্বাহা, সৌঃ শিখায়ৈ বষট্, ঐঁ কবচায় হুঁ, ক্লীঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট, সৌঃ................

করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্। মূলেন ব্যাপকং কৃত্বা (১১০পৃঃ) সমর্বচ্ছেৎ তত্তদ্ বীজমুর্চ্চার্য্য নবমুদ্রাঃ প্রদর্শয়েৎ।

বীজসহিত-নবমুদ্রাঃ যথা, দ্রাং-সর্বসংক্ষোভণী। দ্রীঁ-সর্বদ্রাবিণী। ক্লীঁ-আকর্ষিণী। ব্লুঁ-সর্বাবেশিনী। সঃ, - সর্বোন্মাদিনী। ক্রো, - মহাঙ্ক শমুদ্রা। হ্সখফ্রেং-খেচরী। হেসৌঃ, -বীজমুদ্রা। এং, - যোনিমুদ্রা।

অথ ধ্যানং। বালার্কমণ্ডলাভাসাং চতুর্বাহুং ত্রিলোচনাম্। পাশাঙ্কুশশরাংশ্চাপং প্রারয়ন্তীং শিবাং শ্রয়ে ॥ * এবং ধ্যাত্বা স্বশিরসি পুষ্পং দত্ত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য (১১১ পৃঃ) আনন্দোঽহমিতি।.........

---

* ধ্যানান্তরম্ - ঈষৎ কুন্দ সুচারু দন্তসুমুখীং নেত্রত্রয়োদ্ভাষিতাম্। পীনোত্তুঙ্গ পয়োধরাং প্রবিলসদ্ রক্তারবিন্দশ্রিয়ম্। নানাভূষণ ভূষিতাং ভগবতীং বন্ধুক পট্টাংশুকাম্। পাশঞ্চাঙ্কুশ চাপবাণ নিবহান্ সংবিভ্রতীং ভাবয়েৎ।

মহাকালসংহিতা ধৃত পীঠচিন্তা সহিত ত্রিপুরসুন্দরীর ধ্যানরহস্য যথা - উদ্যচ্চন্দ্রোদয়ক্ষুব্ধ রক্ত-পীযুষবারিধেঃ। মধ্যে হেমময়ী ভূমি, রত্নমাণিক্য মণ্ডিতা। তন্মধ্যে নন্দনোদ্যানং মদনোন্মাদনং মহৎ। নিত্যাভ্যুদিত পূর্ণেন্দু জ্যোৎস্নাজল বিরাজিতম্। সদা সহ বসন্তেন কামদেবেন রক্ষিতম্। কদম্ব-চূত-পুন্নাগ-নাগকেশর চম্পকৈঃ। বকুলৈঃ পারিজাতৈশ্চ সর্ব্বৈস্তু কুসুমোজ্জ্বলৈঃ। ঝঙ্কারমুখবৈর্ভৃঙ্গৈঃ কুজদ্ভিঃ কোকিলৈঃ শুকৈঃ। নানাবর্ণৈরথান্যৈশ্চ দ্বিজসঙ্ঘৈর্নিষেবিতম্। শিখিকারণ্ডহংসাদ্যৈর্নানা পক্ষিভিরাবৃতম্। নানাপুষ্পৈর্লতাকীর্ণৈঃ শোভিতং বৃক্ষখণ্ডকৈঃ। পর্য্যন্ত দীর্ঘিকোৎফুল্ল-কমলোৎপলসম্ভবৈঃ। রজোভির্ধূসরৈঃ সম্যক্ সেবিতং মলয়ানিলৈঃ। ধ্যাত্বৈবং নন্দনোদ্যানং তদন্তঃ প্রাঙ্গনং স্মরেৎ। শুদ্ধকাঞ্চন সঙ্কাশং বসুধাভিরলঙ্কৃতম্। প্রাঙ্গণং চিন্তয়িত্বেত্থং সুর-সিদ্ধ-নিষেবিতম্। তন্মধ্যে মণ্ডপং ধ্যায়েৎ ব্যাপ্ত-ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলম্। সহস্রাদিত্যসঙ্কাশং চতুরস্রং সুশোভিতম্। রত্নতেজ প্রভাপুঞ্জ পিঞ্জরীকৃত দিঙ্মুখম্ মধ্যস্তম্ভ বিনির্মুক্তং কোণস্তম্ভ সমন্বিতম্। মহামাণিক্য বৈদূর্য্য রত্নকাঞ্চন ভূষিতম্। মুক্তাদাম বিতানাঢ্যং রত্নসোপান মণ্ডিতম্। মন্দবায়ু সমাক্রান্তং গন্ধধূপ তরঙ্গিতম্। রত্নচামরঘন্টাদিবিতানৈরুপশোভিতম্। জাতী-চম্পক-পুন্নাগ-কেতকীমল্লিকাদিভিঃ। রক্তোৎপলসিতাম্ভোজ মাধবীভিঃ সুপুষ্পকৈঃ। বদ্ধাভিশ্চিত্রমালাভিঃ সর্বত্র সমলঙ্কৃতম্।...........

তির্যগুর্দ্ধলসদ্রক্ত পুত্তলি কোটিমণ্ডিতম্। নানারত্নাদিভির্দিব্যৈর্নির্মিতং বিশ্বকর্মণা। তন্মধ্যে ভাবয়েন্মন্ত্রী পারিজাতং মনোহরম্। স্বর্ণাদি-রত্নভূমিং চ বালুকাং কাঞ্চনপ্রভাম্। উদ্যদাদিত্য সঙ্কাশং ব্যাপ্তব্রহ্মাণ্ডমণ্ডপম্। শতযোজন-বিস্তীর্ণং জ্যোতির্মন্দিরমুত্তমম্। চতুর্দ্বার সমাযুক্তং হেমপ্রাকারমণ্ডিতম্। রত্নোপক্লিপ্তিসংশোভির্কপাটাষ্টকসংযুতম্। নবরত্ন সমাক্লিপ্তং তুঙ্গ গোপুর তোরণম্। হেমদণ্ডশিখালম্বিধ্বজাবলি পরিষ্কৃতম্। মধ্যকোণ-স্থিতস্তম্ভ-নবরত্ন সমন্বিতম্। মহামাণিক্যবৈদূর্য্য রত্নচামর শোভিতম্। কল্পবৃক্ষে গিরেঃ পার্শ্বে ছত্রং তন্মগুলোপরি। সুবর্ণসূত্ররচিতং তন্মধ্যে রত্নমণ্ডপম্। তন্মধ্যে স্ফুরিতং ধ্যায়েৎ ত্রিশৃঙ্গং জ্যোতিরুত্তমম্। তস্যমধ্যে মহাচক্রং পীযুষপরিপুরিতম্। রত্নসিংহাসনং তস্যা বেদ্যা মধ্যে স্মরেচ্ছুভম্। বিরিঞ্চি-বিষ্ণু-রুদ্রেশ রূপপাদচতুষ্টয়ম্। সদাশিবময়ং সাক্ষাৎ তস্মিন্ পরশিবাত্মকম্। পুষ্পপর্য্যঙ্ক তন্মধ্যে শ্রীমদুদ্যানপীঠকে। পর্য্যঙ্কবন্ধবিলসৎ স্বস্তিকাসনশালিনীম্। ধ্যায়েৎ পরশিবাঙ্কাস্থাং পদ্মমধ্যেজ্জ্বলাকৃতিম্। ত্রিপুরাং সুন্দরীং দেবীং বালার্ককিরণারুণাম্। জবাকুসুমসঙ্কাশাং দাড়িমীকুসুমোপমাম্। পদ্মরাগ প্রতীকাশাং কুঙ্কুমারুণসন্নিভাম্। স্ফুরন্মুকুটমাণিক্যকিঙ্কিনীজালমণ্ডিতাম্। কালালিকুলসঙ্কাশ-কুটিলালকপল্লবাম্। প্রত্যগ্রারুণসঙ্কাশবদনাম্ভোজ-মণ্ডিতাম্। কিঞ্চিদর্দ্ধেন্দু কুটিল ললাট-মৃদুপট্টিকাম্। পিণাকধনুরাকারভ্রূলতাং পরমেশ্বরীম্। অনন্দমুদিতোল্লাস লীলান্দোলিতলোচনাম্। স্ফুরন্ময়ুখসঙ্কাশং বিলসদ্ধেমকুণ্ডলাম্। সুগণ্ডমণ্ডলা-ভোগজিতেন্দ্বমৃতমণ্ডলাম্। বিশ্বকর্ম বিনির্মাণসূত্রবিস্পষ্টনাসিকাম্। তাম্রবিদ্রুমবিম্বারক্তোষ্ঠীমমৃতোপমাম্। দাড়িমী বীজপংক্তভ দন্তপংক্তি বিরাজিতাম্। স্মিতমাধুর্য্যবিজিতমাধুর্য্যরসসাগরাম্। অনৌপম্যগুণোপেত-চিবুকোদ্দেশ শোভিতাম্। কম্বুগ্রীবাং মহাদেবীং মৃণালসদৃশৈর্ভূজৈঃ। রক্তোৎপলদলাকারসুকুমার-করাম্বুজম্। রক্তাম্বুজনখজ্যোতির্বিতানিত নভস্তলাম্। মুক্তাহারলতোপেত সমুন্নত পয়োধরাম্। ত্রিবলীবলয়াযুক্ত-মধ্যদেশসুশোভিতাম্। লাবণ্যসরিদাবর্ত্ত নিম্ননাভি বিভুষিতাম্। অনর্ঘ্যরত্নঘটিতকাঞ্চীযুত নিতম্বিনীম্। নিতম্ববিম্বদ্বিরদ-রোমরাজিবরাঙ্কুশাম্। কদলীললিতস্তম্ভসুকুমারোরুমীশ্বরীম্। লাবণ্যকুসুমাকার-জানুমণ্ডলবন্ধুরাম্। লাবণ্যকদলীতুল্য জঙ্ঘা যুগলমণ্ডিতাম্। গূঢ়গুল্ফপদদ্বন্দ্বপ্রপদাজিতকচ্ছপাম্। তনুং দীর্ঘাঙ্গুলি স্বচ্ছ নখরাজিবিরাজিতাম্। ব্রহ্মাবিষ্ণু শিরোরত্ন নিঘৃষ্টচরণাম্বুজাম্। শীতাংশুশতসঙ্কাশ কান্তি-সন্তানহাসিনীম্। লৌহিত্যজিতসিন্দূর জবাদাড়িমরাগিনীম্। রক্তবস্ত্র পরীধানাং পশাঙ্কুশকরোদ্যতাম্। রক্তপদ্মনিবিষ্টাং তু রক্তাভরণভূষিতাম্। জগদাহ্লাদ জননীং জগদ্রঞ্জন কারিণীম্। চতুর্ভূজাং ত্রিনেত্রাস্তপঞ্চবাণ ধনুর্ধরাম্ কর্পূর শকলোন্মিশ্র-তাম্বুলপূরিতাননাম্। মহামৃগদোদ্দাম-কুঙ্কুমারুণবিগ্রহাম্।.........

বিভাব্য দানার্ঘ্যস্থাপনং কুর্য্যাৎ যথা, -স্ববামে দেব্যাঃ পুরতঃ ষট্‌কোণমধ্যগতত্রিকোণযন্ত্রং বিলিখ্য মূলেন ষট্‌কোণং সংপূজ্য ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে আঁধারশক্ত্যাদিভ্যো নমঃ ইতি মন্ডলমধ্যে সংপূজ্য তত্র ত্রিপদিকাং সংস্থাপয়েৎ শেষং পূর্ব্ববৎ (১১৬ পৃঃ) (৯৫)। সমর্থশ্চেৎ অস্মিন্নেব সময়ে দানার্ঘ্যস্য বামপার্শ্বে বিলোমার্ঘ্য-পাত্রং (১১৬ পৃঃ) স্থাপয়েৎ। অথবা সামাণ্যার্ঘ-স্থাপনবৎ পাদ্যাদিপাত্রস্থাপনং কুর্য্যাৎ।...

সর্বশৃঙ্গারবেশাঢ্যাং সর্ব্বাভরণভূষিতাম্। জগদাকর্ষণকরীং জগৎকারণরূপিণীম্। সর্বমন্ত্রময়ীং দেবীং সর্ব-সৌভাগ্যসুন্দরীম্। সর্বলক্ষীময়ীং নিত্যাং সর্বশক্তিময়ীং ভজে।

(৯৫) এই সময় বিশেষার্ঘ্যস্থাপনের বিধি আছে। কালীকুলে বিশেষার্ঘ্য নাই, শ্রীকুলে বিশেষার্ঘ্য আছে। তন্ত্রে কথিত হইয়াছে কালী, তারা ভূবনেশ্বরী, অন্নপূর্ণা, দূর্গা মহিষমর্দিনী, ছিন্নমস্তা বগলা, ত্রিপুটা ত্বরিতা ও প্রত্যঙ্গিরা এই সকল দেবতা কালীকুলের অন্তর্গত। ত্রিপুরসুন্দরী ধূমাবতী, মাতঙ্গী স্বপ্নাবতী, ভৈরবী ও কমলা ইঁহারা শ্রীকুলের অন্তর্গত। এই ভারতবর্ষের পূজায় অর্ঘ্যপাত্র বা অন্যান্য পাত্র স্থাপন বিষয়ে ত্রিবিধ ক্রম প্রচলিত আছে। যথা গৌরক্রম, কাশ্মীরক্রম ও কেরলক্রম। নেপাল হইতে আরম্ভ করিয়া কলিঙ্গদেশ পর্য্যন্ত ষট্ পঞ্চাশৎ দেশে গৌড়ক্রম প্রচলিত। দাক্ষিণাত্য ষট্ পঞ্চাশৎ দেশে কেরলক্রম প্রচলিত। অবশিষ্ট ষট্ পঞ্চাশং দেশে কাশ্মীরক্রম প্রচলিত। ইহাদ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে, বিষ্ণুক্রান্তায় গৌড়ক্রম, রথক্রান্তায় কাশ্মীর ক্রম, অশ্বক্রান্তায় কেরলক্রম। বিন্ধ্যপর্ব্বতের পূর্ব্ব বিষ্ণুক্রান্তা, উত্তর রথক্রান্ত া, এবং দক্ষিণ অশ্বক্রান্তা। বৃহত্তন্ত্ররাজে কথিত হইয়াছে, যাঁহাদের গৌড়মার্গ তাঁহারা কালীকুল বা শ্রীকুলস্থ যে কোন দেবতার পূজার সময় কালীকুলের মত্যানুসারেই পূজা করিবেন। কালীকুলে বিশেষার্ঘ্য নাই সুতরাং অস্মদ্দেশীয় সাধকগণ শ্রীকুলের দেবতার পূজার সময়েও বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিবেন না। বিশেষার্ঘ্যের কার্য্য সামাণ্যর্ঘ্যদ্বারাই সম্পন্ন হইবে। কালীকুলে সামাণ্যার্ঘ্য, দানার্ঘ্য, বিলোমার্ঘ্য ও পাদ্যপাত্র প্রভৃতি স্থাপনেরই বিধি আছে। কাশ্মীর সম্প্রদায়ে...........

অথ যন্ত্রোপরি পীঠং পূজয়েৎ যথা, - ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে আধার শক্তয়ে নমঃ। (এবং) প্রকৃত্যৈ। কূর্ম্মায়। অনন্তায়। পৃথিব্যৈ। সুধাম্বুধয়ে। রত্নদ্বীপায়। নন্দনোদ্যানায়। রত্নমন্ডপায়। কল্পবৃক্ষায়। মনিবেদিকায়ৈ। রত্নসিংহাসনায়। (পীঠোপরি বৈন্দবচক্রে) হ্সৌঃ সদাশিব-মহাপ্রেতপদ্মাসনায় নমঃ ॥০॥ রহস্যপূজা ॥০॥

অথ বৈন্দবচক্রে হসরৈং হসকলরীং হসরৌঃ ইতি মন্ত্রেণ মূর্ত্তিং সঙ্কল্প্য উভয়হস্তে ত্রিখন্ডমুদ্রাং বদ্ধা রক্তকুসুমগর্ভ-তন্মুদ্রাদ্বয়সংযোগেন পুনর্ধ্যাত্বা প্রবহন্নাসাপুটেন পূর্ব্ববৎ দীপাৎ দীপান্তরমিব (১১৯ পৃঃ) পুষ্পাঞ্জলাবানীয় মূর্ত্তৌ সংস্থাপয়েৎ। আবাহনস্যাবশ্যকতা চেৎ পূর্ব্ববৎ কুর্য্যাৎ। (১২০ পৃঃ) (৯৬)। ততঃ দশোপচারেণ পুজয়েৎ..........

বিশেষার্ঘ্য স্থাপনের বিধি আছে। কালীপূজার সময়েও তাঁহারা বিশেষার্ঘ্য স্থাপণ করিতে পারেন কেরল সম্প্রদায়ের সাধকগণ বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করেন না বটে, কিন্তু দেবতার দক্ষিণাংশে শ্রীপাত্র স্থাপন করেন। ফলে তাহাই বিশেষার্ঘ্য হইয়া উঠে। কারণ দেবতার সম্মুখে স্থাপিত অর্ঘ্যের নাম শ্রীপাত্র এবং দেবতার দক্ষিণাংশে স্থাপিত অর্ঘ্যের নাম বিশেষার্ঘ্য বা অন্যান্য অর্ঘ্য। সুতরাং তাঁহারা মুখে বলেন আমাদের বিশেষার্ঘ্য নাই শ্রীপাত্র আছে, কিন্তু আমরা দেখিতেছি তাঁহাদের শ্রীপাত্র নাই বিশেষার্ঘ্যই আছে।

(৯৬) গন্ধর্ব্বতন্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, মূল উচ্চারণ পূর্ব্বক দুই হস্তে ত্রিখন্ড মুদ্রা বদ্ধ করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে যথা, মহাপদ্মবনান্তঃস্থে ইত্যাদি (১২০ পৃঃ)। তৎপরে "এহি দেবি প্রভাবাত্তে সুভবে ভয়নাশিনি। যাবৎত্বাং পূজয়িষ্যামি তাবৎ ত্বং সুস্থিরা ভব ॥ কামেশি ত্বম্ ইহাগচ্ছ সর্বৈঃ পরিকরৈঃ সহ। পূজাকর্ম্মণি সান্নিধ্যম্ ইহ কল্পয় কামিনি॥ কামেশ্বরি সমাগচ্ছ কামেশাঙ্কানিষেদুষি। অব্যুচ্ছিন্নাং মতিং শুদ্ধাং বাচং কণ্ঠস্য দেহি মে ॥"

ইহার পরেই পুষ্পাঞ্জলি পরিপূর্ণ হস্তে অব্যাহন্যাদি পঞ্চমুদ্রা প্রদর্শন পূর্বক আবাহন করিতে হইবে। আবাহনীমদা কথিত হইতেছে যথা গন্ধর্ব্বতন্ত্রে সম্যক্..............

তত্তর্পয়েচ্চ যথা, - (বীজ) এতৎ পাদ্যং ত্রিপুরসুন্দর্য্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ। ইত্যাদি (১২২ পৃঃ)। অথ কৃতাঞ্জলিঃ দেবি আজ্ঞাপয় পরিবারাংস্তে পূজয়ামি' ইত্যাত্মানং লব্ধানুজ্ঞং বিভাব্য পূজয়েৎ। যথা, - ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ আবরণদেবতা শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। বামহস্ততত্ত্বমুদ্রয়া সামান্যার্ঘজলং দক্ষিণহস্ততত্ত্বমুদ্রয়া পুষ্পাক্ষতং গৃহীত্বা সংযোজ্য ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ভগবত্যা আবরণদেবতা-শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি স্বাহা। ইতি চক্রে তর্পয়েৎ (৯৭)................

সংপূরিতৈঃ পুষ্পৈঃ করাভ্যাং কল্পিতোঽঞ্জলিঃ। আবাহনী সমাখ্যাতা মুদ্রা সর্বার্থসাধিকা ॥ আধোমুখী কৃতা সৈব তদা বৈ স্থাপনী ভবেৎ॥ পুষ্পাঞ্জলিং বিনা দেবীং নাবাহয়েৎ.কদাচন। ইত্যাদি শেষচতুষ্টয়মুদ্রা সাধারণ হইতে অভিন্ন।

(৯৭) আবরণদেবতাদিগের সংক্ষেপে পূজা যথা (বিন্দুর অগ্নিকোণে) ঐঁ হৃদয়ায় নমঃ। হৃদয়াঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (ঈশানকোণে) ক্লীং শিরসে স্বাহা শিরোঽঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (নৈঋর্তকোণে) সৌঃ শিখায়ৈ বষট্ শিখাঙ্গশক্তি শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (বায়ুকোণে) ঐঁ কবচায় হুঁ কবচাঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (মধ্যে) ক্লীঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ নেত্রত্রয়াঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পুজায়ামি নমঃ। (চতুর্দিকে) সৌঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাম অস্ত্রায় ফট্ অস্ত্রাঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। যিনি সমর্থ হইবেন, তিনি ঐঁ এই বীজের পরিবর্ত্তে নিজ বীজমন্ত্রের বাগ্‌ভবকুট, ক্লীঁ বীজের পরিবর্ত্তে নিজমন্ত্রের কামরাজকুট এবং সৌঃ হৈ মন্ত্রের পরিবর্ত্তে নিজ মন্ত্রের শক্তিকূট উচ্চারণ করিবেন। অথবা ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ষড়ঙ্গদেবতাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।

যিনি আবরণ পূজাকালে প্রত্যেক আবরণপূজার পরেই তর্পণ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি তর্পণকালে পূজয়ামি নমঃ এই বাক্যের পরিবর্ত্তে পুরুষ দেবতার স্থলে তর্পয়ামি নমঃ ও স্ত্রীদেবতার স্থলে তর্পয়ামি স্বাহা, এই ....

বলিবেন। তর্পণ যে দুই হস্তের তত্ত্বমুদ্রযোগে করিতে হইবে তাহা বলা হইয়াছে। প্রত্যেক আবরণপূজার প্রথমে ত্রিতারী ব্যবহৃত হইবে। ত্রিতারী শব্দে ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ।

সর্ব্বত্র দেবীর পশ্চাতে বায়ুকোণ হইতে ঈশানকোণ পর্যন্ত গুরুপংক্তির পূজা করিতে হয়।

ত্রিপুরার আবরণ পূজার সময় দিঙ্‌নিরূপণের নিয়ম এই যে, সাধক যে মুখ হইয়া পূজা করিতে বসুন না কেন, তিনি যেন পূর্ব্বমুখ হইয়া পূজা করিতে বসিয়াছেন মনে করিতে হইবে। সুতরাং সাধকের সম্মুখ ও দেবীর পশ্চাৎ পূর্ব্বদিক্‌। দেবীর সম্মুখ পশ্চিমদিক্‌, দেবীর বামে দক্ষিণদিক্‌ ও দেবীর দক্ষিণে উত্তরদিক্‌। কল্পিত পশ্চিম ও উত্তরের মধ্যে বায়ুকোণ; কল্পিত উত্তর ও পূর্ব্বের মধ্যে ঈশানকোণ; কল্পিত পূর্ব্ব ও দক্ষিণের মধ্যে অগ্নিকোণ; কল্পিত দক্ষিণ ও পশ্চিমের মধ্যে নৈর্ঋতকোণ।

দেবীর পশ্চাতে ঐরূপ ঈশানকোণ হইতে অগ্নিকোণ পর্য্যন্ত গুরুপংক্তির পূজা করিতে হইবে যথা (পাদুকামন্ত্র অথবা ত্রিতারী) দিব্যৌঘগুরু- সিদ্ধৌঘগুরু-মানবৌঘগুরুশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (পাদুকামন্ত্র অথবা ত্রিতারী) সশক্তিকগুরু-পরমগুরু-পরাপরগুরু-পরমেষ্টিগুরু-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।

তন্ত্রসারকার সামান্য গুরুপংক্তিপূজা যেরূপ বলিয়াছেন তাহা উল্লিখিত হইতেছে যথা, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ গুরুভ্যো নমঃ। (এইরূপ) গুরুপাদুকাভ্যো নমঃ। পরমগুরুভ্যো নমঃ। পরমগুরুপাদুকাভ্যো নমঃ। পরাপরগুরুভ্যো নমঃ। পরাপরগুরুপাদুকাভ্যো নমঃ। পরমেষ্টিগুরুভ্যো নমঃ। পরমেষ্টিগুরুপাদুকাভ্যো নমঃ। আচার্য্যেভ্যো নমঃ। আচার্য্যপাদুকাভ্যো নমঃ। প্রত্যেক পূজার পূর্বেই ত্রিতারী অর্থাৎ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ থাকিবে। ফলতঃ গুরুচতুষ্টয় যখন আবরণদেবতার অন্তর্গত এবং সকল তন্ত্রেই যখন আবরণদেবতার পূজার সময় শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ এইরূপ প্রয়োগ করিতে বলিতেছেন, তখন গুরুভ্যো নমঃ, গুরুপাদুকাভ্যো নমঃ ইত্যাদিরূপ বাক্য না হইয়া সশক্তিকগুরুশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ ইত্যাদিরূপ বাক্য হওয়াই উচিত।

ভূপুরের প্রথমরেখায়, (ত্রিতারী) আণিমাদ্যষ্টসিদ্ধিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। উহার মধ্যরেখায়, (ত্রিতারী) ব্রহ্মাণ্যাদি অষ্টদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। অন্তরেখায়, (ত্রিতারী) সর্বসংক্ষোভিণ্যাদিমুদ্রা-শ্রপিাদুকাং...............

পূজায়ামি নমঃ। চক্রাগ্রে, (ত্রিতারী) ত্রিপুরাচক্রনায়িকাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।(পরে বামহস্ত-তত্ত্বমুদ্রায় সামান্যর্ঘ্যজল ও দক্ষিণহস্ত তত্ত্বমুদ্রায় গন্ধপুষ্প ও অক্ষত লইয়া উভয়মুদ্রাযোগে) অত্র ত্রৈলোক্যমোহন- চতুরস্রচক্রে ত্রিপুরাচক্রনায়িকাধিষ্ঠিতে এতা অণিমাদ্যাঃ প্রকটযোগিন্যঃ সমুদ্রাঃ সায়ুধাঃ সপরিবারায়াঃ সবাহনাঃ পূজিতাস্তর্পিতাঃ সন্ত, এই মন্ত্রে মূলদেবতার অধোবামহস্তে সমর্পণ করিবে। অনন্তর ষোড়শপত্রে (ত্রিতারী) অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ঌং ৡং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ কামাকর্ষিণ্যাদি - ষোড়শনিত্যা কলাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। চক্রাগ্রে, (ত্রিতারী) ত্রিপুরেশী-চক্রনায়িকাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। অনন্তর বামহস্ততত্ত্বমুদ্রায় সামান্যার্ঘ্যজল ও দক্ষিণহস্ত তত্ত্বমুদ্রায় গন্ধপুষ্প ও অক্ষত লইয়া উভয় মুদ্রার সংযোগে অত্র সর্ব্বাশাপরিপূরকে ষোড়শদলচক্রে ত্রিপুরেশীচক্রনায়িকাধিষ্ঠিতে এতা কামাকর্ষিণ্যাদ্যা গুপ্তযোগিন্যঃ সমুদ্রাঃ ইত্যাদি মন্ত্রে মূলদেবতার অধোবাম হস্তে সমর্পণ করিবে। অনন্তর অষ্টদলে - (ত্রিতারী) অনঙ্গকুসুমাদ্যদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। চক্রাগ্রে, (ত্রিতারী) ত্রিপুরসুন্দরী চক্রনায়িকাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। পূর্ব্ববৎ তত্ত্বমুদ্রায় অর্ঘ্যজলাদি লইয়া অত্র সর্ব্বসংক্ষোভকরে অষ্টদলচক্রে ত্রিপুরসুন্দরীচজক্রনায়িকাধিষ্ঠিতে এতঃঅনঙ্গকুসুমাদ্যা গুপ্ততরযোগিন্যঃ সমুদ্রাঃ ইত্যাদি মন্ত্রে মূলদেবীর অধোবামহস্তে সমর্পণ করিবে।অনন্তর চতুর্দ্দশারচক্রে (ত্রিতারী) সর্ব্বসংক্ষোভিণ্যাদি চতুর্দশশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়মি নমঃ। চক্রাগ্রে (ত্রিতারী) ত্রিপুরবাসিনী-চক্রনায়িকাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। পূর্ব্বের ন্যায় তত্ত্বমুদ্রায় সামান্যার্ঘ্যজল ও গন্ধপুষ্পাক্ষত লইয়া, অত্র সর্ব্বসৌভাগ্যদায়কে চতুর্দ্দশারচক্রে ত্রিপুরবাসিনী চক্রনায়িকাধিষ্ঠিতে এতাঃ সর্ব্বসংক্ষোভিণ্যাদি-শক্তয়ঃ সম্প্রদায়যোগিন্যঃ সমুদ্রা ইত্যাদি মন্ত্রে মূলদেবীর অধোবামহস্তে সমর্পণ করিবে। বহির্দশারচক্রে (ত্রিতারী) সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদাদেবী-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। চক্রাগ্রে, (ত্রিতারী) ত্রিপুরাশ্রীচক্রনায়িকাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। পূর্ব্ববৎ অর্ঘজলাদি লইয়া, অত্র সর্ব্বার্থসাধকে বহির্দশারচক্রে ত্রিপুরাশ্রী-চক্রনায়িকাধিষ্ঠিতে এতাঃ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদাদেব্যঃ কুলকৌলিনীযোগিন্যঃ সমুদ্রাঃ ইত্যাদি মন্ত্রে মূলদেবীর অধোবামহস্তে সমর্পণ করিবে। অন্তর্দ্দশারচক্রে, (ত্রিতারী) সর্ব্বজ্ঞাদিদেবী শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। চক্রাগ্রে (ত্রিতারি) ত্রিপুরমালিনী চক্রনায়িকা-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। পূর্ব্ববৎ অর্ঘজলাদি লইয়া অত্র সর্বরক্ষাকরান্তর্দশারচক্রে ত্রিপুরমালিনী-চক্রনায়িকাধিষ্ঠিতে সর্বাজ্ঞাদ্যা দেব্যো নিগর্বযোগিন্যঃ সমুদ্রাঃ ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ.......................

অথ পঞ্চোপচারেণ কামেশ্বরং পূজয়েৎ ধ্যানং যথা, - দেবং কামেশ্বরং তত্র (হ্যেকবক্ত্রং) পঞ্চবক্ত্রং চতুর্ভুজম্। ভস্মসৃতং মধ্যহৃদি রক্তারক্তঞ্চ কুঙ্কুমৈঃ॥ ত্রিশুলঞ্চ পিণাকঞ্চ বামহস্তদ্বয়ে ধৃতম্। উৎপলং বীজপুরঞ্চ দক্ষিণদ্বিতয়ে তথা॥ শ্বেতপদ্মোপরিস্থঞ্চ ধ্যাত্বা মধ্যে প্রপুজয়েৎ॥ ইতি॥

পূজামন্ত্রো যথা, ওঁ কাং এষ গন্ধঃ কামেশ্বরায় শিবায় নমঃ ইত্যাদি।

অষ্টারচক্রে (ত্রিতারী) বশিন্যাদ্যষ্টবাগদেবতাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। চক্রাগ্রে - (ত্রিতারী) ত্রিপুরসিদ্ধাচক্রনায়িকাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। পূর্ববৎ অর্ঘ্যজলাদি লইয়া, অত্র সর্বরোগহরচক্রে ত্রিপুরসিদ্ধাচক্রনায়িকাধিষ্ঠিতে এতা বশিন্যাদ্যাঃ রহস্যযোগিন্যঃ সমুদ্রাঃ ইত্যাদি পূর্ববৎ। অন্তস্ত্রিকোণে পূর্ব্বের ন্যায় ষড়ঙ্গপূজা করিবে। (১৮৪ পৃঃ) পরে ঐ ত্রিকোণমন্ডলের সম্মুখকোণে, (ত্রিতারী) কামেশ্বরীনিত্যাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। দক্ষিণকোণে, (ত্রিতারী) বজ্রেশ্বরীনিত্যাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। বামকোণে (ত্রিতারী) ভগমালীনিত্যাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। চক্রাগ্রে,-(ত্রিতারী) ত্রিপুরাম্বিকাচক্রনায়িকাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। পূর্ব্ববৎ অর্ঘ্যজলাদি লইয়া অত্র সর্বসিদ্ধিপ্রদে ত্র্যস্রচক্রে বানচাপপাশাঙ্কুশবিভুষিতান্তরালে ত্রিপুরাম্বিকাচক্রনায়িকাধিষ্ঠিতে এতাঃ কামেশ্বর্য্যাদ্যাঃ রহস্যাতিরহস্য-যোগিনাঃ সমুদ্রাঃ ইত্যাদি পূর্ববৎ। অনন্তর বিন্দুমধ্যে, (মূলমন্ত্র) শ্রীমহাত্রিপুরসুন্দরীনিত্যাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এই বলিয়া তিনবার পূজা করিবে। তাঁহার দক্ষিণে, (ত্রিতারী) যোনিমুদ্রাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। বামে (ত্রিতারী) প্রাপ্তিসিদ্ধ্যাদিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। চক্রাগ্রে (ত্রিতারী) ত্রিপুরভৈরবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। পূর্ব্ববৎ বামহস্ত তত্ত্বমুদ্রায় অর্ঘ্যজল লইয়া ও দক্ষিণহস্ততত্ত্বমুদ্রায় গন্ধপুষ্পাক্ষত লইয়া উভয়হস্ততত্ত্বমুদ্রাযোগে অত্র সর্বানন্দময়ে পরমব্রহ্মস্বরূপিণি বৈন্দবে চক্রে ত্রিপুরভৈরবীচক্রনায়িকাধিষ্ঠিতে এতঃ সর্ব্বচক্রেশ্বরীযোগিণ্যঃ সমুদ্রাঃ সায়ুধাঃ সবাহনাঃ..................

(পঞ্চবক্ত্রশিবস্য ধ্যানং যথা, ওঁ ধ্যায়েৎ কল্পতরোর্মূলে সরোজস্থং ত্রিলোচনম্। চতুর্ব্বাহুং মহাভীমং পঞ্চবক্ত্রং ভয়াপহম্॥ শূলং কপালং বামে তু দক্ষিণে পাশমুদ্গরম্। রক্তবর্ণং মহাশান্তং ভক্তাভীষ্টফলপ্রদম্॥ বীজং যথা ওঁ পঞ্চবক্ত্রায় দেবায় হূঁ ফট্ স্বাহা ধা নমঃ। পূজামন্ত্রো যথা, (বীজ) এষ গন্ধঃ পঞ্চবক্ত্রশিবায় নমঃ। ইত্যাদি (৯৮)।
ততঃ পুনরপি দেবীং পঞ্চোপচারেণ সংপূজ্য পূর্ব্ববৎ তত্ত্বমুদ্রয়া তর্পয়েৎ যথা, (বীজ) সাঙ্গায়াঃ সাবরণায়াঃ সায়ুধায়াঃ সপরিবারায়াঃ সবাহনায়াঃ কামেশ্বর (পঞ্চবক্ত্র) শিবসহিতায়াঃ শ্রীত্রিপুরসুন্দরীদেব্যাঃ শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি স্বাহা।..............

সপরিবারাঃ পূজিত্যস্তর্পিতাঃ সন্তঃ, এইমন্ত্রে মূলদেবতার আধোবামহস্তে সমর্পণ করিবে।

(৯৮) কৌলিকার্চ্চনধৃতদেবীরহস্যে কথিত হইয়াছে, তারার ভৈরব সদ্যোজাতমহাকাল, ত্রিপুরার ভৈরব কামেশ্বরশিব, জগদ্ধাত্রীদুর্গার ভৈরব নীলকণ্ঠশিব, ছিন্নমস্তার ভৈরব কালরুদ্র। তোড়লতন্ত্রে কথিত হইয়াছে তারার ভৈরব অক্ষোভ্য ত্রিপুরার ভৈরব পঞ্চবক্ত্রশিব দুর্গার ভৈরব নারদ ছিন্নমস্তার ভৈরব কবন্ধশিব। এই চারিটি মাত্র নামের অনৈক্য হইতেছে। অন্যান্য বিদ্যার ভৈরবের নামে অনৈক্য নাই। তারার ঋষি অক্ষোভ্য এবং দুর্গার ঋষি নারদ। এই ঋষিরা যে দেবীদিগের পতি নহেন তাহাও তোড়ল তন্ত্রে একপ্রকার প্রতিপাদিত হইতেছে। কারণ তোড়লতন্ত্রে কথিত হইয়াছে যে সমুদ্রমথনকালে কালকুট পান করিয়া ক্ষুব্ধ হয়েন নাই এই নিমিত্ত তারার ভৈরবকে অক্ষোভ্য বলা যায়। এইরূপ নারদ শব্দের অর্থ সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় কর্ত্তা। সুতরাং শিবের যে মূর্ত্তি সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়কর্তা তিনিই দুর্গার ভৈরব। ফলতঃ যিনি সদ্যোজাতমহাকাল তাঁহারই আর একটি নাম অক্ষোভ্য যিনি পঞ্চবক্ত্রশিব তাঁহারই আর একটি নাম কামেশ্বর, যিনি নীলকণ্ঠশিব তাঁহারই আর একটি নাম নারদ এবং যিনি কালরুদ্র তাঁহারই একটি নাম কবন্ধশিব।..........

অথ পঞ্চপুষ্পাঞ্জলীন্, অন্ননিবেদনং বলিদানং, প্রণামং, নীরাজনং হোমং, জপং (৯৮) জপসমর্পণং পুনঃ প্রণামং স্তবকবচপাঠং প্রদক্ষিণপূর্ব্বকপ্রণামম্ আত্মসমর্পণম্ উচ্ছিষ্টচাণ্ডালিনীপূজাঞ্চ কালীপূজাপদ্ধতিক্রমেণ যথাযথং কুর্য্যাৎ (১৫৩পৃঃ) কেবলং দেবতানামমাত্রে বীজমন্ত্রমাত্রে ষড়ঙ্গমন্ত্রমাত্রে চ ভেদোঽবগন্তব্যঃ। ইতি ত্রিপুরাপূজাপদ্ধতিঃ।...............

---

(৯৮) ত্রিপুরা পূজায় নিত্যহোমবিষয়ে বিশেষ এই যে, পূর্বোক্তরূপ অগ্নিস্থাপন পূর্ব্বক ব্যাহৃতিহোমের পর, ওঁ প্রাণায় স্বাহা, ওঁ আপনায়া স্বাহা ওঁ; সমানায় স্বাহা, ওঁ উদানায় স্বাহা, ওঁ ব্যানায় স্বাহা, এই পঞ্চ মন্ত্রে পঞ্চ আহুতি প্রদান পূর্ব্বক ঐঁ হৃদয়ায় নমঃ স্বাহা, ক্লীঁ শিরসে স্বাহা, সৌঃ শিখায়ৈ বষট্ স্বাহা, ঐঁ কবচায় হুঁ স্বাহা, ক্লীঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ স্বাহা, সৌঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্ স্বাহা এই মন্ত্রে ষড়ঙ্গ আহুতি দিবে। পরে অসিতাঙ্গাদ্যষ্ট ভৈরবের আহুতি না দিয়াই আবাহন করিবে। অন্যান্য সমুদায় পূর্ববৎ (১৩পৃঃ)।

ত্রিপুরসুন্দরীদেবতার জপ - পদ্ধতি বিষয়ে বিশেষ ব্যবস্থা যামলে কথিত হইয়াছে যথা, - "অনামা মধ্যমায়াশ্চ মূলাগ্রঞ্চ দ্বয়ং দ্বয়ং। কনিষ্ঠায়াশ্চ তর্জন্যাস্ত্রয়ং পর্ব্ব মহেশ্বরি। অনামা মধ্যয়োর্মধ্যং মেরুশ্চ দ্বিতয়ং স্মৃতম্। প্রদক্ষিণ্য ক্রমাদ্দেবি জপেৎত্রিপুরসুন্দরীম্।" অর্থাৎ অনামিকার মূলপর্ব্ব হইতে জপ আরম্ভ করিয়া যথাক্রমে কনিষ্ঠার তিন পর্ব্ব, অনামিকার অগ্রপর্ব্ব, মধ্যমার অগ্রপর্ব্ব, তর্জনীর তিন পর্ব্ব ও মধ্যমার মূলপর্বে প্রদক্ষিণ রীতিতে জপ শেষ করিতে হইবে। পুনশ্চ এই বিষয়ে শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থে কথিত হইয়াছে - যথা, "প্রাণায়ামং সমাচর্য্য জপং কৃত্বা সমাহিতঃ। পুনঃ প্রণান্ সমায়ম্য জপশ্চৈব সমর্পয়েৎ। অর্ঘস্য জলপুষ্পাভ্যাং দেব্যা দক্ষিণ হস্ততঃ॥" অর্থাৎ প্রাণায়াম পূর্ব্বক জপ আরম্ভ করিয়া জপান্তে পুনরায় প্রাণায়াম করিয়া (অর্ঘ্য জল পুষ্প লইয়া) দেবীর দক্ষিণ হস্তে জপ সমর্পণ করিবে।

ধ্যানের অর্থ - দেবী প্রাতঃকালীন সূর্য্যের ন্যায় রক্তবর্ণা চতুর্বাহুযুক্তা এবং ত্রিনয়না। চার হস্তে পাশ, অঙ্কুশ, শর এবং ধনু ধারণ করিয়া আছেন। ধ্যানান্তর-কুন্দ ফুলের ন্যায় শুভ্র সুন্দর দন্ত, সুন্দর মুখশ্রী, উজ্জ্বল নেত্র, পীন এবং উত্তুঙ্গ পয়োধর, রক্তকমলে অধিষ্ঠিতা। নানাপ্রকার ভূষণে ভূষিতা, রক্ত-পট্টবস্ত্র পরিহিতা। দেবীর চার হস্তে পাশ, অঙ্কুশ ধনু এবং শর, চিন্তা করিবে।...............

কামেশ্বর শিবের ধ্যানের অর্থ-পঞ্চমুখ (মতান্তরে একমুখ) চারহাত, ভস্ম ক্ষরিত হইতেছে, রক্ত কুঙ্কুমের দ্বারা হৃদয় আরক্ত, বামহাতে ত্রিশূল এবং ধনু দক্ষিণ হস্তে পদ্ম ও বীজপুর (নেবু-জাতীয় ফল)। তিনি শ্বেত পদ্মে উপবিষ্ট ধ্যান করিয়া পূজা করিবে।

পঞ্চবক্ত্র শিবের ধ্যান - কল্পতরুর মূলে পদ্মের উপর উপবিষ্ট। ত্রিলোচন চতুর্বাহু মহাবলশালী, পঞ্চমুখ এবং ভয়হারী। বামহস্তে শূল এবং কপাল, ডান হাতে পাশ এবং মুগুর।তিনি রক্তবর্ণ মহাশান্ত এবং ভক্তের সকল অভীষ্ট ফল প্রদানকারী।

অথ জগদ্ধাত্রীপূজাপদ্ধতিঃ।

পূর্ব্বোক্ত-প্রাতঃকৃত-স্নান-সন্ধ্যা যাগমন্দির প্রবেশ আসন স্থাপন সামান্যার্ঘ্য দ্বারপূজা পুষ্পশোধন প্রভৃতি মাতৃকান্যাস পঞ্চদেবপূজাপর্যন্ত ং সমুদায়কর্ম্ম সম্পাদ্য পীঠন্যাসং কুর্য্যাৎ যথা - হৃদয়ে মৃগমুদ্রয়া, ওঁ হ্রীঁ পীঠদেবতাভ্যো নমঃ। ওঁ হ্রীঁ পীঠশক্তিভ্যো নমঃ (৯৯)। ওঁ বজ্রনখ দংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহাসনায় হুঁ ফট নমঃ। অথ ঋষ্যাদিন্যাসঃ। (বীজ) অস্য মন্ত্রস্য নারদ ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীজগদ্ধাত্রীদুর্গা দেবতা হ্রীঁ বীজং দুং শক্তিঃ স্বাহা কীলকং চতুর্বর্গসিদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ। শিরসি নারদায় ঋষয়ে নমঃ। মুখে গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি শ্রীজগদ্ধাত্রী-দুর্গায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। মূলাধারে হ্রীঁ বীজায় নমঃ। পাদয়োঃ দুং..........

---

(৯৯) প্রত্যেক পীঠদেবতান্যাস যথা, - মৃগমুদ্রায় হৃদয়ে, ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ। (এইরূপ) প্রকৃত্যৈ। কূর্ম্মায়। অনন্তায়। পৃথিব্যৈ।সুধাম্বুধয়ে। মণিদ্বীপায়। চিন্তামণিগৃহায়। পারিজাতায়। কল্পবৃক্ষায়। মণিবেদিকায়ৈ। রত্নসিংহাসনায়। মণিপীঠায়। মুণিভ্যঃ। দেবেভ্যঃ। (দক্ষিণবাহুমূলে) ধর্ম্মায় (বামবাহুমূলে) জ্ঞানায়। (বাম উরুতে) বৈরাগ্যায়। (দক্ষিণ উরুতে) ঐশ্বর্য্যায়। (মুখে) অধর্ম্মায়। (বামপার্শ্বে) অজ্ঞানায়। (নাভিতে) অবৈরাগ্যায়। (দক্ষিণপার্শ্বে) অনৈশ্বর্য্যায়। (পুনর্হৃদয়ে) অং অনন্তায়। পং পদ্মায়। আনন্দকন্দায়। সম্বিন্নালায়। প্রকৃতিময়পত্রেভ্যঃ। বিকারময়কেশরেভ্যঃ। তত্ত্বময়কর্ণিকায়ৈ। অং অর্কমন্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে। উং সোমমন্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে। মং বহ্নিমন্ডলায় দশকলাত্মনে। সং সত্ত্বায়। রং রজসে। তং তমসে আং আত্মনে। আং অন্তরাত্মনে। পং পরমাত্মনে। হ্রীং জ্ঞানাত্মনে। প্রত্যেক পীঠশক্তিন্যাস যথা - হৃৎপদ্মের পূর্ব্ব হইতে ঈশান পর্য্যন্ত কেশরসমুদায়ে ওঁ হ্রীঁ অং প্রভায়ৈ নমঃ। এইরূপ সর্ব্বত্র প্রথমে ওঁ হ্রীঁ ও শেষে নমঃ থাকিবে। ঈং মায়ায়ৈ। ঊং জয়ায়ৈ। এং সূক্ষ্মায়ৈ। ঐঁ বিশুদ্ধায়ৈ। ওঁ নন্দিন্যৈ। ঔঁ সুপ্রভায়ৈ। অং বিজয়ায়ৈ। (মধ্যে) ওঁ হ্রীঁ অঃ সর্ব্বসিদ্ধিদায়ৈ নমঃ। (তদুপরি) ওঁ বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহাসনায় হুঁ ফট্ নমঃ।....................

শক্তয়ে নমঃ। সর্বাঙ্গে স্বাহা-কীলকায় নমঃ। অথ করাঙ্গন্যাসৌ, - ওঁ দাং অঙ্গুষ্ঠ্যাভ্যাং নমঃ। ওঁ দীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা। ওঁ দুং মধ্যমাভ্যাং বষট্ ওঁ দৈং অনামিকাভ্যাম্ হুঁ। ওঁ দৌং কনিষ্ঠাভ্যাম্ বৌষট্। ওঁ দঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্। এবং হৃদয়াদিষু। অথ ষোঢ়ান্যাসঃ (১০৮ পৃঃ) ততো বীজন্যাসঃ (১০৯ পৃঃ) ততঃ তত্ত্বন্যাসঃ (১০৯ পৃঃ)। অথ ব্যাপকন্যাসঃ (১১০ পৃঃ)। ততঃ শঙ্খমুদ্রাং চক্রমুদ্রাং চাপমুদ্রাং বাণমুদ্রাং দৌর্গীমুদ্রাঞ্চ প্রদর্শ্য কুর্ম্মমুদ্রয়া রক্তপুষ্পাঞ্জলিম্ গৃহীত্বা ধ্যায়েৎ যথা - (বীজ) সিংহস্কন্ধসমারূঢ়াম্ নানালঙ্কার ভূষিতাম্। চতুর্ভুজাং মহাদেবীং নাগযজ্ঞোপবীতিনীম্॥ শঙ্খচাপসমাযুক্ত-বামপাণিদ্বয়াং তথা। চক্রবাণসমাযুক্ত দক্ষপাণিদ্বয়াং তথা। রক্তবস্ত্রপরীধানাং-বালার্কসদৃশদ্যুতিম্। নারদাদ্যৈর্মুনিগণৈঃ সেবিতাং ভবসুন্দরীম্॥ ত্রিবলীবলয়োপেত - নাভিনালমৃনালিনীম্। ইষৎসহাস্যবদনাং কাঞ্চনাভাং বরপ্রদাম্॥ নবযৌবনসম্পন্নাং পীণোন্নতপয়োধরাম্। করুণামৃতবর্ষিণ্যা পশ্যন্তীং সাধকং দৃশা। রত্নদ্বীপে মহাদ্বীপে সিংহাসণসমন্বিতে। প্রফুল্লকমলারূঢ়াং ধ্যায়েৎ তাং ভবগেহিনীম্। ইতি ধ্যাত্বা স্বশিরসি পুষ্পং দত্ত্বা মানসোপচারৈঃ সংপূজয়েৎ। (১১১ পৃঃ) ধ্যানান্তরং যথা বিশ্বসারে, সিংহস্থা শশিশেখরা মরতপ্রখ্যৈশ্চতুর্ভির্ভূজৈঃ শঙ্খং চক্রধনুঃ শরাংশ্চ দধতীং নেত্রৈস্ত্রিভিঃ শোভিতাম্। আমুক্তাঙ্গদহারকঙ্কণরণৎ কাঞ্চীক্বণন্নুপুরা দুর্গা দুর্গতিহারিণী ভবতু মে রত্নোল্লসৎকুন্ডলা॥ অথ দানার্ঘ্যং স্থাপয়েৎ * (১১৬ পৃঃ) তত্র ষড়ঙ্গপূজা তু, ওঁ দাং হৃদয়ায় নমঃ হৃদয়াঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ ইত্যাদিনা। সমর্থশ্চেৎ বিলোমার্ঘ্যং স্থাপয়েৎ (১১৬ পৃঃ) অথ পীঠপূজাং কুর্য্যাৎ.............

---

* শঙ্খে কোন দুর্গারই অর্ঘ্য স্থাপিত হইতে পারিবে না। যথা বিশ্বসারে - "ন শঙ্খৈরর্ঘ্যপাত্রং স্যাৎ কথিতং পদ্মযোনিনা। বিশ্বামিত্রস্য পাত্রেণ মৃদা বাপি প্রকল্পয়েৎ। অর্থাৎ নারিকেল মালা বা মাটির পাত্রে অর্ঘ্য স্থাপন করিবে। বিহিত ধাতু পাত্রও সাধক সমাজে প্রচলিত।............

যথা, ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে পীঠদেবতাভ্যো নমঃ। ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে পীঠশক্তিভ্যো নমঃ। (১০০) ॥০॥ রহস্যপূজা ॥০॥

অথ পূর্ব্ববৎ করাঙ্গন্যাসৌ কৃত্বা কুর্ম্মমুদ্রয়া রক্তকুসুমানি গৃহীত্বা পুনর্ধ্যাত্বা মূলাধারাৎ কুলকুণ্ডলিনীং ব্রহ্মপথেন পরমশিবে সমাযোজ্য পূর্ব্ববৎ (১০৭ পৃঃ) মূর্ত্তিং প্রকল্প্য দীপাৎ দীপান্তরমিব বামনসা কুসুমাঞ্জলৌ সমানীয় যন্ত্রোপরি সংস্থাপ্য........................

---

(১০০) পীঠদেবতাদিগের প্রত্যেকের পুজা- ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে আধারশক্তয়ে নমঃ। (এইরূপ) প্রকৃত্যৈ। কুর্ম্মায়। অনন্তায়। পৃথিব্যৈ। সাধুম্বুধয়ে। মণিদ্বীপায়। চিন্তামণিগৃহায়। পরিজাতায়। কল্পবৃক্ষায়। মণিবেদিকায়ৈ। রত্নসিংহাসনায়। মণিপীঠায়। (পীঠের চতুর্দিকে) মুনিভ্যঃ। দেবেভ্যঃ। (পূর্ব্বদিকে) ধর্ম্মায়। (দক্ষিণে) জ্ঞানায়। (পশ্চিমে) বৈরাগ্যায়। (উত্তরে) ঐশ্বর্য্যায়। (অগ্নিকোণে) অধর্ম্মায়। (নৈর্ঋতকোণে) অজ্ঞানায়। (বায়ুকোণে) অবৈরাগ্যায়। (ঈশাণকোণে) অনৈশ্বর্য্যায়! (পুণর্ম্মধ্যে) অং অনন্তায়। পং পদ্মায় আনন্দকন্দায়। সম্বিন্নালায়। প্রকৃতিময়পত্রেভ্যঃ। বিকারময়কেশরেভ্যঃ। তত্ত্বময়কর্ণিকায়ৈ। অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে। উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে। মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে। সং সত্ত্বায়। রং রজসে। তং তমসে। আং আত্মনে। অং অন্তরাত্মনে। পং পরমাত্মনে। হ্রীঁ জ্ঞানাত্মনে। পীঠশক্তিদিগের প্রত্যেকের পূজা যথা, - (পদ্মের পূর্ব্বাদি -ঈশানপর্যন্ত কেশরসমুদায়ে ওঁ হ্রীঁ আং এতে গন্ধপুষ্পে প্রভায়ৈ নমঃ। (এইরূপ) ঈং মায়ায়ৈ। উং জয়পয়ে। এং সূক্ষ্মায়ৈ। ঐং বিশুদ্ধায়ৈ। ওঁ নন্দিন্যৈ। ঔঁ সুপ্রভায়ৈ। অং বিজয়ায়ৈ। মধ্যে অঃ সর্ব্বসিদ্ধিদায়ৈ। তন্ত্রসারকার বিশ্বসারতন্ত্র হইতে যে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন তদনুসারে পূজা করিতে হইলে যন্ত্রের নবকোণে এই নবশক্তির পূজা করা বিধেয়। পরে দেবীর বামে ওঁ হ্রীং শঙ্খনিধয়ে নমঃ। দক্ষিণে ওঁ হ্রীং পদ্মনিধয়ে নমঃ।

অনন্তর মধ্যস্থানে ওঁবজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহাসনায় হূঁ ফট্ নমঃ। এই মন্ত্রে পূজা করিবে।.............

(কৃতাঞ্জলিরাবাহয়েৎ। ১১৯ পৃঃ)। অথ পরমীকরণমুদ্রয়া পরমীকৃত্য মূলমন্ত্রেণ দেবতাং ত্রিরভ্যুক্ষ্য দশোপচারেণ (পঞ্চোপচারেণ বা) দেবীং পূজয়েৎ যথা, (বীজ) এতৎ পাদ্যং শ্রীজগদ্ধাত্রীদুর্গায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। ইত্যাদি (১২২ পৃঃ)। অথ উপচারদানানন্তরম্ আবরণপূজাং কুর্য্যাৎ যথা, - (কৃতাঞ্জলিঃ) দেবি আজ্ঞাপয় পরিবারাংস্তে পূজয়ামি। ততঃ আত্মানং লব্ধানুজ্ঞং বিভাব্য ওঁ হ্রীঁ আবরণদেবতা শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ইতি পূজয়েৎ। (১০১).............

---

(১০১) আবরণদেবতাদিগের বিশেষরূপে পূজা যথা - ওঁ দাং হৃদয়ায় নমঃ হৃদয়াঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে। দেবীর সেই সেই অঙ্গে পূজা করিবে। অথবা পূর্ব্বোক্ত স্থানে পূজা করিবে। ১৩৫ পৃঃ অথবা ষড়ঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ এই মন্ত্রে সংক্ষেপে পূজা করিবে। পীঠের উত্তরে বায়ুকোণ হইতে ঈশানকোণ পর্যন্ত গুরুপংক্তির পূজা করিবে। সর্বত্র গুরুপূজার প্রথমে পাদুকামন্ত্র বা ঐঁ বীজ যোগ করিয়া দিতে হইবে এবং শেষে শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ' যোগ হইবে। যথা, - (পাদুকা বা ঐঁ) পরমাত্মানন্দনাথ-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এইরূপ পরমানন্দনাথ। পরমেষ্ঠ্যানন্দনাথ। শুভোদয়ানন্দনাথ। কৃষ্ণানন্দনাথ। কলানন্দনাথ। কালানন্দনাথ (ইঁহারা দিব্যৌঘগুরু)। নারদানন্দনাথ। কাশ্যপানন্দনাথ। শম্ভ্বানন্দনাথ। ভার্গবানন্দনাথ। কুলকৌলিকানন্দনাথ। (ইঁহারা সিদ্ধৌঘগুরু) রুদ্রাচার্য্যানন্দনাথ। ক্ষমাচার্য্যানন্দনাথ। পবনাশনানন্দনাথ। কুমারীশানন্দনাথ। শক্তিধরানন্দনাথ। জ্ঞানানন্দনাথ। প্রভাকরানন্দনাথ। হরিশর্ম্মানন্দনাথ। দত্তানেত্রানন্দনাথ। প্রিয়ংবদানন্দনাথ। চর্য্যানন্দনাথ (ইঁহারা মানবৌঘগুরু)। সশক্তিক-গুরু-অমুকানন্দনাথ-অমুকীদেব্যম্বা। সশক্তিকপরমগুরু অমুকানন্দনাথ অমুকীদেব্যম্বা। সশক্তিপরাপরগুরু-অমুকানন্দনাথ অমুকীদেব্যম্বা। সশক্তিকপরমেষ্টিগুরুঅমুকানন্দনাথ অমুকীদেব্যম্বা। সর্বত্র প্রথমে পাদুকামন্ত্র বা ঐঁ বীজ এবং অন্তে শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।

ওঁ হ্রীং নারদঋষিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (এইরূপ) ওঁ হ্রীং বহুলাদেব্যম্বা। ওঁ হ্রীং কালীদেব্যম্বা ওঁ হ্রীঁ প্রভাদেব্যম্বা। (এইরূপ) মায়াদেব্যম্বা।..............

অথ দেব্যা দক্ষিণে নীলকণ্ঠশিবং ভৈরবং পঞ্চোপচারেণ পূজয়েৎ। ধ্যানং যথা, - বালার্কাযুততেজসং ধৃতজটাজুটেন্দুখণ্ডোজ্জ্বলং নাগেন্দ্রৈঃ কৃতশেখরং জপবটীং শুলং কপালং করৈঃ। খট্টাঙ্গং দধতং ত্রনেত্র বিলসৎপঞ্চাননং সুন্দরং ব্যাঘ্রত্বক্‌পরিধানমজনিলয়ং শ্রী নীলকণ্ঠং ভজে॥ পূজপ যথা - ওঁ নমো নীলকণ্ঠায় এষ গন্ধঃ নীলকণ্ঠায় শিবায় নমঃ। ইত্যাদি।...............

জয়াদেব্যম্বা। সুক্ষ্মাদেব্যম্বা। বিশুদ্ধাদেব্যম্বা। নন্দিনীদেব্যম্বা। সুপ্রভাদেব্যম্বা। বিজয়াদেব্যম্বা সর্বসিদ্ধিদাদেব্যম্বা। (দেবীর বামে) ওঁ হ্রীং শঙ্খনিধি। (দেবীর দক্ষিণে) ওঁ হ্রীং পদ্মনিধি।

অনন্তর যোগিনীদিগের পূজা করিবে যথা, - হ্রীং উমাদেব্যম্বা-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (এইরূপ) শূলধারিণীদেব্যম্বা। খেচরীদেব্যম্বা। দ্বারবাসিনীদেব্যম্বা। সুগন্ধাদেব্যম্বা। সর্বসাধিনী-দেব্যম্বা। চণ্ডিকাদেব্যম্বা। সৌভদ্রিকাদেব্যম্বা। অশোকবাসিনীদেব্যম্বা। বজ্রধারিণীদেব্যম্বা। মহাবাণীদেব্যম্বা। জগন্মাতৃদেব্যম্বা। ললিতাদেব্যম্বা। সিংহবাসিনীদেব্যম্বা। ভগবতীদেব্যম্বা। বিন্ধ্যবাসিনীদেব্যম্বা। মহাবলাদেব্যম্বা। ভূতলবাসিনীদেব্যম্বা। পরে অষ্টদলে পূর্ববৎ ব্রাহ্ম্যাদ্যষ্টশক্তির পূজা করিয়া (১৩৭ পৃঃ) পত্রাগ্রে অসিতাঙ্গ প্রভৃতি অষ্টভৈরবের পূজা করিবে। (১৩৮ পৃঃ)

পরে ঋষিপংক্তির পূজা করিবে যথা, - ওঁ জগদগ্নিঋষিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (এইরূপ) ভরদ্বাজঋষি। ভৃগুঋষি। গৌতমঋষি। কাশ্যপঋষি। বিশ্বামিত্রঋষি। শিবঋষি। নন্দীশ্বরঋষি। কহমিকঋষি। স্থণ্ডিকঋষি। পরে পূর্ব্ববৎ দশদিকে ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পালের ও দিক্‌পালাস্ত্রের পূজা করিবে। ১৩৯ পৃঃ। পরন্তু বিশেষ এই যে, প্রত্যেক দিক্‌পালের পূজামন্ত্রের শেষে শ্রীদক্ষিণকালিকাপারিষদ শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ ইহার পরিবর্ত্তে শ্রীজগদ্ধাত্রীদুর্গা-পারিষদশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ'। এইরূপ পাঠ করিতে হইবে।

পরে অস্ত্রাদি পূজা করিবে যথা, - ওঁ বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহাসনায় হুঁ ফট্ নমঃ মহাসিংহরূপশিবশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ওঁ হ্রীং শঙ্খশ্রীপাদুকাং...................

পুনঃ পঞ্চোপচারেণ দেবীং সংপূজ্য মস্তকে, হৃদয়ে, মূলাধারে, পাদপদ্মে, সর্ব্বাঙ্গে চ পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলীন্ দত্ত্বা তর্পয়েৎ যথা - বামহস্ত তত্ত্বমুদ্রয়া সামান্যার্ঘজলং দক্ষিণহস্ততত্ত্বমুদ্রয়া গন্ধপুষ্পাক্ষতানি গৃহীত্বা উভয়তত্ত্বমুদ্রাযোগেন, (বীজ) সাঙ্গায়াঃ সাবরণায়াঃ সায়ুধায়াঃ সপরিবারায়াঃ সবাহনায়াঃ নীলকণ্ঠশিব-সহিতায়াঃ শ্রীজগদ্ধাত্রীদুর্গা দেব্যাঃ শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি স্বাহা। অতঃপরম্ অন্ননিবেদনং বলিনিদেবনাদিকং সর্ব্বমবিশিষ্টং কালীপূজা-পদ্ধতিদর্শনেন কর্ত্তব্যম্। তত্র বিশেষস্তু শ্রীদক্ষিণকালিকা ইত্যত্র শ্রীজগদ্ধাত্রীদুর্গা ইতি প্রয়োক্তব্যম্। নিত্যহোমকালে পৃথক্ পৃথক্ ষড়ঙ্গহোমে তু ওঁ দাং হৃদয়ায় নমঃ স্বাহা' ইত্যাদি চ প্রয়োক্তব্যম্। মহাকালভৈরববলিবৎ নীলকণ্ঠশিবস্য বলিদানবিধির্ন দৃশ্যতে। প্রণামমন্ত্রস্তু, ওঁ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণী নমোহস্তু তে। ইতি শ্রীজগদ্ধাত্রীদুর্গাপূজাপদ্ধতিঃ সম্পূর্ণা ॥০॥..............

পূজয়ামি নমঃ। এইরূপ চক্র। শার্ঙ্গ। বাণ। সর্বত্র আদিতে ওঁহ্রীং এবং অন্তে শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।

যদি অবকাশ হয় তাহা হইলে প্রত্যেক আবরণদেবতার পূজার পর প্রত্যেক আবরণদেবতার তর্পণ করিবে এবং তর্পণ করিবার সময় বামহস্তের তত্ত্বমুদ্রায় অর্ঘ্যজল ও দক্ষিণহস্তের তত্ত্বমুদ্রায় গন্ধপুষ্পাক্ষত লইয়া উভয়তত্ত্বমুদ্রার যোগে তর্পণ করিতে হইবে। পরন্তু আবরণদেবতার পূজায় যে যে মন্ত্র ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই মন্ত্রের 'পূজয়ামি নমঃ' এই পদের পরিবর্ত্তে পুরুষ দেবতা হইলে তর্পয়ামি নমঃ' স্ত্রী দেবতা হইলে 'তর্পয়ামি স্বাহা' এই পদ প্রয়োগ করিতে হইবে। যথা, - ওঁহ্রীং নারদঋষিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ, ইহার পরিবর্ত্তে ওঁহ্রীং নারদঋষি শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ। ওঁহ্রীং প্রভাদেব্যম্বা শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ ইহার পরিবর্ত্তে ওঁহ্রীং প্রভাদেব্যম্বা শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি স্বাহা ইত্যাদি।...............

সিংহস্কন্ধ সমারূঢ়াং ইত্যাদি ধ্যানের অর্থ - দেবী সিংহস্কন্ধে আরুঢ়া, নানা অলঙ্কারে ভূষিতা, চতুর্ভূজা বামহাতে শঙ্খ এবং ধনু, দক্ষিণ হাতে চক্র এবং বাণ। নাগরূপ উপবীত, পরিধানে রক্তবস্ত্র, তাঁহার বর্ণ প্রাতঃসূর্য্যের ন্যায় লাল। তিনি জগতের শ্রেষ্ঠা সুন্দরী, নারদ প্রভৃতি মুণিগণ তাহাকে অর্চনা করিয়াছেন, নাভি হইতে ত্রিবিধ বলী বলয়াকারে শোভিত। তিনি মৃদুহাস্যবদনা, দেহের বর্ণে সুবর্ণের আভা, বরপ্রদা, নবযৌবন সম্পন্না, পীন ও উন্নত পয়োধরা, তিনি করুণা এবং অমৃতবর্ষী দৃষ্টিতে সাধককে দেখেন। রত্নদ্বীপে মহাদ্বীপে সেই ভবগেহিনীকে ধ্যান করিবে।

নলিকণ্ঠ শিবের ধ্যানের অর্থ - অযুত প্রাতঃসূর্য্যের ন্যায় তেজ, জটাজুটে উজ্জ্বল চন্দ্রখন্ড শিরে নাগহার চারহাতে জপমালা, শূল, কপাল এবং খট্টাঙ্গ। পদ্মের উপর অবস্থিত ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিত পঞ্চমুখ সুন্দর নীলকণ্ঠ শিবকে ভজনা করি।

অথ অন্নপূর্ণাপূজাপদ্ধতিঃ।

সাধারণ পদ্ধতিক্রমেণ প্রাতঃকৃত্যাদি পঞ্চদেবপূজা পর্য্যন্তং সম্পাদ্য (১০২) পীঠন্যাসং কুর্য্যাৎ যথা, হৃদি মৃগমুদ্রয়া ওঁ হ্রীঁ পীটদেবতাভ্যো নমঃ, ওঁ হ্রীঁ পীঠশক্তিভ্যো নমঃ, (১০৩)।

(১০২) সাধারণ পদ্ধতিতে যেরূপ প্রক্রিয়া কথিত হইয়াছে, সাধকগণ তদনুসারেই প্রাতঃকৃত্য, স্নান, সন্ধ্যা প্রভৃতি সমুদায় করিতে পারেন। অন্নদাকল্পে প্রায় ঐরূপই কথিত হইয়াছে। তবে স্থানে স্থানে যাহা কিছু প্রকারান্তরে আছে, তদনুসারেও কার্য করিলে কোন দোষ হয় না। অতএব অন্নদাকল্পে বিশেষ কি আছে, তাহা কথিত হইতেছে। যথা, - অন্নপূর্ণার গায়ত্রী, হ্রীঁ নমো ভগবতি বিদ্মহে মাহেশ্বরি ধীমহি তন্নোহন্নপূর্ণে প্রচোদয়াৎ। অন্নদাকল্পমতে গায়ত্রীর ধ্যানও স্বতন্ত্র যথা - প্রাতঃকালে প্রাতর্ব্রাহ্মী রক্তবস্ত্রা দ্বিভূজা চ কুমারিকা। কমন্ডলুং তীর্থপূর্ণমক্ষমালাং চ বিভ্রতী। কৃষ্ণাজিনাম্বরধরা হংসারূঢ়া শুচিস্মিতা॥ মধ্যাহ্নে-মধ্যাহ্নে সা শ্যামবর্ণা বৈষ্ণবী যা চতুর্ভূজা। শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-ধারিণী গরুড়াসনা॥ পীণোত্তুঙ্গ কুচদ্বন্দ্বা বনমালাবিভূষণা। যুবতী চ সদাধ্যেয়া মধ্যে মার্ত্তন্ডমন্ডলে৷ সায়াহ্নেসায়ং সরস্বতীরূপা শুক্লা শুক্লাম্বরা সতী। ত্রিনেত্রা বরুদা পাশ-শূলকর্পরধারিণী॥ বৃষভাসনমারুঢ়া চন্দ্রার্ধকৃতশেখরা। অর্দ্ধাস্তমিতমার্ত্তন্ডে ধ্যেয়া বিগতযৌবনা॥ ইতি।

আর একটি বিশেষ এই আছে যে, অন্যান্য তন্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, সন্ধ্যায় সূর্য্যার্ঘ্য ও দেবতার অর্ঘ্য দিবার পর গায়ত্রীধ্যান ও গায়ত্রীজপ। অন্নদাকল্পে কথিত হইয়াছে, গায়ত্রীধ্যান ও গায়ত্রীজপের পর দেবতার অর্ঘ্য দান হইবে।

সামান্যার্ঘ্যস্থাপন বিষয়ে কথিত হইয়াছে যে, ফট্ এই মন্ত্রে অর্ঘ্যপাত্র প্রক্ষালন পূর্ব্বক আধারে স্থাপন করিয়া হ্রীঁ নমঃ' বলিয়া জল দিতে হইবে। ওঁ এই মন্ত্রে বিল্বপত্র, দূর্বা, গন্ধ, পুষ্প ও অক্ষত্যাদি তাহাতে স্থাপন করিয়া ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে মং বহ্নিমন্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ' এই মন্ত্রে....................

অথ ঋষ্যাদিন্যাসঃ (বীজ) অস্য মন্ত্রস্য ব্রহ্মঋষিঃ গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীঅন্নপূর্ণা দেবতা হ্রীঁ বীজং স্বাহা শক্তিঃ................

আধারের পূজা, ঐরূপ অং অর্কমন্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ, এই মন্ত্রে অর্ঘপাত্রের পূজা, এবং উং সোমমন্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ, এই মন্ত্রে অর্ঘ্যজলের পূজা করিবে। শেষে মৎস্যমুদ্রয়া আচ্ছাদন করিয়া হ্রীঁ মন্ত্র দশবার জপ করিবে। আর আর সমুদায় একই প্রকার।

নৈর্ঋতকোণে ব্রহ্মা ও বাস্তুপুরুষের পূজার পর সামান্যার্ঘ্যজলদ্বারা যাগমন্ডপ অভ্যুক্ষিত করিবার বিধি আছে।

আসন স্থাপন বিষয়ে বিশেষ এই যে, আসনের নিম্নে অধোমুখ ত্রিকোণ ও চতুরস্রমন্ডল অঙ্কিত করিয়া আধারশক্ত্যাদিভ্যো নমঃ এই বলিয়া পূজা না করিয়া 'ক্লীঁ এতে গন্ধপুষ্পে কামরূপায় নমঃ' এই মন্ত্রে মন্ডলের পূজা করিবে।

ভূতশুদ্ধিবিষয়েও কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা আছে তাহা অনাবশ্যক বোধে লিখিত হইল না।

অন্নদাকল্পে যদিও বিশ্বেশ্বরের পূজার উল্লেখ নাই তথাপি কোন কোন তন্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, সাধক কাশীতে বা অন্য যে কোন দেশে থাকিতে অন্নপূর্ণার পূজা করিবেন সেই স্থানেই অগ্রে বিশ্বেশ্বরের পূজা করিতে হইবে। অগ্রে বিশ্বেশ্বরের পূজা না করিলে, অন্নপূর্ণা পূজা গ্রহণ করেন না। অতএব সামান্যকান্ডে যে সময় শিব পূজা করা হয়, সেই সময় যথাসাধ্য বিশ্বেশ্বরেরও পূজা করা কর্ত্তব্য। ধ্যান যথা, - ধ্যায়েন্নিত্যম্ ইত্যাদি। মন্ত্র যথা - ওঁ নমঃ শিবায়'। উপচারদান মন্ত্র যথা, - ওঁ নমঃ শিবায় এতৎ পাদ্যং বিশ্বেশ্বরশিবায় নমঃ। ইত্যাদি। শিবপূজা-পদ্ধতি দেখিয়াই বিশ্বশ্বরের পূজা হইতে পারে।

(১০৩) প্রত্যেক পীঠদেবতার ন্যাস যথা - (১৯১ পৃঃ)। প্রত্যেক পীঠ শক্তির পৃথক্ পৃথক্ ন্যাস যথা, হৃৎপদ্মের পূর্ব্বদিক্ হইতে ঈশানকোণ পর্যন্ত কেশর সমুদায়ে, ওঁ জং জয়ায়ৈ নমঃ (এইরূপ) বিং বিজয়ায়ৈ। অং অজিতায়ৈ। অং অপরাজিতায়ৈ। নিং নিত্যায়ৈ। বিং বিলাসিন্যৈ। দোং..................

নমঃ কীলকং মমাভীষ্টসিদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ। শিরসি ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ। মুখে গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি শ্রীঅন্নপূর্ণায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। মূলাধারে হ্রীঁ বীজায় নমঃ। পাদয়োঃ স্বাহা শক্তয়ে নমঃ। সর্বাঙ্গে নমঃ কীলকায় নমঃ। করাঙ্গন্যাসৌ, - ওঁ হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ হ্রীঁ তর্জনীভ্যাং স্বাহা। ওঁ হ্রূঁ মধ্যমাভ্যাং বষট্। ওঁ হ্রৈঁ অনামিকাভ্যাং হূঁ। ওঁ হ্রৌঁ কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। ওঁ হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্ এবং হৃদয়াদিষু (১০৪) অথ সংক্ষেপষোঢ়াং বীজন্যাসং তত্ত্বন্যাসং, ব্যাপকন্যাসঞ্চ কৃত্বা (১০৮ পৃঃ) ধ্যায়েৎ যথা, -হ্রীঁ রক্তাং বিচিত্রবসনাং নবচন্দ্রচূড়াম্ অন্নপ্রদাননিরতাংস্তনভারনম্রাম্। নৃত্যন্তমিন্দুশকলাভরণং বিলোক্যহৃষ্টাংভজে ভগবতীং ভবদুঃখহন্ত্রীম্॥ (১০৫) ইতি ধ্যাত্বা স্বশিরসি.............

দোষ্ণ্যৈ। অং অঘোরায়ৈ। (মধ্যে) সর্ব্বমঙ্গলায়ৈ। (তদ্‌পরি) হ্রীঁ সর্ব্বশক্তিকমলাসনায় নমঃ।

(১০৪) অন্নদাকল্পে কথিত হইয়াছে মূলমন্ত্রের প্রথমে যে বীজ থাকিবে সেই বীজেই ষড়্‌দীর্ঘ যোগ করিয়া করাঙ্গন্যাস করিবে। যদি মূলমন্ত্রের আদিতে দুইটি বীজ থাকে, তাহা হইলে সেই দুইটি বীজ ধরিয়াই করাঙ্গন্যাস করিতে হইবে। যথা, -হ্রাং ক্লাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ইত্যাদি। অথবা ষড়দীর্ঘযুক্ত সমুদায় বীজেতেও করাঙ্গন্যাস হইতে পারে।

কোন কোন পদ্ধতিতে ঋষ্যাদিন্যাসের পর করাঙ্গন্যাসের পূর্বে শক্তিন্যাসের বিধি আছে। যথা, - (ললাটে) আং ব্রাহ্ম্যৈ নমঃ। (বামস্কন্ধে) ঈং মাহেশ্বর্য্যৈ নমঃ। (বামপার্শ্বে) উং কৌমার্য্যৈ নমঃ। (জঠরে) ঋৃং বৈষ্ণব্যৈ নমঃ। (দক্ষিশণপার্শ্বে) ৯৺ং বরাহ্যৈ নমঃ। (দক্ষিণস্কন্ধে) ঐং ইন্দ্রাণ্যৈ নমঃ। (গলে) ওঁ চামুণ্ডায়ৈ নমঃ। (হৃদয়ে) অঃ মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ। সর্বত্র আদিতে ওঁ হ্রীঁ দিতে হইবে।

(১০৫) ধ্যানান্তর যথা,- আদায় দক্ষিণকরেণ সুবর্ণদর্ব্বীং দুগ্ধান্নপূর্ণ মিতরেণ রত্নপাত্রম্। ভিক্ষান্নদাননিরতাং নবহেমবর্ণাম্ অম্বাং বন্দে সকল ভূষণমাল্যশোভাম্। অন্নদাকল্পোক্ত ধ্যান যথা - ত্রৈলোক্যমোহিনীং সৌম্যাং.................

পুষ্পং দত্ত্বা মানসোপচারৈঃ সংপূজয়েৎ। (১১১ পৃঃ) অথ দানার্ঘ্যং স্থাপয়েৎ যথা, - হ্রীঁ গর্ভাত্রিকোণ বৃত্ত চতুরস্রমন্ডলং বিলিখ্য সামান্যার্ঘ্যোদকেন অভ্যূক্ষ ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ (১১৬পৃঃ - ৩পং)। তত্র ষড়ঙ্গপূজা তু ওঁ হ্রাং হৃদযায় নমঃ হৃদয়াঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ ইত্যাদিনা। সমর্থশ্চেৎ বিলোমার্ঘ্যং স্থাপয়েৎ (১১৮ পৃঃ) অথ পীঠপূজাং কুর্য্যাৎ যথা, ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে পীঠদেবতাভ্যো নমঃ। ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে পীঠশক্তিভ্যো নমঃ। (১০১) ॥০॥ রহস্যপূজা ॥০॥

অথ কূর্ম্মমুদ্রয়া রক্তকুসুমানি গৃহীত্বা পূনর্ধ্যাত্বা মূলাধারৎ কুলকুন্ডলিনীং ব্রহ্মপথেন পরমশিবে সমাযোজ্য পূর্ব্ববৎ মুর্ত্তিং প্রকল্প্য (১১৯ পৃঃ) বামনসা কুসুমাঞ্জলৌ সমানীয় যন্ত্রোপরি সংস্থাপ্য কৃতাঞ্জলিরাবাহয়েৎ। (১১৯ পৃঃ)।

ততঃ পরমীকরণমুদ্রয়া পরমীকৃত্য মূলমন্ত্রেণ দেবতাং ত্রিরভ্যুক্ষ্য

বালার্কারুণবিগ্রহাম॥ বিচিত্রাম্বরভূষাঢ্যাং সদাষ্টদশবৎসরাম্॥ নানাসুরত্নভুষাভির্ম্মন্ডিতাং চন্দ্রশেখরাম্। ত্রিনেত্রামরসন্দোহ-সংস্তুতাং দ্বিভুজাং পরাম্॥ বামে মাণিক্যচষকং কারণামৃতপুরিতম্। রত্নদর্ব্বীং দক্ষকরে পলান্নঘৃত-পূরিতম্॥ পায়য়ন্তীং শিবং তীর্থং ভোজয়ন্তীং পলান্নকম্। পীত্বা ভূক্ত্বানন্দময়ং নৃত্যন্তং শশিশেখরম্॥ বিলোক্য হৃষ্টাং পদ্মান্তঃষট্কোণন্তর্নিষেদুষীম্। মুক্তাহারলসত্তুঙ্গ-কুচযুগ্মমনোহরাম্॥ সর্বসৌন্দর্যবসতিং সর্ব্বলাবণ্যশালিনীম্। বিশ্বাদ্যাং বিশ্বজননীং বিশ্বপালনতৎপরাম্॥ দুঃখদারিদ্র্যদমনীং সুখমোক্ষফলপ্রদাম্। ইত্থমানন্দনিলয়াং ধ্যায়োন্নিজহৃদম্বুজে (ধ্যাত্বা নিজহৃদম্বুজে)॥

১০৬) প্রত্যেক পীঠদেবতাপূজা যথা, - ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে আধার শক্তয়ে নমঃ। ইত্যাদি। ২১৭ পৃঃ। প্রত্যেক পীঠশক্তিপূজা যথা, - কেশরের পূর্বদিক্ হইতে ঈশান পর্য্যন্ত ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে জং জয়ায়ৈ নমঃ। এবং বিং বিজয়ায়ৈ। অং অজিতায়ৈ। অং অপরাজিতায়ৈ। নিং নিত্যায়ৈ। বিং বিলাসিন্যৈ। দোং দোগ্ধ্র্যৈ। অং অঘোরায়ৈ। মধ্যে সং সর্বমঙ্গলায়ৈ। তদুপরি হ্রীঁ সর্বশক্তি কমলাসনায় নমঃ।......................

দশোপচারেণ (পঞ্চোপচারেণ বা) দেবীং পূজয়েৎ যথা, (বীজ) এতৎ পাদ্যং শ্রীঅন্নপূর্ণায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। ইত্যাদি। (১২২ পৃঃ)।

অথ উপচারদানানন্তরম্ আবরণপূজাং কুর্য্যাৎ যথা, - (কৃতাঞ্জলিঃ) দেবি আজ্ঞাপয় ভবত্যাঃ পরিবারান্ পূজয়ামি। তত আত্মানং লব্ধানুজ্ঞং বিভাব্য, ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে আবরণদেবতাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ, ইতি পূজয়েৎ। (১০৭)............

---

(১০৭) আবরণদেবতার প্রত্যেকের পূজা যথা - প্রথম ষড়ঙ্গপূজা যথা, - দেবীর সেই অঙ্গে ওঁ হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ হৃদয়াঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ ১৩৬ পৃঃ। (পাদুকা বা ঐঁ) দিব্যৌঘ সিদ্ধৌঘ মানবৌঘগুরু শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। অথবা (পাদুকা বা ঐঁ) প্রহ্লাদানন্দনাথ শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।(এইরূপ) সনকানন্দনাথ। কুমারানন্দনাথ। বশিষ্ঠানন্দনাথ। ক্রোধানন্দনাথ। সুখানন্দনাথ। ধ্যানানন্দনাথ। বোধানন্দনাথ। উর্দ্ধকেশানন্দনাথ। ব্যোমকেশানন্দনাথ নীলকণ্ঠানন্দনাথ। বৃষধ্বজানন্দনাথ। গুরু। পরমগুরু। পরাপরগুরু। পরমেষ্ঠিগুরু। সর্বত্র প্রথমে পাদুকা বা ঐঁ শেষে শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। অনন্তর অষ্টদলপদ্মের পূর্ব্বদল হইতে ঈশানকোণ পর্য্যন্ত, ওঁ হ্রীঁ আং ব্রাহ্মীদেব্যম্বাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।(এইরূপ) ঈং মাহেশ্বরী। ঊং কৌমারী। ঋৄং বৈষ্ণবী। ৯ৃং বারাহী। ঐং ইন্দ্রাণী। ঔং চামুণ্ডা। অঃ মহালক্ষ্মী। পরে ঐ অষ্টদলপদ্মের দলাগ্রে পূর্ববৎ অসিতাঙ্গ প্রভৃতি অষ্টভৈরবের পূজা করিবে(১৩৮ পৃঃ)। পরে ভূপুরের দশদিকে ইন্দ্রাদি দশদিক্পালের পূজা করিবে।(১৩৯ পৃঃ) পরন্তু বিশেষ এই যে, 'শ্রীদক্ষিণকালিকাপারিষদশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ' স্থলে 'শ্রীঅন্নপূর্ণা-পারিষদশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ বলিতে হইবে। পরে ভূপুরের বাহিরে দশদিক্পালের নিকট দিক্পালাস্ত্রের পূজা করিবে। (১৩৯পৃঃ)। ভূপুরের দ্বারচতুষ্টয়ে ওঁ বাং বটুকশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (এইরূপ)ক্ষাং ক্ষেত্রপাল। যাং যোগিনী। গাং গণেশ।(মধ্যে) সুবর্ণদর্ব্বী। রত্নপাত্র। (অমৃতপূরিতমাণিক্যচষক। পলান্নপূরিতরত্নদর্ব্বী)...............

অথ দশবক্ত্রশিবং পূজয়েৎ যথা, - ধ্যানম্ অন্নপূর্ণা দক্ষভাগে ধ্যায়েদ্ বম্ভ্ররূপং শিবম্ দশাস্য ভৈরবং ত্রিংশল্লোচনঞ্চ চতুর্ভুজম্। বৃষারূঢ়ং জটাধরং ধ্যাত্বা মোক্ষপ্রদায়কম্। সর্বসম্পদপ্রদং নিত্যং ভৈরবঞ্চ ভজামাহম্। ওঁ দাং এষ গন্ধঃ দশবক্ত্রশিবায় নমঃ। ইত্যাদি। পুনঃ পঞ্চোপচারেণ দেবীং সংপূজ্য শিরো-হৃদয়-মূলাধার-পাদপদ্ম সর্ব্বাঙ্গেষু চ পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলীন্ অথবা পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলিমেকং দত্ত্বা তর্পয়েৎ যথা - বামহস্ত তত্ত্বমুদ্রয়া অর্ঘ্যজলং দক্ষিণহস্ততত্ত্বমুদ্রয়া গন্ধপুষ্পাক্ষতানি গৃহীত্বা উভয়হস্ত-তত্ত্বামুদ্রাযোগেন (বীজ)সাঙ্গায়াঃ সাবরণায়াঃ সায়ুধায়াঃ সপরিবারায়াঃ দশবক্ত্রশিবসহিতাঃ শ্রীঅন্নপূর্ণাদেবতায়াঃ শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি স্বাহা।

অতঃপরম্ অন্ননিবেদনং বলিনিবেদনাদিকঞ্চ সর্বমবশিষ্টং কালীপূজাপদ্ধতিদর্শনেন কর্ত্তব্যম্ । তত্র বিশেষস্তু শ্রীদক্ষিণকালিকা ইত্যত্র শ্রীঅন্নপূর্ণা ইতি প্রয়োক্তব্যম্। ষড়ঙ্গহোমে তু, ওঁ হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ। স্বাহা, ইত্যাদি প্রয়োক্তব্যম্। মহাকালভৈরববলিবৎ দশবক্ত্রশিবস্য বলিদানবিধির্ন দৃশ্যতে। প্রণামমন্ত্রস্তু, ওঁ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে ইত্যাদি। (১৭৪ পৃঃ) । ইতি শ্রীঅন্নপূর্ণাপূজাপদ্ধতিঃ সম্পুর্ণা।

অন্নপূর্ণা ধ্যানের অর্থ - দেবী রক্তবর্ণা, নানারং-এর রঙ্গীন বস্ত্র পরিহিতা, কপালে অর্দ্ধচন্দ্র, দেবী সর্ব্বদা অন্ন প্রদানে নিযুক্তা, দেহ স্ত নভারে অবনত, অর্দ্ধচন্দ্রশোভিত নৃত্যপর শিবকে দেখিয়া আনন্দিত, দেবী জগতের দুঃখ হরণ করেন তাঁহাকে আমরা ভজনা করি।

দশবক্ত্রশিবধ্যানের অর্থ - দেবীর দক্ষিণে ব্রহ্মরূপ শিবের ধ্যান করিবে। দশমুখে ত্রিশ চক্ষু চতুর্বাহু, বৃষারুঢ় এবং জটাধারী। তিনি মোক্ষ এবং সর্ব্বসম্পদ্ প্রদান করেন। তাঁকে ভজনা করি।

অথ ভুবনেশ্বরীপূজা পদ্ধতিঃ।

সাধারণ পদ্ধতিক্রমেণ প্রাতঃকৃত্যাদি পঞ্চদেবতাপূজাপর্য্যন্তং সমাধায় অন্নপূর্ণাপূজাপদ্ধতিক্রমেণ পীঠদেবতাঃ পীঠশক্তিশ্চ ন্যসেৎ।

অথ ঋষ্যাদিন্যাসঃ। (বীজ) অস্য ভূবনেশ্বরীমন্ত্রস্য শক্তি-ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীভূবনেশ্বরীদেবতা হকারো বীজং ঈংকারঃ শক্তিঃ রেফঃ কীলকং চতুর্ব্বর্গসিদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ। শিরসি শক্ত্রয়ে ঋষয়ে নমঃ। মুখে গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি শ্রীভূবনেশ্বর্য্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ। মূলাধারে হকারায় বীজায় নমঃ। পাদয়ো ঈংকারায় শক্তয়ে নমঃ। সর্ব্বাঙ্গে রকারায় কীলকায় নমঃ। অথ মন্ত্রন্যাসঃ শিরসি, ওঁ হৃল্লোখায়ৈ নমঃ। বদনে, এং গগনায়ৈ নমঃ। হৃদি, উং রক্তায়ৈ নমঃ। মূলাধারে, ইং করালিকায়ৈ নমঃ। পাদয়োঃ অং মহোচ্ছুষ্মায়ৈ নমঃ। উর্দ্ধমুখে ওঁ হৃল্লোখায়ৈ নমঃ। পূর্ব্বমুখে, এং গগনায়ৈ নমঃ। দক্ষিণমুখে, উং রক্তায়ৈ নমঃ। উত্তরমুখে, ইং করালিকায়ৈ নমঃ পশ্চিমমুখে অং মহোচ্ছুষ্মায়ৈ নমঃ।

অথ করাঙ্গন্যাসৌ ওঁ হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ইত্যাদি (১৯৯ পৃঃ দেখ) অথ সংক্ষেপষোঢ়া (১০৮ পৃঃ)

অথ গায়ত্রী ব্রহ্মাদিন্যাসঃ - ভালে, ওঁহ্রীঁ গায়ত্রী সহিতব্রহ্মণে নমঃ। এবং দক্ষিণকপোলে- সাবিত্রীসহিতবিষ্ণবে নমঃ। বামকপোলে, বাগীশ্বরীসহিতমহেশ্বরায় নমঃ। বামকর্ণোপরি, শ্রীসহিতধনপতয়ে নমঃ। মুখে, রতিসহিতস্মরায় নমঃ। দক্ষিণকর্ণোপরি, পুষ্টি সহিতগণপতয়ে নমঃ। দক্ষিণগন্ডকর্ণান্তরালে, শঙ্খনিধয়ে নমঃ। বামগন্ডকর্ণান্তরালে, পদ্মনিধয়ে নমঃ। মুখে ভুবনেশ্বর্য্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ। কণ্ঠমূলে, গায়ত্রীসহিতব্রহ্মণে নমঃ। দক্ষিণস্তনে, সাবিত্রী-............

বিষ্ণবে নমঃ। বামস্তনে, বাগীশ্বরীসহিতমহেশ্বরায় নমঃ। বামস্কন্ধে, শ্রীসহিতধনপতয়ে নতঃ। হৃদয়ে, রতিসহিতস্মরায় নমঃ। দক্ষিণস্কন্ধে, পুষ্টিসহিতগণপতয়ে নমঃ। বামপার্শ্বে শঙ্খনিধয়ে নমঃ। দক্ষিণপার্শ্বে, পদ্মনিধয়ে নমঃ। নাভিতে, ভুবনেশ্বর্য্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ। সর্ব্বত্র আদৌ ওঁ হ্রীঁ ইতি প্রয়োক্তব্যম্। অথ সমর্থশ্চেৎ শক্তিন্যাসং কুর্য্যাৎ (১৯৯ পৃঃ)। অথ তত্ত্বন্যাসং (১০৮ পৃঃ) মূলেন ব্যাপকন্যাসঞ্চ কৃত্বা (১০৯ পৃঃ) কূর্ম্মমুদ্রয়া রক্তকুসুমানি গৃহীত্বা ধ্যায়েৎ যথা, উদ্যদ্দিনক - রদ্যুতিমিন্দুকিরীটাং তুঙ্গকুচাং নয়নত্রয়সংযুক্তাম্। স্মেরমুখীং বরদাঙ্কুশ পাশাভীতিকরাং প্রভজেদ্ভুবনেশীম্॥ এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য (১১১ পৃঃ) দানার্ঘ্যং স্থাপয়েৎ (১১৬ পৃঃ)। সমর্থশ্চেৎ বিলোমার্ঘ্য স্থাপয়েৎ। অথ পীঠাপূজাং কুর্য্যাৎ যথা ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে পীঠদেবতাভ্যো নমঃ। ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে পীঠশক্তিভ্যো নমঃ। (১০৮) ॥০॥০

রহস্যপূজা ॥০॥

অথ পূর্ব্ববৎ করাঙ্গন্যাসৌ কৃত্বা কূর্ম্মমুদ্রয়া রক্তকুসুমানি গৃহীত্বা পুনর্ধ্যাত্বা পূর্ব্ববৎ মূর্ত্তিং প্রকল্প আবাহয়েৎ (১১৯ পৃঃ)। ততঃ বরমুদ্রাম্, অভয়মুদ্রাম্, অঙ্কুশমুদ্রাং, পাশমুদ্রাং, যোনিমুদ্রাং, পরমী করণমুদ্রাং ধেনুমুদ্রাঞ্চ প্রদর্শ্য মূলমন্ত্রেণ দেবতাং ত্রিরভ্যুক্ষ্য যথোপচারৈঃ পূজয়েৎ। পূজাপ্রকারো যথা - (বীজ) এতৎ পাদ্যং শ্রীভুবনেশ্বর্য্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ। ইত্যাদি (১২২ পৃঃ)।

অথ আবরণপূজাং কুর্য্যাৎ। যথা, (কৃতাঞ্জলিঃ) দেবি আজ্ঞাপয় ভবত্যাঃ পরিবারান্ পূজয়ামি। তত আত্মানং লব্ধানুজ্ঞং বিভাব্য ওঁ হ্রীঁ আবরণদেবতাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নম। (১০৯) ....

---

(১০৮) পীঠদেবতাদিগের প্রত্যেকের পূজা (১১৭ পৃঃ)। পীঠশক্তিপূজা অন্নপূর্ণার পীঠশক্তিপূজার ন্যায় ।(২০০ পৃঃ)।

(১০৯) প্রত্যেক আবরণদেবতার পূজা যথা, - (কর্ণিকামধ্যে) ওঁ হ্রীঁ ওঁ ....

অথ ত্র্যম্বকশিবং পূজয়েৎ। ধ্যানং যথা, হস্তাভ্যাং কলসদ্বয়া-মৃতরসৈরাপ্লাবয়ন্তং শিরো দ্বাভ্যাং তৌ দধতং মৃগাক্ষবলয়ে দ্বাভ্যাং....

হৃল্লেখা শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এইরূপ (পূর্বে) এবং গগণা। (দক্ষিণে) উং রক্তা। (উত্তরে) ইং করালিকা। (পশ্চিমে) আং মহোচ্ছুষ্মা। (ষট্‌কোণের পূর্ব্বদিকে) গায়েত্রী। ব্রহ্ম। (নৈর্ঋতকোণে) সাবিত্রী। বিষ্ণু। (বায়ুকোণে) সরস্বতী। রুদ্র। (বহ্নিকোণে) শ্রী। ধনপতি। (পশ্চিমে) রতি। স্মর। (ঈশানকোণে) পুষ্টি। গণপতি। (ষট্‌কোণের) (উভয়পার্শ্বে) শঙ্খনিধি। পদ্মনিধি। সর্ব্বত্র অগ্রে ওঁ হ্রীঁ এবং নামান্তে শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ বলিয়া পূজা করিবে। পরে ষড়ঙ্গ শক্তির পূজা করিতে হইবে যথা - (অগ্নিকোণে) ওঁ হ্রাঁ হৃদয়ায় নমঃ হৃদয়াঙ্গ শক্তি শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (নৈঋতকোণে) ওঁ হ্রীঁ শিরষে স্বাহা শিরোহঙ্গ শক্তি শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (বায়ুকোণে) ওঁ হুঁ শিখায়ৈ বষট্ শিখাঙ্গশক্তি ইত্যাদি। (ঈশানকোণে) ওঁ হ্রৈং কবচায় হুং কবচাঙ্গশক্তি শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (অগ্রে) ওঁ হ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ নেত্রত্রয়াঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (চতুর্দিকে) ওঁ হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্ অস্ত্রাঙ্গ শক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। অথবা দেবীর সেই সেই অঙ্গে ষড়ঙ্গপূজা কিবে। পরে গুরুপংক্তি ও গুরুচতুষ্টয় পূজা কিরবে (২০২ পৃঃ)

অনন্তর অষ্টদলপদ্মের পূর্ব্বদল হইতে ঈশানকোণস্থদল পর্য্যন্ত ওঁ হ্রীং অনঙ্গকুসুমা দেব্যম্বাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (এইরূপ) অনঙ্গকুসুমাতুরা। অনঙ্গমদনা। অনঙ্গমদনাতুরা। ভুবনপালা্ অনঙ্গবেদ্যা। শশীরেখা। গগনরেখা। সর্বত্র আদিতে ওঁ হ্রীঁ ও অন্তে দেব্যম্বাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এইরূপ ষোড়শদলে পূর্ব্বদিক হইতে করালিনী। বিকরালিনী। উমা। সরস্বতী। শ্রী। দুর্গা। উষা। লক্ষ্মী। শ্রুতি। স্মৃতি। ধৃতি। শ্রদ্ধা। মেধা। মতি। কান্তি। আর্য্যা (পদ্মের বাহিরে পূর্বাদি অষ্টদিকে) অনঙ্গরূপা। অনঙ্গমদনা। মদনাতুরা। ভুবনবেগা। ভুবনপালিকা। সর্ব্বশিশিরা। অনঙ্গবেদনা। অনঙ্গমেখলা। সর্ব্বত্র আদিতে ওঁ হ্রীঁ ও শেষে দেব্যম্বা শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।

পরে ভূপুরের পূর্ব্বদিক হইতে ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পালের পূজা (১৩৯ পৃঃ) ও তদ্বহির্দ্দেশে দিক্‌পালাস্ত্রের পূজা। ১৩৯ পৃঃ। দশদিক্‌পালের..

বহন্তং পরম্। অঙ্কন্যস্তকরদ্বয়ামৃতঘটং কৈলাসকান্তং শিবং স্বচ্ছাম্ভোজগতং নবেন্দুমুকুটং দেবং ত্রিনেত্রং ভজে। বীজমন্ত্রো যথা, ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্। উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ॥ পূজাপ্রকারো যথা, (বীজ) এষ গন্ধঃ-ত্র্যম্বক শিবায় নমঃ। ইত্যাদি।

অথ পঞ্চোপচারেণ পুনর্দ্দেবীং পূজয়িত্বা শিরো-হৃদয়-মূলাধার-পাদপদ্ম সর্ব্বাঙ্গেষু চ পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলীন্ দত্ত্বা তর্পয়েৎ যথা, বামহস্ততত্ত্ব মুদ্রয়া অর্ঘ্যজলং দক্ষিণহস্ততত্ত্বমুদ্রয়া গন্ধপুষ্পাক্ষতানি গৃহীত্বা উভয়হস্ত - তত্ত্বমুদ্রাযোগেন, (বীজ) সাঙ্গায়াঃ সাবরণায়াঃ সায়ুধায়াঃ সপরিবারায়াঃ সবাহনায়াঃ ত্র্যম্বকশিবসহিতায়াঃ শ্রীভুবনেশ্বরীদেব্যাঃ শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি স্বাহা।

অতঃপরমবশিষ্টং কালীপূজাপদ্ধতি দর্শনেন সম্পাদনীয়ম্। তত্র বিশেষস্তু শ্রীদক্ষিণকালিকা ইত্যত্র শ্রীভুবনেশ্বরী ইতি পদং দেয়ম্। নিত্যহোমে বিশেষস্তু অসিতাঙ্গাদ্যষ্টভৈরবাহুতির্ন দেয়া। পৃথক্ পৃথক্ ষড়ঙ্গহোমে তু 'ওঁ হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ স্বাহা' ইত্যাদি প্রয়োক্তব্যম মহাকালভৈরববলিবৎ ত্র্যম্বক-শিবস্য বলিদানবিধির্ন দৃশ্যতে। প্রণামমন্ত্রস্তু ওঁ সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে ইত্যাদি। (১৭৫ পৃঃ)। ইতি ভুবনেশ্বরী পূজাপদ্ধতিঃ।

পূজায় বিশেষ এই যে, শ্রীদক্ষিণকালিকা পরিষদস্থলে 'শ্রীভুবনেশ্বরী-পরিষদ' বলিতে হইবে। পরে বর। অভয়। পাশ অঙ্কুশ। সর্ব্বত্র অগ্রে ওঁ হ্রীঁ ও শেষে শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।

ধ্যানের অর্থ - উদিতসূর্য্যের ন্যায় জ্যোতিপূর্ণা, কপালে অর্দ্ধচন্দ্র, মস্তকে মুকুট, উত্তুঙ্গ স্তনদ্বয়, ত্রিনেত্রা, সহাস্যবদনা, চারহাতে বর, অঙ্কুশ, পাশ এবং অভয়। এইরূপে দেবীকে ধ্যান করিবে।

ত্র্যম্বকশিব ধ্যানের অর্থ - অমল পদ্মের উপর উপবিষ্ট চন্দ্রচূড় ত্রিনয়ন কৈলাসপতি শঙ্করকে ভজনা করি, তাঁহার ক্রোড়স্থিত করদ্বয়ে অমৃত-পূর্ণ-ঘট এবং হস্তদ্বয়দ্বারা কলসদ্বয়ে সঞ্চিত অমৃত, দুইহস্তে রস সিক্ত মস্তকে ধারণ করিয়া আছেন, এবং অপর দুইটি হস্তে মৃগমুদ্রা এবং অক্ষমালা.........

প্রাতঃকৃত্য প্রভৃতি পঞ্চদেবতাদি পূজা পর্য্যন্তং সাধারণ পজাপদ্ধতি ক্রমেণ সম্পাদ্য পীঠন্যাসং কুর্য্যাৎ যথা, হৃদি মৃগমুদ্রয়া, ওঁ হ্রীঁ পীঠদেবতাভ্যো নমঃ। ওঁ হ্রীঁ পীঠশক্তিভ্যো নমঃ। (১১০) অথ ঋষ্যাদিন্যাসঃ। (শ্রী ক্লীঁ হ্রীঁ ঐঁ বজ্রবৈরোচনীয়ে হূঁ হূঁ ফট্ স্বাহা) অস্য মন্ত্রষ্য ভৈরব ঋষিঃ সম্রাট্ছন্দঃ ছিন্নমস্তা দেবতা হূঁ হূঁ বীজং স্বাহা শক্তিরভীষ্টার্থসিদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ। শিরসি ভৈরবায় ঋষয়ে নমঃ। মুখে সম্রাট্ছন্দসে নমঃ। হৃদি শ্রীছিন্নমস্তায়ৈ দেবতায়ৈঃ নমঃ। মুখে সম্রাট্ছন্দসে নমঃ। মূলাধারে হূঁ হূঁ বীজায় নমঃ। পাদয়োঃ স্বাহা শক্তয়ে নমঃ। ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ। (কনিষ্ঠয়োঃ) ওঁ আং খড়্গায় হৃদয়ায় স্বাহা। (অনামিকয়োঃ) ওঁ ঈং সুড়্গাগায় শিরসে স্বাহা। (মধ্যময়োঃ) ওঁ উং সুবজ্রায় শিখায়ৈস্বাহা৷ (তর্জন্যোঃ) ওঁ ঐং পাশায় কবচায় স্বাহা। (অঙ্গুষ্ঠয়োঃ) ওঁ ঔং অঙ্কুশায় নেত্রত্রয়ায় স্বাহা (করতলকরপৃষ্ঠয়োঃ) ওঁ অঃ সুরক্ষা-সুরক্ষায়াস্ত্রায় ফট্৷ এবং হৃদয়াদিষু।........

---

(১১০) প্রত্যেক পীঠদেবতান্যাস ও পীঠশক্তিন্যাস যথা, হৃদয়ে মৃগমুদ্রায়, ওঁ হ্রীঁ আধারশক্তয়ে নমঃ। (এইরূপ) প্রকৃত্যৈ। কূর্ম্মায়। অনন্তায়। পৃথিব্যৈ। ক্ষীরসমুদ্রায়। রত্নদ্বীপায়। কল্পবৃক্ষায়। (তদধঃ স্বর্ণসিংহাসনায়। আনন্দকন্দায় সম্বিন্নালায়। সর্ব্বতত্ত্বাত্মকপদ্মায়। সং সত্ত্বায়। রং রজসে। তং তমসে। আং আত্মনে। অং অন্তরাত্মনে। পং পরমাত্মনে। হ্রীঁ জ্ঞানাত্মনে। জং জয়ায়ৈ। বিং বিজয়ায়ৈ। অং অভিতায়ৈ। অং অপরাজিতায়ৈ। নিং নিত্যায়ৈ। বিং বিলাসিন্যৈ। দোং দোগ্ধ্র্যৈ। অং অঘোরায়ৈ। মং মঙ্গলায়ৈ। ঈং রত্যৈ। ক্লীং কামায়। (রাতিকামোপরি) ওঁ বজ্রবৈরোচনীয়ে দেহি দেহি এহি এহি গৃহ্ন গৃহ্ন (স্বাহা) মম সিদ্ধিং দেহি দেহি মম শত্রূন্ মারয় মারয় করালিকে হূঁ ফট্ স্বাহা নমঃ।..............

তত সংক্ষেপষোড়ান্যাসং (১০৮ পৃঃ), (১১১)। অথ মূলেন ব্যাপকন্যাসং কৃত্বা (১০৯ পৃং) কুর্ম্মমুদ্রয়া রক্তকুসুমানি গৃহীত্বা ধ্যায়েৎ যথা - অন্তরে স্বশরীরস্য নাভিনীরজসঙ্গতাম্। নির্লেপাং নির্গুণাং সূক্ষ্মাং বালচন্দ্র সমপ্রভাম্॥ সমাধিমাত্রগম্যান্তু গুণত্রিতয়বেষ্টিতাম্। কলাতীতাং গুণাতীতাং মুক্তিমাত্রপ্রদায়িনীম্॥ (৯১২) ইতি।...........

মন্ত্রমহোদধিতে আর এক প্রকার পীঠমন্ত্র আছে যথা-ওঁ সর্ব্ববুদ্ধি-প্রদে বর্ণিনীয়ে সর্বসিদ্ধিপ্রদে ডাকিনীয়ে ওঁ বজ্রবৈরোচনীয়ে এহ্যেহি নমঃ।

(১১১) ছিন্নমস্তার একটি মন্ত্রষোঢ়া আছে যথা শ্রী ১। ঐঁ ক্লী সৌঃ। ২। শ্রীহ্রী ক্লীঁ। ৩। ত্রং। ৪। হৌং।৫। ওঁ। ৬। ক্রীঃ। ৭। স্ত্রীঁ। ৮। ক্রোং। ৯। ঈং। ১০। হুঁ। ১১। ফট্। ১২। ওঁহ্রীঁ শ্রীঁ হসকহলহ্রীঁ হসকহলহ্রীঁ সকলহ্রীঁ।১৩। এই ত্রয়োদশটি বীজ মাতৃকাবর্ণদ্বারা পুটিত করিয়া যথাস্থানে ন্যাস করিলেই ছিন্নমস্তার ষোঢ়ান্যাস করা হইল। যথা অ শ্রী অং। আং শ্রী আং ইত্যাদি । এইরূপ ত্রয়োদশটি বীজই মাতৃকাবর্ণ দ্বারা পুটিত করিয়া মাতৃকাস্থানে ন্যাস করিতে হইবে। বিস্তৃত মহাষোঢ়া পরিশিষ্টে দ্রঃ।

(১১২) ধ্যানান্তরম্ যথা - স্বনাভৌ নীরজং ধ্যায়েৎ শুদ্ধং বিকসিতং সিতম্। তৎপদ্মকোষমধ্যে তু মন্ডলং চন্ডরোচিষঃ। জবাকুসুমশঙ্কাশং রক্তবন্ধুকসন্নিভম্। রজঃসত্ত্বতমোরেখা-যোনিমন্ডলমন্ডিতম্। মধ্যে তু তাং মহাদেবীং সূর্য্যকোটিসমপ্রভাম্॥ ছিন্নমস্তাং করে বামে ধারয়ন্তীং স্বমস্তকম্॥ প্রসারিতমুখীং ভীমাং লেলিহানাগ্রজিহ্বিকাম্। পিবতীং রৌধিরীং ধারাং নিজকণ্ঠবিনির্গতাম্। বিকীর্ণকেশপাশাঞ্চ নানাপুষ্পসমন্বিতাম্। দক্ষিণে চ করে কর্ত্রীং মুন্ডমালাবিভুষিতাম্। দিগম্বরাং মহাঘোরাং প্রত্যালীঢ়পদে স্থিতাম্। অস্থিমালাধরাং দেবীং নাগযজ্ঞোপবীতিনীম্ রতিকামোপেরিষ্টাচ্চ সদা ধ্যয়ন্তি মন্ত্রিণঃ। সদা ষোড়শবর্ষীয়াং পীনোন্নতপয়োধরাম্। বিপরীত রতাসক্তৌ ধ্যায়েদ্রতিমনোভবৌ। ডাকিনী বর্ণিনীযুক্তাং বামদক্ষিণযোগতঃ। দেবীগলোচ্ছলদ্রক্ত-ধারাপানং প্রকুর্ব্বতীম্। বর্ণিনীং লোহিতাং সৌম্যাং মুক্তকেশীং দিগম্বরাম্॥ কপালকর্ত্তৃকাহস্তাং বামদক্ষিণযোগতঃ। নাগযজ্ঞেপবীতাঢ্যাং জ্বলত্তেজোময়ীমিব ॥ প্রত্যালীঢ়পদাং দিব্যাং নানালঙ্কারভূষিতাম্।.................

সদা ষোড়শবর্ষীয়ামস্থিতামালবিভূষিতম্। ডাকিনীং বামপার্শ্বস্থাং কল্পসূর্য্যানলোপমাম্। বিদ্যুজ্জটাং ত্রিনয়নাং দন্ত পংক্তিবলাকিনীম্। দংস্ট্রাকরালবদনাং পীনোন্নতপয়োধরাম্। মহাদেবীং মহাঘোরাং মুক্তকেশীং দিগম্বরাম্॥ লেলিহানমহাজিহ্বাং মুন্ডমালাবিভূষিতাম্। কপালকর্ত্তৃকাহস্তাং বামদক্ষিণযোগতঃ॥ দেবীগলোচ্ছলদ্রক্তধারাপানং প্রকুর্বতীম্। করস্থিতকপালেন ভীষণেনাতিভীষণাম্ ॥ আভ্যাং নিষেব্যমাণাং তাং ধ্যায়েদ্দেবীং বিচক্ষণঃ ॥

অন্য ধ্যান যথা - প্রত্যালীঢ়পদাং সদৈব দধতীং ছিন্নং শিরঃ কর্ত্তৃকাং দিগ্বস্ত্রাং স্বকবন্ধশোণিতসুধাধারাং পিবন্তিং মুদা। নাগাবদ্ধশিরোমণিং ত্রিনয়ণাং হৃদ্যুৎপলালকৃতাং রত্যাসক্তমনোভবোপরিদৃঢাং ধ্যায়েজ্জবাসন্নিভাম্॥ দক্ষে চাতিসিতা বিমুক্তচিকুরা কর্ত্তৃং তথা খর্পরং হস্থ্যাভ্যাং দধতী রজোগুণভবা নাম্মাপি বা বর্ণিনী। দেব্যাশ্চিন্নকবন্ধতঃ পতদসৃগ্ধারাং পিবন্তীং মুদা নাগাবন্ধ শিরোমণির্মনুবিদ্যা ধ্যেয়া সদা সা সুরৈঃ ॥ বামে কৃষ্ণতনুস্তথৈব দধতী খড়্গাং তথা খর্পরং প্রত্যালীঢ়পদাং কবন্ধবিগলদ্রক্তং পিবন্তীং মুদা। সৈষা যা প্রলয়ে সমস্তভুবনং ভোক্তুং ক্ষমা তামসী শক্তিঃ সাপি পরাৎপরা ভগবতী নাম্মা পরা ডাকিনী।

যতিগিদের ধ্যান যথা-স্বনাভৌনীরজং ধ্যায়েৎ ভাণুমন্ডলসন্নিভম্। যোণিচক্রসমাযুক্তং গুণত্রিতয় সংজ্ঞিতম্। তত্র মধ্যে মহাদেবীং ছিন্নমস্তাং স্মরেদ্‌যতিঃ। প্রদীপকলিকাকারামদ্বিতীয়ব্যবস্থিতাম্। যোনিমুদ্রাসমাযুক্তাং হৃদয়স্থিতলোচনাম্ ॥

মন্ত্রমহোদধিধৃত ধ্যান যথা - ভাস্বরমন্ডলমধ্যগাং নিজশিরশ্চিন্নং বিকীর্ণালকং স্ফারাস্যং প্রপিবদগলাৎ স্বরূধিরং বামে করে বিভ্রতীম্। যাভারক্তরতিস্মরো পরিগতাং সখ্যৌ নিজে ডাকিনী বর্ণিন্যৌ পরিদৃশ্যমোদকলিতাং শ্রীছিন্নমস্তাং ভজে।

ছিন্নমস্তার এতগুলি ধ্যান দিবার তাৎপর্য্য এই যে, ধ্যান ব্যতিরেকে অন্যান্য দেবতার পূজা হইতে পারে, কিন্তু যিনি ছিন্নমস্তার রীতিমত ধ্যান না করিয়া পূজা করিবেন, তাঁহার শিরচ্ছেদ হইবে। প্রমাণ যথা প্রচন্ডচন্ডিকামেবমধ্যাত্বা যস্তু পূজয়েৎ। সদ্যস্তস্য শিরশ্চিত্বা দেবী পিবতি শোণিতম্।............

অথ দানার্ঘ্যং স্থাপয়েৎ। (১১৫ পৃঃ) (১১৩)। ততঃ ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে পীঠদেবতাভ্যো নমঃ। ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে পীঠশক্তিভো নমঃ। ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বজ্রবৈরোচনীয়ে দেহি দেহি এহি এহি গৃহ্ন গৃহ্ন (স্বাহা) মম শত্রুণ মারয় মারয় করালিকে হূঁ ফট্ স্বাহা নমঃ। ইতি পূজয়েৎ (প্রত্যেকতঃ পূজা তু ২০৭ পৃঃ দর্শনেন কর্তব্যা) ‖০‖

রহস্যপূজা ‖০‖

অথ পূর্ব্ববৎ করাঙ্গন্যাসৌ কৃত্বা কুর্ম্মমুদ্রয়া রক্তকুসুমানি গৃহীত্বা পুনর্ধ্যাত্বা পূর্ব্ববৎ মূর্ত্তিং প্রকল্প্য (১১৯ পৃঃ) আবাহয়েৎ যথা,- সর্ব্ব সিদ্ধিবর্ণিনীয়ে সর্ব্বসিদ্ধিডাকিনীয়ে বজ্রবৈরোচনীয়ে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ সর্ব্বসিদ্ধিবর্ণিনীয়ে সর্ব্বসিদ্ধিডাকিনীয়ে বজ্রবৈরোচনীয়ে ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ট, ইহ সন্নিধেহি ইহ সন্নিধেহি, ইহ সন্নিরুদ্ধা ভব ইহ সন্নিরুদ্ধা ভব, ইহ সম্মুখীভব ইহ সম্মুখীভব, মম পূজাং গৃহাণ, ইত্যনেন আবাহন্যাদিপঞ্চমুদ্রাপ্রদর্শনপূর্বকমাবাহ্য প্রাণ প্রতিষ্ঠাং কুর্য্যাৎ (১১৯ পৃঃ)। ততঃ আং খড়্গায় হৃদয়ায় স্বাহা ইত্যাদি ষড়ঙ্গমন্ত্রেণ সকলীকৃত্য পরমীকরণমুদ্রয়া পরমীকৃত্য মূলমন্ত্রেণ দেবতাং ত্রিরভ্যুক্ষ্য দশোপচারেণ (পঞ্চোপচারেণ বা) পূজয়েৎ যথা, (বীজ) এতৎ পাদ্যং শ্রীছিন্নমস্তায়ৈ দেবাতয়ৈ নমঃ। ইত্যাদি (১২১ পৃঃ)।

অথ আবরণপূজাং কুর্য্যাৎ যথা, (কৃতাঞ্জলিঃ) দেবি আজ্ঞাপয় ভবত্যাঃ পরিবারান্ পূজযামি। তত আত্মানং লব্ধানুজ্ঞং বিভাব্য গন্ধপুষ্পেণ পূজয়েৎ যথা, ওঁ হ্রীঁ আবরণ দেবতা শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (১১৪)

---

(১১৩) অর্ঘ্যে প্রত্যেক ষড়ঙ্গপূজা করিতে হইলে ওঁ আং খড়্গায় হৃদয়ায় স্বাহা হৃদয়াঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ইত্যাদি ষড়ঙ্গমন্ত্রাণুসারে (১১৪ টীকা) পূজা করিবে।

(১১৪) প্রত্যেক আবরণদেবতার পূজা যথা (অগ্নিকোণে) ওঁ......

অথ দেব্যা ভৈরবং কালরুদ্রং পূজয়েৎ। ধ্যানং যথা, - কৈলাসাচলসন্নিভং ত্রিনয়নং পঞ্চাস্যামম্বাযুতং নীলগ্রীবমহীশভূষণধরং ব্যাঘ্রত্বচা প্রাবৃতম্। অক্ষস্রগ্বরকুণ্ডিকাভয়ধরং চান্দ্রীং কলাং বিভ্রতং গঙ্গাম্ভোবিলসজ্জটং দশভুজং বন্দে মহেশং পরম্। পূজা যথা, - ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায়, এষ গন্ধঃ কালরুদ্রায় শিবায় নমঃ। ইত্যাদি। অথ পুনঃ পঞ্চোপচারেণ দেবীং সংপূজ্য শিরো-হৃদয় মূলাধার পাদপদ্ম সর্ব্বাঙ্গেষু চ পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলীন্ দত্ত্বা তর্পয়েৎ যথা - বামহস্ততত্ত্বমুদ্রয়া অর্ঘ্যজলং দক্ষহস্ততত্ত্বমুদ্রয়া গন্ধপুষ্পাক্ষতানি গৃহীত্বা উভয় হস্ততত্ত্বমুদ্রা-

---

আং খড়গায় হৃদয়ায় স্বাহা, হৃদয়াঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজযামি নমঃ। [ঈশানকোণে] ওঁ ঈং সুখড়্গায় শিরসে স্বাহা শিরোহঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। [নৈর্ঋতকোণে] ওঁ উং সুবজ্রায় শিখায়ৈ স্বাহা শিখাঙ্গ-শক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নম। [বায়ুকোণে] ওঁ ঐ পাশায় কবচায় স্বাহা কবচাঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। [মধ্যে] ওঁ ওঁ অঙ্কুশায় নেত্রত্রয়ায় স্বাহা নেত্রত্রয়াঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ [চতুর্দিকে] ওঁ অঃ সুরক্ষাসুরক্ষায়াস্ত্রায় ফট্ অস্ত্রাঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। পরে সাধারণ গুরুপংক্তিপূজা করিবে। [২০১ পৃঃ]। অনন্তর অষ্টদল পদ্মের অষ্টদলে পূর্ব্বদিক হইতে ঈশানকোণ পর্যন্ত, ওঁ হ্রীঁ কালীদেব্যম্বা শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। [এইরূপ] বর্ণিনী। ডাকিনী। ভৈরবী। মহাভৈরবী। ইন্দ্রাক্ষী। পিঙ্গাক্ষী। সংহারিণী। সর্ব্বত্র প্রথমে ওঁ হ্রীঁ শেষে দেব্যম্বাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। [পূর্বদিকে] শ্রীঁ লক্ষ্মীদেবম্ব্যা শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। [এইরূপ দক্ষিণদিকে] ক্লীং লজ্জা। [পশ্চিমদিকে] হ্রীঁ মায়া। [উত্তরে] ঐঁ বাণী। সর্ব্বত্র দেব্যম্বাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। [পদ্মমধ্যে] হূঁ হূঁ ফট্ শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। [এইরূপ] স্বাহা। [অগ্নিকোণে] ওঁ ব্রহ্মশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এইরূপ [নৈর্ঋতকোণে] বিষ্ণু। [বায়ুকোণে] রুদ্র। [ঈশানকোণে] ঈশ্বর। [মধ্যে] সদাশিব। [দেবীদক্ষিণে] শঙ্খনিধি। [দেবীবামে] পদ্মনিধি। সর্বত্র আদিতে ওঁ হ্রীঁ ও অন্তে শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। [দেবীদক্ষিণে] ওঁ বর্ণিনীদেব্যম্বাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।............

যোগেন, - (বীজ) সাঙ্গায়াঃ সাবরণায়াঃ সায়ুধায়াঃ সপরিবারায়াঃ সাবহনায়াঃ কালরুদ্রশিবসহিতায়াঃ শ্রীছিন্নমস্তা-দেবতায়াঃ শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি স্বাহা।

অতঃপরমবশিষ্টং কালীপূজা পদ্ধতিদর্শনেন সম্পাদনীয়ম্। তত্র বিশেষস্তু শ্রীদক্ষিণকালিকা ইত্যত্র শ্রীছিন্নমস্তা ইতি প্রয়োক্তব্যং। পৃথক্ পৃথক্ ষড়ঙ্গহোমে তু, ওঁ আং খড়্গায় হৃদয়ায় স্বাহা,ইত্যাদি স্বাহান্তমন্ত্র প্রয়োক্তব্যঃ। বলিমন্ত্রস্তু ওঁ বজ্রবৈরোচনীয়ে দেহি দেহি এহি এহি গৃহ্ন গৃহ্ন ইমং বলিং মম সিদ্ধিং দেহি দেহি মম শত্রুণ্ মারয় মারয় করালিকে হূঁ ফট্ স্বাহা (বীজ) এষ বলিঃ ছিন্নমস্তায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। বিসর্জ্জনে বিশেষস্তু - ওঁ উত্তরে শিখরে দেবি ভুম্যাং পর্ব্বত - বাসিনি। ব্রহ্মযোনি-সমুৎপন্নে গচ্ছ দেবি মমান্তরম্॥ ইতি মন্ত্রমুচ্চরন্ সংহারমুদ্রয়া যন্ত্রাৎ তেজোময়ীং প্রদীপকালিকোপমাং দেবতাম্ আহৃত্য যোনিমুদ্রাং বদ্ধা তত্র সংস্থাপ্য বামনাসাপুটেন অন্তরাহরন্ কৃষ্ণপক্ষচন্দ্রকলামিব ক্রমেণ ক্ষীণতাং গতাং বিভাব্য শরীরান্তর্ব্বর্ত্তি - সূর্য্যমন্ডলে নিবেশয়েৎ॥ প্রণাম মন্ত্রস্তু ওঁ সর্ব্বমঙ্গল-মঙ্গল্যে ইত্যাদি ১৭৫ পৃঃ। ইতি ॥০॥........

সম্রাট্ছন্দঃ শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (এইরূপ উত্তরে) সব্ববর্ণ। (পুনর্দক্ষিণে) বীজশক্তি। সর্ব্বত্র আদিতে ওঁ হ্রীঁ। শেষে শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। অনন্তর পূর্ব্বদিক্ হইতে দলাগ্রে ব্রাহ্মী প্রভৃতি অষ্টশক্তির পূজা করিবে (১৩৭পৃঃ)। পরেদ্বারপালচতুষ্টয়ের পূজা যথা (পূর্বদ্বারে) করাল। (দক্ষিণদ্বারে) বিকরাল (পশ্চিমদ্বারে) অতিকরাল। (উত্তরদ্বারে) মহাকরাল। সর্বত্র আদিতে ওঁহ্রীঁ অন্তে শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।

স্বনাভৌনীরজং ধ্যায়েৎ ইত্যাদি ধ্যানের অর্থ-নিজ নাভিমুখে প্রস্ফুটিত শ্বেতপদ্ম ধ্যান করিয়া, সেই পদ্মের কোষমধ্যে সূর্য্যমন্ডল। ঐ মন্ডলে জবাফুলের ন্যায় রক্তবর্ণ, রজ, সত্ত্ব ও তম এই তিন রেখা দ্বারা অধোমুখ ত্রিকোণ মধ্যে কোটি সূর্য্যের ন্যায় প্রভাশালিনী মহাদেবী ছিন্নমস্তা। তাঁহার বামহাতে নিজ ছিন্নমস্তক। মুখ বিস্তৃত ভয়ঙ্কর এবং লালজিহ্বা। নিজকণ্ঠ বিনির্গত রুধির পান করিতেছেন, আলুলায়িত কুন্তল নানাবিধ কুসুমে শোভিত, দেবীর............

দক্ষিণ হাতে কাটারী এবং গলায় মুণ্ডমালা, দিগম্বরী এবং প্রত্যালীঢ়পদে অর্থাৎ ডান পা অগ্রসর করিয়া আছেন। অস্থিমালা এবং সর্পময় যজ্ঞোপবীত। পদতলে রতিকাম বিপরীত রতিতে আসক্ত। সর্বদা ষোড়শবর্ষীয়া এবং পীনোন্নত পয়োধরা। বামে ডাকিনী এবং দক্ষিণে বর্ণিনী এই দুইজন নায়িকা। ইহারাও দেবীর গলদেশ নির্গত রুধির পান করিতেছেন। বর্ণিনী, রক্তবর্ণা সৌম্যা, মুক্তকেশী এবং দিগম্বরী। বামহাতে কপাল এবং ডান হাতে কাটারী, গলদেশে নাগযজ্ঞোপবীত। নিজ তেজে উদ্দীপ্তা। ইনিও প্রত্যালীঢ়পদে অবস্থিতা, নানাপ্রকার অলঙ্কারে ভূষিতা, সর্ব্বদা ষোড়শবর্ষীয়া এবং অস্থিমালা বিভূষিতা। বামপার্শ্বে ডাকিনী কল্পান্তকালীন সূর্য্যের ন্যায় অনলপ্রভা, বিদ্যুতের ন্যায় জটারাজি, ত্রিনয়না শুভ্রদন্তবিশিষ্টা। করালদন্তে মুখ অতি ভয়ঙ্কর, পীনোন্নত পয়োধর, মুক্তকেশী এবং দিগম্বরী। লালজিহ্বা, মুণ্ডমালা ভূষিতা বাম হাতে কপাল এবং দক্ষিণ হাতে কাটারী। ইনিও দেবীর গলদেশ নিঃসৃত রুধির ধারা পান করিতেছেন। হস্তস্থিত নরমুণ্ডে তাঁহাকে আরও ভীষণ দেখাইতেছে। ইহাদের দ্বারা সেবিতা দেবীকে ধ্যান করিবে।

কালরুদ্রধ্যানের অর্থ-আমি দশবাহু সমন্বিত শ্রেষ্ঠতম মহেশকে বন্দনা করি। তিনি কৈলাস পর্বত সদৃশ, উমাসহিত, ত্রিনয়ন, পঞ্চমুখ, নীলকণ্ঠ সর্পভূষিত, ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিহিত, অক্ষমালা, শ্রেষ্ঠভিক্ষাপাত্র ও অভয়মুদ্রা-ধারী, তাঁহার মস্তকে চন্দ্রকলা এবং জটাজাল গঙ্গাজল দ্বারা শোভমান।

অথ লক্ষ্মীপূজাপদ্ধতিঃ।

প্রাতঃকৃত্যাদি পঞ্চদেবপূজাপর্য্যন্তং কর্ম্ম বিধায় পীঠদেবতাঃ পীঠশক্তীঃ পীঠমনূন্ চ নস্যেৎ যথা - হৃদী মৃগমুদ্রয়া, ওঁ হ্রীঁ পীঠদেবতাভ্যো নমঃ। ওঁ হ্রীঁ পীঠশক্তিভ্যো নমঃ। ওঁ হ্রীঁ শ্রীকমলাসনায় নমঃ (১১৫)। অথ ঋষ্যাদিন্যাসঃ, (শ্রীঁ) অস্য মন্ত্রস্য ভৃগুঋষির্নীবৃচ্ছন্দঃ শ্রীর্দেবতা সর্ব্বাভীষ্টসিদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ। শিরসি ভৃগুঋষয়ে নমঃ। মুখে নীবৃচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি শ্রীশ্রিয়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। ততঃ করঙ্গন্যাসৌ ওঁ শ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ শ্রীঁ তর্জনীভ্যাং স্বাহা। ওঁ শ্রুং মধ্যমাভ্যাং বষট্। ওঁ শ্রৈং অনামিকাভ্যাং হুং। ওঁ শ্রৌঁ কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। ওঁ শ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্। এবং হৃদয়াদিষু যথা, - ওঁ শ্রাং হৃদয়ায় নমঃ। ইত্যাদি।

ততঃ সংক্ষেপষোঢ়ান্যাসং (১০৯ পৃঃ) ব্যাপকন্যাসঞ্চ কৃত্বা (১০৯ পৃঃ) যথাবিধি কূর্ম্মমুদ্রয়া রক্তকুসুমাঞ্জলিং গৃহীত্বা ধ্যায়েৎ যথা, - (বীজ) কান্তা কাঞ্চনসন্নিভাং হিমগিরিপ্রখ্যৈশ্চতুর্ভির্গজৈর্হস্তোৎক্ষিপ্ত-হিরন্ময়ামৃতঘটৈরাসিচ্যমানাং শ্রিয়ম্। বিভ্রাণাং বরমব্জযুগ্মমভয়ং হস্তৈঃ কিরীটোজ্জ্বলাং, ক্ষৌমাবদ্ধনিতম্ববিম্বললিতাং বন্দেহরবিন্দস্থিতাম্॥ ইতি ধ্যাত্বা মানসোপচারৈঃ সংপূজ্য (১১১ পৃঃ) দানার্ঘ্যং স্থাপয়েৎ (১১৫ পৃঃ)। ততঃ পীঠপূজাং কুর্য্যাৎ যথা, ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে পীঠদেবতাভ্যো নমঃ। ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে পীঠশক্তিভ্যো...............

---

(১১৫) প্রত্যেক পীঠদেবতার ন্যাস। (১৯২ পৃঃ)। প্রত্যেক পীঠশক্তির ন্যাস যথা, - (পূর্বকেশর হইতে ঈশানকোণ পর্য্যন্ত) ওঁ বিভূত্যৈ নমঃ। (এইরূপ) উন্নত্যৈ। কান্ত্যৈ। সৃষ্ট্যৈ। কীর্ত্ত্যৈ। সন্নত্যৈ। ব্যুষ্ট্যৈ। উৎকৃষ্ট্যৈ। (মধ্যে) ঋদ্ধ্যৈ। সর্ব্বত্র প্রথমে ওঁ হ্রীঁ ও অন্তে নমঃ..।

নমঃ। ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে শ্রীকমলাসনায় নমঃ। (১১৬) ॥০॥ রহস্যপূজা ॥০॥ অথ পূর্ব্ববৎ করাঙ্গন্যাসৌ কৃত্বা (২১৪ পৃঃ) কূর্ম্মমুদ্রয়া রক্তকুসুমানি গৃহীত্বা পর্নধ্যাত্বা পূর্ব্ববৎ মূর্ত্তিং প্রকল্প্য (১২০ পৃঃ) মহাপদ্মবনান্তঃস্থে ইত্যাদি মন্ত্রেণ শ্রীলক্ষ্মী দেবি ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইত্যাদিনা আবাহনাদিকং কুর্য্যাৎ। অথ পরমীকরণমুদ্রয়া পরমীকৃত্য মূলমন্ত্রেণ দেবতাং ত্রিরভূক্ষ্য (১২০ পৃঃ) যথোপচারৈঃ পূজয়েৎ। যথা, শ্রীঁ এতৎ পাদ্যং শ্রীলক্ষ্মৈ দেবতায়ৈ নমঃ। ইত্যাদি (১২২ পৃঃ)।

অথ আবরণপূজাং কুর্য্যাৎ যথা, (কৃতাঞ্জলিঃ) দেবি আজ্ঞাপয় ভবত্যাঃ পরিবারান্ পূজয়ামি। তত আত্মানং লব্ধানুজ্ঞং বিভাব্য ওঁ হ্রীঁ আবরণদেবতাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ইতি গন্ধপুষ্পেণ পূজয়েৎ। (১১৭)

অথ দেব্যাঃ দক্ষিণে বিষ্ণুং পূজয়েৎ। ধ্যানং যথা, উদ্যৎ প্রদ্যোতনশতরুচিং তপ্তহেমাবদাতং পার্শ্বদ্বন্দ্বে জলধিসুতয়া বিশ্বধাত্র্যা চ জুষ্টম্। নানারত্নোল্লসিতবিবিধাকল্পমাপীতবস্ত্রং বিষ্ণুং বন্দে দরকমলকৌমদকীচক্রপাণিমঃ পূজা মন্ত্রে যথা, ওঁ নমো নারায়ণায় এষ গন্ধঃ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।

---

(১১৬) প্রত্যেক পীঠদেবতার পূজা (১৯৩ পৃঃ) প্রত্যেক পীঠশক্তির পূজা করিতে পীঠশক্তিন্যাস দেখিয়া পূজা করিবে।

(১১৭) প্রত্যেক আবরণ দেবতার পূজা যথা, - [অগ্নিকোণে] ওঁ শ্রাং হৃদয়ার নমঃ। হৃদায়াঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (ঈশানকোণে) ওঁ শ্রীঁ শিরসে স্বাহা শিরোহশক্তি শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। [নৈর্ঋত কোণে] ওঁ শ্রূং শিখায়ৈ বষট্ শিখাঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। [বায়ুকোণে] ওঁ শ্রৈং কবচায় হুঁ কবচাঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। [সম্মুখে] ওঁ শ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ নেত্রয়াঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। [চতুর্দিকে] ওঁ শ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্ অস্ত্রাঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং................

অথ পূনঃ পঞ্চোপচারেণ দেবীং সংপুজ্য মস্তকে, হৃদয়ে, মুলাধারে, পাদপদ্মে সর্বাঙ্গে চ পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলীন্ দত্ত্বা তর্পয়েৎ যথা, বামহস্ততত্ত্বমুদ্রয়া অর্ঘ্যজলং দক্ষহস্ততত্ত্বমুদ্রয়া গন্ধপুষ্পাক্ষতানি গৃহীত্বা উভয়তত্ত্বমুদ্রা-যোগেন (বীজ) সাঙ্গায়াঃ সাবরণায়াঃ সায়ুধায়াঃ সপরিবারায়াঃ সবাহনায়াঃ শ্রীবিষ্ণুসহিতায়াঃ শ্রীলক্ষ্মীদেব্যাঃ শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি স্বাহা।

অন্যদবশিষ্টং সর্ব্বং কালীপূজাপদ্ধতি - দর্শনেন কর্ত্তব্যং ॥ তত্রবিশেষস্তু 'শ্রীদক্ষিণকালিকা' ইত্যত্র 'শ্রীলক্ষ্মী' ইতি প্রায়োক্তব্যং। ষড়ঙ্গহোমে তু 'ওঁ শ্রাং হৃদয়ায় স্বাহা' ইত্যাদি চ প্রয়োক্তব্যং। অষ্টভৈরবাহুতিস্তু ন দেয়া প্রণামমন্ত্রস্তু, - ওঁ শ্রীং সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে ইত্যাদি (১৭৫ পৃঃ)। (১১৯).............

পূজয়ামি নমঃ। পরে গুরুপংক্তিপূজা। (২০২ পৃঃ - ১০পং)। ওঁ শ্রীং ভৃগুঋষিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (অষ্টদল পদ্মের পূর্ব্বদলে) ওঁ শ্রীং বাসুদেব শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ ॥ এইরূপ (দক্ষিণদলে) সঙ্কর্ষণ। (পশ্চিমদলে) প্রদ্যুম্ন। (উত্তরদলে অনিরুদ্ধ। (অগ্নিকোণদলে) দমক। (নৈর্ঋতকোণে) পুন্ডরীক। (বায়ুকোণে) গুগ্গুলু। (ঈশানকোণে) কুরুন্টক। (দেবীর দক্ষিণে) শঙ্খনিধি। বসুধাদেব্যম্বা। (দেবীর বামে) পদ্মনিধি। বসুমতীদেব্যম্বা (পদ্মের পূর্ব ঈশানকোণ পর্য্যন্ত দলাগ্রে) বলাকীদেব্যম্বা। বিমলাদেব্যম্বা। কমলাদেব্যম্বা। বনমালিকাদেব্যম্বা। বিভীষিকাদেব্যম্বা। মালিকাদেব্যম্বা। শাঙ্কারীদেব্যম্বা। বসুমালিকাদেব্যম্বা। সর্বত্র আদিতে ওঁশ্রীং ও অন্তে শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। অনন্তর ভূপুরের উপরি পূর্ব্বাদিক্রমে ইন্দ্রাদি দশদিক্পালের ও বহির্ভাগে বজ্রাদি অস্ত্রের পূজা করিবে। (১৩৯ পৃঃ)

(১১৮) লক্ষ্মীর শ্রীং এই একাক্ষর মন্ত্রের পূজা পদ্ধতি কথিত হইল। ঐং শ্রীং হ্রীং ক্লীং এই চতুরক্ষর মন্ত্রেও পূজা অবিকল ঐরূপ, পরন্তু কেবল ধ্যানমাত্রে প্রভেদ আছে। ধ্যান যথা, মাণিক্য প্রতিম প্রভাং হিমনিভৈ-স্তুঙ্গৈশ্চতুর্ভির্গজৈর্হস্তাগ্রাহিত-রত্নকুম্ভসলিলৈরাসিচ্যমানাং সদা। হস্তাব্জৈর্বর দানমম্বুজযুগাভীতীর্দধানাং হরেঃ কান্তাং কাঙ্ক্ষিতপারিজাতলতিকাং বন্দে সরোজাসনাম্॥.............

লক্ষ্মীপূজা

লক্ষ্মী ধ্যানের অর্থ-দেবীর সুবর্ণ-সদৃশ কান্তি, হিমালয় সদৃশ চারটি শুড় দিয়া অমৃতপূর্ণ ঘট দ্বারা দেবীকে অভিসিঞ্চন করিতেছে, চারিহস্তে বর, অভয় এবং দুইটি কমল, মস্তকে উজ্জ্বল কিরীট, পট্টবস্ত্র পরিহিতা এবং পদ্মের উপর উপবিষ্টা।

বিষ্ণু ধ্যানের অর্থ - দেহজ্যোতি প্রাতঃকালীন শত সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতির্ম্ময়, এবং উত্তপ্ত সুবর্ণ সদৃশ, পার্শ্বদ্বয়ে লক্ষ্মী ও পৃথিবী, নানারত্নযুক্ত বিবিধ অলঙ্কারে শোভিত, পীতাম্বর, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী বিষ্ণুকে বন্দনা করি।

অথ মহালক্ষ্মী পূজাপদ্ধতিঃ।

পূর্ব্বোক্ত-প্রাতঃকৃত্য প্রভৃতি লক্ষ্মীপূজা পদ্ধতি-কথিত পীঠন্যাস-পীঠ শক্তিন্যাস পীঠমনুন্যাস পর্য্যন্তং বিধায় ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ যথা, (ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ হেসৌঃ জগৎপ্রসুত্যৈ নমঃ) (বীজ) অস্য মন্ত্রস্য ব্রহ্মা ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ জগদাদি-শ্রীমহালক্ষ্মীদেবতা মমাভীষ্টসিদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ। শিরসি ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ মুখে গায়ত্রীছন্দসে নমঃ। হৃদি জগদাদি-শ্রীমহালক্ষ্ম্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ। অথ মূলেন করৌ সং-শোধ্য বীজ পঞ্চকং ন্যস্যেৎ যথা, (অঙ্গুষ্ঠয়োঃ) ওঁ ঐঁ নমঃ। (তর্জন্যোঃ) ওঁ হ্রীঁ নমঃ। (মধ্যমায়োঃ) ওঁ শ্রীং নমঃ (অনামিকয়োঃ) ওঁ ক্লীঁ নমঃ। (কনিষ্ঠয়োঃ) ওঁ হেসৌঃ নমঃ। (করতলকরপৃষ্ঠয়োঃ) ওঁ জগৎ-প্রসুত্যৈ নমঃ। অথ ব্যাপকন্যাসং কুর্যাৎ (১০৯ পৃঃ) অথ (মুর্দ্ধনি) ওঁ ঐঁ নমঃ। (আস্যে) ওঁ হ্রীঁ নমঃ। (হৃদয়ে) ওঁ শ্রীঁ নমঃ। (মূলাধারে) ওঁ ক্লীঁ নমঃ। (চরণদ্বয়ে) ওঁ হেসৌঃ নমঃ। হৃদয়ে সপ্তধাতুষু 'ওঁ জগৎ প্রসুত্যৈ নমঃ। অথবা মূর্দ্ধাদিপঞ্চস্থানেষু পূর্ব্ববৎ পঞ্চ বীজানি বিন্যস্য হৃদয়স্থরসে, ওঁ জ নমঃ, (রক্তে) ওঁ গৎ নমঃ, (মাংসে) ওঁ প্র নমঃ, (মেদসি) ওঁ সূ নমঃ, (অস্থনি) ওঁ ত্যৈ নমঃ (মজ্জায়াং) ওঁ ন নমঃ। (শুক্রে) ওঁ মঃ নমঃ। ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ যথা, ওঁ ঐঁ জ্ঞানায় অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ হ্রীঁ ঐশ্বর্য্যায় তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। ওঁ শ্রীঁ শক্তয়ে মধ্যমাভ্যাং বষট্। ওঁ ক্লীঁ বলায় অনামিকাভ্যাং হুঁ। ওঁ হেসৌঃ বীর্য্যায় কনিষ্ঠাভ্যাং...............

বৌষট্। ওঁ জগৎপ্রসূত্যৈ নমস্তেজসে করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্। এবং হৃদয়াদিষু ওঁ ঐং জ্ঞানায় হৃদয়ায় নমঃ। ইত্যাদি। ততঃ সংক্ষেপষোঢ়ান্যাসং (১০৮ পৃঃ) কৃত্বা কূর্মমুদ্রয়া রক্তপুষ্পাঞ্জলিং গৃহীত্বা (১১০ পৃঃ) পূর্ববৎ ধ্যায়েৎ যথা, বালার্কদ্যুতিমিন্দুখণ্ডবিলসৎ কোটীরহারোজ্জ্বলাং, রক্তাকল্পবিভূষিতাং কুচলতাং শালেঃ করে মঞ্জরীম্। পদ্মৌ কৌস্তুভরতমপাবিরতং সংবিভ্রতীং সস্মিতাং কুল্লাম্ভোজ-বিলোচনত্রয়যুতাং ধ্যায়েৎ পরামম্বিকাম ॥ (১১৯) ইতি।............

---

(১১৯) তন্ত্রসার অনুসারে সংক্ষিপ্ত ধ্যান কথিত হইল। সারদাতিলকে বিস্তৃত ধ্যান [বা ধ্যানারহস্য] আছে এবং সেই ধ্যান করিবার পূর্বে পীঠচিন্তাও আছে। সেই পীঠচিন্তাপূর্বক বিস্তৃত ধ্যান কথিত হইতেছে। পীঠচিন্তা যথা,- (এবং নাস্তশরীরোহসৌ) স্মরেদুদ্যানমদ্ভুতম্॥ চম্পকাশোকপুন্নাগ-পাটলৈ-রুপশোভিতম্। লবঙ্গমাধবীবিল্ব-দেবদারুনমেরুভিঃ ॥ মন্দারপারিজাতদ্যৈঃ কল্পবৃক্ষৈঃ সুপূজিতৈঃ। চন্দনৈঃ কর্ণিকারৈশ্চ মাতুলুঙ্গৈশ্চ বঞ্জুলৈঃ॥ দাড়িমীলকুচাঙ্কোলৈঃ পূগৈঃ কুরুবকৈরপি। কদলীকুন্দমন্দার-নারিকেলৈরলঙ্কৃতম্। অন্যৈঃ সুগন্ধিপুষ্পাঢ্যৈঃ বৃক্ষষণ্ডৈশ্চ মণ্ডিতৈঃ। মালতিমল্লিকাজাতী-কেতকী-শতপত্রকৈঃ। পাবন্তী-তুলসীনন্দ্যা-বর্তৈর্দ্দমনকৈরপি। সর্বর্তুকুসুমোপেতৈর্নমস্তিরুপশোভিতম্। মন্দমারুতসংভিন্ন-কুসুমামোদিদিঙ্মুখম্। তস্য মধ্যে সদা ফুল্লৈঃ কুমুদোৎপলপঙ্কজৈঃ। সৌগন্ধিকৈশ্চ কহ্লারৈর্নবৈঃ কুবলয়ৈরপি। হংসসারসকারণ্ড-ভ্রমরৈশ্চক্রগামিভিঃ। অন্যৈঃ কমল-কহ্লার-বিহঙ্গৈরূপ-শোভিতে। মহাসরসি তন্মধ্যে পুলিনেনহতিমনোহরে। পরিতঃ পারিজতাঢ্যমণ্ডপং মণিকুট্টিমম্। উদ্যাদাদিত্যসংকাশং ভাস্বরং শশিশীতলম্। চতুর্দ্বায়সমাযুক্তং, হেমপ্রকারশোভিতম্। রত্নোপকল্পিসংশোভিকপাটাষ্টকসংযুতম্। নবরত্নসমাকৢপ্ত-তুঙ্গগোপুরতোরণম্। হেমদণ্ডশিখালম্বিধ্বজাবলিপরিস্কৃতম্। নবরত্নসমাবদ্ধ-কুম্ভরাজিবিচিত্রিতম্। সহস্রদীপসংযুক্তদীপদণ্ড-বিরাজিতম্। তপ্তহাটকসকল্পপ্ত বাতায়নমনোহরম্। নানাবর্ণাংশুকোন্নদ্ধ-সুবর্ণশতকোটিভিঃ। চিত্রিতৈশ্চিত্রবর্ণৈশ্চ বিভাগৈরুপশোভিতং। সর্বরত্নসমাযুক্তং হেমকুট্টিমমুজ্জ্বলম্। কেতকীমালতীজাতী চম্পকোৎপলকেশরৈঃ। মল্লিকাতুলসীজাতী-নন্দ্যাবর্ত্তক চম্পকৈঃ। এতৈরন্যৈশ্চ কুসুমৈরলঙ্কৃতমহীতলম্। অম্বুকাশ্মীরকস্তুরী-মৃগনাভি তমালকৈঃ। চন্দনাগুরুকর্পূরৈরামোদিত-দিগন্তরম্। এবং সঞ্চিন্ত্য মনসা...

ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য(১১১পৃঃ) দানার্ঘ্যং স্থাপয়েৎ(১১৬পৃঃ ততঃ লক্ষীপূজাপদ্ধতিক্রমেণ পীঠপূজাং পীঠশক্ত্যাদিপূজাঞ্চ কুর্য্যাৎ। রহস্যপূজা ॥০॥

অথ পূর্ব্ববৎ করাঙ্গন্যাসৌ কৃত্বা কূর্ম্মমুদ্রয়া রক্তকুসুমানি গৃহীত্বা পুনর্ধ্যাত্বা পূর্ব্ববৎ মুর্ত্তিং প্রকল্প্য (১২০পৃঃ) ওঁ মহাপদ্মবনান্তঃস্থে ইত্যাদিক্রমেণ (১২০ পৃঃ) শ্রীমহালক্ষ্মি দেবী ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইত্যাদি মন্ত্রেণ চ আবাহয়েৎ (১২০ পৃঃ) অথ পরমীকরণমুদ্রয়া পরমীকৃত্য মূলেন দেবতাং ত্রিরভ্যুক্ষ্য দশোপচারেণ (পঞ্চোপচারেণ বা) পূজয়েৎ। যথা, (বীজ)এতৎ পাদ্যং শ্রীমহালাক্ষ্ম্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ। ইত্যাদি। (১২২ পৃঃ)।

মন্ডপং সুমনোহরম্। তন্মধ্যে ভাবয়েন্মন্ত্রী পারিজাতং মনোহরম্। তস্যাধস্তাৎ স্মরেন্মন্ত্রী রত্নসিংহাসনং মহৎ। তস্মিন্ সঞ্চিন্তয়েদ্দেবীং মহালক্ষীং মনোহরাম্॥ ধ্যান যথা,- বালার্কদ্যুতিমিন্দুখন্ডবিলসৎ-কোটীরহারোজ্জ্বলাং, রত্নাকল্পবিভূষিতাং কুচলতাং শালেঃ করে মঞ্জরীম্। পদ্মৌ কৌস্তুভরত্নমপ্যবিরতং সংবিভ্রতীং সস্মিতাং, ফুল্লাম্ভোজ-বিলোচনত্রয়যুতাং ধ্যায়েৎ পরাং দেবতাম্॥ সিঞ্জন্মঞ্জীরসংশোভি-পাদাম্ভোজবিরাজিতাম্। নবরত্নরাগাকীর্ণ-কাঞ্চীদামবিভূষিতাম্॥ মুক্তামাণিক্যবৈদূর্য্য-সন্নদ্ধোদরবন্ধনাম্। বিভ্রাজমানাং মধ্যেন বলিত্রিতয়শোভিনা। জাহ্নবীসলিলাবর্ত্ত-শোভিনাভিবিভূষিতাম্। পট্টীরপঙ্ককর্পূর-কুঙ্কুমালঙ্কতস্তনীম্। বারিবাহরিনির্ম্মুক্ত-মুক্তাহারগরীয়সীম্। বিভ্রতীমুত্তরাসঙ্গং রত্নাদিপরিকল্পিতম্॥ তপ্তকাঞ্চনসন্নদ্ধবৈদূর্য্যাঙ্গদভূষণাম্। পদ্মরাগস্ফুরৎস্বর্ণকঙ্কণাঢ্যকরাম্বুজাম্॥ মাণিক্যশকলাবদ্ধ মুদ্রিকাভিরলঙ্কৃতাম্। তপ্তহাটকসংক্লপ্ত-মণিগ্রৈবেয়শোভিতাম্॥ বিচিত্রবিবিধাকল্পাং কম্বুসঙ্কাশকন্ধরাম্। উদ্যদ্দিনকরাকারনয়নত্রয়সুন্দরীম্॥ ভ্রূলতাজিতকন্দর্প-করকার্ম্মুকবিভ্রমাম্। বিলসত্তিলপুষ্প-শ্রী-বিজয়োদ্যতনাসিকাম্ ॥ সান্দ্রসৌরভসম্পন্ন-ললাটকান্তিবিভব-বিজিতার্দ্ধসুধাকরাম্। কস্তুরীতিলকাঙ্কিতাম্॥ মত্তালিমালাবিলসদলকাঢ্যমুখ্যম্বুজাম্। পারিজাতপ্রসূনশ্রী-বাহিধম্মিল্লবন্ধনাম্। অনর্ঘরত্নঘটিত-মুকুটাঙ্কিতমস্ত কাম্। সর্ব্বলাবণ্যবসতিং ভবনং বিভ্রমশ্রিয়ঃ॥ তেজসাং জন্মভূমিং তাং মহালক্ষীং মনোহরাম্।...............

অথ আবরণপূজাং কুর্য্যাৎ যথা, (কৃতাঞ্জলিঃ) দেবি আজ্ঞাপ্য আবরণদেবতাস্তে পূজয়ামি। ততঃ আত্মানং লব্ধানুজ্ঞং বিভাব্য ওঁ হ্রীঁ আবরণদেবতা শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ইতি গন্ধপুষ্পাভ্যা পূজয়েৎ। (১২১)।

---

(১২০) প্রত্যেক আবরণদেবতার পূজা যথা (দেবীর দক্ষিণে) ওঁ হ্রীঁ পুষ্পাঞ্জলিকর-শঙ্করনন্দন -শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (বামে) ওঁ হ্রীঁ পুষ্পাঞ্জলিকর-পুষ্পধন্বশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। অনন্তর ষড়ঙ্গপূজা করিবে যথা, (অগ্নিকোণে) ওঁ ঐঁ জ্ঞানায় হৃদয়ায় নমঃ হৃদয়াঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (ঈশানকোণে) ওঁ হ্রীঁ ঐশ্বর্য্যায় শিরসে স্বাহা শিরোহঙ্গশক্তি শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (নৈর্ঋতকোণে) ওঁ শ্রীঁ শক্তয়ে শিখায়ৈ বষট্ শিখাঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (বায়ুকোণে) ওঁ ক্লীঁ বলায় কবচায় হূঁ কবচাঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (সম্মুখে) ওঁ হেসৌঃ বীর্য্যায় নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ নেত্রত্রয়াঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (চতুর্দিকে) ওঁ জগৎপ্রসূত্যৈ নমস্তেজসে করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্ অস্ত্রাঙ্গশক্তিশ্রীপদুকাং পূজয়ামি নমঃ। পরে গুরুপংক্তি ও গুরুচতুষ্টয়ের পূজা করিবে (২০১ পৃঃ)। ওঁ ব্রহ্মঋষিশ্রী পাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। অনন্তর পূর্ব্ব হইতে ঈশানকোণ পর্যন্ত অষ্টদলে পদ্মহস্তা অষ্টশক্তির পূজা কিরবে যথা - ওঁ হ্রীঁ উমাদেব্যম্বা শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (এইরূপ) শ্রী। সরস্বতী। দুর্গা। ধরণী। গায়ত্রী। দেবী। উষা। সর্ব্বত্র অগ্রে ওঁ হ্রীঁ শেষে দেব্যম্বা শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। পরে দেবীর দক্ষিণে ওঁ হ্রীঁ পাদপ্রক্ষালনোদ্যত-জহ্নুসুতাদেব্যম্বাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (দেবীর বামে) ওঁ হ্রীঁ পাদপ্রক্ষালনোদ্যত-সূর্য্যসুতাদেব্যম্বাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (পুনর্দক্ষিণে) ওঁ হ্রীঁ ধৃতচামর শঙ্খনিধিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (বামে) ওঁ হ্রীঁ ধৃতচামর-পদ্মনিধিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (পশ্চিমে ওঁ হ্রীঁ ধৃতাতপত্র-বরুণ-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। পদ্মের বাহিরে চতুর্দিকে দ্বাদশরাশির ও নবগ্রহের প্রত্যেকের পূজা করিবে যথা, মেষরাশি। বৃষরাশি। মিথুনরাশি। কর্কটরাশি। সিংহরাশি। কন্যারাশি। তুলারাশি। বৃশ্চিকরাশি। ধনূরাশি। মকররাশি। কুম্ভরাশি। মীনরাশি। সূর্য্যগ্রহ। সোমগ্রহ। মঙ্গলগ্রহ। বুধগ্রহ। বৃহস্পতিগ্রহ। শুক্রগ্রহ। শনৈশ্চরগ্রহ। রাহুগ্রহ। কেতুগ্রহ। সর্ব্বত্র আদিতে ওঁ হ্রীঁ ও অন্তে শ্রীপাদুকাং.........

অথাস্যা ভৈরবং বিষ্ণুং পূজয়েৎ। ধ্যানং যথা, - উদ্যৎকোটি-দিবাকরাভমনিশং শঙ্খং গদাপঙ্কজং, চক্রং বিভ্রতমিন্দিরা-বসুমতীসংশোভি পার্শ্বদ্বয়ম্। কোটীরাঙ্গদহারকুন্ডলধরং পীতাম্বরং কৌস্তুভোদ্দীপ্তং বিশ্বধরং স্ববক্ষ-বিলসৎশ্রীবৎসচিহ্নং ভজে॥ পূজামন্ত্রো যথা, ওঁ নমো নারায়ণায় এষ গন্ধঃ বিষ্ণবে নমঃ। ইত্যাদি

অথ পুনঃ পঞ্চোপচারেণ দেবীং সংপূজ্য মস্তকে, হৃদয়ে, মূলাধারে, পাদপদ্মে, সর্ব্বাঙ্গে চ পঞ্চপুষ্পাঞ্জলীন্ দত্ত্বা তর্পয়েৎ যথা, বামহস্ত তত্ত্বমুদ্রয়া অর্ঘ্যজলং দক্ষহস্ততত্ত্বমুদ্রয়া গন্ধপুষ্পাক্ষতানি গৃহীত্বা উভয়তত্ত্বমুদ্রাযোগেন, (বীজ) সাঙ্গায়াঃ সাবরণায়াঃ সায়ুধায়াঃ সপরিবারায়াঃ সবাহনায়াঃ শ্রীবিষ্ণুসহিতায়াঃ শ্রীমহালক্ষ্মীদেব্যাঃ শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি স্বাহা।

অন্যাদবশিষ্টং সর্বং কালীপূজাপদ্ধতিদর্শনেন কর্ত্তব্যম্। তত্র বিশেষস্তু। 'শ্রীদক্ষিণকালিকা' ইত্যত্র 'শ্রীমহালক্ষ্মী' ইতি প্রয়োক্তব্যম্। ষড়ঙ্গহোমে তু 'ওঁ ঐঁ জ্ঞানায় হৃদয়ায় নমঃ স্বাহা' ইত্যাদি ষড়ঙ্গ মন্ত্রানুসারেণ হোতব্যম্। (১৮৯ পৃঃ) অষ্টভৈরবাহুতির্ন দেয়া। প্রণামমন্ত্রস্তু, ওঁ সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে ইত্যাদি (১৭৬ পৃঃ)। ইতি মহালক্ষ্মীপূজাপদ্ধতিঃ সমাপ্তা।..............

পূজয়ামি নমঃ। তাহার বহির্দ্দেশে পূর্ব্ব হইতে ঈশানকোণ পর্য্যন্ত অষ্টদিকে চতুর্দ্দন্ত অষ্টদিগ্‌গজের পূজা করিবে। যথা, - ঐরাবত। পুন্ডরীক। বামন। কুমুদ। অঞ্জন। পুষ্পদন্ত। সার্বভৌম। সুপ্রতীক। সর্বত্র আদিতে ওঁ হ্রীঁ ও শেষে শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। পরে ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পাল ও বজ্রাদি অস্ত্রের পূজা করিবে। (১৪৯ পৃঃ)।

মহালক্ষ্মীধ্যানের অর্থ - দেবী প্রাতঃসূর্য্যের ন্যায় রক্তবর্ণা, কপালে অর্ধচন্দ্র, গলায় উজ্জ্বল হার, নানারত্ন ভূষণে ভূষিতা, হাতে ধানের মঞ্জরী, পদ্ম কৌস্তুভমণি এবং রত্নধারণ করিয়া আছেন হাস্যবদনা প্রফুল্ল পদ্মের ন্যায় নেত্রত্রয়-এই ভাবে ধ্যান করিবে।

বিষ্ণুধ্যানের অর্থ - যিনি সমুদিত কোটিসূর্যের ন্যায় জ্যোতির্ম্ময়, নিরন্তর শঙ্খ, চক্র, গদাপদ্মধারী, উভয় পার্শ্বে ধরণী ও লক্ষ্মীদেবী অগণিত রত্নখচিত বলয়হার, কুন্ডল ভুষিত, পীতাম্বর, জ্যোতির্ময়, কৌস্তুভ-মণিধারী, বিশ্বধারণ কর্ত্তা, বক্ষস্থঃলে শ্রীবৎসচিহ্ন শোভিত ভগবান্ বিষ্ণুকে ভজনা করি।...........

অথ মহিষমৰ্দ্দিনীপূজাপদ্ধতিঃ

সাধারণপদ্ধতিক্রমেণ পঞ্চদেবপূজাপর্য্যন্তং সম্পাদ্য পীঠন্যাসং কুর্য্যাৎ যথা - ওঁ হ্রী পীঠদেবতাভ্যো নমঃ। ওঁ হ্রী পীঠশক্তিভ্যো নমঃ (১২১)। বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহায় হূঁ ফট্ নমঃ, মহাসিংহাসনায় নমঃ অথ ঋষ্যাদিন্যাসঃ। (বীজ) অস্য মন্ত্রস্য নারদ ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীমহিষমৰ্দ্দিনীদুর্গা দেবতা চতুৰ্ব্বর্গফলপ্রাপ্তয়ে বিনিয়োগঃ। শিরসি নারদায় ঋষয়ে নমঃ, মুখে গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ হৃদি শ্রীমহিষমৰ্দ্দিন্যৈ দুর্গায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ।

অথ করন্যাসঃ। ওঁ মহিষহিংসিকে হূঁ ফট্ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ মহিষশত্রো শার্ব্বি হূঁ ফট্ তর্জনীভ্যাং স্বাহা। ওঁ মহিষং হিংসয় হিংসয় হূঁ ফট্ মধ্যমাভ্যাং বষট্। ওঁ মহিষং হন হন দেবি হূঁ ফট অনামিকাভ্যাং হূঁ। ওঁ মহিষসূদনি হূঁ ফট্ কনিষ্ঠাভ্যাং ফট্।

অথ পঞ্চাঙ্গন্যাসঃ। ওঁ মহিষহিংসিকে হূঁ ফট্ হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ মহিষশত্রো শার্ব্বি হূঁ ফট্ শিরসে স্বাহা। ওঁ মহিষং হিংসয় হিংসয় হূঁ ফট্ শিখায়ৈ বষট্। ওঁ মহিষং হন হন দেবি হূ ফট্ কবচায় হূঁ। ও মহিষসূদনি হূঁ ফট্ করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্ ॥

---

(১২০) প্রত্যেক পীঠদেবতার ন্যাস (১৯২ পৃঃ)। প্রত্যেক পীঠশক্তি ন্যাস যথা, - (১৯১ পৃঃ)।

(১২১) তন্ত্রসারে কথিত হইয়াছে, মহিষমৰ্দ্দিনীর অর্ঘ্য শঙ্খে স্থাপিত হইতে পারিবে না। বৃহৎ তন্ত্রসারে এবং অন্যান্য সংগ্রহগ্রন্থে লিখিত হইয়াছে যে, শঙ্খে কোন দুর্গারই অর্ঘ্য স্থাপিত হইতে পারিবে না। তাহাতে প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে যথা, দুর্গামধিকৃত বিশ্বসারে, "ন শঙ্খেরর্ঘ্যপাত্রং স্যাৎ কথিতং পদ্মযোনিনা। বিশ্বামিত্রস্য পাত্রেণ মৃদা বাপি প্রকল্পয়েৎ॥" ইহার তাৎপর্য্য এই যে, দুর্গাপূজার সময় শঙ্খে অর্ঘ্যস্থাপন হইতে পারিবে...............

অথ ষোঢ়ান্যাসঃ (১০৯পৃঃ)। ততো ব্যাপকন্যাসঞ্চ কৃত্বা (১১০ পৃঃ) কূর্ম্মমুদ্রয়া রক্তকুসুমাঞ্জলিং গৃহীত্বা ধ্যায়েৎ যথা - (বীজ) গারুড়োপলসন্নিভাং মণিময়কুণ্ডলমণ্ডিতাম্। নৌমি ভালবিলোচনাং মহিষোত্তমাঙ্গনিষেদুষীম্॥ শঙ্খচক্রকৃপাণখেটকবাণকার্ম্মুকশূলকান্। তর্জনীমপি বিভ্রতীং নিজবাহুভিঃ শশিশেখরাম্॥ ইতি ধ্যাত্বা স্বশিরসি পুষ্পং দত্ত্বা মানসৈঃ সংপূজয়েৎ (১১০ পৃঃ)। অথ দানার্ঘ্যং (১২২) স্থাপয়েৎ (১১৬ পৃঃ)। তত্র ওঁ হ্রীঁ ষড়ঙ্গেভ্যো নমঃ। ইতি মন্ত্রেণ ষড়ঙ্গপূজাং কুর্য্যাৎ। সমর্থশ্চেৎ বিলোমার্ঘ্যং স্থাপয়েৎ (১১৬ পৃঃ)। অথ পীঠপূজাং কুর্য্যাৎ যথা, - ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে পীঠদেবতাভ্যো নমঃ। ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে পীঠশক্তিভ্যো নমঃ। ওঁ বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহায় হূঁ ফট্ নমঃ এতে গন্ধপুষ্পে মহাসিংহাসনায় নমঃ (১২২)

॥০॥ রহস্যপূজা ॥০॥

অথ পূর্ব্ববৎ করাঙ্গন্যাসৌ কৃত্বা (২২২ পৃঃ - ৮পং) কূর্ম্মমুদ্রয়া রক্তকুসুমানি গৃহীত্বা পূনর্ধ্যাত্বা পূর্ব্ববৎ মূর্ত্তিং প্রকল্প্য (১১৯ পৃঃ) বামনসা কুসুমাঞ্জলৌ সমানীয় যন্ত্রোপরি সংস্থাপ্য কৃতাঞ্জলিরাবাহয়েৎ। (১২০ পৃঃ)। অথ পরমীকরণ মুদ্রয়া পরমীকৃত্য মুলমন্ত্রেণ দেবতাং ত্রিরভ্যুক্ষ্য দশোপচারেণ (পঞ্চোপচারেণ বা) দেবীং পূজয়েৎ। যথা, (বীজ) এতৎ পাদ্যং শ্রীমহিষমর্দ্দিন্যৈ দুর্গায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। ইত্যাদি পূর্বোক্তবৎ (১২২ পৃঃ)। অথ উপাচারদানানন্তরম্ আবরণপূজাং কুর্য্যাৎ যথা, - (কৃতাঞ্জলিঃ) দেবী আজ্ঞাপয় পরিবারাংস্তে পূজয়ামি। তত...........

না বিশ্বামিত্র পাত্রে (নারিকেল মালায়) অথবা স্বহস্তগঠিত মৃন্ময় পাত্রে অর্ঘস্থাপন করা যাইতে পারিবে।

(১২২) প্রত্যেক পীঠদেবতার পূজা, (১৯২ পৃঃ)। প্রত্যেক পীঠ শক্তির পূজা, (১৯২ পৃঃ)।.............

আত্মানং লব্ধানুজ্ঞং বিভাব্য, ওঁ হ্রীঁ আবরণদেবতা শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ইতি গন্ধপুষ্পেণ পূজয়েৎ (১২৩)

অথ নীলকণ্ঠং শিবং পূজয়েৎ ১৯৫ পৃঃ। পুনঃ পঞ্চোপচারেণ দেবীং সংপূজ্য পূর্ব্ববৎ পঞ্চপুষ্পাঞ্জলীন দত্ত্বা তর্পয়েৎ যথা - বামহস্ততত্ত্বমুদ্রয়া সামান্যার্ঘ্যজলং দক্ষিণহস্ততত্ত্বমুদ্রয়া গন্ধপুষ্পাক্ষতানি গৃহীত্বা উভয় হস্ত তত্ত্বমুদ্রাযোগেন, (বীজ) সাঙ্গায়াঃ সাবরণায়াঃ (সায়ুধায়াঃ সপরিবারায়াঃ সবাহনায়াঃ নীলকণ্ঠশিবসহিতায়াঃ মহিষমর্দ্দিনীদুর্গাদেব্যাঃ শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি স্বাহা। অতঃপরম্ অন্ননিবেদনাদিকং সর্বং কালীপূজাপদ্ধতিদর্শনেন কর্ত্তব্যম। তত্র বিশেষস্তু 'শ্রীদক্ষিণকালিকা' ইত্যত্র 'শ্রীমহিষমর্দ্দিনী-দূর্গা' ইতি প্রয়োক্তব্যম্। দেব্যা বলি-........

---

(১২৩) আবরণদেবতাগিদের প্রত্যেকের পূজা যথা, ওঁ হ্রীঁ ষড়ঙ্গ শক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এই মন্ত্রে সর্ব্বাঙ্গে ষড়ঙ্গ পূজা করিবে। পরে গুরুপংক্তির পূজা করিবে (১৯৪ পৃঃ)।

ওঁ হ্রীঁ নারদঋষিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। পূর্ব্বাদি ঈশানকোণ পর্য্যন্ত অষ্টদলে - ওঁ হ্রীঁ আং দুর্গাদেব্যম্বাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (এইরূপ) ঈং বরবর্ণিনী। উং আর্য্যা। ঋং করকপ্রভা। ৯ং কৃত্তিকা। ঐং অভয়প্রদা। ঔং কন্যা। অঃ সুরূপা। সর্বত্র প্রথমে ওঁ হ্রীঁ ও শেষে দেব্যম্বাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। দলাগ্রে এইরূপ পূর্ব্ব হইতে ঈশানকোণ পর্যন্ত অস্ত্র পূজা করিবে যথা, - ওঁ হ্রীঁ যং চক্রশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (এইরূপ) রং শঙ্খ। লং খড়গ। বং খেটক। শং বাণ। যং ধনুঃ। সং শুল। হং তর্জনী।

পুনর্বার পূর্ব হইতে ঈশান পর্য্যন্ত পত্রাগ্রে ব্রাহ্ম্যাদি অষ্টশক্তির পূজা করিবে (১৩৮ পৃঃ)। পরে দশদিকে ইন্দ্রাদি দশদিক্পালের পূজা করিবে (১৩৯ পৃঃ) ও বহির্দেশে সেই সেই দিক্পালের নিকটে দিক্পালাস্ত্রের পূজা করিবে। (১৪১ পৃঃ)।............

মন্ত্রস্তু ওঁ এহি এহি গৃহ্ন গৃহ্ন মদীয়ং বলিং দেবি লুলাপর লুলাপয় সাধয় সাধয় খাদয় খাদয় সর্ব্বসিদ্ধিং দেহি স্বাহা। ষড়ঙ্গহোমে তু ওঁ হ্রীঁ মহিষমর্দ্দিনীদুর্গাষড়ঙ্গেভ্যঃ স্বাহা ইতি প্রয়োক্তব্যং। মহাকালভৈরববলিবৎ নীলকণ্ঠশিবস্য বলিদানবিধির্ন দৃশ্যতে। প্রণামমন্ত্রস্তু ওঁ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে, ইত্যাদি (১৭৪ পৃঃ)। ইতি মহিষমর্দ্দিনীদুর্গাপূজাপদ্ধতিঃ সম্পূর্ণা ॥০॥

তর্পণ করিতে হইলে "পূজয়ামি নমঃ" স্থলে পুরুষদেবতার 'তর্পয়ামি নমঃ' ও স্ত্রীদেবতার 'তর্পয়ামি স্বাহা' বলিয়া যথারীতি তর্পণ করিতে হইবে। অথবা "ওঁ হ্রীঁ আবরণদেবতাশ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি স্বাহা" এই মন্ত্রে একেবারে তর্পণ করিবে।

ধ্যানের অর্থ - পদ্মের ন্যায় দেহকান্তি, মণিময় কুন্ডলশোভিতা, ত্রিনয়না এবং মহিষের মস্তকে উপবিষ্টা, অষ্টভূজা হস্তে শঙ্খ, চক্র, খড়্গ, বর্শা, বাণ, ধনু, শূল ও তর্জ্জনীমুদ্রা এবং ললাটে অর্ধচন্দ্র।

অথ দুর্গাপূজা পদ্ধতিঃ।

সাধারণপূজা পদ্ধতিক্রমেণ প্রাতঃকৃত্যাদি পঞ্চদেবপূজাপর্য্যন্তং বিধায় পীঠন্যাসং কুর্য্যাৎ যথা, -(হৃদি মৃগমুদ্রয়া) ওঁ হ্রীঁ পীঠদেবতাভ্যো নমঃ। ওঁ হ্রীঁ পীঠশক্তিভ্যো নমঃ। -(১২৪) ওঁ বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহায় হূঁ ফট্ নমঃ। অথ ঋষ্যাদিন্যাসঃ। (বীজ) অস্য মন্ত্রস্য নারদঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ দুরিতাপন্নিবারিণী দুর্গা দেবতা চতুর্ব্বর্গফলপ্রাপ্তয়ে বিনিয়োগঃ। শিরসি নারদঋষয়ে নমঃ, মুখে গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি দুরিতাপন্নিবারিণ্যৈ দুর্গায়ৈ নমঃ। অথ করাঙ্গন্যাসৌ। ওঁ হ্রাঁ, ওঁ হ্রীঁ দূঁ দুর্গায়ৈ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ হ্রীঁ, ওঁ হ্রীঁ দূঁ দুর্গায়ৈ তর্জনীভ্যাং স্বাহা। ওঁ হ্রূঁ, ওঁ হ্রীঁ দূঁ দুর্গায়ৈ মধ্যমাভ্যাং বষট্। ওঁ হ্রৈঁ, ওঁ হ্রীঁ দূঁ দুর্গায়ৈ অনামিকাভ্যাং হূঁ। ওঁ হ্রৌঁ, ওঁ হ্রীঁ দূঁ দুর্গায়ৈ কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। ওঁ হ্রঃ, ওঁ হ্রীঁ দূঁ দুর্গায়ৈ করতল পৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্। এবং হৃদয়াদিষু। অথ ষোঢ়ান্যাসঃ (১০৭ পৃঃ) ততো ব্যাপকন্যাসং (১০৯ পৃঃ) কৃত্বা শঙ্খমুদ্রাং, চক্রমুদ্রাং, চাপমুদ্রাং.............

বাণমুদ্রাং, দৌর্গীমুদ্রাঞ্চ প্রদর্শ্য কুর্ম্মমুদ্রয়া রক্তপুষ্পাঞ্জলিং গৃহীত্বা ধ্যায়েৎ যথা, - (বীজ) সিংহস্থা শশিশেখরা, ইত্যাদি (১৯১ পৃঃ) ততঃ পূর্ব্ববৎ মানসৈঃ সংপূজয়েৎ (১১০ পৃঃ); অথ দানার্ঘ্যং স্থাপয়েৎ (১১৫পৃঃ) সমর্থশ্চেৎ বিলোমার্ঘ্যঞ্চ স্থাপয়েৎ (১১৫ পৃঃ) তত্রষড়ঙ্গপূজা তু, ওঁ হ্রাঁ, ওঁ হ্রীঁ দুঁ দুর্গায়ৈ হৃদয়ায় নমঃ হৃদয়াঙ্গ শক্তি-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ ইত্যাদিনা (১২৬ টীকা)। অথ পীঠপূজাং কুর্য্যাৎ যথা, ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে পী দেবতাভ্যো নমঃ। ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে পীঠশাক্তিভ্যো নমঃ। ওঁ বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহায় হূঁ ফট্ নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে মহাসিংহাসনায় নমঃ। (১২৫) ॥০॥ রহস্যপূজা ॥০॥

অথ পূর্ব্ববৎ করাঙ্গন্যাসৌ কৃত্বা কুর্ম্মমুদ্রয়া রক্তকুসুমানি গৃহীত্বা পূনর্ধ্যাত্বা পূর্ব্ববৎ মূর্ত্তিং প্রকল্প্য যন্ত্রোপরি সংস্থাপ্য আবাহয়েৎ (১১৯ পৃঃ)। অথ পরমীকরণমুদ্রয়া পরমীকৃত্য মূলমন্ত্রেণ দেবতাং ত্রিরভ্যুক্ষ্য দশোপচারেণ (পঞ্চোপচারেণ বা) দেবীং পূজয়েৎ যথা, - (বীজ) এতৎ পাদ্যং শ্রীদুর্গায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। ইত্যাদি (১২১ পৃঃ) অথ আবরণপূজাং কুর্য্যাৎ যথা (কৃতাঞ্জলিঃ) দেবি আজ্ঞাপয় পরিবারাংস্তে পূজয়ামি। তত আত্মানং লব্ধানুজ্ঞং বিভাব্য, ওঁ হ্রীঁ আবরণ দেবতাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ইতি গন্ধপুষ্পেণ পূজয়েৎ। (১২৬)...........

---

(১২৪) প্রত্যেক পীঠদেবতান্যাস ও পীঠশক্তিন্যাস (১৯০ পৃঃ)।

(১২৫) প্রত্যেক পীঠদেবতার ও পীঠশক্তির পূজা (১৯২ পৃঃ)।

(১২৬) আবরণদেবতাদিগের প্রত্যেকের পূজা যথা - (অগ্নিকোণে) ওঁ হ্রাঁ ওঁ হ্রীঁ দূঁ দুর্গায়ৈ হৃদয়ায় নমঃ, হৃদয়াঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (নৈর্ঋতকোণে) ওঁ হ্রীঁ ওঁ হ্রীঁ দূঁ দুর্গায়ৈ শিরসে স্বাহা শিরোহঙ্গ-শক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (বায়ুকোণে) ওঁ হ্রূঁ ওঁ হ্রীঁ দূঁ দুর্গায়ৈ শিখায়ৈ বষট্ শিখাঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (ঈশানকোণে) ওঁ হ্রৈঁ ওঁ হ্রীঁ দূঁ দুর্গায়ৈ কবচায় হূঁ কবচাঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (মধ্যে) ওঁ হ্রৌঁ ওঁ হ্রীঁ দূঁ দুর্গায়ৈ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ নেত্রত্রয়াঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (চতুর্দিকে) ওঁ হ্রঃ ওঁ হ্রীঁ দূঁ দুর্গায়ৈ করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায়.............

অথ দেব্যা দক্ষিণে ভৈরবং নীলকণ্ঠং পূজয়েৎ (১৯৪ পৃঃ)।

পুনঃ পঞ্চোপচারেণ দেবীং সংপূজ্য মস্তকে, হৃদয়ে, মূলাধারে, পাদপদ্মে সর্ব্বাঙ্গে চ পঞ্চপুষ্পাঞ্জলীন্ দত্ত্বা তর্পয়েৎ যথা, বামহস্ততত্ত্বমুদ্রয়া সামান্যার্ঘ্যজলং দক্ষিণহস্ততত্ত্বমুদ্রয়া গন্ধপুষ্পাক্ষতানি গৃহীত্বা উভয়হস্ত তত্ত্বমুদ্রাযোগেন, (বীজ) সাঙ্গায়াঃ সাবরণায়াঃ সায়ুধায়াঃ সপরিবারায়াঃ সবাহনায়াঃ নীলকণ্ঠ-শিবসহিতায়াঃ শ্রীদুর্গাদেব্যাঃ শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি স্বাহা। অতঃপরম্ অন্ননিবেদনাদিকং সর্ব্বমবশিষ্ঠং কালীপূজাপদ্ধতিদর্শনেন কর্ত্তব্যং তত্র বিশেষন্তু 'শ্রীদক্ষিণকালিকা' ইত্যত্র শ্রীদুর্গা ইতি প্রয়োক্তব্যম্। নিত্যহোমকালে পৃথক্ পৃথক্ ষড়ঙ্গহোমন্তু 'ওঁ হ্রাঁ ওঁ হ্রীঁ দুঁ দুর্গায়ৈ হৃদয়ায় নমঃ স্বাহা' ইত্যাদি স্বাহান্ত-ষড়ঙ্গমন্ত্রেণ কর্ত্তব্যং। মহাকালভৈরববলিবৎ নীলকণ্ঠশিবস্য বলিদানবিধির্ন দৃশ্যতে। প্রণামমন্ত্রন্তু, ওঁ সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে ইত্যাদি (১৭৪ পৃঃ)। ইতি শ্রীদুর্গা পূজাপদ্ধতিঃ সম্পূর্ণা ॥০॥

ফট্ অস্ত্রাঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। অথবা দেবরি সেই সেই অঙ্গে পূজা করিবে। অথবা ওঁ হ্রীঁ ষড়ঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এই মন্ত্রে সংক্ষেপে সর্ব্বাঙ্গে পূজা করিবে। পরে গুরুপংক্তির পূজা করিবে (১৯৩ পৃঃ)।

ওঁ হ্রীঁ নারদঋষিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। অনন্তর পূর্বদিক হইতে ঈশানকোণ পর্য্যন্ত অষ্টদলে পূজা করিবে যথা, ওঁ হ্রীঁ জং জয়াদেব্যম্বা শ্রীপাদুকাং পুজায়ামি নমঃ। (এইরূপ) বিং বিজয়া কীং কীর্ত্তি। প্রীং প্রীতি। প্রং প্রভা। শ্রং শ্রদ্ধা। শ্রুং শ্রুতি। মং মেধা ॥ সর্বত্র আদিতে ওঁ হ্রীঁ ও শেষে দেব্যম্বাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। পুনর্বার ঐরূপ পূর্ব্বাদিক্রমে অষ্টদলে অস্ত্রপূজা করিবে যথা, - ওঁ হ্রীঁ শঙ্খশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (এইরূপ) চক্র। গদা। খড়গ। পাশ। অঙ্কুশ। চাপ। শর। সর্ব্বত্র আদিতে ওঁ হ্রীঁ ও শেষে শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। পৃথক্ পৃথক্ তর্পণে পূং দেবতার শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ ও স্ত্রীদেবতাস্থলে 'শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি স্বাহা', প্রয়োগ করিতে হইবে। অথবা এককালে 'ওঁ হ্রীঁ আবরণদেবতাশ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি স্বাহা' এই মন্ত্রে যথারীতি তর্পণ করিবে।

ধ্যানের অর্থ-দেবী সিংহের উপর উপবিষ্টা, ললাটে অর্ধচন্দ্র মরকতমণির ন্যায় দেহকান্তি, চার হাতে শঙ্খ চক্র, ধনু ও বাণ, ত্রিনয়না, মুক্তাহার, বালা, কঙ্কণ, কাঞ্চীবেষ্টনী, ও নূপুরাদি অলঙ্কারে শোভমানা, দুর্গতিহারিণী এবং কর্ণে রত্নকুণ্ডল।

অথ শ্রীজয়দুর্গাপূজাপদ্ধতিঃ।

পূর্বোক্ত-দুর্গাপূজাপদ্ধতিক্রমেণ পীঠমনুন্যাসপর্য্যন্তং বিধায় ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ যথা, - (বীজ) অস্য মন্ত্রস্য নারদ ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ জয়দুর্গা দেবতা চতুর্ব্বর্গফলপ্রাপ্তয়ে বিনিয়োগঃ। শিরসি নারদঋষয়ে নমঃ। মুখে গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি জয়দুর্গায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। অথ করাঙ্গন্যাসৌ, ওঁ, ওঁ দুর্গে অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ দুর্গে তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। ওঁ দুর্গায়ৈ মধ্যমাভ্যাং বষট্। ওঁ ভুতরক্ষণি অনামিকাভ্যাং হূঁ। ওঁ, ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্ এবং হৃদয়াদিষু। অথ ষোঢ়ান্যাসঃ (১০৮ পৃঃ)। ততো ব্যাপকন্যাসং কৃত্বা (১০৯ পৃঃ) শঙ্খমুদ্রাং চক্রমুদ্রাং খড়গমুদ্রাং ত্রিশিখমুদ্রাঞ্চ (ত্রিশূল) প্রদর্শ্য কুর্ম্মমুদ্রয়া রক্তকুসুমাঞ্জলিং গৃহীত্বা ধ্রায়েৎ যথা, - কালাভ্রাভাং কটাক্ষৈররিকুলভয়দাং মৌলিবদ্ধেন্দুরেখাং, শঙ্খং চক্রং কৃপাণং ত্রিশিখমপি করৈরুদ্ধহন্তীং ত্রিনেত্রাম্। সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়াং ত্রিভুবনমখিলং তেজসা পুরয়ন্তীং ধ্যায়েদ্দুর্গাং জয়াধ্যাং ত্রিদশপরিবৃতাং সেবিতাং সিদ্ধিকামৈঃ ॥ ইতি ধ্যাত্বা পূর্ববৎ মানসোপচারৈঃ সংপূজ্য (১১০ পৃঃ) দানার্ঘ্যং স্থাপয়েৎ (১১৫ পৃঃ)। তত্র ষড়ঙ্গপূজা তু ওঁ, ওঁ দুর্গে হৃদয়ায় নমঃ, হৃদয়াঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ইত্যাদিনা সমর্থশ্চেৎ বিলোমার্ঘ্যং স্থাপয়েৎ (১১৫ পৃ)। অথ দুর্গাপূজাপদ্ধত্যুক্তপীঠপূজাং কুর্য্যাৎ (১৯২ পৃঃ) ॥০॥ রহস্যপূজা ॥০॥

অথ পূর্ববৎ করাঙ্গন্যাসৌ কৃত্বা কুর্ম্মমুদ্রয়া রক্তকুসুমানি গৃহীত্বা পুনর্ধ্যাত্বা পূর্ব্ববৎ মূর্ত্তিং প্রকল্প্য আবাহয়েৎ (১১৯ পৃঃ)। অথ

পরমীকরণমুদ্রয়া পরমীকৃত্য মূলমন্ত্রেণ.............
দেবতাং ত্রিরভ্যুক্ষ্য দশোপচারেণ (পঞ্চোপচারেণ বা) দেবীং পূজয়েৎ যথা, - (বীজ) এতৎ পাদ্যং শ্রীজয়দুর্গায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। ইত্যাদি (১২১ পৃঃ -১পং)। ততঃ দুর্গাপূজাপদ্ধতি -দর্শনেন আবরণ- পূজাদিকং সর্ব্বমবশিষ্টং কুর্য্যাৎ তত্র বিশেষস্তু 'দুর্গা' ইত্যত্র 'জয়দুর্গা' ইতি প্রয়োক্তব্যং। ষড়ঙ্গপূজা তু ওঁ, ওঁ দুর্গে হৃদয়ায় নমঃ হৃদয়াঙ্গ-শক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ইত্যাদি ষড়ঙ্গমন্ত্রানাসারেণ কর্ত্তব্যম্। ষড়ঙ্গহোমে চ ওঁ ওঁ দুর্গে হৃদয়ায় নমঃ স্বাহা, ইত্যাদি প্রয়োক্তব্যম্। ইতি শ্রীজয়দুর্গাপূজাপদ্ধতিঃ সম্পূর্ণা ॥০॥

ধ্যানের অর্থ-দেবীর নীলমেঘের ন্যায় বর্ণ, কটাক্ষে অরিকুল ভীত, মস্তকে অর্ধচন্দ্র, চার হাতে শঙ্খ, চক্র, খড়্গ এবং ত্রিশূল, ত্রিনয়না এবং সিংহাসনে উপবিষ্টা। সমস্ত ত্রিভুবন তাঁহার তেজে পরিপূর্ণ, দেবগণদ্বারা পরিবৃতা এবং সিদ্ধিকামীগণ কর্ত্তৃক পরিসেবিতা।

অথ ত্রিপুরভৈরবীপূজা পদ্ধতিঃ।

সামান্য পূজাপদ্ধতিক্রমেণ প্রাতঃকৃত্য প্রভৃতি গুর্ব্বাদিপূজোপস্থিতদেবতাপূজা পর্য্যন্তং কর্ম সম্পাদ্য হৃদি মৃগমুদ্রয়া ওঁ হ্রীঁ পীঠদেবতাভ্যো নমঃ, ওঁ হ্রীঁ পীঠশক্তিভ্যো নমঃ।

সংক্ষেপষোঢ়াং কৃত্বা (১০৮ পৃঃ) ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ যথা, - (বীজ) অস্য ত্রিপুরভৈরবীমন্ত্রস্য দক্ষিণামূর্তি ঋষিঃ পংক্তিচ্ছন্দঃ ত্রিপুরভৈরবী দেবতা ঐঁ বীজং হ্রীঁ শক্তিঃ ক্লীঁ কীলকং মমাভীষ্টসিদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ। শিরসি দক্ষিণামূর্তি ঋষয়ে নমঃ। মুখে পংক্তিচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি ত্রিপুর-ভৈরব্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ। মূলাধারে ঐঁ বীজায় নমঃ। পাদয়ো' হ্রীঁ শক্তয়ে নমঃ। সর্ব্বাঙ্গে ক্লীঁ কীলকায় নমঃ।

ততঃ নভ্যাদিচরণপর্য্যন্তং হসরৈং নমঃ, হৃদাদিনাভিপর্য্যন্তং হসকলরীং নমঃ, শিরসোহৃদয়ান্তং হসরৌঃ নমঃ। (উভয়করে) হসরৌঃ নমঃ। (মস্তকে) হসরৈং নমঃ, (মূলাধারে) হসকলরীং নমঃ, (হৃদয়ে) হসরৌঃ নমঃ।.............

ততঃ নাভ্যাদিপাদপর্য্যন্তং ঐঁ বীজং, হৃদয়ান্নাভিপর্য্যন্তং ক্লীঁ বীজং, শিরসোহৃৎপ্রদেশান্তং হ্রীঁ বীজং ন্যসেৎ।

ততো নবযোন্যত্মকং ন্যাসং-(দক্ষিণকর্ণে) হসরৈং নমঃ, (বামকর্ণে) হসকলরীং নমঃ, (চিবুকে) হসরৌঃ নমঃ, (দক্ষিণগন্ডে) হসরৈং নমঃ, (বামগন্ডে) হসকলরীং নমঃ, (মুখে) হসরৌঃ নমঃ (দক্ষিণনেত্রে) হসরৈং নমঃ, (বামনেত্রে) হসকলরীং নমঃ, (নাসিকায়াং) হসরৌঃ নমঃ, (দক্ষিণস্কন্ধে) হসরৈঃ নমঃ, (বামস্কন্ধে) হসকলরীং নমঃ, (জঠরে) হসরৌঃ নমঃ, (দক্ষিণকূর্পরে) হসরৈং নমঃ, (বামকূর্পরে) হসকলরীং নমঃ, (কুক্ষৌ) হসরৌঃ নমঃ, (দক্ষিণজানৌ)– হসরৈঃ নমঃ। (বামজানৌ) হসকলরীং নমঃ (লিঙ্গে) হসরৌঃ নমঃ, (দক্ষিণপাদে) হসরৈং নমঃ, (বামপাদে) হসকলরীং নমঃ, (জঠরে) হসরৌঃ নমঃ। (দক্ষিণপার্শ্বে) হসরৈং নমঃ, (বামপার্শ্বে) হসকলরীং নমঃ (হৃদয়ে) হসরৌঃ নমঃ, (দক্ষিণ স্তনে) হসরৈং নমঃ, (বামস্তনে) হসকলরীং নমঃ, (কণ্ঠে) হসরৌঃ নমঃ।

ততো রত্যাদি - ন্যাসঃ, - (মূলাধারে) ঐঁ রত্যৈ। (হৃদি) ক্লীং প্রীত্যৈ। (ভ্রূমধ্যে) সৌঃ মনোভবায়ৈ। (পুনর্ভ্রূমধ্যে) সৌঃ অমৃতেশ্যৈ। (হৃদি) ক্লীঁ যোগেশ্যৈ। (মূলাধরে) ঐঁ বিশ্বযোন্যৈ। সর্বত্র নমোহন্তেন প্রয়োক্তব্যম্।

অথ মুর্ত্তিন্যাসঃ - (মুর্দ্ধ্নি) হসরৈং ঈশান মনোভবায় নমঃ। (বক্ত্রে) হসরেং তৎপুরুষ মকরধ্বজায় নমঃ। (হৃদি) হসরুঁ অঘোরকুমার কন্দর্পায় নমঃ। (গুহ্যে) হসরিং বামদেব মন্মথায় নমঃ। (পাদয়োঃ) হসরং সদ্যোজাত কামদেবায় নমঃ।

ততো বাণন্যাসঃ, - (অঙ্গুষ্ঠয়োঃ) দ্রাং দ্রাবিণ্যৈ নমঃ। (তর্জন্যোঃ) দ্রীং ক্ষোভিণ্যৈ নমঃ। (মধ্যময়োঃ) ক্লীঁ বশীকরণ্যৈ নমঃ। (অনামিকয়োঃ) ব্লুঁ আকর্ষিণ্যৈ নমঃ। (কনিষ্ঠয়োঃ) সঃ সন্মোহিন্যৈ নমঃ। এবং ক্রমেণৈব অঙ্গুষ্ঠাদিকনিষ্ঠান্তং করাঙ্গুলিষু কামন্যাসং.............

কুর্য্যাৎ - ১।হ্রীঁ কামায় নমঃ। ২। ক্লীঁ মন্মথায় নমঃ। ৩। ঐঁ কন্দর্পায় নমঃ। ৪। ব্লুঁ মকরধ্বজায় নমঃ। ৫। স্ত্রীঁ মীনকেতনায় নমঃ। ততো মুর্দ্ধ্নি পাদে বক্ত্রে গুহ্যে হৃদি পূর্বোক্তং বাণান্ কামাংশ্চ ন্যসেৎ।

তত করাঙ্গন্যাসঃ। - হসরাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। হসরীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা। হসরূং মধ্যমাভ্যাং বষট্। হসরৈং অনামিকাভ্যাং হুং। হসরৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। হরসঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্। এবং হৃদয়াদিষু। ততঃ সুভগাদিন্যাসঃ (ভালে) ঐঁ ক্লীঁ ব্লূঁ স্ত্রীঁ সঃ সুভগায়ৈ নমঃ। (ভ্রূমধ্যে) ঐঁ ক্লীঁ ইত্যাদি ভগায়ৈ নমঃ। (বদনে) ঐঁ ক্লীঁ ইত্যাদি ভগসর্পিণ্যৈ নমঃ। (কর্ণিকায়াং) ঐঁ ক্লীঁ ইত্যাদি ভগমালিন্যৈ নমঃ। (কণ্ঠে) ঐঁ ক্লীঁ ইত্যাদি অনঙ্গায়ৈঃ নমঃ। (হৃদি) ঐঁ ক্লীঁ ব্লুং স্ত্রীঁ সঃ অনঙ্গকুসুমায়ৈ নমঃ। (নাভৌ) ঐঁ ক্লীঁ ইত্যাদি অনঙ্গমেখলায়ৈ নমঃ। (লিঙ্গমূলে) ঐঁ ক্লীঁ ইত্যাদি অনঙ্গমদনায়ৈ নমঃ।

ততো ভূষণন্যাসঃ। - (শিরসি) অং। (ভালে) আং। (ভ্রুবোঃ) ইং ঈং। (কর্ণয়োঃ) উং ঊং। (নেত্রয়োঃ) ঋং ৠং। (নসি) ঌং। [গন্ডয়োঃ] ৡং এং। [অধরোষ্টয়োঃ] ঐঁ ওঁ। [অধোর্দ্ধদন্তোঃ] ঔঁ অং। [মুখে] অঃ। [চিবুকে] কং। [গলে] খং। [কণ্ঠে] গং। [পার্শ্বয়োঃ] ঘং ঙং। [স্তনদ্বয়ে] চং ছং। [বাহুমূলয়োঃ] জং ঝং [কুর্পরয়োঃ] ঞং টং। [পাণ্যোঃ] ঠং ডং। [করপৃষ্ঠয়োঃ] ঢং ণং। [নাভৌ] তং। [গুহ্যে] থং। [উর্ব্বোঃ] দং ধং। [জানুয়োঃ] নং পং। [জঙ্ঘয়োঃ] ফং বং। [নিতম্বদ্বয়ে] ভং মং। [চরণয়োঃ] যং। [চরণাঙ্গুষ্ঠয়োঃ] রং। [কাঞ্চ্যাং] বং। [গ্রীবায়াং] লং। [কট্যাং] লং। [হৃদি] শং। [গুহ্যে] ক্ষং। [কর্ণয়োঃ] ষং। [গন্ডয়োঃ] সং। [মৌলৌ] হং। সর্ব্বত্র নমোঽন্তেন ন্যসেৎ।

ততস্ত্রিখণ্ডাং মুদ্রাং বদ্ধা ধ্যায়েৎ। "উদ্যদ্ভানুসহস্রকান্তিম্ অরুণক্ষৌমাং শিরোমালিকাং, রক্তালিপ্তপয়োধরাং জপবটীং বিদ্যামভীতিং বরম্। হস্তাব্জৈর্দ্দধতীং ত্রিনেত্রাবিলসদ্বক্ত্রারবিন্দশ্রিয়ং দেবীং বর্দ্ধাহমাংশুরত্নমুকুটাং বন্দেহরবিন্দস্থিতাম্॥ (সমন্দস্মিতাম্।)

এবং ধ্যাত্বা মানসোপচারৈঃ যথাশক্তিঃ সংপূজ্য দানার্ঘ্যং স্থাপয়েৎ।

অথ পীঠপূজা। - ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে পীঠদেবতাভ্যো নমঃ। ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে পীঠশক্তিভ্যো নমঃ॥ (ক)

॥ অথ বিশেষ পূজা ॥

ততঃ - ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হসক্ষ ফ্রেঁ হসৌঃ ইতি মন্ত্রেণ বৈন্দব চক্রে দেব্যাঃ মূর্ত্তিং সঙ্কল্প্য ত্রিখণ্ডমুদ্রাং বদ্ধা রক্তকুসুমগর্ভ তন্মুদ্রাদ্বয়সংযোগেন পুনর্ধ্যাত্বা প্রবহন্নাসাপুটেন পূর্ব্ববৎ পুষ্পাঞ্জলাবানীয় মূর্ত্তৌ সংস্থাপয়েৎ। আবাহনস্যাবশ্যকতা চেৎ ত্রিপুরসুন্দরীবৎ কুর্য্যাৎ (১৮২ পৃঃ)।

ততঃ যথাশক্ত্যুপচারেণ দেবীং পূজয়েৎ। যথা (বীজ) এতৎ পাদ্যং ত্রিপুরভৈরব্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ ইত্যাদি।

অথ কৃতাঞ্জলিঃ - দেবি আজ্ঞাপয় পরিবারাংস্তে পূজয়ামি ইত্যাত্মানং লব্ধানুজ্ঞং বিভাব্য পূজয়েৎ।

যথা - ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ আবরণদেবতা শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। পূর্ব্ববৎ তর্পয়েচ্চ। (খ)

ক) কালীপূজা পদ্ধতিক্রমে ইচ্ছা জ্ঞান ক্রিয়া ইত্যাদি পূজা করিবে পরে ত্রিপুরসুন্দরী পূজোক্ত গুরুপংক্তির পূজা করিবে।

খ) আবরণ দেবতাদিগের সংক্ষেপে পূজা-দেবীর বামকোণে ঐঁ রত্যৈ নমঃ, দক্ষিণকোণে ক্লীঁ প্রীত্যৈ নমঃ, অগ্নিকোণে সৌঃ মনোভবায়ৈ নমঃ পরে কেশরের অগ্নিকোণ হইতে অঙ্গ দেবতার পূজা - (১৮৩ পৃঃ) পরে উত্তরে দ্রাং দ্রাবিণ্যৈ নমঃ, দ্রীঁ ক্ষোভিণ্যৈ নমঃ দক্ষিণে ক্লীঁ বশীকরণ্যৈ নমঃ, ব্লূঁ আকার্ষিণ্যৈ নমঃ। অগ্রে সঃ সম্মোহিন্যৈ নমঃ। পঞ্চকাম পূজা যথা উত্তরে হ্রীঁ বমায় নমঃ। ক্লীঁ মন্মথায় নমঃ। দক্ষিণে ঐঁ কন্দর্পায় নমঃ। ব্লূঁ মকরধ্বজায় নমঃ। অগ্রে স্ত্রীঁ মীনকেতবে নমঃ। পরে অষ্টযোনির পূর্ব্বাদি-................

ততঃ দেব্যা দক্ষিণে দক্ষিণামূর্ত্তিভৈরবং পূজয়েৎ। ধ্যানং যথা সংস্মরেজ্জগতামাদ্যং দক্ষিণামূর্ত্তিমব্যয়ম্। কৈলাশাদ্রিনিভং শশাঙ্কশকলস্ফুর্জজ্জটামণ্ডিতম্। নাসালোকনতৎপরং ত্রিনয়নং বীরাসনাধ্যাসিনম্। মুদ্রাটঙ্ককুরঙ্গজানুবিলসৎ পাণি প্রসন্নাননম্। কক্ষাবদ্ধভুজঙ্গমং মুনিবৃতং বন্দে মহেশং পরম্। (ক)

পূজা মন্ত্রো যথা - ওঁ নমো ভগবতে দক্ষিণামূর্ত্তয়ে মহ্যং মেধাং প্রযচ্ছ স্বাহা এষ গন্ধঃ দক্ষিণামূর্ত্তয়ে শিবায় নমঃ।

ততঃ পুনরপি দেবীং পঞ্চোপচারেণ সংপূজ্য পূর্ব্ববৎ তত্ত্বমুদ্রায়া তর্পয়েৎ যথা (বীজ) সাঙ্গায়াঃ সাবরণায়াঃ সায়ুধায়াঃ সপরিবারায়াঃ সবাহনায়াঃ দক্ষিণামূর্ত্তিশিবসহিতায়াঃ শ্রীত্রিপুরভৈরবীদেব্যাঃ শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি স্বাহা।

অথ পঞ্চপুষ্পাঞ্জলীন্ম অন্ন নিবেদনং, বলিদানং প্রণামং, নীরাজনং হোমং জপং জপসমর্পণং পুনঃ প্রণামং স্তবকবচপাঠং প্রদক্ষিণপূর্ব্বক প্রণামম্ আত্মসমর্পণম্ উচ্ছিষ্ঠচাণ্ডালিনী পূজাঞ্চ কালীপূজাপদ্ধতি ক্রমেণ যথাযথং কুর্য্যাৎ।

ইতি ত্রিপুরভৈরবীপূজা পদ্ধতিঃ।

ক্রমে ঐঁ ক্লীঁ ব্লূঁ স্ত্রীঁ সঃ সুভগায়ৈ নমঃ। ঐঁ ক্লীঁ ব্লূঁ স্ত্রীঁ সঃ ভগায়ৈ নমঃ। ঐঁ ক্লীঁ ব্লূঁ স্ত্রীঁ সঃ ভগসর্পিণ্যৈ নমঃ। ঐঁ ক্লীঁ ব্লূঁ স্ত্রীঁ সঃ ভগমালিন্যৈ নমঃ। ঐঁ ক্লীঁ ব্লূঁ স্ত্রীঁ সঃ অনঙ্গায়ৈ নমঃ। ঐঁ ক্লীঁ ব্লূঁ স্ত্রীঁ সঃ অনঙ্গকুসুমায়ৈ নমঃ। ঐঁ ক্লীঁ ইত্যাদি অনঙ্গমেখলায়ৈ নমঃ। ঐঁ ক্লীঁ ইত্যাদি অনঙ্গমদনায়ৈ নমঃ।

পরে অষ্টপত্রের পূর্ব্বাদিক্রমে ওঁ অসিতাঙ্গব্রাহ্মীভ্যাং নমঃ। ওঁ রুরু মাহেশ্বরীভ্যাং। ওঁ চণ্ডকৌমারীভ্যাং, ওঁ ক্রোধভৈরবীভ্যাং, ওঁ উন্মত্তবারাহীভ্যাং ওঁ কপালীন্দ্রানীভ্যাং। ওঁ ভীষণচামুণ্ডাভ্যাং ওঁ সংহারমহালক্ষীভ্যাং। বাহিরে ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পাল ও বজ্রাদির পূজা করিবে। (১৩৯ পৃঃ)।

ক) ধ্যানান্তর-স্ফটিকরজতবর্ণং মৌক্তিকীমক্ষমালাম্ অমৃতকলসবিদ্যা জ্ঞানমুদ্রাকরাগ্রৈঃ।দধতমুরগকক্ষং চন্দ্রচূড়ং ত্রিনেত্রং বিধৃতবিবিধভূষং দক্ষিণামুর্তিমীড়ে।..............

দেবীর ধ্যানের অর্থ-উদয়শীল সহস্র সূর্য্যের ন্যায় দেহকান্তি রক্তক্ষৌমবস্ত্র পরিধানা, গলদেশে মুন্ডমালা এবং স্তনদ্বয় রক্তলিপ্ত, চারহাতে-জপমালা, পুস্তক, অভয় এবং বর। ত্রিনেত্রা, পদ্মের ন্যায় মুখশ্রী, মস্তকে রত্নমুকুট এবং চন্দ্রকলা। কমলের উপর উপবিষ্টা দেবীকে বন্দনা করি।

দক্ষিণামূর্ত্তি ধ্যানের ব্যাখ্যা -জগতের আদিভূত অক্ষয় এবং উদারতাপূর্ণ দেহধারী কৈলাসপর্বতসদৃশ জ্যোতির্ম্ময়, জটাজালে চন্দ্রকলাশোভিত, সর্ব্বদা যোগাভ্যাসে নাসাগ্রদৃষ্টি, বীরাসনোপবিষ্ট, ত্রিণয়ন, টঙ্ক ও মৃগমুদ্রাধারী জানুদ্বয়ে ন্যস্ত হস্ত সদা প্রসন্ন, ভুজঙ্গবেষ্টিত এবং মুনিগণ পরিবৃত মহেশ্বরকে ভজনা করি।

অথ ধূমাবতীপূজাপদ্ধতিঃ।

প্রাতঃকৃত্যাদি পঞ্চদেবপূজাপর্য্যন্তং বিধায় পীঠ দেবতাঃ পীঠশক্তীশ্চ ন্যসেৎ। যথা-ওঁ হ্রীঁ পীঠদেবতাভ্যো নমঃ। ওঁ হ্রীঁ পীঠশক্তিভ্যো নমঃ। অথ ঋষ্যাদিন্যাসঃ। (বীজ) অস্য মন্ত্রস্য পিপ্পলাদঋষিঃ নিবৃচ্ছন্দঃ জ্যেষ্ঠা (ধূমাবতী) দেবতা ধূং বীজং স্বাহা শক্তিঃ ধূমাবতী কীলকং মমাভীষ্টসিদ্ধ্যর্থে জপে বিনিয়োগঃ। শিরসি ও পিপ্পলাদঋষয়ে নমঃ। মুখে নিবৃচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি জ্যেষ্ঠা দেবতায়ৈ নমঃ। মূলাধারে ধুং বীজায় নমঃ। পাদয়োঃ স্বাহাশক্তয়ে নমঃ। নাভৌ ধূমাবতীকীলকায় নমঃ। সর্বাঙ্গে বিনিয়োগায় নমঃ। অথ করাঙ্গন্যাসঃ - ওঁ ধ্যাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ ধীঁ তর্জনীভ্যাং স্বাহা। ওঁ ধূঁ মধ্যমাভ্যাং বষট্। ওঁ ধৈঁ অনামিকাভ্যাং হূং। ওঁ ধৌঁ কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। ওঁ ধঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্ এবং হৃদয়াদিষু। যথা-ওঁ ধাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি।

ততো ধ্যানম্। বিবর্ণা চঞ্চলা রুষ্টা দীর্ঘা চ মলিনাম্বরা। বিমুক্ত-কুন্তলা রুক্ষা বিধবা বিরলদ্বিজা। কাকধ্বজরথারূঢ়া বিলম্বিত পয়োধরা। শূর্পহস্তাতিরুক্ষাক্ষী ধৃতহস্তা বরান্বিতা। প্রবৃদ্ধ ঘোণা তু ভৃশং কুটিলা-কুটিলেক্ষণা ক্ষুৎপিপাসার্দিতা নিত্যং ভয়দা কলহাস্পদা। ধ্যানান্তরং-অত্যুচ্চা মলিনাম্বরাখিলজনোদ্বেগবহা দুর্মনা রুক্ষাক্ষিত্রিতয়।........

বিশালদশনা সূর্য্যোদরী চঞ্চলা প্রস্বেদাম্বুচিতা ক্ষুধাকুলতনুঃ কৃষ্ণাতিরূক্ষা প্রভা ধ্যেয়া মুক্তকচা সদাপ্রিয়কলির্ধূমাবতী মন্ত্রিণা। ইতি ধ্যাত্বা মানসোপচারৈঃ পূজয়েৎ। ততঃ দানার্ঘ্যং স্থাপয়েৎ (১১৫ পৃঃ) ॥০॥ রহস্যপূজা ॥০॥

অথ পূর্ব্ববৎ করাঙ্গন্যাসৌ কৃত্বা কূর্ম্মমুদ্রয়া কুসুমানি গৃহীত্বা পুনর্ধ্যাত্বা প্রবহন্নাসাপুটেন পূর্ব্ববৎ (১১৮ পৃঃ) পুষ্পাঞ্জলাবানীয় যন্ত্রোপরি স্থাপয়িত্বা আবাহয়েৎ। অথ মূলমন্ত্রেণ দেবতাং ত্রিরভ্যুক্ষ্য যথোপচারৈঃ পূজয়েৎ। পূজাপ্রকরো যথা। - (বীজ) এতৎ পাদ্যং শ্রীধূমাবত্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ। ইত্যাদি ১২১ পৃঃ।

অতঃপরমবশিষ্টং কালীপূজাপদ্ধতিদর্শনেন সম্পাদনীয়ম্। প্রণাম মন্ত্রন্ত 'ও সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে' ইত্যাদি (১৭৪ পৃঃ)।

ইতি ধূমাবতী পূজা পদ্ধতিঃ।

ধ্যানের অর্থ - দেবী বিবর্ণা, চঞ্চলা, রুষ্টা, দীর্ঘাঙ্গী, মলিনবস্ত্র পরিহিতা রুক্ষ ও বিবর্ণ কেশ। বিরলদন্ত, লম্বিত পায়োধর, বিধবা, কাকধ্বজরথে আরুঢ়ে রুক্ষনয়নযুগল, একহাতে কুলা, অন্যহাতে বর। বৃহৎ নাসিকা, কুটিল নয়ন ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর, কলহপ্রিয়া এবং ভীতি জনক।

অথ বগলামুখীপূজাপদ্ধতিঃ।

প্রাতঃকৃত্য প্রভৃতি পঞ্চদেবতাদি পূজা পর্য্যন্তং সাধারণ পূজাপদ্ধতিক্রমেণ সম্পাদ্য পীঠন্যাসং কুর্য্যাৎ। যথা-হৃদি মৃগমুদ্রয়া ওঁ হ্লীঁ পীঠদেবতাভ্যো নমঃ। ওঁহ্লীঁ পীঠশক্তিভ্যো নমঃ। অথ ঋষ্যাদিন্যাসঃ। (বীজ) অস্য শ্রীবগলামুখীমন্ত্রস্য নারদ ঋষিঃ ত্রিষ্টুপছন্দঃ বগলামুখী দেবতা হ্লীঁ বীজং, স্বাহা শক্তিঃ মমাখিলাবাপ্তয়ে জপে বিনিয়োগঃ। শিরসি নারদঋষয়ে নমঃ। মুখে ত্রিষ্টুপ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি বগলামুখ্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে হ্লীঁ বীজায় নমঃ। পাদয়োঃ স্বাহা শক্তয়ে নমঃ। সর্ব্বাঙ্গে বিনিয়োগায় নমঃ ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ ওঁ হ্লীঁ...........

অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। বগলামুখি তর্জনীভ্যাং স্বাহা সর্বদুষ্টানাং মধ্যমাভ্যাং বষট্। বাচং মুখং স্তম্ভয় অনামিকাভ্যাং হূঁ। জিহ্বাং কীলয় কীলয় কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। বুদ্ধিং নাশয় হ্লীঁ ওঁ স্বাহা করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্। এবং হৃদয়াদিষু।

ততঃ (মূলাধারে) (বীজ) আত্মতত্ত্বব্যাপিনী বগলামুখী শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি। (হৃদয়ে) (বীজ) বিদ্যাতত্ত্বব্যাপিনী বগলামুখী শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি। (শিরসি) (বীজ) শিবতত্ত্বব্যাপিনী বগলামুখী শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি। (সর্ব্বাঙ্গে) (বীজ) সর্ব্বতত্ত্বব্যাপিনী বগলামুখী শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি।

অথ মন্ত্রবর্ণন্যাসো যথা - (মস্তকে) ওঁ নমঃ, এবং (কপালে) হ্লীঁ, (দক্ষনেত্রে) বং, (বামনেত্রে) গং, (দক্ষিণকর্ণে) লাং, (বামকর্ণে) মুং, (দক্ষিণগন্ডে) খিং (বামগন্ডে) সং, (দক্ষিণনাসিকায়াং) র্ববং, (বামনাসিকায়াং) দুং, (ওষ্টে) ষ্টাং, (অধরে) নাং, (মুখে) বাং, (দক্ষিণস্কন্ধে) চং, (দক্ষিণকর্পূরে) মুং, (দক্ষিণমণিবন্ধে) খং, (দক্ষিণহস্ত াঙ্গুলীমূলে) স্তং, (গলে) ম্ভং, (দক্ষিণস্তনে) য়ং (বামস্তনে) জিং (হৃদয়ে) হ্বাং, (নাভৌ) কীং, (কটিদেশে) লং, (গুহ্যদেশে) য়ং (বামস্কন্ধে) কীং (বামকূর্পরে) লং, (বামমণিবন্ধে) য়ং (বামহস্তাঙ্গুলীমূলে) বুং, (দক্ষিণোরৌ) দ্ধিং, (দক্ষিণজানুনি) নাং, (দক্ষিণগুল্‌ফে) শং, (দক্ষিণপদাঙ্গুলীমূলে) য়ং (বামারৌ) হ্লীঁ, (বামজানুনি) ওঁ (বামগুল্‌ফে) স্বাং, (বামপদাঙ্গুলীমূলে) হাং, সর্ব্বত্রনমোহস্তেন তত্ত্বমুদ্রয়া ন্যস্যেৎ। ততো ধ্যানম্। - ওঁ মধ্যে সুধাব্ধিমণিমন্ডপরত্নদেবী সিংহাসনোপরিগতাং পরিপীতবর্ণাম্। পীতাম্বরাভরণমাল্যবিভুষিতাঙ্গীং দেবীং স্মরামি ধৃতমুদগরবৈরিজিহ্বাম্। জিহ্বাগ্রমাদায় করেণ দেবীং বামেন শত্রুম্ পরিপীড়য়ন্তীম্। গদাভিগাতেন চ দক্ষিণেন পীতাম্বর্যাঢ্যাং দ্বিভূজাং নমামি॥

এবং ধ্যাত্বা স্বশিরসি পুষ্পং দত্ত্বা মানসোপচারৈঃ সংপূজয়েৎ। অথ দানার্ঘ্যং স্থাপয়েৎ (১১৫ পৃঃ) তত্র বিশেষ-গ্লৌঁ গণপতয়ে............

নমঃ ইতি মধুনা (জলেন বাপি) অর্ঘ্যপাত্রমাপুরয়েৎ। পীঠপূজাং কুর্য্যাৎ যথা - ওঁহ্লীং এতে গন্ধপুষ্পে পীঠদেবতাভ্যো নমঃ। ওঁহ্লীং এতে গন্ধপুষ্পে পীঠশক্তিভ্যো নমঃ। (ক) ॥০॥ রহস্যপূজা ॥০॥

অথ কূর্ম্মমুদ্রয়া পীতকুসুমানি গৃহীত্বা পুনর্ধ্যাত্বা মূলাধারাৎ কুলকুণ্ডলিনীং ব্রহ্মপথেন পরমশিবে সমাযোজ্য পূর্ব্ববৎ মূর্ত্তিং প্রকল্প্য (১১৮ পৃঃ) বামনসা কুসুমাঞ্জলৌ সমানীয় যন্ত্রোপরি সংস্থাপ্য কৃতাঞ্জলিরাবাহয়েৎ। (১১৯ পৃঃ)

ততঃ পরমীকরণমুদ্রয়া পরমীকৃত্য মূলমন্ত্রেণ দেবতাং ত্রিরভ্যুক্ষ্য যথাশক্ত্যাপচারেণ দেবীং পূজয়েৎ। যথা (বীজ) এতৎ পাদ্যং শ্রীবগলা মুখ্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ। ইত্যাদি। (১২১ পৃঃ)

অথ আবরণপূজাং কুর্য্যাৎ যথা (কৃতাঞ্জলিঃ) দেবি আজ্ঞাপয় ভবত্যাঃ পরিবারান্ পূজয়ামি। তত আত্মানং লব্ধানুজ্ঞঃ বিভাব্য ওঁহ্লীং এতে গন্ধপুষ্পে আবরণদেবতা শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (খ)

ক) পীঠদেবতার পূজা ওঁ আধারশক্তিকমলাসনায় নমঃ। এইরূপ শক্তি পদ্মাসনায় নমঃ। এইরূপ সুভগায়ৈ, ভগসর্পিণ্যৈ, ভগাবহায়ৈ, ভগসিদ্ধায়ৈ, ভগপাতিন্যৈ, ভগমালিন্যৈ পূর্ব্বদিক্ হইতে পূজা করিবে। পীঠশক্তিগণের পৃথক্ পূজা, পূর্ব্বদিক্ হইতে ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে জং জয়ায়ৈ নমঃ। ইত্যাদি অন্নপূর্ণা পূজার ন্যায় ১৯৮ পৃঃ।

খ) প্রত্যেক আবরণদেবতার পৃথক্ পূজা যথা ত্রিকোণমধ্যে ঈশান কোণ হইতে ওঁ সত্ত্বায় নমঃ। সত্ত্বশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এইরূপে রজসে। তমসে। ইতি ত্রিগুণপূজা। সর্বত্র ওঁ আদিতে, শেষে নমঃ এবং পরে শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। তর্পনের সময় ঐরূপ মন্ত্রোচ্চারণ করিতে হইবে। পরে (বীজ) অভীষ্টসিদ্ধিং মে দেহি শরণাগতবৎসলে। ভক্ত্যা সমর্পয়ে তুভ্যং প্রথমাবরণার্চ্চনম্। এই মন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলি দিতে হইবে। ইতি প্রথমাবরণ। পরে ষটকোণের কেশরে অগ্নিকোণ হইতে ওঁহ্লীং হৃদয়ায় নমঃ। হৃদয় শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এইরূপে বগলামুখি শিরসে স্বাহা, শিরঃ শ্রীপা। সর্ব দুষ্টানাং শিখায়ৈ বষট্ শিখা শ্রীপা। বাচং মুখং স্তম্ভয়-কবচায় হুঁ, কবচ শ্রীপা।...............

অথ দেব্যা দক্ষিণে একবক্ত্রশিব (মহারুদ্র) ভৈরবং দশোপচারেণ পঞ্চোপচারেণ বা পূজয়েৎ। ধ্যানসং যথা - আপাতাল নভঃস্থলান্ত ভুবন

ব্রহ্মাণ্ডপাবিস্ফুরজ্জ্যোতিস্ফাটিকলিঙ্গমৌলিবিলসৎ পুর্নেন্দু বান্তামৃতৈঃ। আস্তোকাপ্লুতমেকমীশমনিশং রুদ্রানুবাকান জপন্ ধ্যায়েদীপ্সিতসিদ্ধয়েহদ্ভুতপদং বিপ্রোহভিষিঞ্চেচ্ছিবম্ ॥ পূজা যথা - ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় এষ গন্ধঃ একবক্ত্রায় (মহারুদ্রায়) শিবায় নমঃ। ইত্যাদি। অথ পুনঃ পঞ্চোপচারেণ দেবীং সংপূজ্য শিরোহৃদয়মূলাধারপাদপদ্মসর্ব্বাঙ্গেষু চ পঞ্চপুষ্পাঞ্জলীন্ দত্ত্বা তর্পয়েৎ যথা, - বামহস্ততত্ত্ব মুদ্রয়া অর্ঘ্যজলং দক্ষহস্ততত্ত্বমুদ্রয়া গন্ধপুষ্পাক্ষতানি গৃহীত্বা উভয়হস্ততত্ত্ব মুদ্রাযোগেন (বীজ) সাঙ্গায়াঃ সাবরণায়াঃ সায়ুধায়াঃ সপরিবারায়াঃ সবাহনায়াঃ একবক্ত্র (মহারুদ্র) শিবসতিতায়াঃ শ্রীবগলামুখীদেব্যাঃ শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি স্বাহা।

অতঃপরমবশিষ্টং কালীপূজাপদ্ধতিদর্শনেন সম্পাদনীয়ম্ ॥

ইতি বগলামুখী পূজাপদ্ধতিঃ সমাপ্তা।

জিহ্বাং কীলয় কীলয় নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ নেত্রত্রয় শ্রীপা বুদ্ধিং বিনাশয় হ্লীঁ ওঁ স্বাহা অস্ত্রায় ফট্ অস্ত্র শ্রীপা। পরে পূর্ব্ববৎ পুষ্পাঞ্জলি দান। ইতি দ্বিতীয় আবরণ। পরে অষ্টদলে পূর্বদিক হইতে আরম্ভ করিয়া ওঁ ব্রাহ্ম্যৈ নমঃ, ব্রাহ্মী শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এইরূপে মাহেশ্বর্য্যৈ। কৌমার্য্যৈ। বৈষ্ণব্যৈ। বারাহ্যৈ। ইন্দ্রাণ্যৈ। চামুণ্ডায়ৈ। মহালক্ষ্ম্যৈ। ইতি অষ্টমাতৃকা ইতি তৃতীয়াবরণ। ইহার উপরে ব্রাহ্মী ইত্যাদি সমীপে ওঁ অসিতাঙ্গভৈরবায় নমঃ অসিতাঙ্গ ভৈরব শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ! এইরূপে রুরুভৈরবায়। চণ্ডভৈরবায়। ক্রোধভৈরবায়। উন্মত্তভৈরবায়। কপালিভৈরবায়। ভীষণভৈরবায়। সংহারভৈরবায়। ইতি চতুর্থবরণ। পরে ষোড়শদলে পূর্ব্বদিক্ হইতে ঐরূপ মঙ্গলায়ৈ। স্তম্ভিন্যৈ। জৃম্ভিন্যৈ। মোহিন্যৈ। বশ্যায়ৈ। বলায়ৈ। অচলায়ৈ। ভূধরায়ৈ। কল্মষায়ৈ। ধাত্র্যৈ। কলনায়ৈ। কালাকর্ষিণ্যৈ। ভ্রামিকায়ৈ। মন্দগামিনায়ৈ। ভোগস্থায়ৈ। ভাবিকায়ৈ। ইতি ষোড়শশক্তি পঞ্চমাবরণ। পরে ভূপুরের অভ্যন্তরে ঐরূপ পূর্ব্বাদি চতুর্দিকে গণপতয়ে।...............

বটুকায়। যোগিনীভ্যঃ। ক্ষেত্রপালায়। ইতি দ্বারপাল, ষষ্ঠ আবরণ। পরে ভূপুরের বহির্ভাগে পূর্বদিক্ হইতে লাং ইন্দ্রায়। অগ্নিকোণে রাং অগ্নয়ে। দক্ষিণে যাং যমায়। নৈর্ঋতে ক্ষাং নির্ঋতয়ে। পশ্চিমে বাং বরুণায়। বায়ুকোণে যং বায়বে। উত্তরে কুং কুবেরায়। ঈশানে হাং ঈশানায়। ইন্দ্র ও ঈশানের মধ্যে আং ব্রহ্মণে। বরুণ ও নির্ঋতির মধ্যে হ্রীঁ অনন্তায়। পরে ইন্দ্রাদি সমীপে বজ্রাদি অস্ত্রের পূজা করিবে। (১৪০ পৃঃ)। সর্ব্বত্র প্রণব আদিতে, পরে নমঃ এবং শেষে শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি এই পদ প্রয়োগ করিতে হইবে। সর্ব্বশেষে পূর্ব্বমন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলি দান করিতে হইবে ॥

বগলামুখী ধ্যানের অর্থ - সুধাসাগর মধ্যে মণিমন্ডপ, তাহার মধ্যে রত্ননির্মিত বেদরি উপর সিংহাসনে দেবী উপবিষ্টা। পীতবর্ণা, পীতবস্ত্র এবং পীতবর্ণ অলঙ্কার এবং পীত মাল্যাদি ভূষিতা। একহাতে মুদগর অন্যহাতে বৈরিজিহ্বা। বামহস্তে শত্রুর জিহ্বা ধারণ করিয়া দক্ষিণ হস্তে গদাঘাতে শত্রুকে পীড়ন করিতেছে। পীতবস্ত্রা দ্বিভূজা দেবকে প্রণাম করি।

একবক্ত্রশিব ধ্যানের অর্থ-যিনি পাতাল আকাশ ও পৃথিবযুক্ত ব্রহ্মান্ডকে পবিত্র বিস্ফুরিত জোতিদ্বারা পবিত্র করিতেছেন, এবং স্ফটিক লিঙ্গমূর্তির মস্তকে পূর্ণচন্দ্র নির্গত অমৃতদ্বারা মন্দ মন্দ আদ্রীভূত হইতেছেন সেই অপূর্বপ্রভা সম্পন্ন শিবকে, ব্রাহ্মণ, রুদ্রসূক্ত পাঠ করিতে করিতে অভীষ্ট সিদ্ধি কামনায় ধ্যান ও অভিষেক করিবেন।

অথ মাতঙ্গী পূজাপদ্ধতিঃ।

সাধারণপূজাপদ্ধতিক্রমেণ প্রাতঃকৃত্যাদি পঞ্চদেবপূজাপর্য্যন্তং বিধায় পীঠন্যাসং কুর্য্যাৎ যথা - হৃদি মৃগমুদ্রয়া ওঁহ্রীঁ পীঠদেবতাভ্যো নমঃ। ওঁ হ্রীঁ পীঠশক্তিভ্যো নমঃ। অথ ঋষ্যাদিন্যাসঃ (বীজ) অস্য মন্ত্রস্য দক্ষিণামূর্ত্তিঋষির্বিরাট্ ছন্দঃ শ্রীমাতঙ্গীদেবতা সর্ব্বাভীষ্টসিদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ। শিরসি দক্ষিণামূর্ত্তিঋষয়ে নমঃ। মুখে বিরাট্ ছন্দসে নমঃ। হৃদি শ্রীমাতঙ্গ্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ। ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ। ওঁহ্রাঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদি। ততঃ সংক্ষেপষোঢ়ান্যাসং ব্যাপকন্যাসঞ্চ কৃত্বা (১০৮পৃঃ) কুর্মমুদ্রয়া রক্তকুসুমাঞ্জলীন্ গৃহীত্বা ধ্যায়েৎ "শ্যামাঙ্গীং শশিশেখরাং ত্রিনয়নাং রত্নসিংহাসনস্থিতাম্। বেদৈর্ব্বাহু দন্ডৈরসিখেটক-পাশাঙ্কুশধরাম্"। (ক) এবং ধ্যাত্বা স্বশিরসি পুষ্পং দত্ত্বা মানসোপচারৈঃ সংপূজ্য দানার্ঘ্যং স্থাপয়েৎ (১১৫ পৃঃ)। রহস্যপূজা।

ততঃ পীঠপূজাং কুর্য্যাৎ। যথা ওঁহ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে পীঠদেবতাভ্যো নমঃ। ওঁহ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে পীঠশক্তিভ্যো নমঃ। (খ)

অথ পূর্ব্ববৎ করাঙ্গন্যাসৌ কৃত্বা কুর্মমুদ্রয়া রক্তকুসুমাঞ্জলিং গৃহীত্বা পুনধ্যাত্বা পূর্ববৎ মুর্ত্তিং প্রকল্প্য যন্ত্রোপরি সংস্থাপ্য আবাহয়েৎ। (১১৯ পৃঃ) অথ পরমীকরণমুদ্রয়া পরমীকৃত্য মূলমন্ত্রেণ দেবতাং ত্রিরভ্যুক্ষ্য দশোপচারেণ (পঞ্চোপচারেণ বা) দেবীং পূজয়েৎ। যথা (বীজ) এতৎ পাদ্যং শ্রীমাতঙ্গ্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ। অথ আবরণ পূজাং কুর্য্যাৎ যথা (কৃতাঞ্জলিঃ) দেবি আজ্ঞাপয় পরিবারাংস্তে পূজয়ামি।.........

ক) ধ্যানের অর্থ - দেবী শ্যামবর্ণা অর্দ্ধচন্দ্রধারিণী ও ত্রিনয়না। চারহাতে খড়্গ, বর্শা, পাশ এবং অঙ্কুশ ধারণ করিয়া রত্নসিংহাসনে উপবিষ্টা।

খ) পীঠদেবতার পৃথক পূজা যথা, - ওঁ মং এতে গন্ধপুষ্পে মন্ডুকাদি পরতত্ত্বান্তপীঠদেবতাভ্যো নমঃ। পীঠশক্তির পৃথক্ পূজা যথা পূর্ব্বাদি ওঁ বিভূত্যৈ মাতঙ্গ্যৈ নমঃ। এইরূপ কীর্ত্ত্যৈ। সন্নত্যৈ। ব্যুষ্টৈ। উৎকৃষ্টৈ (মধ্যে) ঋদ্ধ্যৈ। সর্বত্র প্রণব আদিতে, ও শেষে মাতঙ্গ্যৈ নমঃ এই পদ দিতে হইবে।..............

ততঃ আত্মানাং লব্ধানুজ্ঞং বিভাব্য ওঁহ্রীঁ আবরণদেবতা শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ইতি গন্ধপুষ্পেণ পূজয়েৎ। (গ)

অথাস্যাভৈরবং মতঙ্গশিবং পূজয়েৎ। ধ্যানং মূলঞ্চ একবক্ত্র শিববৎ। (১৩৯ পৃঃ) পূজামন্ত্রো যথা (বীজ) এষ গন্ধঃ মতঙ্গশিবায় নমঃ

অথ পুনঃ পঞ্চোপচারেণ দেবীং সংপূজ্য মস্তকে হৃদয়ে মূলাধারে পাদপদ্মে সর্ব্বাঙ্গে চ পঞ্চপুষ্পাঞ্জলীন্ দত্ত্বা তর্পয়েৎ। যথা, -বামহস্ততত্ত্ব মুদ্রয়া অর্ঘ্যজলং দক্ষহস্ততত্ত্বমুদ্রয়া গন্ধপুষ্পাক্ষতানি গৃহীত্বা উভয়হস্ত-তত্ত্বমুদ্রাযোগেন (বীজ) সাঙ্গায়াঃ সাবরণায়াঃ সায়ুধায়াঃ সপরিবারায়াঃ সবাহনায়াঃ মতঙ্গশিবসাহিতায়াঃ শ্রীমাতঙ্গীদেব্যাঃ শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি স্বাহা।

অবশিষ্ট সর্ব্বং কালীপূজাপদ্ধতি দর্শনেন কর্ত্তব্যম্

ইতি মাতঙ্গীপূজাপদ্ধতিঃ সমাপ্তা ॥

গ) আবরণ দেবতাদিগের পৃথক্ পূজা যথা, -ত্রিকোণে ওঁহ্রীং ঐঁ শ্রীঁ রত্যৈ মাতঙ্গ্যৈ নমঃ, রতি শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ঐরূপ প্রীত্যৈ। মনোভবায়ৈ। সর্বত্র দেবতার নামের পরে মাতঙ্গ্যৈ পদ বলিবে এবং আদিতে ওঁহ্রীঁ ঐঁ শ্রীঁ এই বীজ ও শেষে 'শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ' এই পদ। পরে ষট্ কোণ কেশরে অগ্নিকোণ হইতে পূর্ব্ববৎ হৃদয়ায় ইত্যাদি ষড়ঙ্গপূজা। পরে অষ্টদলে পূর্ব্বদিক্ হইতে ব্রাহ্ম্যৈ। মাহেশ্বর্য্যৈ। কৌমার্য্যৈ। বৈষ্ণব্যৈ। বারাহ্যৈ। ইন্দ্রাণ্যৈ। চামুণ্ডায়ৈ। মহালক্ষ্ম্যৈ। পরে দ্বিতীয় অষ্টদলের পূর্ব্বদিক হইতে অসিতাঙ্গভৈরবায়। ইত্যাদি অষ্ট ভৈরবের পূজা করিবে। পরে ষোড়শদলের পূর্ব্বদিক হইতে বামায়ৈ। জ্যেষ্ঠায়ৈ। রৌদ্র্যৈ। শান্ত্যৈ। শ্রদ্ধায়ৈ। মাহেশ্বর্য্যৈ। ক্রিয়ায়ৈ। লক্ষ্ম্যৈ। সৃষ্ট্যৈ। মোহিন্যৈ। প্রথমায়ৈ। শ্বাসিন্যৈ। বিদ্যুৎল্লতায়ৈ। সুন্দর্য্যৈ। নন্দায়ৈ। নন্দবুদ্ধ্যৈ। পরে ভূপুরের অভ্যন্তরে পূর্বদিক্ হইতে চতুষোকাণে মাতঙ্গ্যৈ। মহামাতঙ্গ্যৈ। মহালক্ষ্ম্যৈ। সিদ্ধ্যৈ। পরে অগ্নি কোণ হইতে চতুষ্কোণে বিঘ্নেশায়। দুর্গায়ৈ। বটুকায়। ক্ষেত্রপালায়। পরে ভূপুরের বাহিরে পূর্বদিক হইতে ইন্দ্রাদি দশদিক্পালের পূজা প্রত্যেক আবরণ পূজায় পূর্ব্বে পূর্ব্ববং ওঁহ্রীঁ ঐঁ শ্রীঁ এই মন্ত্র, দেবতার নামের পর মাতঙ্গ্যৈ পদ এবং শেষে শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ এই পদ হইবে।..

পরমব্রহ্মপূজা পদ্ধতিঃ।

ঋষ্যদিন্যাস যথা - (বীজ) অস্য পরম ব্রহ্ম মন্ত্রস্য সদাশিব ঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ সর্বান্তর্যামি-নির্গুণ-পরমব্রহ্মদেবতা ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষচতুর্ব্বর্গফলাবাপ্তয়ে বিনিয়োগঃ। শিরসি সদাশিবায় ঋষয়ে নমঃ। মুখে অনুষ্টুপ ছন্দসে নমঃ। হৃদি সর্বান্তর্যামিনির্গুণ পরম ব্রহ্মণে দেবতায়ৈ নমঃ।

করন্যান-ওঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। সৎ তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। চিৎ মধ্যমাভ্যাং বষট্‌। একম্‌ অনামিকাভ্যাং হুঁ। ব্রহ্ম কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্‌ঃ। ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্‌।

অঙ্গন্যাস - ওঁ হৃদয়ায় নমঃ। সৎ শিরসে স্বাহা। চিৎ শিখায়ৈ বষট্‌ এবং কবচায় হুঁ। ব্রহ্ম নেত্রত্রয়ায় বৌষট্‌। ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্‌।

অনন্তর প্রণব (ওঁ) মন্ত্রে প্রাণায়াম করিয়া ধ্যান করিবে। ব্রহ্মের প্রাণায়ামে বিশেষ এই যে সমগ্র মূল মন্ত্র থবা কেবল প্রণব জপ সহকারে প্রাণায়াম করিবে। প্রথমতঃ দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলি দ্বারা বাম নাসাপুট ধারণ(রোধ) করিয়া দক্ষিণ নাসাপুট দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিতে করিতে অষ্টবার মূলমন্ত্র(বা প্রণব)জপ করিবে। অনন্তর অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ঐরূপ দক্ষিণ নাসা ধারণ পূর্বক কুম্ভক (শ্বাস রোধ) করিয়া ৩২ বার মূল বা প্রণব জপ করিবে। অনন্তর (দক্ষিণনাসা ত্যাগ করিয়া) দক্ষিণ নাসা দ্বারা ধীরে ধীরে নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে ষোড়শবার মন্ত্র জপ করিবে। পরে ঐরূপ বাম নাসা পুটেও পূরক কুম্ভক ও রেচক করিবে। অর্থাৎ অষ্টবার মন্ত্র জপ করিতে করিতে বাম নাসাপুটে ধীরেধীরে বায়ু আকর্ষণ করিবে। পরে বায়ু রোধ করিয়া ৩২বার মন্ত্র জপ করিবে। পরে বাম নাসাপুট ত্যাগ করিয়া তদ্বারা ধীরে ধীরে বায়ু পরিত্যাগ করিতে করিতে ষোড়শবার মন্ত্র জপ করিবে। পুনর্বার দক্ষিণ নাসাতে পূর্ব্বের ন্যায় ক্রমশঃ পূরক কুম্ভক ও রেচক করিবে।

ধ্যান - হৃদয় কমল মধ্যে নির্বিশেষং নিরীহং হরিহর বিধি বেদাং যোগিভির্ধ্যন গমাম্‌। জনন-মরণ ভীতি ভ্রংশি সচ্চিৎ স্বরূপং সকল ভূবন বীজং ব্রহ্ম চৈতন্য মীড়ে।

ব্রহ্মধ্যানের অর্থ - যিনি নির্বিশেষ অর্থাৎ স্বগত, স্বজাতীয়গত ও বিজাতীয় গত ভেদ রহিত, যিনি নিরীহ অর্থাৎ কামনারহিত (যাঁহার কিছুই প্রার্থনীয় নাই) যিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর কর্ত্তৃক জ্ঞেয় অথবা যিনি 'অ" কার 'উ' কার..............

এবং 'ম' কার (ওঁ) দ্বারা প্রতিপাদ্য প্রণব রূপ শব্দব্রহ্ম, যিনি যোগীগণ কর্ত্তৃক ধ্যান যোগে লভ্য, যাঁহাকে ধ্যান করিলে জন্ম এবং মরণের ভয় দূর হয়, যিনি সচ্চিৎ স্বরূপ অর্থাৎ নিত্য ও জ্ঞান স্বরূপ এবং যিনি নিখিল ভূবনের একমাত্র কারণ তাদৃশ চিনময় চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মকে হৃদয় কমল-মধ্যে ধ্যান করি। (বিস্তৃত ব্যাখ্যা অস্মৎকৃত মহানির্ব্বাণতন্ত্র ৩য় উঃ দ্রঃ)। কূর্ম্মমুদ্রায় পূর্ববৎ গন্ধপুষ্প গ্রহণ করিয়া উপরোক্ত ধ্যান পাঠ করিয়া উক্ত গন্ধপুষ্প মস্তকে স্থাপন করিয়া নিজ ক্রোড়ে বামহাতের উপর ডানহাত চিত করিয়া রাখিয়া সেজা হইয়া ধ্যান করিবার নিয়ামানুসারে (৬৩ পৃঃ) যথাশক্তি ধ্যান করিবে।

অনন্তর যথাশক্তি পূর্ব্ববৎ মানস উপচারে ব্রহ্মকে পূজা করিয়া (৬২ বা ১১৭ পৃঃ) এবং মানস জপ প্রভৃতি করিয়া পূজা আরম্ভ করিবে।

ফট্ অথবা অন্যকোন বিহিত যন্ত্র (১১৭ পৃঃ) বা বাণেশ্বরের উপর পূজার ক্ষেত্রে সমর্থ হইলে দ্বিতীয়বার কূর্মমুদ্রায় গন্ধপুষ্পাদি গ্রহণ করিয়া পুনরায় ধ্যান পাঠ করিয়া মনে মনে পূর্ব্ববৎ পূজা করিয়া মূলাধার হইতে কুলকুণ্ডলিনীকে তেজোরূপে সহস্রারে পরমশিবের সহিত সংযুক্ত করিয়া সেই তেজ হৃদয়স্থ ব্রহ্মরূপ তেজের সহিত একীভূত কল্পনা করিয়া এক প্রদীপ হইতে আর একটি প্রদীপে আলো জ্বালার ন্যায় সেই তেজ বাম নাসিকার নিশ্বাসের দ্বারা হস্তস্থিত কুর্ম্মমুদ্রাস্থ পুষ্পের উপর স্থাপিত করিয়া সেই বদ্ধ কূর্ম্মমুদ্রা অবস্থাতেই সম্মুখস্থ ঘট যন্ত্র অথবা বাণেশ্বরের উপর সেই পুষ্প স্থাপন করিবে।

অনন্তর পূর্ব্বে উল্লিখিত প্রকারে ষোড়শ, দশ, পঞ্চ অথবা মাত্র পুষ্পাঞ্জলি দ্বারা ব্রহ্মকে পূজা কিরবে। পূজা যথা - (মূলমন্ত্র) এতৎ পাদ্যং পরমব্রহ্মণে নমঃ। এইভাবে পূর্ববৎ ১২১ পৃঃ সমুদায় উপচার দ্বারা পূজা করিবে। ব্রহ্মকে উপচারদানের পূর্বে সমুদায় দ্রব্য নিম্নে উল্লিখিত মন্ত্রদ্বারা শোধন করিতে হইবে। মন্ত্র যথা - ওঁ ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবি ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণাহুতম। ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্ম সমধিনা। অর্থাৎ অর্পণ অর্থে এখানে যজ্ঞপাত্র "অর্পণ" অর্থাৎ যজ্ঞপাত্র হচ্ছেন ব্রহ্ম। 'হবিঃ' অর্থাৎ ঐ যজ্ঞপাত্রে করিয়া যে বস্তু অর্পণ বা নিবেদন করা যায় তাহাও "ব্রহ্ম"। "অগ্নি" অর্থাৎ যাহাতে অর্পন করা যায় তাহাও "ব্রহ্ম" - যিনি আহূতিপ্রদান বা অর্পণ করিতেছেন তিনিও ব্রহ্ম। এইরূপে যিনি সর্ব্বজীবে, সর্ব্বভূতে, সর্ব্ববস্তুতে অবস্থিত সর্বময় ব্রহ্মে একাগ্ররূপে চিত্তস্থাপন করিতে পারেন তিনিই ব্রহ্মত্বলাভ করেন অর্থাৎ তাঁহাকে পুনরায় জন্ম প্ররিগ্রহ করিতে হয় না।..............

উপরোক্ত মন্ত্রের দ্বারা সমুদায় উপচার এবং ভোজ্য দ্রব্যাদি শোধন করা কর্ত্তব্য। সময়াভাবে একটি পুষ্পাঞ্জরি দ্বারাও ব্রহ্মের পূজা করিবে যথা - (মূলমন্ত্র) ইদং সচন্দন পুষ্পাঞ্জলিঃ পরমব্রহ্মণে নমঃ। পরে বামহস্তে তত্ত্বমুদ্রায় সামাণ্যর্ঘ্য জল এবং দক্ষিণহস্ত তত্ত্বমুদ্রায় অক্ষত (অথবা বিহিত শুদ্ধি) গ্রহণ করিয়া উভয় হস্ত যোগে তর্পণের নিয়ম অনুযায়ী (৬৪ পৃঃ) ব্রহ্মের তর্পণ করিবে। মন্ত্র যথা - (মূল) পরমব্রহ্মণঃ শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ। অনন্তর যথাশক্তি ব্রহ্মমন্ত্র জপ করিয়া "ওঁ ব্রহ্মার্পণম্ অস্তু" এই মন্ত্রে জপ সমর্পণ করিবে।

অনন্তর প্রণাম করিবে যথা -ওঁ নমস্তে পরমং ব্রহ্ম নমস্তে পরমাত্মনে। নির্গুনায় নমস্তভ্যং সদ্রুপায় নমো নমঃ। অর্থাৎ-তুমি পরমব্রহ্ম, তোমাকে নমস্কার। তুমি পরমাত্মা, তোমাকে নমস্কার। তুমি গুণাতীত তোমাকে নমস্কার। তুমি সৎস্বরূপ, তোমাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার।

অনন্তর স্তোত্র পাঠ করিবে। স্তোত্র, কবজ, ধ্যান, মন্ত্রাদি এবং বিস্তৃত ব্যাখ্যা অস্মৎ সঙ্কলিত মহানির্ব্বাণ তন্ত্র ৩য় উল্লাস দ্রষ্টব্য।

কুলার্ণবোক্ত সগুণব্রহ্মের ধ্যান - বিন্দুরূপং পরংব্রহ্ম সহস্রদলসংস্থিতম্। সর্ব্বমন্ত্রময়ং সর্ব্বদেবতাময়মোস্ময়ম্। কোটিসূর্য্যপ্রীকাশং চন্দ্রকোটিসুশীতলম্। কোটিকান্তস্ত্রিকোণান্ত র্মন্ডলত্রয়মন্ডিতম্। গুণাতীতং গুণৈর্যুক্তং সৃষ্টিস্থিতিলয়াত্মকম্। সর্ব্বকামপ্রদং ধ্রায়েৎ কুলকুন্ডলিনীযুতম। ইতি পরমব্রহ্ম পূজা।

জপরহস্য। (১)

প্রথমতঃ আচমন। দ্বিতীয়তঃ জলশুদ্ধি ও আসনশুদ্ধি। তৃতীয়তঃ গুরু গণেশ ও ইষ্টদেবতার প্রণাম। (২)

২। কামিনীতত্ত্ব। হৃদয়ে অঙ্কুশ বীজ (ক্রোং) দশবারজপ করিয়া কামিনীধ্যান করিবে। যথা-সিংহস্কন্ধ-সমারূঢ়াং রক্তবর্ণাং চতুর্ভূজাং। নানালঙ্কারভূষাঢ্যাং রক্তবস্ত্রবিভুষিতাং। শঙ্খচক্রধনুর্বাণ-.............

---

(১) তন্ত্রে কথিত হইয়াছে এবং সাধক মধ্যে দৃষ্ট হইতেছে যে, জপদ্বারা অতীব দুর্লভ সিদ্ধি লাভ করিতে পারা যায়। কিন্তু জপরহস্য সাধন ব্যতিরেকে জপফল প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব। এজন্য জপরহস্য কথিত হইতেছে। আমরা মূলে যে ২০টি জপরহস্য প্রকাশ করিতেছি, তৎসমুদায় নিত্যজপে অনুষ্ঠিত হইয়া উঠে উত্তম, পরন্তু যদি নিত্যজপে সমুদায় জপরহস্য সম্পাদনের সুবিধা না হয়, পুরশ্চরণ, এবং বিশেষ দিবসীয় অথবা বিশেষ স্থানীয় বিশেষ জপকালে ঐ জপরহস্য প্রয়োগ করা কি শাক্ত, কি বৈষ্ণব সকল ব্যক্তিরই অবশ্য কর্ত্তব্য। এই বিংশতি জপ রহস্য ব্যতীত আর যে সমুদায় জপরহস্য টিপ্পনীতে দিলাম, সাধক পুরশ্চরণাদি সময়ে তৎসমুদায় সম্পাদনে অথবা তাহার কিয়দংশ সম্পাদনে যদি সমর্থ হন, তাহা হইলে শীঘ্র মন্ত্রসিদ্ধি বিষয়ে যে বিশেষ সাহায্য হইবে, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যদি শুভাদৃষ্ট বশতঃ কোন মাহাত্মা প্রতিদিন জপরহস্য সম্পাদনে সমর্থ হন, তাহা হইলে তিনি অচিরেই ফল বা সিদ্ধিলাভ করিবেন।

(২) এইস্থলে পুরশ্চরণাদির সময় মানস স্নান (১৯ পৃঃ) ও মানস সংকল্প করিতে হইবে।

কামিনীতত্ত্বের পূর্বে, কপাটভঞ্জন অর্থাৎ হূঁ এই মন্ত্র দশবার জপের বিধি আছে।..........

বিরাজিতকরাম্বুজাং। কামিনীং প্রথমং ধ্রাত্বা জপপূজাং সমাচরেৎ ॥ (কং) এই বীজ দশবার জপ করিবে। (৩)

২। ন্যাসজাল। পূর্ব্বোক্ত প্রাণায়াম করিয়া মাতৃকান্যাস, ভুতশুদ্ধি, ঋষ্যাদিন্যাস, করন্যাস, অঙ্গন্যাস, তত্ত্বন্যাস, ব্যাপকন্যাস এই......

---

(৩) শাক্তানন্দতরঙ্গিণী, কামধেনুতন্ত্র প্রভৃতিতে কথিত আছে, কামিনীধ্যান ও (কং) বীজ জপের পর প্রফুল্ল, জপ করিবে। অর্থাৎ (লী) বীজ ১০বার জপের পর উহা ঐ 'ক' অক্ষরে যুক্ত করিয়া (ক্লী) দশবার জপ করিবে। যথা '-এবং হি কামিনীং ধ্যাত্বা ককারং দশধা জপেৎ। প্রফুল্লঞ্চ ততো জপ্ত্ব জপস্য ফলভাগ্ ভবেৎ। ইত্যাদি।

ইহার পর মন্ত্রতত্ত্বযথা, - পঞ্চাশৎ বর্ণের প্রত্যেক বর্ণ ধ্যান ও ১০ বার জপ। পরে প্রণব পুটিত প্রত্যেক বর্ণ ১০ বার জপ। প্রত্যেক বার্ণধ্যান কামধেনুতন্ত্রের প্রথম পটল হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। অসমর্থপক্ষে একত্র সমুদায় বর্ণের ধ্যান ও ১০ বার জপ করিতে হইবে। অনন্তর মূলমন্ত্র জপ। সর্ব্ববর্ণের ধ্রান যথা, - কোটিচন্দ্রপ্রতীকাশাং পন্ডরিকেপরিস্থিতাম্। ভ্রমদ্ ভ্রমরলীলাভাং নয়নত্রয়রাজিতাম্।নানাশাস্ত্রপ্রবক্ত্রীঞ্চ বিদ্রাভ্যাসময়ীং সদা। নানাবাদ্যময়ীং দেবীং শ্বেতাং শুক্লপরিস্কৃতাম্ ॥ শুক্লাভরণদীপ্তাঙ্গীং শুক্লবস্ত্রোত্তরীয়িণীম্। ব্রহ্মান্ডং দর্পণে যস্য বামহস্তস্য পার্ব্বতি ॥ তদ্বচ্ছুকশিশুং প্রেক্ষ্য ক্ষুদ্রদর্পণমুচ্যতে। এবং ধ্যাত্বা জগদ্ধাত্রীং মাতৃকাং জগদম্বিকাম্ ॥ অথবা ইষ্টমন্ত্র স্মরণপূর্বক তাহাতে যে কয়েকটি বর্ণ আছে, তাহাদের ধ্রানপূর্বক ১০ বার জপ করিয়া পরে ইষ্টদেবতা ধ্যানপূর্ব্বক ইষ্টমন্ত্র জপ করিলে সমুদায় সিদ্ধিলাভ হয়।

ইহারা পর যিনি যুবতীতত্ত্ব বা পঞ্চাশদ্বর্ণতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে ইচ্ছা করেন তিনি কামধেনুতন্ত্র অষ্টম পটল দেখিবেন।

ইহার পর দেবতত্ত্ব, বিন্দুতত্ত্ব, প্রাণতত্ত্ব, জ্ঞানতত্ত্ব, শক্তিতত্ত্ব, প্রভৃতি ককারের নবতত্ত্ব বা অঙ্কুশতত্ত্ব জ্ঞানের বিধি উক্ততন্ত্রে দৃষ্ট হইতেছে। যিনি এই নবতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন, তিনি যেন শাক্তানন্দতরঙ্গিনী নবম উল্লাস এবং কামধেনুতন্ত্র দেখেন। কামধেনুতন্ত্রে একাদশ পটলে বীজ সাধনও উক্ত হইয়াছে।

সাতটি ন্যাস, অসমর্থ পক্ষে শেষোক্ত পাঁচটি ন্যাস করা সকলেরই কর্ত্তব্য। (৪)

৩। মন্ত্রশিখা। নিশ্বাস রোধ করিয়া ভাবনা দ্বারা কুণ্ডলিনীকে একবার সহস্রারে লইয়া যাইবে এবং তৎক্ষণাৎ মূলাধারে প্রত্যনয়ন করিবে। এইরূপ পুনঃ পুনঃ করিতে করিতে সুষুম্না পথে বিদ্যুতের ন্যায বা ভ্রামিত অঙ্গারের ন্যায় শিখা অর্থাৎ দীর্ঘাকার তেজ লক্ষিত হইবে। সেই শিখাতে চিত্ত একাগ্রভাবে নিবিষ্ট করিলেই মন্ত্রশিখা ভাবনা হইবে। (৫)............

---

(৪) এইস্থলে সমর্থ হইলে মন্ত্রের জীবন্যাস বা রহস্যপ্রাণায়াম, তারকন্যাস ও ডাকিন্যাদিমন্ত্রন্যাস করিবেন।

জীবন্যাস বা রহস্যপ্রাণায়াম যথা, - সবিন্দু অনুলোম মাতৃকান্তে বীজজপে পূরক, ঐরূপ সবিন্দু অনুলোমবিলোমমাতৃকান্তে বীজ জপে কুম্ভক, ঐরূপ সবিন্দু বিলোম মাতৃকান্তে বীজ জপদ্বারা রেচক। এইরূপে প্রাণায়ামের রীতিক্রমে প্রাণায়াম করিতে হইবে। (৪৫পৃঃ)

তারকন্যাস যথা। বিন্যসেৎ মাতৃকাস্থানে মাতৃকাং তারসংপুটাম্। মাতৃকা পুটিতং তারং তারকন্যাস ঈরিতঃ ॥

ডাকিন্যাদিমন্ত্রন্যাস। (মূলাধারে) ডাং ডাকিন্যৈ নমঃ। এইরূপ (স্বাধিষ্ঠানে) রাং রাকিণ্যৈ। (মণিপুরে) লাং লাকিন্যৈ। (হৃদয়ে) কাং কাকিন্যৈ। (কণ্ঠে) শাং শাকিন্যৈ। (ভ্রূমধ্যে) হাং হাকিন্যৈ। (সহস্রারে) বাং যাকিন্যৈ। সর্ব্বত্র নমোহন্তেন তত্ত্বমুদ্রয়া ন্যসেৎ। ততো মূলাধারে, আজ্ঞাচক্রে এবং সহস্রারে ক্লীঁ বীজং রক্তবর্ণং বিচিন্তয়েৎ ॥

(৫) নীলতন্ত্র, শাক্তানন্দতরঙ্গিণী ও কৌলাবলী প্রভৃতি তন্ত্র অনুসারে মূলে মন্ত্রশিখা কথিত হইল। পরন্তু শাক্তক্রম অনুসারে প্রথমতঃ অনেক প্রকার চিন্তা আছে, যথা - মেঢ় স্থানে শিখাকারমাধারে কনকপ্রভম্। নাভিস্থং সূর্য্যবিম্বাভং তরুণাদিত্যবর্চ্চসম্। হৃদি বহ্নিশিখাকারং তদুর্দ্ধে ভাস্করদ্যুতিম্। কণ্ঠে দীপশিখাকারং ঘাটাং বৈদূর্য্যসন্নিভম্। লম্বিকে চন্দ্রবিম্বাভং ভ্রূমধ্যে রত্নবদ্রুচিম। নবমে বিশ্বতেজশ্চ চিন্তয়েদেষু সাধকঃ॥ ততঃ পদ্মে সহস্রারে..........

৪। মন্ত্রচৈতন্য। হৃদয়ে ঈঁ (বীজ) ঈং সাতবার জপ করিলেই মন্ত্রচৈতন্য। (৬)

চিন্তয়েদ্গুরুপাদুকাম্। মূলকান্ডে তু যা শক্তির্ভুজাগাকাররূপিনী। তন্ত্রমাবর্ত্তবাতো যঃ প্রাণ ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ। ঝিল্লিরাব্যক্তমধুরা কুজন্তী সততোত্থিতা। গাচ্ছন্তী ব্রহ্মমার্গেন প্রবিশন্তী স্বকেতনম্। যাতায়াতক্রমেনৈব তত্র কুর্য্যান্মনোলয়ম্। তেন মন্ত্রশিখা জাতা সর্ব্বমন্ত্রপ্রদীপিকা। জীবহীনো যথা দেহী শিখাহীনস্তথা মনুঃ ॥ ইতি ॥

যামলে কথিত হইয়াছে যে, মন্ত্রশিখা ভাবনাব্যতিরেকে কখনই মন্ত্রসিদ্ধি হয় না।

[৬] শাক্তানন্দতরঙ্গিণীতে কথিত হইয়াছে, ঈং বীজেনৈব পুটিতং মূলমন্ত্রং জপেদ্ যদি। তদৈব মন্ত্রচৈতন্যং ভবত্যেব সুনিশ্চিতম্। তোড়লতন্ত্রে কথিত হইয়াছে, নাসাগ্রে দৃষ্টিস্থাপনপূর্ব্বক 'হংসঃ' মন্ত্রে কুন্ডলিনীকে উত্থাপিত করিয়া বিন্দুরূপ পরমশিবে যোগপূর্ব্বক তাঁহাকে গুরুস্বরূপ ভাবনা করিলেই মন্ত্রচৈতন্য হয়।

কুব্জিকাতন্ত্রে কথিত হইয়াছে, ক্লীঁ শ্রীঁ হ্রীঁ অনুলেমেমাতৃকা (মূল) বিলোম মাতৃকা হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ ১০৮বার মন্ত্র জপ করিলেই মন্ত্রচৈতন্য হয়।

চিচ্ছক্ত্যাধ্বনিতং দেবি পরিলামক্রমেণ তু. বর্ণভাবং সমাত্যজ্য নির্ম্মলং বিমলাত্মকম। ষট্চক্রঞ্চ তথা ভিত্ত্বা শব্দরূপং সনাতনম। নাদবিন্দুসমাযুক্তং চৈতন্যং পরিকীর্ত্তিতম॥ অথবা, অনাহতস্য মধ্যে তু গ্রথিতং বর্ণমুত্তমম্। সুষুন্নাবর্ত্মনা দেবী কণ্ঠদেশং বিনির্গতম্। চৈতন্যঞ্চ মহেশানিযোগিনাং যোগরূপকম্। সহশ্রারে বর্ণরূপং পরিণামক্রমেণ তু। কর্ণিকমধ্যসংস্থে তু নাদবিন্দুসমন্বিতম্। এবং সঞ্চিন্তয়েদ্দেবি চৈতন্যঞ্চ পুনঃ পুনঃ। মন্ত্রাক্ষরাণি চিচ্ছক্তৌ প্রথিতানি মহেশ্বরি। তানি সঞ্চিন্ত য়েদ্দেবি সহস্রারদলে তথা। চৈতন্যমন্ত্ররূপা চ চৈতন্যানন্দদায়িনী। চৈতন্যনাদশক্তিশ্চ চৈতন্যবর্ণরূপকম্ মণিপুরে সদাচিন্ত্যং মন্ত্রাণাং প্রাণরূপকম্ ॥ অন্যচচ, সুর্য্যমন্ডলমধ্যস্থং চিন্তয়েন্মূলমন্ত্রকম্। অষ্টোত্তরশতং জাপাং মূলবিদ্যাস্বরূপকম্। গুরুং সঞ্চিন্তয়েত্তত্র শিবরূপং সনাতনম্। শক্তিঞ্চ চিন্তয়েত্তত্র ব্রহ্মরূপাং সনাতনীম্ ॥

ভূতশুদ্ধিতন্ত্রে সহস্রারং শিবপুরং কল্পবৃক্ষং মনোহরম্। চতুঃশাখা

৫। মন্ত্রার্থভাবনা। দেবতার মূর্ত্তিচিন্তাই মন্ত্রার্থভাবনা। (৭)

চতুর্ব্বেদং নিত্যপুষ্পফলান্বিতম্। পীতং রক্তং তথা শ্বেতং কৃষ্ণঞ্চ হরিতং তথা ॥ ভ্রমরৈঃ কোকিলৈর্দেবি বহুপুষ্পোপশোভিতম্। এবং কল্পদ্রুমং ধ্যাত্বা তদধো রত্নবেদিকাম্। তত্রোপরি মহেশানি পর্য্যঙ্কং সুমনোহরম্। নানাপুষ্পযুতঞ্চৈব রচিতং হেমমালয়া তত্রোপরি মহাদেবং মহাকুন্ডলিনী যুতম্ ॥ এবং ভাব্য জপেন্মন্ত্রং ধ্যাত্বা দেবীং ত্রিবর্গদাম্। আনন্দাশ্রুণি পুলকো দেহাবেশঃ সুরেশ্বরি। গদগদোক্তিশ্চ সহসা জায়তে নাত্র সংশয়ঃ॥ সকৃদুচ্চরিতেহপ্যেবং মন্ত্রে চৈতন্যসংযুতে। শতে সহস্রে লক্ষে বা জোটিজাপেন তৎফলম্ ॥ ইতি।

(৭) মন্ত্রার্থং দেবতারূপং চিন্তনং পরমেশ্বরি। বাচ্যবাচকভাবেন অভেদো মন্ত্রদেবয়োঃ ॥

বরদাতন্ত্রে শিববাচী হকারন্তু ঔকারঃ স্যাৎ সদাশিবঃ ॥ শূন্যং দুঃখ হরার্থন্তু তস্মাৎ তেন শিবং যজেৎ ॥ হৌঁ ॥ দ দুর্গাবাচকং দেবি উকারশ্চাপি রক্ষণে। বিশ্বমাতা নাদরূপা কুর্ব্বর্থো বিন্দুরূপকঃ। তস্মাৎ তেনৈব বীজেন দুর্গামারাধয়েৎ শিবে ॥ দুঁ ॥ ক কালী ব্রহ্ম র প্রোক্তং মহামায়ার্থকশ্চ ঈ। বিশ্বমাত্রা র্থকো নাদো বিন্দুর্দুঃখহরার্থকঃ। তেনৈব কালিকাদেবীং পূজয়েদ্দুঃখশান্তয়ে ॥ ক্রীঁ ॥ হকারঃ শিববাচী স্যাৎ রেফঃ প্রকৃতিরুচ্যতে। মহামায়ার্থ ঈশব্দো নাদো বিশ্বপ্রসূঃ স্মৃতঃ। দুঃখহরার্থকো বিন্দুর্ভুবনাংতেন পূজয়েৎ ॥ হ্রীঁ ॥ মহালক্ষ্যার্থকঃ শং স্যাৎ ধ্যানার্থো রেফ উচ্যতে। ঈতুষ্ট্যর্থোহপরো নাদো বিন্দুর্দুঃখহরার্থকঃ। লক্ষ্মীদেব্যা বীজমেতৎ তেন দেবীং প্রপূজয়েৎ ॥ শ্রীঁ ॥ সরস্বত্যর্থ ঐ শব্দো বিন্দুর্দুঃখহরার্থকঃ। সরস্বত্যা বীজমেতৎ তেন বাণীং প্রপুজয়েৎ ॥ ঐঁ ॥ ক কামদেব উদ্দিষ্টোহপ্যথবা কৃষ্ণ উচ্যতে। ল ইন্দ্র ঈ তুষ্টিবাচি সুখদুঃখপ্রদঞ্চ অং। কামবীন্দার্থ উক্তস্তে তব স্নেহান্মহেশ্বরি॥ ক্লীঁ ॥ হ শিবঃ কথিতো দেবি উ ভৈরব ইহোচ্যতে। পরার্থো নাদশব্দ স্তু বিন্দুর্দুঃখহরার্থকঃ। বর্ম্মবীজত্রয়োহাত্র কথিতস্তব যত্নতঃ ॥ হূং ॥ গণেশার্থে গ উক্তস্তে বিন্দুর্দুঃখহরার্থকঃ। গং বীজার্থন্তু কথিতং তবস্নেহান্মহেশ্বরি॥ গঁ ॥ গণেশব্যাপকার্থো লকারস্তেজ ঔ মতঃ। দুঃখ হরার্থকো বিন্দুগণেশাং তেন পূজয়েৎ ॥ গ্লৌঁ ॥ ক্ষ নৃসিংহো ব্রহ্ম রশ্চ উর্দ্ধ......

দন্তার্থকশ্চ ঔ। দুঃখহরার্থকো বিন্দুর্নৃসিংহং তেন পূজয়েৎ ॥ ক্ষ্রৌঁ ॥ নামাদি বর্ণঃ সর্ব্বেষাং নাম উক্তং স্বয়ম্ভুবা। তেনৈবার্থন্তু জানীয়াৎ অর্থলভ্যান্তু চিন্ত য়েৎ। যথাযথং বিভক্ত্যন্তং মন্ত্রার্থে চিন্তয়েচ্ছিবে। তত্তদ্বর্ণাদিযোগেন সংক্ষেপাৎ কথিতং ত্বয়ি ॥ দুর্গোত্তারণবাচ্য স তারকার্থস্তকারকঃ। মুক্তার্থো রেফ উক্তোহত্র মহামায়ার্থকশ্চ ঈ। বিশ্বমাত্রর্থকো নাদো বিন্দুর্দুঃখহরার্থকঃ। বধূবীজার্থ উক্তোহত্র তব স্নেহান্মহেশ্বরি ॥ স্ত্রীঁ ॥ যত্র বিন্দুদ্বয়ং মন্ত্রে একং দুঃখহরার্থকম্ অন্যৎ সুখপ্রদং দেবি জ্ঞাত্বা চার্থং বিচিন্তয়েৎ। যত্র বিন্দুদ্বয়ং মন্ত্রে অন্যৎ পূর্ণার্থকং মতম্। স্বাহা মন্ত্রার্থক্য দেবি পরার্থা বাং প্রকীর্ত্তিতা। শক্রমাতা বষট প্রোক্তা হরিপ্রিয়ার্থকা গিরা। সুরার্থা ফট্ হয়গ্রীবে বিব্রিংবীজং বিনির্দ্দিশেৎ। যং বীজং বায়ুবাচি স্যাৎ লমৈন্দ্রং পরিকীর্ত্তিতম্। অনেকাক্ষরবীজে চ স্ব স্ব বীজং স্বনামকম্। এবং জ্ঞাত্বা মহেশানি মন্ত্রার্থং পরিচিন্তয়েৎ। একবীজদ্বয়ং যত্র পৃথগর্থং প্রকল্পয়েৎ। বীজার্থং বা মহেশানি জ্ঞাত্বা মন্ত্রং জপেদ্ধিয়া ॥ ইতি ॥

সরস্বতীতন্ত্রে - মন্ত্রার্থং পরমেশানি সাবধানাবধারয়। মূলাধারে মূল বিদ্যা ভাবয়েদিষ্টদেবতাম্। শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশাং ভাবয়েৎ পরমেশ্বরীম্। ভাব য়েদক্ষরশ্রেণীমিষ্টবিদ্যাং সনাতনীম্। মুহূর্ত্তার্দ্ধং বিভাব্যৈতাং পশ্চাদ্ধ্যানপরো ভবেৎ। ধ্যানং কৃত্বা মহেশানি মুহূর্ত্তার্দ্ধং ততঃ পরম্। ততো জীবো মহেশানি মনসা কমলেক্ষণে। স্বাধিষ্ঠানং ততো গত্বা ভাবয়েদিষ্টদেবতাম্।বন্ধুকারুণসঙ্কাশাং জবাসিন্দুরসন্নিভাম্ । বিভাব্য অক্ষরশ্রেণীং পদ্মমধ্যগতাং পরাম্। ততো জীবঃ প্রসন্নাত্মা পক্ষিণা, সহ সুন্দরি। মণিপুং ততো গত্বা ভাবয়েদিষ্টদেবতাম্। বিভাব্য অক্ষরশ্রেণীং পদ্মমধ্যগতাং পরাম্। শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশাং শিরঃপদ্মোপরিস্থিতাম্। ততো জীবো মহেশানি পক্ষিণা সহঃ পার্বতি ইষ্টবিদ্যাং মহেশানি আজ্ঞাংশে পরিচিন্ত য়েৎ। পক্ষিণা হ দেবেশি খঞ্জনাক্ষি শুচিস্মিতে। ইস্টবিদ্যাং মহেশানি সাক্ষাদ্ব্রহ্মস্বরূপিণীম্। বিভাব্য অক্ষরশ্রেণীং হরিদ্বর্ণাং বরাননে। আজ্ঞাচক্রে মহেশানি ষট্চক্রে ধ্যানমাচরেৎ। ষট্চক্রে পরমেশানি ধ্যানং কৃত্বা শুচিস্মিতে। ধ্যানেন পরমেশানি যদ্রূপং সমুপস্থিতম তদেব পরমেশানি মন্ত্রার্থং বিদ্ধি পার্বতি ॥ ইতি ॥

মন্ত্রসঙ্কেত। একাক্ষরমন্ত্রে মন্ত্রবর্ণময়ীং দেবতাং চিন্তয়েৎ। দ্ব্যক্ষরমন্ত্রে, আদ্যাবর্ণং হৃদয়পর্য্যন্তং দ্বিতীয়ং পাদপর্য্যন্তং। ত্র্যক্ষরমন্ত্রে প্রশমবর্ণং বাহু -

মূল পর্য্যন্তং দ্বিতীয়বর্ণং কটিদেশপর্য্যন্তং তৃতীয়বর্ণং পাদপর্য্যন্তং চিন্তয়েৎ। চতুরক্ষমন্ত্রে প্রথমবর্ণং গ্রীবাপর্য্যন্তং দ্বিতীয়বর্ণং বাহুপর্য্যন্তং তৃতীয়বর্ণ নাভিপর্য্যন্তং চতুর্থবর্ণং পাদান্তং চিন্তয়েৎ। পঞ্চাক্ষরমন্ত্রে প্রথমবর্ণং গ্রীবা পর্য্যন্তং দ্বিতীয়বর্ণং বাহুপর্য্যন্তং তৃতীয়বর্ণং কুক্ষিপর্যন্তং চতুর্থবর্ণম্ উরু পর্য্যন্তং পঞ্চমবর্ণং পাদান্তং চিন্তয়েৎ।

৮] ষড়াম্নায় পদ্ধতিতে। সম্পুটীকৃতমন্ত্রে আদিলান্তান্ সবিন্দুকান্। পুনশ্চ সবিসর্গাংস্তান্ ক্ষকারং কেবলং জপেৎ। এবং জপ্তোপদিষ্টশ্চেৎ প্রবুদ্ধঃ শীঘ্রসিদ্ধদঃ ॥ আদৌ কামকলাবীজং স্বমন্ত্রান্তে তু তং জপেৎ। প্রায়শ্চিত্তমিদং দেবি কৃত্বা মন্ত্রং জপেদ্যদি কিং তস্য দক্ষিণো বায়ুস্তথা নিদ্রাতুরে নু কিম্ ॥ ইতি ॥ মন্ত্রের শ্রোত্রাদিনির্ণয় রুদ্রযামলে দেখিবেন।

[৯] কুল্লুকা। পঞ্চাক্ষরী কালিকায়াঃ কুল্লুকা পরিকীর্ত্তিতা। নীলতন্ত্রে, তারায়াঃ কুল্লুকা দেবি মহা নীলসরস্বতী। প্রকারান্তর হ্রীঁ ওঁ ওঁ হ্রীঁ। অথবা আঁ হ্রীঁ ক্রোঁ ত্রিপুরার। বাগ্‌ভবং পূর্বমুদ্ধৃত্য মন্মথং তদনন্তরং। ভৃগুবীজং সমুদ্ধৃত্য মনুস্বরযুতং কুরু। সুন্দরী বিষয়ে ইত্যাদি। প্রকারান্তর ক্লীঁ। ১। কএঈলহ্রীঁ ॥২॥ ঐঁ ক্লীঁ হ্রীঁ ত্রিপুরে ভগবতি স্বাহা ॥৩॥ঐঁ ক্লীঁ হ্রীঁ ত্রিপুরাভগবতী স্বাহা ॥ ৪ ॥ ঐঁ ক্লীঁ হ্রীঁ হুঁ ফট্ ॥ ৫ ॥ অন্নদায়াঃ অনঙ্গকম্ ॥ ভুবনেশ্বর্যাশ্চ হ্রীঁ বীজং। প্রকারান্তর, ওঁ হ্রীঁ ওঁ হ্রীঁ ওঁ হ্রীঁ ॥ ছিন্নায়াস্তু মহেশানি কুল্লুকাষ্টাক্ষরী ভবেৎ। বজ্রবৈরোচনীয়ে চ অন্তে বর্ম প্রকীর্ত্তয়েৎ ॥ লক্ষ্যাশ্চ নিজবীজকম্। ধনদার, ক্লীঁ, শিবের হৌঁ, বিষ্ণুর ওঁ নমো নারায়ণায় ॥ রাম, ক্লীঁ ওঁ রাঁ ওঁ ক্লীঁ ॥ ভৈরবী, কীঁ লীঁ বীঁ ॥১॥ হূঁ ॥২॥ ভুবনেশ্বরীর প্রকারান্তর, ওঁ হ্রীঁ ওঁ হ্রীঁ ওঁ হ্রীঁ, সরস্বতী, ঐঁ ॥ বগলা, স্ত্রীঁ ॥ ধূমাবতী, হ্রীঁ। মাতঙ্গী, ওঁ ॥ মঞ্জুঘোষ, অরবচনধীঁ, অন্যান্য দেবীর, হ্রীঁ। অন্যান্য পুংদেবতার, নিজ নিজ মন্ত্র শাক্তানন্দতরঙ্গিনী দশম উল্লাস।

[১০] মহাসেতু। অন্যান্য দেবতার মহাসেতু স্ত্রীঁ।

[১১] সেতু তারার প্রকারান্তর, ওঁ। ভেরবীর হসৌঃ ॥১॥ সাং হেং ॥২॥ শিব, হংসঃ ॥ বিষ্ণু, ওঁ বিষ্ণবে ওঁ ॥ রাম, ওঁ রাং ওঁ ॥ কৃষ্ণের,..

	৭ কুল্লুকা মস্তকে ৭বার জপ (৯)	৮ মহাসেতু কণ্ঠে ৭বার (১০)	৯ সেতু হৃদয়ে ৭বার (১১)	১০ মুখশোধন মুখে ৭বার (১২)	১১ করশোধন করে ৭বার (১৩)
কালী	ক্রীং হূং স্ত্রীং হ্রীং ফট্	ক্রীং	ঐঁ হূং ঐঁ	ক্রীং ক্রীং ক্রীং ওঁ ওঁ ওঁ ক্রীং ক্রীং ক্রীং	ক্রীং ঈং ক্রীং করমালে অস্ত্রায় ফট
তারা	হ্রীং স্ত্রীং হূং	হূং	ওঁ হ্রীং	হ্রীং হূং হ্রীং	(মূলমন্ত্র)
ত্রিপুরা	ঐঁ ক্লীং সৌঃ	হ্রীং	হ্রীং সৌ হ্রীং	শ্রী ওঁ শ্রী ওঁ শ্রী ওঁ	(মূলমন্ত্র)
জগদ্ধাত্রী	হূং হ্রীং হূং হ্রীং	স্ত্রীং	(ব্রাহ্মণাদির হ্রী স্বাহা (শূদ্রের) ফট্	ঐঁ ঐঁ ঐঁ	ওঁ হ্রীং স্ত্রীং হূং শ্রী
অন্নপূর্ণা	ক্লীং	হ্রীং	হ্রী স্বাহা	ক্লী	(মূলমন্ত্র)
ভুবনেশ্বরী	হ্রীং	স্ত্রীং	ওঁ হ্রীং হ্রী ওঁ ওঁ	ঐঁ ঐঁ ঐঁ	(মূলমন্ত্র)
ছিন্নমস্তা	বজ্রবৈরোচনীয়ে হূং	স্ত্রীং	(ব্রাহ্মণাদির হ্রী স্বাহা (শূদ্রের) ফট্	হ্রীং	(মূলমন্ত্র)
লক্ষ্মী মহালক্ষ্মী	শ্রীং	স্ত্রীং	শ্রীং	শ্রীং	(মূলমন্ত্র)
মহিষমর্দ্দিনী	হূং ওঁ হ্রী স্বাহা ওঁ হূং	স্ত্রীং	হ্রী স্বাহা	ঐঁ হ্রীং ঐঁ দুর্গে স্বাহা হ্রীং ঐঁ ঐঁ	(মূলমন্ত্র)
দুর্গা জয়দুর্গা	হূং হ্রীং হূং হ্রীং	স্ত্রীং	(ব্রাহ্মণাদির হ্রী স্বাহা (শূদ্রের) ফট্	ঐঁঐঁঐঁ	(মূলমন্ত্র)

[১২] যোনিমুদ্রা মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত অধোমুখ ত্রিকোণ ও ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে মূলাধার পর্য্যন্ত উর্দ্ধমুখ ত্রিকোণ, এইরূপ ষটকোণ ভাবনা করিয়া এং এই যোনিবীজ দশবার জপ করিবে। (১৪)

১৩। মন্ত্রশুদ্ধি বা প্রাণতত্ত্ব। প্রত্যেক মাতৃকাবর্ণ বিন্দুযুক্ত করিয়া তদ্দ্বারা মন্ত্রপুটীত করিয়া জপ করিলে মন্ত্রশুদ্ধি হয়। অসমর্থপক্ষে অষ্টবর্গের আদি অষ্টবর্ণ অর্থাৎ অং কং চং টং তং পং যং শং পুটীত করিয়া মন্ত্র জপ করিলেও হইবে।................

ওঁ ক্লী ওঁ। অন্যান্য দেবতার , ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ওঁ অথবা হ্রীঁ স্বাহা। বৈশ্যর পক্ষে, ফট্, অথবা হ্রীঁ স্বাহা শূদ্রের পক্ষে হ্রীঁ অথবা ওঁ ॥

[১২] মুখশোধন। তারার প্রকারান্তর, হ্রীঁ হ্রীঁ হ্রীঁ ॥ ভুবনেশ্বরীর প্রকারান্তর, হ্রীঁ ॥১॥ ওঁ ॥২॥ লক্ষীর প্রকারান্তর, শ্রীঁ কমলালয়ে শ্রীঁ ॥১॥ শ্রী কমলাননে শ্রীঁ ॥২॥ দুর্গার প্রকারান্তর ঐঁ হ্রীং ঐং দুর্গে স্বাহা হ্রীঁ ঐং ঐঁ ১ ॥ ধনদার, ওঁ ধূঁ ওঁ ॥১॥ ওঁ হ্রীঁ ॥২॥ ভৈরবী, ওঁ হ্সৌঃ ওঁ ॥ শিব ওঁ ॥১॥ হ্রীঁ ॥২॥ বিষ্ণু ওঁ ॥১॥ হ্রীঁ ॥২॥ ওঁ হ্রৌং ॥৩॥ সিংহবাহিনী, ঐঁ হ্রীঁ ঐঁ দুর্গে স্বাহা ঐং হ্রীঁ ঐঁ। বালা, ঐঁ হ্রীঁ ঐঁ ॥১॥ স্ত্রীঁ ॥২॥ বগলা, ঐঁ হ্রীঁ ঐঁ। ধূমাবতী, ওঁ ধূঁ ওঁ ॥১॥ হ্রীঁ ॥২॥ মাতঙ্গী ক্রোঁ ঐঁ ক্রোঁ ॥১॥ গণেশ, ওঁ গঁ উচ্ছিষ্টচাণ্ডালিনী, উঁ হ্রীঁ উঁ ॥ ভদ্রকালী, হ্রৌঁ ॥ অন্য স্ত্রীদেবতার হ্রীঁ। পুং দেবতার নিজ নিজ মন্ত্র অথবা অন্যান্য সকল দেবতারই ওঁ ॥ অনধিকারী স্ত্রী ও শূদ্রের পক্ষে প্রণব উচ্চারণ নিষিদ্ধ।

জিহ্বাশুদ্ধি। মৎস্যসমুদ্রায় আচ্ছাদন করিয়া হ্সৈঁঃ ৬বার জপ।

[১৩] করশোধন্ অন্যান্য দেবতার করশোধন স্ব স্ব মূলমন্ত্র।

[১৪] যোনিমুদ্রা। উপবিশ্যসনে মন্ত্রী প্রাঙ্মুখো বাপ্যুদঙ্মুখঃ। ষট্চক্রং চিন্তয়েদ্দেবি প্রাণায়ামপুরঃসরম্ ॥ চতুর্দ্দলং স্যাদাধরং স্বাধিষ্ঠানন্তু ষড়্দলম্। নাভৌ দশদলং পদ্মং সূর্য্যসংখ্যদলং হৃদি ॥ কণ্ঠে স্যাৎ ষোড়শ দলং ভ্রূমধ্যে দ্বিদলং তথা সহস্রদলমাখ্যাতং ব্রহ্মরন্ধ্রে মহাপথে ॥ আধারে.............

কন্দমধ্যস্থং ত্রিকোণমতিসুন্দরম্। ত্রিকোণমধ্যে দেবেশি কামবীজং সুলক্ষণম্ ॥ কামবীজোদ্ভবং তত্র স্বয়ম্ভুলিঙ্গমদ্ভুতম্। তস্যোপরি পুনর্ধ্যায়েৎ চিৎকলাং হংসমাশ্রিতাম্। ধ্যায়েৎ কুন্ডলিনীং দেবীং স্বয়ম্ভুলিঙ্গবেষ্টিতাম্। চিৎকলয়া কুন্ডলিনীং তেজোরূপাং জগন্ময়ীম্ ॥ আধারদীনি পদ্মানি ভিত্ত্বা তেজঃস্বরূপিণীম্। হংসেন মনুনা দেবীং ব্রহ্মরন্ধ্রং নয়েৎ সুধীঃ ॥ সদা শিবেন দেবেশি ক্ষণমাত্রং রমেৎ প্রিয়ে। অমৃতং জায়তে দেবি তৎক্ষণাৎ পরমেশ্বরি ॥ তদুদ্ভবামৃতং দেবি লাক্ষারসসমোপমম্। তেনামৃতেন দেবেশি তর্পয়েৎ পরদেবতাম্। ষট্‌চক্রদেবতাস্তত্র সন্তর্প্যামৃতধারয়া আনয়েত্তেন মার্গেণ মূলাধারং পুনঃ সুধীঃ ॥ ততস্তু পরমেশানি অক্ষমালাং বিচিন্তয়েৎ। চিত্রিণী বিসতন্তাভা ব্রহ্মনাড়ী গতান্তরা ॥ তয়া সংগ্রথিতা মধ্যে সাক্ষ্যজ্জাগ্রৎস্বরূপিণী। অনুলোমবিলোমেন মন্ত্রবর্ণ বিভেদতঃ মন্ত্রেণান্তরিতান্ বর্ণান্ বর্ণেনান্তরিতং মনুম্। কুর্য্যাদ্বর্ণময়ীং মালাং সর্ব্বমন্ত্রপ্রকাশিনীম্॥ চরমার্ণং মেরুরূপং লঙ্ঘনং নৈব কারয়েৎ। সবিন্দুং বর্ণমুচ্চার্য্য পশ্চান্মন্ত্রং জপেৎ সুধীঃ, অষ্টোত্তরশতং মূলমন্ত্রং জ্ঞানেন সংজপেৎ। বর্গানাম্ অষ্টবর্ণেন অষ্টবারং জপেৎ সুধীঃ ॥ আদিকুচুটুতুপুযুশা ইত্যেবঞ্চাষ্টবর্গকাঃ। যোনিমুদ্রা মহেশানি তব স্নেহাৎ প্রকাশিতা ॥ শাক্তনন্দতরঙ্গিণী নবমোল্লাসঃ।

প্রাণতোষণীতে, - বদ্ধা তু যোনিমুদ্রাং তাং সংকোচাধারপঙ্কজং॥ তদুৎপন্নান্ মন্ত্রবর্ণান্ কুর্বতশ্চ গতাগতান্। বম্ভ্ররন্ধ্রাবধি ধ্যাত্বা বায়ুনাপূর্ব্য কুম্ভয়েৎ। সহস্রং প্রজপেন্মন্ত্রং মন্ত্রদোষোপশান্তয়ে ॥

যোনিমুদ্রা বন্ধন যথা যোগশাস্ত্রে, সিদ্ধাসনং সমাসাদ্য কর্ণচক্ষুর্ণসোমুখম্।অঙ্গুষ্ঠতর্জনীমধ্যানামাদিভিশ্চ রোধয়েৎ ॥ কাকীভিঃ প্রাণং সংকৃষ্য আপনে যোজয়েত্ততঃ। ষট্‌চক্রাণি ক্রমাদ্ধ্যাত্বা হূঁ হংসঃ মনুনা সুধীঃ। চৈতন্য মানয়েদ্দেবীং নিদ্রিতা যা ভুজঙ্গিনী ॥ জীবেন সহিতাং শক্তিং সমুত্থাপ্য পরাম্বুজে। শক্তিময়ঃ স্বয়ং ভূত্বা পরং শিবেন সঙ্গমম্। নানাসুখং বিহারঞ্চ চিন্তয়েৎ পরমং সুখম্। শিবশক্তিসমাযোগাদেকান্তং ভুবি ভাবয়েৎ ॥ আনন্দঞ্চ স্বয়ং ভূত্বা অহং ব্রহ্মেতি সম্ভবেৎ ॥ যোনিমুদ্রা পরা গোপ্যা দেবানামপি দুর্ল্লভা। সকৃত্তু লাভসংসিদ্ধিঃ সমাধিস্থঃ স এব হি ॥

বিস্তৃত যোনিমুদ্রা প্রাণতোষিণীতে দ্রষ্টব্য।

অসমর্থপক্ষে, হ্রীঁ [মূল] হ্রীঁ। অথবা, শ্রীঁ [মূল] শ্রীঁ। অথবা,........

১৪। প্রাণযোগ।হ্রীঁ (মূল)হ্রীঁ। হৃদয়ে ৭বার জপ। (১৫)
১৫। দীপনী। ওঁ (মূল) ওঁ হৃদয়ে ৭বার। (১৬)
১৬। অশৌচভঙ্গ। ওঁ (মূল) ওঁ। হৃদয়ে ৭বার। (১৭)

ক্লীঁ (মূল) ক্লীঁ। অথবা ওঁ (মূল) ওঁ। অষ্টোত্তর সহস্র জপে সিদ্ধি। যথা কুব্জিকাতন্ত্রে, -যোনিমুদ্রাং মহাদেবী যদি কর্ত্তুং ন শক্যতে। মায়য়া বা শ্রিয়া বাপি কামেন প্রণবেন বা। সম্পুটং মূলমন্ত্রঞ্চ জপেৎ অষ্টসহস্রকম্ ইতি।

নির্ব্বাণ। সমর্থ হইলে যোনিমুদ্রার পর নাভিদেশে একবার নির্ব্বাণ জপ করিতে হইবে। যথা - ওঁ অং (মূল) ঐঁ [সবিন্দু অনুলোম-মাতৃকা] ওঁ [মূল] ওঁ[সবিন্দু বিলোম মাতৃকা] ঐঁ [মূল] অং ওঁ। যথা সারস্বততন্ত্রে প্রনবং পূর্বমূচ্চার্য্য মাতৃকাদ্যং সমুচ্চরেৎ। ততো মূলং মহেশানি ততো বাগ্‌ভবমুদ্ধরেৎ। মাতৃকার্ণান্ সমস্তাংস্ত্র। পুনঃ প্রণবমুদ্ধরেৎ। এবং পুটিত মূলন্ত্র জপেচ্চ মণিপুরকে॥

১৫] প্রাণযোগ। প্রকারান্তর, কলরীং ৭বার জপ।
১৬] দীপনী। প্রকারান্তর, ঈঁ [মূল] ঈঁ ॥
১৭] অশৌচভঙ্গ। প্রকারান্তর, ওঁ [মূল] ॥
অমৃতযোগ। ওঁ উঁ হ্রীঁ [মূল] হৃদয়ে দশবার
প্রমদা। ঈঁ হৃদয়ে দশবার ॥
সপ্তচ্ছদা। ক্লীঁ ক্লীঁ হ্রীঁ স্ত্রীঁ হূঁ ওঁ ওঁ। হৃদয়ে দশবার ॥

ইহার পর মন্ত্রস্থানে মন্ত্র চিন্তার বিধি আছে যথা, দিবসে প্রথম দশ দন্ডাভ্যন্তরে সকলস্থানে অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্রে মন্ত্রধ্যান করিতে হইবে, দ্বিতীয় দশদন্ডাভ্যন্তরে তন্নিম্নে নিস্কলস্থানে চিন্তা করিতে হইবে; তৃতীয় দশদন্ডে শান্তস্থানে [সুক্ষ্ম স্থানে] অর্থাৎ মনশ্চক্রে [ভ্রূমধ্যে] চিন্তা করিতে হইবে। রাত্রিতে প্রথম দশদন্ডাভ্যন্তরে সকল-নিস্কল-স্থানে অর্থাৎ হৃদয়ে মন্ত্রচিন্তা করিতে হইবে; পরবর্ত্তী দশদন্ডাভ্যন্তরে কলাহীন স্থানে অর্থাৎ বিন্দুস্থানে [মনশ্চক্রের উপরে] চিন্তা করিতে হইবে ও তৎপরবর্ত্তী দশদন্ডাভ্যন্তরে কলাতীত স্থানে অর্থাৎ কলাহীন স্থান ও নিস্কলস্থানের মধ্যাবর্ত্তী স্থানে......................

১৭। উৎকীলন। দশবার দেবতার গায়ত্রী জপ করিতে হইবে।

১৮। দৃষ্টিসেতু। নাসাগ্রে বা ভ্রূমধ্যে দৃষ্টি রাখিয়া দশবার প্রণব জপ করিতে হইবে।

১৯। সহস্রারে গুরুধ্যান, জিহ্বামূলে মন্ত্রবর্ণ ধ্যান ও হৃদয়ে ইষ্টদেবতার ধ্যান করিয়া পরে সহস্রারে গুরুমূর্ত্তি তেজোময়, জিহ্বামূলে মন্ত্রবর্ণ তেজোময় ও হৃদয়ে ইষ্টমূর্ত্তি তেজোময় চিন্তাপূর্ব্বক ঐ তিন তেজের একতা করিয়া ঐ তেজপ্রভাবে আপনাকেও তেজোময় ও অভিন্ন ভাবনা করিয়া হৃদয়ে তেজোময় ইষ্টমূর্ত্তির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া জপ করিতে হইবে।

২০। কামকলাধ্যান। আপনার শরীর নাই এইরূপ মনে করিয়া মুখস্থলে এক বিন্দু দুই স্তনে দুই বিন্দু এবং পশ্চার্দ্ধে নাদ চিন্তা করিবে। এইরূপ চিন্তা দ্বারা আপনাকে কামকলা স্বরূপ চিন্তা করিয়া জপ করিতে হইবে। (১৮)

মন্ত্রধ্যান করিতে হইবে। এস্থলে স্বরব্যঞ্জণভেদে মন্ত্রস্থ সমুদায় বর্ণ চিন্তাই মন্ত্রধ্যান। যথা, স্থানস্থা বরদা মন্ত্রা ধ্যানস্থাশ্চ ফলপ্রদাঃ। ধ্যানস্থান-বিনি-র্ম্মুক্তাঃ সুসিদ্ধা অপি বৈরিণঃ॰ সকলং নিস্কলং শান্তং (সুক্ষ্মাং) তথা সকলনিস্কলম্। কলাহীনং কলাতীতং ষট্‌স্থানে চ শিবো ব্রজেৎ ॥ সকলং ব্রহ্মরন্ধ্রস্থং তদধো বিদ্ধি নিস্কলম্। মানসং সূক্ষ্মামাত্মানং হৃৎস্থং সকলনিস্কলম্ ॥ বিন্দুস্থিতং কলাভিন্নং কলাতীতং তদুর্দ্ধতঃ ॥ কলা কুন্ডলিনী সৈব নাদশক্তিঃ শিবোদিতা। ষট্‌স্থানেষু স্থিতা মন্ত্রাঃ স্থানস্থাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ইতি

(১৮)। কামকলাধ্যান। প্রথমতঃ আপনাকে কামকলারূপ ভাবনা করিতে হইবে। কামকলা যথা, উর্দ্ধে একবিন্দু। ঐ বিন্দুর নিম্নে দুই পার্শ্বে দুই বিন্দু। অর্থাৎ মনে মনে একটি উর্দ্ধমুখ ত্রিকোণ কল্পনা করিয়া তাহার তিন কোণে তিনটি বিন্দু স্থাপন করিয়া, তাহার নিম্নে একটি নাদ অঙ্কিত করুন। ইহাই কামকলার আকৃতি। প্রকৃতির গুণক্ষোভ হইলেই এই বিন্দুত্রয়ের উৎপত্তি হয়। তন্মধ্যে প্রথম তামসিক বিন্দু এবং তামসিক...............

বিন্দু হইতে রাজসিক বিন্দু ও রাজসিক বিন্দু হইতে সাত্ত্বিক বিন্দুর উৎপত্তি হইয়াছে। এই বিন্দুত্রয়-ধারিণী নাদই গুণক্ষোভসম্পন্না সৃষ্ট্যুন্মুখী মূলপ্রকৃতির প্রথমোচ্ছ্বাস। ঐ বিন্দুত্রয় হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রের উৎপত্তি। কামকলাস্বরূপ যথা ললিতারহস্যে, কামকলাতন্ত্রে, ভাবচূড়ামণিতে ও কৌলাবলীতে,- মুখং বিন্দুবদাকারং তদধঃ কুচযুগ্মকম্। সবৃবিদ্যামৃতাপূর্ণং সর্ববাগবিভবপ্রদম্ ॥ সর্ব্বার্থসাধকং দেবি সর্বরঞ্জনকারণম্। তদধঃ সপরার্ধঞ্চ সপরিস্কৃতমন্ডলম্ ॥ সর্বদেবাদিভূতং তৎ সর্ব্বদেবনমস্কৃতম্। এতৎ কামকলাধ্যানং সুগোপ্যং সাধকোত্তমৈঃ॥ ইতি। যামলে কথিত হইয়াছে, - তথাকামকলাং বক্ষ্যে তদ্দেবদেবরূপিকাম্ । ত্রিবিন্দুঃ সা ত্রিশক্তিঃ সা ত্রিমূর্ত্তিঃ সা পুরাতনী ॥ নভো ভেত্তা বিন্দুমুখী চন্দসূর্য্যস্তনদ্বয়ী। পথিবী সার্দ্ধকলা যা ত্রিলোকিনাং তবাত্মিকা। এবং কলাময়ীত্যাদি ॥ বৃহৎশ্রীক্রমে যথা, যা সা মধুমতী নাম্নী মায়ামোহনকারিণী। বাহ্যাভন্তরভেদেন চিন্তনীয়াঞ্চ তাং শৃণু ॥ তথা কামকলারূপাং সিন্দুরাভাং স্তনদ্বয়ে। ইত্যাদি। দক্ষিণামূর্ত্তিসংহিতায় যথা, বিন্দুত্রয়সমাযোগাৎ ত্রিবিন্দৌ ত্রিপুরাস্থিতা। বিন্দুং সঙ্কল্পয়েদ্ বক্ত্রং তস্যাধস্তাৎ কুচদ্বয়ম্ । তদধঃ সপরার্দ্ধন্তু চিন্তয়েদিত্যাদি।

আগমকল্পদ্রুম পঞ্চশাখাতে ত্রিবিন্দুর্মুখমাদ্যেনান্তেন কুচদ্বন্দ্বং শেষাঙ্গেণেশানি সাধকমন্ত্রভেদাৎ সা কালী গৌরীতদ্রূপেণ ॥ ইতি। শ্রীক্রমে আছে, - সাপি কুন্ডলিনী শক্তিঃ কামকলাস্বরূপিণী। ইত্যাদি। শ্রীতত্ত্বার্ণবে কথিত আছে, বিন্দুদ্বয়ং স্তনপরিসরে বিন্দুরাস্যারবিন্দে তস্যাধস্তাৎ স্ফুরতি সততং ব্যোমনিঃসীমধাম॥ যে যে তস্মিন্ বপুষি কৃতিনঃ সামরস্যে ভজন্তঃ সংসারাব্ধের্বিষমলহরী-দুস্তরান্নিস্তরন্তি ॥ ইতি। ভগবান শঙ্করাচার্য্যও আনন্দলহরীতে অবিকল এইরূপ বলিয়াছেন যথা - মুখং বিন্দুং কৃত্বা কুচযুগমধস্তস্য তদধো হকারার্দ্ধং ধ্যায়েদ্ধরমহিষি তে মন্মথ-কলাম্। ইত্যাদি। কামকলাবিলাসে কথিত হইয়াছে, বিন্দ্বনুবৃত্তৌ উচ্ছন্নং তচ্চ যদা ত্রিকোণরূপেণ পরিণতং স্পষ্টং। ইতি কামকলাভাষ্যে কথিত হইয়াছে উচ্ছন্ন শব্দের অর্থ বিন্দুরূপের স্ফুর্ত্তি।

এই কামকলা-বিন্দু হইতে অঙ্কুর ভাব, বৃহৎ শ্রীক্রমে স্পষ্টরূপে কথিত হইয়াছে যথা, বিন্দোরঙ্কুরভাবেন বর্ণাবয়বসুন্দরী। বিন্দ্বগ্রে কুটিলীভূয় যাম্যাদীশানমাগতা। সা বামাশক্তিরূপা চ সা শিখা চিৎকলা পরা। শক্তীশানগতা রেখা প্রত্যগগ্রে সমাগতা। (বায়ুকোণ)। জ্যেষ্ঠা সা পরমে শানী ত্রিপুরা পরমেশ্বরী। বক্রীভূতা পুনর্ব্বামে প্রথমাঙ্কুরমাগতা। ইচ্ছা...............

ইহার পর স্থির হইয়া একাগ্রচিত্তে যথাসাধ্য ইষ্টমন্ত্র জপ (১৯) ও জপান্তে পুনর্ব্বার কুল্লুকা, মহাসেতু সেতু ও অশৌচভঙ্গ জপ করিয়া জপ সমর্পণ (২০) ও তদন্তে প্রণাম ও প্রাণায়াম করিতে হইবে। এই কুল্লুকা, মহাসেতু প্রভৃতি পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।..............

নাদসমাযোগে রৌদ্রী শৃঙ্গারমাগতা। পরব্রহ্মস্বরূপা সা ত্রিপুরা পরমেশ্বরী। তস্মাদাধারপর্য্যন্তং মৃণালতন্তুরূপিণী। ইত্যাদি।

কামকলাধ্যান। যথা যোগিনীতন্ত্রে বিন্দুত্রয় কলাক্রান্তং প্রথমং পরিচিন্তয়েৎ। ততস্মাদ্ভাবয়েজ্জাতং স্ত্রীরূপং ষোড়শাব্দিকম্ ॥ বালার্ককোটিসংজ্যোতিঃ প্রকাশিতদিগম্বরম্। মূর্ধাদি কণ্ঠপর্য্যন্ত মূর্দ্ধবিন্দোঃ সমুদ্ভবম॥ বিন্দুযাবন্মধ্যদেহং কণ্ঠাদিকটিশীর্ষকম্ । স্তনদ্বয়েন ভাসন্তংত্রিবলীপরিমন্ডিতম্ ।যোন্যাদিকঞ্চ পাদান্তং কামান্তং পরিচিন্তয়েৎ। নানালঙ্কারভূষাঢ্যং ব্রহ্মেশবিষ্ণুবন্দিতম্॥ এবং কামকলারূপং স্বাত্মদেহং বিচিন্তয়েৎ ॥

(১৯) জপবিধান। জপস্যাদৌ শিবাং ধ্যায়েৎ ধ্যানস্যান্তে পুনর্জপেৎ। জপধ্যানসমাযুক্তঃ শীঘ্রং সিদ্ধ্যতি সাধকঃ জপরূপা শিবাশক্তির্ধ্যানরূপঃ সদাশিবঃ। তয়োর্যোগাড্ভবেৎ সিদ্ধির্নান্যথা খলু পার্ব্বতি ॥ ইতি কৌলাবলী তন্ত্রে ও গন্ধর্বতন্ত্রে। অর্থাৎ ধ্যানযুক্ত হইয়া জপ করিতে অসমর্থ হইলে ধ্যান করিয়া লইয়া জপ করিবে। পরন্তু জপ এবং ধ্যানযুক্ত জপে শীঘ্র সিদ্ধিলাভ হয়।

(২০) জপসমর্পণের পূর্বে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে কামিনী গর্ভে জপ প্রভৃতি করিয়া (১৫০ পৃঃ) তেজোরূপ জপফল স্ত্রীদেবতার বামহস্তে (অধোবামহস্তে) এবং ত্রিপুরসুন্দরীর ও পুংদেবতার দক্ষিণহস্তে (দক্ষিণাধোহস্তে) সমর্পণ করিতে হইবে। ইতি জপরহস্যম্॥........

যাহা দর্শন করিলে সমাদুয় দেবগণের মুৎ অর্থাৎ প্রীতি জন্মায় এবং যাহাদ্বারা পাপপুঞ্জ দূরীভূত হয় তাহারই নাম মুদ্রা। পূজা, জপ, ধ্যান, স্নান,আবাহন, প্রতিষ্ঠা, নৈবেদ্য প্রভৃতিতে এই মুদ্রা প্রযুক্ত হইয়া থাকে।..............

অক্ষমালা মুদ্রা-দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠাগ্র ও তর্জনীর অগ্রভাগ যোগ করিয়া অবশিষ্ট অঙ্গুলিত্রয় প্রসারিত করিবে, ইহার নাম অক্ষমালা মুদ্রা। ইহা শিবপূজায় ব্যবহৃত হয়। যথা অঙ্গুষ্ঠতর্জন্যগ্রেষু গ্রথয়ীত্বাঙ্গুলিত্রয়ম্। প্রসারয়েদক্ষমালামুদ্রেয়ং পরিকীর্ত্তিতা ॥

অঙ্কুশমুদ্রা - মধ্যম অঙ্গুলি সরলভাবে প্রসারিত করিয়া তর্জ্জনী কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত করত তাহার মধ্যপর্বে সংলগ্ন করিলে অঙ্কুশমুদ্রা হয়। যথা ঋজীঞ্চ মধ্যমাং কৃত্বা তর্জনীং মধ্যপর্বণি। সংযোজ্যাকুঞ্চয়েৎ কিঞ্চিৎ মুদ্রৈষাঙ্কুশসংজ্ঞিকা। শ্যামারহস্যধৃত জ্ঞানার্ণবে আর এক প্রকার অঙ্কুশমুদ্রা কথিত হইয়াছে যথা, - দক্ষমুষ্টিং বিধায়াথ তর্জন্যঙ্কুশরূপিণী। অঙ্কুশাখ্যা মহামুদ্রা তৈলোক্যকর্ষণক্ষমা ॥ অর্থাৎ দক্ষিণ হস্ত মুষ্ঠিবদ্ধ করিয়া তর্জনী প্রসারণ পূর্বক তাহার অগ্রভাগ ঈষৎ বক্র করিবে; ইহার নাম অঙ্কুশমুদ্রা। ইহাদ্বারা ত্রৈলোক্য আকর্ষণ করিতে পারা যায়।

অঞ্জলিমুদ্রা। - করতলদ্বয় সংযোগ পূর্বক কৃতাঞ্জলি হইলেই অঞ্জলিমুদ্রা বা বাসুদেব মুদ্রা হয়। যথা অঞ্জল্যঞ্জলিমুদ্রা বাসুদেবাহ্বয় চ সা ॥

আপানমুদ্রা। - প্রাণাদি পঞ্চমুদ্রা দেখুন।-

অভয়মুদ্রা। - বামহস্তের অঙ্গুলি সকল প্রসারিত করিয়া উর্দ্ধীকৃত করিলেই অভয়মুদ্রা হয়। যথা, উর্দ্ধীকৃত-বামহস্ত প্রসৃতোহভয়মুদ্রিকা। শ্যামারহস্যে কথিত আছে কোন ব্যক্তিকে অভয় দান করিবার সময় হস্ত যেরূপ করা হয় সেইরূপ হস্ত করিলেই অভয়মুদ্রা হইবে। যথা বরদাভয়মুদ্রাঞ্চ বরদাভয়বৎ কুরু।

অমৃতীকরণ মুদ্রা। ধেনুমুদ্রা করিলেই অমৃতীকরণমুদ্রা করা হয়।

অর্ঘ্যমুদ্রা। ষোড়শোপচারমুদ্রা দেখুন।

অলঙ্কারমুদ্রা। -ষোড়শোপচার মুদ্রা দেখুন।

অবগুণ্ঠনমুদ্রা। বামহস্তে মুষ্টিবন্ধন পূর্ব্বক তর্জনীকে দীর্ঘাকার ও প্রসারিত করিয়া অধোমুখে ভ্রামিত করিলেই অবগুণ্ঠনমুদ্রা হইয়া থাকে। যথা, - সব্যহস্তকৃতা মুষ্টিদীর্ঘাধোমুখতর্জ্জনী। অবগুণ্ঠনমুদ্রেয়মভিতো ভ্রামিতা মতা ॥ কৌলাবলীতে ও গন্ধর্ব্বতন্ত্রে কথিত হইয়াছে, অন্ত রঙ্গুষ্ঠমুষ্টিভ্যাং সন্নিরোধনরূপিণী। এতস্যা এব মুদ্রয়াস্তর্জন্যৌ সরলে যদি। অবগুণ্ঠনমুদ্রেয়মভিতো। ভ্রামিতা সতী ॥ অর্থাৎ উভয় হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া অঙ্গুষ্ঠদ্বয় মুষ্টিদ্বয় মধ্যে স্থাপনপূর্বক তর্জ্জনীদ্বয় সরলাকার করিয়া চতুর্দিকে ভ্রামিত করিবে ইহার নাম অবগুণ্ঠনমুদ্রা।

অস্ত্রমুদ্রা- অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী দ্বারা দশদিকে যে ধ্বনি করা হয় তাহার নাম অস্ত্র (ছোটিকা) মুদ্রা। যথা, ক্রমদীপিকায়-অঙ্গুষ্ঠতর্জন্যুদিতো ধ্বনিস্তু বিশ্বক্ বিসক্তঃ কথিতাস্ত্রমুদ্রা।

আকর্ষণীমুদ্রা। - মধ্যমা ও তর্জ্জনী আঙ্কুশাকার করিয়া কনিষ্ঠা ও অনামিকাকে সমভাবে রাখিবে। পরে মধ্যমাতে অঙ্গুষ্ঠযোগ ও অনামিকার উপরিভাগে কনিষ্ঠা যোগ করিলে আকর্ষণীমুদ্রা ও ত্রৈলোক্যাকর্ষণীমুদ্রা হয়। ইহাদ্বারা ত্রৈলোক্য আকর্ষণ করিতে পারা যায়। বামকেশ্বরতন্ত্রে কথিত হইয়াছে এই আকর্ষণীমুদ্রা দ্বারা ত্রিপুরার আকর্ষণ হয়। যথা, - মধ্যমাতর্জ্জনীভ্যান্তু কনিষ্ঠানামিকে সমে। অঙ্কুশাকাররূপাভ্যাং মধ্যমে পরমেশ্বরি।অঙ্গুষ্ঠন্তু নিযুঞ্জীত কনিষ্ঠানামিকোপরি। ইয়মাকর্ষণীমুদ্রা ত্রৈলোক্যাকর্ষণী পরা ॥ মন্ত্রমহোদধি ও গন্ধর্ব্বতন্ত্রে এইরূপ আকর্ষণী মুদ্রার বিধি আছে বটে, কিন্তু মধ্যমাতে অঙ্গুষ্ঠযোগ ও অনামিকার উপরি কনিষ্ঠা যোগের উল্লেখ নাই। আমরা গুরুপদেশক্রমে জ্ঞাত আছি যে, দক্ষিণহস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া তর্জনী প্রসারণপূর্বক আকুঞ্চিত করিবে, অর্থাৎ আকর্ষণীর ন্যায় করিবে। এইরূপ করিলে সর্বদেবতার সাধারণ আকর্ষণীমুদ্রা হইবে।

আকাশমুদ্রা। - নভোমুদ্রা দেখুন।

আচমনীয়মুদ্রা। -ষোড়শোপচারমুদ্রা দেখুন।

আভরণমুদ্রা। - ষোড়শোপচারমুদ্রা দেখুন।

আবহনীমুদ্রা। - আবাহন্যাদি পঞ্চমুদ্রা দেখুন।.............

আবাহন্যাদি পঞ্চমুদ্রা। আবাহনী (১)। সংস্থাপনী (২)। সন্নিধাপনী (৩)। সন্নিরোধনী (৪)। সম্মুখীকরণী (৫)। এই পঞ্চমুদ্রাকে আবাহন্যাদি মুদ্রা বলে। এক্ষণে এই পঞ্চমুদ্রার লক্ষণ কথিত হইতেছে। উভয় হস্তে (উর্দ্ধমুখ) অঞ্জলী বন্ধন করিয়া উভয় হস্তের অনামিকার মূলপর্ব্বে অঙ্গুষ্ঠদ্বয় যোগ করিয়া উর্দ্ধ হইতে নিম্নে আনয়ন করিলে আবাহনী মুদ্রা হয়। ঐ আবাহনী মুদ্রার করতলদ্বয় অধোমুখ করিলেই সংস্থাপনীমুদ্রা হইয়া থাকে। উভয় হস্তে মুষ্টিবলপূর্ব্বক যোগ করিয়া অঙ্গুষ্ঠদ্বয় উন্নত করিলেই সন্নিধাপনীমুদ্রা বলা যায়। ৩। ঐ মুদ্রার উভয় হস্তের অঙ্গুষ্ঠদ্বয় অন্তঃপ্রবিষ্ঠ করিলেই সন্নিরোধনী মুদ্রা হয়। ৪। ঐ সন্নিরোধনীমুদ্রার মুষ্টিদ্বয় উত্তান করিলেই সম্মুখীকরণী মুদ্রা হয়। ৫। মন্ত্রমহোদধি, গন্ধর্বতন্ত্র, শ্যামারহস্য, দক্ষিণামুর্ত্তি সংহিতা ও শ্রীতত্ত্বচিন্তামণিতে আবাহন্যাদিমুদ্রা এইরূপেই কথিত হইয়াছে। গন্ধর্ব্বতন্ত্রে বিশেষ এই যে, আবাহনী মুদ্রার সময় তাহাতে এক অঞ্জলি পুষ্প লইতে হইবে এবং তাহাতে ত্রিপুরাপূজা প্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে যে, পুষ্পাঞ্জলিং বিনা দেবীং নবাহয়েৎ কদাচন। ইতি ॥ প্রমাণ যথা, উর্দ্ধাঞ্জলিমধঃ কুর্য্যাৎ ইয়মাবাহনী ভবেৎ। ইয়ন্তু বিপরীতা স্যাৎ তদা বৈ স্থাপনীভবেৎ। উর্দ্ধাঙ্গুষ্ঠমুষ্টিযোগং তদিয়ং সন্নিধাপনী। অন্তরঙ্গুষ্ঠযুগলং তদিয়ং সন্নিরোধনী। ইতি। মন্ত্রমহোদধিতে আবাহনী মুদ্রায় বিশেষ এই যে, অন্যামামুলসংলগ্নাঙ্গুষ্ঠপ্রাঞ্জলিরীরিতা। দেবাহ্বানকরী চৈষা মুদ্রাবাহনসংজ্ঞকা ॥

আসনমুদ্রা।-ষোড়শোপচারমুদ্রা দেখুন।

উদানমুদ্রা প্রাণাদিপঞ্চমুদ্রা দেখুন।

উন্মাদমুদ্রা। উন্মাদিনীমুদ্রা দেখুন।

উন্মাদিনীমুদ্রা করদ্বয় পরস্পর সম্মুখীন করিয়া মধ্যমার মধ্যভাগে কনিষ্ঠাদ্বয়কে পরস্পর সংযুক্ত করিবে এবং অনামিকাদ্বয়কে সরলভাবে রাখিয়া তাহার উপরিভাগে তর্জনীদ্বয় স্থাপন করিবে। পরে অঙ্গুষ্ঠদ্বয় দন্ডাকার করিয়া মধ্যমার নখপ্রদেশে স্থাপিত করিলেই উন্মাদিনী মুদ্রা, উন্মাদমুদ্রা ও সর্বোন্মাদিনী মুদ্রা হইবে। ইহাদ্বারা সর্বকামিনীর আকর্ষণ হইতে পারে। যথা তন্ত্রসার, গন্ধর্বতন্ত্র ও মন্ত্রমহোদধিতে, সম্মুখৌ তু করৌ কৃত্বা মধ্যমা মধ্যগেহনুজে। অনামিকে তু সরলে তদ্বহিস্তর্জনীদ্বয়ম্। দন্ডাকারৌ তথাঙ্গুষ্ঠৌ মধ্যমানখদেশগৌ। মুদ্রৈষোন্মাদিনী নাম্নাকর্ষণী সর্ব্বযোষিতাম্ ॥

কচ্ছপমুদ্রা। -কুর্মমুদ্রা দেখুন।..............

কপালমুদ্রা। - বামহস্ত কপালপাত্রবৎ করিয়া শরীর বামদিকে আনত করিয়াই পুনর্বার সরল করিবে। ইহারই নাম কপালমুদ্রা কাপালিকা মুদ্রা ও কাপালী মুদ্রা যথা জ্ঞানার্ণবে, - পাত্রবৎ বামহস্তন্তু কৃত্বাঙ্গং বামকে তথা। নিধায়োচ্ছ্রিতবৎ কুর্য্যান্মুদ্রা কাপালিকা মতা।

করকচ্ছপমুদ্রা। - কূর্মমুদ্রা দেখুন।

কলসমুদ্রা - দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠ বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠে যোগ করিয়া উভয় হস্তে এক মুষ্টি বন্ধন করিলেই কলসমুদ্রা ও কুম্ভমুদ্রা হইয়া থাকে। এই মুষ্টিমধ্যে জল রাখিবার নিমিত্ত অবকাশ (ফাঁক) রাখিতে হইবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, এই মুষ্টির মধ্যগত মুষ্টি শূণ্যগর্ভ হইবে। এই কলসমুদ্রা আর এক প্রকারে কথিত হইয়াছে যথা, - উভয় হস্তে একটি মুষ্টিবন্ধন করিয়া (জল লইবার সময়) অঙ্গুষ্ঠদ্বয় উর্দ্ধমুখ করিবে এবং (জল লইবার পর) ঐ অঙ্গুষ্ঠদ্বয় তর্জ্জনীর উপরি স্থাপন করিয়া কল্পিত কুম্ভের মুখ বন্ধ করিতে হইবে। (আবার মাথায় জল দিবার সময় ঐ অঙ্গুষ্ঠদ্বয় উৎক্ষিপ্ত করিয়া ঐ কল্পিত কুম্ভের মুখ খুলিয়া দিতে হইবে।) প্রমাণ যথা জ্ঞানার্ণবে, দক্ষাঙ্গুষ্ঠং করাঙ্গুষ্ঠে ক্ষিত্বা হস্তদ্বয়েন তু। সাবকাশামেকমুষ্টিং কুর্য্যাৎ সা কুম্ভমুদ্রিকা। অথবা; - মুষ্ট্যোরূর্দ্ধীকৃতাঙ্গুষ্ঠে তর্জন্যগ্রেষু; বিন্যসেৎ। সর্বরক্ষাকরী হ্যোষা কুম্ভমুদ্রা প্রকীর্ত্তিতা। শ্যামারহস্যে কুম্ভ মুদ্রার প্রমাণ এই রূপই আছে। গৌতমীয়তন্ত্রে কথিত হইয়াছে, বামহস্তকৃতামুষ্টির্দক্ষহস্তেন বেষ্টয়েৎ। কলসাখ্যা ভবেন্মুদ্রা সর্বপাপহরা শুভা ॥ ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বামহস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ঐ মুষ্টি দক্ষিণ করতলদ্বারা বেষ্টন করিবে। ইহারই নাম কলসমুদ্রা বা কুম্ভমুদ্রা।

কস্তুরীমুদ্রা।-সমুদায় অঙ্গুলীর অগ্রভাগ সংযুক্ত করিলে কস্তুরী বা শূকরী মুদ্রা হয়। এই মুদ্রা হোমবিশেষে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা শ্রীতত্ত্ব চিন্তামণি, তিস্রো মুদ্রাঃ স্মৃতা হোমে মৃগী হংসী চ কস্তুরী। কস্তুরী করসঙ্কোচী হংসী ত্যক্তকনিষ্ঠিকা। মৃগী কনিষ্ঠাতর্জন্যৌ ত্যক্ত্বা মুদ্রাত্রয়ং স্মৃতং ॥ মন্ত্রমহোদধি,-মধ্যমানামিকাঙ্গুষ্ঠযোগে মুদ। মৃগী মতা। হংসী কনিষ্ঠাহীনানাং সর্বাসাং যোজনে মতা। শূকরী করসংকোচে মুদ্রালক্ষণমীরিতম্ ॥ ইতি-

কাপালিকা মুদ্রা। - কপালমুদ্রা দেখুন।

কাপালী মুদ্রা। -কপালমুদ্রা দেখুন।............

কামমুদ্রা। হস্তদ্বয় পুটাকার করিয়া অঙ্গুলি প্রসারিত রাখিবে। পরে তর্জ্জনীদ্বয় মধ্যমার পৃষ্ঠে স্থাপন করিয়া অঙ্গুষ্ঠদ্বয় মধ্যমামধ্যে সংলগ্ন করিবে। ইহার নাম কামমুদ্রা। ইহার দ্বারা সমুদায় দেবতাই প্রীত হয়েন। যথা, হস্তৌ তু সংপুটৌ কৃত্বা প্রসৃতাঙ্গুলিকৌ তথা। তর্জ্জন্যৌ মধ্যমাপৃষ্ঠে অঙ্গুষ্ঠৌ মধ্যমাশ্রিতৌ ॥ কামমুদ্রেয়মুদিতা সর্ব্বদেবপ্রিয়ঙ্করী ॥

কালকর্ণিকা। - উভয় হস্তে মুষ্টিবন্ধনপূর্বক অঙ্গুষ্ঠদ্বয় উন্নত করিয়া ঐ মুষ্টিদ্বয় পরস্পর সংলগ্ন করিবে। পরে সেই অবস্থাতেই সেই মুষ্টিদ্বয়ের অঙ্গুষ্ঠদ্বয় আপনার অভিমুখে স্থাপন করিলেই কালকর্ণিকামুদ্রা বা কালকর্ণীমুদ্রা হয়। যথা, অঙ্গুষ্ঠাবুন্নতৌ কৃত্বা মুষ্টিসংলগ্নয়োর্দ্ধয়োঃ। তাবেবাভিমুখৌ কুর্যান্মুদ্রেষা কালকর্ণিকা।

কালকর্ণী। - কালকর্ণিকা দেখুন।

কুন্ডলীমুদ্রা।-বামহস্তে মুষ্টিবন্ধন পূর্বক দক্ষিন হস্তের তর্জনী সরলাকার করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশিত করিবে। ইহার নাম কুন্ডলীমুদ্রা যথা শ্রীতত্ত্ব চিন্তামণি,-মুষ্টিং বদ্ধা তলে মন্ত্রী তর্জনী দন্ডবচ্চরেৎ। সা কুন্ডলী নাম-।

কুম্ভমুদ্রা। কলসমুদ্রা দেখুন।

কূর্ম্মমুদ্রা। উত্তান বামহস্তের তর্জনী অগ্রে অধোমুখ দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠার অগ্র এবং ঐ বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠাগ্রে দক্ষিণহস্তের তর্জ্জনীর অগ্রভাগ যোজিত করিয়া দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠ উন্নতভাবে রাখিবে। পরে বামহস্তের মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্টাঙ্গুলি দক্ষিণহস্তের পৃষ্ঠদেশে স্থাপন করিবে এবং দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা ও অনামা বামহস্তের পিতৃতীর্থে অর্থাৎ তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের মধ্যভাগ দিয়া অধোমুখ করিয়া রাখিবে। এই অবস্থায় দক্ষিণহস্তে পৃষ্ঠদেশ কূর্মপৃষ্ঠসদৃশ উন্নত কিরতে হইবে। এই মুদ্রাকে কূর্মমুদ্রা, কচ্ছপমুদ্রা ও করকচ্ছপমুদ্রা বলে। দেবতার ধ্যানের সময় এই মুদ্রা প্রয়োগ হয়। প্রমাণ যথা, জ্ঞানার্ণবে, শ্যামারহস্যে কালিকাপুরাণে ও তন্ত্রসারে-বামহস্তস্য তর্জন্যাং দক্ষিণস্য কনিষ্ঠয়া তথা দক্ষিণতর্জ্জন্যাং বামাঙ্গুষ্ঠেন যোজয়েৎ ॥ উন্নতং দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠং বামস্য মধ্যমাদিকাঃ। অঙ্গলীর্যোজয়েৎ পৃষ্ঠে দক্ষিণস্য করস্য চ ॥ বামস্য পিতৃতীর্থেন মধ্যমানামিকে তথা অধোমুখে চ তে কুর্যাৎ দক্ষিণস্য করস্য চ ॥ কূর্মপৃষ্ঠসমং কুর্য্যাৎ দক্ষপাণিঞ্চ সর্ব্বতঃ। কূর্ম্মমুদ্রেয়মাখ্যাতা দেবতাধ্যানকর্ম্মণি ॥ ইতি।...............

কৌলিকীমুদ্রা মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠযোগে কৌলিকীমুদ্রা হয়। ইহা কুলার্ণব সম্মত তর্পণমুদ্রা যথা শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি মধ্যমাঙ্গুষ্ঠযোগেন মুদ্রা তু কৌলিকী স্মৃতা।

কৌস্তুভমুদ্রা দক্ষিণহস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলিকে দক্ষিণ অনামিকার পৃষ্ঠদেশে সংলগ্ন করিয়া রাখিবে। পরে বামহস্তের কনিষ্ঠাদ্বারা দক্ষিণহস্তের কনিষ্ঠা আবদ্ধ করিয়া দক্ষিণহস্তের তর্জনীদ্বারা বামহস্তের অনামিকা আবদ্ধ করিয়া বাম অনামিকা দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠমূলে সংলগ্ন করিবে। এবং বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমা সংযুক্ত রাখিয়া অপর অঙ্গুলিচতুষ্টয় সরল ও অগ্রভাগে সংযুক্ত রাখিবে। প্রণাম যথা জ্ঞাণার্ণবে, অনামাপৃষ্ঠসংলগ্না দক্ষিণস্য কণিষ্ঠিকা। কনিষ্ঠয়ান্যয়া বন্ধা তর্জ্জন্যা দক্ষয়া তথা। বামানামাঞ্চ বধ্নীয়াৎ দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ মূলকে। অঙ্গুষ্ঠমধ্যমে বামে সংযোজ্য সরলাঃ পরাঃ॥ চতস্রোপ্যগ্রসংলগ্না মুদ্রা কৌস্তুভসংগিকা॥ গৌতমীয়তন্ত্রে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন আছে যথা,-কামমুচ্চার্য্য বিধিবৎ নিক্ষিপেদ্ধৃদয়োপরি। কৃত্বেতরং করং বামে কৃত্বা সম্যক্ সমাঙ্গুলীঃ॥ অন্যোন্যপৃষ্ঠকরয়োর্মধ্যমানামিকাঙ্গুলীঃ। বামকনিষ্ঠয়া দক্ষ কনিষ্ঠাঞ্চ নিপীড্য চ॥ বামানামিকয়া দক্ষতর্জনীঞ্চ নিপীড়য়েৎ। বামাঙ্গুলিত্রয়োপরি কুর্য্যাদ্দক্ষিনহস্তকং। তথৈব বামতর্জন্যা দক্ষহস্তাঙ্গুলিত্রয়ম্। একত্র যোজিতাং কৃত্বা মুদ্রা স্যাৎ কৌস্তুভাত্মিকা॥ দক্ষিণে মণিবন্ধে চ বামাঙ্গুষ্ঠং নিয়োজয়েৎ। মুদ্রেয়ং কৌস্তুভাখ্যোক্তা দর্শনীয়া প্রযত্নতঃ॥ এই বৈষ্ণবী মুদ্রা শক্তিপূজায় অনাবশ্যক বলিয়া দ্বিতীয় প্রমাণের অনুবাদ দেওয়া হইল না।

ক্ষোভমুদ্রা - উভয় হস্তের মধ্যমাকে সঙ্কুচিত করিয়া মধ্যস্থলে রাখিয়া উভয় হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলিকা স্ব স্ব অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা আবদ্ধ করিবে। তর্জনীদ্বয় দন্ডাকার থাকিবে। মধ্যমার উপরি অনামিকা থাকিবে। ইহার নাম ক্ষোভমুদ্রা সংক্ষোভমুদ্রা, ক্ষোভনীমুদ্রা, সংক্ষোভণীমুদ্রা ও সর্ব্বসংক্ষোভণীমুদ্রা। প্রমাণ যথা গন্ধর্ব্বতন্ত্রে ও বামকেশ্বরতন্ত্রে, মধ্যমে মধ্যতঃ কৃত্বা কনিষ্ঠস্বুষ্ঠরোধিতে। তর্জন্যৌ দন্ডবৎ কৃত্বা মধ্যমোপর্য্যনামিকে॥ এষা তু পরমা মুদ্রা সর্ব্বসংক্ষোভকারিণী। থান্তং বহ্নিসমারূঢ়ং দ্বিতীয়স্বরভূষিতম্। নাদবিন্দুকলাযুক্তং বীজমস্তস্যাঃ প্রকীর্ত্তিতম্॥ ইতি।

ক্ষোভণীমুদ্রা। ক্ষোভমুদ্রা দেখুন।

খট্টাঙ্গমুদ্রা। দক্ষিণহস্তের পঞ্চাঙ্গুলি উর্দ্ধমুখে প্রসারিত করিয়া পরস্পর মিলিত করিলে খট্টাঙ্গমুদ্রা হইবে। ইহা মহাদেবের অতীব প্রিয়। যথা, পঞ্চাঙ্গুল্যো দক্ষিণাস্তু মিলিতা হ্যূর্দ্ধমুন্নতাঃ। খট্টাঙ্গমুদ্রা বিখ্যাতা দেবস্যাতি প্রিয়া মতা॥ ইতি॥................

খড়্গমুদ্রা দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠদ্বারা ঐ হস্তের কনিষ্ঠা অনামিকা আবদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট তর্জনী ও মধ্যমা একত্র করিয়া প্রসারিত করিলে খড়্গ মুদ্রা হইবে। যথা কৌলাবলী, শ্যামারহস্য ও জ্ঞানার্ণবে, কনিষ্ঠানামিকে বদ্ধা স্বাঙ্গুষ্ঠেনৈব দক্ষতঃ। শেষাঙ্গুলী তু প্রসৃতে সংসৃষ্টে খড়্গমুদ্রিকা ॥ ইতি॥

খেচরী মুদ্রা বামহস্ত দক্ষিণদিকে এবং দক্ষিণহস্ত বামদিকে পরস্পর বিপরীতমুখে স্থাপন করিবে। পরে বামহস্তের অনামিকার উপরি দক্ষকনিষ্ঠা ও দক্ষিণহস্তের অনামিকার উপরি বাম কনিষ্ঠা স্থাপন করিয়া উভয় হস্তের তর্জনীদ্বয় দ্বারা স্বস্ব মধ্যমার উর্দ্ধভাগ আক্রান্ত হইবে। এবং অঙ্গুষ্ঠদ্বয় সরলভাবে রাখিবে। ইহার নাম খেচরীমুদ্রা এই মহামুদ্রা রচনা দ্বারা সকলের তেজ হরণ করিতে পারা যায়। যথা মন্ত্রমহোদধিটীকা গন্ধর্ব্বতন্ত্র ও বামকেশ্বরতন্ত্র, সব্যং দক্ষিণদেশে তু দক্ষিণং বামদেশতঃ। বাহুং কৃত্বা মহেশানি হস্তৌ সম্পরিবর্ত্ত্য চ ॥ কনিষ্ঠানামিকে দেবি যুক্ত্যা তেন ক্রমেণ তু। তর্জনীভ্যাং সমাক্রান্তে সর্ব্বোর্ধ্বমপি মধ্যমে। অঙ্গুষ্ঠৌ চ মহেশানি কারয়েৎ সরলাবিহ ॥ ইয়ং সা খেচরীমুদ্রা নাম্না সর্বোত্তমা প্রিয়ে। রচিতেহয়ং মহামুদ্রা সর্বতেজোহপহারিণী ॥ শিবং চন্দ্রং তথা কান্তং পান্তং বহ্নি সমন্বিতং (বহ্নিন্দু-সংযুতং)। একাদশ-স্বরোপেতং বীজং তস্য প্রকীর্ত্তিতং ॥

গজতুন্ডমুদ্রা দক্ষিনহস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া তাহার মধ্যম অঙ্গুলি সরল ভাবে উর্দ্ধমুখ করিয়া দন্ডকার করিলে গজতুন্ডমুদ্রা হয। কোন কোন তন্ত্রে, ইহাকেই দন্তমুদ্রা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছে। প্রমাণ যথা - গন্ধর্ব্বতন্ত্রে, মুষ্টিমধ্যস্থিতাং দেবি অঙ্গুলি দন্ডবৎ কুরু। গজতন্ডা মহামুদ্রা গণপস্য সদা প্রিয়া ॥ তন্ত্রসারে যতা, উত্তানোর্দ্ধমুখী মধ্যা সরলা বদ্ধমুষ্টিকা দন্ডমুদ্রা সমাখ্যাতা সর্বাগমবিশারদৈঃ ॥ ইতি ॥

গজহস্তাখ্যমুদ্রা। গজতুন্ডমুদ্রা দেখুন।

গদামুদ্রা। হস্তদ্বয় পরস্পরাভিমুখে স্থাপন করিয়া অঙ্গুলি সমুদায় পরস্পর গ্রথিত করিবে। পরন্তু মধ্যমাদ্বয় প্রসারিত ও দন্ডাকার করিয়া পরস্পর সংলগ্ন করিবে। ইহার নাম গদামুদ্রা। এই মুদ্রা দর্শনে বিষ্ণু প্রীত হয়েন। যথা, কৌলাবলী ও তন্ত্রসারে, অন্যোন্যাভিমুখৌ হস্তৌ কৃত্বা তু গ্রথিতাঙ্গুলী। অঙ্গুলৌ মধ্যমে ভূয়ঃ সুলগ্নে সুপ্রসারিতে ॥ গদামুদ্রেয়মুদিতা বিষ্ণোঃ সন্তোষবর্দ্ধিনী ॥ ইতি।...............

গন্ধমুদ্রা। অঙ্গুষ্ঠদ্বয় স্ব স্ব কনিষ্ঠাঙ্গুলির মুলে সংলগ্ন করিলে গন্ধমুদ্রা হয়। যথা মন্ত্রমহোদধিটীকা। অঙ্গুষ্ঠৌ কনিষ্ঠামূললগ্নৌ গন্ধমুদ্রা ষোড়শোপচারমুদ্রা দেখুন।

গরুড়মুদ্রা। বামহস্ত দক্ষিণদিকে ও দক্ষিণহস্ত বামদিকে আনয়ন পূর্ব্বক উভয় করপৃষ্ঠ সংযুক্ত করিয়া কনিষ্ঠার সহিত কনিষ্ঠা, তর্জনীর সহিত তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের সহিত অঙ্গুষ্ঠ গ্রথিত করিবে। পরে মধ্যমা ও অনামিকাদ্বয় পক্ষদ্বয়ের ন্যায় পরিচালিত করিতে থাকিবে। ইহার নাম গরুড়মুদ্রা এই মুদ্রা দর্শনে বিষ্ণুর সন্তোষবৃদ্ধি হয। যথা তন্ত্রসারে হস্তে ৌ তু বিমুখৌ কৃত্বা গ্রথয়িত্বা কনিষ্ঠিকে। মিথস্তর্জনিকে শ্লিষ্টে শ্লিষ্টাবঙ্গুষ্ঠকে তথা ॥ মধ্যমানামিকে দ্বে তু দ্বৌ পক্ষাবিব চালয়েৎ। এষা গরুড়মুদ্রা স্যাৎ বিষ্ণোঃ সন্তোষবর্দ্ধিনী। মন্ত্র মহোদধিটীকা যতা, সন্মুখৌ তু করৌ কৃত্বা গ্রথয়িত্বা কনিষ্ঠিকে। পুনশ্চাধোমুখৌ কৃত্বা তজ্জন্যৌ যোজয়েৎ তয়োঃ ॥ মধ্যমানামিকে দ্বে তু পক্ষবিব বিচালয়েৎ। মুদ্রৈষা পক্ষিরাজস্য সর্ব্ববিঘ্ননিবারণী ॥ ইতি।

গালিনীমুদ্রা। করদ্বয় পরস্পর সম্মুখীন করিয়া দক্ষিণহস্তের কনিষ্ঠা বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠে এবং বামহস্তের কনিষ্ঠা দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠে সংযোজিত করিয়া দক্ষিণহস্তের তর্জনী, মধ্যমা ও অনামার সহিত অপর অনামা মধ্যমা ও তর্জনীর সহিত সরলভাবে যোগ করিলেই গালিনীমুদ্রা হইবে। যথা তন্ত্রসার, গৌতমীয়তন্ত্রে ও গন্ধর্ব্বতন্ত্রে, কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠকে সক্তৌ করয়োরিতরেতরম্। তজ্জনীমধ্যমানামাঃ সংহতা ভুগ্নবর্জিতাঃ ॥ মুদ্রৈষা গালিনী প্রোক্তা। ইতি ॥ গৌতমীয়তন্ত্রে স্থানান্তরে, করৌ প্রসার্য্য চান্যোন্যাং সংপুটক্রমযোগতঃ। প্রযোজ্য দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠং তথা বামকনিষ্ঠয়া বাময়া দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠং মুদ্রেয়ং গালিনী মতা। অর্ঘ্যস্য ফলদা প্রোক্ত শঙ্কস্যোপরি চালিতা ॥

গোমুদ্রা। উভয়হস্তের অঙ্গুলি সকলকে পরস্পরের সন্ধিমধ্যগত করিয়া উভয় হস্তের কনিষ্ঠার অগ্রভাগের সহিত উভয় হস্তের অনামিকার অগ্রভাগ যোগ করিবে। এইরূপে উভয় হস্তের তর্জনীর অগ্রভাগের সহিত উভয় হস্তের মধ্যমার অগ্রভাগ সংযুক্ত করিলে গোমুদ্রা ও ধেনুমুদ্রা হইবে। এই মুদ্রা দ্বারা সাধকগণ পূজাকালে নৈবেদ্যাদি উপকরণের অমৃতকরণ করিয়া থাকেন। এই নিমিত্ত কোন কোন তন্ত্রে ইহা অমৃতীকরণ মুদ্রা নামেও অভিহিত হইয়াছে।................

যথা শ্যাম্যারহস্য, তন্ত্রসার, গন্ধর্ব্বতন্ত্র ও কৌলাবলী- অন্যোহন্যাভিমুখা শ্লিষ্টা কনিষ্ঠানামিকা পুনঃ। তথৈব তর্জনীমধ্যা ধেনুমুদ্রা প্রকীর্ত্তিতা ॥ অমৃতীকরণং কুর্যাৎ তয়া সাধকসত্তমঃ। গৌতমীয়তন্ত্রে যথা, অঙ্গুলীঃ সংহতাঃ কৃত্বা করয়োর্বাম-দক্ষয়োঃ। বামানামাসমাযুক্তা দক্ষপাণিকনিষ্ঠিকা ॥ দক্ষস্য মধ্যমাক্রান্তা বামহস্ত স্য তর্জনী। বামমধ্যময়াক্রান্তা দক্ষহস্তস্য তর্জ্জনী। সংযুতৌ কারয়েদ্ বিদ্বানঙ্গুষ্ঠাবুভয়োরপি। ধেনুমুদ্রা নিগদিতা গোপিতা সাধকোত্তমৈঃ ॥ ইতি ॥ মন্ত্রমহোদধিটীকায় যাহা আছে তাহাও প্রায় এইরূপ।

গোযোনিমুদ্রা। দক্ষিণ হস্তে মুষ্ঠিবন্ধন পূর্ব্বক উত্তান ও শিথিল করিলেই গোযোনিমুদ্রা হয়। ইহা সাধকসম্প্রদায়ে প্রচলিত।

গ্রাসমুদ্রা। বামহস্তে অঙ্গুলিসমুদায় পরস্পর বিশ্লিষ্ট ও কিঞ্চিৎ আকুঞ্চিত হইবে, ইহারই নাম গ্রাসমুদ্রা। যথা শক্তানন্দতরঙ্গিণী, অঙ্গুল্যঃ কুঞ্চিতাঃ কার্য্যা বিরলাশ্চ পরস্পরম্। গ্রাসমুদ্রা সমাখ্যাতা সব্যে পাণৌ নিজোজয়েৎ ॥ কৌলাবলীতে কথিত হইয়াছে, বামহস্তে গ্রাসমুদ্রা গ্রাসবৎ পরিকীর্ত্তিতা ॥ মন্ত্রোমহোদধিতে কথিত হইয়াছে বামহস্তেন পদ্মাভাং গ্রাসমুদ্রা প্রদর্শয়েৎ। ইহাদ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে, গ্রাসমুদ্রা উর্দ্ধমুখ করিতে হইবে।

চক্রমুদ্রা। দক্ষিণহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলির গর্ভে দক্ষিণহস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলি থাকিবে এবং বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠগর্ভে বামকনিষ্ঠা থাকিবে। (অন্যঅঙ্গুলি সমুদায় প্রসারিত থাকিবে)। পরে বামহস্ত দক্ষিণে ও দক্ষিণহস্ত বামে লইয়া করদ্বয়ের পরস্পর যোগ করিলেই চক্রমুদ্রা হইবে। যথা, কৌলাবলীতে দক্ষিণেতরহস্তস্য বৃদ্ধাগর্ভকনিষ্ঠিকা্ দক্ষিণে যোজয়িত্বা তু কনিষ্ঠাগর্ভকং বুধঃ। বামে চ দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠং সাধকো বিনিজোজয়েৎ ॥ অন্যোহন্যযোগতশ্চৈব চক্রমুদ্রা প্রকীর্ত্তিতা ॥ মন্ত্রমহোদধিটীকা ও তন্ত্রসারে যথা, হস্তৌ তু সম্মুখৌ কৃত্বা সুলগ্নৌ সুপ্রসারিতৌ। কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠকৌ লগ্নৌ মুদ্রৈষা চক্রসংজ্ঞিকা। ইতি।

চতুরস্রমুদ্রা। অঙ্গুলিসমুদায় প্রসারিত করিয়া করতলদ্বয় অধোমুখে ভূমিতে স্থাপন করিলে চতুরস্র বা চতুরস্রিকা মুদ্রা হয়। যথা কৌলাবলীতে, অধোমুখো সমৌ কৃত্বা ভূমৌ পাণিতলদ্বয়ম্। সকলাঙ্গুলিভিঃ সম্যক্ মুদ্রেয়ং চতুরস্রিকা ॥

চতুরস্রিকামুদ্রা। চতুরস্রমুদ্রা দেখুন।..............

চর্ম্মমুদ্রা। বামহস্ত তির্য্যগ্‌ভাবে প্রসারিত করিয়া অঙ্গুলিসমুদায় আকুঞ্চিত ও মুষ্ঠিবদ্ধ করিবে। ইহারই নাম চর্ম্মমুদ্রা। যথঅ তন্ত্রসারে, বামহস্তং তথা তির্য্যক্‌ কৃত্বা চৈব প্রসার্য্য চ। আকুঞ্চিতাঙ্গুলীঃ কুর্য্যাৎ চর্মমুদ্রেয়মীরিতা ॥

চাপমুদ্রা। বামহস্তের তর্জ্জনীর অগ্রভাগ বামহস্তের মধ্যমাগ্রের সহিত যোগ করিবে। পরে ঐ হস্তের অঙ্গুষ্ঠদ্বারা কনিষ্ঠা ও অনামিকা চাপিয়া রাখিবে। এইরূপ করিয়া বামস্কন্ধে স্থাপন করিলেই চাপমুদ্রা বা ধনুমুদ্রা হইবে। যথা তন্ত্রসারে বামস্য মধ্যমাগ্রন্তু তর্জন্যগ্রেন যোজয়েৎ। অনামিকাং কনিষ্ঠাঞ্চ তস্যাঙ্গুষ্ঠেন পীড়য়েৎ। দর্শয়েৎ বামকে স্কন্ধে ধনুর্মুদেয়মীরিতা ॥ জ্ঞাণার্ণবে অন্যপ্রকার চাপমুদ্রা কথিত হইয়াছে যথা, যথা হস্তগতং চাপং তথা হস্তং কুরু প্রিয়ে। চাপমুদ্রেয়মাখ্যাতা বামহস্তে ব্যবস্থিতা ॥ যথা বামহস্তে যরূপ ধনুক ধারণ করিতে হয়, বামহস্ত সেইরূপ করিলেই চাপমুদ্রা বা ধনুর্মুদ্রা হইবে।

চিন্মুদ্রা। জ্ঞানমুদ্রা দেখুন।

ছোটিকা মুদ্রা। স্ফোটিকামুদ্রাকেই ছোটিকামুদ্রা বলে। অঙ্গুষ্ঠমধ্য ও তর্জন্যগ্রপৃষ্ঠভাগের উৎক্ষেপদ্বারা যে শব্দ করা হয়, তাহার নাম ছোটিকা বা স্ফোটিকামুদ্রা। দশদিগ্বন্ধনের সময় ফট্‌ এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক এই মুদ্রা দশদিকে প্রয়োগ করিতে হয। মন্ত্রমহোদধির টীকায় কথিত হইয়াছে অঙ্গুষ্ঠতর্জনীস্ফোটং স্ফোটিকামুদ্রা। ফেৎকারিণীত্রন্ত্র কথিত হইয়াছে ততো বৈ বৈন্ধয়েদ্দশ। অঙ্গুষ্ঠতর্জন্যগ্রাভ্যাং দিশঃ পূর্বাদিকাঃ ক্রমাৎ ॥ ইতি।

জ্ঞানমুদ্রা। দক্ষিণহস্তের তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ সংযুক্ত করিয়া সম্মুখে স্থাপন করিবে এবং বামহস্ত বাম জানুর উপরি স্থাপন করিতে হইবে। ইহার নাম জ্ঞানমুদ্রা বা চিন্মুদ্রা। এই জ্ঞানমুদ্রা রামচন্দ্রের অতীব প্রিয় যথা তন্ত্রসারে, তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠকৌ সক্তাবগ্রতো বিন্যসেৎ সুধীঃ। বামহস্তাম্বুজং বামজানুমুর্দ্ধান বিন্যাসেৎ ॥ জ্ঞানমুদ্রা ভবেদেষা রামচন্দ্রস্য প্রেয়সী ॥ রামচন্দ্রে পূজায় যে জ্ঞানমুদ্রা প্রদর্শন করিতে হয়, তাহাই কথিত হইল। সাধারণ দেবদেবীর পূজায় উপচার দানে যে জানমুদ্রা ব্যবহৃত হয় তাহা স্বতন্ত্র। যথা কৌলাবলীতে, জ্ঞানাখ্যমুদ্রয়া চৈব পূজয়েৎ পরমেশ্বরীং। অঙ্গুষ্ঠতর্জনীভ্যান্তু..................

জ্ঞানমুদ্রা প্রকীর্ত্তিতা। এই জ্ঞানমুদ্রাতে বামজানুর উপরি বামহস্ত স্থাপন করিতে হয় না। আর সমুদায় এক প্রকার।

জ্বালিনীমুদ্রা। উভয়হস্তের মণিবন্ধ সংযুক্ত করিয়া সমুদায় অঙ্গুলি প্রসারিত করিবে। এবং অঙ্গুষ্ঠে অঙ্গুষ্ঠে ও কনিষ্ঠাতে কনিষ্ঠাতে মিলিত হইয়া করতলমধ্যে প্রসারিত হইবে। ইহার নাম জ্বালিনীমুদ্রা। যথা, মন্ত্র মহোদধিটীকা, মণিবন্ধযুতৌ কৃত্বা প্রসৃতাঙ্গুলিকৌ করৌ। কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠ যুগলে মিলিত্বান্তঃপ্রসারিতে জ্বালিনীনামমুদ্রেয়ং বৈশ্বানরপ্রিয়ঙ্করী ॥ ইতি ॥ কৌলাবলী, শাক্তানন্দতরঙ্গিনী ও সারদাতিলকটীকায় জ্বালিনী মুদ্রার অন্যপ্রকার লক্ষণ কথিত হইয়াছে যথা, মণিবন্দৌ সমৌ কৃত্বা করৌ তু প্রসৃতাঙ্গুলী। মধ্যমে মিলিতে কৃত্বা তন্মধ্যেহঙ্গুষ্ঠকৌ ক্ষিপেৎ. ইয়ং স্যাজ্জ্বালিনীমুদ্রা পরমা হোমকর্ম্মণি ॥ ইহার অর্থ এই যে, দুই হস্তের মণিবন্ধ একত্র করিয়া অঙ্গুলিসমাদায় প্রসারিত করিবে। পরে উভয় হস্তের মধ্যমার অগ্রভাগ পরস্পর সংযুক্ত করিয়া তন্মধ্যে অঙ্গুষ্ঠদ্বয় স্থাপন করিবে। ইহার নাম জ্বালিনীমুদ্রা। হোম করিবার সময় এই মুদ্রাই প্রশস্ত। ফলতঃ এইরূপ জ্বালিনীমুদ্রাতে অগ্নির সপ্তজিহ্বা প্রদর্শিত হইতে পারে।

ডমরুমুদ্রা। দক্ষিণহস্তে শিথিলরূপে মুষ্টিবন্ধন করিয়া মধ্যমা ইষৎ উন্নত করিয়া রাখিবে। পরে ঐ মুষ্টিবদ্ধহস্ত উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া কর্ণদেশের নিকট লইয়া ডমরু বাজাইবার ন্যায় পরিচালিত করিতে থাকিবে। ইহার নাম ডমরুমুদ্রা বা ডমরুকামুদ্রা। যথা তন্ত্রসারে, মুষ্টিঞ্চ শিথিলং বন্ধা ঈষদুচ্ছ্রিতমধ্যমাং। দক্ষিণান্তর্দ্ধমুন্নমা কর্ণদেশে প্রচালয়েৎ ॥ এষা ডমরুকা মুদ্রাসর্ব্ববিঘ্নবিনাশিনী ॥ ইতি ॥

তত্ত্বমুদ্রা। বামহস্তের অঙ্গুষ্ট ও অনামিকার অগ্রভাগ সংযুক্ত করিলে তত্ত্বমুদ্রা ও সঙ্কেতমুদ্রা হয়। এই তত্ত্বমুদ্রা দ্বারা গুরু ও দেবতাগণের তর্পণ করা বিধেয়। যতা কৌলাবলী ও শ্যামারহস্যে, অঙ্গুষ্ঠানাকাভ্যান্ত বামহস্তস্য সর্ব্বদা। কথিতা তত্ত্বমুদ্রেয়ং যোজিতা তর্পণে বুধৈঃ। গন্ধর্বতন্ত্রে তত্ত্বমুদ্রার লক্ষণ যথা অঙ্গুষ্ঠানামিকাযোগাৎ তত্ত্বমুদ্রেয়মীরিতা। অঙ্গুষ্ঠং শিবমিত্যাহূরনামা শক্তিরচ্যুতে। তর্পণন্তু তয়োর্যোগাদমৃতৈর্ব্বামপাণিনা ॥ ফলতঃ উভয় হস্তেই তত্ত্বমুদ্রা হইতে পারে। বামহস্ত তত্ত্বমুদ্রার যোগে তর্পণ করিবার ও বিধি আছে।....

তর্জনীমুদ্রা। বামহস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া তর্জনী ও মধ্যমা প্রসারিত করিবে ইহার নাম তর্জনীমুদ্রা। যথা তন্ত্রসারে, বামমুষ্টি বিধায়াথ তর্জনীমধ্যমে ততঃ। প্রসার্য্য তর্জনীমুদ্রা নির্দিষ্টা বজ্রপাণিনা ॥ ডামরোক্ত তর্জনীমুদ্রা স্বতন্ত্র।

তর্পণমুদ্রা। বশীকরণ করিবার সময় অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠযোগে তর্পণ করিবে। অভিচার কার্য্যের সময় অঙ্গুষ্ট ও তর্জনীযোগে তর্পণ করিতে হইবে। স্তম্ভনকার্য্যের সময় কনিষ্ঠা অঙ্গুষ্ঠযোগে তর্পণ করিবে। এই সকল মুদ্রায় ও কৌলিকীমুদ্রায় তর্পণ করা কালুর্ণবতন্ত্রসম্মত। সময়াচার সম্মত তর্পণ এই যে, বামহস্ততত্ত্বমুদ্রায় শোধিত দ্রব্য এবং দক্ষিণহস্তের তত্ত্বমুদ্রায় শুদ্ধি লইয়া উভয় তত্ত্বমুদ্রার যোগে ভগবতীর তর্পণ করিতে হইবে। যথা শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি অনামাঙ্গুষ্ঠযোগেন বশ্যকর্ম্মাণি তর্পয়েৎ। অঙ্গুষ্ঠতর্জনীভ্যান্তু তর্পয়েদভিচারকে। কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠযোগেন তর্পয়েৎ স্তম্ভনে সুধীঃ।কুলার্ণবাখ্যতন্ত্রস্য মতং তর্পণমীরিতং। শুদ্ধং দ্রব্যং সমাদায় তর্পয়েৎ তত্ত্বমুদ্রয়া। অঙ্গুষ্ঠানামিকামধ্যে শুদ্ধিং সংগৃহ্য যত্নতঃ। বামেন দক্ষিণেনৈব দেবীং সন্তর্পয়েদ্বুধঃ। এবং সন্তর্পণং প্রোক্তং সময়াচারসম্মতম্॥

ত্রিখণ্ডমুদ্রা। উত্তান বামকরতলের উপর অধোমুখ দক্ষিণ করতল বিপরীতভাবে স্থাপন করিবে। পরে উভয় হস্তের তর্জনীর সহিত উভয় হস্তের অনামা যোগ করিয়া, মধ্যমার সহিত মধ্যমা এবং উর্দ্ধভাগে অঙ্গুষ্ঠের সহিত অঙ্গুষ্ঠ ও অধোভাগে কনিষ্ঠার সহিত কনিষ্ঠা সংযুক্ত করিবে। ইহার নাম ত্রিখণ্ডমুদ্রা বা ত্রিখণ্ডীমুদ্রা। উর্দ্ধে অঙ্গুষ্ঠ নিম্নে কনিষ্ঠা ব্যতীত মধ্যে তিনখণ্ড যুগল অঙ্গুলিদ্বারা এই মুদ্রা হওয়াতে ইহা ত্রিখণ্ডমুদ্রা নামে কথিত হইয়াছে। এই মুদ্রাদ্বারা ত্রিপুরা দেবীর আহ্বান করা হইয়া থাকে। যথা গন্ধর্ব্বতন্ত্রে পাণিদ্বয়ং সমং সম্যক্ পরিবর্ত্তনযোগতঃ। যোজয়িত্বা তর্জনীভ্যামনামে ধারয়েত্ততঃ মধ্যমে যোজয়েন্মধ্যে কনিষ্ঠে তদধস্ততঃ। অঙ্গুষ্ঠাবপি সংযোজ্যা ত্রিধা যুগ্মক্রমেণ তু। ত্রিখণ্ডেয়ং মহামুদ্রা। ত্রিপুরা হবানকর্ম্মাণি ॥ ইতি ॥ তন্ত্রসারে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন আছে যথা, পরিবর্ত্ত্য করৌ স্পৃষ্টাবঙ্গুষ্ঠৌ কারয়েৎ সমৌ। অনামান্তর্গতে কৃত্বা তর্জন্যৌ কুটিলাকৃতী কনিষ্ঠিকে নিযুঞ্জীত নিজস্থানে মহেশ্বরি ॥ ত্রিখণ্ডেয়ং সমাখ্যাতা ত্রিপুরাধ্যানকর্ম্মাণি ॥ তন্ত্রসারে কথিত হইতেছে যে, ত্রিখণ্ডমুদ্রায ত্রিপুরার.................

ধ্যান করিতে হইবে। গন্ধর্ব্বতন্ত্রে ও মন্ত্রমহোদধিটীকাতে কথিত হইয়াছে অন্যান্য দেবতার ন্যায় কূর্ম্মমুদ্রায় ত্রিপুরার ধ্যান করিয়া ত্রিখণ্ডমুদ্রায় ত্রিপুরার আহ্বান করিতে হইবে। ফলতঃ ত্রিখণ্ডমুদ্রা করিয়া ত্রিপুরার ধ্যান করা অথবা আবাহনীমুদ্রা না করিয়া ত্রিখণ্ডমুদ্রায় দেবতার আবাহন করা কোন তন্ত্রেরই অভিপ্রেত নহে। শ্রীতত্ত্বচিন্তামণিতে যদিও কথিত হইয়াছে যে, ত্রিখণ্ডমুদ্রার ধ্যান করিবে, তথাপি কোন সময় ত্রিখণ্ডমুদ্রা করিবে স্পষ্টই ব্যক্ত আছে। ফলতঃ কূর্ম্মমুদ্রায় পুষ্প লইয়া দ্বিতীয় ধ্যানপূর্ব্বক যথারীতি যন্ত্রোপরি পুষ্প স্থাপন করিয়াই ত্রিখণ্ডমুদ্রা বন্ধনপূর্ব্বক মহাপদ্মবনান্তঃস্থে' ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ করিয়া আহ্বান পূর্ব্বক পরিশেষে আবাহন্যাদি মুদ্রা প্রদর্শন পূর্ব্বক আবাহন করিবে। ধ্যান ও আবাহনের মধ্যস্থলে এই ত্রিখণ্ডমুদ্রা করিতে হয় বলিয়া কোন তন্ত্রে বলিতেছেন আবাহনে প্রয়োগ করিবে ও কোন তন্ত্রে বলিতেছেন ধ্যানের সময় প্রয়োগ করিবে। ফলতঃ সকল তন্ত্রেরই উদ্দেশ্য এক। সাধক সম্প্রদায়ের মতানুসারে উত্তান বামহস্তের মধ্যমা ও অনামা সঙ্কুচিত করিয়া অপর অঙ্গুলিত্রয় উর্দ্ধমুখ ও সরলাকার করিলেই ত্রিখণ্ডমুদ্রা হয়। সাধকগণ এই মুদ্রার দ্বারা দ্রব্য অর্পণ, দ্রব্যদান ও দ্রব্য গ্রহণ করিয়া থাকেন।

ত্রিশিখমুদ্রা। ত্রিশূলমুদ্রা দেখুন।

ত্রিশূলমুদ্রা। দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠদ্বারা কনিষ্ঠাঙ্গুলি বন্ধ করিয়া অপর অঙ্গুলিত্রয় বিশ্লিষ্ট ও প্রসারিত করিবে। ইহার নাম ত্রিশূলমুদ্রা ও ত্রিশিখমুদ্রা যথা তন্ত্রসারে, অঙ্গুষ্ঠেন কনিষ্ঠান্তু বদ্ধা শ্লিষ্টাঙ্গুলিত্রয়ং। প্রসারয়েৎ ত্রিশূলাখ্যামুদ্রৈষা পরিকীর্ত্তিতা ॥ ইতি ॥

ত্রৈলোক্যমোহিনীমুদ্রা। উভয়হস্তে মুষ্টিবন্ধন করিয়া অঙ্গুষ্ঠদ্বয় উর্দ্ধে প্রসারিত করিলে ত্রৈলোক্যমোহিনীমুদ্রা হয়। যথা তন্ত্রাসারে উচ্ছ্রিতাঙ্গুষ্ঠমুষ্ঠি স্বে মুদ্রা ত্রৈলোক্যমোহিনী ॥

ত্রৈলোক্যকর্ণিণীমুদ্রা। আকর্ষণী দেখুন।

দণ্ডমুদ্রা (দন্তমুদ্রা)। দক্ষিণহস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া মধ্যমাঙ্গুলি সরল ও উর্দ্ধমুখী করিবে ইহার নাম দণ্ডমুদ্রা (দন্তমুদ্রা)। যথা তন্ত্রসারে, উত্তা

নোর্দ্ধমুখী মধ্যাসরলা বদ্ধমুষ্টিকা। দন্ডমুদ্রা (দন্তমুদ্রা) সমাখ্যাতা সর্ব্বাগমবিশারদৈঃ ॥

দন্তমুদ্রা। দণ্ডমুদ্রা দেখুন।

দানবধুমিকামুদ্রা। করদ্বয় পরিবর্ত্তিত করিয়া উভয় কনিষ্ঠাদ্বারা উভয় মধ্যমা আকর্ষণ করিবে নিম্নে আনামাদ্বয় এবং তর্জনীদ্বয় পরস্পর দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিয় ঐ অনামিকাদ্বয়কে অঙ্গুষ্ঠাগ্রে সংযুক্ত করিবে। ইহার নাম দানিবধুমিকামুদ্রা। দানবধুমিণীমুদ্রা ও দৈত্যধুমিনীমুদ্রা যথা তন্ত্রসারে, পরিবৃত্য করৌ স্পৃষ্টৌ কনিষ্ঠাকষ্টমধ্যমে। অনামাযুগলঞ্চাধঃ তর্জনী যুগলং পৃথক্ ॥ অন্যোন্যং নিবিড়ং বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠাগ্রেহনামিকে ততঃ। দানবধূমিকেত্যাখ্যা মুদ্রৈষা কথিতা প্রিয়ে।

দিব্যমুদ্রা। - অনিমেষনয়নে দৃষ্ঠি করিয়া অবস্থানের নামই দিব্যমুদ্রা বা দিব্যদৃষ্টি।

দীপমুদ্রা। ষোড়শোপচারমুদ্রা দেখুন।

দূর্গামুদ্রা। - দৌর্গীমুদ্রা দেখুন।

দৈত্যধূমিনীমুদ্রা। - দানবধুমিকামুদ্রা দেখুন।

দৌর্গীমুদ্রা। - দুইহস্তে মুষ্টি বন্ধন পূর্বক বামমুষ্ঠির উপরি দক্ষিণমুষ্টি স্থাপন করিয়া মস্তকোপরি রাখিলে দৌর্গীমুদ্রা বা দুর্গামুদ্রা হইয়া থাকে। যথা তন্ত্রসারে. - মুষ্টিং কৃত্বা করাভ্যাঞ্চ বামস্যোপরি দক্ষিণং। কৃত্বা শিরসি সংযোজ্য দুর্গামুদ্রেয়মীরিতা ॥ ইতি।

দ্রাবিণীমুদ্রা। ক্ষোভমুদ্রা রচিত করিয়া মধ্যমাদ্বয় যদি সরলাকার করা যায় তাহা হইলে দ্রাবিণী, বিদ্রাবিণী সর্বদ্রাবিণী ও সর্ব্ববিদ্রাবিণীমুদ্রা হইয়া থাকে। প্রমাণ যথা, বামকেশ্বরতন্ত্র, তন্ত্রসার, মন্ত্রমহোদধি ও গন্ধর্ব্বতন্ত্রে সর্ব্ব সংক্ষোভমুদ্রায়াঃ মধ্যমে সরলে যদা। ক্রিয়তে পরমেশানি সর্ব্ববিদ্রাবিণী তদা।

ধনুমুদ্রা। - চাপমুদ্রা দেখুন।

ধূপমুদ্রা। - অঙ্গুষ্ঠদ্বয় স্ব স্ব তর্জ্জনীমূলে সংলগ্ন করিয়া মধ্যমা, অনামা ও কনিণষ্ঠাঙ্গুলি সঙ্কুচিত করিবে। ইহার নাম ধূপমুদ্রা বা ধূপপ্রদানমুদ্রা। ধূপ প্রদানকারে এই মুদ্রা প্রদর্শন করিলে দেবতা পরিতুষ্ঠ হয়েন। প্রমাণ যথা শ্রীতত্ত্বচিন্তামণিতে, অঙ্গুষ্ঠঃ তর্জ্জনীলগ্নং তিস্রঃ সঙ্কুচিতাঃ পরাঃ। মুদ্রা..............

ধূপপ্রদানা স্যাৎ দেবানাং তুষ্টিকারিণী ॥ মন্ত্রমহোদধিতে কথিত হইয়াছে, 'তর্জ্জনীমূলয়োরঙ্গুষ্ঠযোগেন ধূপমুদ্রা'। অর্থাৎ তর্জ্জনীমূলে স্ব স্ব অঙ্গুষ্ঠযোগ করিলেই ধূপমুদ্রা হইবে।

ধেনুমুদ্রা। - গোমুদ্রা দেখুন।

নভোমুদ্রা। - স্থির হইয়া উর্দ্ধদিকে জিহ্বা চালিত করিয়া কুম্ভকদ্বারা বায়ুরোধ করিবে ইহাকে নভোমুদ্রা ও আকাশমুদ্রা বলে। যথা যোগশাস্ত্রে উর্দ্ধজিহ্বঃ স্থিরো ভূত্বা ধারয়েৎ পবনং সদা। নভোমুদ্রা ভবেদেষা যোগিনাং রোগনাশিনী ॥

নাদমুদ্রা। - দক্ষিণহস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া তাহার তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ উন্নত রাখিবে। ইহার নাম নাদমুদ্রা যথা, শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি 'মুষ্টিরুত্তর্জন্যঙ্গুষ্ঠা দক্ষিণা নাদমুদ্রিকা ॥

নারসিংহীমুদ্রা। - অঙ্গুষ্ঠদ্বারা স্ব স্ব কনিষ্ঠা নিপীড়ণ পূর্ব্বক অবশিষ্ঠ অঙ্গুলি অধোমুখ করিবে। ইহার নাম নৃহরিমুদ্রা, নৃসিংহমুদ্রা ও নারসিংহীমুদ্রা। প্রমাণ যথা তন্ত্রসারে, অঙ্গুষ্ঠাভ্যান্ত করয়োস্তথাক্রম্য কনিষ্ঠিকে। অধোমুখীভিঃ সর্ব্বাভির্মুদ্রেয়ং নৃহরের্মতা ॥ ইতি। প্রকারান্তর যথা, করদ্বয় জানুদ্বয় মধ্যে দিয়ে ভূমিসংলগ্ন করিবে। পরে মুখ বিবৃত ও জিহ্বা লেলিহানা করিয়া চিবুক ও ওষ্ঠ সমভাবে রাখিবে এবং পুনঃ পুনঃ কম্পমান হইতে থাকিবে। ইহার নাম নারসিংহীমুদ্রা এই মুদ্রা দ্বারা নৃসিংহদেব প্রীত হয়েন। যথা তন্ত্রসারে জানুমধ্যে করৌ কৃত্বা চিবুকোষ্ঠৌ সমাবুভৌ। হস্তৌ তু ভূমিসংলগ্নৌ কম্পমানঃ পুন পুনঃ ॥ মুখং বিবৃতকং কুর্য্যাৎ লেলিহানাঞ্চ জিহ্বিকাং। নারসিংহী ভাবেদেষা মুদ্রা তৎপ্রীতিবর্দ্ধিনী ॥

নারাচমুদ্রা। - তর্জনীর অগ্রভাগে অঙ্গুষ্ঠাগ্রযোগ করিয়া অন্য অঙ্গুলি সমুদায় উর্দ্ধে প্রসারিত করিবে। এবং এইরূপ মুদ্রাযুক্ত হস্ত দক্ষিণস্কন্ধের উপরি স্থাপন করিবে। ইহার নাম নারাচমুদ্রা ও বাণমুদ্রা যথা কৌলাবলীতন্ত্রে, অঙ্গুষ্ঠাগ্রে তু তর্জ্জন্যাঃ সংযোজ্যাদোর্দ্ধরেখয়া। অন্যাঙ্গুলীস্তথোর্দ্ধঞ্চ নারাচঃ স্যাৎ প্রসার্য্য তাঃ ॥ ইতি। তন্ত্রসারে কথিত হইয়াছে, দক্ষিণহস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া তাহার তর্জ্জনী দীর্ঘাকার করিলেই বাণমুদ্রা বা নারাচমুদ্রা হইবে। যথা দক্ষমুষ্টেস্তু তর্জন্যাঃ দীর্ঘয়া বাণমুদ্রিকা ॥ ইতি। জ্ঞানার্ণবে..............

কথিত হইয়াছে, শর প্রয়োগ করিবার সময় যেরূপে বাণ ধরিতে হয় দক্ষিণ হস্ত সেইরূপ করিলেই বাণমুদ্রা বা নারাচমুদ্রা হইবে। যথা, যথা হস্তগতা বাণস্তথা হস্তং কুরু প্রিয়ে। বাণমুদ্রেয়মাখ্যাতা বিপুবর্গনিকৃন্তনি ॥ ইতি।

নৃসিংহমুদ্রা। নারসিংহীমুদ্রা দেখুন।

নৃহরিমুদ্রা। নারসিংহীমুদ্রা দেখুন।

নৈবেদ্যমুদ্রা। ষোড়শোপচারমুদ্রা দেখুন।

পঞ্চমুখমুদ্রা উভয় হস্তের মণিবন্ধ সংযুক্ত করিয়া সমুদায় অঙ্গুলির অগ্রভাগ পরস্পর সংযুক্ত ও মিলিত করিবে ইহার নাম পঞ্চমুখমুদ্রা। যথা মন্ত্রমহোদধি, মণিবন্ধকরৌ যুক্তাবঙ্গুল্যগ্রাণি মেলয়েৎ। মুদ্রা পঞ্চমুখখ্যেয়ং দর্শিতা শিবতোষিণী ॥ ইতি।

পদ্মমুদ্রা। হস্তদ্বয় পরস্পর সম্মুখীন করিয়া অঙ্গুলিসমুদায় ইষৎ বক্র ও উন্নত করিবে। পরন্তু করতলদ্বয়ের মধ্যে অঙ্গুষ্ঠদ্বয় মিলিত থাকিবে। ইহার নাম পদ্মমুদ্রা। যথা কৌলাবলী ও তন্ত্রসারে, হস্তৌ তু সম্মুখৌ কৃত্বা উন্নত প্রণতাঙ্গুলীঃ। তলান্তমিলিতাঙ্গুষ্ঠৌ কৃত্বৈষা পদ্মমুদ্রিকা ॥ ইতি।

পরমীকরণমুদ্রা। অঙ্গুষ্ঠদ্বয় পরস্পর গ্রথিত করিয়া অপর অঙ্গুলি সমুদায় প্রসারিত করিবে। ইহার নাম পরমীকরণমুদ্রা ও মহামুদ্রা। যথা কৌলাবলী ও তন্ত্রসারে, ও অন্যোন্য গ্রথিতাঙ্গুষ্ঠা প্রসারিতাপরাঙ্গুলী। মহামুদ্রেয়মুদিতা পরমীকরণে বুধৈঃ ইতি শাক্তানন্দতরঙ্গিণীতে অন্যপ্রকার কথিত হইয়াছে যথা করাবেকত্র সংযোজ্য অধোভূতমিব প্রিয়ে। পরমীকরণে নাম মুদ্রেয়মিতি বিখ্যাতা।

পরশুমুদ্রা। তির্য্যগ্‌ভাবে করতলে করতল সংযুক্ত করিয়া, অঙ্গুলি সমুদায় সংযুক্ত ও দন্ডাকার রাখিবে। ইহার নাম পরশুমুদ্রা। যথা তন্ত্রসারে তলে তলন্তু করয়োস্তির্য্যক্ সয়যোজ্য চাঙ্গুলীঃ। সংহতাঃ প্রসৃতাঃ কুর্যাৎ মুদ্রা পরশুসংজ্ঞিকা ॥ ইতি।

পাদ্যমুদ্রা। ষোড়শোপচারমুদ্রা দেখুন।

পানপাত্রমুদ্রা। কপালমুদ্রাকেই পানপাত্রমুদ্রা বলে।

পাশমুদ্রা। হস্তদ্বয় মুষ্ঠিবদ্ধ করিয়া বামমুষ্ঠির তর্জ্জনী দ্বারা দক্ষমুষ্ঠির তর্জ্জনী সংযুক্ত করিয়া স্ব স্ব তর্জন্যগ্রে নিক্ষিপ্ত করিবে। ইহার নাম পাশমুদ্রা। যথা কৌলাবলী ও তন্ত্রসারে.............

এই পঞ্চমুদ্রা প্রদর্শনকালে বামহস্তেঈষৎ বিকশিত কমলসদৃশ গ্রাসমুদ্রা প্রদর্শন করিতে হইবে। প্রমান যথা, কৌলাবলী ও শ্রীতত্ত্বচিন্তামণিতে প্রাণাপানস্তথা ব্যান উদ্যানাখ্যঃ সমাকঃ। চতুর্থ্যাথাগ্নিজায়ান্তঃ মুদ্রামন্ত্রে ধ্রুবাদিকঃ। বৃদ্ধানামাকনিষ্ঠাভিঃ প্রাণমুদ্রা প্রকীর্ত্তিতা। কনিষ্ঠবর্জ্জং সর্ব্বাভিরুদানস্য প্রকীর্ত্তিতা।। সমানমুদ্রা সর্ব্বাভিরঙ্গুলীভিরুদীরিতা। বামহস্তে গ্রাসমুদ্রা বিকচোৎপলসন্নিভা।। ইতি। ক্রমদীপিকাতেএবং শাক্তানন্দতরঙ্গিনীতে এইরূপই আছে। এই পঞ্চমুদ্রাবিষয়ে এবং ইহার ক্রমবিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন তন্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কথিত হইয়াছে। যথা মন্ত্রমহোধিতে কনিষ্ঠা, অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠযোগে প্রাণমুদ্রা। ১। তর্জনী মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠযোগে অপানমুদ্রা ২। অনামা, মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠযোগে উদানমুদ্রা। ৩। কনিষ্ঠা ভিন্ন অঙ্গুলিচতুষ্টয়যোগে ব্যানমুদ্রা। ৪। সমুদায় অঙ্গুলিযোগে সমানমুদ্রা।৫। গৌতমীয়তন্ত্রে কথিত হইয়াছে, অঙ্গুষ্ঠ অনামিকা ও মধ্যমাযোগে প্রাণমুদ্রা। ১। অঙ্গুষ্ঠা কনিষ্ঠা ও অনামাযোগে অপানমুদ্রা। ২। অঙ্গুষ্ঠ মধ্যমা ও তর্জনীযোগে ব্যানমুদ্রা। ৩। মধ্যমা অনামিকা, কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠযোগে উদানমুদ্রা। ৪। সমুদায় অঙ্গুলিযোগে সমানমুদ্রা ৫।

এই পঞ্চমুদ্রা প্রদর্শনকালে বামহস্তে ঈষৎ বিকশিত কমলসদৃশ গ্রাসমুদ্রা প্রদর্শন করিতে হইবে। প্রমান যথা, কৌলাবলী ও শ্রীতত্ত্বচিন্তামণিতে প্রাণাপানস্তথা ব্যান উদ্যানাখ্যঃ সমাকঃ। চতুর্থ্যাথাগ্নিজায়ান্তঃ মুদ্রামন্ত্রে ধ্রুবাদিকঃ। বৃদ্ধানামাকনিষ্ঠাভিঃ প্রাণমুদ্রা প্রকীর্ত্তিতা। কনিষ্ঠবর্জ্জং সর্ব্বাভিরুদানস্য প্রকীর্ত্তিতা।। সমানমুদ্রা সর্ব্বাভিরঙ্গুলীভিরুদীরিতা। বামহস্তে গ্রাসমুদ্রা বিকচোৎপলসন্নিভা।। ইতি। ক্রমদীপিকাতেএবং শাক্তানন্দতরঙ্গিনীতে এইরূপই আছে। এই পঞ্চমুদ্রাবিষয়ে এবং ইহার ক্রমবিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন তন্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কথিত হইয়াছে। যথা মন্ত্রমহোধিতে কনিষ্ঠা, অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠযোগে প্রাণমুদ্রা। ১। তর্জনী মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠযোগে অপানমুদ্রা ২। অনামা, মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠযোগে উদানমুদ্রা। ৩। কনিষ্ঠা ভিন্ন অঙ্গুলিচতুষ্টয়যোগে ব্যানমুদ্রা। ৪। সমুদায় অঙ্গুলিযোগে সমানমুদ্রা।৫। গৌতমীয়তন্ত্রে কথিত হইয়াছে, অঙ্গুষ্ঠ অনামিকা ও মধ্যমাযোগে প্রাণমুদ্রা। ১। অঙ্গুষ্ঠা কনিষ্ঠা ও অনামাযোগে অপানমুদ্রা। ২। অঙ্গুষ্ঠ মধ্যমা ও তর্জনীযোগে ব্যানমুদ্রা। ৩। মধ্যমা অনামিকা, কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠযোগে উদানমুদ্রা। ৪। সমুদায় অঙ্গুলিযোগে সমানমুদ্রা ৫। ....

প্রাণাদিপঞ্চমুদ্রা। — প্রদর্শনকালে পঞ্চমন্ত্র যথা, ওঁ প্রাণায় স্বাহা। ১। ওঁ অপানায় স্বাহা। ২। ওঁ ব্যানায় স্বাহা। ৩। ওঁ উদানায় স্বাহা। ৪। ওঁ সমানায় স্বাহা ৫।

প্রাণাদি পঞ্চমুদ্রাবিষয়ে এবং তাহার ক্রমবিষয়ে যদিও সকল তন্ত্রের ঐক্য দৃষ্ট হয় না তথাপি সমুদায়ই শিবের উক্তি সুতরাং সমুদায়ই ধর্ম। ইহার মধ্যে যিনি গুরুর নিকট যেরূপ উপদেশ পাইবেন তিনি সেইরূপই করিবেন। পূর্বেই কথিত হইয়াছে, পূজা তু বিবিধা প্রোক্তা, তাস্বেকতমমাশ্রয়েৎ।

প্রার্থনামুদ্রা। — আপনার হৃদয়ে সম্মুখে হস্তদ্বয় উত্তান ও পরস্পর সংলগ্ন করিয়া অঙ্গুলিসমুদায় সরলাকার রাখিলে প্রার্থনা বা প্রার্থনীমুদ্রা হইবে; যথা তন্ত্রসারে, প্রসৃতাঙ্গুলিকৌ হস্তৌ মিথঃ শ্লিষ্টৌ চ সম্মুখে। কুর্য্যাৎ সহৃদয়ে সেয়ং মুদ্রা প্রার্থনসংজ্ঞিকা। ইতি।

প্রার্থনীমুদ্রা। — প্রার্থনামুদ্রা দেখুন।

ভূতিনীমুদ্রা। — যোনিমুদ্রা বন্ধন পূর্বক মধ্যমাঙ্গুলীদ্বয় বক্র করিয়া তাহার অগ্রভাগে অঙ্গুষ্ঠদ্বয় সংযুক্ত করিবে। ইহার নাম ভূতিনীমুদ্রা। যথা তন্ত্রসারে, — বদ্ধা তু যোনিমুদ্রাং বৈ মাধ্যমে কুটিলে কুরু। অঙ্গুষ্ঠে তু তদগ্রে তু মুদ্রেয়ং ভূতিনী মতা।।

মৎস্যমুদ্রা।— দক্ষিণ করতলের পৃষ্ঠদেশে বামকরতল স্থাপন করিয়া জলমধ্যে ধাবমান মৎস্যের ন্যায় অঙ্গুষ্ঠদ্বয় সঞ্চালিত করিবে অন্যান্য অঙ্গুলি সমুদায় সরল থাকিবে, ইহার নাম মৎস্যমুদ্রা। যথা কৌলাবলীতে, উপর্য্যুপরিযোগেন মিলিতাঃ সরলাঙ্গুলীঃ।। অঙ্গুষ্ঠৌ চালয়েৎ কিঞ্চিন্মুদ্রৈষা মৎস্যসংজ্ঞিকা।। ইতি।। তন্ত্রসার, মন্ত্রমহোদধি, গৌতমীয়তন্ত্র , শ্যামারহস্য প্রভৃতিতেও প্রায় এইরূপই আছে।

মধুপর্কমুদ্রা। — ষোড়শোপচারমুদ্রা দেখুন।

মহাঙ্কুশমুদ্রা। -- উন্মাদিনীমুদ্রা বন্ধন পূর্ব্বক তাহার নিয়ে অনামিকাযুগল অঙ্কুশাকার করিবে। তর্জনীদ্বয়ও সেইরূপ স্থাপন করিবে। ইহার নাম মহাঙ্কুশমুদ্রা বা মহাঙ্কুশামুদ্রা। ইহার দ্বারা সমুদায় কামনা পূর্ণ হয়। ইহার বীজ (ক্রোঁ) যথা তন্ত্রসার , গন্ধর্ব্বতন্ত্র ও শ্রীতত্ত্বচিন্তামণিতে , (উন্মাদিনীমুদ্রা কথনের পর) অস্যাস্ত্বনামিকাযুগ্মমধঃকৃত্বাঙ্কুশাকৃতী। তর্জন্যাবপি তেনৈব ক্রমেণ বিনিযোজয়েৎ।। ইয়ং মহাঙ্কুশামুদ্রা সর্বকামার্থসাধিনী।। ইতি।।

মহাঙ্কুশামুদ্রা। — মহাঙ্কুশমুদ্রা দেখুন।

মহামুদ্রা। — পরমীকরণমুদ্রা দেখুন।

মহাযোনিমুদ্রা। — বামহস্তের তর্জনীর অগ্রভাগে দক্ষিণহস্তের অনামিকা এবং দক্ষিণ হস্তের তর্জনীর অগ্রভাগে বামহস্তের অনামিকা যোগ করিয়া তদুপরি মধ্যমাদ্বয় সংযুক্ত করিবে এবং অনামিকাদ্বয়ের উপরি মধ্যমাদ্বয়ের মধ্যে কনিষ্ঠাদ্বয় সংযুক্ত করিয়া, কনিষ্ঠাদ্বয়ের মূলদেশে অঙ্গুষ্ঠদ্বয় স্থাপন করিবে, ইহার নাম মহাযোনিমুদ্রা। যথা শ্যামারহস্য ও তন্ত্রসারে, তর্জন্যনামিকে মধ্যে কনিষ্ঠাদিক্রমেণ তু। করয়োর্যোজয়িত্বৈবং কনিষ্ঠামূলদেশতঃ। অঙ্গুষ্ঠাগ্রন্তু নিক্ষিপ্য মহাযোনিঃ প্রকীর্ত্তিতা।।

মন্ত্রমহোদধিটাকায় শ্রীবিদ্যাবিষয়ে যে মহাযোনিমুদ্রা কথিত হইয়াছে তাহার সহিত ইহার এইমাত্র বিভিন্নতা আছে যে, ইহাতে কনিষ্ঠাদ্বয়মূলে অঙ্গুষ্ঠাগ্র স্থাপন করিতে হয়। তাহাতে তাহা না করিয়া ঐ অঙ্গুষ্ঠাদ্বয় দ্বারা সমুদায় অঙ্গুলি নিপীড়িত করিবার বিধি আছে। যথা — মধ্যমে কুটিলে কৃত্বা তর্জন্যুপরিসংস্থিতে। অনামিকে মধ্যগতে তথৈব হি কনিষ্ঠিকে।। সর্বা একত্রে সংযোজ্য অঙ্গুষ্ঠোপরি পীড়িতাঃ। এষা তু প্রথমা মুদ্রা মহাযোন্যভিধা মতা।। ইতি।

মালিনীমুদ্রা।—দুই হস্তের অঙ্গুলিসমুদায়ের অগ্রভাগে আকুঞ্চিত করিয়া পরস্পর সংযুক্ত করিলে মালিনীমুদ্রা হয়। যথা মন্ত্রমহোদধিটীকা,— "করাঙ্গুলাগ্রাণি বক্রীকৃত্য সম্মুখং যোজিতানি মালিনীমুদ্রা।"

মীনমুদ্রা। — মৎস্যমুদ্রা দেখুন।

মুন্ডমুদ্রা। — বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া মুষ্টিবন্ধন করিবে। দক্ষিণ হস্তের মধ্যমাঙ্গুলি সরল রাখিয়া অবশিষ্ট অঙ্গুলিচতুষ্টয় দ্বারা ঐরূপ মুষ্টিবন্ধন করিতে হইবে। পরে দক্ষিণ হস্তের ঐ মধ্যমাঙ্গুলি বামহস্তের কনিষ্ঠামূল দিয়া এইরূপে প্রবেশ করাইতে হইবে যে ঐ দক্ষিণহস্তের মধ্যমাঙ্গুলির অগ্রভাগ বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠাগ্র ও তর্জনীর সহিত যেন সংলগ্ন হয়। এই মুদ্রা আপনার দক্ষিণদিকে প্রদর্শন করিতে হইবে। ইহার নাম মুন্ডমুদ্রা। যথা তন্ত্রসার ও শ্যামারহস্যে, — অন্তরঙ্গুষ্ঠমুষ্টিন্তু কৃত্বা বামকরস্য চ। মধ্যমাগ্রং দক্ষিণস্য তথালম্ব্য প্রযত্নতঃ।। মধ্যমেনাথ তর্জন্যা অঙ্গুষ্ঠাগ্রেণ যোজয়েৎ। দক্ষিণং যোজয়েৎ পাণিং বামমুষ্টৌ তু সাধকঃ। দর্শয়েৎ দক্ষিণে ভাগে মুন্ডমুদ্রেয়মুচ্যতে। ইতি।। ......

মুষলমুদ্রা। — দুই হস্তে মুষ্টিবন্ধন করিয়া বামমুষ্টির উপরি দক্ষিণমুষ্টি স্থাপন করিবে। ইহার নাম মুষলমুদ্রা। ইহার দ্বারা সর্ব্ববিঘ্ন বিদূরিত হয়। যথা তন্ত্রসার, গন্ধর্ব্বতন্ত্র, কৌলাবলী ও মন্ত্রমহোদধি, মুষ্টিং কৃত্বা তু হস্তাভ্যাং বামস্যোপরি দক্ষিণং। কুর্য্যান্মুষলমুদ্রেয়ং সর্ব্ববিঘ্নবিনাশিনী।। ইতি।

মুষ্টিমুদ্রা। — দক্ষিণহস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া উন্নত করিতে হইবে। ইহার নাম মুষ্টিমুদ্রা। যথা মন্ত্রমহোদধিটীকা, — মুষ্টিং দক্ষিণ হস্তেন বিধায়োর্দ্ধং সমুন্নয়েৎ। মুদ্রামুষ্ট্যভিধা খ্যাতা সর্ব্ববিঘ্নবিনাশিনী।। ইতি।

মৃগমুদ্রা। — দক্ষিণ হস্তের অনামিকা মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ পরস্পর সংযুক্ত করিতে হইবে। অবশিষ্ট অঙ্গুলিদ্বয় উন্নত করিয়া দন্ডাকার রাখিবে। ইহার নাম মৃগমুদ্রা। যথা মন্ত্রমহোদধিটীকা, তন্ত্রসার ও শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি, -- দক্ষস্যানামিকাঙ্গুষ্ঠমধ্যমাগ্রাণি যোজয়েৎ। শিষ্টে দ্বে উচ্ছ্রিতে কুর্য্যাৎ মৃগ মুদ্রেয়মীরিতা।। ইত্যাদি।

মৃগীমুদ্রা। মৃগমুদ্রা দেখুন।

যজ্ঞোপবীতমুদ্রা। যোড়শোপচারমুদ্রা দেখুন।

যোগমুদ্রা। যদি জ্ঞানমুদ্রা বন্ধন করিয়া বিপরীতভাবে হৃদয় স্থাপন করা হয় তাহা হইলে তাহাকে যোগমুদ্রা বলা হইয়া থাকে। যথা শ্রীতত্ত্ব চিন্তামণি, -- জ্ঞানমুদ্রা যদৈব স্যাৎ স্বাভিমুখেন সংস্থিতা। হৃৎপ্রদেশেষু সংবদ্ধা যোগমুদ্রেতি কথ্যতে।। ইতি।

যোনিমুদ্রা। কনিষ্ঠাদ্বয় পরস্পর সংবদ্ধ করিয়া এক হস্তের তর্জনীদ্বারা অন্য হস্তের অনামিকা বদ্ধ করিবে, ঐরূপ বদ্ধ অনামিকাদ্বয়ের উপরি দীর্ঘাকার মধ্যমাদ্বয়ের অগ্রভাগ সংশ্লিষ্ট থাকিবে। ঐ মধ্যমাদ্বয়ের মূলদেশে অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ের অগ্রভাগ বিন্যস্ত করিতে হইবে। ইহার নাম যোনিমুদ্রা। যথা তন্ত্রসারে, মিথঃ কনিষ্ঠিকে বদ্ধা তর্জনীভ্যামনামিকে। অনামিকোর্দ্ধসংশ্লিষ্টদীর্ঘমধ্যময়োবধঃ। অঙ্গুষ্ঠাগ্রদ্বয়ং ন্যস্যেদ্‌যোনিমুদ্রেয়মীরিতা।। ইতি।। গন্ধর্ব্বতন্ত্রে যে যোনিমুদ্রা কথিত হইয়াছে তাহার সহিত ইহার ভেদ এই যে কনিষ্ঠাদ্বয় অনামার নিম্নে না রাখিয়া, মধ্যমার মধ্যে সরলভাবে স্থাপন করিবে এবং অঙ্গুষ্ঠদ্বয় দন্ডাকার করিয়া কনিষ্ঠার উপরি স্থাপন করিবে। কৌলাবলী, শ্যামারহস্যে ও শ্রীতত্ত্বচিন্তামণিতে কথিত হইয়াছে এবং তন্ত্রসারে ত্রিপুরাবিষয়ে কথিত হইয়াছে, শৈষোক্ত মুদ্রা বন্ধন করিয়া কনিষ্ঠার উপরি অঙ্গুষ্ঠদ্বয় না................

রাখিয়া অঙ্গুষ্ঠদ্বয় দ্বারা সমুদায় অঙ্গুলি নিপীড়িত করিবে। যথা, মধ্যমে কুটিলে কৃত্বা তর্জন্যুপরিসংস্থিতে। অনামিকে মধ্যগতে তথৈব হি কনিষ্ঠিকে।। সর্বা একত্র সংযোজ্য অঙ্গুষ্ঠ -পরিপীড়িতাঃ। এষা তু পরমা মুদ্রা যোনিমুদ্রেয়মীরিতা।। ইতি।

রিপুজিহ্বাগ্রহণমুদ্রা। -- বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ মধ্যগত করিয়া মুষ্টিবন্ধন করিবে এবং দক্ষিণ হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া, তর্জনী সরলাকার রাখিয়া ঐ বামহস্তের মুষ্টিদ্বারা সেই তর্জনী ধারণ করিবে, ইহার নাম রিপুজিহ্বাগ্রহামুদ্রা। যথা তন্ত্রসারে, অন্তরঙ্গুষ্ঠমুষ্ট্যা তু নিরুধ্যতর্জনীমিমাং। রিপুজিহ্বাগ্রহামুদ্রা ন্যাস কালেহপি সূচিতা। কেহ কেহ এই শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা করেন যে দক্ষিণহস্তে অঙ্গুষ্ঠগর্ভ মুষ্টিবন্ধন করিয়া, সেই মুষ্টিদ্বারা সেই হস্তের তর্জনী ধারণ করিলেই রিপুজিহ্বাগ্রহমুদ্রা হয়; মন্ত্রমহোদধিটীকায় কথিত হইয়াছে, দক্ষিণহস্তে অঙ্গুষ্ঠগর্ভ মুষ্টিবন্ধন করিলেই রিপুজেহ্বাগ্রহামুদ্রা হইবে। যথা, অঙ্গুষ্ঠ গর্ভিতাং মুষ্টিং বধ্নীয়াৎ দক্ষপাণিনা। রিপুজিহ্বাগ্রহাখ্যেয়ং মুদ্রোক্তা শত্রুনাশিনী।

লড্ডুমুদ্রা। লড্ডুমুদ্রা প্রসিদ্ধা। অর্থাৎ লাড়ুগোপালের ন্যায় দক্ষিণ হস্ত করিলেই লড্ডুমুদ্রা হয়।

লক্ষ্মীমুদ্রা। পূর্বোক্ত প্রকারে চক্রমুদ্রা বন্ধন করিয়া, মধ্যমাদ্বয় প্রসারণ পূর্বক কনিষ্ঠাদ্বয়ে সংযুক্ত করিবে। এবং তাহার অগ্রভাগে অঙ্গুষ্ঠদ্বয় নিক্ষেপ করিলে লক্ষ্মীমুদ্রা হইবে। যথা তন্ত্রসারে, চক্রমুদ্রাং তথা বদ্ধা মধ্যমে দ্বে প্রসার্য্য চ। কনিষ্ঠিকে তথানীয় তদগ্রেহঙ্গুষ্ঠকৌ ক্ষিপেৎ। লক্ষ্মীমুদ্রা পরা হ্যেষা সর্বসম্পৎ-প্রদায়িনী।। ইতি।

লিঙ্গমুদ্রা। দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ উন্নত করিয়া বামাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা বেষ্টিত করিবে। পরে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি চতুষ্টয় দ্বারা বামহস্তের অঙ্গুলি চতুষ্টয় বন্ধ করিবে। ইহার নাম লিঙ্গমুদ্রা। ইহার দ্বারা শিবের সান্নিধ্য হয়। যথা মন্ত্রমহোদধি টীকা ও তন্ত্রসারে, উচ্ছ্রি তং দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠং বামাঙ্গুষ্ঠেন বন্ধয়েৎ। ব্যামাঙ্গুলি-দক্ষিণাভিরঙ্গুলিভিশ্চ বন্ধয়েৎ। লিঙ্গমুদ্রেয়মাখ্যাতা শিবসান্নিধ্যকারিণী।। ইতি।

লেলিহামুদ্রা। মুখ বিস্তারিত করিয়া অধোভাগে জিহ্বা সঞ্চালিত করিবে, এবং পার্শ্বদ্বয়ে মুষ্টিদ্বয় স্থাপন করিবে ; ইহার নাম লেলিহামুদ্রা বা লেলিহানামুদ্রা। কালী ও তারার পূজায় এই মুদ্রা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।...

যথা তন্ত্রসারে, বক্ত্রং বিস্তারিতং কৃত্বা অধ্যো জিহ্বাঞ্চ চালয়েৎ। পার্শ্বস্থং মুষ্টিযুগলং লেলিহানেতি কীর্ত্তিতা।। এষা তারারাধনে ইতি। শ্যামারহস্য. কৌলাবলী ও শ্রীতত্ত্বচিন্তামণিতে অন্য প্রকার কথিত হইয়াছে যথা — করতল অধোমুখ রাখিয়া তর্জনী, মধ্যমা ও অনামা এই তিন অঙ্গুলি সমানভাবে অধোমুখে স্থাপন করিবে। অনামিকামূলে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ স্থাপন করিতে হইবে এবং কনিষ্ঠাঙ্গুলি দন্ডাকার ও সরল রাখিবে। ইহার নাম লেলিহামুদ্রা বা লেলিহানামুদ্রা। জীবন্যাসকালে এই মুদ্রা প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা, — তর্জনী মধ্যমানামা সমং কৃত্বা অধোমুখম। অনামায়াং ক্ষিপেৎ বৃদ্ধাং ঋজুং কৃত্বা কনিষ্ঠিকাম্।। লেলিহানাম মদ্রেয়ং জীবন্যাসে প্রকীর্ত্তিতা।। ইতি।।

লেলিহানা। লেলিহা দেখুন।

বজ্র। তর্জনীদ্বয় আকুঞ্চিত করিয়া অনামিকাদ্বয় বেষ্টন করিতে হইবে। পরে কনিষ্ঠা ও মধ্যমাতে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ সন্নিবেশিত করিবে। ইহার নাম বজ্রমুদ্রা। যথা কৌলাবলী, — অনামিকাদ্বয়ং বেষ্ট্য চাকুঞ্চ তর্জনীদ্বয়ং কনিষ্ঠাং মধ্যমাঞ্চৈব জ্যোষ্ঠাঙ্গুষ্ঠেন চ ক্রমাৎ।। বজ্রমুদ্রেয়মাখ্যাতা।। ইতি।

বনমালা। উভয় হস্তের তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠযোগ দ্বারা কণ্ঠ অবধি চরণপর্যন্ত মালাকারে স্পর্শ করিবে। ইহার নাম বনমালামুদ্রা বা বনমালিকামুদ্রা। যথা তন্ত্রসারে স্পৃশেৎ কণ্ঠাদি পাদান্তং তর্জন্যঙ্গুষ্ঠয়া তথা। করদ্বয়েন মালাবন্মুদ্রেয়ং বনমালিকা।। গৌতমীয়তন্ত্রে অন্য প্রকার কথিত হইয়াছে যথা, করদ্বয় দ্বারা কণ্ঠদেশ হইতে জানু পর্য্যন্ত বনমালা স্থাপনের অভিনয় করিবে। ইহার নাম বনমালিকামুদ্রা। যথা, বনমালাভিনয়বৎ করাভ্যামাগলাদধঃ। জানুপর্য্যন্তমিত্যেষা মুদ্রা স্যাৎ বনমালিকা।। ইতি।

বনমালিকা। বনমালা দেখুন।

বর। দক্ষহস্ত প্রসৃত করিয়া বরদানবৎ অধোভাগে স্থাপন করিলেই বরমুদ্রা হয়। যথা, তন্ত্রসারে, অধঃস্থিত -দক্ষহস্ত-প্রসৃতা বরমুদ্রিকা। শ্যামারহস্যে, বরদাভয়মুদ্রাঞ্চ বরদাভয়বৎ কুরু।। ইতি।

বরাহ। বারাহ দেখুন।

বশিনী। উভয় হস্তের মধ্যমা অনামা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলি পরস্পর গ্রথিত করিয়া তর্জনীদ্বয় অঙ্কুশাকার করিয়া পরস্পর অঙ্কুশাকারে সংযুক্ত করিবে এবং অঙ্গুষ্ঠদ্বয় উপরিভাগে সরলভাবে সংযুক্ত থাকিবে। ইহার নাম বশিনী,...

বশ্য, সর্ববশ্যকরী ও সর্ব্বাবেশিনীমুদ্রা। যথা তন্ত্রসার, গন্ধর্বতন্ত্র, শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি ও মন্ত্রমহোদধি, পুটাকারৌ করৌ কৃত্বা তর্জন্যাবঙ্কুশাকৃতী। পরিবর্ত্তক্রমেণৈব মধ্যমে তদধোগতে। ক্রমেণ দেবি তেনৈব কনিষ্ঠানামিকে তথা। সংযোজ্য নিবিড়াঃ সর্ব্বাঃ অঙ্গুষ্ঠাবগ্রদেশতঃ।। মুদ্রেয়ং পরমেশনানি সর্ব্বশ্যকরী মতা।। ইত্যাদি।

বশ্য। — বশিনী দেখুন।

বস্ত্র। — ষোড়শাপচার দেখুন।

বাণ।— দক্ষিণহস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া তর্জনী সরলাকার রাখিলেই বাণমুদ্রা হইবে। যথা তন্ত্রসারে, দক্ষমুষ্টেস্তু তর্জন্যা দীর্ঘয়া বাণমুদ্রিকা। ইতি। অথবা বাণত্যাগ করিবার সময় যেরূপ ভাবে বাণ ধরিতে হয়, হস্ত সেইরূপ করিলে বাণমুদ্রা হইবে। যথা জ্ঞানার্ণবে, যথা হস্তগতা বাণাস্তথা হস্তং কুরু প্রিয়ে। বাণমুদ্রেয়মাখ্যাতা রিপুবর্গনিকৃন্তনী।। ইতি।

বারাহ। — বামহস্ত দেবতার উপরি স্থাপন করিলেই বারাহমুদ্রা বা বরাহমুদ্রা বা বারাহীমুদ্রা হয়। তন্ত্রসারে, দেবোপরি করং বামং বারাহসংজ্ঞিকা। অথবা দক্ষিণহস্ত উর্দ্ধমুখ করিয়া বামহস্ত অধোমুখ করিবে। পরে উভয় হস্তের অঙ্গুলির অগ্রভাগ পরস্পর সংযুক্ত করিবে। ইহার নাম বরাহমুদ্রা বা বারাহী মুদ্রা। যথা তন্ত্রসারে, দক্ষহস্তঞ্চোর্দ্ধমুখং বামহস্তমধোমুখম্। অঙ্গুল্যগ্রন্তু সংযুক্তা মুদ্রা বারাহ সংজ্ঞিকা।। ইতি।

বারাহী। — বারাহ দেখুন।

বাসুদেব। — অঞ্জলী দেখুন।

বিঘ্ন। — দক্ষিণহস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া মধ্যমাকে দীর্ঘকার করিবে এবং তাহা অধোমুখ করিলেই বিঘ্নমুদ্রা হইবে। যথা তন্ত্রসারে, তর্জনীমধ্যমানামা কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠমুষ্টিকা। অধোমুখী দীর্ঘরূপা মধ্যমা বিঘ্নমুদ্রিকা।।

বিদ্রাবিণী। দ্রাবিণী দেখুন।

বিন্দু। সম্মুখে তর্জনী এবং অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ সংযুক্ত করিলেই বিন্দুমুদ্রা হইবে। যথা শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি ও তন্ত্রসারে, তর্জন্যাঙ্গুষ্ঠ সংযোগাদগ্রতো বিন্দুমুদ্রিকা।। ইতি।

বিম্ব। বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ উদ্দণ্ড করিয়া দক্ষিণাহস্তের অঙ্গুষ্ঠদ্বারা বদ্ধ করিবে। পরে দক্ষিণহস্তের অবশিষ্ট অঙ্গুলিসমুদায় দ্বারা উহার অগ্রভাগ....

নিপীড়িত করিবে এবং বামহস্তের অঙ্গুলিচতুষ্টয়দ্বারা ঔ মুষ্টি গাঢ়রূপে বদ্ধ করিয় কামবীজ (ক্লীঁ) উচ্চারণ পূর্বক আপনার হৃদয়ে স্থাপন করিবে, ইহার নাম বিল্বমুদ্রা। যথা তন্ত্রসারে, অঙ্গুষ্ঠং বামোদ্দণ্ডিতমিতরকরাঙ্গুষ্ঠকেনাপি বদ্ধা, তস্যাগ্রং পীড়ায়িত্বাঙ্গুলিভিরপি চ তা বাম হস্তাঙ্গুলিভিঃ। বদ্ধা গাঢ়ং হৃদি স্থাপয়তু বিমলধীর্ব্যাহরন্ মারবীজং বিল্বাখ্যা মুদ্রিকৈষা স্ফুটমিহ গদিতা গোপনীয়া বিধিজ্ঞৈঃ ।। ইতি। যথা চ গৌতমীয়তন্ত্রে, নিষ্পীড্য দক্ষপাণিস্থ ইত্যাদি।

বিস্ময়। দক্ষিণহস্ত দ;ঢ়রূপে মুষ্টিবন্ধনপূর্বক তর্জনী দণ্ডাকার করিয়া নাসিকায় অর্পণ করিবে। ইহার নাম বিস্ময়মুদ্রা। যথা শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি তন্ত্রসারে, দক্ষিণা নিবিড়া (মিলিতা) মুষ্টির্নাসিকার্পিত তর্জ্জনী। মুদ্রা বিস্ময়সংজ্ঞা স্যাদ্ বিস্ময়াবেশকারিণী। ইতি।

বীজ। – দক্ষিণহস্ত বামদিকে ও বামহস্ত দক্ষিণদিকে পরস্পর সংযুক্ত করিয়া স্থাপন করিবে। অঙ্গুষ্ঠদ্বয় এবং তর্জ্জনীদ্বয় এরূপ সংযুক্ত রাখিবে যেন তদ্দ্বারা অর্দ্ধচন্দ্রাকার হয়। তাহার অধোভাগে বামহস্তের মধ্যমাদ্বারা বামহস্তের কনিষ্ঠা এবং দক্ষিণহস্তের মধ্যমাদ্বারা দক্ষিণহস্তের কনিষ্ঠা বদ্ধ করিয়া সর্বনিম্নে অনামিকাদ্বয় কুটিল করিয়া রাখিবে। ইহার নাম বীজমুদ্রা। যথা শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি, মন্ত্রমহোদধি ও তন্ত্রসারে, – পরিবর্ত্ত্য করৌ স্পৃষ্টা অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতিঃ প্রিয়ে। তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠযুগলং যুগপৎ কারয়েৎ বুধঃ।। অধঃকনিষ্ঠাবষ্টব্ধে মধ্যমে বিনিযোজয়েৎ। তথৈব কুটিলে যোজ্যে সর্ব্বাস্তাদনামিকে। বীজমুদ্রেয়মচিরাৎ সর্ব্বসিদ্ধিবিবর্দ্ধিনী।। ইতি।

বীজপুর। – অঙ্গুলিপঞ্চকদ্বারা একটি বীজপুর ধারণ করিলে যেরূপ হস্ত হয়, সেইরূপ করিলে বীজপুর মুদ্রা হইবে।

বীণা। - যেরূপ বীণাবাদন করিতে হয়, হস্তদ্বয় সেইরূপ করিয়া মস্তক সঞ্চালন করিবে। এইরূপ করিলে বীণামুদ্রা হইবে। ইহা সরস্বতীর প্রিয়। যথা তন্ত্রসারে, বীণাবাদনবদ্ধস্তৌ কৃত্বা সঞ্চলয়েচ্ছিরঃ। বীণামুদ্রেয়মাখ্যাতা সরস্বত্যাঃ প্রিয়ঙ্করী।। ইতি।

বেণু। – বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ওষ্ঠে সংলগ্ন করিয়া তৎকনিষ্ঠার সহিত দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠ সংযুক্ত করিবে।এবং দক্ষিণহস্তের কনিষ্ঠা দণ্ডাকার করিয়া উভয় হস্তের তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামা কিঞ্চিৎ সঙ্কোচিত করিয়া..........

সঞ্চালিত করিতে থাকিবে। ইহার নাম বেণুমুদ্রা। ইহা কৃষ্ণের অতীব প্রিয়। যথা ক্রমদীপিকা, গৌতমীয়তন্ত্র ও তন্ত্রসারে, ওষ্ঠে বামকরাঙ্গুষ্ঠৌ লগ্নস্তস্য কনিষ্ঠিকা। দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠাসংযুক্তা তৎকনিষ্ঠা প্রসারিতা।। তর্জ্জনীমধ্যমানামাঃ কিঞ্চিৎ সঙ্কোচ্য চালিতাঃ। বেণুমুদ্রা ভবত্যেষা সুগুপ্তা প্রেয়সী হরেঃ।। ইতি।

বৃতাখ্যা। — ভূমিতে পুটাকার করতলদ্বয় অধোমুখে স্থাপন করিয়া, পশ্চাৎ অদ্দ্বারা হ্রীঁ নমঃ, এই মন্ত্রে প্রণাম করিলেই বৃতাখ্যমুদ্রা, সংবৃতাখ্যমুদ্রা অথব সংবতমুদ্রা হয়। যথা কৌলিকার্চ্চনদীপিকা, যথা চ শাক্তানন্দতরঙ্গিণ্যাং, পুটাকারা তথৈবেয়ং সংবৃতাখ্যা প্রকীর্ত্তিতা। ইতি। ভূমৌ পুটাকারং করতলদ্বয়ং দত্ত্বা হ্রীঁ নমঃ ইয়ং সংবৃতাখ্যা মূদ্রা। কৌলাবলীতে, কিঞ্চিৎ বিশেষ আছে। যথা, — ভূমিতে অধোমুখে মুষ্টিযুগল স্থাপন করিয়া পশ্চাৎ তদ্দ্বারা হ্রীঁ নমঃ, এই মন্ত্রে প্রণাম করিলেই উক্ত মুদ্রা হয়। যথা - অধোমুখং মুষ্টিযুগ্মং সংবৃতং পরিকীর্ত্তিতং। ইতি। হ্রীঁ নমঃ সংবৃতস্তথা।। ইতি চ।

ব্যাখ্যানমুদ্রা - দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর অগ্রভাগ পরস্পর সংযুক্ত করিয়া, অপর অঙ্গুলিসমুদায় প্রসারিত, পরস্পর সংযুক্ত ও উত্তান করিয়া রাখিবে। ইহার নাম ব্যাখানমুদ্রা। এইমুদ্রা শ্রীরাম ও সরস্বতীর অত্যন্ত প্রিয়। যথা, তন্ত্রসারে, দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠঃ তর্জ্জন্যাবগ্রলগ্নে করাঙ্গুলীঃ প্রসার্য্য সংহতোত্তানা এষা ব্যাখ্যানমুদ্রিকা। শ্রীরামস্য সরস্বত্যা অত্যন্তপ্রেয়সী মতা। ইতি।

ব্যান। - প্রাণাদিপঞ্চমুদ্রা দেখুন।

শক্তি।- দুই হস্তে মুষ্টি বন্ধন করিয়া, বামমুষ্টির উপর দক্ষিণমুষ্টি স্থাপন পূর্ব্বক, উহা মস্তকের উপর রাখিবে। ইহার নাম শক্তি মুদ্রা। যথা মন্ত্রমহোদধিটীকা, - মুষ্টি করে বিধায় দ্বৌ বামস্যোপরি দক্ষিণং। কৃত্বা শিরসি যুঞ্জীত শক্তিমুদ্রেয়মীরিতা।। ইতি।

শঙ্খ। - দক্ষিণহস্তে মুষ্টিবন্ধনপূর্ব্বক তন্মধ্যে বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ধারণ করিতে হইবে। পরে ঐ মুষ্টি উত্তান করিয়া দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ প্রসারিত করিবে। পরে বামহস্তের অবশিষ্ট অঙ্গুলিচতুষ্টয় পরস্পর সংযুক্ত ও প্রসারিত করিয়া তদ্দ্বারা দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ স্পর্শ করিবে। ইহার নাম শঙ্খ মুদ্রা। যথা তন্ত্রসার, কৌলাবলী ও গৌতমীয়তন্ত্রে, বামাঙ্গুষ্ঠন্তু সংগৃহ্য দক্ষিণেন তু মুষ্টিনা। কৃত্বোত্তানাং ততো..

মুষ্টিমঙ্গুষ্ঠন্তু প্রসারয়েৎ।। বামাঙ্গুল্য স্তথা শিষ্টাঃ সংযুক্তাঃ সুপ্রসারিতাঃ। দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠসংস্পৃষ্টাঃ জ্ঞেয়ৈষা শঙ্খমুদ্রিকা।। ইত্যাদি। শ্যামারহস্যে তন্ত্রান্তর হইতে যে প্রামণ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার সহিত ইহার এই মাত্র ভেদ যে, ইহাতে বাম হস্তে যাহা করিবার বিধি আছে, তাহাতে দক্ষিণহস্তে তাহাই করিবার বিধি দৃষ্ট হইতেছে। ফলতঃ তাহাতে দক্ষিণহস্তের পরিবর্ত্তে বামহস্ত ও বামহস্তের পরিবর্ত্তে দক্ষিণহস্ত বিনিয়োগ করিবার বিধি আছে। যথা, বামমুষ্ট্যন্তরেহঙ্গুষ্ঠং নিযোজ্য ইত্যাদি।

শর। - বাণ দেখুন।

শূকরী। - কস্তুরী দেখুন।

শ্রীবৎস। - একটি করতল ও একটি করতল বিমুখভাবে সংলগ্ন করিয়া এক হস্তের অঙ্গুষ্ঠদ্বারা অন্য হস্তের মধ্যমা ও অন্যান্য অনামা বদ্ধ করিবে এবং এক হস্তের তর্জ্জনী অন্য হস্তের কনিষ্ঠামূলে বদ্ধ করিবে। ইহার নাম শ্রীবৎসমুদ্রা। যথা তন্ত্রসারে, অন্যোন্য পৃষ্ঠকরয়োর্মধ্যমানামিকাঙ্গুলীঃ। অঙ্গুষ্ঠেন তু বধ্নীয়াৎ কনিষ্ঠামূলসংস্থিতে।। তর্জ্জন্যৌ কারয়েদেষা মুদ্রা শ্রীবৎসসংজ্ঞিকা।। ইতি।

ষোড়শোপচার। - উভয় হস্তের অঙ্গুলী সকল এরূপভাবে ঈষৎ নম্র করিবে যে অন্যান্য অঙ্গুলীদ্বারা অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ আবৃত হয়। পরে কনিষ্ঠা ও তর্জ্জনী ঐরূপ নম্রভাবে রাখিয়াই উভয় হস্তের মধ্যমা ও অনামিকার অগ্রভাগ সংযুক্ত করিলে আসনমুদ্রা হইবে। কোন কোন তন্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, আসন নিবেদনের পর পদ্মমুদ্রা প্রদর্শন করিবে। ১। আসনমুদ্রার ন্যায় দক্ষহস্তের অঙ্গুলীসমুদায় ঈষৎ নম্র করিয়া অঙ্গুষ্ঠকে বেষ্টন করিবে ও ঐ অঙ্গুষ্ঠ মধ্যমার মূলদেশে স্থাপন করিবে। ইহার নাম স্বাগতমুদ্রা ও স্বস্তিকামুদ্রা, ইহা দেবতার স্বাগত প্রশ্নে ব্যবহৃত হয়। ২। উভয়হস্ত সম্মুখে প্রসারিত করিলেই পাদ্যমুদ্রা হইবে। ৩। উভয়হস্তে স্বস্তিকামুদ্রা বন্ধন করিলেই অর্ঘ্যমুদ্রা হয়। ৪। উত্তান দক্ষিণহস্তের তর্জ্জনীমূলে অঙ্গুষ্ঠ স্থাপন করিয়া, কনিষ্ঠা অধোদিকে প্রসারিত করিবে। মধ্যের অঙ্গুলিত্রয় সরলভাবে রাখিতে হইবে ইহার নাম আচমনীয়মুদ্রা। ৫।........................

অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ সংযুক্ত করিয়া, অপর অঙ্গুলীত্রয় প্রসারিত রাখিবে। এইরূপ উভয় হস্তে করিয়া (সেই উভয় হস্তের তত্ত্বমুদ্রা) সংযুক্ত করিলেই মধুপর্কমুদ্রা হইবে। ৬। পুনরাচমনীয়ে আচমনীয়মুদ্রা প্রদর্শন করিবে। মুষ্টিবন্ধনপূর্ব্বক মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠ (প্রসারিত ও অগ্রভাগে) সংযুক্ত করিলে স্নানমুদ্রা হয়। ৭। মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ সংযুক্ত করিয়া অপর অঙ্গুলীত্রয় প্রসারিত করিবে। ইহার নাম বস্ত্রমুদ্রা। ৮। ঐরূপে কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠের সংযোগ করিয়া অবশিষ্ট অঙ্গ লিত্রয় প্রসারিত রাখিলে, যজ্ঞোপবীত মুদ্রা হইবে। ৯। মধুপর্ক মুদ্রায় হস্তদ্বয় উত্তানভাবে রাখিলেই, অলঙ্কারমুদ্রা বা আভরণমুদ্রা হইবে। ১০। মুষ্টিবন্ধন করিয়া অনামিকাকে সরলভাবে মুক্ত রাখিলে গন্ধমুদ্রা হয়। ১১। ঐরূপ মধ্যমাকে প্রসারিত ও অধোমুখ রাখিয়া, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠদ্বারা অন্যান্য অঙ্গুলিত্রয় মুষ্টিবদ্ধের ন্যায় বদ্ধ করিবে। ইহার নাম পুষ্পমুদ্রা। ১২। অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী অগ্রভাগে সংযুক্ত করিয়া, অপর অঙ্গুলিত্রয় সঙ্কুচিত রাখিবে। ইহার নাম ধূপমুদ্রা। ধূপপ্রদানকালে এই মুদ্রা প্রদর্শন করিলে, দেবতারা প্রীত হন। ১৩। পুষ্পমুদ্রাকে উর্দ্ধমুখে করিলে দীপমুদ্রা হয়। ১৪। (দক্ষিণহস্তের) পঞ্চাঙ্গুলি অগ্রভাগে সংলগ্ন ও উর্দ্ধমুখ করিয়া তৎপরেই অধোমুখ করিবে। এরূপ তিনবার করিলেই নৈবেদ্যমুদ্রা হইবে। ১৫। বাম করপৃষ্ঠের উপরি দক্ষিণ করপৃষ্ঠ সংলগ্ন করিয়া পরস্পর অঙ্গুলিসমুদায় গ্রথিত করিবে। পরে ঐ গ্রথিত অবস্থাতেই করদ্বয় নীচের দিক্ দিয়া আপনার দুই বাহুর মধ্যস্থল দিয়া ঘুরাইয়া লইয়া যাইতে হইবে। এবং পুনরায় বিপরীতক্রমে ফিরাইয়া আনিতে হইবে। ইহার নাম স্ফোটিকামুদ্রা। প্রণামকালে এই মুদ্রা প্রয়োগ করা বিধেয়। ১৬। যথা শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি প্রভৃতিতে , ঈষন্নম্রাঙ্গুলীর্জ্জেয়া সংবৃতাঙ্গুষ্ঠকদ্বয়ং।। নম্রে কনিষ্ঠতর্জ্জন্যৌ করয়োরগ্রসংগতে। মধ্যমানামিকে কুর্য্যাদিয়মাসনমুদ্রিকা।। ১।। ঈষন্নম্রাঙ্গুলীর্দক্ষাঃ সংবেষ্ট্যাঙ্গুষ্ঠকং পরং। স্বাগতং স্বস্তিকামুদ্রা মধ্যমূলাগতাঙ্গুলিঃ।। ২।। দ্বৌ চ প্রসারিতৌ হস্তৌ পাদ্যমুদ্রা সমীরিতা।। ৩।। স্বস্তিমুদ্রা দ্বিহস্তেন মুদ্রা ত্বর্ঘ্যে প্রকীর্ত্তিতা।। ৪।। তর্জ্জনী মূলগাঙ্গুষ্ঠা দক্ষিণাধঃ কনীয়সী। প্রসার্য্য মধ্যগাস্তিস্রো মুদ্রাচামে প্রকীর্ত্তিতা।। ৫।। যুক্তাবনামিকাঙ্গুষ্ঠৌ-তিস্রোঙ্গুল্যং প্রসারিতাঃ। মধুপর্কে তু সা মুদ্রা সংকল্প্য করসঙ্করে।। ৬।। পুনরাচমনীয়ে তু বিজ্ঞেয়াচামমুদ্রিকা।............

কৃত্বা মুষ্টিং তথা স্নানে মধ্যমাঙ্গুষ্ঠকৌ যুতৌ।। ৭।। মধ্যমাঙ্গুষ্ঠকৌ লগ্নাবন্যাস্তিস্রঃ প্রসারিতাঃ। বস্ত্রমুদ্রা সমাখ্যাতা সর্ব্বতন্ত্রবিশারদৈঃ।। ৮।। কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠৌকৌ লগ্নৌ তিস্রোহন্যাঃ সংপ্রসারিতাঃ। যজ্ঞোপবীতমুদ্রেয়ং কথিতাগমপারগৈঃ।। ৯।। মধুপর্কী সমুত্তানা মুদ্রালঙ্করণী মতা।। ১০।। নির্ম্মুক্তা নামিকামুষ্টির্গন্ধমুদ্রা প্রকীর্ত্তিতা।। ১১।। উত্থিতাধোমুখী মধ্যা বদ্ধাঙ্গুষ্ঠাযদীতরাঃ। পুষ্পমুদ্রা সমাখ্যাতা পুষ্পদানবিবর্দ্ধিনী।। ১২।। অঙ্গুষ্ঠতর্জ্জনীলগ্না তিস্রঃ সঙ্কোচিতাঃ পরা। মুদ্রা ধূপপ্রদানে স্যাদ্দেবতানাং প্রিয়া সদা।। ১৩।। উত্তানা পৌষ্পিকীমুদ্রা দীপমুদ্রেতি কীর্ত্তিতা।। ১৪।। পঞ্চাঙ্গুল্যগ্রসংলগ্নাঃ প্রোত্থিতোর্দ্ধমুখী যদি। ত্রিধা নিবদ্ধা মুদ্রেয়ং নৈবেদ্যে পরিকীর্ত্তিতা।। ১৫।। দ্বৌ করৌ পৃষ্ঠসংলগ্নৌ ভ্রাময়েৎ গ্রথিতাঙ্গুলীম্। স্ফোটিকেতি সমাখ্যাতা প্রণামে তাং নিযোজয়েৎ।। ১৬।।

সংক্ষোভ। - ক্ষোভ দেখুন।

সংক্ষোভিনী। - ক্ষোভ দেখুন।

সংপুটাখ্য। - করদ্বয় কৃতাঞ্জলিপুট করিয়া ভূমিতে স্থাপনপূর্ব্বক পরে তদ্দ্বারা হূঁ এই মন্ত্রে প্রণাম করিলেই সংপুটাখ্যা মুদ্রা হয়। যথা কৌলিকার্চ্চনদীপিকা, পুটাঞ্জলিঃ সমাখ্যাতা সংপুটা নতিকর্ম্মণি।। ইতি। তথা ভূমৌ পুটাঞ্জলিনা হূঁ নমঃ ইয়ং সংপুটাখ্যা। ইতি। কৌলাবলীতে আছে যথা, অন্যোন্যাভিমুখৌ হস্তৌ পুটাকারণে কারয়েৎ। সংপুটাখ্যা মহামুদ্রা যোজিতা নতিকর্ম্মণি।। ইতি।

সংপুটাঞ্জলিমুদ্রা। - সংপুটমুদ্রার কনিষ্ঠাদ্বয়ে অঙ্গুষ্ঠদ্বয় স্থাপন করিয়া, ব্লুং নমঃ, এইমন্ত্রে প্রণাম করিলে সংপুটাঞ্জলি বা পুটাঞ্জলিমুদ্রা হইবে। যথা কৌলাবলী, এতস্যাঃ এব মুদ্রায়াঃ কনিষ্ঠামূলদেশকে। অঙ্গুষ্ঠৌ চ ক্ষিপেত্তত্র সংপুটাঞ্জলিরীরিতা।। ইতি। কৌলিকার্চ্চনদীপিকাতেও এইরূপ ব্যবস্থা আছে।

সংরোধিনী। - আবাহন্যাদি দেখুন।

সংবৃতা। - বৃতাখ্যা দেখুন।

সংস্থাপনী। - আবাহন্যাদি দেখুন।

সংহারা - বামহস্ত অধোমুখ (উপুড়) রাখিয়া তদুপরি উর্দ্ধমুখ (চিত) দক্ষিণহস্ত স্থাপনপূর্ব্বক উভয় হস্তের কনিষ্ঠার সহিত কনিষ্ঠা, ...

অনামার সহিত অনামা, মধ্যমার সহিত মধ্যমা ও তর্জ্জনীর সহিত তর্জ্জনী গ্রথিত করিবে। পরে ঐ সংযুক্ত হস্ত পরিবর্ত্তিত করিবে (উল্টাইবে)। (এবং তর্জ্জনীদ্বয়ের অগ্রভাগ সংযোগে নির্মাল্য লইয়া নাসার সম্মুখে ধারণ পূর্ব্বক আঘ্রাণ দ্বারা দেবতাকে হৃদয়ে স্থাপন করিবে। পরে ঐ নির্ম্মাল্য বিপরীতভাবে হস্ত পরিবর্ত্তন দ্বারা, পূর্ব স্থানে স্থাপন করিয়া শেষে এই মুদ্রা ভঙ্গ করিবে)। প্রমাণ যথা তন্ত্রসারে, অধোমুখে বামহস্তে উর্ধ্বাস্যং দক্ষহস্তকং। ক্ষিপ্তাঙ্গ লিরঙ্গুলীভিঃ সংগ্রথ পরিবর্ত্তয়েৎ এষা সংহারমুদ্রা স্যাদ্ বিসর্জনবিধৌ স্মৃতা।। ইতি।

সকলীকরণ। - দেবতার অঙ্গে ষড়ঙ্গন্যাস করিলেই সকলীকরণমুদ্রা হয়। যথা তন্ত্রসারে, দেবতাঙ্গে ষড়াঙ্গানাং ন্যাস স্যাৎ সকলীকৃতিঃ।

সঙ্কেত । - তত্ত্ব দেখুন।

সন্নিধাপনী। - আবহন্যাদি দেখুন।

সপ্তজিহ্বা। - উভয় হস্তের মণিবন্ধ সংযুক্ত করিয়া, সমুদায় অঙ্গুলী প্রসারিত করিবে। অঙ্গুষ্ঠযুগল ও কনিষ্ঠাযুগল মিলিত হইয়া মধ্যে প্রসারিত হইবে। ইহার নাম সপ্তজিহ্বা মুদ্রা। তন্ত্রসারে মণিবন্ধযুতৌ কৃত্বা প্রসৃতাঙ্গুলিকৌ করৌ। কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠযুগলে মিলিত্বান্তঃপ্রসারিতে।। সপ্তজিহ্বাখ্য মুদ্রেয়ং বৈশ্বানর-প্রিয়ঙ্করী।। ইতি।

সমান। - প্রাণাদি দেখুন।

সম্মুখীকরণী। - আবাহন্যাদি দেখুন।

সর্বদ্রাবিণী । - দ্রাবিণী দেখুন।

সর্ব্ববশ্যকরী। - বশিনী দেখুন।

সর্ববিদ্রাবিণী। - দ্রাবিণী দেখুন।

সর্বসংক্ষোভিণী। - ক্ষোভিণী দেখুন।

সর্বাকর্ষিণী। - আকর্ষণী দেখুন।

সর্ববেশিনী। - বশিনী দেখুন।

সর্বোন্মাদিনী। - উন্মাদিনী দেখুন।

সারঙ্গ। - মৃগ দেখুন।

সুরভি। - গো দেখুন।............

সৃণি। - অঙ্কুশ দেখুন।

সৌভাগ্যদণ্ডিনীমুদ্রা। - বামহস্তে মুষ্টিবন্ধপূর্ব্বক তর্জনী সরলাকার করিয়া কর্ণপ্রদেশে ভ্রামিত করিবে। ইহার নাম সৌভাগ্যদণ্ডিনীমুদ্রা। যথা তন্ত্রসারে, বামহস্তেন মুষ্টিন্তু কৃত্বা কর্ণপ্রদেশকে। তর্জনীং সরলং কৃত্বা ভ্রাময়েন্মনুবিত্তমঃ।। সৌভাগ্যদণ্ডিনীমুদ্রা ন্যাসকালেহপি সূচিতা।। ইতি।

স্থাপনী। আবাহন্যাদি দেখুন।

স্নান। ষোড়শোপচার দেখুন।

স্ফোটিকা। ছোটিকা এবং ষোড়শোপচার দেখুন।

স্বস্তিক। ষোড়শোপচার দেখুন।

স্বাগত। ষোড়শোপচার দেখুন।

হয়গ্রীবমুদ্রা। বামকরতল উর্দ্ধমুখ (চিত) রাখিয়া তদুপরি দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি সমুদায় অধোমুখে স্থাপন করিবে। পরে ঐ দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা উন্নত করিয়া আকুঞ্চন পূর্ব্বক বামহস্তের অঙ্গুলিসমুদায়ের নিম্নে স্থাপন করিতে হইবে। ইহার নাম হয়গ্রীবমুদ্রা অথবা হয়গ্রীবপ্রিয়ামুদ্রা। যথা তন্ত্রসারে, বামহস্ততলে দক্ষা অঙ্গুল্যস্তাস্বধোমুখীঃ। সংরোপ্য মধ্যমাং তাসামন্যস্যাধো বিকুঞ্চয়েৎ।। হয়গ্রীবপ্রিয়ামুদ্রা তন্মুর্ত্তেরনুকারিণী।

হংসী। দক্ষিণহস্তের সমুদায় অঙ্গুলির মুখ একত্র করিয়া, কনিষ্ঠা মুক্ত করিলে হংসীমুদ্রা হয়। প্রমাণ কস্তুরীমুদ্রায় দেখুন।

বর
গো যোনি
তত্ত্ব
কূর্ম্ম
ত্রিশূল
অভয়
শঙ্খ
ধেনু
পদ্ম
মৎস্য
সংহার
গদা
অঙ্কুশ
খড়্গ
গালিনী
নারাচ
প্রার্থনা

ত্রিখণ্ড
পরমীকরণ
মহাযোনি
ভূতিনী
মৃগ
চক্র
মুণ্ড
গ্রাস
কুম্ভ
লেলিহান
অবগুণ্ঠন

যোঢ়ান্যাস।

বীরতন্ত্রে- কেবলাং মাতৃকাং কৃত্বা মাতৃকাং তারসংপুটাম্। মাতৃকাপুটিতং তারং ন্যসেৎ সাধকসত্তমঃ। শ্রীবীজপুটিতাং তান্তু মাতৃকাপুটিতন্তু তৎ। কামেন পুটিতাং দেবীং শক্তিঞ্চ তৎপুটাং ন্যসেৎ। লজ্জাদ্বন্দং তথা ন্যস্বা ঋ ঋৃ৯৯ং চ পূর্ব্ববৎ। মূলেন পুটিতাং দেবীং তৎপুটং মন্ত্রমেব চ। অনুলোম বিলোমেন ন্যস্বা মন্ত্রং যথাবিধি। মূলেনাষ্টশতং কুর্য্যাৎ ব্যাপকং তদন্তরমিতি।

বীরতন্ত্রোক্ত যোঢ়ান্যাস পাশ্চাত্য সাধকগণের রীতি অনুযায়ী প্রদত্ত হইল। পূর্বে ১০৯ পৃঃ (৬৭) টীকায় উক্ত হইয়াছে, দুর্গা, কালী, তারা, ছিন্নমস্তা এবং অন্যান্য দেবী পূজাতেও এই যোঢ়া করা চলে। যথা বীরতন্ত্রে - ইতি গুপ্তেন দুর্গায়া অঙ্গযোঢ়া প্রকীর্ত্তিতা। তারায়াঃ কালিকায়াশ্চ তন্মুখ্যায়া (উন্মুখ্যায়া) স্তথাপরা। কৃতেহস্মিন্ন্যাস বর্য্যো তু সর্বং পাপং প্রণশ্যতি।

তন্ত্রবিশেষে এই যোঢ়ার প্রকারভেদ দৃষ্ট হয়, তাহার মধ্যে যে কোন একটি করিলেই কার্য্যসিদ্ধি হইবে। পরন্তু সকল দেবদেবীর মহাযোঢ়া বৃহৎ এবং বিস্তৃত, তাহার বীজ ধ্যান প্রভৃতিও পৃথক, তাহা গুরুগম্য এবং বিশেষ অধিকারীর জন্য ব্যবস্থাপিত। যাঁহারা বঙ্গদেশীয় সাধক সম্প্রদায়ে প্রচলিত যোঢ়া করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের পক্ষে (৬৭) টীকা দেখিয়া অত্রোক্তন্যাস দুই অংশে ভাগ করিয়া লইতে অসুবিধা হইবে না।

প্রথমে ধ্যান - কালীং কল্যাণরূপাং ত্রিজগতি সুমহানন্দ সন্দোহবৃন্দমোহধ্বংসৈকহেতুং ক্ষমসহনমহাভৈরবানন্দসঙঘাম্। বর্ণাখ্যাং মঙ্গলাখ্যাং মরকতমণিভামীশ্বরীং মোহহন্ত্রীং বন্দে যোঢ়াং মহাখ্যাং প্রথমপরিলসৎ কামরূপাং ত্রিনেত্রাম্।

ধ্যানের পর দেবী প্রণাম করিয়া ৫৬ পৃঃ মাতৃকান্যাসোক্ত মুদ্রায়, বা, পুষ্পদ্বারা কিম্বা তত্ত্ব মুদ্রায় অথবা মনে মনে সেই সেই স্থান চিন্তা করিয়া ন্যাস করিবেন যথা -

প্রথমে মধ্যমা অনামিকায় ললাটে 'অং নমঃ' হইতে আরম্ভ করিয়া হৃদয়াদিমুখ পর্য্যন্ত 'ক্ষং পরমাত্মনে নমঃ' পর্য্যন্ত (৫৬পৃঃ) ন্যাস করিয়া প্রথমে 'ওঁ' কার পুটিত মাতৃকা এবং মাতৃকা পুটিত 'ওঁ' ন্যাস করিবেন যথা - ললাটে ....

ওঁ অং ওঁ নমঃ, অং ওঁ অং নমঃ। এইরূপ সর্বত্র শেষে নমঃ পদ প্রয়োগ করিবেন।

মুখবৃত্তে ওঁ আং ওঁ, আং ওঁ আং। দক্ষনেত্রে ওঁ ইং, ওঁ, ইং ওঁ ইং। বামনেত্রে ওঁ, ঈং ওঁ, ঈং ওঁ ঈং। দক্ষকর্ণে ওঁ উং ওঁ, উং ওঁ উং। বামকর্ণে ওঁ ঊং ওঁ, ঊং ওঁ ঊং। দক্ষনাসা ওঁ ঋং ওঁ, ঋং ওঁ ঋং। বামনাসা ওঁ ৠং ওঁ ৠং ওঁ ৠং। দক্ষগন্ডে ওঁ ঌং ওঁ, ঌং ওঁ ঌং। বামগণ্ডে ওঁ ৡং ওঁ, ৡং ওঁ ৡং ওষ্ঠে ওঁ এং ওঁ, এং ওঁ এং। অধরে ওঁ ঐং ওঁ, ঐং ওঁ ঐং। উর্দ্ধদন্তপংক্তৌ ওঁ ওংওঁ, ওং ওঁ ওং ওঁ, ওং ওঁ ওং। অধোদন্তপংক্তৌ ওঁ ঔং ওঁ, ঔং ওঁ ঔং। উত্তমাঙ্গে (মস্তকে) ওঁ অং ওঁ, ঈং ওঁ অং। মুখবিবরে ওঁ অঃ ওঁ, অঃ ওঁ অঃ। দক্ষবাহুমূলে ওঁ কং ওঁ, কং ওঁ কং। দক্ষকূর্পরে (কনুই) ওঁ খং ওঁ, খং ওঁ খং। দক্ষমণিবন্ধে ওঁ গং ওঁ, গং ওঁ গং। দক্ষঅঙ্গুলিমূলে ওঁ ঘং ওঁ, ঘং ওঁ ঘং। দক্ষঅঙ্গুল্যগ্রে ওঁ ঙং ওঁ, ঙং ওঁ ঙং। বামবাহুমূলে ওঁ চং ওঁ, চং ওঁ চং। বামকূর্পরে (কনুই) ওঁ ছং ওঁ, ছং ওঁ ছং। বামমণিবন্ধে ওঁ জং ওঁ, জং ওঁ জং। বামঅঙ্গুলিমূলে ওঁ ঝং ওঁ, ঝং ওঁ ঝং। বামঅঙ্গুল্যগ্রে ওঁ ঞং ওঁ, ঞং ওঁ ঞং। দক্ষিণ উরু মূলে ওঁ টং ওঁ, টং ওঁ টং। দক্ষিণ জানুনি ওঁ ঠং ওঁ, ঠং ওঁ ঠং। দক্ষ গুলফে ওঁ ডং ওঁ, ডং ওঁ ডং। দক্ষপাদাঙ্গুলিমূলে ওঁ ঢং ওঁ, ঢং ওঁ ঢং। দক্ষপাদাঙ্গুল্যগ্রে ওঁ ণং ওঁ, ণং ওঁ ণং। বামোরুমূলে ওঁ তং ওং, তং ওঁ তং। বামজানুনি ওঁ থং ওঁ, থং ওঁ থং। বাম গুলফে ওঁ দং ওঁ, দং ওং দং। বামপাদাঙ্গুলিমূলে ওঁ ধং ওঁ, ধং ওঁ ধং। বামপাদাঙ্গুল্যগ্রে ওঁ নং ওঁ, নং ওঁ নং। দক্ষপার্শ্বে ওঁ পং ওঁ, পং ওঁ পং। বামপার্শ্বে ওঁ ফং ওঁ, ফং ওঁ ফং। পৃষ্ঠে ওঁ বং ওঁ, বং ওঁ বং। নাভৌ ওঁ ভং ওঁ, ভং ওঁ ভং। উদরে ওঁ মং ওঁ, মং ওঁ মং। হৃদয়ে ওঁ যং ওঁ, যং ওঁ যং। দক্ষিণ স্কন্ধে ওঁ রং ওঁ, রং ওঁ রং। ককুদি (ঘাড়) ওঁ লং ওঁ, লং ওঁ লং। বামস্কন্ধে ওঁ বং ওঁ, বং ওঁ বং। হৃদয়াদি দক্ষবাহু পর্য্যন্তং ওঁ শং ওঁ, শং ওঁ শং। হৃদয়াদি বামবাহু পর্যন্তং ওঁ ষং ওঁ, ষং ওঁ ষং। হৃদয়াদি দক্ষপাদ পর্য্যন্তং ওঁ সং ওঁ, সং ওঁ সং। হৃদ্যাদি বামপাদ পর্য্যন্তং ওঁ হং ওঁ, হং ওঁ হং। হৃদয়াদি উদর পর্য্যন্তং ওঁ লং ওঁ, লং ওঁ লং। হৃদয়াদি মুখ পর্য্যন্তং ওঁ ক্ষং ওঁ, ক্ষং ওঁ ক্ষং।

অতঃপর শ্রীবীজ পুটিত মাতৃকা ওবং মাতৃকা পুটিত শ্রীবীজ। যথা- ললাটে শ্রী অং শ্রী, অং শ্রী অং। মুখবৃত্তে শ্রী আং শ্রী, আং শ্রী আং। দক্ষনেত্রে শ্রী ইং শ্রী, ইং শ্রী ইং। বামনেত্রে শ্রী ঈং শ্রী, ঈং শ্রী ঈং।...............

দক্ষকর্ণে শ্রী উং শ্রী , উং শ্রী উং। বামকর্ণে শ্রী ঊং শ্রী , ঊং শ্রী ঊং। দক্ষনাসা শ্রী ঋং শ্রী, ঋং শ্রী ঋং। বামনাসা শ্রী ৠং শ্রী ৠং শ্রী ৠং। দক্ষগণ্ডে শ্রী ঌং শ্রী, ঌং শ্রী ঌং। বামগণ্ডে শ্রী ৡং শ্রী, ৡং শ্রী ৡং ওষ্ঠে শ্রী এং শ্রী, এং শ্রী এং। অধরে শ্রী ঐং শ্রী, ঐং শ্রী ঐং। উৰ্দ্ধদন্তপংক্তৌ শ্রী ওং শ্রী, ওং শ্রী ওং। অধোদন্তপংক্তৌ শ্রী ঔং শ্রী, ঔং শ্রী ঔং। উত্তমাঙ্গে (মস্তকে) শ্রী অং শ্রী, অং শ্রী অং। মুখবিবরে শ্রী অঃ শ্রী, অঃ শ্রী অঃ। দক্ষবাহুমূলে শ্রী কং শ্রী, কং শ্রী কং। দক্ষকূর্পরে (কনুই) শ্রী খং শ্রী, খং শ্রী খং। দক্ষমণিবন্ধে শ্রী গং শ্রী, গং শ্রী গং। দক্ষাঙ্গুলিমূলে শ্রী ঘং শ্রী, ঘং শ্রী ঘং। দক্ষাঙ্গুল্যগ্রে শ্রী ঙং শ্রী, ঙং শ্রী ঙং। বামবাহুমূলে শ্রী চং শ্রী, চং শ্রী চং। বামকূর্পরে (কনুই) শ্রী ছং শ্রী, ছং শ্রী ছং। বামমণিবন্ধে শ্রী জং শ্রী, জং শ্রী জং। বামাঙ্গুলিমূলে শ্রী ঝং শ্রী, ঝং শ্রী ঝং। বামাঙ্গুল্যগ্রে শ্রী ঞং শ্রী, ঞং শ্রী ঞং। দক্ষিণ উরু মূলে শ্রী টং শ্রী, টং শ্রী টং। দক্ষিণ জানুনি শ্রী ঠং শ্রী, ঠং শ্রী ঠং। দক্ষ গুল্‌ফে শ্রী ডং শ্রী, ডং শ্রী ডং। দক্ষপাদাঙ্গুলিমূলে শ্রী ঢং শ্রী, ঢং শ্রী ঢং। দক্ষপাদাঙ্গুল্যগ্রে শ্রী ণং শ্রী, ণং শ্রী ণং। বামোরুমূলে শ্রী তং শ্রী, তং শ্রী তং। বামজানুনি শ্রী থং শ্রী, থং শ্রী থং। বাম গুল্‌ফে শ্রী দং শ্রী, দং শ্রী দং। বামপাদাঙ্গুলিমূলে শ্রী ধং শ্রী, ধং শ্রী ধং। বামপাদাঙ্গুল্যগ্রে শ্রী নং শ্রী, নং শ্রী নং। দক্ষপার্শ্বে শ্রী পং শ্রী, পং শ্রী পং। বামপার্শ্বে শ্রী ফং শ্রী, ফং শ্রী ফং। পৃষ্ঠে শ্রী বং শ্রী, বং শ্রী বং। নাভৌ শ্রী ভং শ্রী, ভং শ্রী ভং। উদরে শ্রী মং শ্রী, মং শ্রী মং। হৃদয়ে শ্রী যং শ্রী, যং শ্রী যং। দক্ষিণ স্কন্ধে শ্রী রং শ্রী, রং শ্রী রং। ককুদি (ঘাড়) শ্রী লং শ্রী, লং শ্রী লং। বামস্কন্ধে শ্রী বং শ্রী, বং শ্রী বং। হৃদয়াদি দক্ষবাহু পর্য্যন্তং শ্রী শং শ্রী, শং শ্রী শং। হৃদয়াদি বামবাহু পর্যন্তং শ্রী ষং শ্রী, ষং শ্রী ষং। হৃদয়াদি দক্ষপাদ পর্য্যন্তং শ্রী সং শ্রী, সং শ্রী সং। হৃদয়াদি বামপাদ পর্য্যন্তং শ্রী হং শ্রী, হং শ্রী হং। হৃদয়াদি উদর পর্য্যন্তং শ্রী লং শ্রী, লং শ্রী লং। হৃদয়াদি মুখ পর্য্যন্তং শ্রী ক্ষং শ্রী, ক্ষং শ্রী ক্ষং।

তৎপরে কামবীজ পুটিত মাতৃকা এবং মাতৃকা পুটিত কামবীজ যথা- ললাটে ক্লীঁ অং ক্লীঁ, অং ক্লীঁ অং। মুখবৃত্তে ক্লীঁ আং ক্লীঁ, আং ক্লীঁ আং। দক্ষনেত্রে ক্লীঁ ইং ক্লীঁ, ইং ক্লীঁ ইং। বামনেত্রে ক্লীঁ ঈং ক্লীঁ, ঈং ক্লীঁ ঈং। দক্ষকর্ণে ক্লীঁ উং ক্লীঁ, উং ক্লীঁ উং। বামকর্ণে ক্লীঁ ঊং ক্লীঁ , ঊং ক্লীঁ ঊং। দক্ষনাসায়াং..........

ক্লীঁ ঋং ক্লীঁ, ঋং ক্লীঁ ঋং। বামনাসায়াং ক্লীঁ ৠং ক্লীঁ ৠং ক্লীঁ ৠং। দক্ষগণ্ডে ক্লীঁ ঌং ক্লীঁ, ঌং ক্লীঁ ঌং। বামগণ্ডে ক্লীঁ ঌং ক্লীঁ, ঌং ক্লীঁ ঌং ওষ্ঠে ক্লীঁ এং ক্লীঁ, এং ক্লীঁ এং। অধরে ক্লীঁ ঐং ক্লীঁ, ঐং ক্লীঁ ঐং। উর্দ্ধদন্তপংক্তৌ ক্লীঁ ওং ক্লীঁ, ওং ক্লীঁ ওং। অধোদন্তপংক্তৌ ক্লীঁ ঔং ক্লীঁ, ঔং ক্লীঁ ঔং। উত্তমাঙ্গে (মস্তকে) ক্লীঁ অং ক্লীঁ, অং ক্লীঁ অং। মুখবিবরে ক্লীঁ অঃ ক্লীঁ, অঃ ক্লীঁ অঃ। দক্ষবাহুমূলে ক্লীঁ কং ক্লীঁ, কং ক্লীঁ কং। দক্ষকূর্পরে (কনুই) ক্লীঁ খং ক্লীঁ, খং ক্লীঁ খং। দক্ষমণিবন্ধে ক্লীঁ গং ক্লীঁ, গং ক্লীঁ গং। দক্ষাঙ্গুলিমূলে ক্লীঁ ঘং ক্লীঁ, ঘং ক্লীঁ ঘং। দক্ষাঙ্গুল্যগ্রে ক্লীঁ ঙং ক্লীঁ, ঙং ক্লীঁ ঙং। বামবাহুমূলে ক্লীঁ চং ক্লীঁ, চং ক্লীঁ চং। বামকূর্পরে (কনুই) ক্লীঁ ছং ক্লীঁ, ছং ক্লীঁ ছং। বামমণিবন্ধে ক্লীঁ জং ক্লীঁ, জং ক্লীঁ জং। বামাঙ্গুলিমূলে ক্লীঁ ঝং ক্লীঁ, ঝং ক্লীঁ ঝং। বামাঙ্গুল্যগ্রে ক্লীঁ ঞং ক্লীঁ, ঞং ক্লীঁ ঞং। দক্ষিণ উরু মূলে ক্লীঁ টং ক্লীঁ, টং ক্লীঁ টং। দক্ষিণ জানুনি ক্লীঁ ঠং ক্লীঁ, ঠং ক্লীঁ ঠং। দক্ষ গুল্‌ফে ক্লীঁ ডং ক্লীঁ, ডং ক্লীঁ ডং। দক্ষপাদাঙ্গুলিমূলে ক্লীঁ ঢং ক্লীঁ, ঢং ক্লীঁ ঢং। দক্ষপাদাঙ্গুল্যগ্রে ক্লীঁ ণং ক্লীঁ, ণং ক্লীঁ ণং। বামোরুমূলে ক্লীঁ তং ক্লীঁ, তং ক্লীঁ তং। বামজানুনি ক্লীঁ থং ক্লীঁ, থং ক্লীঁ থং। বাম গুল্‌ফে ক্লীঁ দং ক্লীঁ, দং ক্লীঁ দং। বামপাদাঙ্গুলিমূলে ক্লীঁ ধং ক্লীঁ, ধং ক্লীঁ ধং। বামপাদাঙ্গুল্যগ্রে ক্লীঁ নং ক্লীঁ, নং ক্লীঁ নং। দক্ষপার্শ্বে ক্লীঁ পং ক্লীঁ, পং ক্লীঁ পং। বামপার্শ্বে ক্লীঁ ফং ক্লীঁ, ফং ক্লীঁ ফং। পৃষ্ঠে ক্লীঁ বং ক্লীঁ, বং ক্লীঁ বং। নাভৌ ক্লীঁ ভং ক্লীঁ, ভং ক্লীঁ ভং। উদরে ক্লীঁ মং ক্লীঁ, মং ক্লীঁ মং। হৃদয়ে ক্লীঁ যং ক্লীঁ, যং ক্লীঁ যং। দক্ষিণ স্কন্ধে ক্লীঁ রং ক্লীঁ, রং ক্লীঁ রং। ককুদি (ঘাড়) ক্লীঁ লং ক্লীঁ, লং ক্লীঁ লং। বামস্কন্ধে ক্লীঁ বং ক্লীঁ, বং ক্লীঁ বং। হৃদয়াদি দক্ষবাহু পর্য্যন্তং ক্লীঁ শং ক্লীঁ, শং ক্লীঁ শং। হৃদয়াদি বামবাহু পর্যন্তং ক্লীঁ ষং ক্লীঁ, ষং ক্লীঁ ষং। হৃদয়াদি দক্ষপাদ পর্যন্তং ক্লীঁ সং ক্লীঁ, সং ক্লীঁ সং। হৃদয়াদি বামপাদ পর্যন্তং ক্লীঁ হং ক্লীঁ, হং ক্লীঁ হং। হৃদয়াদি উদর পর্যন্তং ক্লীঁ লং ক্লীঁ, লং ক্লীঁ লং। হৃদয়াদি মুখ পর্যন্তং ক্লীঁ ক্ষং ক্লীঁ, ক্ষং ক্লীঁ ক্ষং।

অতঃপর শক্তিবীজ পুটিত মাতৃকা এবং মাতৃকা পুটিত শক্তিবীজ যথা- ললাটে হ্রীঁ অং হ্রীঁ, অং হ্রীঁ অং। মুখবৃত্তে হ্রীঁ আং হ্রীঁ, আং হ্রীঁ আং। দক্ষনেত্রে হ্রীঁ ইং হ্রীঁ, ইং হ্রীঁ ইং। বামনেত্রে হ্রীঁ ঈং হ্রীঁ, ঈং হ্রীঁ ঈং। দক্ষকর্ণে হ্রীঁ উং হ্রীঁ, উং হ্রীঁ উং। বামকর্ণে হ্রীঁ ঊং হ্রীঁ , ঊং হ্রীঁ ঊং। দক্ষনাসায়াং হ্রীঁ ঋং হ্রীঁ, ঋং হ্রীঁ ঋং। বামনাসায়াং হ্রীঁ ৠং হ্রীঁ ৠং হ্রীঁ ৠং। দক্ষগন্ডে হ্রীঁ ঌং হ্রীঁ, ঌং হ্রীঁ ঌং। বামগণ্ডে হ্রীঁ ঌং হ্রীঁ, ঌং হ্রীঁ ঌং ওষ্ঠে.....................

হ্রীঁ এং হ্রীঁ, এং হ্রীঁ এং। অধরে হ্রীঁ ঐং হ্রীঁ, ঐং হ্রীঁ ঐং। উর্দ্ধদন্তপংক্তৌ হ্রীঁ ওং হ্রীঁ, ওং হ্রীঁ ওং। অধোদন্তপংক্তৌ হ্রীঁ ঔং হ্রীঁ, ঔং হ্রীঁ ঔং। উত্তমাঙ্গে (মস্তকে) হ্রীঁ অং হ্রীঁ, অং হ্রীঁ অং। মুখবিবরে হ্রীঁ অঃ হ্রীঁ, অঃ হ্রীঁ অঃ। দক্ষবাহুমূলে হ্রীঁ কং হ্রীঁ, কং হ্রীঁ কং। দক্ষকূর্পরে (কনুই) হ্রীঁ খং হ্রীঁ, খং হ্রীঁ খং। দক্ষমণিবন্ধে হ্রীঁ গং হ্রীঁ, গং হ্রীঁ গং। দক্ষঅঙ্গুলিমূলে হ্রীঁ ঘং হ্রীঁ, ঘং হ্রীঁ ঘং। দক্ষঅঙ্গুল্যাগ্রে হ্রীঁ ঙং হ্রীঁ, ঙং হ্রীঁ ঙং। বামবাহুমূলে হ্রীঁ চং হ্রীঁ, চং হ্রীঁ চং। বামকূর্পরে (কনুই) হ্রীঁ ছং হ্রীঁ, ছং হ্রীঁ ছং। বামমণিবন্ধে হ্রীঁ জং হ্রীঁ, জং হ্রীঁ জং। বামঅঙ্গুলিমূলে হ্রীঁ ঝং হ্রীঁ, ঝংহ্রীঁ ঝং। বামঅঙ্গুল্যাগ্রে হ্রীঁ ঞং হ্রীঁ, ঞং হ্রীঁ ঞং। দক্ষিণ উরু মূলে হ্রীঁ টং হ্রীঁ, টং হ্রীঁ টং। দক্ষিণ জানুনি হ্রীঁ ঠং হ্রীঁ, ঠং হ্রীঁ ঠং। দক্ষ গুলফে হ্রীঁ ডং হ্রীঁ, ডং হ্রীঁ ডং। দক্ষপাদাঙ্গুলিমূলে হ্রীঁ ঢং হ্রীঁ, ঢং হ্রীঁ ঢং। দক্ষপাদাঙ্গুল্যাগ্রে হ্রীঁ ণং হ্রীঁ, ণং হ্রীঁ ণং। বামোরুমূলে হ্রীঁ তং হ্রীঁ, তং হ্রীঁ তং। বামজানুনি হ্রীঁ থং হ্রীঁ, থং হ্রীঁ থং। বাম গুল্‌ফে হ্রীঁ দং হ্রীঁ, দং হ্রীঁ দং। বামপাদাঙ্গুলিমূলে হ্রীঁ ধং হ্রীঁ, ধং হ্রীঁ ধং। বামপাদাঙ্গুল্যাগ্রে হ্রীঁ নং হ্রীঁ, নং হ্রীঁ নং। দক্ষপার্শ্বে হ্রীঁ পং হ্রীঁ, পং হ্রীঁ পং। বামপার্শ্বে হ্রীঁ ফং হ্রীঁ, ফং হ্রীঁ ফং। পৃষ্ঠে হ্রীঁ বং হ্রীঁ, বং হ্রীঁ বং। নাভৌ হ্রীঁ ভং হ্রীঁ, ভং হ্রীঁ ভং। উদরে হ্রীঁ মং হ্রীঁ, মং হ্রীঁ মং। হৃদয়ে হ্রীঁ যং হ্রীঁ, যং হ্রীঁ যং। দক্ষিণ স্কন্ধে হ্রীঁ রং হ্রীঁ, রং হ্রীঁ রং। ককুদি (ঘাড়) হ্রীঁ লং হ্রীঁ, লং হ্রীঁ লং। বামস্কন্ধে হ্রীঁ বং হ্রীঁ, বং হ্রীঁ বং। হৃদয়াদি দক্ষবাহু পর্য্যন্তং হ্রীঁ শং হ্রীঁ, শং হ্রীঁ শং। হৃদয়াদি বামবাহু পর্যন্তং হ্রীঁ ষং হ্রীঁ, ষং হ্রীঁ ষং। হৃদয়াদি দক্ষপাদ পর্য্যন্তং হ্রীঁ সং হ্রীঁ, সং হ্রীঁ সং। হৃদয়াদি বামপাদ পর্য্যন্তং হ্রীঁ হং হ্রীঁ, হং হ্রীঁ হং। হৃদয়াদি উদর পর্য্যন্তং হ্রীঁ লং হ্রীঁ, লং হ্রীঁ লং। হৃদয়াদি মুখ পর্য্যন্তং হ্রীঁ ক্ষং হ্রীঁ, ক্ষং হ্রীঁ ক্ষং।

অতঃপর হ্রীঁ হ্রীঁ পুটিত মাতৃকা এবং মাতৃকা পুটিত হ্রীঁ হ্রীঁ।

ললাটে হ্রীঁ হ্রীঁ অং হ্রীঁ হ্রীঁ, অং হ্রীঁ হ্রীঁ অং। মুখবৃত্তে হ্রীঁ হ্রীঁ আং হ্রীঁ হ্রীঁ, আং হ্রীঁ হ্রীঁ আং। দক্ষনেত্রে হ্রীঁ হ্রীঁ ইং হ্রীঁ হ্রীঁ, ইং হ্রীঁ হ্রীঁ ইং। বামনেত্রে হ্রীঁ হ্রীঁ ঈং হ্রীঁ হ্রীঁ, ঈং হ্রীঁ হ্রীঁ ঈং। দক্ষকর্ণে হ্রীঁ হ্রীঁ উং হ্রীঁ হ্রীঁ, উং হ্রীঁ হ্রীঁ উং। বামকর্ণে হ্রীঁ হ্রীঁ ঊং হ্রীঁ হ্রীঁ, ঊং হ্রীঁ হ্রীঁ ঊং। দক্ষনাসায়াং হ্রীঁ হ্রীঁ ঋং হ্রীঁ হ্রীঁ, ঋং হ্রীঁ হ্রীঁ ঋং। বামনাসায়াং হ্রীঁ হ্রীঁ ঋৃং হ্রীঁ হ্রীঁ, ঋৃং হ্রীঁ হ্রীঁ ঋৃং। দক্ষগণ্ডে হ্রীঁ হ্রীঁ ঌং হ্রীঁ হ্রীঁ, ঌং হ্রীঁ হ্রীঁ ঌং। বামগণ্ডে হ্রীঁ হ্রীঁ ঌং হ্রীঁ হ্রীঁ, ঌং হ্রীঁ হ্রীঁ ঌং ওষ্ঠে হ্রীঁ হ্রীঁ এং হ্রীঁ হ্রীঁ, এং ....

হ্রীঁ হ্রীঁ এং। অধরে হ্রীঁ হ্রীঁ ঐং হ্রীঁ হ্রীঁ, ঐং হ্রীঁ হ্রীঁ ঐং। ঊর্দ্ধদন্তপংক্তৌ হ্রীঁ হ্রীঁ ওং হ্রীঁ হ্রীঁ, ওং হ্রীঁ হ্রীঁ ওং। অধোদন্তপংক্তৌ হ্রীঁ হ্রীঁ ঔং হ্রীঁ হ্রীঁ, ঔং হ্রীঁ হ্রীঁ ঔং। উত্তমাঙ্গে (মস্তকে) হ্রীঁ হ্রীঁ অং হ্রীঁ হ্রীঁ, অং হ্রীঁ হ্রীঁ অং। মুখবিবরে হ্রীঁ হ্রীঁ হ্রীঁ অঃ হ্রীঁ হ্রীঁ, অঃ হ্রীঁ হ্রীঁ অঃ। দক্ষবাহুমূলে হ্রীঁ হ্রীঁ কং হ্রীঁ হ্রীঁ, কং হ্রীঁ হ্রীঁ কং। দক্ষকূর্পরে (কনুই) হ্রীঁ হ্রীঁ খং হ্রীঁ হ্রীঁ, খং হ্রীঁ হ্রীঁ খং। দক্ষমণিবন্ধে হ্রীঁ হ্রীঁ গং হ্রীঁ হ্রীঁ, গং হ্রীঁ হ্রীঁ গং। দক্ষকরাঙ্গুলিমূলে হ্রীঁ হ্রীঁ ঘং হ্রীঁ হ্রীঁ, ঘং হ্রীঁ হ্রীঁ ঘং। দক্ষকরাঙ্গুল্যগ্রে হ্রীঁ হ্রীঁ ঙং হ্রীঁ হ্রীঁ, ঙং হ্রীঁ হ্রীঁ ঙং। বামবাহুমূলে হ্রীঁ হ্রীঁ চং হ্রীঁ হ্রীঁ, চং হ্রীঁ হ্রীঁ চং। বামকূর্পরে (কনুই) হ্রীঁ হ্রীঁ ছং হ্রীঁ হ্রীঁ, ছং হ্রীঁ হ্রীঁ ছং। বামমণিবন্ধে হ্রীঁ হ্রীঁ জং হ্রীঁ হ্রীঁ, জং হ্রীঁ হ্রীঁ জং। বামঅঙ্গুলিমূলে হ্রীঁ হ্রীঁ ঝং হ্রীঁ হ্রীঁ, ঝং হ্রীঁ হ্রীঁ ঝং। বামঅঙ্গুল্যগ্রে হ্রীঁ হ্রীঁ ঞং হ্রীঁ হ্রীঁ, ঞং হ্রীঁ হ্রীঁ ঞং। দক্ষিণ ঊরু মূলে হ্রীঁ হ্রীঁ টং হ্রীঁ হ্রীঁ, টং হ্রীঁ হ্রীঁ টং। দক্ষিণ জানুনি হ্রীঁ হ্রীঁ ঠং হ্রীঁ হ্রীঁ, ঠং হ্রীঁ হ্রীঁ ঠং। দক্ষ গুলফে হ্রীঁ হ্রীঁ ডং হ্রীঁ হ্রীঁ, ডং হ্রীঁ হ্রীঁ ডং। দক্ষপাদাঙ্গুলিমূলে হ্রীঁ হ্রীঁ ঢং হ্রীঁ হ্রীঁ, ঢং হ্রীঁ হ্রীঁ ঢং। দক্ষপাদাঙ্গুল্যগ্রে হ্রীঁ হ্রীঁ ণং হ্রীঁ হ্রীঁ, ণং হ্রীঁ হ্রীঁ ণং। বামোরুমূলে হ্রীঁ হ্রীঁ তং হ্রীঁ হ্রীঁ, তং হ্রীঁ হ্রীঁ তং। বামজানুনি হ্রীঁ হ্রীঁ থং হ্রীঁ হ্রীঁ, থং হ্রীঁ হ্রীঁ থং। বাম গুলফে হ্রীঁ হ্রীঁ দং হ্রীঁ হ্রীঁ, দং হ্রীঁ হ্রীঁ দং। বামপাদাঙ্গুলিমূলে হ্রীঁ হ্রীঁ ধং হ্রীঁ হ্রীঁ, ধং হ্রীঁ হ্রীঁ ধং। বামপাদাঙ্গুল্যগ্রে হ্রীঁ হ্রীঁ নং হ্রীঁ হ্রীঁ, নং হ্রীঁ হ্রীঁ নং। দক্ষপার্শ্বে হ্রীঁ হ্রীঁ পং হ্রীঁ হ্রীঁ, পং হ্রীঁ হ্রীঁ পং। বামপার্শ্বে হ্রীঁ হ্রীঁ ফং হ্রীঁ হ্রীঁ, ফং হ্রীঁ হ্রীঁ ফং। পৃষ্ঠে হ্রীঁ হ্রীঁ বং হ্রীঁ হ্রীঁ, বং হ্রীঁ হ্রীঁ বং। নাভৌ হ্রীঁ হ্রীঁ ভং হ্রীঁ হ্রীঁ, ভং হ্রীঁ হ্রীঁ ভং। উদরে হ্রীঁ হ্রীঁ মং হ্রীঁ হ্রীঁ, মং হ্রীঁ হ্রীঁ মং। হৃদয়ে হ্রীঁ হ্রীঁ যং হ্রীঁ হ্রীঁ, যং হ্রীঁ হ্রীঁ যং। দক্ষিণ স্কন্ধে হ্রীঁ হ্রীঁ রং হ্রীঁ হ্রীঁ, রং হ্রীঁ হ্রীঁ রং। ককুদি (ঘাড়) হ্রীঁ হ্রীঁ লং হ্রীঁ হ্রীঁ, লং হ্রীঁ হ্রীঁ লং। বামস্কন্ধে হ্রীঁ হ্রীঁ বং হ্রীঁ হ্রীঁ, বং হ্রীঁ হ্রীঁ বং। হৃদয়াদি দক্ষবাহু পর্য্যন্তং হ্রীঁ হ্রীঁ শং হ্রীঁ হ্রীঁ, শং হ্রীঁ হ্রীঁ শং। হৃদয়াদি বামবাহু পর্যন্তং হ্রীঁ হ্রীঁ ষং হ্রীঁ হ্রীঁ, ষং হ্রীঁ হ্রীঁ ষং। হৃদয়াদি দক্ষপাদ পর্য্যন্তং হ্রীঁ হ্রীঁ সং হ্রীঁ হ্রীঁ, সং হ্রীঁ হ্রীঁ সং। হৃদয়াদি বামপাদ পর্য্যন্তং হ্রীঁ হ্রীঁ হং হ্রীঁ হ্রীঁ, হং হ্রীঁ হ্রীঁ হং। হৃদয়াদি উদর পর্য্যন্তং হ্রীঁ হ্রীঁ লং হ্রীঁ হ্রীঁ, লং হ্রীঁ হ্রীঁ লং। হৃদয়াদি মুখ পর্য্যন্তং হ্রীঁ হ্রীঁ ক্ষং হ্রীঁ হ্রীঁ, ক্ষং হ্রীঁ হ্রীঁ ক্ষং।.................

অতঃপর ঋ ৠ ঌ ৡ পুটিত মাতৃকা এবং মাতৃকা পুটিত ঋ ৠ ঌ ৡ।
ললাটে ঋ ং ৠ ং ঌং ৡং অং ঋ ং ৠ ং ঌং ৡং, অং ঋ ং ৠ ং ঌং ৡং অং।
মুখবৃত্তে ঋ ং ৠ ং ঌং ৡং আং ঋ ং ৠ ং ঌং ৡং, আং ঋং ৠ ং ঌং ৡং আং।
দক্ষনেত্রে ঋ ং ৠ ং ঌং ৡং ইং ঋ ং ৠ ং ঌং ৡং, ইং ঋ ং ৠ ং ঌং ৡং ইং।
বামনেত্রে ঋ ং ৠ ং ঌং ৡং ঈং ঋ ং ৠ ং ঌং ৡং, ঈং ঋ ং ৠ ং ঌং ৡং ঈং।
দক্ষকর্ণে ঋ ং ৠ ং ঌং ৡং উং ঋ ং ৠ ং ঌং ৡং, উং ঋ ং ৠ ং ঌং ৡং উং।
বামকর্ণে ঋ ং ৠ ং ঌং ৡং ঊং ঋ ং ৠ ং ঌং ৡং, ঊং ঋ ং ৠ ং ঌং ৡং ঊং।
দক্ষনাসায়াং ঋ ং ৠ ং ঌং ৡং ঋং ঋ ং ৠ ং ঌং ৡং, ঋ ং ঋ ং ৠ ং ঌং ৡং ঋ ং।
বামনাসায়াং ঋ ং ৠ ং ঌ ৡ ৠং ঋ ং ৠ ং ঌং ৡং, ৠং ঋ ং ৠ ং ঌং ৡং ৠং।
দক্ষগন্ডে ঋ ং ৠ ং ঌং ৡং ঌং ঋ ং ৠ ং ঌং ৡং, ঌং ঋ ং ৠ ং ঌং ৡং ঌং।
বামগণ্ডে ঋ ং ৠ ং ঌং ৡং ৡং ঋ ং ৠ ং ঌং ৡং, ৡং ঋ ং ৠ ং ঌং ৡং ৡং
ওষ্ঠে ঋ ং ৠ ং ঌং ৡং এং ঋ ং ৠ ং ঌং ৡং, এং ঋ ং ৠ ং ঌং ৡং এং। অধরে ঋ ং ৠ ং ঌং ৡং ঐং ঋ ং ৠ ং ঌং ৡং, ঐং ঋ ং ৠ ং ঌং ৡং ঐং। উর্দ্ধদন্তপংক্তৌ ঋ ং ৠ ং ঌং ৡং ওং ঋ ং ৠ ং ঌং ৡং, ওং ঋ ং ৠ ং ঌং ৡং ওং। অধোদন্তপংক্তৌ ঋ ং ৠ ং ঌং ৡং ঔং ঋ ং ৠ ং ঌং ৡং, ঔং ঋ ং ৠ ং ঌং ৡং ঔং। উত্তমাঙ্গে (মস্তকে) ঋ ং ৠ ং ঌং ৡং অং ঋ ং ৠ ং ঌং ৡং, অং ঋ ং ৠ ং ঌং ৡং অং। মুখবিবরে ঋ ং ৠ ং ঌং ৡং অঃ ঋ ং ৠ ং ঌং ৡং, অঃ ঋ ং ৠ ং ঌং ৡং অঃ। দক্ষবাহুমূলে ঋ ং ৠ ং ঌং ৡং কং ঋ ং ৠ ং ঌং ৡং, কং ঋ ং ৠ ং ঌং ৡং কং। দক্ষকুর্পরে (কনুই) ঋ ং ৠ ং ঌং ৡং খং ঋ ং ৠ ং ঌং ৡং, খং ঋ ং ৠ ং ঌং ৡং খং। দক্ষমণিবন্ধে ঋ ং ৠ ং ঌং ৡং গং ঋ ং ৠ ং ঌং ৡং, গং ঋ ং ৠ ং ঌং ৡং গং। দক্ষঅঙ্গুলিমূলে ঋ ং ৠ ং ঌং ৡং ঘং ঋ ং ৠ ং ঌং ৡং, ঘং ঋ ং ৠ ং ঌং ৡং ঘং। দক্ষঅঙ্গুল্যাগ্রে ঋ ং ৠ ং ঌং ৡং ঙং ঋ ং ৠ ং ঌং ৡং, ঙং ঋ ং ৠ ং ঌং ৡং ঙং। বামবাহুমূলে ঋ ং ৠ ঌ ৡ চং ঋ ং ৠ ং ঌং ৡং, চং ঋ ং ৠ ং ঌং ৡং চং। বামকুর্পরে (কনুই) ঋং ৠ ঌ ৡ ছং ঋ ং ৠ ং ঌং ৡং, ছং ঋ ং ৠ ং ঌং ৡং ছং। বামমণিবন্ধে ঋং ৠ ঌ ৡ জং ঋ ং ৠ ং ঌং ৡং, জং ঋ ং ৠ ং ঌং ৡং জং। বামাঙ্গুলিমূলে ঋ ং ৠ ং ঌং ৡং ঝং ঋ ং ৠ ং ঌং ৡং, ঝং ঋ ং ৠ ং ঌং ৡং ঝং। বামাঙ্গুল্যাগ্রে ঋ ং ৠ ঌ ৡ ঞং ঋ ং ৠ ং ঌং ৡং, ঞং ঋ ং ৠ ং ঌং ৡং ঞং। দক্ষিণ উরু মূলে ঋ ং ৠ ং ঌং ৡং টং ঋ ং ৠ ং ঌং ৡং, টং ঋ ং ৠ ং ঌং ৡং টং। দক্ষিণ জানুনি ঋ ং ৠ ং ঌং ৡং ঠং ঋ ং ৠ ং ঌং ৡং, ঠং ঋং ৠ ঌ ৡ ঠং। দক্ষ গুলফে ঋ ং ৠ ং ঌং ৡং ডং ঋ ং ৠ ং ঌং ৡং, ডং ঋ ং ৠ ং ঌং ৡং ডং। দক্ষপাদাঙ্গুলিমূলে ঋ ং ৠ ং ঌং ৡং ঢং ঋ ং ৠ ং ঌং ৡং, ঢং ঋ ৠ ঌ ৡ ঢং। দক্ষপাদাঙ্গুল্যাগ্রে ঋ ং ৠ ং ঌং ৡং ণং ঋ ং ৠ ং ঌং ৡং, ণং ঋ ং ৠ ং ঌং ৡং ণং। বামোরুমূলে ঋ ং ৠ ং ....

ঌং ৡং তং ঋং ৠং ঌং ৡং, তং ঋং ৠং ঌং ৡং তং। বামজানুনি ঋং ৠং ঌং ৡং থং ঋং ৠং ঌং ৡং, থং ঋং ৠং ঌং ৡং থং। বাম গুল্ফে ঋং ৠং ঌং ৡং দং ঋং ৠং ঌং ৡং, দং ঋং ৠং ঌং ৡং দং। বামপাদাঙ্গুলিমূলে ঋং ৠং ঌং ৡং ধং ঋং ৠং ঌং ৡং, ধং ঋং ৠং ঌং ৡং ধং। বামপাদাঙ্গুল্যগ্রে ঋং ৠং ঌং ৡং নং ঋং ৠং ঌং ৡং, নং ঋং ৠং ঌং ৡং নং। দক্ষপার্শ্বে ঋং ৠং ঌং ৡং পং ঋং ৠং ঌং ৡং, পং ঋং ৠং ঌং ৡং পং। বামপার্শ্বে ঋং ৠং ঌং ৡং ফং ঋং ৠং ঌং ৡং, ফং ঋং ৠং ঌং ৡং ফং। পৃষ্ঠে ঋং ৠং ঌং ৡং বং ঋং ৠং ঌং ৡং, বং ঋং ৠং ঌং ৡং বং। নাভৌ ঋং ৠং ঌং ৡং ভং ঋং ৠ ঌ ৡ, ভং ঋং ৠং ঌং ৡং ভং। উদরে ঋং ৠং ঌং ৡং মং ঋং ৠং ঌং ৡং, মং ঋং ৠং ঌং ৡং মং। হৃদয়ে ঋং ৠং ঌং ৡং যং ঋং ৠং ঌং ৡং, যং ঋং ৠং ঌং ৡং যং। দক্ষিণ স্কন্ধে ঋং ৠং ঌং ৡং রং ঋং ৠং ঌং ৡং, রং ঋং ৠং ঌং ৡং রং। ককুদি (ঘাড়) ঋং ৠং ঌং ৡং লং ঋং ৠং ঌং ৡং, লং ঋং ৠং ঌং ৡং লং। বামস্কন্ধে ঋং ৠং ঌং ৡং বং ঋং ৠং ঌং ৡং, বং ঋং ৠং ঌং ৡং বং। হৃদয়াদি দক্ষবাহু পর্য্যন্তং ঋং ৠং ঌং ৡং শং ঋং ৠং ঌং ৡং, শং ঋং ৠং ঌং ৡং শং। হৃদয়াদি বামবাহু পর্যন্তং ঋং ৠং ঌং ৡং ষং ঋং ৠং ঌং ৡং, ষং ঋং ৠং ঌং ৡ ষং। হৃদয়াদি দক্ষপাদ পর্য্যন্তং ঋং ৠং ঌং ৡ সং ঋং ৠং ঌং ৡং, সং ঋং ৠং ঌং ৡং সং। হৃদয়াদি বামপাদ পর্যান্তং ঋং ৠং ঌং ৡং হং ঋং ৠং ঌং ৡং, হং ঋং ৠং ঌং ৡং হং। হৃদয়াদি উদর পর্য্যন্তং ঋং ৠং ঌং ৡং লং ঋং ৠং ঌং ৡং, লং ঋং ৠং ঌং ৡং লং। হৃদয়াদি মুখ পর্যান্তং ঋং ৠং ঌং ৡং ক্ষং ঋং ৠং ঌং ৡং, ক্ষং ঋং ৠং ঌং ৡং ক্ষং।

অতঃপর মূল বা বীজমন্ত্র পুটিত মাতৃকা এবং মাতৃকা পুটিত বীজমন্ত্র। (যে দেবীর উদ্দেশে ন্যাস করা হইতেছে সেই দেবীর মূল বা বীজমন্ত্র।) ললাটে বীজ অং বীজ, অং বীজ অং। মুখবৃত্তে বীজ আং বীজ, আং বীজ আং। দক্ষনেত্রে বীজ ইং বীজ, ইং বীজ ইং। বামনেত্রে বীজ ঈং বীজ, ঈং বীজ ঈং। দক্ষকর্ণে বীজ উং বীজ, উং বীজ উং। বামকর্ণে বীজ ঊং বীজ, ঊং বীজ ঊং। দক্ষনাসায়াং বীজ ঋং বীজ, ঋং বীজ ঋং। বামনাসায়াং বীজ ৠং বীজ, ৠং বীজ ৠং। দক্ষগণ্ডে বীজ ঌং বীজ, ঌং বীজ ঌং। বামগণ্ডে বীজ ৡং বীজ, ৡং বীজ ৡং ওষ্ঠে বীজ এং বীজ, এং বীজ এং। অধরে বীজ ঐং বীজ, ঐং বীজ ঐং। ঊর্দ্ধদন্তপংক্তৌ বীজ ওং বীজ, ওং বীজ ওং। অধোদন্তপংক্তৌ বীজ ঔং বীজ, ঔং বীজ ঔং। উত্তমাঙ্গে (মস্তকে) বীজ অং বীজ, অং বীজ অং। মুখবিবরে বীজ অঃ বীজ, অঃ বীজ অঃ। দক্ষবাহুমূলে বীজ কং বীজ, কং বীজ কং। দক্ষকূর্পরে......................

বীজ খং বীজ, খং বীজ খং। দক্ষমণিবন্ধে বীজ গং বীজ, গং বীজ গং। দক্ষাঙ্গুলিমূলে বীজ ঘং বীজ, ঘং বীজ ঘং। দক্ষাঙ্গুল্যগ্রে বীজ ঙং বীজ, ঙং বীজ ঙং। বামবাহুমূলে বীজ চং বীজ, চং বীজ চং। বামকূর্পরে বীজ ছং বীজ, ছং বীজ ছং। বামমণিবন্ধে বীজ জং বীজ, জং বীজ জং। বামাঙ্গুলিমূলে বীজ ঝং বীজ, ঝং বীজ ঝং। বামাঙ্গুল্যগ্রে বীজ ঞং বীজ, ঞং বীজ ঞং। দক্ষিণোরুমূলে বীজ টং বীজ, টং বীজ টং। দক্ষজানুনি বীজ ঠং বীজ, ঠং বীজ ঠং। দক্ষগুল্‌ফে বীজ ডং বীজ, ডং বীজ ডং। দক্ষপাদাঙ্গুলিমূলে বীজ ঢং বীজ, ঢং বীজ ঢং। দক্ষপাদাঙ্গুল্যগ্রে বীজ ণং বীজ, ণং বীজ ণং। বামোরুমূলে বীজ তং বীজ, তং বীজ তং। বামজানুনি বীজ থং বীজ, থং বীজ থং। বামগুল্‌ফে বীজ দং বীজ, দং বীজ দং। বামপাদাঙ্গুলিমূলে বীজ ধং বীজ, ধং বীজ ধং। বামপাদাঙ্গুল্যগ্রে বীজ নং বীজ, নং বীজ নং। দক্ষপার্শ্বে বীজ পং বীজ, পং বীজ পং। বামপার্শ্বে বীজ ফং বীজ, ফং বীজ ফং। পৃষ্ঠে বীজ বং বীজ, বং বীজ বং। নাভৌ বীজ ভং বীজ, ভং বীজ ভং। উদরে বীজ মং বীজ, মং বীজ মং। হৃদয়ে বীজ যং বীজ, যং বীজ যং। দক্ষ স্কন্ধে বীজ রং বীজ, রং বীজ রং। ককুদি বীজ লং বীজ, লং বীজ লং। বামস্কন্ধে বীজ বং বীজ, বং বীজ বং। হৃদয়াদিদক্ষবাহুপর্য্যন্তং বীজ শং বীজ, শং বীজ শং। হৃদয়াদিবামবাহুপর্য্যন্তং বীজ ষং বীজ, ষং বীজ ষং। হৃদয়াদিদক্ষপাদপর্য্যন্তং বীজ সং বীজ, সং বীজ সং। হৃদয়াদিবামপাদপর্য্যন্তং বীজ হং বীজ, হং বীজ হং। হৃদয়াদিজঠরে বীজ লং বীজ, লং বীজ লং। হৃদয়াদিমুখে বীজ ক্ষং বীজ, ক্ষং বীজ ক্ষং।

পরে মাতৃকাস্থানে অনুলোম ও বিলোমে দেবীর মূল বা বীজমন্ত্র ন্যাস যথা -

ললাটে বীজ নমঃ। এইরূপ সর্বত্র। মুখবৃত্তে বীজ। দক্ষনেত্রে বীজ। বামনেত্রে বীজ। দক্ষকর্ণে বীজ। বামকর্ণে বীজ দক্ষনসি বীজ। বামনসি বীজ। দক্ষগন্ডে বীজ বামগণ্ডে বীজ। ওষ্ঠে বীজ। অধরে বীজ। ঊর্দ্ধদন্তপংক্তৌ বীজ। অধোদন্তপংক্তৌ বীজ। উত্তমাঙ্গে বীজ। মুখবিবরে বীজ। দক্ষবাহুমূলে বীজ। দক্ষকূর্পরে বীজ দক্ষমণিবন্ধে বীজ। দক্ষকরাঙ্গুলিমূলে বীজ। দক্ষকরাঙ্গুল্যগ্রে বীজ। বামবাহুমূলে বীজ। বামকূর্পরে বীজ। বামমণিবন্ধে বীজ বামকরাঙ্গুলিমূলে বীজ। বামকরাঙ্গুল্যগ্রে বীজ। দক্ষোরুমূলে বীজ। দক্ষজানুনি বীজ। দক্ষগুল্‌ফে বীজ। দক্ষপাদাঙ্গুলিমূলে বীজ।......................

দক্ষপাদাঙ্গুল্যগ্রে বীজ। বামপাদে বীজ। বামজানুনি বীজ। বামগুল্ফে বীজ। বামপাদাঙ্গুলিমূলে বীজ। বামপাদাঙ্গুল্যগ্রে বীজ। দক্ষপার্শ্বে বীজ। বামপার্শ্বে বীজ। পৃষ্ঠদেশে বীজ। নাভৌ বীজ। জঠরে বীজ। হৃদয়ে বীজ। দক্ষস্কন্ধে বীজ। ককুদি বীজ। বামস্কন্ধে বীজ। হৃদয়াদিদক্ষবাহুপর্য্যন্তং বীজ। হৃদয়াদিবামবাহুপর্য্যন্তং বীজ। হৃদয়াদিদক্ষপাদপর্য্যন্তং বীজ। হৃদয়াদিবামপাদপর্য্যন্তং বীজ। হৃদয়াদিউদরপর্য্যন্তং বীজ। হৃদয়াদিমুখপর্য্যন্তং বীজ।

অনন্তর বিলোমে মাতৃকাস্থানে মূলমন্ত্র ন্যাস যথা- হৃদয়াদিমুখ পর্য্যন্তং বীজ। হৃদয়াদিউদরপর্য্যন্তং বীজ। হৃদয়াদিবামপাদপর্য্যন্তং বীজ। হৃদয়াদিদক্ষপাদপর্য্যন্তং বীজ। হৃদয়াদিবামবাহুপর্য্যন্তং বীজ। হৃদয়াদিদক্ষবাহুপর্য্যন্তং বীজ। বামস্কন্ধে বীজ। ককুদি বীজ। দক্ষস্কন্ধে বীজ। হৃদয়ে বীজ। জঠরে বীজ। নাভৌ বীজ। পৃষ্ঠদেশে বীজ। বামপার্শ্বে বীজ। দক্ষপার্শ্বে বীজ। বামপাদাঙ্গুল্যগ্রে বীজ। বামপাদাঙ্গুলিমূলে বীজ। বামগুল্ফে বীজ। বামজানুনি বীজ। বামোরুমূলে বীজ। দক্ষপাদাঙ্গুল্যগ্রে বীজ। দক্ষপাদাঙ্গুলিমূলে বীজ। দক্ষগুল্ফে বীজ। দক্ষজানুনি বীজ। দক্ষোরুমূলে বীজ। বামকরাঙ্গুল্যগ্রে বীজ। বামকরাঙ্গুলিমূলে বীজ। বামমণিবন্ধে বীজ। বামকূর্পরে বীজ। বামবাহুমূলে বীজ। দক্ষকরাঙ্গুল্যগ্রে বীজ। দক্ষকরাঙ্গুলিমূলে বীজ। দক্ষমণিবন্ধে বীজ। দক্ষকূর্পরে বীজ। দক্ষবাহুমূলে বীজ। মুখবিবরে বীজ। উত্তমাঙ্গে বীজ। অধোদন্তপংক্তৌ বীজ। উর্দ্ধদন্তপংক্তৌ বীজ। অধরে বীজ। ওষ্ঠে বীজ। বামগণ্ডে বীজ। দক্ষগণ্ডে বীজ। বামনসি বীজ। দক্ষনসি বীজ। বামকর্ণে বীজ। দক্ষকর্ণে বীজ। বামনেত্রে বীজ। দক্ষনেত্রে বীজ। মুখবৃত্তে বীজ। ললাটে বীজ।

(পূর্বেই বলা হইতেছে প্রতি ন্যাসের শেষে 'নমঃ' পদ প্রয়োক্তব্য,। অতঃপর মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে (মাতৃকাবর্ণে সংখ্যা রাখিয়া) ১০৮ বার ব্যাপক ন্যাস করিবেন। ইতি ষোঢ়ান্যাস।

কালীর গুহ্য

অস্য শ্রীদক্ষিণকালিকা গুহ্যষোঢ়া ভৈরবঋষিরুষ্ণিক্ ছন্দঃ শ্রীদক্ষিণকালিকাদেবতা দেহরক্ষার্থে বিনিয়োগাঃ। শিরসি ওঁ হংসঃ হ্রীঁ কং খং গং ঘং ঙং মহামুণ্ডমালাধারিণি মহাকালপ্রিয়ে মাং রক্ষ রক্ষ ষট্‌চক্রবাসিনি বাগীশ্বরি মম জিহ্বাগ্র-বশং কুরু কুরু হূং হূং নমঃ। কণ্ঠে- ওঁ হংসঃ হ্রীং চং ছং জং ঝং এঃং মহাত্রিপুরভৈরবী পুস্তকাক্ষমালা ধারিণি শত্রুমুখস্তম্ভনং কুরু কুরু স্বাহা। হৃদয়ে, ওঁ হংসঃ হ্রীঁ টং ঠং ডং ঢং ণং ডাং ডীং ডূং, ডৈং, ডৌং, ডঃ ডাকিনি মাং রক্ষ রক্ষ স্বাহা। নাভৌ - ওঁ হংসঃ হ্রীঁ তং থং দং ধং নং শাকিনি শাকম্ভরি রক্ষ রক্ষ মম দেহি দেহি স্বাহা। গুহ্যে, ওঁ হংসঃ হ্রীঁ পং ফং বং ভং মং মহামারীমারহরে হূঁ হূঁ দারিদ্র্যং হর হর স্বাহা। লিঙ্গে, ওঁ হং সঃ হ্রীঁ যং রং লং বং মার্জারি মমালস্যং নাশয় নাশয় বিড়ালি স্বাহা। পাদদ্বয়ে, ওঁ হংসঃ হ্রীঁ শং ষং সং হং লং ক্ষং লম্বোদরি মার্তমহামঙ্গলে মম জাড্যং ছেদয় ছেদয় ভ্রংশয় ভ্রংশয় ভগবতি মাং রক্ষ রক্ষ ভুবনধারিণি মেধাং ধারয় স্বাহা। ইতি।

সংক্ষেপ শয্যাশোধন

"আঃ সুরেখে বজ্ররেখে হূঁ ফট্ স্বাহা" এই মন্ত্রে শয্যায় ত্রিকোণ আঁকিয়া 'হ্রী' আধারশক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ ' মন্ত্রে মনে মনে পূজা করিয়া 'ওঁ হূঁ' মৃতকায় নমঃ ফট্ স্বাহা' মন্ত্রে বামহস্তে শয্যায় তিনবার আঘাত করিয়া ছোটিকা দ্বারা 'ফট্' এই মন্ত্রে দশদিক্ বন্ধন করিবেন। পরে হাতজোড় করিয়া প্রার্থনা করিবেন -'ও শয্যে ত্বং মৃতরূপাসি সাধনীয়াসি সাধকৈঃ। আতোহত্র জপ্যাতে মন্ত্রোহ্যস্মাকং সিদ্ধিদা 'ভব'। ইতি।

পাদুকাপঞ্চকস্তোত্রম্।

আদি-কাদি কিল খাদি তারকং, বর্ণমন্ডলখণ্ড সিদ্ধিদম্। অন্তরুল্লসিত হক্ষলাক্ষরং, লক্ষয়ন্তি পশবঃ কথং শিবে। ১। ব্রহ্মরন্ধ্র সরসীরূহোদরে নিত্যলগ্নমবদাতমদ্ভুতম্। কুণ্ডলীবিবর কাণ্ডমণ্ডিতং দ্বাদশার্ণসরসীরূহং ভজে। ২। তস্য কন্দলিত কর্ণিকাপুটেক্৯প্তরেখমকথাদিরেখয়া। কোণ লক্ষিত হ-ল-ক্ষ-মণ্ডলী ভাবলক্ষমবলালয়ং ভজে। ৩। তৎপুটে পটু তড়িৎ কড়ারিমস্পর্ধমান মণিপাটলপ্রভম্। চিন্তয়ামি হৃদি চিন্ময়ং বপুর্নাদবিন্দু-মণি-পীঠমণ্ডলম্। ৪। উর্দ্ধমস্য হুতভূক্‌শিখাসখং (ত্রয়ং) তদ্বিলাস-পরিবৃংহণাস্পদম্। বিশ্বঘস্মরমহোৎসদোৎকটং (মহোচ্চিদোৎকটং) ব্যামৃষামি যুগমাদিহংসয়োঃ ৫। তত্রনাথচরণারবিন্দয়োঃ কুঙ্কুমাসবঝরীমরন্দয়োঃ। দ্বন্দ্বমিন্দুমকরন্দশীতলং মানসং স্মরতি মঙ্গলাস্পদম্। ৬। নিষক্তমণি-পাদুকানিয়মিতাঘকোলাহলং, স্ফুরৎকিশলয়ারুণং নখসমুল্লসচ্চন্দ্রকম্। পরামৃত সরোবরোদিত সরোজসদ্‌রোচিষং, ভজামি শিরসি স্থিতং শ্রীগুরুপদারবিন্দদ্বয়ম্। ৭। পাদুকাপঞ্চকস্তোত্রং পঞ্চবক্ত্রা দ বিনির্গতম্। ষড়াম্নায়ফলপ্রাপ্তং প্রপঞ্চে চাতিদুর্লভম্। ৮

সংক্ষিপ্ত অর্থ-

'অ' হইতে 'অঃ' পর্য্যন্ত 'ক' হইতে 'ত' পর্য্যন্ত এবং 'থ' হইতে 'স' পর্য্যন্ত অসীম সিদ্ধিপ্রদ বর্ণসমূহ এবং ত্রিকোণের প্রতিকোণে 'হ' 'ল' এবং 'ক্ষ' অক্ষরযুক্ত যে ত্রিকোণাত্মক কমলদল, তাহা সাধারণ জীব কি ভাবে অনুধাবন করিতে সক্ষম হয়, দেবি! তাহা শ্রবণ কর। ১।

কুণ্ডলিনীর গমনাগমনের জন্য ব্রহ্ম বা সুষুম্না পথ সংলগ্ন এবং তাহার আধার শিরস্থিত সহস্রদলপদ্ম সংযুক্ত এবং প্রতিদলে গুরুপাদুকামন্ত্রের অক্ষর সমন্বিত বিচিত্র শ্বেতবর্ণ দ্বাদশদলকমল আমি ভজনা করি। ২।

এই দ্বাদশদলপদ্মের কর্ণিকায়, অকথাদি রেখা অর্থাৎ 'অ' হইতে 'অঃ' পর্য্যন্ত 'ক' হইতে 'ত' পর্য্যন্ত এবং 'থ' হইতে 'স' ত্রিকোণের প্রতিভূজে ষোড়শবর্ণযুক্ত (১৬৮পৃঃ টীকা দ্রঃ) এবং প্রতিকোণ 'হ' 'ল' এবং 'ক্ষ' যুক্ত ত্রিকোণ মণ্ডলকে আমি ভজনা করি। ৩।

ঐ ত্রিকোণ মধ্যে অত্যুজ্জল বিদ্যুতের মত দীপ্তিশীল এবং পিঙ্গলবর্ণমণির ন্যায় প্রভাসম্পন্ন নাদ এবং বিন্দুযুক্ত মণিময় সিংহাসন আমি চিন্তা করি। ৪।

এই মণিপীঠের উপর অগ্নিশিখা সদৃশ শোভাবর্ধক, বিরাট প্রলয়াত্মক মহাদীপ্তিশালী সৃষ্টির বিনাশ এবং বিশ্বসংহারে সক্ষং যুগল আদিহংসকে আমি চিন্তা করি। ৫।

স্তোত্রাবলী

সেইখানে চন্দ্র কিরণের ন্যায় শীতল এবং সাধকের সকল অভীষ্টসিদ্ধি এবং মঙ্গলাষ্পদ শ্রীনাথের দুইটি চরণকমল এবং তাহা হইতে বিগলিত অরুণাভ পরামৃত এবং সুধাধ্যবা আমি মনে মনে ধ্যান করি। ৬।

সেই সুধাসিক্ত মণিময় পাদুকাপীঠ সকল পাপ এবং কোলাহল বিদূরিত করে। চন্দ্রকিরণে উদ্ভাসিত অরুণিত নবপল্লবের ন্যায় নখরাজি এবং সুধা সরোবরে শোভিত ও দীপ্তিশালী কমল সদৃশ, শিরস্থিত শ্রীগুরুর চরণ পঙ্কজদ্বয় আমি ভজনা করি। ৭।

এই পাদুকা পঞ্চকস্তোত্র সদাশিবের পাঁচটি মুখ হইতে নির্গত। ইহা পাঠ করিলে এই পঞ্চভূতময় বিশ্বে অতি দুর্লভ ষড়াম্নায় ফল লাভ হয়। ৮।

(১ম শ্লোক উপক্রম, শেষ শ্লোক ফলশ্রুতি, এবং ৬ ও ৭ গুরুপাদুকা বর্ণন বলিয়া একটি শ্লোক হিসাবে ধরা হয়।)

নিত্যারাধ্যচরণযুগলশ্রীমদভীষ্টদেব স্বর্গীয় জগন্মোহন তর্কালঙ্কার কতকগুলি স্তোত্র রচনা করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় পুস্তকাকারে হস্তলিখিত সেই স্তোত্রগুলি প্রায় কুড়ি বাইশ বৎসর পূর্বে বিলুপ্ত হওয়ায় তাহার আর সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তাঁহার শিষ্যদিগের মধ্যে কেহ কেহ দুই একটি স্তোত্র অভ্যাস করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নিকট যে কয়েকটি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহাই এ স্থলে সন্নিবেশিত করিলাম।

আদ্যাস্তোত্রম্।

শবশিবহৃদয়স্থা বামপাণৌ কৃপাণং দলিতপরশিরোহধঃ শোণিতাক্তং দধানা।
অভয়বরমপীথং দক্ষহস্তদ্বয়েন প্রলয়ঘনঘনাভা সাধকান্ পাতু কালী।।১।।
মৃতকরকৃতকাঞ্চীভূষণা মুক্তকেশী মৃতদনুজশিরোভিস্তারহারং বহন্তী।
মৃতশিশুযুতবাণৌ দ্বন্দ্বকর্ণাবতংসা ত্রিভুবনজননী যে সিদ্ধিদা কালিকাস্তু।।২।।
মৃতনিলয়নভূমৌ প্রেতমুণ্ডশ্চিতায়াং স্তুতচরণসরোজং দিব্যমর্ত্তৌঘসিদ্ধৈঃ
শবসহিতামহাকালেন সার্দ্ধং সমোদং প্রতিরতিরসভাবে লালসাঙ্গীং নমামি।।৩।।
গলিতরুধিরধারাকীর্ণমৃক্কদ্বয়স্তাং তরুণমিহির কম্পং বিভ্রতীঞ্চ ত্রিনেত্রম্।
মণিবলয়বিভূষাং দন্তরাং নূপুরাঢ্যাং স্মর হৃদয়সরোজে কালিকামট্টহাসাম্।।৪।।
শবশিবপাদমূলে বামপাদং নিধায় ব্যসুহৃদয়সরোজে দক্ষপাদং ক্ষিপন্তী।
রতিমতিবিপরীতাং সাধয়ন্তী বিবস্ত্রা হরতু দুরিতসঙ্ঘং দক্ষিণা কালিকা বঃ।।৫।।
শক্রশতশবমাংসাসৃগ্ বসালোলুপাভির্দিশিদিশি চ শিবাভির্ঘোররাবাভিরেব।
নিশিপরিবৃপীঠাং বীরহৃৎপদ্মসংস্থাং গলিতরুধিরবিন্দুস্পৃষ্টদেহাং স্মরামি।।৬।।
শরগুণগুণকোনেষ্বগ্রভাগে স্থিতাভিঃ গুরুভিরপিবৃতাভির্মানবৌঘৈশ্চ সিদ্ধৈঃ।
করধৃতকরবালাভিঃ সদা সস্মিতাভিঃ নিজ নিজ পতিহস্তন্যস্তত্তর্জ্জনীভিঃ।।৭।।
সমরপতিতমুণ্ডৈর্মুণ্ডমালা সুভাভিঃ শরবিধুপরিমাভির্যোগিনীভিঃ সমন্তাৎ।
নিয়ত পরিবৃতা সা শ্যামবর্ণাভিরেব জয়তি জয়তি কালি সিদ্ধিদা সাধকানাম্।।৮।।
বসুদলকমলস্যৈকৈকপত্রেনিষন্না দুরিততিমিরনাশে-সূরসূতস্বরূপা।
দিশিবিদিশি সদাষ্টো শক্তয়ো ভৈরবাশ্চ পরিচরণপরাঃ প্রীতাশ্চ যস্যাঃ সমন্তাৎ।।৯।।
বটুকগণপযোগিন্যাদয়ঃ ক্ষেত্রপাশ্চ নিখিলভুবনমাতুর্দ্বারদেশে নিষন্নাঃ।
ঋষিরপি চ মহাকালাভিধো দক্ষসংস্থঃ বিদধতু-শুভমেতা দেবতাঃ সাধকানাম।।১০।।
দ্বিরজদলদলিন্যুৎসৃষ্টপঞ্চোপচারৈঃ সুবিপুলপরিতোষা চিদ্‌ঘনবস্তুস্বকোষা।

কলিকলুষনিহন্ত্রী সাধকৈঃ সংস্মৃতাপি ভবতু ভবতু ভক্তাঃ কালিকা পালিকা বঃ।।১১।।

ভবভবভয়ভেদোচ্ছিন্নপাদারবিন্দা ভবভবনবিভূষা ভূতিহেতুর্ভবানী।
ভববিভববিধাত্রী ভূতসম্ভাবভূতি-র্ভবতু ভবতু কালী সিদ্ধয়ে সাধকানাম্।।১২।।

ভুবনমুপসৃজন্তী সাধকান্ পালয়ন্তী দুরিতমপি হরন্তী দানবান্ দারয়ন্তী।
মধুরমধু পিবন্তী রক্তদন্তী হসন্তী পিশিতমুপদশন্তী পাতু মেহর্ন্তবসন্তী।।১৩।।

ত্বং কালী ত্বঞ্চ তারা ত্রিভুবনজননী চান্নপূর্ণা ত্বমেব।
বালা বাণী চ লক্ষ্মীর্হিমগিরিতনয়া ভৈরবী ছিন্নমস্তা।।
মাতঙ্গী জহ্নুকন্যাসুরপতিমহিষী সর্ব্বশক্তিস্ত্বমেব।
একা ত্বং নামরূপং বহুবিধমনিশং সংবিভর্ষীত্থমেব।। ১৪।। ওঁ।।

ইতি কুলাবধূতাচার্য্য শ্রীপূর্ণানন্দতীর্থনাথবিরচিতম্
আদ্যাস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।।

তারাস্তোত্রম্।

মহামেঘনীলপ্রভাং ভীমবেশাং প্রলম্বোদরীং ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বসানাম্।
সুবৃত্তৌ চ পীনৌ স্তনৌ ধারয়ন্তীং প্রপন্নোহস্মি তারাং জগত্তারয়ন্তীম্।।১।।
জটাং পিঙ্গলামূর্দ্ধগামমুগ্ররূপাং স্ফুটন্নীলপদ্মোল্লসম্মালিকাঞ্চ।
সুনীলৈশ্চ নগের্বৃতাং ধারয়ন্তীং প্রপন্নোহস্মি তারাং জগত্তারয়ন্তীম্।।২।।
শবাকারমৃত্যুঞ্জয়স্য শ্মশানে শয়ানস্য পাদদ্বয়ে বামপাদম্।
ক্ষিপন্তীং ভয়াদ্ভীতিতো দক্ষপাদং সুসঙ্কোচিতং বক্ষসি স্থাপয়ন্তীম্।।৩।।
করালোগ্রদংষ্ট্রাং প্রসন্নাং চ খর্ব্বাং চিতামধ্যঘোরজ্বলদ্বহ্নিসংস্থাম্।
ললজ্জিহ্বয়া সংলসন্তীং হসন্তীং প্রপন্নোহস্মি তারাং জগত্তারয়ন্তীম্।।৪।।
সরক্তৈঃ সরক্তৈর্নিকৃত্তৈর্নৃমুণ্ডৈঃ খপঞ্চপ্রমাণৈঃ স্বকেশালিসূত্রৈঃ।
নিবদ্ধাং সুমালাং পদাজং স্পৃশান্তীং বহন্তীং নতাং স্মো জগত্তারয়ন্তীম্।।৫।।
চতুর্ব্বাহুযুক্তা ভুজে দক্ষিণোর্দ্ধে সমাংসাসৃগালিমুষ্টিং সুতীক্ষ্ণম্।
মহাসিং জটাজুটলগ্নাং দধানা সমুদ্যদ্বিভাস্বৎ সদৃগ্রক্তনেত্রা।। ৬।।
অধো দক্ষহস্তে স্ববীজস্য বৃন্তং তথা কর্ত্তৃকাং ধারয়ন্তী লসন্তীম্

অধো বামহস্তে জগজ্জাড্যযুক্তং কপালং করালং সিতাভং বহন্তী।। ৭।।
তদূর্দ্ধে চ হস্তে সুরক্তাভনালং সুনীলং সমুৎফুল্ল পদ্মং দধানা।
ললাটেঽস্থিমালা বিচিত্রঞ্চ পঞ্চ কপালং দধানার্ধচন্দ্রদ্বয়াভম্।।৮।।
জবাপুষ্পরক্তৈঃ সুবর্ণৈর্ভুজঙ্গৈঃ কৃতং কুণ্ডলং শোভমানঞ্চ কর্ণে।
সুদূর্ব্বাদলশ্যামলৈর্নাগরাজৈঃকৃতঞ্চোপবীতং দধত্যুগ্রতারা ।। ৯।।
সিতৈর্মৌক্তিকাভৈর্লসৎসর্পহারৈর্গলে শোভমানা সুধূম্রাভনাগৈঃ।
কৃতৈরঙ্গদৈর্ভূষয়ন্তী চ বাহূন্ সুবর্ণাভনাগৈঃ কৃতৈঃ কঙ্কণৈশ্চ।।১০।।
সিতৈঃ সর্পসঙ্ঘৈঃ কটীসূত্রযুক্তা সুরক্তাভনাগৈঃ পদে নূপুরাঢ্যা।
লসন্তীভবর্মোত্তরীয়া হসন্তী সদা পাতু মাংসা হৃদজে বসন্তী।। ১১।।
ললাটেচ সিন্দূরয়ন্তং জবাভং ভুজঙ্গং দধানা জগৎ পালয়ন্তী।
সদাক্ষোভ্যনাগং স্বমৌলৌ বহন্তী সদা পাতু তারা ভবাদুদ্ধরন্তী।। ১২।।

ইতি কুলাবধূতাচার্য্য শ্রীপূর্ণানন্দতীর্থনাথবিরচিতং
দ্বিতীয়াস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

ত্রিপুরাস্তোত্রম্।

স্ফুটদাড়িমপুষ্পনিভাং বরদাং মণিনূপুরভূষিতপাদযুগাম্।
পদরঞ্জিত বিষ্ণুশিরোমুকুটাং স্মরতাং ত্রিপুরাং ত্রিপুরারিবধূম।। ১।।
সসুরাসুরকিন্নরযক্ষনরৈঃ পরিপূজিতপাদসরোজযুগাম্।
বহুরত্নবিভূষিতবাহুলতাং স্মরতাং ত্রিপুরাং ত্রিপুরারিবধূম।।২।।
মণিরত্নবিমণ্ডিতসন্মুকুটাং নয়নত্রশোভিতচারুমুখীম্।
অলকাঞ্চিতরঞ্জিতসন্মুকুটাং স্মরতাং ত্রিপুরাং ত্রিপুরারিবধূম।।৩।।
দলদুৎপললোহিতপাদতলাং ঘনপীনপয়োধরভারনতাম্।
অরুণারুণচারুশরীরলতাং স্মরতাং ত্রিপুরাং ত্রিপুরারিবধূম।।৪।।
মণিকঙ্কণসঙ্ঘসুশোভিভুজাং মধুরঞ্জিতখঞ্জনলোলদৃশাম্।
পরিপূর্ণসুধাকরফুল্লমুখীং স্মরতাং ত্রিপুরাং ত্রিপুরারিবধূম্।।৫।।
সুরমৌলিসুরঞ্জিতদক্ষপদাং ভবমোক্ষপদার্পণদক্ষপদাম্।
পতিপদ্মমুখাঞ্চিতদক্ষপদাং স্মরতাং ত্রিপুরাং ত্রিপুরারিবধূম্।।৬।।
মণিরত্নবিচিত্রিতরক্তপটাং তরুণীং তরুণেন্দুকলাকলিতাম্।

কুটিলালকলীঢ়কপোলতলাং স্মরতাং ত্রিপুরাং ত্রিপুরারিবধূম্।।৭।।
কুসুমাঞ্চিতকুঞ্চিতকীর্ণকচাং কুচমণ্ডলমণ্ডিতহারলতাম্।
ত্রিবলীবলয়াঞ্চিতমধ্যতনুং স্মরতাং ত্রিপুরাং ত্রিপুরারিবধূম্।।৮।।
অমলে কমলেহতুলরক্তদলে উপবিষ্টবতীমলিসঙ্কুলিতে।
তরুণারুণফুল্লমহোৎপলাভাং স্মরতাং ত্রিপুরাং ত্রিপুরারিবধূম্।।৯।।

ইতি কুলাবধূতাচার্য্য শ্রীপূর্ণানন্দতীর্থনাথকৃতং
তৃতীয়াস্তোত্রং সমাপ্তম্।

ত্রিশক্তিস্তোত্রম্

জগৎসৃজন্তী পরিপালয়ন্তী লীলাবিলাসেন চ সংহরন্তী।
একাপিমূর্ত্তির্বহুধাশ্রয়ন্তী ত্বং কালি তারে ত্রিপুরে প্রসীদ।।১।।
মোহং হরন্তী দুরিতং দহন্তী সংবংহয়ন্তী চ জগৎপ্রপঞ্চম্।
কালং তথালং বিলয়ং নয়ন্তী ত্বং কালি তারে ত্রিপুরে প্রসীদ।।২।।
ব্রহ্মন্যধিষ্ঠায় জগৎ সৃজন্তী বিষ্ণাবধিষ্ঠায় চ পালয়ন্তী।
শিবেপ্যধিষ্ঠায় চ সংহরন্তী ত্বং কালি তারে ত্রিপুরে প্রসীদ।।৩।।
দীনো নিমগ্নঃ ঘনমোহপঙ্কে হীনোহপি লীনস্তব পাদপদ্মে।
পাপৌঘবিধ্বংসবিধানদক্ষা ত্বং কালি তারে ত্রিপুরে প্রসীদ।।৪।।
ত্বং ব্রহ্মরূপা ন চ তেহস্তি রূপং ত্বং নির্গুনাভিস্ত্রিগুণা বিভাসি।
স্বং সত্ত্বয়ৈব ত্রিজগদ্ বিভাতি ত্বং কালি তারে ত্রিপুরে প্রসীদ।।৫।।
কদাপি মাতশ্চরণারবিন্দং নো চিন্তিতং তেহস্মি যতোহদ্য দেহী।
মনাক্ প্রণম্যাদা ভবাদ্বিমুক্তস্ত্বং কালি তারে ত্রিপুরে প্রসীদ।।৬।।
নিরাকৃতিস্ত্বং জগদাকৃতিস্ত্বং ত্বং সর্বশক্তির্জগদাদ্যশক্তিঃ।
ইচ্ছাক্রিয়াজ্ঞানময়ীচশক্তিস্ত্বং কালি তারে ত্রিপুরে প্রসীদ।।৭।।
মাতর্ন জানামি তব স্বরূপং রূপং কথং তেহম্ব নিরূপয়ামি।
অনামরূপাপ্যপরূপরূপা ত্বং কালি তারে ত্রিপুরে প্রসীদ।।৮
নাহং যমাদ্বা নরকাদ্বিভেমি নকামরেহহং সুরসুন্দরীঞ্চ।
যাচেহহমেকং তব পাদপদ্মং ত্বং কালি তারে ত্রিপুরে প্রসীদ।।৯।।
পূজাং ন জানানি জপং স্তবঞ্চ ভক্তিং ন জানামি ন চ প্রণামম্।
তথাপি মাতঃ শরণাগতোহস্মি ত্বং কালি তারে ত্রিপুরে প্রসীদ।।১০।।

ত্বৎপাদপদ্মং জননান্তরেঽপি পঞ্চোপচারৈঃ পরিপূজয়ামি।
যাচে বরং কেবলমেতমেব ত্বং কালি তারে ত্রিপুরে প্রসীদ।।১১।।

ইতি কুলাবধূতাচার্য্য শ্রীপূর্ণানন্দতীর্থনাথকৃতং
ত্রিশক্তিস্তোত্রং সমাপ্তম্।

শ্রীগুরুস্তোত্রম্

ভবজলনিধিপারে যাতুমিচ্ছাস্তি তে চেৎ জননমরণদুঃখাৎ চেৎ সমুদ্ধর্ত্তুমিচ্ছা।
যদি নিরবধিপূর্ণানন্দভোগে তবেচ্ছা স্মর শিরসি গুরুকুমারানন্দনাথস্য পাদৌ।।১।।
চিরদিনমহমাসং পাপকর্ম্মা দুরাত্মা গুরুচরণসরোজং ভক্তিতো নাশ্রিতোঽহম্।
বিততমসি ঘোরে পাপপঙ্কে নিমগ্নঃস্মর স্মর শিরসি গুরুকুমারানন্দনাথস্য পাদৌ।।২।।
ভবভয়ভয়ভঙ্গে হেতুমাত্মাভিরামং নিখিলগুণনিধানং নির্গুণং শান্তমূর্ত্তিম্।
বরদমভয়দং তং শক্তিযুক্তং প্রসন্নং স্মর শিরসি গুরুকুমারানন্দনাথস্য পাদৌ।।৩।।
ভবজলধিতরঙ্গে ভীষণে কর্ণধারং বিততমসি ঘোরে চণ্ডমার্ত্তণ্ডরূপম্।
ময়ি পতিতবিমূঢ়ে জ্ঞানদং সুস্মিতাস্যং স্মর শিরসি গুরুকুমারানন্দনাথস্য পাদৌ।।৪।।
অশিবহরমপীষ্টশ্বষ্টপাশাদ্বিমুক্তং শিবনিধিশিবরূপং ভক্তবাৎসল্যরূপম্।
পরমপুরুষমাত্মানন্দসন্দোহমগ্নং স্মর শিরসি গুরুকুমারানন্দনাথস্য পাদৌ।।৫।।
অঘমৃগগণনাশে চোগ্রপঞ্চাস্যরূপং দদতময়ি কৃপালুং তারকব্রহ্মনামম্।
ভবতরুবরমূলং নিত্যমুন্মূলয়ন্তং স্মর শিরসি গুরুকুমারানন্দনাথস্য পাদৌ।।৬।।
তমস্তমোনাশে দিনেশস্বরূপং সুঘোরে ভবাব্ধৌ মহাপোতরূপম্।
অপুণ্যৈরলব্ধং শিরস্যব্জমধ্যে গুরোঃ পাদপদ্মদ্বয়ং ভাবয়ামি।।৭।।
অরে রে পরেত প্রভো মে ন ভীতির্মদীয়ে শরীরে ন বা তেঽধিকারঃ।
ন জানাসি কিং ত্বং শিরস্যব্জমধ্যে গুরোঃ পাদপদ্মদ্বয়ং ভাবয়ামি।।৮।।
ন মে পাপপুণ্যং ন মে জন্মমৃত্যুর্ন মে দুঃখসৌখ্যো ন মে হ্রাসবৃদ্ধিঃ।
ন মে কাপি ভীতিঃ শিরস্যব্জমধ্যে গুরোঃ পাদপদ্মদ্বয়ং ভাবয়ামি।।৯।।
ন মে কাপি মোহো ন মে বা বিবাদঃ ন মে কাপি রাগো ন মে বা বিরাগঃ।
সদানন্দপূর্ণঃ শিরস্যব্জমধ্যে গুরোঃ পাদপদ্মদ্বয়ং ভাবয়ামি।।১০।।
ন মেঽস্তি প্রবৃত্তির্ন মে বা নিবৃত্তিঃ অহং তত্ত্ববোধাৎ সদানন্দপূর্ণঃ।
পরব্রহ্মমূর্ত্তেঃ গুরোঃ পাদপদ্মং সহস্রারমধ্যে সদা ভাবয়ামি।।১১।।
ব্যোমানন্দং পরমগুরুমানন্দসন্দোহকন্দং বন্দে বৃন্দারকমপমলং মন্দমন্দস্মিতাস্যম্।
চক্রেশানং দধতমভয়ং ভক্তবাৎসল্যরূপং ব্যোমানন্দং পরমপদদং সচ্চিদানন্দরূপম্।।১২।।

কপালপালঙ্ক পরাপরং গুরুং পরাৎপরং পূর্ণপরাত্মতাং গতম্।
শ্রীকালিকানন্দমহং কৃপানিধিং স্মরামি নিত্যং দদতং পরং পদম্।।১৩।।
শক্ত্যাসমালিঙ্গিতদিব্যমূর্ত্তিং বরাভয়ং ভক্তজনে দধানম্।
আদ্যং গুরুং ত্বং পরমেষ্ঠিরূপং সদাভয়ানন্দমহং স্মরামি।।১৪।।
শ্রীনাথচরণদ্বন্দ্ব স্মরণাত্তৎপ্রসাদতঃ।
পূর্ণানন্দগুরুস্তোত্রং পূর্ণং ভবতু সাম্প্রতম্।।১৫।।
ইতি কুলাবধূতাচার্য্য শ্রীপূর্ণানন্দতীর্থনাথকৃতং
গুরুস্তোত্রং সমাপ্তম্।

শিবস্তোত্রম্

বিলসতি পশুপতিরিহমে স্বান্তে।
মুদিতে সমুদিত চরণারুণকরদূরিতদুরিতধ্বান্তে।।
ভূতি-বিভূষিত রজতধরাধর-ধবলকলেবরধারি।
ভূতগণৈরগণৈঃ পরিবারিত শবচিতপিতৃবনচারি।।
ত্রিনয়নলাঞ্ছিত শশীসকলাঙ্কিত পঞ্চবদনসিতশূলি।
সুবিষমবিষধর-সংযতমণ্ডিত-পিণ্ডিত-চণ্ডজটালি।।
শশধরশেখর দুরিততিমিরহর হর শঙ্কর ভুবনেশ।
স্মরহর কিন্নরনরসসুরাসুর-সর্বজনেশ মহেশ।
নিত্যনিরঞ্জন ভবভয়ভঞ্জন রঞ্জিতভক্তজনান্ত।।
ত্রিপুরবিভেদন ধনুরনুনাদিত ধূনিত ভুবনতলান্ত।।
ভুবনবিমোহন গিরিজারঞ্জন সুসিতকলেবরধারি।
ভুজগবিভূষিত বিভূতিচয়চিত সৃষ্টিস্থিতিলয়কারি।।
জয় জয় জয় জয় জয় মৃত্যুঞ্জয় জয় করুণাময় শম্ভো।।
হর হর শঙ্কর গিরীশ দিগম্বর জয় জয় জয় স্বয়ম্ভো।।
ইতি কুলাবধূতাচার্য্য শ্রীপূর্ণানন্দতীর্থনাথবিরচিতং

শিবস্তোত্রং সমাপ্তম্।

শিবতাণ্ডব -স্তোত্রম্।

নন্দিমুখৈর্নন্দিমুখৈর্নন্দিতনৃত্যাভিনয়ং ইন্দ্রবিধীন্দ্রাবরজৈর্নন্দনজৈর্বন্দপদম্।
চঞ্চলনেত্রাঞ্চল সঞ্চুম্বিচলদ্গাঙ্গজলং পঞ্চমুখং চন্দ্রকলা-মৌলিমজঞ্চিন্তয়তম্।।
ভূতিসিতং ভূতবৃতং ভূতভবং ভূতপতিং ভীমভুজং ভীমভুজঙ্গাধিপতেঃ সঙ্গমতঃ।
ভীমহরং ভীতিহরং প্রেতচিতাভূমিচরং পঞ্চমুখং চন্দ্রকলা চারুমুখং চিন্তয়তম্।।
ফেণচয়া শ্বেততনুং নীলগলং লোলজটং উর্দ্ধকরং বারিধরং চ্ছেদকরং নৃত্যপরম্।
শৈলজয়া সস্মিতয়া লক্ষিত সুস্মেরমুখং পঞ্চমুখং চন্দ্রকলা মৌলিমজং চিন্তয়তম্।।
উপেন্দ্রচন্দ্রমঃসুরেন্দ্রবন্দিতাঙিঘ্র পঙ্কজস্ত্বমন্দনন্দথুদ্বিপেন্দ্রকৃত্তিনন্দিবর্দ্ধনঃ।
প্রচণ্ডচণ্ডিকানুতঃ প্রচণ্ডতাণ্ডবোৎসবে সনন্দিনন্দনোননন্দনন্দনন্দিনীপতিঃ।।
নগেন্দ্রনন্দিনীমুখারবিন্দসম্ভ্রাদ্ ভ্রমদ্যুতারতারতারকে রকেহলিলোচনে।
আলোললোচনত্রয়ো বিভূতিভূষিতঃ সিতঃ সনন্দিনন্দনোননন্দনন্দনন্দিনীপতিঃ।

ইতি কুলাবধূতাচার্য্য শ্রীপূর্ণানন্দতীর্থনাথকৃতং
শিবতাণ্ডবস্তোত্রং সমাপ্তম্।

ষট্ চক্রভেদ।

মূলাধার চক্র।

জাগ জাগ জাগ মাগো উঠ কুলকুণ্ডলিনী,
ব্রহ্মদ্বার রোধ করে কত ঘুমাবে জননী।
প্রসুপ্ত ভূজগাকারে, বিষতন্তু তনু তারে,
সৌদামিনী রূপ ধরে স্বয়ম্ভুলিঙ্গবেষ্টিনি।
বায়ুবীজে বায়ুবলে, বহ্নিবীজে বহ্নি জ্বলে,
হুঙ্কারে জাগিয়া উঠ শিবসঙ্গমকামিনি।
গঙ্গা যমুনা মাঝারে, সরস্বতী নদী নীরে,
হংসরবে হংসীরূপে পদ্মবন বিহারিণি।
রক্ত দশ-শতদলে, অধোমুখ চতুর্দ্দলে,
ব-স রক্ত দলে দলে কর্ণিকামধ্যবাসিনি।
বায়ুপত্রে যোগানন্দ, ঈশানে পরমানন্দ,

স্তোত্রাবলী

ক্রমেতে সহজানন্দ বীরানন্দ প্রসবিনি।
এ মূলাধার কমল-মধ্যে ধরণীমণ্ডল,
ব্রহ্মা ও সাবিত্রী তাহে শোভিছে শক্তি ডাকিনী।
ঘোর নিদ্রা ভঙ্গ হ'ল-ঘোর অন্ধকার গেল,
রজনী প্রভাত হ'ল বিকশিত কমলিনী।
ব্রহ্মা সাবিত্রী, ডাকিনী, অঙ্কেতে লীন তখনি,
চল মাগো স্বাধিষ্ঠানে সঙ্গেতে লয়ে ধরণী।।

স্বাধিষ্ঠান চক্র।

এস এস স্বাধিষ্ঠানে ওমা কুলকুণ্ডলিনি।
গোলক আলোক করি হও বৈকুণ্ঠবাসিনী।।
বিকশিত ছয় দল, দলে দলে শোভে ব-ল,
নির্ম্মল জলমণ্ডল মিলিল তাহে ধরণী।
মহাবিষ্ণু শিব এথা, লক্ষ্মী সরস্বতী তথা,
সবে অঙ্গে মিলে গেল মিশিল শক্তি রাকিনী।
সঙ্গেতে লইয়ে নীরে, চলিলেন ধীরে ধীরে,
উপনীত মণিপুরে শিবসঙ্গবিহারিণী।।

মণিপুরচক্র।

এস এস মণিপুরে ওমা কুলকুণ্ডলিনি।
রুদ্রলোক আলোকিত হইল শিবমোহিনী।
মেঘবর্ণ দশদলে, ড-ফ বর্ণ দলে দলে,
অগ্নি ত্রিকোণমণ্ডলে এখানে শক্তি লাকিনী।
তেজে জল লয় হ'লো সকল দেহে মিশিল,
তেজসহ উঠ মাগো অনাহত সরোজিনী।।

অনাহত চক্র

এস মা ভূষিত কর অনাহত সরোজিনী।
হৃদয়স্থ তমোরাশি নাশ শঙ্করমোহিনী।

লোহিত দ্বাদশ দলে, ক-ঠ শোভে দলে দলে,
প্রদীপ কলিকাসম জীব বিরাজে জননি।
আশা চিন্তা কপটতা, দম্ভ বিতর্ক মমতা,
অহঙ্কার চেষ্টা আদি দলে দলে প্রসবিনি।
নিম্নে এক অষ্টদল, ইষ্টদেব বাসস্থল,
তোমারই মা এই মূর্ত্তি তমোরাশি বিনাশিনি।।
চতুর্ভূজা ত্রিনয়না, অস্থিমালা বিভূষণা,
শোভিছে শক্তি কাকিনী, রূপে যেন সৌদামিনী।
কৃষ্ণসার আরোহণ, পবন ধূম্র বরণ,
নারায়ণ সহলক্ষ্মী তাহে লীলাবিলাসিনি।
স্বর্ণবর্ণ বাণলিঙ্গ, আনন্দে কর মা সঙ্গ,
বায়ুতে বিলীন তেজ, হও মা ঊর্দ্ধগামিনী।।

বিশুদ্ধ চক্র।

এস মা ভারতীস্থানে এস কুলকুণ্ডলিনি।এঙ্গ
পদ্মবনে হংসরবে হংসীরূপে বিহারিণি।।
পরিয়ে শ্বেতবসন, শ্বেতহস্তী আরোহণ,
নির্ম্মল অম্বর শোভা করিছে এ সরোজিনী।
শ্বেতবর্ণ ত্রিনয়ন, দশভুজ পঞ্চানন,
অম্বর কোলেতে শোভে অর্দ্ধনারীশ্বর যিনি।
ষোড়শার ধূম্রবর্ণ রক্তবর্ণ স্বরবর্ণ,
মধ্যে শ্বেতা পীতবস্ত্রা, আলো করিছে শাকিনী।
নমঃ স্বাহা, স্বধা, বৌষট্, অমৃত, বিষ, হুঁ, বষট্,
ফট্সহ সপ্তস্বর, ষোল দলে প্রসবিনি।
পূর্ণকলা নিধি এথা, প্রণব উদ্দীপ্ত তথা,
সবে অঙ্গে লয় করি, হও মা ঊর্দ্ধগামিনী।
পবন লীন অম্বরে, তারে লয়ে ধীরে ধীরে,
দেখেন ললনাচক্র, আজ্ঞাচক্র অন্বেষিণী।।

আজ্ঞাচক্র

এস কুলকুণ্ডলিনি এস দ্বিদলকমলে।
সুগুপ্ত ললনাচক্র ভেদ করি তালুমূলে।।
শুক্লবর্ণা ষড়াননা, জপমালা বিভূষণা,
শোভিছে শক্তি হাকিনী, হ-ক্ষ বর্ণ শোভে দলে।।
অপূর্ব্ব ত্রিবেণীস্থান, নাহি তীর্থ এ সমান,
পরশিব সিদ্ধকালী হংসরূপী পরমকুলে।
শ্বেতবর্ণ এ কমলে, কর্ণিকার মধ্যস্থলে,
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর শোভে ত্রিকোন মণ্ডলে,
প্রদীপ সমান জ্যোতি, উপরে প্রণব জ্যোতি,
ঊর্দ্ধদেশে মনচক্র বিভূষিত ছয় দলে।
শব্দ, স্পর্শ রূপ, ঘ্রাণ, স্বপ্ন আর রসজ্ঞান
অপরূপ গুপ্তচক্র প্রসবিছে দলে দলে।
উপরেতে সোমচক্র, ইহা এক গুপ্তচক্র,
সুধাধারা প্রসবিছে ষোলকলা দলে দলে।
যোগযুক্ত যোগীবৃন্দ, হন সদা পূর্ণানন্দ,
এই সুধাধারা পান করিয়ে ব'সে বিরলে।।
দ্বিদলে ইতর লিঙ্গ, আনন্দে কর মা সঙ্গ,
সত্ত্ব রজস্তমোময় গুণত্রয় এই স্থলে।
সবে অঙ্গে মিলে গেল, আকাশ মনে মিশিল,
মন লয়ে চল মাগো অপূর্ব সহস্রদলে।।

সহস্রার।

মিল মা পরমশিবে সহস্রদল-কমলে।
ব্রহ্মাণ্ড প্রলয় করে ভেদিয়ে দ্বাদশ দলে।
অধোমুখী অমাকলা, চঞ্চলা সম নির্ম্মলা,
অমৃতধারা ধারিণী দেখে যোগী যোগবলে।
অন্তরে নির্ব্বাণকলা, না দেখি ইহার তুলা,

তাহাতে নির্ব্বানশক্তি তাহে মন গেল মিলে।
যোগী জগত ভুলিল, পূর্ণানন্দময় হ'লো,
অজ্ঞান তিমির গেল, জ্ঞান তিমিরারি বলে।
উদ্ধমুখ দ্বাদশার অধোমুখ সহস্রার,
মধ্যে ব্যোমরূপ শিবে শিবা এক ভাবে মিলে।
সব হয় জ্যোতির্ম্ময়, আপনি আনন্দময়,
সংসার পাসরি যোগী ভাসে আনন্দ হিল্লোলে।
এই পরমাত্মস্থান, শৈব বলে শিবস্থান,
কেহ হরিহরস্থান দেবীস্থান কেহ বলে।
প্রকৃতি পুরুষস্থান, বলে ইহা সাঙখ্যগণ,
পরমপুরুষ কেহ কেহ ব্রহ্মধাম বলে।
সম্মুখে পরমহংস, পরমহংস অবতংস,
আগম নিগম পক্ষ শিবশক্তি পদতলে।
শরীর বিজ্ঞানময়, বিন্দু তার তারময়,
নাদবিন্দু পীঠস্থিত ত্রিনয়ন শোভে দলে।
শ্রীনাথের পাদদ্বয়, হংসপীঠে চিন্তা হয়,
সম্মুখে বিসর্গশক্তি শুক্ল দশ-শতদলে।
এথা আসি পূর্ণানন্দ, হইলেন পূর্ণানন্দ,
পাসরিয়ে দেহ মন পূর্ণানন্দ পদে চলে।।
ইতি কুলাবধূতাচার্য্য শ্রীপূর্ণানন্দতীর্থনাথকৃতং

ষট্চক্রভেদ সমাপ্ত।

তন্ত্রজ্ঞ প্রধান জগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত

রহস্য পূজা পদ্ধতি

জ্ঞানেন্দ্রনাথ তন্ত্ররত্ন কর্ত্তৃক
পরিবর্দ্ধিত ও সংশোধিত

মিহির কিরণ ভট্টাচার্য্য কৃত
অনুবাদিত

রহস্যাবতরণিকা

পঞ্চতত্ত্বদ্বারা দেবতার অর্চ্চনাকেই সাধক সম্প্রদায়ে বিশেষপূজা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। পঞ্চতত্ত্ব বা পঞ্চমকার যথা কৈবল্যতন্ত্রে - 'মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যং মুদ্রা মৈথুনমেব চ। পঞ্চতত্ত্বমিদং দেবি নির্ব্বাণমুক্তিহেতবে।।' অর্থাৎ মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন এই পাঁচটি পঞ্চতত্ত্ব। এই মদ্যাদি সেবনের বৈধতা বিষেয়ে অনেকেরই সন্দেহ আছে। এই জন্য প্রথমে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নিরাকরণ করা কর্ত্তব্য।

কালীকুলার্ণবে আছে, -'সুরা বৈ মলমন্নানাং পুরীষং মলমুচ্যতে। তস্মাৎ ব্রাহ্মণরাজন্যৌ বৈশ্যশ্চ ন সুরাং পিবেৎ।।' বারাহীতন্ত্রে - 'মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যং মৈথুনং পরমেশ্বরি। মানুষেণ বলিং পঞ্চ ব্রাহ্মণো ন স্মরেৎ ক্বচিৎ।। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সুরাপান করিবেন না। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের পক্ষে পঞ্চতত্ত্ব ব্যবহার নিষেধ। এইরূপ আরও কয়েকটি নিষেধক বচন তন্ত্রে দৃষ্ট হয়। কিন্তু এই সকল নিষেধক বচন অনভিষিক্ত ব্রাহ্মনাদির পক্ষে। অভিষিক্ত হইলে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সকল জাতিই যথারীতি দেবতাকে মদ্যাদি নিবেদন পূর্ব্বক প্রসাদ গ্রহণ করিতে পারেন। যথা নিবন্ধতন্ত্রে, - 'সৌত্রামণ্যাং কুলাচারে ব্রাহ্মণঃ প্রপিবেৎ সুরাং। অন্যত্র কামতঃ পীত্বা পতত্যেব ন সংশয়ঃ।' অর্থাৎ বেদোক্ত সৌত্রামণী যজ্ঞে ও কুলপূজায় ব্রাহ্মণ সুরাপান করিবেন, কিন্তু এতদ্ব্যতীত লোভপরবশ হইয়া পান করিলে পতিত হইবেন। নিরুত্তরতন্ত্রে, — 'অভিষেককৃতে বিপ্রে সুরাপানং বিধীয়তে। অভিষেককৃতো বিপ্রঃ সুরাং দদ্যাদ্যুগে যুগে।।' অর্থাৎ অভিষিক্ত ব্রাহ্মণ সকল যুগেই সুরা নিবেদন করিবেন এবং তাঁহার পক্ষে সুরাপান বিধেয়। কালীকুলসদ্ভাবে, - 'অভিষেকং ....

বিনা বিপ্রো মদ্যপানং যদাচরেৎ। স মহাপাতকী তস্মান্ন স্পৃশেত্তং কদাচন।' অর্থাৎ অভিষেক ব্যতিরেকে যে ব্রাহ্মণ মদ্যপান করেন তিনি মহাপাতকী, তাঁহাকে কখনও স্পর্শও করিবে না। ইহার দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, নিষেধক বচনগুলি অনভিষিক্তের পক্ষে। নিরুত্তরতন্ত্রে আছে যে, 'ব্রাহ্মণৈঃ পীয়তে মদ্যং ন মদ্যং দ্বিজপুঙ্গবৈঃ।।' অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণ মদ্যপান করিবেন কিন্তু দ্বিজ কখন মদ্যপান করিবেন না। কেহ কেহ এই স্থলে ব্রাহ্মণ শব্দে প্রকৃষ্ট ব্রহ্মজ্ঞানীকে নির্দ্দেশ করেন। বস্তুতঃ এস্থলে ব্রাহ্মণ শব্দে অভিষিক্তকেই বুঝায়। যথা কামাখ্যাতন্ত্রে, - 'অভিষিক্তঃ শিব সাক্ষাৎ অভিষিক্তো হি কৌলিকঃ। স এব ব্রাহ্মণো ধন্য দেবীদেব পরায়ণঃ।' অর্থাৎ যিনি অভিষিক্ত তিনি সাক্ষাৎ শিব, তিনিই কৌল এবং তিনিই দেবীদেব পরায়ণ প্রশস্ত ব্রাহ্মণ। উৎপত্তিতন্ত্রে মহাদেব নিন্দা করিয়াছেন যে, - কলৌ তু ভারতে বর্ষে লোকা ভারতবাসিনঃ। গৃহে গৃহে সুরাং পীত্বা বলভ্রষ্টা ভবন্তি হি।।' অর্থাৎ কলিকালে ভারতবর্ষে মনুষ্যগণ গৃহে গৃহে মদ্যপান করিয়া হীনবল হইবে। সেই সদাশিবই কুলার্ণবে বলিয়াছেন, -'কুলমার্গো মহাদেবি ন ময়া নিন্দিতঃ ক্বচিৎ। আচাররহিতা যেহত্র নিন্দিতাস্তে ন চেতরে।।' অর্থাৎ মহাদেবি! আমি কখন কুলমার্গের নিন্দা করি নাই কেবল আচারহীন ব্যক্তিবর্গেরই নিন্দা করিয়াছি। প্রকৃতপক্ষে উপরোক্ত নিন্দা কেবল অনভিষিক্ত ও আচারহীন মদ্যপায়ীকেই উপলক্ষিত হইয়াছে। মহিষমৰ্দ্দিনীতন্ত্রে আছে, - বৃথাপানং যৎ ক্রিয়তে সুরাপানং তদুচ্যতে।' অর্থাৎ বৃথাপানকেই সুরাপান বলে।

নিরুত্তরতন্ত্রে আছে, -'সিদ্ধমন্ত্রী ভবেদ্বীরো ন বীরো মদ্যপানতঃ। এই প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া কোন কোন কুলাচার-বিরোধী পণ্ডিত বলিয়া থাকেন যে, মদ্যপান করিলেই বীর হয় না, যিনি মন্ত্রসিদ্ধ হইয়াছেন তিনিই বীর হইতে পারেন। পরন্তু ইহার পরেই শিব বীরচক্রে শক্তিপূজার বিধি দিয়া বলিয়াছেন, 'বীরচক্রে মন্ত্রসির্দ্ধিভবত্যেব ন সংশয়ঃ। অর্থাৎ এই বীরচক্রে অর্চ্চনা দ্বারা মন্ত্রসিদ্ধি হইবে ইহাতে আর সন্দেহ নাই। ইহার দ্বারা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, উপরোক্ত বচন বীর ....

চক্রে সাধনার প্রবর্ত্তক মাত্র। বস্তুতঃ শিব কোথাও এরূপ বলেই নাই যে, কেবল মদ্যপান করিলেই বীর হইবে। এক্ষণে আমরা উপরোক্ত শ্লোকের শেষার্দ্ধ উদ্ধৃত করিতেছি। 'সিদ্ধমন্ত্রী ভবেদ্বীরো ন বীরো মদ্যপানতঃ। অভিষিক্তো ভবেদ্বীরো অভিষিক্তা চ কৌলিকী।।' অর্থাৎ, মদ্যপান করিলেই বীর হয় না। যিনি অভিষিক্ত তিনিই বীর ও যিনি অভিষিক্তা তিনিই কৌলিকী শক্তি। যিনি বীর তিনি সিদ্ধমন্ত্রী হইবেন অর্থাৎ বীরচক্র প্রভৃতিতে সাধনা দ্বারা মন্ত্র সিদ্ধ করিবেন। ঐ নিরুত্তর তন্ত্রেই আছে, 'অভিষেককৃতো মন্ত্রী কুলপূজাং সমাচরেৎ। কুলপূজাকৃতো মন্ত্রী পিতৃভূমিং সমাশ্রয়েৎ।। পিতৃভূমিকৃতং স্থানং একাকী বিহরেৎ সদা। একাকী বিহরেদ্বীরঃ প্রান্তরে চ ত্রিপান্তরে।। তত্র সিদ্ধিং লভেদ্দেবি দেবানামপি দুর্ল্লভাং। কুলাচারং বিনা দেবি তন্ত্রমন্ত্রং ন সিদ্ধ্যতি।" ইহার তাৎপর্য এই যে, কুলাচার ব্যতিরেকে তন্ত্রমন্ত্র সিদ্ধ হয় না। মন্ত্রসিদ্ধির নিমিত্ত প্রথমতঃ পূর্ণাভিষিক্ত হইয়া কুলপূজারত হইতে হইবে। ক্রমে শ্মশান সাধন সঙ্গপরিহার প্রভৃতি করিলে সিদ্ধি লাভ হইবে। অতএব সিদ্ধমন্ত্রী হইবার পূর্ব্বে বীরভাব অবলম্বন শিবের অভিপ্রেত। মহানীলতন্ত্রে আছে, - 'সর্ব্বং গুরোমুর্খাৎ জ্ঞাত্বা সাধয়েৎ সিদ্ধিহেতবে। যাবন্মন্ত্রস্য সিদ্ধিঃ স্যাৎ তাবৎ কুর্য্যাৎ পুরশ্চরম্। তাবজ্জপেন্মহামন্ত্রং সিদ্ধির্ষাবন্ন দৃশ্যতে। সিদ্ধেহিঁ লক্ষণং পূর্ব্বং কথিতং পদ্মযোনিনা। কুলাচারং মন্ত্রাচারং সময়াচারমেব চ। সিদ্ধে মনৌ সদা কুর্য্যাৎ সাধকঃ শুদ্ধিহেতবে। কালিকাপটলে পূর্ব্বং যদুক্তং তন্ত্রসম্মতং। তৎ-সর্ব্বমাচরেল্লোকঃ সিদ্ধির্ষাবন্ন দৃশ্যতে।। সিদ্ধে মনৌ সদা কার্য্যং তন্ত্রে তন্ত্রে তু যৎ কৃতম্। বিনা সিদ্ধে মনৌ মন্ত্রী যদা কর্ম্মাণি নির্দ্দিশেৎ। সিদ্ধির্ন জায়তে তস্য যাবচ্চন্দ্রার্কতারকম। নিত্যং তস্য ভবেদ্ধানিধর্ম্মাণাং ক্ষয় এব চ। তস্মান্মন্ত্রগ্রহাদেব কুর্য্যাৎ পুরশ্চরং সুধীঃ। ইহার তাৎপর্য এই যে, মন্ত্র সিদ্ধি না হইলে প্রয়োগাদি কাম্যকর্ম্ম সফল হয় না। অতএব, যে পর্য্যন্ত মন্ত্রসিদ্ধি না হয়, সে পর্য্যন্ত পুরশ্চরণ করিতে থাকিবে। নীলতন্ত্রে আছে, - 'সিদ্ধমন্ত্রৈঃ কর্ত্তব্যানি কাম্যকর্ম্মানি নান্যথা।'

সিদ্ধমন্ত্র ....

দ্বারা কাম্যকর্ম্ম করিবে। কোন কোন স্থলে এই বচনের কিঞ্চিৎ পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়। যথা -'কুলাচারং মন্ত্রাচারং সময়াচারমেব চ। সিদ্ধে মনৌ সদা কুর্য্যাৎ সাধকঃ সিদ্ধিহেতবে। কালিকাপটলে পূর্ব্বং যদুক্তং তন্ত্রসম্মতং। তৎসর্ব্বং নাচরেন্মোকঃ সিদ্ধির্যাবন্ন দৃশ্যতে।' ইত্যাদি। এই পাঠ স্বীকার করিয়াও আমাদের মতের বিরুদ্ধ কিছুই দেখিতে পাই না। সিদ্ধমন্ত্রী আপনার সিদ্ধির নিমিত্ত কুলাচার অবলম্বন করিয়া পুরশ্চরণ করিবেন। কালিকাপটলে যে সকল তন্ত্রসম্মত প্রয়োগ উক্ত হইয়াছে তাহা মন্ত্রসিদ্ধি না হইলে করিবে না। কেহ মনে করিবেন না যে এই ব্যাখ্যা আমাদের স্বকপোলকল্পিত। প্রমাণ যথা কালীতন্ত্রে, '-লক্ষমেকং জপেদ্বিদ্যাং হবিষ্যাশী দিবা শুচিঃ। রাত্রৌ তাম্বূলপূরাস্য শয্যায়াং লক্ষমানতঃ। ততঃ সিদ্ধমনুর্ম্মন্ত্রী প্রয়োগার্হো ন চান্যথা।।' ক্রমচন্দ্রিকাতে সিদ্ধমন্ত্রী নিরূপণ করিয়াছেন যথা, –'কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী। ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা। বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা। এতা দশ মহাবিদ্যা সিদ্ধবিদ্যা প্রকীর্ত্তিতাঃ। দীক্ষিতাস্তাসু যে নিত্যং সিদ্ধমন্ত্রাংস্তু তান্ বিদুঃ।।' অর্থাৎ যাঁহারা কাল্যাদি দশ মহাবিদ্যার মন্ত্রে দীক্ষিত তাঁহাদিগকে সিদ্ধমন্ত্রী বলিয়া জানিবে। পরন্তু উপরোক্ত কালীতন্ত্রের বচন দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সাধারণতঃ পশুভাবে একটি পুরশ্চরণ করিলেই বীরভাব অবলম্বনের অধিকার হয়। অন্যত্র আছে,-'পুরশ্চরণকৃন্মন্ত্রী অভিষেকং দমাচরেৎ।'

'দিব্যবীরময়ো ভাবঃ কলৌ নাস্তি কদাচন।।" কেহ কেহ বলেন এই বচন রুদ্রযামলের ষড়্বিংশ পটলে আছে, কেহ কেহ বলেন মহানির্বাণতন্ত্রে আছে। মহানির্ব্বাণতন্ত্রে এ বচন নাই। আমরা রুদ্রযামলে অনুসন্ধান করিয়াও এ বচন দেখিতে পাইলাম না। বরং বীরভাবের প্রশংসাই দেখিলাম, যথা, - 'বীরভাবস্য মাহাত্ম্যং কোটিজন্ম ফলেন চ। জানাতি সাধকশ্রেষ্ঠো দেবভক্তঃ স যোগিরাট্।।' ইত্যাদি। কেহ কেহ বলেন রুদ্রযামলে পশুভাবকেই উৎকৃষ্ট বলিয়াছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা...............

নয়। রুদ্রযামলে ত্রিপঞ্চাশত্তম পটলে আছে যে, - 'যদি মোক্ষমিচ্ছেন্তি পশবঃ শাস্ত্রমোহিতাঃ। মম জ্ঞানং বীরভাবং চাশ্রিত্য যোগমাপ্নুয়াৎ।।' অর্থাৎ শাস্ত্রমোহিত পশুভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ যদি মোক্ষ কামনা করেন তাহা হইলে বীরভাব অবলম্বন পূর্ব্বক যোগাভ্যাস করিবেন। যে স্থলে পশুভাবের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে সেই স্থানে আনন্দভৈরবী বলিয়াছেন যে - 'দিব্যং বিবেকজং প্রোক্তং সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়কং। উত্তমং তদ্বিজানীয়াদানন্দরসসাগরং। মধ্যমং চাগমোল্লাসং বীরভাবং ক্রিয়ান্বিতং। বেদোদ্ভবং ফলার্থঞ্চ পশুভাবং হি চাধমং। সর্ব্বনিন্দাসমাব্যাপ্তং ভাবানাং অধমং পশোঃ।।' ইহার তাৎপর্য্য এই যে, দিব্যভাব উত্তম, বীরভাব মধ্যম ও পশুভাব অধম। ইহারই পর বলিয়াছেন যে - বীরভাবং বিনা নাথ ন সিদ্ধ্যতি কদাচন। ইহার পরে পশুভাবের সুখ্যাতিচ্ছলে তাহার কঠোরতাই ব্যক্ত করিয়াছেন। বাহুল্যভয়ে সে সমুদায়ের এস্থলে উল্লেখ করিলাম না। নিগমতত্ত্ব সারে আছে'- গৌড়শাল্বদশার্ণেষু পশু ভাবাদ্ধি জায়তে।।' অর্থাৎ গৌড়াদি দেশে পশুভাবে সিদ্ধি হয়। ইহা কলি যুগের নয়, কলিযুগে পশুভাব নাই যথা তাহারহস্যে, 'ন পশুশ্চ কলৌ ক্বচিৎ।' অর্থাৎ কলিযুগে কখন পশুভাব নাই।

শ্রীক্রমে আছে,—'বামকামো ব্রাহ্মণো হি মদ্যং মাংসং ন ভক্ষয়েৎ।' ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বামাচারী ব্রাহ্মণ কামনা পূর্ব্বক মদ্য মাংস ভক্ষণ করিবেন না। প্রকৃতপক্ষে লোভ পরবশ হইয়া পানাদি তন্ত্রে নিষিদ্ধ ইহার প্রমাণ পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। যদি কেহ ইহার অর্থ করেন যে, বামাচারে পূজায় কামনায় কেহ মদ্য মাংস ভক্ষণ করিবেন না। তাহা হইলেও বিরুদ্ধ হয় না ; কারণ দেবীযামলে আছে,— 'অপ্রাপ্তবীরভাবস্তু যদি বৈর্য্যং সমাশ্রয়েৎ। ইতো ভ্রষ্টস্ততোনষ্টশ্ছন্নো ভবতি তৎক্ষণাৎ।' অর্থাৎ যদি অনভিষিক্ত ব্যক্তি বীরভাব আশ্রয় করেন, তাহা হইলে তিনি পশুভাব ও বীরভাব এই উভয় ভাব হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পতিত হইবেন।

মেরুতন্ত্রে আছে,—'বামমার্গী ব্রাহ্মণোহপি মদ্যং মাংসং ন ভক্ষয়েৎ।।' অর্থাৎ বামাচারী ব্রাহ্মণ মদ্যমাংস ভক্ষণ করিবেন না। এক্ষণে

প্রকৃতপক্ষে বামাচারীর বিধি কিরূপ, নিষেধই বা কি তাহাই পূর্ব্বে দেখা উচিত। বিধি যথা বিশ্বসারতন্ত্রে,—'দিবসে পরমেশানি ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ। পঞ্চতত্ত্বক্রমেনৈব রাত্রৌ দেবীং প্রপূজয়েৎ।।' অর্থাৎ দিবসে ব্রহ্মচারীর আচারে থাকিবে এবং রাত্রিতে বীরভাবে পঞ্চতত্ত্বদ্বারা দেবীর পূজা করিবে। নিষেধ যথা আচারসারে,—পূজাকালং বিনা নৈব সুরা পেয়া দ্বিজোত্তমৈঃ। ব্রাহ্মণ্যং হীয়তে স্পৃষ্টা পীত্বা তু নরকং ব্রজেৎ।।' ইত্যাদি। অর্থাৎ পূজাকাল ব্যতিরেকে সুরাপান করিলে ব্রাহ্মণকে নরকগামী হইতে হয়। এই বিধি ও নিষেধ আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, মেরুতন্ত্রের নিষেধক বচন এইরূপ বৈধেতর বিষয়ে। কারণ মহাচীনাচারক্রমে আছে, —'বৃথা পানং যৎ ক্রিয়তে সুরাপানং তদুচ্যতে।' অর্থাৎ বৃথা পানকেই সুরাপান বা মদ্যপান বলে। উপরোক্ত মদ্যপান নিষেধ দ্বারা বৃথাপান নিষেধ হইয়াছে। তারাপ্রদীপেও এইরূপেরই একটি নিষেধক বচন আছে, তাহার পৃথক উল্লেখ অনাবশ্যক। অসংস্কৃত সুরাপানেও ব্রাহ্মণের নিষেধ আছে যথা নিগমতত্ত্বসারে, অসংস্কৃতাং সুরাং পীত্বা ব্রাহ্মণো ব্রহ্মহাভবেৎ। সংস্কৃতাস্তু সুরাং পীত্বা ব্রাহ্মণো জ্বলদগ্নিবৎ।।' অর্থাৎ অসংস্কৃত সুরাপান করিলে ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মহত্যার পাতকী হইতে হয়, কিন্তু বিধিমত সংস্কৃত সুরাপান করিলে ব্রাহ্মণ জ্বলন্ত অগ্নির সদৃশ তেজঃ সম্পন্ন হন। বৃহতন্ত্রসারধৃত জ্ঞানতন্ত্রে ,—'যস্মিন্‌তন্ত্রে মদ্যপানং তত্তন্ত্রং সত্যসম্মতং। কলৌ ন সম্মতং মদ্যং মৈথুনঞ্চ ন সম্মতঃ। পরস্ত্রীষু কুমারীষু রেতঃ পাতং করোতি যঃ পূজাকোটির্ভবেদব্যর্থা কেবলং পরভগুনম্। সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যং নিশ্চয়মীরিতম্। পশুভাবাৎ পরো ভাবো নাস্তি নাস্তি কলের্মত।।' ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যে তন্ত্রে মদ্যপান আছে তাহা সত্যযুগের, কলিযুগের নয়। কলিযুগে পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা পূজা নাইএবং কলিতে পশুভাব অপেক্ষা শ্রেষ্টভাব নাই। আপাততঃ এ বচনকে আমরা ভারতছাড়া করিয়া ক্রমে দ্বীপান্তরিত করিয়া পরে কল্পান্তরিত করিতেও ছাড়িব না। মহিষমর্দ্দিনীতন্ত্রে পঞ্চতত্ত্বে পূজানুষ্ঠানবিধানের পর আছে,— 'প্রতিৎতত্ত্বং বরারোহে ভারতে শস্যতে কলৌ।।' অর্থাৎ ....

কলিযুগে এই ভারতবর্ষে পঞ্চতত্ত্বদ্বারা পূজাই প্রশস্ত। ইহার দ্বারা বিলক্ষণ প্রতীতি হয় যে, জ্ঞানতন্ত্রের নিষেধক বচন ভারতের পক্ষে নয় এবং তারাপ্রদীপের ও মেরুতন্ত্রের নিষেধক বচন ভারতেরও নয় কলিযুগেরও নয়। কামাখ্যাতন্ত্রে,—জম্বুদ্বীপে কলৌ দেবি ব্রাহ্মণো হি কদাচন। পশুর্নস্যাৎ পশুর্নস্যাৎ ন সংশয়ঃ। অর্থাৎ এই জম্বুদ্বীপে কলিযুগে ব্রাহ্মণ কখনই পশু হইবেন না। ইহারদ্বারাও প্রতিপন্ন হইল যে উক্ত নিষেধক বচন এই জম্বুদ্বীপেরও নয়। দেবীর প্রশ্ন অনুসারে শ্রীসদাশিব জম্বুদ্বীপান্তর্ব্বর্ত্তি ভারতবর্ষের জন্য সর্ব্বসম্মত তন্ত্র বলিতে লাগিলেন। এই তন্ত্রের নাম কালীবিলাসতন্ত্র। এই তন্ত্রে আছে,—'ন মদ্যং প্রপিবেদ্দেবি কলিকালে কদাচন। পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা পুনঃ পততি ভূতলে। উত্থায় চ পুনঃ পীত্বা পুনর্জন্মো ন বিদ্যতে। ইত্যাদি বচনং দেবি সত্যাৎ ত্রেতার্দ্ধসম্মতং। ইতি তে কথিতং দেবি কলিকালস্য সম্মতং। পীত্বা মদ্যং কলৌ দেবি ব্রহ্মহত্যা পদে পদে। ত্রেতার্দ্ধাৎ দ্বাপরার্দ্ধেষু প্রশস্তং মদ্যশোধনং। ন কলৌ শোধনং মদ্যং নাস্তি নাস্তি বরাননে। ন কর্ত্তব্যং কলৌ মদ্যপানঞ্চ নগনন্দিনি' ইহার তাৎপর্য্য এই যে, মদ্যপান বিধায়ক বচন সত্যযুগ হইতে ত্রেতার্দ্ধসম্মত, ত্রেতার্দ্ধ হইতে দ্বাপর পর্য্যন্ত মদ্য শোধন করিবার বিধি আছে। কিন্তু কলিযুগে মদ্যশোধনও নাই মদ্যপানও নাই। ইহার প্রত্যুত্তর যথা কামাখ্যাতন্ত্রে — 'উদগীতরুদ্রশতকৈর্দেবীসূক্তেন পার্ব্বতি। কৃতাদিষু দ্বিজাতীনাং বিহিতং মদ্যশোধনং। তন্ন শুদ্ধি কলিযুগে কলাবাগমসম্মতং। বৈদিকৈস্তান্ত্রিকৈর্ম্মন্ত্রৈস্তত্ত্বাদীন্ শোধয়েৎ কলৌ।।' অর্থাৎ সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরে রুদ্রসূক্ত ও দেবীসূক্ত পাঠ করিয়া মদ্যশোধন বিহিত ছিল। কিন্তু কলিতে তদ্দ্বারা শোধিত হইবে না। কলিতে আগমোক্ত বৈদিক ও তান্ত্রিক মন্ত্র দ্বারা পঞ্চতত্ত্ব শোধিত হইবে। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে কালীবিলাসে যে শোধন নিষেধ আছে তাহা উক্ত সূক্তদ্বয় পাঠদ্বারা শোধন বিষয়ে। পরন্তু এই কালীবিলাসতন্ত্র পশুভাব প্রতিপাদক। মহাদেব এক্ষণে শ্বেতবরাহকল্পে বিষ্ণুক্রান্তায় চতুঃষষ্টি তন্ত্র নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। এখানে সে সমুদায়ের উল্লেখ করা আবশ্যক। বলা ....

বাহুল্য কালীবিলাসতন্ত্র, মেরুতন্ত্র, বা জ্ঞানতন্ত্র উক্ত চতুঃষষ্টিতন্ত্রের অন্তর্গত নয়। অতএব তত্তত্তন্ত্রোক্ত বিরুদ্ধবচন আমরা গ্রহণ করিব না। মহাসিদ্ধসারস্বততন্ত্রে আছে—'কালীবিলাসকাদীনি তন্ত্রাণি পরমেশ্বরি। কালকল্পে সুসিদ্ধানি অশ্বক্রান্তাসু ভূমিষু।।' অর্থাৎ কালীবিলাস প্রভৃতি তন্ত্র কালকল্পে অশ্বক্রান্তায় ফলদায়ক। কিন্তু এক্ষণে শ্বেতবরাহকল্পে এই কল্পান্তরের তন্ত্রসকল মহাদেব কি উদ্দেশে প্রচারিত করিলেন? ইহার উত্তরে মহাবিশ্বসাতন্ত্রে মহাদেব বলিয়াছেন, —'কল্পভেদেন তন্ত্রাণি কথিতানি চ যানি চ। পাষণ্ডমোহনায়ৈব বিফলানীহ সুন্দরি।।' অর্থাৎ যে সকল কল্পভেদের তন্ত্র কথিত হইয়াছে সেই সকল তন্ত্র পাষণ্ডমোহনের নিমিত্ত। বস্তুতঃ তাহা এই কল্পে বিফল হইবে। এইরূপ যে যে স্থলে কুলাচারবিরুদ্ধ বচন আছে তদ্বিষয়ে মহাদেব কুলার্ণবে বলিয়াছেন,—যদ্বা প্রত্যক্ষফলদং তদেবোত্তমদর্শনং। কুলধর্ম্মমিদং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে সর্ব্বমানবাঃ ! ইতি মত্বা মহেশানি ময়া কৌলং বিগর্হিতম্।' ইহার তাৎপর্য্য এই যে, প্রত্যক্ষফলপ্রদ কুলধর্ম্ম অবগত হইয়া সকলেই মুক্ত হইবে এই আশঙ্কায় আমি স্থলবিশেষে কুলাচারের নিন্দাও করিয়াছি।

কোন সংগ্রহকার মুণ্ডমালাতন্ত্র হইতে একটি বচন উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, পঞ্চতত্ত্ব গৃহস্থের পক্ষে বিধেয় নহে। যথা,—'মৎস্যং মাংসঞ্চ মদ্যঞ্চ মুদ্রা মৈথুনমেব চ। দিব্যানাঞ্চৈব বীরাণাং সাধনং ভবসাধনম্। ন মদ্যং প্রপিবেদ্বিপ্রো ন মুদ্রাং ভক্ষয়েন্নরঃ। ন মৈথুনমগম্যাসু কর্ত্তব্যং সিদ্ধি নাশনম্। অবধূতঃ শিবঃ সাক্ষাৎ অবধূতঃ সদাশিবঃ। অবধূতী শিবা দেবী অবধূতাশ্রমং শৃণু। চতুরাশ্রমিণাং মধ্যে অবধূতাশ্রমো মহান্। অবধূতশ্চ দ্বিবিধো গৃহস্থশ্চ চিতানুগঃ। সচেলশ্চাপি দিগ্বাসা বিধিযোনিবিহারবান্। সদারঃ সর্ব্বদারস্তশ্চাট্টহাসো দিগম্বরঃ। গৃহাবধূতো দেবেশি দ্বিতীয়স্তু সদাশিবঃ। ন কলৌ সাধনং মদ্যং প্রত্যক্ষং বরবর্ণিনি। গৃহাবধূতের্নো কৈশ্চিৎ কর্ত্তব্যশ্চ দিগম্বরৈঃ।' ইহার তাৎপর্য্য এই যে পঞ্চতত্ত্বদ্বারা দিব্য ও বীরভাবাপন্ন ব্যক্তি সাধনা করিবেন। এতদন্য বিপ্রের পক্ষে ইহা নিষিদ্ধ। আশ্রম চতুষ্টয়ের মধ্যে ....

অবধূতাশ্রমই শ্রেষ্ঠ। অবধূত দ্বিবিধ, গৃহাবধূত ও দিগম্বরাবধূত। এই উভয়বিধ অবধূতই দ্বিতীয় সদাশিব। কলিতে যে ব্যক্তভাবে মদ্যসাধন নাই, এ বিধি গৃহাবধূত বা দিগম্বরের পক্ষে নয়, পরন্তু মদ্যসাধন কর্ত্তব্য। 'ন কলৌ সাধনং মদ্যং প্রত্যক্ষং বরবর্ণিনি। গৃহাবধূতৈর্ন্নো কৈশ্চিৎ কর্ত্তব্যশ্চ দিগম্বরে।' উক্ত সংগ্রহকারের লক্ষিত অর্থ এইরূপ, — বরবর্ণিনি! কলিকালে প্রত্যক্ষ অর্থাৎ ব্যক্তভাবে মদ্যসাধন নাই। এইরূপ (ব্যক্তভাবে) মদ্যসাধন গৃহাবধূতের কর্ত্তব্য নয় পরন্তু দিগম্বরের তাহা নিষিদ্ধ নয়। যে রূপ ভাবেই অর্থ করা যাউক, গৃহাবধূতের ব্যক্ত ভাবেই ইহা নিষিদ্ধ হইল, একেবারে নিষিদ্ধ হইল না। অন্যত্রও আছে, — 'প্রকাশাৎ সিদ্ধিহানিঃ স্যাৎ' ইত্যাদি। বামকেশ্বরতন্ত্র হইতে নিষেধ ছলনায় সংগ্রহকার বিধিবচন তুলিয়াছেন যথা, 'ন কলৌ সাধনং মদ্যমগম্যাগমনং ন হি। গৃহাবধূতৈর্নাকার্য্যং কর্ত্তব্যঞ্চ দিগম্বরৈঃ।' অর্থাৎ কলিতে মদ্য সাধন নাই ও অগম্যাগমন নাই। গৃহাবধূতের ও দিগম্বরের ইহা অকার্য্য নয় পরন্তু (যথাবিধি) কর্ত্তব্য। পরে ঐ তন্ত্র হইতে আর একটি বচন তুলিয়াছেন যথা,—'সম্বিদাসবয়োর্ম্মধ্যে সম্বিদৈব গরীয়সী। সম্বিদাপানমাত্রেণ স বীরঃ স চ সাধকঃ। এবং বিধি-বিধানজ্ঞো কুলীনো ভবতি প্রিয়ে।' অর্থাৎ সম্বিদা এবং আসব ইহার মধ্যে সম্বিদাই শ্রেষ্ঠ। যিনি সম্বিদা পান করেন তিনিই বীর এবং তিনিই সাধক। এই বিধান যিনি জ্ঞাত আছেন তিনিই কুলীন। এই বচনবলে সংগ্রহকার বলেন যে, গৃহাবধূতের পঞ্চতত্ত্ব নিষেধ, সম্বিদাপানই বিধেয়। বিমলাতন্ত্রে আছে, —'যদ্যদ্বিধীয়তে কর্ম সাধকৈঃ কুলকৌলিকৈঃ। তৎপূর্ব্বং বিজয়া গ্রাহ্যং নান্যথা জায়তে ফলং।' অর্থাৎ সমস্ত কুলসাধনের পূর্ব্বে সম্বিদা সেবন কর্ত্তব্য নচেৎ সমস্ত বিফল হইবে। কৌলাবলীতে, —'সম্বিদাসবয়োর্ম্মধ্যে সম্বিদৈব গরীয়সী। বিজয়া গ্রহণং কৃত্বা ধ্যানং যঃ কুরুতে নরঃ। তদা ধ্যানময়ী মূর্ত্তি প্রত্যক্ষা তস্য জায়তে। সম্বিৎপ্রয়োগস্তেনেহ পূজাদৌ সাধকোত্তমৈঃ।' ইহার তাৎপর্য্য যথা,— সম্বিদা ও আসবের মধ্যে সম্বিদাই শ্রেষ্ঠ । যিনি সম্বিদা গ্রহণ করিয়া ধ্যান করেন তাঁহার...............

ধ্যানময়ী মূর্ত্তি প্রত্যক্ষা হন। অতএব মুখ্য পঞ্চতত্ত্বের পূর্ব্বে সম্বিদা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। এই সকল বচনে দৃষ্টিপাত করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, বামকেশ্বরতন্ত্রের সম্বিদার উৎকর্ষতাজ্ঞাপক বচন দ্বারা পঞ্চতত্ত্বের পূর্ব্বে সম্বিদাসেবন উপলক্ষিত হইতেছে। পঞ্চতত্ত্ব নিষিদ্ধ হইতেছে না। বস্তুতঃ গৃহস্থ সাধকও পঞ্চতত্ত্বের অধিকারী। যথা বামকেশ্বরতন্ত্রে,— 'অভিষিক্তো গৃহস্থশ্চ সদাবধূতকশ্চ সঃ।' অর্থাৎ অভিষিক্ত গৃহস্থ অবধূত। ভৈরব সংহিতায়,—যো বীরভাবো দেবেশি সোহবধূতো মহীতলে।' অর্থাৎ বীরভাবাপন্ন ব্যক্তিই অবধূত। অতএব অভিষিক্ত গৃহস্থ বীরভাবাপন্ন। মুণ্ডমালাতন্ত্রে,—'মৎস্যং মাংসঞ্চ মদ্যঞ্চ মুদ্রা মৈথুনমেব চ। দিব্যানাঞ্চৈব বীরাণাং সাধনং ভবসাধনম্।' অর্থাৎ দিব্যভাবাপন্ন ও বীরভাবাপন্ন ব্যক্তি পঞ্চতত্ত্বদ্বারা সাধন করিবেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে অভিষিক্ত গৃহস্থ বীরভাবাপন্ন, অতএব এতদ্দ্বারা অভিষিক্ত গৃহস্থের পঞ্চতত্ত্বাধিকার প্রতিপন্ন হইল। নির্ব্বাণতন্ত্রে,—'অথ বক্ষ্যে গৃহস্থস্য লক্ষণং শৃণু চণ্ডিকে!' ইত্যাদুপক্রম্য —'স্থাপয়েৎ পঞ্চতত্ত্বানি গেহমধ্যে প্রযত্নতঃ।' এস্থলে শিব গৃহস্থের অন্যান্য লক্ষণ বলিয়া গৃহমধ্যে পঞ্চতত্ত্ব রক্ষা করিবার বিধি দিতেছেন। ভাবচূড়ামণিতে শবসাধনায় বরলাভান্তে ত্রিরাত্র ষড্রাত্র বা নবরাত্র গোপনের বিধি আছে এবং ঐ সময়ে 'স্ত্রীশয্যাং যদি গচ্ছেদ্বৈ তদা ব্যাধির্ভবেদ্ধ্রু বং।' অর্থাৎ স্ত্রীশয্যায় গমন করিলে ব্যাধি হয়। ইহাদ্বারা পঞ্চতত্ত্বাধিকারী গৃহস্থকে উপলক্ষিত হইতেছে। যোগিনীতন্ত্রে অবধূতের পৈষ্টিকাদি সুরা ব্যবস্থার পর বলিতেছেন যে, —'সর্ব্বাশ্রমে সর্ব্ববর্ণে সর্ব্বযোগে তথা শিবে! সর্ব্বস্থানেষু সর্ব্বত্র ন বিশেষঃ কচিদ্ভবেৎ।' অর্থাৎ উক্ত পঞ্চতত্ত্ব বিষয়ে বর্ণাশ্রমাদি বিশেষে কোন বিশেষ বিধান নাই, সর্ব্বত্রই সমান বিধি। এক্ষণে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইল যে, গৃহস্থ অবধূতের পঞ্চতত্ত্ব বিহিত। মহানির্ব্বাণতন্ত্রে আছে,—'সাধকানাং গৃহস্থানাং পঞ্চপাত্রং প্রকীর্ত্তিতং।' অর্থাৎ গৃহস্থ সাধকের পাঁচ পাত্র পর্য্যন্ত বিধি। তন্ত্রসারে,—'যত্রাসবমবশ্যন্তু ব্রাহ্মণস্তু বিশেষতঃ। গুড়ার্দ্রকং তদা

দেয়ং তাম্রে বা বিসৃজেন্মধু।' অর্থাৎ যেখানে সুরাদানের আবশ্যক, সে স্থলে ব্রাহ্মণ গুড়ার্দ্রক দিবেন অথবা তাম্রপাত্রে মধুদান করিবেন। যোগিনীতন্ত্রে— গুড়ার্দ্রকরসেনৈব সুরা তু ব্রাহ্মণস্য চ।' ইত্যাদি। এই সকল বচন দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যদ্বারা পঞ্চতত্ত্বের অনুকল্প বিহিত হইয়াছে। কোন কোন পণ্ডিতাভিমানী আধ্যাত্মিক বিজ্ঞতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন পূর্ব্বক বলেন, 'পঞ্চমকার কি এই সাধারণ মদ্য মাংস প্রভৃতি? তাহা নয়। পঞ্চতত্ত্বের সূক্ষ্মতত্ত্ব যাহা আমিই কেবল মাত্র অবগত আছি তাহা শ্রবন কর।' এই বলিয়া তাঁহারা দিব্যভাবের আভ্যন্তরিক পঞ্চতত্ত্ব বর্ণনা করেন। যথা রুদ্রযামলে, —'সুরা শক্তিঃ শিবো মাংসং তদ্ভোক্তা ভৈরবঃ স্বয়ং। তয়োরৈক্যসমুৎপন্ন-আনন্দো মোক্ষনির্ণয়ঃ।' আগমসারে,—'সোমধারা ক্ষরেদ্ যা তু ব্রহ্মরন্ধ্রাদ্ বরাননে। পীত্বানন্দময়স্তাং যঃ স এব মদ্যসাধকঃ।' ইত্যাদি। এ স্থলে অন্যান্য তন্ত্রের এইরূপ প্রমাণ অনাবশ্যক। যদি পঞ্চমকারের অর্থ এই আভ্যন্তরিক ভাব ব্যতিরেকে অন্য কিছু না হয় তাহা হইলে কুলার্ণব প্রভৃতি তন্ত্রে মদ্য প্রস্তুত ও পাত্র এবং আধারাদি নির্ণয় শিব কি জন্য করিয়াছেন। যথা কুলার্ণবে,— 'কুলদ্রব্যং প্রবক্ষ্যামি শৃণু দেবি সমাহিতা। অন্তসাং দ্বাদশপ্রস্থং প্রস্থার্দ্ধং তক্রমেব চ।' ইত্যাদি বচন দ্বারা নানারূপ মদ্য প্রস্তুত প্রণালী কথিত হইয়াছে। আধার বিষয়ে, —'আধারং ত্রিপদং প্রাহুঃ ষট্‌পদং বা চতুষ্পদং।' ইত্যাদি পাত্র নির্ণয় যথা, —'স্বর্ণরৌপ্যময়ৈঃ কূর্ম্মকপালালাবুমৃন্ময়ৈঃ। ইত্যাদি অন্যান্য তত্ত্ব বিষয়েও এইরূপ পরিস্ফুট প্রমাণ ভূরি ভূরি দৃষ্ট হয়। এক্ষণে আমরা নিজ মত ব্যক্ত না করিয়া ভৈরবযামল হইতে পঞ্চতত্ত্ব বিনির্ণয় উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, — ভৈরব্যুবাচ। 'ক্রমেণ কথয়িষ্যাম শৃণু ভৈরবসত্তম। দিব্যবীরপশূনাঞ্চ মকারাঃ শুভলক্ষণাঃ। প্রথমং দিব্য ভাবানাং মকারানুচ্যতে ময়া। যান্ বিদিত্বা দিব্যভাবী কৌলঃ কৈবল্যতাং ব্রজেৎ। ব্রহ্মস্থানসরোজপাত্রলসিতা ব্রহ্মাণ্ডতৃপ্তিপ্রদা যা শুভ্রাংশুকলাসুধাবিগলিতা সা পানযোগ্যা সুরা। সা হালা পিবতামনর্থফলদা শ্রীদিব্যভাবাশ্রিতৈর্যাং পীত্বা মুনয়ঃ পরার্থকুশলা নির্ব্বাণমুক্তিং গতাঃ।...............

১।।' অর্থাৎ,—ভৈরবী বলিলেন, ভৈরবসত্তম! এক্ষণে আমি দিব্যভাব, বীরভাব ও পশুভাব-ভেদে ক্রমশ পঞ্চপ্রকারের লক্ষণ বলিতেছি, শ্রবন কর। প্রথমে দিব্যভাবাপন্ন কৌল নির্ব্বাণপদবীলাভে সমর্থ হন।

ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রদলকমল-পাত্রক্ষরিত যে ব্রহ্মাণ্ডতৃপ্তিদায়িনী সুধা, যে সুধা সহস্রারস্থিত শুভ্র চন্দ্রকলা হইতে বিগলিত হয়, তাহাই পান যোগ্য সুরা। সেই সুরাই সেই সুরাপায়ীদিগের কৈবল্যফলপ্রদা হন। পরমার্থকুশল দিব্যভাবাশ্রিত মুনিগণ সেই সুরা পান করিয়াই নির্ব্বাণমুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন।১।

'কামক্রোধ সুলোভ-মোহপবশিছত্ত্বাশুজ্ঞানাসিনা, মাংসং নির্ব্বিষয়ং পরাত্মসুখদং ভুঞ্জন্তি তেষাং বুধাঃ। যে বিজ্ঞানপরা ধরাতলসুরাস্তে পুণ্যবন্তো নরাঃ, নাশ্নীয়াৎ পশুমাংসমাত্মবিভূতের্হিংসাপরং সজ্জনৈঃ।।২।' তত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিতগণ জ্ঞানখড়্গের দ্বারা কাম, ক্রোধ, লোভ ও মোহরূপ পশু চতুষ্টয়কে ছেদন করিয়া ব্রহ্মানন্দ প্রদ নির্ব্বিষরূপ মাংস উপভোগ করেন। যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞান পরায়ণ পুণ্যবান ব্যক্তি, তাঁহারাই ধরাতলে দেবতার স্বরূপ। সেই সকল সাধুব্যক্তি আত্মপূর্ত্তির নিমিত্ত হিংসাপর পশুমাংস ভক্ষণ করিবেন না।২।

'অহঙ্কারো দম্ভো মদপিশুনতা-মৎসরদ্বিষাঃ ষড়েতে মীনা বৈ বিষয়-হরজালেন বিধৃতাঃ। পচন সদ্বিদ্যাগ্নৌ নিয়মিতকৌলশ্চ ষিভির্বিভূজ্যন্তে সর্ব্বান ন চ জলচরাঃ মীনপিশিতাঃ।৩' সংযতেন্দ্রিয় কৌলগণ অহঙ্কার, দম্ভ, মদ, পৈশুন্য, মাৎসর্য্য ও হিংসারূপ ছয়টি মৎস্যকে বৈরাগ্যজালে ধরিয়া সত্ত্বগুণবিশিষ্ট জ্ঞানাগ্নিতে পাক করিয়া (বশীভূত করিয়া) তাহাই উপভোগ করেন। জলচর মৎস্যের খণ্ড ভক্ষণ করেন না।৩।

'আশা তৃষ্ণা জুগুপ্সা ভয়বিশদঘৃণামানলজ্জাভিষঙ্গাঃ ব্রহ্মাগ্নাবষ্ট-মুদ্রাঃপরসুকৃতিজনঃ পাচ্যমানাঃ সমন্তাৎ। নিত্যং সংখাদয়েত্তানবহিতমনসা দিব্যভাবানুরাগী যোহসৌ ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডে পশুগলবিমুখো রুদ্রতুল্যো মহাত্মা।।৪।।' যে দিব্যভাবানুরাগী সুকৃতি ব্যক্তি নিত্য সাধনাচিত্তে আশা, তৃষ্ণা, জুগুপ্সা, ভয়, ঘৃণা, মান, লজ্জা ও আক্রোশ...............

বা ক্রোধরূপ অষ্টমুদ্রাকে ব্রহ্মজ্ঞানরূপ অগ্নিতে পাক করিয়া ভক্ষণ অর্থাৎ এই সকল বৃত্তিকে দমন করেন, সেই পশুপাশবিচ্ছিন্ন মহাত্মাই ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে রুদ্রসদৃশ।৪।

'যা নাড়ী সূক্ষ্মরূপা পরমপদগতা সেবনীয়া সুষুম্না সা কান্তালিঙ্গনার্হা ন মনুজরমণী সুন্দরী বারযোষা। কুর্য্যাচ্চন্দ্রার্কযোগে যুগপবনগতে মৈথুনং নৈব যোনৌ শেতে যোগেন্দ্রবন্দ্যাঃ সুখময়ভবনে তাং সমাদায় নিত্যং।। ৫।।' ইতি তে দিব্যভাবানাং মকারাঃ পঞ্চকাঃ শুভাঃ। সমাসেন ময়া প্রোক্তাঃ কিমন্যৎ শ্রোতুমিচ্ছসি।। যে সূক্ষ্মা সুষুম্না নাড়ী মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্রে পরব্রহ্মস্থান পর্য্যন্ত প্রবাহিতা হইয়াছে তাহাই সেব্যা। অর্থাৎ সেই সুষুম্না-প্রবাহকেই রোধ করিতে হইবে। সেই সুষুম্না-প্রবাহরূপ কান্তাই আলিঙ্গনযোগ্যা, অর্থাৎ একান্তে মুদ্রাবন্ধনাদি দ্বারা সেই সুষুম্না-প্রবাহিত প্রাণবায়ু রোধ করাই আলিঙ্গন। সুন্দরী বারযোষা প্রভৃতি মনুষ্যরূপী আলিঙ্গন দিব্যভাবাবলম্বীর পক্ষে অযোগ্য। চন্দ্র এবং সূর্য্য অর্থাৎ ইড়া ও পিঙ্গলা এই উভয় নাড়ীতে বাহিত বায়ুর সুষুম্নাতে সংযোগরূপ মৈথুনাসক্ত হইয়া যোগীশ্রেষ্ঠগণ পরমানন্দনিলয় সমাধি অবস্থা প্রাপ্ত হন।। ৫।এই দিব্যভাবাপন্নের পঞ্চমকার বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করিলাম এক্ষণে অন্য কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা কর।

ইহার পর ভৈরবের প্রশ্ন অনুসারে ভৈরবী বীরের পঞ্চমকার বর্ণন আরম্ভ করিলেন।

'মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যং মুদ্রা মৈথুনমেব চ। মকারাঃ পঞ্চসম্প্রোক্তা ভৈরবীচক্রপূজনে।। মদ্যমেকাদশবিধং তত্র শ্রেষ্ঠাস্ত্রিধা সুরাঃ। গৌড়ী মাধ্বী চ পৈষ্টী চ বীরাণামর্চ্চনে শুভা। গৌড়ী জ্ঞানপ্রদাত্রী চ মাধ্বী মোহবিনাশিনী। পৈষ্টিকী পূণ্যজননী বীরাণাং মোক্ষদায়িনী।। ১।' ভৈরবীচক্রপূজায় মদ্য, মাংস, মুদ্রা ও মৈথুন এই পঞ্চমকার উক্ত হইয়াছে। মদ্য একাদশ প্রকার তন্মধ্যে গৌড়ী, মাধ্বী ও পৈষ্টী এই তিন প্রকার সুরা বীরভাবাবলম্বীদিগের পক্ষে অর্চ্চনাকালে শ্রেষ্ঠ। বীরভাবীর মোক্ষদায়িনী সুরার...............

মধ্যে গৌড়ী জ্ঞানদায়িনী, মাধ্বী মোহবিধ্বংসিনী ও পৈষ্টী পূণ্যজননী।১।

'মাংসং পঞ্চবিধং প্রোক্তং পশূনাং পুণ্যকর্ম্মিণাং। সিদ্ধিদং বীরভাবানাং ইহামূত্র ফলপ্রদং।। ছাগং মেষঞ্চ মহিষং হরিণং বন্যশূকরং। অর্চ্চনে কুলদেবীনাং বলিং পঞ্চবিধং মতং। ছাগেন স্বর্গলাভঃ স্যান্মেষো রাজ্যপ্রদায়কঃ। সালোক্য মুক্তিং মহিষো দদাতি কুলভৈরব। হরিণেন মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেচ্চক্রার্চ্চনে ক্ষিতৌ। বলিনা শূকরেণাথ ষট্কর্ম্মাণি প্রসিদ্ধতি।।২।' পূণ্যকর্ম্মী পাঁচ প্রকার পশুর মাংস কথিত হইয়াছে। এই মাংস বীরভাবাপন্নদিগকে সিদ্ধি দান করে এবং ঐহিক ও পারত্রিক উভয়বিধ শুভফল প্রদান করে। কুলদেবীদিগের অর্চ্চনায় ছাগ, মেষ, মহিষ, হরিণ ও বন্যশূকর এই পাঁচ প্রকার বলি বিহিত হইয়াছে। ছাগ বলিদানে স্বর্গলাভ হয়, মেষে রাজ্যলাভ, মহিষবলি সালোক্য মুক্তিপ্রদ, হরিণের দ্বারা চক্রার্চ্চনে মন্ত্রসিদ্ধি হয় এবং শূকর বলিতে ষটকর্ম্ম সিদ্ধি হয়।

'মীনং পঞ্চবিধং প্রোক্তং চক্রার্চ্চনবিধৌ শুভং। পাঠীনং রোহিতং শালং রাজীবং শ্বেতশঙ্কলী।। পাঠীনং পুষ্টিদং মৎস্যং রোহিতং রোগ নাশকং। শালং বুদ্ধিপ্রদং জ্ঞেয়ং রাজীবং চিত্তশোধকং। শ্বেতশঙ্কস্তু বীরাণাং শুভদং চক্রপূজনে।।৩।।' চক্রার্চ্চনে পাঁচ প্রকার মৎস্য প্রশস্ত যথা, — বোয়াল রোহিত, শাল, রাজীব ও শ্বেতশঙ্কলী (শুভ্র আমিষবিশিষ্ট মৎস্য)। বোয়াল মৎস্য পুষ্টিদায়ক, রোহিত রোগনাশক, শাল মৎস্য বুদ্ধিপ্রদ, রাজীব চিত্তশোধক, এবং শ্বেত শঙ্ক বীরের চক্রপূজায় শুভ ফল প্রদান করে।। ৩।

'শৃণুভৈরব বক্ষ্যামি মুদ্রাং দেবীপ্রসন্নদাং। শস্কুলী গর্ত্তিণী পূপং পিষ্টিকা পূর্ণপোলিকা। চক্রিণী ফেণিকা মালপূড়া শ্রীরামপূরিকা।। সৌবীরবটকং মাষবটকং রামচক্রিকা। মোদকং মিষ্টভোগঞ্চ নবনীতং সশর্করং।। বটকান্তা রসালা চ পায়সং সাজ্যচন্দ্রকং। কৃশরা পুষ্পকং সূপং দধিদুগ্ধং সমিষ্টকং।। পায়সং সৈলচন্দ্রাঢ্যং দুগ্ধসারং ঘনাবৃতং। সৌগন্ধিমণ্ডকং শুদ্ধ দধিদুগ্ধং সিতাযুতং।।...............

মাংসোদনং মীনরসং বিবিধং শাকব্যঞ্জনং। আম্রনিম্বুকসন্ধানং কন্দ্বং সলবণার্দ্রকং।। ভ্রষ্টং সতিল চনকং ভদ্রমাষং মকুষ্টকং। ভ্রষ্টবীজং ফলানাঞ্চ চর্ব্বণং ভ্রষ্টতণ্ডুলং।। ভর্জ্জাগলন্তিকা ভ্রষ্টপর্পটিং মাষমুদ্গয়োঃ, নানা ঋতুফলং পক্বং মিষ্টকন্দং সুখপ্রদং।। দশাঙ্গুলং কলিন্দশ্চনারসং লবলীফলং। ফানসং পনসং রম্ভাফলং কোলঞ্চ কর্কটীং। বীজসারফলং চাম্রফলমাম্রেতরং ফলং। শ্রীফলঞ্চ জাম্বফলং শৃঙ্গারক কশেরুকৌ। খর্জ্জুরং পিণ্ডখর্জ্জুরং তালং মধুফলং শুভং। দ্রাক্ষাফলং দাড়িমঞ্চ নাসকেতুঞ্চ সেবকং। অন্যান্যপি ফলান্যত্র যানি নোক্তানি ভৈরব। দাতব্যানীষ্টদেবার্থে তানি সর্ব্বাণি কৌলিকৈঃ। চতুঃষষ্ঠিমিতা মুদ্রা দেব্যর্চ্চনবিধৌ বরা। ভৈরবীপ্রীতিজনিকা চৈহিকামুক্তিকপ্রদা।। ৪।। ইহা দ্বারা প্রায় যাবতীয় ভক্ষদ্রব্যই মুদ্রা বলিয়া অভিহিত হইল। ৪।

বীরাণাং পঞ্চমী শক্তি যা প্রোক্তা কুলপূজনে। তাসাং ভিন্নানি মহাবিদ্যোদ্ভবানি চ। কালিকামন্ত্রসিক্তাণাং বীরাণাং চক্রপূজনে। পুরা রুদ্রমুখোদগীতা বরাঃ ষোড়শক্তয়ঃ। তারিণী-মন্ত্রশ্রোতৃণাং বীরাণাং চক্রসন্নিধৌ। শক্তয়ঃ পঞ্চদশকা যজনার্থং শিবোদিতাঃ। শ্রীবিদ্যা-মন্ত্রযাজীনাং বীরাণামর্চ্চনে শুভে। চক্রার্থে শক্তয়ঃ প্রোক্তাশ্চতুর্দ্দশ-কলাত্মিকাঃ।। ভুবনেশ্বরিকা মন্ত্রগৃহীতানাং বরার্চ্চনে। ত্রয়োদশবিধা প্রোক্তাঃ শক্তয়ো রুদ্রভাষিতাঃ। ভৈরবীমন্ত্রনিষ্ঠানাং বীরাণাং চক্রসাধনে। শক্তয়ো দ্বাদশকলা জ্ঞেয়া মন্ত্রার্থসিদ্ধয়ে।। ছিন্নমস্তাশ্রিতা বীরা যে সন্তি পৃথিবীতলে। তেষামর্থে শিবেনোক্তা শক্তয়ো রুদ্রসম্মিতাঃ।। ধূমাবতীষ্টভূতানাং বীরাণাং চক্রপূজনে। শক্তেয়ো দিঙ্মিতাঃ প্রোক্তাস্তেষাং কল্যাণহেতবে।। বগলামন্ত্রযুষ্ঠানাং বীরাণাং চক্রকর্ম্মণি। নবশক্তিসমাখ্যাতা মন্ত্রাণাং ফলসিদ্ধয়ে। মাতঙ্গী-মন্ত্রসিদ্ধানাং বীরাণাং চক্রসন্নিধৌ। শক্তয়োহষ্টৌ পুরা রুদ্রকল্পিতা নিয়মেন হি। কমলামন্ত্রপূতানাং বীরাণাং চক্রসিদ্ধয়ে। চতুর্ব্বর্গপ্রসিদ্ধ্যর্থং শক্তয়ঃ সপ্তকার্ত্তিতাঃ। পঞ্চদশোত্তরশতং শক্তিবর্গং কুলেশ্বর। অর্চ্চনে পঞ্চচক্রাণাং ময়া তুভ্যং প্রকাশিতং। যন্নোক্তং তন্ত্রবর্গেষু মোহনার্থং দুরাত্মনাং। সংশয়ো-...............

চ্ছেদনার্থায় মম বক্ত্রাদ্বিনির্গতং।। অর্থাৎ কুলপূজায় যেরূপ পঞ্চমার্হা শক্তিবিহিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, মহাবিদ্যার অংশে উৎপন্না সেইরূপ পুষ্পিতা শক্তিই বীরদিগের উপযোগী। পঞ্চবিধ চক্রে অর্চ্চনার জন্য লক্ষণভেদে একশত পঞ্চশত প্রকার শক্তির উল্লেখ হইয়াছে। তন্মধ্যে কালিকার উপাসকদিগের পক্ষে ষোড়শপ্রকার, তারার পঞ্চদশ প্রকার, ত্রিপুরার চতুর্দ্দশ, ভুবনেশ্বরীর ত্রয়োদশ, ভৈরবীর দ্বাদশ, ছিন্নার একাদশ, ধুমাবতীর দশ, বগলার নয়, মাতঙ্গীর আট এবং কমলার মন্ত্রোপাসকদিগের চতুর্ব্বর্গ সিদ্ধির নিমিত্ত সপ্ত-প্রকার শক্তি বিহিত বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। পাষণ্ড দিগের মোহনের নিমিত্ত তন্ত্র মধ্যে ভাবভেদে যে পঞ্চতত্ত্বের বিষয় স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করা হয় নাই, সংশয় অপনোদনের নিমিত্ত তাহাই এক্ষণে আমার মুখ হইতে বিনির্গত হইল।

অনন্তর ভৈরবের প্রশ্নানুসারে ভৈরবী পশুভাবের পঞ্চতত্ত্বানুকল্প বর্ণন করিয়াছেন। তাহাতে সম্বিদা, গুড়ার্দ্রক, তাম্রে মধু, কাংস্যপাত্রে নারিকেলোদক প্রভৃতিকে মদ্যের অনুকল্প বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। লবণার্দ্রক প্রভৃতিকে মাংস প্রতিনিধি এবং লবণতৈলাক্ত দগ্ধকুষ্মাণ্ড, তিল প্রভৃতিকে মৎস্যস্থানীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঘৃতভর্জ্জিত মুগ, মাষকলাই, মটর, চিড়া ভাজা ও অন্যান্য প্রকার ভর্জ্জিত বীজই মুদ্রা। বীরভাবের মুদ্রায় বিশেষ এই যে, তাহাতে অধিকন্তু অন্ন, ব্যঞ্জন, পরমান্ন, পিঠা, নানারূপ মিঠাই ও নানারূপ ফলমূলের উল্লেখ আছে, এস্থলে সে সকলের কিছুই নাই এবং জলে সিদ্ধ কোনরূপ দ্রব্যেরও উল্লেখ নাই। রক্তচন্দন ও কুঙ্কুম দ্বারা অপরাজিতা বা দ্রোণ পুষ্পে ত্রিকোণ যন্ত্র এবং করবীরে বা ওড্রপুষ্পে শিবাঙ্কিত করিয়া এতদুভয়ের সংযোগই পশুভাবের মৈথুন।...............

---

* মদ্যানুকল্প—

নারিকেলোদকং কাংস্যে তাম্র পাত্রে মধূনি চ।
গাঙ্গংবারি সুধাভাণ্ডে ত্রিতয়ং মদিরাসমং।।

এক্ষণে ত্রিবিধ ভাবভেদে এই ত্রিবিধ পঞ্চতত্ত্বের বিধান দর্শন করিয়া স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, তন্ত্রে যে স্থলে আভ্যন্তরীণ পঞ্চতত্ত্বের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে তাহা দিব্যভাবালম্বী জ্ঞানীর ধ্যানলভ্য, মুখ্য পঞ্চতত্ত্ব বীরভাবাবলম্বীর সেব্য এবং পঞ্চতত্ত্বানুকল্প পশুভাবাবলম্বীর পক্ষে প্রশস্ত। প্রমাণ যথা নির্ব্বাণ তন্ত্রে,—'দিব্যভাবযুতানাঞ্চ তত্ত্বজ্ঞানং সদা ভবেৎ। বীরভাবাযুতানাং বৈ তত্ত্বং সেব্যং সদানঘে।'

আগমকল্পে আছে,—পঞ্চতত্ত্বেন মুখ্যেন চানুকল্পেন বা প্রিয়ে। দিব্যেন জপস্বার্থে নৈবেদ্যং পরিকল্পয়েৎ।। মুখ্যকল্পেন বীরাণাং

শক্রাশনজলং তক্রমারনালোদকানি চ।
পশূনামর্চ্চনার্থায় হ্যনুকল্পং ময়োদিতং।। কৈলাসতন্ত্রম্।।
যত্রাসবমবশ্যন্তু ব্রাহ্মণস্তু বিশেষতঃ।
তত্র গুড়ার্দ্রকং দদ্যাত্তক্রং বা গুড়মিশ্রিতং। মৎস্যসূক্তম্।

মাংসানুকল্প—

লবণার্দ্রকপিণ্যাক-তিল গোধূসমাষকং।
লশুনঞ্চ মহাদেবি মাংসপ্রতিনিধিঃ স্মৃতঃ।। সময়াচার তন্ত্রম্।

মৎস্যানুকল্প—

ক্ষারতৈলাক্ত কুষ্মাণ্ডং সুদগ্ধং সুপরিস্কৃতং
জম্বুফলঞ্চ জম্বীরং রক্তশাকং তিলং তথা।।
জলজং স্থলজং রক্ত-ফলং পুষ্পঞ্চ স্বেদিতং
সর্ব্বং মীনানুকল্পং স্যাৎ পশুভাবার্চ্চনে শুভং। ভৈরবযামলম্।

মৈথুনানুকল্প—

চম্পকং করবীরঞ্চ ধুস্তুরমোড্রমাপজং।
লিঙ্গপুষ্পমিতি খ্যাতং পশুনার্চ্চয়ে শুভং
বকপুষ্পং মরুবকং বিষ্ণুক্রান্তা চ দ্রোণকং।
যোনিপুষ্পং সুবিখ্যাতমম্বা পূজন কর্ম্মণি।।
যোনিপুষ্পাণি সর্ব্বাণি লিঙ্গপুষ্পাদি যানি চ।
উভয়োঃ সঙ্গমো যত্র পঞ্চমুদীরিতং।।
শাক্তানাং পশুভাবানাং যজনার্থং শিবাপ্তয়ে।
অনুকল্পমিতি প্রোক্তং ময়া তুভ্যং বরাননে।। কৈলাসতন্ত্রম্।

নৈবেদ্যং পরিকার্ত্তিতম্। পশূনাং চানুকল্পেন দিব্যানাং দিব্যকল্পকৈঃ। অর্থাৎ মুখ্য পঞ্চতত্ত্ব কিম্বা অনুকল্প অথবা দিব্যকল্প দ্বারা জগদম্বার অর্চ্চনা করিবে। বীরদিগের মুখ্যকল্প, পশুদিগের অনুকল্প এবং দিব্যভাবাপন্ন ব্যক্তিদিগের দিব্যকল্পই বিধেয়।

পরন্তু পশুভাবে অনুকল্প দ্বারা অর্চ্চনায় কলিযুগে সিদ্ধিলাভ হয় না কলিযুগে পশুভাব নাই। যাথা কামাখ্যাতন্ত্রে, — জম্বুদ্বীপে কলৌ দেবি ব্রাহ্মণো হি কদাচন। পশুর্নস্যাৎ পশুর্নস্যাৎ পশুর্নস্যাৎ শিবাজ্ঞয়া। সত্যে ক্রমাচ্চতুর্ব্বর্ণৈঃ ক্ষারাজ্যমধুপিষ্টকৈঃ। ত্রেতায়াং পূজিতা দেবী ঘৃতেন সর্ব্বজাতিভিঃ। মধুভিঃ সর্ব্ববর্ণৈশ্চ পূজয়িত্বা পরে যুগে।। পূজনীয়া কলৌ দেব। কেবলৈরাসবৈশ্চ তৈঃ।। নানুকল্পঃ কলৌ দুর্গে নানুকল্পঃ কলৌ যুগে নানুকল্পো ব্রাহ্মণানাং শূদ্রাদীনাং কলৌ যুগে।। ন সন্দেহো ন সন্দেহো ন সন্দেহঃ কলৌ যুগে। সত্যমেতৎ সত্যমেতৎ সত্যমের্তাচ্ছবোদিতম্।। অর্থাৎ কলিযুগে এই জম্বুদ্বীপে ব্রাহ্মণ কখন পশুভাব অবলম্বন করিবেন না। সত্যযুগে চারিবর্ণেতে ক্রমশঃ ক্ষীর, আজ্য, মধু ও পিষ্টক, মদ্যানুকল্পরূপে ব্যবহার করিতেন। ত্রেতায় সকল জাতিই ঘৃত অনুকল্পে দেবীর পূজা করিতেন এবং দ্বাপরযুগে মধু অনুকল্প ব্যবহৃত হইত। কিন্তু কলিযুগে ব্রাহ্মণাদি সকল জাতিই কেবল মদ্য দ্বারা পূজা করিবেন। দুর্গে! কলিযুগে ব্রাহ্মণ শূদ্রাদি কোন জাতিরই অনুকল্প দ্বারা পূজা বিহিত নহে। দেবি এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ইহাই প্রকৃত এবং ইহাই শিব-বাক্য। এই বচন দ্বারা ব্যবস্থাপিত হইল যে, জম্বুদ্বীপে কলিযুগে পশুভাবে সাধন একেবারেই নাই। বীরভাব আশ্রয় করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

এক্ষণে প্রতিপন্ন হইল যে, মুখ্যপঞ্চতত্ত্ব-দ্বারা সাধনা করাই আগম-সম্মত। যে সকল নিষেধক বচন তন্ত্রে দৃষ্ট হয় তাহার মধ্যে কতকগুলি অনভিষিক্ত ব্রাহ্মণাদির পক্ষে উদ্দিষ্ট, কতকগুলি লোভপরবশ ব্যক্তির পক্ষে, কতকগুলি আচার বিহীনের উদ্দেশে, কতকগুলি অসংস্কৃত,

অনিবেদিত ও বৃথাপান উপলক্ষে, কতকগুলি বচন কলাতরপর, কতকগুলি অন্য দ্বীপের বা অন্যবর্ষের উপলক্ষে কথিত হইয়াছে। কতকগুলি কল্পান্তরীয় তন্ত্রের বচনেও কুলাচার নিন্দিত হইয়াছে। বর্ষান্তর, দ্বীপান্তর, যুগান্তর ও কল্পান্তরের বচন মোহনের নিমিত্ত এক্ষণে প্রচারিত রহিয়াছে। যে স্থলে মদ্যপানাদির নিন্দা দৃষ্ট হয় তাহা আচারহীনের পক্ষে। আভ্যন্তরীণ পঞ্চতত্ত্ব দিব্যভাবাপন্নের পক্ষে, বীরভাবাবলম্বীর মুখ্য পঞ্চতত্ত্ব সেব্য এবং যে যে স্থলে অনুকল্পের বিধান দৃষ্ট হয়, তৎসমুদায়ই পশুভাবাশ্রিতের পক্ষে! পরন্তু কলিকালে পশুভাব নাই। গৃহাবধূত ও দিগম্বরাভূত এই দ্বিবিধ অবধূতই মুখ্যপঞ্চতত্ত্বে অধিকারী। কারণ দিব্যভাবে লক্ষ্য করিয়া একমাত্র আশ্রয়স্থল বীরভাবের পঞ্চতত্ত্বই মুখ্য পঞ্চতত্ত্ব, কেবল সম্বিদা নহে।

প্রতিপাদিত হইল যে, এই ভারতবর্ষে তন্ত্রমতে পঞ্চতত্ত্বদ্বারা মুখ্য পঞ্চতত্ত্বই সাধারণতঃ উপলক্ষিত হইতেছে, এবং তদ্দ্বারা দেবতার অর্চ্চনাই সদাশিবের অভিপ্রেত। এক্ষণে অনেকে বলিতে পারেন যে, এই তন্ত্রশাস্ত্র প্রামাণিক কিনা? এ বিষয়ের বিচার করিতে হইলে বিবেচনা করিতে হইবে যে, প্রামাণিক গ্রন্থ কি এবং কি জন্যই বা তাহাকে নির্বিরোধে সাধারণে প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করি? হিন্দুমাত্রই বেদকে প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করেন। একমাত্র কারণ এই যে, আমাদের পূর্ব পূর্ব মহাজনগণ ও ঋষিগণ কায়মনোবাক্যে বেদের সম্মান রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন এবং একবাক্যে বেদকে অপৌরুষেয় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এমন কি তাঁহারা বলিয়াছেন যে, যাহা বেদে আছে তাহাই ধর্ম এবং যাহা বেদবিরুদ্ধ তাহা ধর্মবিরুদ্ধ। এই সকল পূর্ব্বতন ঋষিগণের প্রত্যেক বাক্যই আমরা অবিতর্ক প্রমাণস্বরূপে গ্রহণ করিয়া থাকি ও তজ্জন্যই তাঁহাদিগের পথানুসরণ পূর্ব্বক অপৌরুষের ও প্রমাণিক শাস্ত্রজ্ঞানে বেদের নির্দ্দেশ অবনত মস্তকে পালন করি। বেদের প্রামাণিকতা বিষয়ে ইহাই প্রধান কারণ। অবশ্য ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহারা বেদোক্ত কার্য্যের যথোক্ত ফলপ্রাপ্ত হইয়াই বেদের প্রতি অনুরক্ত হইয়া-...............

ছিলেন। ফলতঃ অধুনা ঋষিবাক্যই প্রামাণিক এবং আমাদিগের শিরোধার্য্য।

তন্ত্রশাস্ত্র যদি অপৌরুষের হয়, তন্ত্রশাস্ত্র যদি ঋষি ও মহাজনগণ কর্ত্তৃক সমর্থিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রত্যেক সুধী ব্যক্তিকে তন্ত্রশাস্ত্র প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

এই আগমশাস্ত্র যে অপৌরুষের তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যেমন ব্রহ্মার মুখ হইতে বেদ বিনির্গত হইয়াছে, তদ্রূপ আগমশাস্ত্রও সদাশিবমুখ-বিনির্গত। যথা আগমদ্বৈতনির্ণয়ে, —'আ'গতং শিব-বক্ত্রেভ্যো 'গ'তঞ্চ গিরিজামুখে। 'ম'তং শ্রীবাসুদেবস্য তস্মাদাগম উচ্যতে।।' গিরিজার প্রশ্ন অনুসারে শিবমুখ হইতে বিনির্গত হইয়াছে এবং শ্রীকৃষ্ণের অভিমত বলিয়া এই শাস্ত্র আগমনামে অভিহিত হইয়াছে। কেহ কেহ তন্ত্রের নিজমুখে নিজপক্ষ সমর্থনে ততদূর সন্তোষলাভ নাও করিতে পারেন, তজ্জন্য ভিন্ন শাস্ত্রের উক্তির প্রতি লক্ষ্য করাও আবশ্যক। দেবীভাগবতে —গোলোকে রাসমণ্ডলে সদা শিবের সঙ্গীত শ্রবণে দেবগণ মুগ্ধ হইয়া চেতনাবিহীন হইয়াছিলেন। এবং শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকা দ্রবীভূত হইয়াছিলেন। অনন্তর দেবগণ প্রকৃতিস্থ হইলে শ্রীকৃষ্ণের ও রাধিকার দর্শন জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তখন আকাশবাণী হইল যে, 'আমি সর্ব্বত্মা এবং আমার শক্তিও সবর্ব-ব্যাপিনী, এতএব আমাদিগের মিথ্যা দেহধারণের কি প্রয়োজন?' অনন্তর করুণানিধান ভগবান্ ভক্তের জন্য সাকার মূর্ত্তিদর্শণের উপায় করিলেন যথা; —'মূর্ত্তিং দ্রষ্টুঞ্চ সুব্যক্তাং যদীচ্ছথ সুরেশ্বরাঃ। ....।। স্বয়ং বিধাতস্ত্বং ব্রহ্মন্নাজ্ঞাং কুরু জগদ্গুরুম্। কর্ত্তুং শাস্ত্রবিশেষঞ্চ বেদাঙ্গসুমনোহরম্।। অপূর্বং মন্ত্রনিকরৈঃ সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদৈঃ। স্তোত্রৈশ্চ নিকরৈর্ধ্যানৈর্যুতং পূজাবিধিক্রমৈঃ।।' ইত্যাদি। ইহার তাৎপর্য্য এই যে আমার সুব্যক্ত মূর্ত্তিদর্শনের যদি ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে ব্রহ্মা জদগ্গুরু শিবকে পূজাবিধানাদি সমেত বেদাঙ্গ তন্ত্র প্রকাশ করিতে আদেশ করুন। পরে আছে—'কালেন শম্ভুর্ভগবান্ মুক্তিদীপঞ্চকার সঃ।।' অর্থাৎ পরে ভগবান্ শম্ভু মুক্তিপ্রকাশক সাত্বত তন্ত্র প্রকাশ ....

করিলেন। ইহাদ্বারা স্পষ্ট উপলব্ধি হইতেছে যে, তন্ত্র বেদাঙ্গ ও অপৌরুষের এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিনজনেরই অভিমত। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে আছে, —'আগমস্য ভবান্ কর্তা বেদকর্তা হরিঃ স্বয়ম্। আদাবাগমকর্ত্তৃত্বে ভবান্ বৈ বিনিযোজিতঃ। পশ্চাদ্বৈ বেদকর্ত্তৃত্বে হরিঃ সম্যঙ্‌নিযোজিতঃ। আগমশ্চৈব বেদশ্চ দ্বৌ বাহূ মম পুষ্কলৌ। ধ্বাভ্যামেব ধৃতং সর্বং ত্রৈলোক্যং ভূর্ভুবাদিকম্।।' ইত্যাদি। অর্থাৎ ভগবতী শিবকে কহিলেন, আপনি আগমকর্তা এবং স্বয়ং বিষ্ণু বেদকর্তা। প্রথমে আপনি আগমকর্ত্তৃত্বে বিনিযুক্ত হন ও পরে বেদকর্তৃত্বে হরি নিয়োজিত হইয়াছেন। আগম ও বেদ এই দুটিই আমার প্রধান বাহু। এই দুই বাহুদ্বারা ভূর্ভুবাদি ত্রিলোক ধৃত হইয়াছে। এই বচন দ্বারাও বেদের ন্যায় তন্ত্রেরও অপৌরুষেয়ত্ব প্রমাণিত হইল।

এক্ষণে দ্রষ্টব্য এই যে, তন্ত্রবেদের ন্যায় মহাজন ও ঋষিগণ কর্তৃক সমর্থিত কি না। রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব এতৎপ্রদেশে সাধারণে প্রচলিত ; এবং তদীয় মীমাংসা বেদবাক্যের ন্যায় গৃহীত হইয়া থাকে। এই গ্রন্থে প্রমাণস্থলে পুরাণাদির বচনের সহিত ভূরি ভূরি তন্ত্রের বচন ব্যবহৃত হইয়াছে। এমন কি স্থলবিশেষে তন্ত্রের বচন দ্বারাই শেষ কর্তব্যাবধারিত হইয়াছে। এমন কি স্থলবিশেষে তন্ত্রের বচন দ্বারাই শেষ কর্তব্যবধারিত হইয়াছে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য তাঁহার কৃত আনন্দ-লহরীস্তোত্রে তন্ত্রের প্রতি বহু সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন এবং শাক্তামোদ প্রভৃতি কয়েকখানি সংগ্রহ তন্ত্রও সঙ্কলন করিয়াছেন। পূর্ণ-প্রজ্ঞদর্শনের ভাষ্যকার আনন্দতীর্থও তাঁহার ভাষ্যে ভুরি ভুরি তন্ত্রের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই স্মার্ত ভট্টাচার্য্য, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ও আনন্দতীর্থ প্রভৃতি যে শাস্ত্রকে প্রামাণিকরূপে ব্যবহার করিয়াছেন, জিগীষাপরবশ ও নানাপ্রকার স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া কেহ কি সেই সদাশিবোক্ত তন্ত্রশাস্ত্রকে অপ্রামাণিক বলিয়া উপহাসাস্পদ হইতে সাহসী হইবেন?

এক্ষণে আমরা দেখাইব যে ঋষিগণ কর্তৃকও এই তন্ত্রশাস্ত্র সমর্থিত ও সমাদৃত, অতএব প্রামাণিক বলিয়া স্বীকৃত। বৃহদ্ধর্ম-পুরাণে ব্যাসদেব বলিয়াছেন—'গুরুং তন্ত্রং দেবতাঞ্চ ভেদয়ন্ নরকং............

ব্রজেৎ। গঙ্গাদুর্গাহরীশানাং ভেদকৃন্নারকী যথা।।' অর্থাৎ গঙ্গা ও দুর্গা এবং হরি ঈষানে ভেদজ্ঞানকারী যেমন নিরয়গামী হইয়া থাকে, সেইরূপ গুরু, তন্ত্র ও দেবতাতে ভেদজ্ঞান করিলে নিরয়গামী হইতে হয়। দেবীভাগবতে, -অর্চ্চাং বা ধাতবীং কুর্যাৎ পূজামন্ত্রৈঃ শিবোদিতৈঃ। পূজনং পৃথিবীপাল ভগবত্যাঃ প্রযত্নতঃ।।' অথবা মহারাজ ! ধাতুময়ী প্রতিমাতে শিবোক্ত তন্ত্রমন্ত্র দ্বারা যত্ন সহকারে ভগবতীর পূজা করিবে। বারাহপুরাণে —'এতজ্জ্ঞাত্বা তু বিদ্বদ্ভিঃ পূজনীয়ো জনার্দনঃ। বেদোক্তবিধিনা ভদ্রে আগমোক্তেন বা বুধৈঃ।' অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন পণ্ডিতগণ বেদোক্ত বা তন্ত্রোক্ত বিধি দ্বারা জনার্দনের পূজা করিবেন। পদ্মপুরাণে, — 'শ্রুতিস্মৃতিপুরাণোপপুরাণেদ্বাগমেষু চ। সংহিতাদিষু শাস্ত্রেষু যঃ সারঃ সাত্বিকো মতঃ।।' ইহাতেও সাত্বত ও প্রামাণিক শাস্ত্রমধ্যে আগমের উল্লেখ আছে। স্কন্দপুরাণে হোমের আহুতিদানে তন্ত্রোক্ত মন্ত্র ব্যবহারের বিধি আছে, যথ; —'তেনৈব বহ্নৌ মন্ত্রেণ জুহুয়ান্মন্ত্রভাবিতম্। আগমোক্তেন বিধিনা গুরুবাক্যনিয়ন্ত্রিতম্।।' বৈষ্ণবদিগের প্রধান শাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান স্বয়ং বলিতেছেন, —বৈদিকী 'তান্ত্রিকী মিশ্র ইতি মে ত্রিবিধা মুখাঃ। ত্রয়াণামীপ্সিতেনৈব বিধিনা মাং সমর্চয়েৎ।' অর্থাৎ বৈদিকী, তান্ত্রিকী ও মিশ্র এই ত্রিবিধ বিধিতে আমার অর্চ্চনা হয়। এই ত্রিবিধ বিধানের মধ্যে যে কোন অভিলষিত বিধানে আমার পূজা করিবে। একাদশ স্কন্ধে পঞ্চম অধ্যায়ে, 'কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিরিতোষু কেশবঃ। নানাবর্ণা ভিধাকারো নানৈব বিধিনেজ্যতে।।' অর্থাৎ সত্য ত্রেতা, দ্বাপর, ও কলি এই চারি যুগভেদে কেশব ভিন্ন ভিন্ন প্রকার মূর্তি ধারণ করেন ও ভিন্ন ভিন্ন বিধিতে পূজিত হইয়া থাকেন। ইহার পরে সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরে তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি ও বিভিন্ন প্রকার অর্চ্চনা বর্ণন করিয়া কলিযুগস্থলে বলিতেছেন, —'নানাতন্ত্র-বিধানেন কলাবপি যথা শৃণু।' অর্থাৎ নানা তন্ত্রবিধি দ্বারা ....

কলিতে যেরূপে অর্চ্চিত হইবেন তাহা শ্রবণ কর। উক্ত ভাগবতে ১১।৩।৪৭ এ আছে, —'য আশু হৃদয়গ্রন্থিং জিঘাংসুঃ পরমাত্মনঃ। বিধি-নোপচরেদেবং তন্ত্রোক্তেন চ কেশবম্। লব্ধা অনুগ্রহ আচার্য্যাৎ তেন সন্দর্শিতাগমম্। মহাপুরুষমর্চয়েৎ মূর্ত্ত্যাভিরভিমতয়ে। অর্থাৎ যিনি ভক্তাধীন পরম পুরুষের হৃদয় শীঘ্র অধিকার করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি কেবল তন্ত্রোক্তবিধিতেই তাঁহার অর্চ্চনা করিবেন। গুরুদেবের অনুগ্রহ লাভ করিয়া আগমানুসারে তাঁহার প্রদর্শিত পথে নিজের মনে মত মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া সেই মহাপুরুষের পূজা করিবেন। এই সকল বচন দ্বারা কলিযুগে তন্ত্রই যে একমাত্র অবলম্বনস্থল তাহাই প্রতিপালিত হইতেছে।

এই সকল মহাপুরাণের ও উপপুরাণের ঋষিবাক্য অগ্রাহ্য করিয়া যাঁহারা বিরুদ্ধ মত স্থাপনের চেষ্টা করেন তাঁহাদিগকে আমরা অসম্বদ্ধ প্রলাপী ও নাস্তিক বিবেচনা করিয়া সুস্থ থাকিব। বস্তুতঃ পুরাণকে অবহেলা করিলে অধিকাংশ হিন্দুকেই, বিশেষতঃ বঙ্গদেশীয় প্রায় সমস্ত হিন্দুকেই ধর্মবিষয়ে অবলম্বন শূণ্য হইতে হইবে। অতএব তন্ত্রশাস্ত্রকে অপ্রামাণিক বলিলে, সুবর্ণকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া বস্ত্রপ্রান্তে শূণ্যগ্রন্থি দেওয়া হয়।

কোন কোন পুরাণে কোন কোন স্থলে তন্ত্রের নিন্দাও দৃষ্ট হয়। তাহার মধ্যে কতকগুলি বচন কল্পান্তরের মোহনার্থ তন্ত্র-সকলকে উদ্দেশ করিয়া কথিত হইয়াছে, কতকগুলি বা তত্তদবলম্বিত আচারের প্রবর্ত্তকমাত্র, অথবা তত্তৎশাস্ত্রের সম্মান সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত। * যথা অধ্যাত্মরামায়ণে, - শ্রুতি গমশতানি চ। অর্হন্তি নাল্পমধ্যাত্মরামায়ণকলামপি।।' অর্থাৎ শত শত বেদ, ...

---

* ন হি নিন্দান্যায়—"ন হি নিন্দাং নিন্দিতুং প্রবর্ত্ততে অপিতু ইতরৎ স্তৌতি।" নিন্দা নিন্দ্য পদার্থকে নিন্দা করিবার জন্য প্রবৃত্ত হয় না, বিধেয় পদার্থকে প্রশংসা করিবার জনাই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। নিষিদ্ধ বিষয়ে অপ্রবৃত্তি ও বিধেয় বিষয়ে প্রবৃত্তি জন্মাইবার জনাই শাস্ত্রে নিন্দাবাক্য ও প্রশংসাবাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে।

স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস ও আগম এই অধ্যাত্মরামায়ণের ষোড়শাংশ ফল প্রদানেও সমর্থ নহে। বলা বাহুল্য এইরূপ বা প্রকারান্তরে এতদর্থক নিন্দা বচনের প্রতি অধুনা প্রবল কলিযুগে আমরা দৃষ্টিপাতই করিব না। চতুঃষষ্টি তন্ত্রের মধ্যে অবলম্বিত নায়িকাসাধন প্রভৃতিও যথোক্ত এবং প্রকৃত ফলদায়ক হইলেও তাহাও মোহনের নিমিত্ত কথিত হইয়াছে। যথা বিশ্বসার—'বিদ্যাষু সর্ব্বদা সেব্যা নাপবিদ্যা কথঞ্চন। অবিদ্যা কর্ম্মবন্ধঃ স্যাদ্বদ্ধা জ্ঞানং প্রণশ্যতি।।' অর্থাৎ সর্ব্বদা বিদ্যার আরাধনা করিবে, কিন্তু কখন অবিদ্যার সেবা করিবে না। অবিদ্যা সাধককে কর্মপাশে বদ্ধ করে এবং তদ্বারা তত্ত্বজ্ঞানের বিলোপ সাধন হয়। এরূপ স্থলের উদ্দেশেও কতকগুলি বিরুদ্ধ বচন প্রযুক্ত হইয়াছে। যদি কেহ কূটবুদ্ধিবশতঃ এই সকল প্রমাণ তন্ত্রাশাস্ত্রের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তন্ত্রশাস্ত্রকে স্পর্শ না করিয়া তাহার সমর্থনকারী অধিকাংশ মহাপুরাণ ও উপপুরাণের বিরুদ্ধেই প্রযুক্ত হইবে। অর্থাৎ বুদ্ধির দোষে স্বীয় কপোলেই করাঘাত করা হইবে।

অনেকেরই ধারণা তন্ত্র বেদবিরুদ্ধ। তন্ত্রে মদ্য মাংস প্রভৃতির ব্যবহার আছে, বেদে তাহা নাই। এই ধারণা নিতান্ত ভ্রমাত্মক। যজুর্ব্বেদের একোনবিংশতি অধ্যায়ে সুরার ব্যবহার দৃষ্ট হয় যথা,— 'ব্রহ্মক্ষত্রং পবতে তেজ ইন্দ্রিয়ং সুরয়া সোমঃ সুতে আসুতো মদায় শুক্রেণ দেবদেবতাঃ পিপৃগ্ধি রসেনান্নং যজমানায় ধেহি।।' হে দেব সোম! তুমি সুরাদ্বারা তীব্রীকৃত ও সামর্থযুক্ত হইয়া নিজ শুদ্ধ বীর্য্য দ্বারা দেবতা পরিতুষ্ট কর এবং রস সহিত অন্ন যজমানকে প্রদান কর ও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়কে তেজঃ সম্পন্ন কর। এইরূপ সুরা প্রতিপাদক মন্ত্র সেই স্থলে অনেক দৃষ্ট হয়, এবং তন্মধ্যে বীরেরও উল্লেখ দৃষ্ট হয় যথা,—'সুরাবন্তং বর্হিষদং সুবীরং যজ্ঞং হিন্বতি মহিষা নমোভিঃ দধানাঃ সোম দিবি দেবতাসু মদেমেন্দ্রং যজমানাঃ স্বর্কা। অর্থাৎ দেবতাধিষ্ঠিত ও ....

(শ্রুত্যুক্ত বা তন্ত্রোক্ত) বীরগণ কর্ত্তৃক পরিশোভিত যে সুরাপ্রধান যজ্ঞ, যাহা ঋত্বিক কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হয়, যে সকল ঋত্বিক্ নমস্কার বা অন্নসহকারে স্বর্গস্থ দেবতাগণের নিকট সোম ধারণ করিয়া থাকেন, সেই সকল মন্ত্রবলসম্পন্ন ঋত্বিক কর্ত্তৃক সেই যজ্ঞে আমরা ইন্দ্রকে পূজিত হইতে দেখিব। ঋগ্বেদে আছে,—'অর্চ্চন্ত্যর্কং মদিরস্য পীতয়ে।' রাজতরঙ্গিণীতে 'মদ্যপ' শব্দে দেবতা বলিয়া লিখিত হইয়াছে। মন্ত্রব্রাহ্মণে আছে, —'যেন স্ত্রিয়মনুকৃতং যেনাপামৃষতং সুরাং।। যেনাক্ষানভ্য সিঞ্চতং যেনেমাং পৃথিবীং মহীং। যদ্বান্তদশ্বিনৌ যশস্তেন মামভি সিঞ্চতম্।।' অর্থাৎ হে অশ্বসদৃশ বেগগমনশীল সূর্য্য ও চন্দ্র! তোমরা যদ্দ্বরা স্ত্রীজাতিকে পুরুষভোগ্যা করিয়াছ, যে গুনে জলকে সুরারূপে পরিণত করিয়া ভোগ্য করিয়াছ, যদ্দ্বারা অক্ষগুলিকেও ভোগ্য করিয়াছ ও যদ্দ্বারা এই পৃথিবীমণ্ডলকে, পরিতৃপ্ত করিতেছ, তাহাই তোমাদের যশ। তদ্রূপ যশদ্বারা আমাকেও বিভূষিত কর। এইরূপ সুরার পক্ষে বেদে অনেক প্রমাণ দৃষ্ট হয়, তাহা অনধিকারী-পক্ষে ও বৈধতরবিষয়ে। এই রূপ অন্যান্য তত্ত্ব বিষয়েও শ্রুতিতে প্রমাণ দৃষ্ট হয়। *

অথর্ব্ববেদান্তর্গত কালিকোপনিষদে তন্ত্রোক্ত পঞ্চমকারে সাধনা দৃষ্ট হয়। আমরা তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। যথা,—'দিবা ব্রহ্মচারী রাত্রৌ নগ্নঃ সদা মৈথুনাসক্ত ইত্যাদি। অথ পঞ্চমকারেণ

---

* মাংস বিষয়ে বিধিবচন যথা ঋগ্বেদ ১৬২ সূ—১ মণ্ডল—

যত্তে গাত্রাদগ্নিনা পচ্যমানাদিভিঃ শূলং নিহতস্যাবধাবতি।

মাতদ্ভুম্যামা শ্রিষন্মা তৃণেষু দেবভ্যস্তদুশদ্ভ্যোরাতমস্তু।।

অর্থাৎ হে অশ্ব! তোমার মাংস রন্ধন কালীন রস এবং শূলবিদ্ধ অংশ যেন মৃত্তিকা লিপ্ত বা তৃণাদি সহিত একত্রিত না হয়, দেবগণ মাংস লোলুপ হইয়াছেন, অতএব সমস্ত মাংসই তাঁহাদিগের তৃপ্তার্থে প্রদত্ত হউক ইত্যাদি।

মৎস্য বিষয়ে যথা —২১ ম, ২৪ অ যজুর্ব্বেদ —

—সমুদ্রায় শিশুমারাণালভতে পর্জন্যায় মণ্ডুকান্।

— অদ্ভ্যোমৎস্যান্ মিত্রায় কুলীপয়ান্ বরুণায়-নাক্রান্।

ইত্যাদি

সর্ব্বং প্রাপ্নোতি বিদ্যাং ..... নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে মোক্ষায় জ্ঞানায় ধর্ম্মায় তৎসর্ব্বং ভূতং ভব্যং যৎকিঞ্চিৎ দৃশ্যা দৃশ্যমানং স্থাবরজঙ্গমং। তৎসর্ব্বং কালিকাতন্ত্রে তু প্রোক্তামিত্যাদি।' এই শ্রুতিতে বীজমন্ত্র এবং সাধনার ও পূজার ক্রম অবিকল তন্ত্রের ন্যায় দৃষ্ট হয়। এই সকল প্রমাণ সত্ত্বেও যাঁহারা তন্ত্রকে বেদবিরুদ্ধ বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা বায়স কর্ত্তৃক শ্রবণাপহরণ বৃত্তান্ত শ্রবণে সেই বায়সকে লক্ষ্য করিয়া অনুসরণ করিতে করিতে পথিমধ্যস্থিত কূপমধ্যে পতিত মূঢ় ব্যক্তির ন্যায় ভ্রমান্ধকূপেই বিরাজিত হইবেন। *

---

* ব্রাহ্মণগণ বৈদিকযজ্ঞে সুরাপান করিতেন। মাধবাচার্য্য কৃত অধিকরণ মালায় (১।৪।৬) "বাজপেয়েন স্বারাজ্যকামো যজেত ইত্যত্র বাজপেয় শব্দো গুণো বিধীয়তে। তত্রান্নবাচী বাজশব্দঃ তচ্চান্নং পেয়ং সুরাদ্রব্যম্। সুরাগ্রহাণামনুষ্ঠেয়ত্বাৎ।" বাজপেয়যজ্ঞে এবং উক্তগ্রন্থে (৩য় অঃ ৫ পাঃ ৩য় অঃ) সৌত্রামণীনামক যাগে শ্রয়তে পয়োগ্রহাঃ সুরাগ্রহাশ্চ গৃহ্যন্তে, সৌত্রামণী যজ্ঞে ব্রাহ্মণের সুরাপান সমর্থিত হইয়াছে। মীমাংসা দর্শনেও বাজপেয় এবং সৌত্রামণী যজ্ঞে সুরাপানের বিধান আছে (১ম অঃ ৪ পাঃ এবং ৩য় অঃ ৫ পাদ)। তন্ত্রবার্ত্তিক নামক মীমাংসা দর্শন টীকায় কুমারিল ভট্ট তাহার সমর্থন করিয়াছেন। ন্যায়সুধা নামক তন্ত্রবার্ত্তিক টীকায়ও তাহা সমর্থিত হইয়াছে। ভবদেব ভট্ট প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণে তন্ত্রবার্তিকের এই কথার উল্লেখ করিয়াছেন। গৌতমীয় ধর্মসূত্রের ৮ম অধ্যায়ে ৪০টি সংস্কার উক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে সৌত্রামণী এবং বাজপেয় যাগ জীবনের মধ্যে অন্ততঃ একবার করিতে হয়। সুতরাং বেদাচার পরায়ণ ব্রাহ্মণের যজ্ঞাঙ্গ সুরাপান অবশ্য কর্ত্তব্য। অন্নোদ্ভব সুরার নাম 'বাজ'। যে যজ্ঞে এই 'বাজ' পেয় রূপে ব্যবহৃত হয় তাহার নাম বাজপেয় যজ্ঞ। 'বাজপেয়েন স্বারাজকামো যজেত, এই শ্রুতি দ্বারা স্বর্গকামী ব্রাহ্মণের পক্ষে বাজপেয় যজ্ঞ কর্ত্তব্যরূপে বিহিত হইয়াছে। সৌত্রামণী যাগে ও 'পয়োগ্রহাঃ সুরাগ্রহাশ্চ গৃহ্যন্তে' এই শ্রুতির দ্বারা ব্রাহ্মণের সুরাপান বিহিত হইয়াছে। এই যজ্ঞাঙ্গ সুরাপান শ্রীমদ্‌ভাগবতে (১১।৫।১১ এবং ১৩) সমর্থিত হইয়াছে।

ঋক্‌বেদের ১।১১৯।১০ মন্ত্রে দেখিতে পাই ঋষিগণ সোমরস নামক সুরাপান করিতেন। এবং তৎকালিক শৌণ্ডিকগণ চর্মাচ্ছাদনের মধ্যে উক্ত...

মনুসংহিতায় আছে, —'ন মাংসভক্ষণে দোষো ন মদ্যে ন চ মৈথুনে প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।' অর্থাৎ মনুষ্যদিগের পক্ষে মাংস ভক্ষণে, মদ্যপানে ও মৈথুনে দোষ নাই কারণ ইহা প্রবৃত্ত কর্ম্ম পরে নিবৃত্তিকালে মহাফল লাভ হইবে। এক্ষণে বিচার্য্য এই যে, প্রবৃত্ত ও নিবৃত্তকর্ম্ম কি? মনুতেই আছে, —'ইহ চামুত্র বা কাম্যং প্রবৃত্তং কর্ম্ম কীর্ত্ত্যতে। নিষ্কামং জ্ঞানপূর্ব্বন্তু নিবৃত্তমুপদিশ্যতে।।" অর্থাৎ................

আসব রক্ষা করিতেন। আসব প্রস্তুত আর্য্যগণের ধর্মকর্মের মধ্যে পরিগণিত হইত।

সমুদ্রমন্থনে সুরার উৎপত্তি হইয়াছে মহাভারতে উল্লিখিত আছে। শ্রীরনন্তরমুৎপন্না ঘৃতাৎ পাণ্ডুর বাসিনী। সুরাদেবী সমুৎপন্না তুরগঃ পাণ্ডুরস্তথা" (১।১৮।৩৫) এবং দেবতাগণ সুরাদেবীকে গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাও উক্তগ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রীঃসুরাচৈব সোমশ্চ তুরগশ্চ মনোজবঃ। যতো দেবাস্ততো জগ্মুরাদিত্য পথমাশ্রিতাঃ। ১।১৮।৩৮

আশ্বালয়ন গৃহ্যসূত্রের ২য় অধ্যায়ে অষ্টকাশ্রাদ্ধ বিহিত হইয়াছে। তাহাতে মাতা, পিতামহী, এবং প্রপিতামহীর পিণ্ডে ভাতের ফেন এবং সুরা প্রদান করিবার বিধান আছে। পিণ্ড-পিতৃযজ্ঞে অর্থাৎ শ্রাদ্ধেসুরাদানের বিধি পূর্বে ও প্রলিত ছিল।

যজ্ঞাদিকার্য্য ব্যতিরেকে ও ব্রাহ্মণেরা সুরাপান করিতেন তাহার দৃষ্টান্ত মহাভারতে শুক্রাচার্য্য এবং কচের উপাখ্যানে বর্ণিত হইয়াছে।

ইহাব্যতীত মহাভারত এবং রামায়ণে ক্ষত্রিয়ের সুরাপান সম্বন্ধে অসংখ্য ঘটনার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। অশ্বমেধ পর্বে যুধিষ্ঠির নানাবিধ সুরাদ্বার পুষ্করিণী পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। বলরাম অতিরিক্ত সুরাপান করিতেন বলিয়া সুরার আর এক নাম 'হলিপ্রিয়া'। শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুন প্রভৃতি এবং রুক্মিণী, সত্যভমা, দ্রৌপদী, সুভদ্রা প্রভৃতি অন্তঃপুর বাসিনীগণের ও সুরাপানের উল্লেখ মহাভারতে দৃষ্ট হয়। বিরাট পর্বে সুদেষ্ণা সুরাপানাভিলাষিণী হইয়া দ্রৌপদীকে কীচকের গৃহে পাঠাইয়াছিলেন।

রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্র সীতার সহিত নানাবিধ সুরা ও বিবিধ বৈধ এবং অধুনা নিষিদ্ধ মাংস গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ একাধিক স্থলে দৃষ্ট হয়।................

(প্রথম সাধনে) ইহকালে বা পরকালে কামনাযুক্ত থাকিয়া যে কর্ম্ম করা যায় তাহাকে প্রবৃত্ত কর্ম্ম বলে এবং নিষ্কামভাবে ব্রহ্মজ্ঞানের অভ্যাসরূপ কর্ম্মকে নিবৃত্ত কর্ম্ম বলে। এতদনুসারে আমরা পূর্ব্বোক্ত বচনের স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করিতে পারি যে, — মানবগণের প্রবৃত্তিমার্গে অর্থাৎ বীরভাবে সাধনকালে মদ্য, মাংস ও মৈথুনে দোষ নাই। পরে নিবৃত্তিমার্গে অর্থাৎ দিব্যভাবে উপনীত হইলে আত্মদর্শন প্রভৃতি মহাফল লাভ হইবে। ইহার অন্যরূপ অর্থ করিলে স্মৃতির নিষেধক বচনের সহিত সামঞ্জস্য থাকে না। কারণ, নিষেধক বচন বৈধেতরবিষয়ে। মৎস্যবিষয়ে বিধিবচন যথা মনু—'পাঠীনরোহিতাবাদ্যৌ নিযুক্তৌ হব্যকব্যয়োঃ। ইত্যাদি। অর্থাৎ দৈব ও পৈত্রাদি কর্ম্মে প্রদত্ত রোহিত প্রভৃতি মৎস্য ভক্ষণ করিবে। মাংস বিষয়ে যথা, —'দেবান পিতৃংশ্চার্চ্চয়িত্বা খাদন্মাংসং ন দুষ্যতি।' অর্থাৎ দেবতা ও পিতৃগণের অর্চ্চনা করিয়া মাংস ভক্ষণে দোষ নাই। এই সকল বচন দৃষ্টে সকলেরই বোধগম্য হইবে তন্ত্রশাস্ত্র স্মৃতি বিরুদ্ধ নহে। *

মদ্যমাংসাদি সেবন পৌরাণিক মতেরও বিরুদ্ধ নয়। যথা কালিকা-

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৫।১৩) উক্ত হইয়াছে অবৈধ সুরাপানের নাম 'সুরাপান'। যজ্ঞাদি ব্যাপারে বৈধ সুরাপানকে 'অবঘ্রাণ' বলে। শাস্ত্রে 'সুরাপান' কলিযুগে নিষিদ্ধ, কিন্তু 'অবঘ্রাণ' নিষিদ্ধ হয় নাই।

গীতাতে শ্রীভগবান বলিয়াছেন "ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা যজ্ঞৈরিষ্টা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে (৯।২০)। ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞশেষে সোমপানপূর্ব্বক নিষ্পাপ চিত্তে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া আমার নিকট স্বর্গ কামনা করেন। উক্তগীতাতেই শ্রীভগবান বলিয়াছেন যজ্ঞাবশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্।" যজ্ঞাবশিষ্ট অমৃতগ্রহণের ফলে ব্রহ্মবিদ্‌গণ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। (৪।৩০)

মনু ৫ অঃ।—

যা বেদবিহিতা হিংসা নিয়তাস্মিংশ্চরাচরে
অহিংসামেব তাং বিদ্যাদ্বেদাদ্ধর্ম্মো হি নির্ব্বভৌ।।

অর্থাৎ এই পৃথিবীতে বেদবিহিত যা হিংসা তাহা হিংসাই নয় কারণ সমস্ত ধর্ম্মের প্রকাশ বেদ হইতে।

পুরাণে,—'মহাবীরো মুনির্ব্বাপি ব্রাহ্মণশ্চেতরোহপি বা। মদ্যং ভক্ষ্যং সমর্থস্তু প্রকৃষ্টং স্যাদ্যথা তথা। প্রদদ্যাদিষ্টদেবেভ্যো গৃহ্নাতি চ তথা স্বয়ং।।' অর্থাৎ বীরভাবাপন্ন মুনি অথবা ব্রাহ্মণ বা এতদতিরিক্ত অন্য যে কোন জাতিই হউন, মদ্য ও সামর্থ্যমত উৎকৃষ্ট যাবতীয় ভক্ষ্যই ইষ্টদেবতাকে নিবেদন পূর্ব্বক স্বয়ং প্রসাদ গ্রহণ করিবেন। মাংসবিষয়ে যথা মার্কণ্ডেয়পুরাণে, 'পিতৃদেবাদিশেষশ্চ শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণকাম্যয়া। প্রোক্ষিতশ্চৌষধার্থঞ্চ খাদন্মাসং ন দুষ্যতি।।' অর্থাৎ শ্রাদ্ধে পিতৃদেবতার অবশিষ্ট অথবা দেবকার্য্যে উৎকৃষ্ট বা ঔষধার্থ কিম্বা ব্রাহ্মণের অনুরোধে মাংসভক্ষণে দোষ নাই। মৎস্যবিষয়ে যথা কূর্ম্মপুরাণে, —'সফরং সিংহতুণ্ডঞ্চ তথা পাঠীনরোহিতৌ। মৎস্যাস্ত্বেতে সমুদ্দিষ্টা ভক্ষণায় তপোধনৈঃ।। অর্থাৎ পুঁটি মাছ, কাৎলা, বোয়াল ও রোহিত প্রভৃতি মৎস্য মুণিগণ কর্ত্তৃক ভক্ষ্যরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। মৈথুনবিষয়ে যথা ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে, —' ইঙ্গিতৈনৈব নারীণাং সদ্যো মত্তো ভবেৎ পুমান্। করোত্যাকৃস্য সম্ভোগং যঃ স এবোত্তমো বিভো।। জ্ঞাত্বা স্ফুটমভিপ্রায়ং নার্য্যা সংপ্রেরিতো হি যঃ। পশ্চাৎ করোতি শৃঙ্গারং পুরুষঃ স চ মধ্যম।। পুনঃ পুনঃ প্রেরিতশ্চ স্ত্রিয়া কামার্ত্তয়া চ যঃ। তথা ন লিপ্তো রহসি স ক্লীবো ন পুমানহো।। গৃহী তপস্বী কামী বা ত্যজেৎ স্ত্রিয়মুপ স্থিতাং। ব্রজেৎ পরত্র নরকমপূজ্যশ্চ ভবেদিহ।। ভ্রষ্টশ্রীর্ভ্রষ্টরূপশ্চ ভ্রষ্টদর্পো ভবেদ্ধ্রুবং। স সদ্যঃ ক্লীবতাং য়াতি ব্রহ্মন্ শাপেন যোষিতঃ।।' অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইঙ্গিতে নারীদিগের অভিপ্রায় অবগত হইয়া আকর্ষণ পূর্ব্বক সম্ভোগে রত হন তিনিই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। যিনি তাহাদের ব্যক্ত অভিপ্রায় শ্রুত হইয়া রত হন, তিনি মধ্যম এবং কামাতুরা রমণীকর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ যাচিত হইয়াও যিনি এই রহস্যকর্ম্মে লিপ্ত না হন তিনি কখনই পুরুষ পদবাচ্য নহেন, তিনি ক্লীব পদবাচ্য। গৃহীই হউন, তপস্বীই হউন বা কোনরূপ ফলকামনায় ব্রতস্থই হউন, যিনি উপযাচিকাকে পরিত্যাগ করিবেন, তিনি নিশ্চয়ই সেই রমণীর শাপে ইহলোকে ঘৃণিত লক্ষ্মীহীন, রূপভ্রষ্ট ও মথিতদর্প হইয়া সদ্য ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হইবেন এবং পরকালে নিরয়গামী হইবেন।

শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণান্তর্গত এই সকল বচন পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বেদের ন্যায় তন্ত্রও প্রামাণিক শাস্ত্র। বেদ, তন্ত্র, স্মৃতি ও পুরান এই শাস্ত্র সকলের পরস্পর বিরোধ নাই। যে সকল নিষেধক বচন আছে তাহা স্থলবিশেষে সকল শাস্ত্রেই আছে, এবং যে সকল বিধিবচন আছে তাহাও স্থলবিশেষে ও অধিকারীভেদে সকল শাস্ত্রেই দৃষ্ট হয়।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, মদ্যাদি সেবন যদি চিরকালই বিধি সঙ্গত থাকিত তাহা হইলে আমাদিগের পূর্ব্ব মহাত্মাগণ কি জন্য তৎসমুদায় পরিত্যাগপূর্ব্বক কঠোরভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন। এ প্রশ্নের এই মাত্র উত্তর হয় যে এই পথ অতীব গোপনীয়। কোন মহাত্মা কিরূপ ভাবে সিদ্ধ হইয়াছিলেন তাহা আমাদিগের অগোচরেই আছে। তথাপি তাঁহাদের স্থাপিত কীর্ত্তি অবলোকন করিয়া তাঁহাদিগের অবলম্বিত ভাব বিষয়ে কিছু কিছু উপলব্ধি হয়। মুণ্ডাসন দেখিয়া বিলক্ষণ প্রতীতি হয় যে রাজা রামকৃষ্ণ, কমলাকান্ত, রামপ্রসাদ প্রভৃতি সিদ্ধ মহাত্মাগণ বীরভাবেই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। তারাপীঠের আচার ও পূজা দর্শন করিলে বশিদেবকেও তদ্রূপ বিবেচিত হয়। এতদ্ব্যতিরেকে বশিষ্ঠদেব প্রভৃতি অনেকানেক ঋষির বীরভাব অবলম্বনের বিষয় তন্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। সে সকল প্রমাণ দ্বারা এ স্থলে অঙ্গপুষ্টির আবশ্যকতা নাই পরন্তু বৈধভাবে মদ্যাদি সেবন যে পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিতেছে তাহাই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব।

রামচন্দ্র সীতার সহিত মদ্যমাংসাদি সেবন করিয়াছিলেন তাহা বাল্মীকি রামায়ণের উত্তর কাণ্ডে লিখিত আছে যথা,—'সীতামাদায় হস্তেন মধুমৈরেয়কং শুচিং। পায়য়ামাস কাকুৎস্থ্য শচীমিব পুরন্দর।। মাংসানি চ সুমিষ্টানি ফলানি বিবিধানি চ। রামস্যাব্যবহারার্থং কিঙ্করাস্তূর্ণমাহরন্।।' ইত্যাদি। অর্থাৎ রামচন্দ্র সীতাকে শোধিত মাধ্বীক সুরা পান করাইয়াছিলেন। কিঙ্করগণও রামচন্দ্রের জন্য নানাবিধ সুস্বাদু ফল ও মাংস আহরণ করিয়াছিল। তন্ত্রে আছে—পায়য়িত্বা পিবেদ্দ্রব্যং ইতি [illegible]প্রক্ষেপং।।' অর্থাৎ শক্তিকে পান...............

করাইয়া পরে স্বয়ং পান করিবে। ইহাই শাক্তের লক্ষণ। সীতাকে শোধিত সুরা পান করাইতে দেখিলে আমরা রামচন্দ্রকে বীরভাবাশ্রিত বলিয়াই অনুমান করিব।

মার্কণ্ডেয়পুরাণে আছে,—'ইত্যুক্তাস্তে তদা জগ্মুর্দত্তাত্রেয়াশ্রমং সুরাঃ। দদৃশুশ্চ মহাত্মানং তং তে লক্ষ্ম্যা সমন্বিতম্। উদগীয়মানং গন্ধর্ব্বৈঃ সুরাপান রতং মুনিম্।।' ইত্যাদি অর্থাৎ দেবগণ এই প্রকার কথিত হইলে তাঁহারা দত্তাত্রেয়ের আশ্রমে গমন করিলেন। তথায় তাঁহারা সেই মহাত্মা মুনিকে লক্ষ্মীস্বরূপা শক্তিসমেত সুরাপানে রত, এবং গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার উদ্দেশে গান করিতেছেন দেখিলেন। এই দত্তাত্রয়ের পরে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে বলিতেছেন,—'যে চ মাং পূজয়িষ্যন্তি গন্ধমাল্যাদিভির্নরাঃ। মাংসমদ্যোপহারৈশ্চ মিষ্টান্নৈশ্চাজ্যসংযুতৈঃ।। লক্ষ্মীসমেতং গীতৈশ্চব্রাহ্মণানাং তথার্চ্চনৈঃ। বাদ্যৈর্ম্মনোরমৈর্বীণাবেনুশঙ্খাদিভিস্তথা।।' ইত্যাদি। অর্থাৎ যাহারা গন্ধমাল্যাদি দ্বারা এবং সাজ্য মিষ্টান্ন ও সঙ্গীত বাদ্যাদি দ্বারা লক্ষ্মীসমেত আমার ও ব্রাহ্মণগণের অর্চ্চনা করিবেন। ইত্যাদি। মুনিবরের এই উক্তিতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে কতকগুলি ব্রাহ্মণও তাঁহার পথানুবর্ত্তী ও শরন্নাপন্ন ছিলেন। এতদর্শনে কেহ কি বলিতে কুণ্ঠিত হইবেন যে, উক্ত ব্রাহ্মণগণ সমেত দত্তাত্রেয় বীরভাবাশ্রিত ছিলেন।

বৈষ্ণবদিগের আরাধ্য দেবতা শ্রীকৃষ্ণের বিষয় মহাভারতের উদ্যোগপর্ব হইতে উদ্ধৃত করি, 'উভৌ মধ্বাসবক্ষীবাবুভৌ চন্দনরূষিতৌ। স্রগ্বিণৌ বরবস্ত্রৌ তু দিব্যাভরণভূষিতৌ।। নৈকরত্নবিচিত্রন্তু কাঞ্চনং মহদাসনম্। বিবিধাস্তরণাস্তীর্ণং যত্রাসাতামরিন্দমৌ।। অর্জ্জুনোৎসঙ্গগৌ পাদৌ কেশবস্যোপলক্ষয়ে। অর্জ্জুনস্য চ কৃষ্ণায়াং সত্যায়াঞ্চ মহাত্মনঃ।।' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন উভয়ে মাধ্বীসুরাপানে উন্মত্ত ও উত্তম গন্ধমাল্য ও দিব্য বস্ত্রাভরণাদিতে বিভূষিত হইয়া নানাররত্নখচিত কাঞ্চনময় মহদাসনে সমাসীন ছিলেন। দেখিলাম শ্রীকৃষ্ণের পাদদ্বয় অর্জ্জুনের ক্রোড়দেশে এবং অর্জ্জুনের পাদদ্বয় দ্রৌপদীর ও সত্যভামার ক্রোড়দেশে স্থাপিত। হরিবংশেও ....

দেখিতে পাই, শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশীয়গণের সহিত তন্ত্রোক্ত বিধিমত জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠ ক্রমে উপবিষ্ট হইয়া মদ্যপান এবং মহিষবৎসাদির মাংস ও নানারূপ মুদ্রা উপভোগ করিয়াছিলেন। এই স্থলে তাঁহার সঙ্গে বৈষ্ণব চূড়ামণি হরিনাম সংকীর্ত্তন কুশল নারদঋষি আপনাকে চরিতার্থ করিয়াছিলেন। এই সকল দেখিয়া আমরা বিশ্বপূজ্যদিগকে বৃথাপায়ী
করিয়াছিলেন। এই সকল দেখিয়া আমরা বিশ্বপূজ্যদিগকে বৃথাপায়ী
বলিয়া নিন্দা না করিয়া বীরভাবাবলম্বী বলিয়াই পূজা করিব।

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতে আছে, শ্রীচৈতন্যদেব সংকীর্ত্তন করিতে করিতে "মদ্য আন" "মদ্য আন" বলিয়া চীৎকার করতে লাগিলেন। তখন তাঁহার অন্তরঙ্গ নিত্যানন্দ তাঁহাকে জল (?) আনিয়া দিলেন। তাহা পান করিয়াই চৈতন্যদেবের চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া মদ্যপানের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল। তিনি ঘন ঘন হুহুঙ্কার ছাড়িতে লাগিলেন এবং পরিশেষে আনন্দাধিক্য বশতঃ দণ্ড ও কমণ্ডলুকে ভগ্ন ও চূর্ণ করিয়া ফিলিলেন। বলরামের অবতার নিত্যানন্দের ভাগ্যে বলরামের ন্যায় কলঙ্ক আছেই পরন্তু ইহার উপর খড়দহে ত্রিপুরাযন্ত্র স্থাপনা করিয়া যথেষ্ট আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন। জগাই মাধাই প্রভৃতি বা তৎসদৃশ ভক্তগণ যাহা বুঝিতে হয় বুঝুন, কিন্তু আমরা দেখি অন্যরূপ আমরা দেখি 'অন্তঃশাক্তা বহিঃশৈবাঃ সভায়াং বৈষ্ণবা মতাঃ। নানারূপধরাঃ কৌলা বিচরন্তি মহীতলে।।' অর্থাৎ অন্তেরেতে শাক্ত, বহির্ভাগে শৈবের ন্যায় বেশধারী অথচ লোকসমাজে বৈষ্ণবরূপে প্রতীয়মান, এই প্রকার আরও নানারূপ বেশে কৌলগণ এই ভূতলে বিচরণ করেন। এইরূপ কৌলদিগের মধ্যে আমরা এখনও অনেক সাধককে এরূপভাবে ভাব গোপন রাখিতে দেখি যে, তাঁহাদিগের আচার পুত্রেরা পর্য্যন্ত অবগত নহেন। ইহা আমাদিগের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট।

তন্ত্রবিষয়ে আর একটি বৃথা আপত্তির বিষয় এই যে, কেহ কেহ বলেন তন্ত্র আধুনিক। যাঁহারা এই কথা বলেন তাঁহারা নিম্নলিখিত কয়েকটি কারণ দেখান। যথা প্রাচীন গ্রন্থে বা বেদে তন্ত্র-...............

শাস্ত্রের উল্লেখ নাই। তন্ত্রশাস্ত্রে পুরাণের উল্লেখ আছে অতএব তন্ত্র পুরাণ অপেক্ষা অপ্রাচীন। তন্ত্রে 'এই কলিযুগে' প্রভৃতি বাক্য দ্বারা বর্ত্তমানকাল ব্যবহার করা হইয়াছে। বর্ণোদ্ধারতন্ত্র প্রভৃতিতে বর্ণের আকার ব্যাঙ্গালা অক্ষরেই সদৃশ। আমরা এক্ষণে এই সমস্ত বিষয় পৃথক পৃথক আলোচনা করিয়া দেখিব।

সকলেরই ইহা স্মরণ করিয়া রাখা উচিত যে তন্ত্রশাস্ত্রের আধুনিকতা, কেবল তন্ত্রশাস্ত্র কেন, প্রায় সমগ্র হিন্দুশাস্ত্রেরই আধুনিকতা পাশ্চাত্যগণ কর্ত্তৃক সবিশেষ চতুরতার সহিত চিত্রিত হইয়াছে এবং তদ্ভক্ত এদেশীয় নাস্তিকগণ কর্ত্তৃক তাহা বিশেষরূপে রঞ্জিত হইয়াছে। বোধহয় কিছুদিন পরে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মুখে শুনিতে হইবে যে, বাইবেলই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও অপৌরুষেয় এবং বেদাদি শাস্ত্র অতীব আধুনিক ও বাইবেলের নিকট ঋণ করিয়া মনুষ্য কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছে। অতএব বেদ প্রভৃতি বাইবেলেরই সন্তানসন্ততিবর্গ।

তন্ত্রের আধুনিকতার প্রধান কারণ এই দেখানো হয় যে, অমরকোষের স্বর্গবর্গের মধ্যে অমরসিংহ ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রের নাম উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু তন্ত্রের উল্লেখ নাই। অতএব অমরসিংহের সময়ে তন্ত্রশাস্ত্র ছিল না। বস্তুতঃ অমর সে স্থলে অনেক অনেক প্রাচীন শাস্ত্রেরও নামোল্লেখ করেন নাই। এমন কি অথর্ববেদের ও নাম উল্লেখ করেন নাই। কেহ কেহ বোধ হয় অথর্ব্ববেদকেও আধুনিক বলিতে উদ্যত হইবেন। কিন্তু সে আশঙ্কার স্থল নাই। কারণ মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থেও অথর্ববেদের উল্লেখ আছে। যাহা হউক উপরোক্ত স্থলে তন্ত্রের উল্লেখ না থাকিলেও অন্যত্র তাহার উল্লেখ দেখিতে পাই। অমরকোষের নানার্থবর্গের অন্তর্গত থান্তবর্গের মধ্যে আছে, 'নিপানাগময়োস্তীর্থমৃষিজুষ্টজলে গুরৌ।' অর্থাৎ আগমশাস্ত্র, গুরু, ঋষি-সেবিত জল ও নিপানকে তীর্থ বলে। এইস্থলে দেখিতেছি অমরসিংহ আগমশাস্ত্র বা তন্ত্রশাস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। মন্ত্রশাস্ত্র যে তন্ত্রশাস্ত্রের নামান্তর তাহা অনেকেই অবগত আছেন। সর্ব্বদর্শন-...............

সংগ্রহকার মাধবাচার্য্য পাতঞ্জলদর্শন মধ্যে তন্ত্রোক্ত মন্ত্রের দশসংস্কার বর্ণন করিয়াই বলিয়াছেন, —'তদলমকাণ্ডতাণ্ডব কল্পেন মন্ত্রশাস্ত্ররহস্যোদ্ ঘোষণেন্। অর্থাৎ অকাণ্ডে তাণ্ডবের ন্যায় মন্ত্রশাস্ত্রের রহস্য প্রকাশের আর আবশ্যকতা নাই। প্রকৃতপক্ষে তন্ত্রশাস্ত্রই মন্ত্রশাস্ত্র। অমরকোষে আছে,—'বেদভেদে গুপ্তিবাদে মন্ত্রো মিত্রো রবাবপি।' এ স্থলে মন্ত্র বা মন্ত্রশাস্ত্রকে বেদবিশেষ বলিয়া উল্লিখিত হইতেছে। বস্তুতঃ অপৌরুষেয় শাস্ত্রকে বেদই বলিতে হইবে। তন্ত্রেও আছে,—'আগমঃ পঞ্চমো বেদঃ।। পূর্ব্বোদ্ধৃত দেবীভাগবতের বচনেও তন্ত্রকে বেদাঙ্গ বলা হইয়াছে। এক্ষণে স্থির হইল যে, আগমশাস্ত্র ও মন্ত্রশাস্ত্র বলিয়া অমরসিংহ তন্ত্রশাস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। অমরসিংহ, বরাহমিহির প্রভৃতি বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্নের মধ্যে এক এক রত্ন। ইঁহারা সমসাময়িক ব্যক্তি। এই বরাহমিহিরের বৃহৎ সংহিতায় 'ভূততন্ত্রেন্দ্রজালজ্ঞাঃ' এই কথার অন্তর্গত তন্ত্র কথাটি যে তন্ত্রশাস্ত্রকে উদ্দেশ করিয়া লিখিত হইয়াছে তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। এক্ষণে স্থিরীকৃত হইল যে, অমরসিংহ বা বিক্রমাদিত্যের সময়ে তন্ত্রশাস্ত্র সম্মানিত হইত।

যদিই আমরা কোন শাস্ত্রমধ্যে তন্ত্রশাস্ত্রের উল্লেখ দেখিতে না পাইতাম, তাহা হইলেও তন্ত্রশাস্ত্রকে অপ্রাচীন বলিতে পারিতাম না। কারণ তন্ত্রশাস্ত্র অতীব গোপনীয় শাস্ত্র। এবং শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে পূর্ব পূর্ব মহাত্মাগণ নিজসকাশে তন্ত্র থাকিলেও তন্ত্রের অস্তিত্ব পর্য্যন্তও সাধারণে প্রকাশ করিতেন না। তন্ত্রশাস্ত্র গোপনের প্রমাণ যথা বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে, —'গুরুস্তন্ত্রশ্চ মন্ত্রশ্চ গোপনীয়াঃ প্রযত্নতঃ। প্রকাশাৎ সিদ্ধিহানিঃ স্যাদিত্যাহ ভগবাঞ্ছিবঃ।।' অর্থাৎ শিব বলিয়াছেন গুরু, তন্ত্র ও মন্ত্র যত্নসহকারে গোপন করিবে। প্রকাশ করিলে সিদ্ধিহানি হয়। তন্ত্রমধ্যে তন্ত্রকে 'গুপ্তা কুলবধূরিব' বলা হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে, পাতঞ্জলদর্শনমধ্যে মন্ত্রেরসংস্কার বিষয়ে বর্ণনা করিতে করিতে তন্ত্রের রহস্যোদ্ঘাটন ভয়ে কিরূপ ত্রস্তভাবে মাধবাচার্য আত্মসম্বরণ করিলেন। এরূপ অবস্থায় প্রাচীন গ্রন্থে তন্ত্রের উল্লেখ থাকাই

আশ্চর্যজনক, না থাকাই সম্ভব। তথাপিও প্রাচীন গ্রন্থমধ্যে নানারূপে তন্ত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এতৎ উক্ত পুরাণ সকলের বচনে তন্ত্রের উল্লেখ দেখিয়া সকলেরই বোধগম্য হইবে যে, তন্ত্র পুরাণ অপেক্ষাও প্রাচীন। মহাভারতে উদ্যোগপর্ব্বে 'আগমাধিগত্যাদ্যোগাদ্বশী তত্ত্বে প্রসীদতি' এই বচনেও আগমশাস্ত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। দ্রোণপর্ব্বে আছে,—'বেদাঙ্গাঃ সোপনিষদাঃ পুরাণাধ্যাত্ম-নিশ্চয়াঃ। যদত্র পরমং গুহ্যং স বৈ দেবো মহেশ্বর।। অর্থাৎ উপনিষৎ সমেত বেদাঙ্গ, পুরাণ ও অধ্যাত্মনিশ্চয়াত্মক যে পরম গোপনীয় শাস্ত্র তাহাও স্বয়ং দেব মহেশ্বর। এস্থলে গোপনীয় শাস্ত্র তন্ত্র ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে। ইহার কিঞ্চিৎ পরে আছে,—'এব চৈব শ্মশানেষু দেবো বসতি নিত্যশঃ। যজন্ত্যেনং জনাস্তত্র বীরস্থান ইতীশ্বরম্।।' এই মহাদেব সর্বদা শ্মশানে বাস করেন। এই শ্মশানকে বীরস্থান বলে। লোকে এই শ্মশানে গিয়া মহাদেবেরই সাধনা করে। এই বচনটি মহাদেবের মাহাত্মকথন প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সাধকগণ শ্মশানে যাঁহারই সাধনা করুন, ফলতঃ সকলই এই মহাদেবেরই সাধনা হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, এই বচন দ্বারা বিশেষতঃ 'বীরস্থান' এই বাক্য দ্বারা তন্ত্রোক্ত বীরসাধনকে লক্ষ্য করা ভিন্ন আর কিছুই নহে। কারণ, সকল শাস্ত্রমতেই পশুভাবাবলম্বীদিগের শ্মশানে সাধন দূরের কথা, দাহকাল ব্যতিরেকে শ্মশানে গমনই নিষিদ্ধ। যথা বারাহে,—'শ্মশানং যো নরো গত্বা অস্নাত্বৈব তু মাং নিষিদ্ধ। যথা বারাহে,—'শ্মশানং যো নরো গত্বা অস্নাত্বৈব তু মাং স্পৃশেৎ। মম দোষাপরাধস্য শৃণু তত্ত্বেন যৎ ফলং।। ....এতত্তে কথিতং ভদ্রে শ্মশানং মে জুগুপ্সিতং। বিষ্টাপি কৃতসংস্কারো মম কর্মপরায়ণঃ।।' ইত্যাদি। এই সমুদায় পর্য্যালোচনা করিয়া বিলক্ষণ প্রতীতি হয় যে, তন্ত্রশাস্ত্র মহাভারত অপেক্ষা প্রাচীন। শ্রুত্যন্তর্গত কালিকোপনিষেদের যে অংশ আমরা পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতেও তন্ত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদের একবিংশতি শাখা ও একবিংশতি উপনিষদ্, যজুর্বেদের নবাধিকশত সংখ্যক শাখা ও তৎ সমসংখ্যক উপনিষদ্, সামবেদের সহস্র শাখা ও সহস্র উপনিষদ্ এবং ....

অথর্ববেদের পঞ্চাশৎ শাখা ও পঞ্চাশৎ উপনিষদ্। এই সামবেদের সহস্রশাখার মধ্যে আমরা তিনটির অধিক দেখিতে পাই না। এইরূপ অন্যান্য বেদের অতি সামান্যই আমরা দেখিতে পাই। এরূপ অবস্থায় বেদের সহায়তায় কোনরূপ সিদ্ধান্ত করা যুক্তিযুক্ত নহে। তথাপি আমরা কালিকোপনিষদে তন্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাই। *

---

* স্বর্গীয় গ্রন্থকার যে সময়ে এই ভূমিকা প্রণয়ন করেন তখন মহেঞ্জদড়ো এবং হরপ্পার খনন কার্য্য আরম্ভ হয় নাই, এবং এই বিস্ময়জনক আবিষ্কারের ফলে সারা বিশ্বের প্রত্নতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক এবং অনুসন্ধিৎসু সুধীবৃন্দের পূর্বপ্রচলিত ধারণার আমুল পরিবর্ত্তন হইয়াছে! ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে যে বৈদিক আর্যযুগের বহুপূর্বে প্রাক্ আর্য সভ্যতা উন্নতির এত উচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত ছিল যা কল্পনা করিতে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়।

এক্ষেত্রে একটা বিষয় সম্ভবতঃ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না অধিকাংশ ঐতিহাসিক ভারত তাত্ত্বিকের মতে বৈদিক আর্যগণের আদিনিবাস ছিল উত্তরমেরু (Artic region)। কাহারো মতে ইহার কিঞ্চিৎ দক্ষিণে নরওয়ে, সুইডেন, জার্মাণী প্রভৃতি দেশে। এই সকল দেশের তাৎকালিক নাম ছিল উত্তর কুরু। এ বিষয়ে অবশ্য নানাপ্রকার বিরুদ্ধমত ও পরিলক্ষিত হয়। তবে ঋক্‌বেদের সূত্রগুলি আলোচনা করিলে এই ধারণা সহজভাবে জন্মে যে তাঁহাদের নিবাস ভীষণ শীতপ্রধান দেশে, এবং তাঁহারা নানাপ্রকার নৈগর্সিক যথা তুষারপাত, ভূরিপ্রমাণ জলদ্বারা আচ্ছন্ন থাকা, বন্যা, সশব্দে দ্যুলোক ও পৃথিবীস্তম্ভন, প্রচুর অগ্ন্যুৎপাত প্রভৃতি দৈবদুর্ঘটনায় নিপীড়িত হইয়া পুরাতন আবাস ত্যাগ এবং নূতন শষ্প তৃণযুক্ত আবাসের সন্ধানে পরিভ্রমণ করিতেছেন। এ সমস্ত আমরা ঋগ্বেদের সূত্রেই দেখিতে পাই। এ ক্ষেত্রে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক নহে যে 'ঋষি' শব্দের অর্থে (ঋষ্ ধাতু) গমন এবং দর্শন দুইই হইতে পারে। পরে ইহারা তিনটি শাখায় বিভক্ত হইয়া, গ্রীস, ইটালী, ফ্রান্স, জার্মাণী পারস্য, কাশ্মীর গান্ধার (আফ্‌গানীস্থান এবং বেলুচীস্থানের কিয়দংশ) প্রভৃতি দেশে স্থিতি করিতে থাকেন। আদি ঋষিগণের শোষোক্ত সন্তানেরা এই প্রদেশে আর্য্যাবর্ত্ত প্রতিষ্ঠা করেন এবং 'আর্য' নামে অভিহিত হন। আর্যগণের ভারত প্রদেশের পর যে সমস্ত ভারতবাসী (প্রাক্ আর্য) জাতির সঙ্গে তাঁহাদের যুদ্ধ করিতে হয় তাহাদের মধ্যে অনেক অসভ্যজাতি ছিল কিন্তু তাঁহাদের যুদ্ধ করিতে হয় তাহাদের মধ্যে অনেক অসভ্যজাতি ছিল কিন্তু তাঁহাদের (আর্যদের) অপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণ সুসভ্য জাতি ও ছিল, তাহা ....

তন্ত্রশাস্ত্রে পুরাণের উল্লেখ থাকা তন্ত্রশাস্ত্রের অগৌরবের বিষয় নহে। মার্কোণ্ডেয়পুরাণে আছে, —'উৎপন্নমাত্রস্য পুরা ব্রহ্মণোহব্যক্তজন্মনঃ। পুরাণ মেতদ্বেদাশ্চ মুখেভ্যোনুবিনিঃসৃতাঃ।' অর্থাৎ ব্রহ্মার উৎপত্তি মাত্রই তাঁহার মুখ হইতে বেদ ও পুরাণ বিনির্গত হয়। এইরূপ প্রমাণ অনেক স্থলেই দৃষ্ট হয়! অতএব অন্যান্য সৃষ্টির পূর্বেই পুরাণ ও বেদের উৎপত্তি হইয়াছে। অথচ তৎপশ্চাৎ সৃষ্ট শত শত ঋষির নাম, যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থের নাম এবং নানাপ্রকার ঐহিক সুখ- ....

আধুনিক ইতিহাস বিজ্ঞানে সুবিদিত। মহেঞ্জোদড়ো এবং হরপ্পাতে প্রাপ্ত সভ্যতার নিদর্শনই এ বিষয়ে জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ। উক্ত দুই দেশে প্রাপ্ত দ্রব্যের কিছু কছু নিদর্শন কলিকাতা যাদুঘরে রক্ষিত আছে, বিস্তৃত বিবরণ এবং প্রতিকৃতি বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক Sir John Marshall কৃত Mohenjodor নামক বিরাট পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যাইবে। প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহাসিকের মতে উক্ত প্রাক্ আর্যজাতি শিব এবং শক্তির উপাসক ছিলেন। যে সমস্ত শিবলিঙ্গ বার্ণেশ্বর গৌরীপট্ট ঐ দুই দেশের খননকার্যের সময় পাওয়া গিয়াছে, তাহার কতকগুলি অবিকল আধুনিক যুগে পূজিত শিবলিঙ্গ এবং বাণলিঙ্গের অনুরূপ। এবং যে গৌরীপট্টে তাহা স্থাপিত হইত তাহাও আমাদের দেশে প্রায় সকল গৃহস্থের ঘরে দেখা যায়। অনেকের মতে শিবপূজা আধুনিক। বৈদিকগ্রন্থে উপনিষদে রুদ্রের উল্লেখ থাকিলেও শিব বা শিবলিঙ্গের উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় নাই। কিন্তু মহেঞ্জদড়ো এবং হরপ্পার শিবলিঙ্গ গৌরীপট্ট, এবং তন্ত্রোলিখিত অন্যান্য শক্তিযন্ত্রের প্রাপ্তিতে ইহাই প্রমাণিত হইল যে শক্তিপূজা এবং শিবপূজা বৈদিক আর্যগণের আগমনের বহুপূর্ব হইতেই এদেশে প্রচলিত ছিল।

অনেক নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতের মতে পত্র, পুষ্প, চন্দন প্রভৃতি উপচার দ্বারা দেবতার অর্চনা এবং পূজাপদ্ধতি বৈদিক যুগের পূর্ব হইতেই এ দেশে প্রচলিত ছিল, এবং সেই পদ্ধতি পরে মন্ত্রশাস্ত্র, তন্ত্র বা আগম নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। বৈদিক আর্যগণ শুধু অগ্নিতে আহুতি যাগ, যজ্ঞ এবং প্রার্থনা দ্বারা উপাসনা করিতেন। এদেশ বসবাসের সঙ্গে সঙ্গে প্রাক্ আর্যদের সঙ্গে মেলামেশা এবং ভাব বিনিময়ের ফলে পরস্পর উপাসনা ও পূজা পদ্ধতির ও বিনিময় ঘটিয়াছে। —প্রকাশক।

কামনাসূচক মন্ত্রদ্বারা বেদ পরিপূর্ণ। বস্তুতঃ বেদের ন্যায় রামের পূর্বে যদি রামায়ণের আবির্ভাব হয়, তাহা হইলে তন্ত্রমধ্যে পুরাণের উল্লেখে শঙ্কার কিছুমাত্র কারণ নাই। তন্ত্রশাস্ত্র মৎসদৃশ মনুষ্য রচিত নয় যে, ভবিষ্যৎ ঘটনা উল্লেখ পরের কথা, অতীত বিষয়ে অনুমানস্তম্ভ রাখিবার স্থল খুঁজিয়া পাই না এবং বর্ত্তমান বিষয়েও হস্তীমুর্খবৎ। কল্কিপুরাণে কল্কির অবতারকালের আখ্যায়িকা অতীতবৎ বর্ণনা করা হইয়াছে। এতদ্দৃষ্টে সেই সময়ের নাস্তিক লোকে যেরূপ কল্কিপুরাণকে কল্কি অবতারের পরে বলিয়া বর্ণনা করিলেও করিতে পারেন সেইরূপ অধুনাতন নাস্তিক লোকে কোন কোন তন্ত্রমধ্যে বর্ত্তমানবৎ কলিকালের বর্ণনা দেখিয়া তাহাকে আধুনিক বলিবেন ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি। নৈষধাদির ভাষা অপেক্ষা তদপেক্ষা প্রাচীন মহাভারতের ভাষা প্রাঞ্জল। মহাভারত অপেক্ষা তৎপূর্বরচিত রামায়ণ আরও প্রাঞ্জল এবং রামায়ণ অপেক্ষা তন্ত্রের ভাষা প্রাঞ্জল। ইহা দ্বারা তন্ত্রের প্রাচীনত্বই প্রমাণিত হইতেছে।

কামধেনুতন্ত্র, বর্ণোদ্ধারতন্ত্র প্রভৃতিতে বর্ণ লেখকপ্রণালীকে কেহ কেহ বঙ্গদেশীয় অক্ষরের ন্যায় বলিয়া থাকেন, এবং একজন সাহেব বলিয়াছেন, খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে বাঙ্গালা অক্ষর প্রচলিত হইয়াছে। বেদাদির বচন অপেক্ষা সাহেব-বাক্যে বিশ্বাসকারী ব্যক্তিবর্গ এই বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া বলেন যে, এরূপ অবস্থায় তন্ত্র অবশ্যই খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর পরে মনুষ্যকর্ত্তৃক রচিত হইয়াছে। শাস্ত্রে আস্থাবান্ ব্যক্তিরও সন্দেহ হইতে পারে যে, ভারতের মধ্যে প্রধান দেবনাগর অক্ষরের বর্ণনা না করিয়া শিব কি জন্য বাঙ্গালা অক্ষরের বর্ণনা করিলেন। ইহার উত্তরে এই বলিতে পারি, যদিই বাঙ্গালা অক্ষর আধুনিক হয়, তাহা হইলেও বলিতে হইবে যে, বঙ্গদেশে বাঙ্গালা অক্ষর কলিযুগব্যাপী। কারণ আমরা এইমাত্র প্রবল কলিতে পদার্পণ করিয়াছি। যাঁহারা দেবতার অস্তিত্ব স্বীকার করেন, যাঁহারা শিবের শিবত্ব স্বীকার করেন, তাঁহারা সংসঙ্গে অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে,...............

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডমধ্যে অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সদাশিবের কিছুই অপরিজ্ঞাত থাকে না। অতএব আধুনিক বা ভবিষ্যতের কোন বিষয়ের বর্ণনা তন্ত্রমধ্যে দেখিয়া আমাদিগের চমকিত বা শঙ্কিত হইবার কোন কারণ নাই। বিশেষতঃ কলিযুগের প্রধান অবলম্বনীয় তন্ত্রমধ্যেও আমাদিগের এই ক্রান্তার (প্রায় সমগ্র বঙ্গদেশের) জন্য বিশেষভাবে নির্বাচিত তন্ত্রে বাঙ্গালা অক্ষরের বর্ণনা ও বঙ্গদেশানুরূপ উচ্চারণপদ্ধতি না থাকিয়া কি প্রাচীনত্বের সমাদরে মঙ্গলগ্রহের বর্ণপ্রকার ও উচ্চারণপদ্ধতি থাকিবে? বস্তুতঃ বিষ্ণুক্রান্তার তন্ত্রে বিষ্ণুক্রান্তারই অনুরূপ থাকিবে এবং রথক্রান্তারই তন্ত্রে রথক্রান্তারই অনুরূপ থাকিবে।

আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন দেবজ্ঞ ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে আনয়ন করিয়াছিলেন। বল্লালসেনের রাজত্বকালে উক্তপাঁচজন ব্রাহ্মণের ছাপ্পান্নটি সন্তান থাকে। বল্লালসেন আটশত পাঁচ শকাব্দায় রাজত্ব করেন। এক্ষণে বল্লালসেনের সময় হইতে সহস্রাধিক বৎসর অতীত হইয়াছে। আদিশূরের সময় আরও অধিক। উপরিউক্ত সাহেবের মতে বঙ্গভাষার অক্ষর নয় শত বৎসর হইল প্রচারিত হইয়াছে। তাহা হইলে যে সময়ে কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আসেন, অর্থাৎ সেই আদিশূরের সময়ে বঙ্গদেশে কেহ লিখিতে জানিত না। অথচ আদিশূর 'স্বর্ণবানিজ্যকারিত্বাৎ অত্রস্থিত বিশাং ময়া। সুবর্ণবণিক্‌দিগকে দিয়াছিলেন। আরও আমরা দেখি, লক্ষ্মণসেন পিতা বল্লালসেনকে পত্র লিখিতেছেন,—'শৈত্যং নাম গুণস্তবৈব সহজঃ স্বাভাবিকী স্বচ্ছতা।' ইত্যাদি। বল্লালসেনও উত্তরে পত্র লিখিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত মণিপুরীদিগের সহিত যুদ্ধকালে বঙ্গদেশীয় সুবর্ণবণিক্‌দিগের সহিত অর্থসাহায্যবিষয়ে বল্লালসেনের পত্রের আদানপ্রদান হইয়াছিল। এই সকল কিরূপে লিখিত হইয়াছিল? যদি বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে অক্ষরের বয়স নির্ণয়ে সাহেবের ভ্রম হইয়াছে। কিন্তু সাহেবের কথাই যদি ধ্রুব বিশ্বাস করিতে হয়, তাহা হইলে ....

বলিতে হইবে যে, এই সকল পত্রাদি দেবনাগর অক্ষরে লিখিত হইয়াছিল। তাহা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, বাঙ্গালা অক্ষর প্রচলিত হইবার পূর্ব হইতেই বঙ্গদেশবাসীদিগের সহিত দেবনাগর অক্ষরের পরিচয় ছিল। কিন্তু আবশ্যকতাই আবিস্কারপ্রসূতি। দেবনাগর ও বাঙ্গালা বর্ণমালার কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। অতএব দেবনাগর বর্ণ প্রচলিত থাকিতে নূতন বর্ণের আবিষ্কার করিয়া নানারূপে অসুবিধা ভোগ করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন ছিল না। এমন বাতুলও কি কেহ থাকিতে পারে এবং বঙ্গদেশস্থ সকলেই কি সমানভাবে বায়ুরোগগ্রস্থ ছিলেন? বিশেষত পূর্ব্বোক্ত পাঁচজন ব্রাহ্মণ নিরক্ষর ছিলেন না। বঙ্গদেশে অক্ষর প্রচলিত না থাকিলে তাঁহারাই দেবনাগর অক্ষর প্রচলিত করিতেন।।

বস্তুতঃ বাঙ্গালা ও দেবনাগর অক্ষরে পৃথক্‌ভাবে গঠিত হয় নাই। কালক্রমে ও দেশভেদে মাত্রাদির পার্থক্য বশতঃ একই অক্ষরকে সম্পূর্ণ পৃথক্ বলিয়া বোধ হয়। বিশেষতঃ এতদ্দেশে মুদ্রাযন্ত্র প্রচলিত হওয়া অবধি দেবনাগর অক্ষরকে আরও রূপান্তরিত হইতে হইয়াছে। প্রাচীন হস্তলিখিত বাঙ্গালা বর্ণের সহিত দেবনাগর অক্ষরের অনেক সৌসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

বর্ণোদ্ধারতন্ত্র বা কামাখ্যাতন্ত্রে যে লেখনপ্রণালী আছে তাহা বাঙ্গালা ও দেবনাগর অক্ষরে সমানভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে। যেমন কোন কোন বর্ণবিবরণ বাঙ্গালারই অধিক অনুরূপ বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ কোন কোন বর্ণস্থলে বাঙ্গালার অনুরূপ না হইয়া দেবনাগর অক্ষরেরই অনুরূপ বিবরণ দৃষ্ট হয়। প্রচলিত কোন কোন দেবনাগর ও বাঙ্গালা অক্ষরে সাদৃশ্য না হইলেও, তন্ত্রে ঐ বর্ণ এরূপভাবে বর্ণিত আছে যে, উভয়েই সমানভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে। কোন কোন অক্ষরের বর্ণনা দেখিলে বোধ হয় যে, বাঙ্গালা অক্ষরেরই বর্ণনা হইতেছে। এইরূপ কোন কোন স্থলে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, দেবনাগর অক্ষরের লেখনপ্রকারই বর্ণিত হইতেছে।

বাঙ্গালা ও দেবনাগর অক্ষর যদি পৃথক্ পৃথক্ হয় তাহা হইলে

বলিতে হইবে যে, বাঙ্গালা অক্ষরও দেবনাগর অক্ষরের ন্যায় প্রাচীন। আমরা ইতিপূর্বেই আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি যে, এই বঙ্গদেশে সহস্রাধিক বৎসর পূর্বেও লেখনপ্রণালী ছিল। নূতন বর্ণ আবিস্কারের কোন প্রয়োজন ছিল না। অতএব তখন এই অক্ষরই প্রচলিত ছিল। পাঁচজন ব্রাহ্মণ আসিয়া নিশ্চয়ই এতদ্দেশে বহুপূর্ব হইতে লেখনপ্রণালী প্রচলিত দেখিয়াছিলেন। আদিশূরের তাম্রফলকই তাহার পরিচয় দিতেছে। এরূপ অবস্থায় একজন সাহেবের ভ্রমাত্মক অনুমান বা তৎপুচ্ছধারী ব্যক্তিবর্গের বাক্যমাত্রের উপর নির্ভর করিয়া বঙ্গাক্ষরকে নবীভূত দৃষ্টে অবনতমস্তকে থামিবার কোন প্রয়োজন নাই। ফলতঃ এতদ্বিষয়ে তাঁহারা কোনরূপ অকাট্য যুক্তি বা প্রমাণ প্রদর্শন করিতে সক্ষম নহেন। পাশ্চাত্যগণ হিন্দুর শাস্ত্রকে, হিন্দুর ভাষাকে, এমন কি হিন্দু জাতিকে পর্য্যন্ত প্রাচীন বলিতে কুণ্ঠিত হন এবং আপনাদিগকে হিন্দুর তুলনায় শিশুর ন্যায় দেখিতে লজ্জিত হন। এই জন্যই হিন্দুদিগের স্কন্ধে উঠিয়া আপনাদিগকে উচ্চ ও হিন্দুদিগকে খর্ব্ব প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। যে জাতি, কয়েক দিবস পূর্বে উলঙ্গ অবস্থায় বনে বাস করিত, সেই জাতীয়ই অধুনাতন সভ্য লোকেরা সংস্কৃতভাষার গৃহ, দ্বার, নগর, সূত্রধর প্রভৃতি কয়েকটি শব্দের সহিত নিজ নিজ ভাষার ঐ সকল শব্দের উচ্চারণে কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য দৃষ্টে হিন্দুদিগের সহিত জ্ঞাতিত্ব স্থাপনা করিয়া বসিয়াছেন। পরন্তু তাঁহারা যে দেশে আছেন, সেই দেশেই যে, গৃহ, দ্বার প্রভৃতি কাহাকে বলে তাহাই কেহ পূর্বে জ্ঞাত ছিল না। এই সকল পাশ্চাত্যগণ যেরূপ যুক্তি আবলম্বন করেন, তদনুরূপ যুক্তি ও সিদ্ধান্তের প্রকৃত ঘটনা একটি উল্লেখ করিতেছি। একজন ব্রাহ্মণ একদিন শুনিলেন যে 'very bad' (ভেরী ব্যাড) এই কথার অর্থ 'ভারী বদ'। এই কথা শুনিয়াই ব্রাহ্মণ ইংরাজীতে চূড়ান্ত ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন। বাটীতে আসিয়া গৃহিণীকেও ইংরাজীতে বিদূষী করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন "ব্রাহ্মণী! আমি মনে করিতাম ইংরাজী অতি শক্ত, কিন্তু এখন দেখিতেছি তাহা নহে। যেমন বাঙ্গালায় 'ঘাটে পাঁচ খানি জাহাজ' ইহার ইংরাজী হইতেছে ....

'ঘ্যাটে প্যাচ্ খ্যান্ জ্যাজ্'।'' বলা বাহুল্য পাশ্চাত্যগণ এইরূপ সিদ্ধান্ত দ্বারা হিন্দুগণকে সকল বিষয়েই নবীভূত করিতেছেন। বস্তুতঃ বাঙ্গালা অক্ষরের প্রাচীনত্বের বিরুদ্ধে আমরা কোন প্রমাণই দেখিতে পাই না, বরং তৎপক্ষেই প্রমাণ দৃষ্ট হয়। যাহাই হউক, তন্ত্রমধ্যে আধুনিক বা ভবিষ্যৎ ঘটনার উল্লেখ থাকা তন্ত্রের পক্ষে গৌরবজনক। এতদ্দ্বারা তন্ত্র আধুনিক বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়া বরং সর্বজ্ঞ সদাশিব প্রোক্ত বলিয়া সম্মানিত হইবে। *

এতৎসমুদায় দৃষ্টে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, তন্ত্রশাস্ত্র প্রাচীন, প্রামাণিক ও সর্বশাস্ত্রানুমোদিত। এক্ষণে সন্দেহ হইতে পারে যে, যদি কলিযুগে তন্ত্রশাস্ত্র অবলম্বন সদাশিবের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে তাঁহার ইচ্ছায় কলিযুগে পশুশাস্ত্র প্রচার বন্ধ হইল না কেন? ইহার উত্তরে সদাশিব কুলার্ণবে বলিয়াছেন,—'পশুশাস্ত্রাণি সর্বাণি ময়ৈব কথিতানি হি। মূর্ত্ত্যন্তরস্তু গত্বৈব মোহনায় দুরাত্মনাম্।।'' অর্থাৎ পাষণ্ডদিগের মোহনের নিমিত্ত আমিই মূর্ত্ত্যন্তর পরিগ্রহ করিয়া পশুশাস্ত্র প্রচারিত করিয়াছি।

অনেকে অবগত হইতে ইচ্ছা করেন যে, কলিযুগে কি জন্য বেদোক্ত কার্য্যের ফল হইবে না। মনুতে আছে—'আচারাদ্বিচ্যুতো বিপ্রো ন বেদফলমশ্নুতে।' অর্থাৎ আচারহীন বিপ্র বেদোক্ত ফলপ্রাপ্ত হয়েন না। এই সকল শাস্ত্রমধ্যে শয্যাত্যাগ হইতে পুনর্নিদ্রা পর্য্যন্ত পদে পদে কঠোর নিয়ম বিধিবদ্ধ রহিয়াছে। স্পষ্টভাবে বলিতে পারি যে, এই ম্লেচ্ছপ্লাবিত দেশে একজনও পশুশাস্ত্রোক্ত আচার রক্ষণে সমর্থ নহেন। যদি কোন বন্যফলমূলাহারী মহাত্মা আপনাকে যথোক্ত আচারবান্ বিবেচনা করেন, তাঁহার জন্য মনুর চতুর্থ অধ্যায় হইতে একটি বচন উদ্ধৃত করিলাম। যথা, —'ন শূদ্ররাজ্যে নিবসেন্নাধার্ম্মিক-............

* ভারতবর্ষের সর্বত্রই তন্ত্র প্রচলিত আছে এবং তৎসমুদায় দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত। তন্ত্রমাত্রই যে বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত তাহা ধরিয়া লইবার কোন কারণ নাই। দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত পুরাতন তন্ত্র (হস্তলিপি) সর্বত্রই দৃষ্ট হয়।

জনাবৃতে। ন পাষণ্ডিগণাক্রান্তে নোপসৃষ্টেহন্ত্যজৈর্নৃভিঃ।।' অর্থাৎ শূদ্ররাজ্যে বা অধার্ম্মিকজন-পরিবৃত দেশে অথবা বেদবহির্ভূত চিহ্ন-ধারীগণ কর্তৃক অধিকৃত দেশে এবং অন্ত্যজ কর্তৃক অধিকৃত দেশে বাস করিবে না। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে উপশম-প্রকরণে আছে, — কীরনগরের রাজার মৃত্যুর পর রাজহস্তী অন্য দেশ হইতে আগত একটি চণ্ডালতনয়কে তুলিয়া লইয়া আসে। প্রথামত তাহাকেই রাজা করা হয়। পরন্তু কেহ তাহাকে চণ্ডাল বলিয়া জানিল না। কয়েক বৎসর পরে ঘটনাক্রমে রাজার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, ধর্মচ্যুত হইয়াছি বিবেচনায় ব্রাহ্মণাদি নগরবাসী সকলেই অগ্নিকুণ্ডে পাপদেহ বিসর্জন করিয়াছিলেন। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য পশুভাবাপন্ন সকল ব্যক্তিরই কি এইরূপে শুচি হওয়া আবশ্যক নহে? ইহার উত্তর এই যে, সদাশিব এই সকল দুর্ঘটনা নিবারণের জন্যই বলিয়াছেন যে, —'সর্ব্বাচারপরিভ্রষ্টঃ কুলাচারং সমাশ্রয়েৎ'। অর্থাৎ সকল আচার হইতে বিচ্যুত ব্যক্তি কুলাচার অবলম্বন করিবেন। বস্তুতঃ উক্ত পশুশাস্ত্র সকলের এতদ্রূপ কঠোর ও অধুনা অসম্ভব বিধি দৃষ্টে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, এ সকল শাস্ত্র কলিযুগের জন্য নহে। যাহার আচার প্রতিপালন করা অসম্ভব, তৎপথাবলম্বনে তদুক্ত ফলের প্রত্যাশাও অসম্ভব।

কলিযুগে তন্ত্রশাস্ত্রই সাধারণের অবলম্বনীয়। কলিযুগে পশুভাব নাই, অতএব যথারীতি অভিষিক্ত হইয়া বীরভাবেই সাধনা করিতে হইবে। বীরভাবে পঞ্চতত্ত্বদ্বারা সকল দেবতারই পূজা বিধেয়। কারণ, পঞ্চতত্ত্ববিহীন পূজা একেবারেই নিষ্ফল। যথা সময়াচারতন্ত্রে,—'ন মদ্যেন বিনা পূজা ন মাংসেন বিনাপ্যসৌ।' অর্থাৎ মদ্যমাংস ব্যতিরেকে পূজা হয় না। তন্ত্রমধ্যে দক্ষিণাচারের দেবতাগণকে বীরভাবে পূজা করিতে নিষেধ দৃষ্ট হয়। এতদ্দৃষ্টে প্রশ্ন হইতে পারে যে দক্ষিণাচারের দেবতার উপাসক কোন্ ভাব অবলম্বন করিবেন? কলিযুগে পশুভাব নাই। কলিযুগে সকল আচারের দেবতাই বীরভাবে পূজিত হইবেন। যথা কুলার্ণবে,— শৈবে বা বৈষ্ণবে শাক্তে সৌরে গণপদর্শনে। ...বৌদ্ধে পাশুপতে সাংখ্যে তথা ব্রতমুখেহপি বা।। দক্ষিণে বামসিদ্ধান্ত ....

বৈদিকাদিষু পার্বতি। বিনালিপিশিতাভ্যাস্ত পূজনং নিষ্ফলং ভবেৎ। কুলদ্রব্যৈর্বিনা কুর্য্যাৎ জপপূজাতপোব্রতং। নিষ্ফলং তন্তবেদ্দেবি ভস্মনীব যথাহুতং।।' অর্থাৎ শৈব, শাক্ত বা বৈষ্ণবই হউন, সূর্য্যের বা গণেশের উপাসকই হউন, বৌদ্ধ, পাশুপত বা সাংখ্যমতাবলম্বীই হউন অথবা ব্রতস্থই হউন, দক্ষিণাচার, বামাচার, সিদ্ধান্তাচার, বৈদিকাচার প্রভৃতি যে কোন আচারের দেবতার উপাসক হউন, মদ্যমাংস ব্যতিরেকে পূজা নিষ্ফল হইবে। কুলদ্রব্য ব্যতিরেকে জপ, তপ, পূজা ও ব্রত সমস্তই ভস্মে আহুতি দানের ন্যায় বিফল হইবে। এতদ্বারা স্পষ্টই উপলব্ধি হইতেছে যে, বীরভাব ব্যতিরেকে কোন দেবতারই পূজা হইবে না। অতএব যে স্থলে গৃহস্থের পঞ্চতত্ত্বনিষেধক বচন দৃষ্ট হয় তাহা ব্যক্তভাবে তদনুষ্ঠান বিরুদ্ধে। যথা,—'ন কলৌ সাধনং মদ্যং প্রত্যক্ষ্যং বরবর্ণিনি। গৃহাবধূতৈর্নো কৈশ্চিৎ....। ইত্যাদি। অর্থাৎ কলিতে গৃহাবধূতের প্রত্যক্ষ অর্থাৎ ব্যক্তভাবে মদ্যসাধন নাই। আরও যে স্থলে আচারভে দেবতাকে পশুভাবে পূজার বিধি আছে তাহা এই কলিযুগের পক্ষে নহে। পরন্তু অনভিষিক্ত ব্যক্তি অভিষিক্ত না হইয়া কখনই বীরভাবে পূজা করিতে পারিবেন না। ইহার প্রমাণ পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে।

কোন কোন ব্যক্তির ধারণা আছে যে, মদ্যমাংসাদিসেবন পরস্ত্রী গমন প্রভৃতি যথেচ্ছাচরণ্ই এই তন্ত্রের উদ্দেশ্য। বস্তুতঃ এরূপ হইলে তন্ত্রোক্ত ধর্মকে ধর্ম বলিতেই লজ্জিত হইতে হয়। মদ্যাদি সেবনের উদ্দেশ্যে ধর্ম নহে পরন্তু ধর্মের উদ্দেশ্যেই পঞ্চতত্ত্বানুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা। বস্তুতঃ মদ্যপানকালে, হৃদয়ে যে ভাব পোষন করা যায়, ক্রমশঃ তাহাই উচ্ছ্বসিত হইতে থাকে।' যে কৌলের মূর্দ্ধ্নি শ্রীগুরুচিন্তনং ভগবতীধ্যানাস্পদং মানসে' সেই কৌল ভক্তি ও একাগ্রতায় আরও দৃঢ় হইয়া উত্তরোত্তর সাধনার পথে অগ্রসর হইতে থাকিবেন। তাঁহাদের পানের জন্য সাধনা নয় সাধনার জন্যই পান। যথা—'মন্ত্রার্থস্ফুরণার্থায় ব্রহ্মজ্ঞান স্থিরায় চ। অলিপানং প্রকর্তব্যং লোলুপো নরকং ব্রজেৎ।' অর্থাৎ দেবতার ধ্যান পরিস্ফুট রাখিবার ....

নিমিত্ত ও আপনার সহিত দেবতার অভেদজ্ঞান স্থির রাখিবার জন্য (জপাদির পূর্বে) মদ্যপান করিবে। আনন্দের জন্য লুব্ধ হইয়া পান করিলে নিরয়গামী হইতে হয়। এস্থলে শঙ্কা হইতে পারে যে মদ্যপানে বিচলিত ব্যক্তির কর্তব্যাকর্তব্যজ্ঞান কিরূপে থাকিবে? বস্তুতঃ এই আশঙ্কাতেই সদাশিব আদেশ করিয়াছেন,—যাবন্ন চলতে দৃষ্টির্যাবন্ন চলতে মনঃ। তাবৎ পানং প্রকুর্বীত পশুপানমতঃপরম্।। অর্থাৎ যে পরিমানে পান করিলে দৃষ্টি ও মন বিচলিত না হয় সেই পরিমাণে পান করিবে। এতদতিরিক্ত পানকে (কৌলবিগর্হিত) পশুপান বলে। এইরূপ অতিপান উপলক্ষে সদাশিব বলিয়াছেন,— 'শতাভিশিক্তঃ কৌলশ্চেৎ অতিপানাৎ কুলেশ্বরি। পশুরেব মন্তব্যঃ কুলধর্মবহিস্কৃতঃ।।' অর্থাৎ কুলেশ্বরি! শত শতবার অভিষিক্ত কৌল ব্যক্তিও অতিপানদোষে দূষিত হইলে, কুলধর্মচ্যুত হইবেন, এবং তাঁহাকে (ভ্রষ্ট) পশুমধ্যে গণনা করিতে হইবে।

মৈথুন বিষয়েও শিবের এইরূপ গূঢ় আদেশ আছে যে, কুলজ্ঞানবিহিন মৈথুনাসক্ত ও সবিকল্প ব্যক্তির পক্ষে যথাবিধি তদাদেশ প্রতিপালন করা অসম্ভব! সেই জন্যই মহানির্বানতন্ত্রে সদাশিব বলিয়াছেন, —'শেষতত্ত্বং মহেশানি নির্বীর্য্যে প্রবলে কলৌ। স্বকীয়া কেবলা জ্ঞেয়া সর্বদোষবিবর্জ্জিতা।। অর্থাৎ মহেশ্বরি! প্রবল কলিকালে মানবগণ নির্বীর্য্য হইয়া পড়িবে ; সুতরাং শেষতত্ত্ব (মৈথুন) একমাত্র স্বকীয়া পত্নীতেই সম্পন্ন করিতে হইবে; তাহাতে আর কোন দোষ ঘটিবার আশঙ্কা থাকিবে না। এই স্বকীয় পত্নীতেও শিব সাধনাঙ্গ নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। ফলতঃ বেদ, স্মৃতি ও পুরাণাদি অপেক্ষা মৈথুনবিষয়ে তন্ত্রে কঠিন বিধিই ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। এবং 'পতনং বিধিবর্জ্জনাৎ বিধিলঙ্ঘনেই পতন অনিবার্য্য। প্রত্যুতে, তন্ত্রের নিকট মুষ্টিভিক্ষাপ্রত্যাশী তন্ত্রদ্বেষীগণ কর্তৃক তন্ত্রের প্রতি বৃথাই 'মৎস্যরঙ্গার' অপবাদ রটিত হইয়াছে।

অধুনা কলিযুগে যথাবিধি পঞ্চতত্ত্বদ্বারা যাবতীয় দেবদেবীরই পূজা হইবে। এই পঞ্চতত্ত্বদ্বারা পূজাকে রহস্যপূজা বলে। এক্ষণে আমরা অবতরণিকা হইতে রহস্যপূজায় অবতরণ করিব।...............

রহস্যপূজা পদ্ধতি। *

অথ বিশেষপূজা। দশদণ্ডরাত্রৌ (১) সাধকো অরুণীকৃত গৃহে যুবতীবেশঃ রক্তবস্ত্রঃ গন্ধমাল্যানুলেপনযুক্তঃ সিন্দুরাঙ্কিতললাটঃ শৃঙ্গা-

(১) এই দশদণ্ডরাত্রি দ্বারা কিঞ্চিদূন প্রথম দশদণ্ডরাত্রির পরের দশদণ্ড রাত্রিকেই উপলক্ষিত হইতেছে। যথা 'মুণ্ডমালাতন্ত্রে , — ন দিবা পূজয়েদ্দেবীং রাত্রৌ নৈব চ নৈব চ। সর্বদা পূজয়েদ্দেবীং দিবারাত্রৌ ন পূজয়েৎ। অর্থাৎ দিবাতে বা রাত্রিতে দেবীপূজা করিবে না। সর্বদা দেবীপূজা করিবে ; দিবারাত্রিতে দেবীপূজা করিবে না। ইহার তাৎপর্য্য যথা রেবাতন্ত্রে,— দিবা চার্দ্ধপ্রহরিকা চাদ্যন্তে পরমেশ্বরি। ঋতুদণ্ডাত্মিকা তস্মাদ্ রাত্রিরুক্তা মনীষিভিঃ। ততো বৈ দশানাড্যস্তু নিশা মহানিশা স্মৃতা। সর্বদা চ সমাখ্যাতা সর্বসাধন-কর্ম্মণি। ততোহবশিষ্টা যা রাত্রির্দ্দিবারাত্রিঃ প্রকীর্ত্তিতা। অর্থাৎ রাত্রির প্রথম অর্দ্ধপ্রহর ও শেষ অর্দ্ধপ্রহরকে দিবা বলে। প্রথম অর্দ্ধপ্রহরের পর ছয় দণ্ড রাত্রি। তাহার পর দশদণ্ড রাত্রিকে নিশা ও মহানিশা (মহানিশা ও অতি মহানিশা) বলে! ইহাকে সর্বদাও বলে এবং রাত্রির অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহাকে দিবারাত্রি বলে। এই দুই বচন দ্বারা মহানিশা এবং অতি মহানিশা অর্থাৎ রাত্রির প্রথম তিন ঘন্টা চুয়ান্ন মিনিটের পর দশদণ্ড রাত্রি প্রশস্ত পূজাকাল রূপে নির্দিষ্ট হইল। বস্তুতঃ রহস্যপূজার পক্ষে ইহাই সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত কাল। পরন্তু ইহা দ্বারা অনেকে অনুমান করিতে পারেন যে, অন্য সময়ে রহস্যপূজা নিষিদ্ধ হইল। নিরুত্তরতন্ত্রে আছে,—দিব্যৌষধীনাং বীরাণাং যদ্বৎ কর্ম চ যোগিনাম্। তৎসর্বং গোপনং কার্য্যং প্রকাশান্নিষ্ফলং ভবেৎ। রাত্রৌ কুলাক্রিয়াং কুর্যাৎ দিবা কুর্য্যাচ্চ বৈদিকীং। ইত্যাদি। অর্থাৎ দিব্যৌষধি এবং বীরের ও যোগী-..................

* সঙ্কল্পাদি অস্মৎপ্রণীত 'দশবিধসংস্কার পদ্ধতি' এবং দেবদেবীর পূজারম্ভ নিত্যপূজা পদ্ধতি দ্রষ্টব্য।

দিগের কার্য্য সর্বথা গোপন রাখিবে। রাত্রিতে কৌলিকীপূজা করিবে এবং দিবসে বৈদিকাচারসম্পন্ন হইবে। কারণ, এতৎ সমুদায় প্রকাশে কার্য্য নিষ্ফল হয়। এইরূপ কুলার্চনতন্ত্রে এবং কালীকল্পতায় কথিত আছে যে, —অতিগুপ্তেন কর্ত্তব্যং কুলার্চনং কুলীনকৈঃ। গোপনাৎ ধর্মরক্ষা স্যাৎ ব্যক্তো ধর্মো বিনশ্যতি। পঞ্চতত্ত্বেন কৌলানাং নাস্ত্যলভ্যং জগত্রয়ে। বিপরীতফলং তত্র প্রকাশাৎ নাত্র সংশয়ঃ। নিশীথে পূজনং কার্য্যং ন দিবা তু কদাচন। ইত্যাদি। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কৌলধর্ম প্রকাশে সিদ্ধিহানি হয়, অতএব দিবাতে কখন পূজা করিবে না, কেবল রাত্রিতে গোপনে পূজা করিবে। এই সকল বচন দৃষ্টে বুঝিতে পারা যায় যে, শিব কেবল গোপন জন্যই দিবাতে নিষেধ করিয়া রাত্রিতে রহস্যপূজা বিধি দিতেছেন। পরন্তু দিবসেও পঞ্চতত্ত্বদ্বারা পূজার বিধি দৃষ্ট হয়। যথা গুপ্তসাধনতন্ত্রে,—পঞ্চতত্ত্বং সমানীয়ং যদি পূজাপরো ভবেৎ। কালাকাল বিচারস্তু দেবি তত্র বিবর্জ্জয়েৎ। অর্থাৎ পঞ্চতত্ত্বদ্বারা পূজা করিলে কালাকালবিচার পরিত্যাগ করিবে। কুব্জিকাতন্ত্রে,— ন কল্পনা দিবারাত্রৌ ন চ সন্ধ্যাবসানকং। সদৈব পূজয়েদ্দেবীং মৈথুনেন বিশেষতঃ। অর্থাৎ দিবস বা সন্ধ্যাবসানকাল অথবা রাত্রিকাল প্রভৃতি কোন বিচার করিবে না। সকল সময়েই পঞ্চতত্ত্বদ্বারা দেবীর বিশেষ পূজা করিবে। মহিষমর্দ্দিনীতন্ত্রে আছে, —জপেদ্দশাক্ষরীং বিদ্যাং দিবারাত্রৌ যথা তথা। মৎস্যং মাংসং তথা মদ্যং ভুক্ত্বা মৈথুনমাচরেৎ।। ইহাতেও দিবসে পঞ্চতত্ত্বদ্বারা পূজাবিধি দৃষ্ট হয়। কুলার্ণবে, —ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে উত্থায় স্নানং সন্ধ্যামুপাস্য চ। ধ্যাত্বা সাবরণাং সম্যক্ পূজয়েদ্বিধিনা প্রিয়ে। ষোড়শৈরুপচারৈস্তু চক্রপূজাপুরঃসরং।। ইহাতেও প্রাতঃ-কালীন পূজার সময়ে রহস্যপূজার বিধান দেওয়া হইয়াছে। এবং ইহার পরেও মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে এইরূপ বিধি আছে। আরও দ্রষ্টব্য এই যে, পঞ্চতত্ত্ববিহীন পূজা একেবারেই নিষ্ফল। যথা কামাখ্যাতন্ত্রে,— শিলায়াং শস্যবাপে চ যথা নৈবাঙ্কুরোদগমঃ। মদ্যং বিনা তথা দেব্যাঃ পূজনং নিষ্ফলং মতং।। সময়াতন্ত্রে,—ন মদ্যেন বিনা পূজা ন ....

মাংসেন বিনাপ্যসৌ। কৌলতন্ত্রে,—বিনামাংসৈর্ব্বিনা মৎস্যৈর্নার্চ্চয়েৎ পরদেবতাং। নিরামিষার্চ্চনাদ্দেব্যা বীরোহপি পশুতাং ব্রজেৎ।। কুলার্ণবে, —শৈবে বা বৈষ্ণবে শাক্তে সৌরে গণপদর্শনে। বৌদ্ধে পাশুপতে সাংখ্যে তথা ব্রতমুখেহপি বা।। দক্ষিণে বামসিদ্ধান্তে বৈদিকাদিষু পার্বতি। বিনালিপিশিতাভ্যাস্তু পূজনং নিষ্ফলং ভবেৎ। কুলদেব্যৈর্ব্বিনা কুর্য্যাৎ জপপূজাতপোব্রতং। নিষ্ফলং তন্তুবেদ্দেবি ভস্মনীব যথাহুতং।। এই সকল বচন দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, পঞ্চতত্ত্ববিহীন সকল পূজাই নিষ্ফল। অতএব দিবসে যদি বৈদিকা-চারে তত্ত্ব ব্যতিরেকে নিত্যপূজাদি করা যায় তাহা হইলে তাহাও নিষ্ফল হইবে। এক্ষণে এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া বুঝিতে পারা যায় যে, দিবাতে পূজানিষেধক বচন সমুদায় কেবল আচার গোপনপ্রতিপাদক। এবং কতকগুলি নিষেধক বচন বীরপুশ্চরণ বিষয়েও উক্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ দিবসেও রহস্যপূজা করিতে পারা যায়। এই জন্য অধিকাংশ সাধকই সামান্যার্ঘে অলিবিন্দু নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। ইহা দ্বারা পূজাও নিষ্ফল হইল না এবং শিবের অভিপ্রায় অনুযায়ী ভাবও গোপন করা হইল। কৌলাবলীতে আছে, —পঞ্চতত্ত্বেন কর্তব্যং সদৈব পূজনং মহৎ। অতিগুপ্তেন কর্তব্যং সর্বথৈব সুনিশ্চিতং। অর্থাৎ, অত্যন্ত গোপনে সকল সময়েই সকল স্থানে পঞ্চতত্ত্বদ্বারা মহতীপূজা নিশ্চয়ই কর্ত্তব্য। এতদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, যে যে স্থলে গোপনের সম্ভাবনা আছে, সে স্থলে দিবসেও রহস্যপূজা হইবে, অন্যথা রাত্রিতেই বিধেয়। পরন্তু মহানির্বাণতন্ত্রে সদাশিব বলিতেছেন যে, বিধানমতেৎ পরমং গুপ্তমাসীৎ যুগত্রয়ে। গুপ্তভাবেন কুর্বন্তো নরা মোক্ষং যযুঃ পুরা।। প্রবলে কলিকালে তু প্রকাশে কুলবর্ত্মিনঃ। নক্তং বা দিবসে কুর্য্যাৎ সপ্রকাশাভিষেচনং।। ইহার দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে অধুনা প্রবল কলিতে আর ভাব গোপনের জন্য দিবাতে রহস্যপূজা রহিত করিবার ততদূর প্রয়োজন নাই। ফলতঃ দিবসে রহস্যপূজা করিতে পারা যায় বটে, কিন্তু নিশা- পূজা সমধিক ফলদায়ক। যথা সময়াতন্ত্রে,—দিবা প্রপূজনং দেবি ....

যথোক্তফলদং ভবেৎ। পূজনং লক্ষগুণিতং নিশি নীরজলোচনে। অর্দ্ধরাত্রাং পরং যচ্চ মুহূর্ত্তদ্বয়মেব হি। যা মহারাত্রিরুদ্দিষ্টা কৃতা তত্রাক্ষয়া ভবেৎ। অর্থাৎ, দিবসে পূজা করিলে যথোক্ত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু নিশাপূজায় তাহার লক্ষগুণ ফল এবং অর্দ্ধরাত্রির পর যে দুই মুহূর্ত্ত এক ঘন্টা ছত্রিশ মিনিট মহারাত্রি, সেই মহারাত্রিতে পূজা করিলে অক্ষয় ফললাভ হয়।

পঞ্চতত্ত্বদ্বারা পূজা বীরের নিত্যকর্ম্ম। যিনি নিত্যই পঞ্চতত্ত্বদ্বারা দেবতার অর্চ্চনা করেন তিনিই উত্তম কৌল। যিনি পর্ব্বাহে পর্ব্বাহে পূজা করেন, তিনি মধ্যম। যিনি মাসমধ্যে দিনচতুষ্টয় পূজা করেন তিনি অধম। এই দিনচতুষ্টয় তন্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যাঁহারা প্রবৃত্তভাবে অর্থাৎ কোনরূপ কামনাযুক্ত হইয়া পূজা করেন তাঁহাদের পক্ষে শুক্লাষ্টমী, পূর্ণিমা, শুক্ল-পক্ষের একটি মঙ্গলবার ও শুক্লপক্ষের অভিষেক তিথি এই দিনচতুষ্টয় প্রশস্ত। যাঁহারা নিবৃত্তভাবে অর্থাৎ কামনাশূন্য হইয়া পূজা করেন, তাঁহাদের কৃষ্ণাষ্টমী, অমাবস্যা, কৃষ্ণপক্ষের একটি মঙ্গলবার ও কৃষ্ণপক্ষের অভিষেক-তিথি এই দিবসচতুষ্টয় প্রশস্ত। মাসমধ্যে এই চারিদিন যাঁহারা পূজা করেন তাঁহারা অধম। এবং যিনি মাসমধ্যে একদিন অর্থাৎ কুলাষ্টমীতে পঞ্চতত্ত্বদ্বারা পূজা করেন, তিনি কৌলমধ্যে অধমাধম। পরন্তু যিনি একমাস অর্থাৎ কুলাষ্টমীও লঙ্ঘন করেন, তিনি পতিত ও পুনরভিষেকার্হ। বিশেষ কারণ বশতঃ যিনি কুলাষ্টমীতেও পঞ্চতত্ত্বদ্বারা পূজা করিতে অসমর্থ তিনি অনুকল্প দ্বারাও পূজা করিবেন। যিনি একেবারে নিঃস্ব তিনি কোন কৌলের গৃহ হইতে কারণ ভিক্ষা করিবেন এবং তদলাভে জল আনিয়া কারণস্বরূপ বিবেচনা পূর্ব্বক সংস্কার তর্পণ ও নিবেদন করিয়া তাহাই পান করিবেন। এ স্থলেও প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি ভেদে শুক্লাষ্টমী বা কৃষ্ণাষ্টমীই কুলাষ্টমী। পঞ্চতত্ত্বের অনুকল্প তত্তৎস্থলের টিপ্পনীতে দ্রষ্টব্য। পরন্তু কুব্জিকাতন্ত্রে আছে, — সাধ্যে প্রথমকল্পস্য যোহনুকল্পেন বর্ত্ততে। স দুর্গতিবাপ্নোতি যোগিনীশাপতো ধ্রুবং। অর্থাৎ যিনি মুখ্যকল্পে সক্ষম হইয়াও অনুকল্প ব্যবহার করেন তিনি যোগিনীশাপে মন্দগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অবতরণিকাতে যে, 'নানুকল্পঃকলৌ যুগে' কলিযুগে অনুকল্প নাই বলা হইয়াছে তাহাও এইরূপ সক্ষম সাধকপক্ষে ব্যবস্থাপিত। অক্ষমপক্ষে বা অভাব পক্ষে শিব বলিয়াছেন'— সর্বদ্রব্যাদ্যভাবেহপি পর্বকৃত্যং ন লোপয়েৎ। অনুকল্পেনাপি কার্য্যং কর্ম্মলোপং ন কারয়েৎ। অর্থাৎ এই পঞ্চতত্ত্বের সর্ব্বদ্রব্যের অভাবেও অনুকল্পের দ্বারা কার্য্য করিবে, পরন্তু একেবারে কর্ম্মলোপ করিবে না।

রোজজ্জ্বলবেশাঢ্যঃ তাম্বুলপূরিতাননঃ যথোক্তকুলনায়িকাং (২) সমানীয স্ববামে ভূমৌ ত্রিকোণমালিখ্য তদুপরি আসনং সংস্থাপ্য তামুপবেশয়েৎ তস্যা অঙ্গে ভূত শুদ্ধ্যাদিকং মাতৃকান্যাসঞ্চ কৃত্বা পূজামারভেৎ তত্রাদৌ

---

(২) স্বকীয়া শক্তি যদি সাধনে উপযুক্তা হন তাহা হইলে তাঁহাকে লইয়াই সাধন করা বিধেয়। যথা — কুপ্যন্তি কুলযোগিন্যঃ বনিতানামতিক্রমাৎ। কৌলিকার্চ্চনদীপিকাতে, — আদ্যশক্তিং বিনা পূজা অভিচারায় কল্পতে।..... আদ্যশক্তিঃ স্বদ্বারা স্যাৎ তামেবাশ্রিত সাধয়েৎ। শক্তিযোগ্যা ন সা চেত্তু তদান্যামপি চাশ্রয়েৎ। স্বশক্তি অযোগ্যা হইলে অন্য শক্তি গ্রহণ করা যাইতে পারে। তন্মধ্যে গ্রাহ্যাশক্তি যথা কুলার্ণবে, —সুরূপা তরুণী কান্তা স্বকুলাদ্যুদিতা শুচিঃ। শঙ্কাহীনা ভক্তিযুক্তা গূঢ়শাস্ত্রোপযোগিনী। অলোলুপা সুশীলা চ স্মিতাস্যা প্রিয়বাদিনী। গুরুদৈবতসন্তুষ্টা সুচিন্তা কৌলিকপ্রিয়া। বিমৎসরা বিশেষজ্ঞা দেবতাসাধনোৎসুকা। মনোহরা সদাচারা শক্তিরেকা সুলক্ষণা। কনিষ্ঠ অধিকারীগণ স্ব স্ব জাতীয়া শক্তির অর্চ্চনা করিবেন যথা শ্রীক্রমে,—ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণীমর্চ্চেৎ ক্ষত্রঃ ক্ষত্রাং তথাপরৌ। মধ্যম অধিকারীগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতীয়া শক্তিপূজা করিবেন যথা, —ব্রহ্মক্ষত্রবিশাং কন্যা পূজ্যাঃ নান্যাঃ কদাচন! উত্তম অধিকারীগণ সর্ব্বজাতীয়া শক্তিই পূজা করিতে পারিবেন। যথা, শক্তয়ঃ সর্ব্বজাতীয়াঃ পূজনীয়াঃ ন সংশয়ঃ। বিশেষ বৈদুষ্যাদ্যুতাঃ সর্বা এব কুলাঙ্গনাঃ। পরন্তু সাধনে শ্রেষ্ঠজাতীয় শক্তিগ্রহণ করা নিষিদ্ধ। যথা নিরুত্তরতন্ত্রে,—শ্রেষ্ঠবর্ণোদ্ভবং রম্ভাং সাধনে নৈবসাধয়েৎ। সাধয়েৎ সিদ্ধিহানিঃ স্যাৎ রৌরবং নরকং ব্রজেৎ। শক্তিপূজায় জাতিবিচার নিষিদ্ধ আছে; তাহা ব্রহ্মণাদি শ্রেষ্ঠ জাতীয়ের অন্যান্য জাতীয়া শক্তিকে অবহেলা করার বিরুদ্ধে ব্যবস্থাপিত। নিরুত্তর তন্ত্রে আছে,—শ্রীবিদ্যা চ ন সিদ্ধন্তি ব্রাহ্মণীগমনং বিনা। ইহা ব্রাহ্মণের পক্ষেই ব্যবস্থাপিত। যথা,—সর্ব্বাবস্থাং পরিত্যজ্য সাধয়েদ্দ্বিজজাং দ্বিজঃ। এতদ্ব্যতীত নটী, কাপালিকী, বেশ্যা, রজকী, প্রভৃতি সংজ্ঞা জাতিগত নহে। সকল জাতীয় শক্তিই কার্য্যভেদে এই রূপ ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়েন। যথা— আসাং কার্য্যবিভেদতঃ। চতুর্ব্বর্ণোদ্ভবানাঞ্চ এতাঃ সংজ্ঞাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। শ্রেষ্ঠজাতীয়া শক্তিকে কেবল পূজা করা যাইতে পারে। অনভিষিক্তা শক্তিকে চক্রে বসান নিষেধ। কিন্তু সংক্ষেপে অভিষেক বা শোধন করিয়া লইয়া বসান যাইতে পারে। যথা নিরুত্তরতন্ত্রে. নীতিষিক্তো বসেচ্চক্রে নাভিষিক্তা চ কৌলিকী। বসেচ্চ রৌরবং যাতি সত্যং

সত্যং ন সংশয়ঃ। নানাবীরাশ্রিতা ও পশুসঙ্গতা শক্তিও অগ্রাহ্য যথা— নানাবীরাশ্রিতা বেশ্যা পশুসঙ্গগতা চ যা। বর্জ্জনীয়া প্রযত্নেন কুলসাধনকর্ম্মণি। এক্ষেত্রেও শোধন করিয়া লওয়া যাইতে পারে। যথা কৌলাবলীতে,—দীক্ষিতা মনুনা যেন কেন মূলেন বা পুনঃ। কুলসাধনে বিধবাকে পূজা করাও নিষিদ্ধ। কিন্তু সংক্ষেপে অভিষেক করিয়া লওয়া যায়। যথা শ্যামারহস্যে,—শিবহীনা চ যা শক্তির্দূরে তাং পরিবর্জ্জয়েৎ। অভিষেকাত্ত্বেবং শুদ্ধিমন্ত্রোচ্চারণতঃ শ্রুতৌ। পূজার্হা শক্তি পতিহীনা হইলেও পূজা করিবে যথা নিরুত্তরতন্ত্রে,—পূজার্হাসা মহেশানি পতিহীনা প্রপূজয়েৎ। ত্যজ্যাশক্তি যথা কৌলিকার্চ্চনন্ত্রিকা,—ব্যঙ্গাঙ্গীং বিকৃতাঙ্গীংচ ন্যূনাঙ্গীমধিকাং তথা। গুর্ব্বিণীঞ্চ রজোহীনাং কেশদন্ত বিবর্জ্জিতাং ক্রন্দিতাং রোষিতাং দুষ্টাং রোগশোক সমাকুলাং। নিদ্রালস্যবৃতাং ক্রূরাং নিষ্ঠুরাং পরিবর্জ্জয়েৎ অর্থাৎ ব্যঙ্গাঙ্গী, বিকৃতাঙ্গী, ন্যূনাঙ্গী, অধিকাঙ্গী, গর্ভিণী, রজোহীনা, কেশ ও দন্তহীনা, ক্রন্দনকারিণী, রুষ্টা, দুষ্টা, রোগাতুরা, শোকাকুলা, নিদ্রা ও আলস্য যুক্তা, ক্রুরা ও নিষ্ঠুরা শক্তি বর্জ্জন করিবে। কুলার্ণবে ত্যজ্যা শক্তি যথা,—দুষ্টোগ্রা কর্কশা স্তব্ধা কুৎসিতা কুলদূষিতা। পরাধীনা ভাবহীনা দুরাচারাতুরালসা। নিদ্রাসক্তাতিদুর্ম্মেধা হীনাঙ্গী ব্যাধিপীড়িতা। দুর্গন্ধা দুঃখিতা মূঢ়া বৃদ্ধোন্মত্তরহস্যভিৎ। কুর্তকা কুৎসিতা লাপা নির্লজ্জা কলহপ্রিয়া। বিরূপোন্মার্গগা দুষ্টা পঙ্গুঅন্ধবিকৃতাননা। ঈদৃশীং মন্ত্রযুক্তাঞ্চ শক্তিযোগে বিবর্জ্জয়েৎ। কৌলাবলীতে,—গুরোঃ স্নুষা চ কন্যা চ স্বপত্নী মন্ত্রপুত্রিকা। এতস্যা রমণং বর্জ্জ্যং ব্রহ্মবিন্মানসেন চ। কৌলিকস্য চ পত্নী বৈ সাক্ষাৎ সিদ্ধিশ্বরী শিবা। তস্যা রমণমাত্রেন কৌলিকো নারকী ভবেৎ। মাতাপি গৌরবাদ্বর্জ্জ্যা, ইত্যাদি। পরন্তু পরশক্তি গ্রহণকালে সদাশিবের আদেশের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে যথা নিরুত্তরতন্ত্রে,—সিদ্ধমন্ত্রী কুলাচারে পরযোষাং প্রপূজয়েৎ। কৌলাবলীতে আছে— গর্ভনিঃসারকালে তু বালকো হি দিগম্বরঃ জননীজঠরাদ্যোনিরন্ধ্রদ্বারাদ্বহির্ভবন্। জননীযোনিসম্বন্ধং স্বতঃ সিদ্ধোহপি গচ্ছতি! এবং বিচার্যমানে হি কো ন স্যাদ্গুরুতল্পগঃ। নির্বিকারতয়া নাত্র ভবেৎস্যাদন্যথা ততঃ। অতএব যদা যশ্য বাসনা কুৎসিতা ভবেৎ। তদা দোষায় ভবতি নান্যথা দূষণং ক্বচিৎ। নির্ব্বিকল্পমনা ভূত্বা চিন্ময়ীং সমুপাসয়েৎ। তদারূঢ়েষু বীরেষু কার্য্যাকার্য্যং ন বিদ্যতে। বস্তুতঃ নির্ব্বিকল্পমানসে শক্তিসাধনায় দোষ নাই। 'ভাবেন চুম্বিতা কান্তা ভাবেন দুহিতাননং'।

বিজয়াশোধনং (৩)। বিজয়া পুষ্পভেদেন চতুর্বিধা শ্বেতপুষ্পা ব্রাহ্মণী রক্তপুষ্পা ক্ষত্রিয়া, পীতপুষ্পা বৈশ্যা, কৃষ্ণপুষ্পা শূদ্রা। সম্মুখে ত্রিকোণবৃত্তচতুরস্রমণ্ডলোপরি বিন্যস্তাধারে বিজয়াপাত্রং সংস্থাপ্য শোধয়েৎ। তত্র ঋষ্যাদিন্যাসঃ—ঐঁ সম্বিদা অস্য মন্ত্রস্য দক্ষিণামূর্ত্তির্ঋষিঃ পংক্তিচ্ছন্দঃ সদাশিবো দেবতা সম্বিৎ-সান্নিধ্যারোপণে বিনিয়োগঃ (৪)। ততো ধ্যায়েৎ। ওঁ সিদ্ধাদ্যাং শিববোধিনীং করলসৎ-পাশাঙ্কুশাং ভৈরবীং, ভক্তাভীষ্টবরপ্রদাং সুকুশলাং সাংসারবন্ধোচ্ছিদাং। পীযুষাম্বুধিমন্থনোদ্ভববসাং। সম্বিদ্বিলাসাস্পদাং, বীরারাধিতপাদুকাং সুবিজয়াং ধ্যায়েজ্জগন্মোহিনীম্(৫) ইতি ধ্যাত্বা বিজয়াং প্রত্যেকং শোধয়েৎ। যথা,—ওঁ

---

(৩) অগ্রে বিজয়া নিবেদন পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া পরে পূজাদি করাই বিধেয়। যথা বিমলাতন্ত্রে,— যদ্‌যদ্বিধীয়তে কর্ম্ম সাধকৈঃ কুলকৌলিকৈঃ। তৎপূর্ব্বং বিজয়া গ্রাহ্যং নান্যথা জায়তে ফলং। কৌলিকার্চ্চনচন্দ্রিকায়,—আদ্যমদ্যং বিনা মদ্যং নিষ্ফলং নাত্র সংশয়ঃ। ... বিজয়াত্বাদ্যমদ্যং স্যাৎ...। কৌলাবলীতে, — সম্বিদাসবয়োর্ম্মধ্যে সম্বিদেব গরীয়সী। বিজয়াগ্রহণং কৃত্বা ধ্যানং যঃ কুরুতে নরঃ! তদা ধ্যানময়ী মূর্ত্তিঃ প্রত্যক্ষা তস্য জায়তে! সম্বিৎপ্রয়োগস্তেনেহ পূজাদৌ সাধকোত্তমৈঃ। ইত্যাদি। বিজয়া স্বীকার না করিয়া প্রথম তত্ব স্বীকার এক প্রকার নিষিদ্ধ হইল। এই জন্য বিজয়া আদ্যমদা নামে অভিহিত হইয়াছে। অন্যত্র আছে, তুলসীবর্জ্জিতা পূজা সা পূজা বিফলা ভবেৎ। অর্থাৎ বিজয়া ব্যতিরেকে পূজাই নিষ্ফল। তুলসী বিজয়ার নামান্তর।

(৪) মুণ্ডমালাতন্ত্রোক্ত ঋষ্যাদিন্যাস যথা,—অস্য শ্রীবাগ্‌বাদিনীমন্ত্রস্য ব্রহ্মঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো বাগ্‌বাদিনী দেবতা ঐঁ বীজং সৌঃ শক্তিঃ ক্লীঁ কীলকং বাগ্বাদিনীপ্রীত্যর্থং মম সিদ্ধয়ে জপে বিনিয়োগঃ। শিরসি ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ মুখে, গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি, বাগ্বাদিন্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ মুলাধারে ঐঁ বীজায় নমঃ, পাদয়োঃ, সৌঃ শক্তয়ে নমঃ, সর্বাঙ্গে ক্লীঁ কীলকায় নমঃ।

(৫) বিজয়াধ্যানন্তর যথা,—ওঁ কালিন্দীজলসন্দোহক্রান্তিসন্তাপহারিণীং। বরাভয়সমাযুক্তাং সব্যেতরভূজদ্বয়াং। নানারোগহরাং রৌদ্রীং সর্ব্বসৌধ্যপ্রদায়িনীং। বিজয়াং তামহং বন্দে সিদ্ধাং জ্ঞানময়ীং পরাম্। সময়াচারতন্ত্রোক্ত ধান যথা, ওঁ প্রভুাধিরূঢ়পরিপূরিতভোগমোক্ষমিন্দুপ্রসন্নবদনাং জয়দান ....

সম্বিদে ব্রহ্মসম্ভূতে ব্রহ্মপুত্রি সদানঘে। ভৈরবানাঞ্চ তৃপ্ত্যর্থং পবিত্রা ভব সর্বদা।। ওঁ ব্রাহ্মণ্যৈ নমঃ স্বাহা, ইতি ব্রাহ্মণীং অভ্যুক্ষণেন সংশোধ্য ক্ষত্রিয়াং শোধয়েৎ। যথা,- ওঁ সিদ্ধিমূলি ক্রিয়া (য়ে) দেবি হীনবোধপ্রবোধিনি। রাজপ্রজাবশঙ্করি শত্রুকণ্ঠত্রিশূলিনি।। ঐঁ ক্ষত্রিয়ায়ৈ নমঃ স্বাহা। ইত্যভ্যুক্ষণেন শোধয়িত্বা বৈশ্যাং শোধয়েৎ। ওঁ অজ্ঞানেন্ধনদীপ্তাগ্নির্জ্ঞানাগ্নে জ্ঞানরূপিণি! আনন্দাদ্যাহুতিং প্রীতিং সম্যগ্‌জ্ঞানং প্রযচ্ছ মে।। স্ত্রীঁ বৈশ্যায়ৈ নমঃ স্বাহা। ততঃ শূদ্রাং শোধয়েৎ। ওঁ নমস্যামি নমস্যামি যোগমার্গপ্রদর্শিনি। ত্রৈলোক্যবিজয়ে মাতঃ সমাধিফলদা ভব।। শ্রীঁ শূদ্রায়ৈ নমঃ স্বাহা। ইত্যভ্যুক্ষণেন শোধয়েৎ পৃথক্ পৃথক্ শোধয়িত্বা সর্বাশ্চ শোধয়েৎ। যথা,- ঐঁ অমৃতে অমৃতোদ্ভবে অমৃতবর্ষিণি অমৃতমাকর্ষয়াকর্ষয় সিদ্ধিং দেহি অমুকীং* মে বশমানয় স্বাহা।। ততঃ যং ইতি বায়ুবীজমুচ্চরন্ (মনসা) সংশোষ্য, রং ইতি বহ্নিবীজমুচ্চরন্ (মনসা) দোষান্ সংদহ্য, বং ইতি বরুণবীজমুচ্চরন্ ধেনুমুদ্রাং প্রদর্শ্য অমৃতীকরণং কুর্য্যাৎ (অমৃতময়ীং বিভাবয়েৎ)। ততঃ ষড়ঙ্গৈঃ সকলীকৃত্য (৬) যোনিমুদ্রা প্রদর্শনেন সন্দীপ্য (নিহিততেজাং বিভাব্য) তস্যোপরি সপ্তবারং মূলমন্ত্রং জপেৎ। ততঃ অনতিক্রমিতসংখ্যকান্ যথোক্তান্ শক্তিসাধকান্ চক্রাকারেণ পংক্ত্যাকারেণ বা যথাযথং সন্নিবেশ্য জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠক্রমেণ যথাশক্ত্যা সমভ্যর্চ্য দুগ্ধশর্করামরীচচন্দ্রসংযুতাং বিজয়াং যথাক্রমেণ পরিবেশয়েৎ(৭)। ততঃ কৌলিকাঃ প্রাণায়ামং ঋষ্যাদিন্যাসং করাঙ্গন্যাসৌং চ কুর্য্যুঃ।

শীলাং। আরাধয়ামি বহুশত্রুপরাজয়িত্রীং বিশ্বেশ্বরীং ত্রিভুবনীং বিজয়েতি দেবীম্।।

(৬) দেবতার অঙ্গে ষড়ঙ্গন্যাসকে সকলীকরণ বলে। দেবতার অঙ্গে ষড়ঙ্গ ন্যাস করিতে হইলে দেবতার তত্তৎ অঙ্গ চিন্তা করিয়া ষড়ঙ্গমুদ্রা প্রদর্শনপূর্ব্বক ন্যাস করিতে হইবে। (নিত্যপূজাপদ্ধতি)। যথা কৌলাবলীতে,– অঙ্গষট্‌কস্য মুদ্রাশ্চ ..... ইত্যাদি।

(৭) একাকী চক্রানুষ্ঠান নিষিদ্ধ। বহুসাধক লইয়া অর্থাৎ সশক্তিক

---

* 'অমুকীং এই স্থলে দেবতার নাম বলিতে হইবে।

অষ্টাধিক সাধক লইয়াও চক্রানুষ্ঠান বিধেয় নহে। এস্থলে আটজন সাধক ও আটজন শক্তিতে ষোলজন হইল। ইহার অধিক নিষিদ্ধ। শক্তির লক্ষণ পূর্বেই বলা হইয়াছে (৫০ পৃঃ— ৪পং), এক্ষণে অর্চনযোগ্য সাধকের লক্ষণ কথিত হইতেছে। পাষণ্ড, মূর্খ ও পামরের সহিত অনুষ্ঠান অবিধেয়। যে সকল কৌল কেবল মদ্যপানাসক্ত, স্ত্রীলোলুপ, নিজকর্ম হইতে পরিভ্রষ্ট, অপরাচিত চক্রে কেবল মদ্যপানেই রত, কুলশাস্ত্রের দোহাই দিয়া লোককে প্রতারিত করে এবং পানভোজনে লুব্ধ, তাহাদিগকেই পাষণ্ড বলে। কুলজ্ঞানবিহীন ব্যক্তিকে মুর্খ বলে। যে ব্যক্তি অন্যের বাক্য অবহেলা করিয়া আপনার বুদ্ধিকেই প্রশস্ত বলিয়া বিবেচনা করে তাহাকেই পামর বলে। অপর ত্যজ্য কৌল যথা সময়াতন্ত্রে ও কৌলাবলীতে,— অন্ধ, খঞ্জ, বধির, কুব্জ, ব্যাধিপীড়িত, কুৎসিত, কুনখী, কুষ্ঠগ্রস্ত, ব্যাঙ্গাঙ্গী, বিকলাঙ্গ, শঠ অজ্ঞানী, পতিত, মূর্খ, পাষণ্ড, বহুজল্পক, বহুভোজী ও অসন্তুষ্ট, লুব্ধ, দীন, দুঃখিত, হীনাঙ্গ ও অধিকাঙ্গবিশিষ্ট, বাতুল, চিররোগী, শোক ও মোহাকুল, ত্রস্ত, কামুক, ক্রোধী, খল, নিষ্ঠুর, দুর্মুখ, ক্রূর, মিথ্যাবাদী, পরাপবাদী, পরনিন্দাপরায়ণ, নিকৃষ্ট, দাম্ভিক, ভ্রান্ত, অশান্ত, পরবঞ্চক, শূদ্রযাজক, শীদ্রান্নভোজী, পরাধীন ও নরসেবাপরায়ণ, ত্যক্তদার, নপুংসক ও অনিবেদিতভোজী। যিনি প্রেতশ্রাদ্ধের অন্ন ভক্ষণ করেন ও তীর্থে দান গ্রহণ করেন, অশীত্যূর্দ্ধবয়স্ক দন্তহীন জরাগ্রস্ত ব্যক্তি (অর্থাৎ অতি বার্দ্ধক্যবশতঃ বিভ্রান্তচিত্ত) এবং আত্মপ্রশংসক ও ধূর্ত্তকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিবে না। জপপূজাবিহীন ভ্রষ্ট সাধকেরও অর্চ্চনা নিষিদ্ধ।

এক্ষণে চক্রে উপবেশন বিধি কথিত হইতেছে। যুগ্ম যুগ্ম সাধকশক্তিকে পৃথক্ পৃথক্ আসন দিতে হইবে। কারণ একাসনে বসিয়া অনুষ্ঠান করিলে নিরয়গামী হইতে হয়। এইরূপ একপাত্রে একাধিক সাধক বা শক্তির পানও নিষিদ্ধ। শক্তিদিগের স্বতন্ত্র স্থানে ও সাধকদিগের স্বতন্ত্র স্থানে অথবা তাঁহাদিগের ইচ্ছানুসারে যুগ্ম যুগ্মক্রমে উপবেশন করাইতে হইবে। প্রথমে স্বদক্ষিণে গুরুশক্তি ও তাঁহার দক্ষিণে গুরুকে উপবেশন করাইয়া তাঁহাদের আজ্ঞা লইয়া অন্যান্য শক্তি-সাধককে যথারীতি জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ ক্রমে বসাইবে। গুরুপুত্র, গুরুভ্রাতা ও গুরুবংশসম্ভূত সাধককে গুরুশক্তির বামে নিজ দক্ষিণে বসাইতে হইবে। তৎপরে জ্ঞানজ্যেষ্ঠ ও তপোজ্যেষ্ঠ সাধকদিগকে দক্ষিণে বসাইবে। নিজশক্তিকে স্ববামে বসাইয়া তৎপরে কনিষ্ঠদিগকে বামে বসাইবে। মাতা, তপোজ্যেষ্ঠা শক্তি ও মান্যার্হ শক্তিকে দক্ষিণে বসাইতে হয়। স্বশক্তিকে দক্ষিণে.........................

বসাইতে নাই দক্ষিণে বসাইলে তিনি মাতৃস্বরূপা হন ও আর তিনি পঞ্চমাহ্য হন না। দক্ষিণে উপবেশনযোগ্যা শাক্তিদিগকে বামে বসাইলে গুরুপত্নী-অতিক্রম দোষ জন্মে।

এইরূপ ভাবে উপবেশন করাইয়া সাধকদিগের ললাটে গন্ধচন্দন দ্বারাও শক্তিদিগের ললাটে অক্ষত সহিত গন্ধচন্দনাদি দ্বারা তিলকদান পূর্ব্বক সামর্থ্যানুসারে গন্ধপুষ্পবস্ত্রাদি দ্বারা তাঁহাদিগকে অর্চ্চনা করিবে।

এক্ষণে পরিবেশনক্রমে কথিত হইতেছে। যথা কৌলিকার্চ্চনদীপিকাধৃত সময়াতন্ত্রে,—গুরুশক্তৌ চ গুরবে স্বশক্তৌ চ ততঃ পরম্। ততো দক্ষস্থজ্যেষ্ঠেভ্যঃ কনিষ্ঠেভ্যস্ততঃ পরম। স্বপাত্রে চ সমাদায় ততঃ সমায়িকৈঃ সহ। ধ্যাত্বা স্তুত্বা নমস্কৃত্য জুহুয়াৎ কুণ্ডলীমুখে। অর্থাৎ প্রথমে গুরুশক্তির পাত্রে পরিবেশন করিবে, পরে গুরুপাত্রে, পরে নিজশক্তিপাত্রে, তৎপরে দক্ষস্থিত জ্যেষ্ঠ সাধকপাত্রে ও তদন্তে বামদিকে উপবিষ্ট সাধকপাত্রে পরিবেশন করিবে; এবং সর্বশেষ স্বপাত্রে লইতে হইবে। শ্রীকুলের সাধকগণ অগ্রে গুরু ও পরে গুরুশক্তির অর্চ্চনা করিবেন। কিন্তু বিষ্ণুক্রান্তায় সকলেই কালীকুল অনুসারে কার্য্য করিবেন। পরন্তু সাধক সম্প্রদায়ে প্রচলিত নিয়ম এই যে প্রথমে গুরুশক্তি ও গুরুপাত্রে পরিবেশন করিয়া উক্ত ক্রম অনুসারে শক্তিদিগের পাত্রে পরিবেশনপূর্বক তদন্তে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠক্রমে সাধকবর্গের পাত্রে পরিবেশন করেন। কৌলাবলীতেও আছে,—কুলামৃতরসং পূর্ণং গুরবে তদনন্তরম্। যোবিদ্ভ্যস্ত্বশেষন্তু বীরেভ্যশ্চ ততঃপরং। পাত্র স্বীকারকালেও শক্তিদিগের পাত্র স্বীকারের পর সাধকগণ পাত্র গ্রহণ করেন। যথা তন্ত্রান্তরে,—গুরবে চ নিবেদ্যাথ শক্ত্যৈ দত্ত্বা স্বয়ং হরেৎ। শ্যামারহস্যে—স্বশক্তির বীরশক্তিং বা দীক্ষিতাং গুরুমগ্রণীম্। পায়য়িত্বা পিবেদ্দ্রব্যং ইতি শাক্তস্য নির্ণয়ঃ। কোন কোন সম্প্রদায়ে দৃষ্ট হয় যে গুরু উপস্থিত না থাকিলে তাঁহারা স্বপাত্রেই গুরুপাত্র কল্পনা করিয়া অগ্রে স্বপাত্রে পরিবেশন করেন। তাঁহাদের কথিত প্রমাণ যথা,—যদি তত্রাবিদ্যামানঃ শ্রীনাথঃ করুণাময়ঃ। তদা স্বপাত্রং দেবেশি গুরুপাত্রং প্রকল্পয়েৎ।' কিন্তু এ প্রমাণ আমরা প্রাপ্ত হই নাই; এজন্য আমরা ইহা সমীচীনরূপে গ্রহণ করিতে পারিলাম না। অধিকন্তু যদিই এরূপ প্রমাণ কোথাও থাকে তাহা হইলে সেই পাত্রস্থ দ্রব্য জলে বিসর্জ্জন করিতে হইবে। স্বয়ং গ্রহণ করিলে গুরুদ্রব্য অপহরণদোষ জন্মে। যথা কৌলিকার্চনদীপিকায়,—শক্ত্যভাবে কুলেশানি তৎপাত্রস্থ জলে ক্ষিপেৎ। গুরোরভাবে তৎপাত্রং যথা তোয়ে বিনিঃক্ষিপেৎ। ভাবচূড়ামণিতে,—সাক্ষাৎ যদি গুরুর্নস্যাত্তদা তোয়ে বিসর্জ্জয়েৎ। পরন্তু যদি ....

অথ সাধকঃ সমর্থশ্চেৎ তৈঃ সহ বিজয়াং ধ্যাত্বা স্তুত্বা নমস্কৃত্বা চ (৮) তালত্রয়েন বামপার্ষ্ণিঘাতত্রয়েন চ বিঘ্নান্ বিদূর্য্য ছোটিকাভির্দ্দশদিগ্বন্ধনঞ্চ কৃত্বাদিব্যদৃষ্ট্যা দিব্যান্ বিঘ্নানুৎসার্য্য শিরসি গুরুচতুষ্টয়ং হৃদি ইষ্ট-....................

কোন সাধক মহাপাত্র আনয়ন করেন তাহা হইলে সেই পাত্রেই প্রথমে পরিবেশন করিতে হইবে।

এক্ষণে সাধকগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ নিরূপিত হইতেছে। শ্রীচক্রে বর্ণভেদ বিচার নাই। সকলেই ব্রাহ্মণসদৃশ। পূর্ণাভিষিক্ত অপেক্ষা ক্রমদীক্ষিত জ্যেষ্ঠ ক্রমদীক্ষিত হইতে সাম্রাজ্যদীক্ষিত শ্রেষ্ঠ, এইরূপ উচ্চসংস্কারাপন্ন সাধকই অন্য সাধক অপেক্ষা জ্যেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। কৌলিকার্চনদীপিকাতে আছে,—জ্ঞানবৃদ্ধান্ তপোজ্যেষ্ঠান্ স্বদক্ষিণে সমর্চয়েৎ। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সমান সংস্কারাপন্ন সাধকবর্গের মধ্যে জ্ঞানবৃদ্ধ পাজ্যেষ্ঠ সাধকই জ্যেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। পরন্তু তপস্যানিরত তুল্য সাধকবর্গের মধ্যে কুলশাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন সাধকই জ্যেষ্ঠ। যথা,—শাস্ত্রজ্ঞানবিহীনোহজ্ঞো জপপূজারতো যদি। স তু কৌলঃ কনিষ্ঠঃ স্যাদিত্যাদি। সর্বজাতীয় সমানগুণসম্পন্ন সাধকের মধ্যে যিনি পূর্বে দীক্ষিত হইয়াছেন তিনিই জ্যেষ্ঠ। যথা কুলার্ণবে,—দ্বিজোহপি দীক্ষিতঃ পশ্চাদন্ত্যজঃ পূর্বদীক্ষিতঃ। দ্বিজঃ কনিষ্ঠঃ স জ্যেষ্ঠ ইতি শাস্ত্রস্য নির্ণয়ঃ। সমুদায় সাধক হইতে গুরুবংশসম্ভূত সাধক জ্যেষ্ঠ, তদপেক্ষা গুরুভ্রাতা জ্যেষ্ঠ, তদপেক্ষা গুরুপুত্র জ্যেষ্ঠ এবং সর্বাপেক্ষা গুরুপত্নী ও গুরু জ্যেষ্ঠ। জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের মধ্যে সাধক যেরূপ ভাবে গৃহীত হইবেন তাঁহার শক্তিও বিনা বিচারে তৎসদৃশী হইয়া তাঁহার বামে উপবেশন করিবেন। কিন্তু সকল সাধকেরই আপনাকে অন্য সাধক অপেক্ষা কনিষ্ঠ জ্ঞান করা উচিত। যথা কুলার্ণবে,—অহং গুরুরহং জ্যেষ্ঠস্ত্বং বেত্মীতি গর্বিতঃ। অহমেব গতির্যেষাং কৌলিকা ন ভবন্তি তে।

(৮) বিজয়ার ধ্যান পূর্বেই লিখিত হইয়াছে (৫৩পৃঃ - ৩পং) বিজয়ার দশনামস্তোত্র যথা -সুমিত্রা শূলিনী দেবী বিজয়া চর্চিতা পরা। অমৃতা তুলসী তুঙ্গা তেজোময়ী সুরেশ্বরী। এতানি দশনামানি করে কৃত্বা পঠেত্তু যঃ। দুঃখদারিদ্র্যনাশঃ স্যাৎ পরং জ্ঞানবাপ্নুয়াৎ। আনন্দাখ্য স্তব যথা—আনন্দনন্দনীং বন্দে সদানন্দ-পদদ্বয়ে। আনন্দকন্দলীং বন্দে স্বচ্ছন্দবোধরূপিণীং। কলয়তি কবিতাং মহতী কুরুতে স্বাত্মদর্শনং লীলায়া অপহতি দুরিতনিলয়ং কিং কিং ন করোতি সম্বিদুল্লাসঃ। সম্বিদাসবয়োর্ম্মধ্যে সম্বিদেব গরীয়সী। ভক্ষিতা ভবনাশায় নির্গন্ধা বোধরূপিণী। সুসম্বিৎশূলিনী দেবী বিজয়

দেবতাঞ্চ যথাশক্ত্যা তর্পয়েৎ (১)। ততঃ(বীজ) 'এষা শর্করামরীচাদি-সংযুতা সম্বিদা অমুকদেবতায়ৈ নিবেদয়ামি, ইত্যভ্যুক্ষণেন নিবেদ্য বামহস্ত ত্রিখণ্ডমুদ্রোপরি দক্ষিণহস্তযোগেন বিজয়াপাত্রং ধৃত্বা 'জুহোমি' ইতি প্রার্থিতানুমতিঃ কৌলিকৈঃ 'জুষস্ব' ইত্যনুজ্ঞাতঃ সহস্রারে গুরুং ধ্যায়ন্ মূলাধারাৎ কুলকুণ্ডলিনীং আজিহ্বাং ইষ্টদেবতাস্বরূপাং ধ্যাত্বা আত্মানং কুলকুণ্ডলিনীময়ঞ্চ ধ্যাত্বা, 'ঐঁ বদ বদ বাগ্বাদিনি মম জিহ্বাগ্রে............

সম্বিদাঙ্কুরা। বৈষ্ণবী তুলসী তুঙ্গা তেজোবল্লী রসেশ্বরী। বিমর্ষা শ্বেতবক্তা চ লক্ষ্মীদেবী মহোদরী। সময়া মোহিনী চৈব সিদ্ধিমূলী মহৌষধী। মাতুলানী সিদ্ধিরূপা সিদ্ধিধাত্রী সরস্বতী। বাগ্বাদিনী সদানিত্যা আনন্দপদদায়িনী। যানি চৈতানি নামানি সেবয়ে সিদ্ধিমূলিকাং। সমাপ্নোতি পরাং বিদ্যাং ভুক্তিং মুক্তিঞ্চ বিন্দতি। পাণ্ডিত্যঞ্চ কবিত্বঞ্চ মন্ত্রসিদ্ধিঞ্চ বিন্দতি। ইতি। ত্রৈলোক্যবিজয়াখ্য একবিংশতিনামস্তোত্র যথা,— ত্রৈলোক্যবিজয়া সিদ্ধা সিদ্ধিঃ স. সিদ্ধিমূলিকা। জ্ঞানং সম্বিৎ সম্বিদা চ শ্যামা ভঙ্গা রসায়না। যোগদা যোগিনীসেব্যা যোগমার্গপ্রকাশিনী। ব্রহ্মাণী ব্রহ্ম সম্ভূতা ব্রহ্মানন্দপ্রদায়িনী। বাগদেবতাবশকরী বিজয়া বিজয়প্রদা। সমাধিবরদাজ্ঞান নাশিনীত্যেকবিংশতিঃ। বিজয়াপ্রণাম যথা,— ওঁ সম্বিদ্দেবিগরীয়সীং গুণনিধিং বৈগুণ্যবিধ্বংসিনীং। মায়ামোহমদান্ধকারশমনীং তাপত্রয়োন্মূলিনীং। বন্দে বীরমুখাম্বুজবিলসিনীং সম্বোধিনীং দীপিকাং। ব্রহ্মজ্ঞান মন্ত্রে বিবেকবিজয়ে বিজ্ঞানমূর্ত্তে নমঃ।

(১) উত্তরতন্ত্রে ও বিজয়াতন্ত্রে গুরুতর্পণ তিনবার ও ইষ্টদেবতা তর্পণ সাতবার করিয়া করিবার বিধি আছে। পরন্তু সাধক ইচ্ছায় বা অসামর্থ্যে বিজয়া বা পরামৃততর্পণ সর্বত্র একবার করিয়াও করিতে পারেন। যথা কৌলাবলীতে,—তর্পণঞ্চাষ্টধা কার্য্যং সকৃদ্বাপি যথেচ্ছয়া। আচারসারে,— ত্রিবারং তর্পয়েদ্ভক্ত্যা সকৃদ্বাপি নিজেচ্ছয়া। বিজয়ার তর্পণ করিতে হইলে উভয় হস্তে তত্ত্বমুদ্রার যোগে শর্করামরীচাদিসংযুক্ত সম্বিদা লইয়া মস্তকে গুরুচতুষ্টয়ের তর্পণ করিতে হইবে যথা,—(পাদুকা) সশক্তিকগুরু শ্রীঅমুকানন্দনাথ অমুকীদেব্যম্বা-শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ। এই মন্ত্রে উর্দ্ধমুখ ত্রিকোণ অঙ্কিত করিয়া মস্তকে তর্পণ পূর্বক সম্মুখে পাত্রেকস্থ জলে গুরুকে চিন্তা করিয়া তদুদ্দেশে সমর্পণ করিতে হইবে। ঐরূপে পুনরায় সম্বিদা গ্রহণ করিয়া ....

স্থিরীভব সর্ব্বসত্ত্বশঙ্করী স্বাহা' (১০) ইত্যনেন সঙ্কেত মুদ্রয়া কুণ্ডলিনী-মুখে জুহুয়াৎ। অন্যেঽপ্যেবং কুর্য্যুঃ।

অথ সাধকঃ দেবীধ্যানপরায়ণঃ অষ্টোত্তরশতং মূলং জপ্তা শক্তি-সাধকান্ সর্ব্বং জগদিদঞ্চ অদ্বৈতভাবেন দেবীরূপং বিভাব্য শক্তিসাধকেভ্যঃ তোয়তাম্বুলং দত্ত্বা প্রণম্য চ তেষাং অনুজ্ঞামাদায় পূজামারভেৎ।

অথাত্র (১১) কলশং * স্থাপয়েৎ (১২) তদযথা, —স্ববামে দেবতা দক্ষিণে বিন্দুষট্‌কোণবৃত্তচতুরস্রমণ্ডলং বিলিখ্য সামান্যার্ঘ্যোদকেন অভ্যুক্ষ্য ....

(পাদুকা) সশক্তিকপরমগুরু-শ্রীঅমুকানন্দনাথ-অমুকী-দেব্যম্বা-শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ। এই মন্ত্রে পূর্বের ন্যায় তর্পণ করিবে। এইরূপ পরাপরগুরু ও পরমেষ্ঠিগুরুর তর্পণ করিয়া ঐরূপ সম্বিদা লইয়া ইষ্টদেবতার তর্পণ করিবে। যথা,— (বীজ) শ্রীঅমুকীং দেবীং তর্পয়ামি স্বাহা। এই মন্ত্রে অধোমুখ ত্রিকোণ অঙ্কিত করিয়া হৃদয়ে তর্পণ পূর্বক উক্ত পাত্রস্থিত জলে দেবীযন্ত্র ভাবনা করিয়া দেবতার মুখে তর্পণ করিবে।

(১০) সম্বিদাসেবনের মন্ত্রান্তর যথা,— ওঁ জয় জয় বিজয় বিজয় পরব্রহ্ম স্বরূপিণি। সর্বজনং মে বশমানয় হ্রীঁ ফট্ স্বাহা।

(১১) কৌলিকার্চনদীপিকাকার সামান্যকাণ্ডে আসনস্থাপনান্তে গুরু-প্রণামাদির পর (নিত্যপূজা দ্রষ্টব্য) বিজয়া শোধনান্তে স্বীকারের পর সামান্যকাণ্ডের অবশিষ্টাংশ ও দেবীর পূজা কাণ্ডের পীঠপূজা পর্য্যন্ত সম্পাদন করিয়া সুধাঘট স্থাপনের উল্লেখ করিয়াছেন। তেষামনুজ্ঞামাদায় ততঃ পূজাং সমারভেৎ। অর্থাৎ তাম্বুলদান ও প্রণামান্তে শক্তিসাধকগণের অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া পূজা আরম্ভ করিবে। এই জন্যই সম্বিদা সেবনের পর অবশিষ্ট পূজাকাণ্ডের বিধি দিয়াছেন। পরন্তু যে বাহ্যপূজার জন্য এতদনুষ্ঠানের আয়োজন, তাহা দ্বিতীয় ধ্যানান্তে আবাহন, প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও উপচারদানাদিতেই প্রকৃতপ্রস্তাবে আরম্ভ হইতেছে। এই জন্য আমরা পীঠপূজার পরেই বিজয়া শোধন উল্লেখ করিলাম। বিজয়াকল্পে,—সম্বিদাসবয়োর্ম্মধ্যে সম্বিদেব গরীয়সী। সম্বিৎপ্রয়োগস্তেনাদৌ কর্ত্তব্য) সাধকোত্তমৈঃ। অর্থাৎ সম্বিদা ও আসবের মধ্যে সম্বিদাই শ্রেষ্ঠ। এই জন্য (সম্বিদা ও আসব প্রয়োগের) প্রথমেই সম্বিৎ-প্রয়োগ কর্ত্তব্য। ইহা দ্বারাই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে সুধাঘট স্থাপনের অব্যবহিত পূর্ব্বে সম্বিৎপ্রয়োগ করায় পদ্ধতির ক্রম উল্লঙ্ঘন হয় না।...........................

ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে আধারশক্তয়ে নমঃ ইতি মণ্ডলে সংপূজ্য 'ফট্' ইতি ক্ষালিতাধারং (১৩) 'নমঃ' ইতি মণ্ডলোপরি সংস্থাপ্য ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ, ইত্যাধারং সংপূজ্য 'ফট' ইতি কলশং প্রক্ষাল্য সিন্দুররক্তবস্ত্ররক্তমালাদিনা ভূষয়িত্বা দেবীবুদ্ধা 'নমঃ' ইতি মন্ত্রেণ আধারোপরি স্থাপয়েৎ। ততঃ, ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ, ইতি ঘটে সংপূজ্য মূলমন্ত্রবিলোমমাতৃকামুচ্চরন্ কলশং কারণেনাপূর্য্য (১৪) ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে উং সোম-...............

---

(১২) সাধক বিত্তশাঠ্য না করিয়া নিজ সামর্থ্যানুসারে সুবর্ণনির্ম্মিত, রজতনির্মিত, তাম্রনির্মিত, কাংস্যনির্মিত, কাচসম্ভব, পাষাণনির্মিত, অথবা মৃত্তিকাঘটিত অচ্ছিদ্র ঘটে দেবতার অর্চ্চনা করিবেন। মোক্ষের নিমিত্ত সুবর্ণনির্মিত ঘট প্রশস্ত, রজত নির্মিত ঘট ভোগদ, তাম্রের ঘট দেবতার প্রীতিদায়ক, কাংস্যজ পুষ্টিবর্দ্ধনকারী, বশীকরণে কাচসম্ভব, স্তম্ভনে পাষাণ ঘটিত এবং মৃন্ময় ঘট সকল কার্য্যেই প্রশস্ত। ঘটের বেষ্টন ছত্রিশ অঙ্গুলি পরিমাণ উচ্চতা ষোড়শাঙ্গুল হইবে। তাহার কণ্ঠ চতুরঙ্গুলবিস্তার ও মুখ ষড়ঙ্গুল পরিমিত বিস্তৃত হইবে। কেন কোন স্থলে মুখের বিস্তার অষ্টাঙ্গুল করিবার বিধি আছে। ঘটের তলদেশে পঞ্চাঙ্গুল বিস্তৃত হইবে। তন্ত্রে কথিত আছে সাধকের মধ্যমাঙ্গুলির মধ্যপর্ব্বের পরিমাণকে এক অঙ্গুলি কহে।

(১৩) সর্ব্বত্রই আধার ত্রিপদ, চতুষ্পদ, ষট্পদ বার্ত্তুলাকার করিবার বিধি আছে।

(১৪) কোন কোন সম্প্রদায়ে প্রথমে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পরে বিলোম মাতৃকা বিন্দুযুক্ত করিয়া পাঠ করিতে করিতে কলশপূর্ণ করেন। এবং কোন

কলাং কলাং গৃহীত্বা তু দেবানাং বিশ্বকর্ম্মণা।
নির্ম্মিতোহয়ং স বৈ তস্মাৎ কলশস্তেন কথ্যতে।

অর্থাৎ বিশ্বকর্মা দেবতাদের এক এক কলা অর্থাৎ অংশ গ্রহণ করিয়া কলশ তৈয়ারী করিয়াছিলেন।

বৈধকলশাদির বিবরণ প্রায় সকল তন্ত্রেই পাওয়া যায়- কৌলাবলীতে আছে—তত্র সংস্থাপয়েৎ কুম্ভং সৌবর্ণং রাজতন্তথা। তাম্রং ভূমিময়ংবাপি যদ্বা লৌহ বিবর্জ্জিতম। সৌবর্ণং ভোগদং প্রোক্তং রাজতং মোক্ষদং ভবেৎ। কাংস্যং শান্তিকরঞ্চৈব মৃন্ময়ং পুষ্টিদং তথা। ইত্যাদি...

মণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ, ইতি কারণে সংপূজ্য রক্তবস্ত্রমাল্যাদি-ভিরলঙ্কৃতং কারণামৃতপুরিতং ঘটং স্বেষ্টদেবতাস্বরূপং পঞ্চমুদ্রাভিঃ প্রণমেৎ। যথা,—ভূমৌ সকলাঙ্গুলিভিঃ সম্যক্ করতলদ্বয়ং দত্ত্বা 'হ্রীঁ নমঃ' ইতি তদুপরি প্রণমেৎ। মুদ্রেয়ং চতুরস্রিকা। ১ ভূমৌ পুটাকারং করতলদ্বয়ং দত্ত্বা 'হ্রীঁ নমঃ' ইতি প্রণমেৎ। ইয়ং সংপুটাখ্যা। ৩। ভূমৌ কনিষ্ঠাদ্বয় মূলন্যস্তবৃদ্ধাঙ্গুলিকাঞ্জলিনা 'ব্লুং নমঃ ইতি প্রণমেৎ। ইয়ং সংপুটাঞ্জল্যাখ্যা। ৪। ততঃ ভূমৌ যোনিমুদ্রাং নিধায় 'সঃ নমঃ' ইতি প্রণমেৎ। ইতি যোন্যাখ্যা। ইতি পঞ্চমুদ্রাপ্রণামাঃ (১৫)।

ততঃ কুম্ভসমীপে সিন্দুররক্তচন্দনকুঙ্কুমাদিনা হূঁ গর্ভত্রিকোণবৃত্ত-চতুরস্রমণ্ডলং বিলিখ্য তদুপরি, হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে সর্বপথিকদেবতাভ্যো নমঃ, ইতি সংপূজ্য তত্র সহেতুং সামিষান্নং বলিং নিধায় (১৬) হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বপথিকদেবতাভ্যো নমঃ এষ বলিঃ সর্বপথিকদেবতাভ্যো নমঃ ইতি

কোন সম্প্রদায়ে বিন্দুযুক্তবিলোমমাতৃকার প্রত্যেক বর্ণের অন্তে বীজ উচ্চারণ করিয়া ঘটপূরণ করেন। পরন্ত শোষোক্ত বিধি আমরা দেখিতে পাইলাম না। বরং প্রথমোক্ত বিধিই স্পষ্টরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা —কৈবল্যতন্ত্রে, ততস্তস্মিন্ কারণন্তু মূলেনৈব চ স্থাপয়েৎ। মাতৃকার্ণৈর্দেবেশি বিপরীতেন চৈব হি। মহানির্ব্বাণতন্ত্রে,— ক্ষকারাদ্যৈরকারান্তৈর্বর্ণৈর্ব্বিন্দুবিভূষিতৈঃ। মূলমন্ত্রত্রিজাপেন পুরয়েৎ কারণেন তং। ইহার দ্বারা বিপরীত-মাতৃকা উচ্চারণের পূর্বে তিনবার মূলমন্ত্র পাঠের বিধান দেওয়া হইল। এই কারণের অভাবে বা অসামর্থ্যে অনুকল্পও ব্যবহৃত হইতে পারে। বিজয়া, তক্র, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, জল, শর্করা, কাঞ্জিক, গুড়, আর্দ্রকরস, সগুড় বদয়, তাম্রপাত্রে ঘৃত ব্যতীত গব্য অথবা মধু কাংস্যপাত্রে নারিকেলোদক প্রভৃতি কারণের অনুকল্প।

(১৫) কৌলাবলীতে, নিরুত্তরতন্ত্রে ও কৌলিকার্চ্চনদীপিকাতে এই পাঁচটি মুদ্রার ভিন্ন ভিন্ন রূপ বীজ দৃষ্ট হয় যথা—কৌলাবলীতে, ১ম দ্রাং। ২য়—দ্রীং। ৩য় —ক্লীঁ। ৪র্থ — ব্লুঁ। ৫ম — সঃ। কৌলিকার্চ্চনদীপিকাতে, ১ম —হ্রীঁ। ২য় — হ্রীঁ ৩য় — হূঁ। ৪র্থ —ব্লুঁ। ৫ম —স্ত্রীঁ। নিরুত্তরতন্ত্রে, ১ম — হ্রীঁ। ২য় — হ্রীঁ। ৩য় — ক্লীঁ। ৪র্থ হূঁ। ৫ম সঃ।

(১৬) এই স্থলে সন্দেহ হইতে পারে যে, অসংস্কৃত দ্রব্যই বুঝি নিবেদিত,

তত্ত্বমুদ্রয়া উৎসৃজ্য বামহস্তেনোদ্ধৃত্য দ্রব্যোপরি ত্রিঃ পরিভ্রাম্য পূজা-স্থানাদ্বহির্দেবতাপশ্চিমদিশি নিঃক্ষিপেৎ। ততো দ্রব্যং মূলমন্ত্রমুচ্চরণ ধূপৈঃ সুধূপিতং কৃত্বা পঞ্চীকরণং কুর্যাৎ যথা,— * 'ফট' ইতি দর্ভেণ সন্তাড্য 'হুঁ' ইত্যবগুণ্ঠ্য মূলেন ভক্ত্যা সংবীক্ষ্য 'নমঃ' (ফট্) ইত্যভুক্ষ্য ('ওঁ ইতি গন্ধং দত্ত্বা) বহ্ন্যাসাপুটেন মূলমন্ত্রমুচ্চরন্ ত্রিঃ সুগন্ধমাজিঘ্রেৎ ইতি। ততঃ 'ওঁ' ইতি কুম্ভে পুষ্পং দত্ত্বা করণে অধোমুখত্রিকোণ চক্রং দক্ষিণাবর্ত্তেন অকথাদিরেখাত্মকং হলক্ষমধ্যগং 'হ্সৌঃ' গর্ভঞ্চ বিলিখ্য (১৭) হ্সৌঃ মণ্ডলায় নমঃ, ইতি তন্মণ্ডলং পূজয়েৎ। ততো দ্রব্যং ব্রহ্মাঋ চা ত্রিধাভিমন্ত্রয়েৎ(১৮) যথা,—ওঁ হংসঃ সুচিষদ্বসুরন্তরীক্ষসদ্ধোতা বেদিষতিথির্দুরোণসৎ। নৃষদ্বরসদৃতসদ্ব্যোমসদব্জা গোজা ঋতজা......

হইল। পরন্তু সামান্যকাণ্ডে সাধারণতঃ সমস্ত দ্রব্যই মূলান্তে ফট্' এই মন্ত্র দ্বার শোধিত হইয়াছে (নিত্যপূজাপদ্ধতি দ্রষ্টব্য)।

(১৭) কুম্ভের মধ্যে কারণে অধোমুখ ত্রিকোণ অঙ্কিত করিয়া সেই ত্রিকোণের বামরেখায় অর্থাৎ সাধকের দক্ষিণ ভাগস্থিত রেখায় অকারাদি ষোড়শ স্বরবর্ণ (অ - অঃ) উর্দ্ধরেখায় ককারাদি তকারান্ত ষোড়শ বর্ণ (ক - ত) ও দক্ষিণরেখায় অর্থাৎ সাধকের বামভাগস্থিত রেখায় থকারাদি সকারান্ত ষোড়শ বর্ণ (থ-স) বিন্দুযুক্ত করিয়া লিখিতে হইবে। পরে অধঃকোণে হং উর্দ্ধের বামকোণে অর্থাৎ সাধকের দক্ষভাগস্থ কোণে লং, এবং দক্ষকোণে অর্থাৎ সাধকের বামভাগস্থ কোণে ক্ষং এই বর্ণ লিখিয়া সেই ত্রিকোণের মধ্যস্থলে হ্সৌঃ লিখিতে হইবে। অর্থাৎ কেবল বর্ণ সমুদায় উচ্চারণ করিতে করিতে বিল্বদণ্ডদ্বারা অভাবে অঙ্গুলিস্পর্শদ্বারা বর্ণ লিখিত হইল ভাবিতে হইবে।

(১৮) দ্রব্য সংস্কারকালে অভিমন্ত্রণার্থে ত্রিবার, পঞ্চবার সপ্তবার প্রভৃতি অসকৃৎ মন্ত্র আবৃত্তির বিধান দৃষ্ট হয়। পরন্তু কুলার্ণবে আছে — একদ্বিত্রিঃ চতুঃপঞ্চ ত্রিচত্বারিকমম্বিকে। সংস্পৃষ্টাভার্চ্চপত্রস্তু পূজয়েদ্ধেনুমুদ্রয়া। ইত্যাদি অর্থাৎ দ্রব্য স্পর্শ করিয়া, একবার হইতে সাতবার বা দ্বাদশবার পাত্রের অভিমন্ত্রণ ও অর্চ্চনাকরিতে হইবে। এতদ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, কলশ স্থাপন বা পাত্র স্থাপনকালে যে যে স্থলে একাধিকবার মন্ত্রপাঠ বা পূজার উল্লেখ আছে, সেই সেই স্থলে অসামর্থ্য একবার করিলেও কোনরূপ দোষ হইবে না।..

আদ্রিজা ঋতং বৃহৎ। * ইতি পঠিত্বা, ওঁ বং বামদেবায় বৌষট্, এতে গন্ধপুষ্পে বামদেবায় নমঃ, ইতি (ত্রিঃ) সংপূজ্য, ওঁ হূঁ পশুপতয়ে অস্ত্রণয় হূঁ ফট্ এতেগন্ধপুষ্পো পশুপতয়ে নমঃ, ইতি (ত্রিঃ) পূজয়েৎ।

ততো দ্রব্যমভিমন্ত্রয়েদ্‌যথা, —ওঁ একমেব পরং ব্রহ্ম স্থূলসূক্ষ্ম ময়ং ধ্রুবম্। কচোদ্ভবাং ব্রহ্মহত্যাং তেন তে নাশয়াম্যহম্। ওঁ সূর্য্য-মণ্ডলসম্ভূতে বরুণালয়সম্ভবে। অমাবীজময়ে দেবি শুক্রশাপাদ্বিমুচ্যতাম্। ওঁ বেদানাং প্রণবো বীজং ব্রহ্মানন্দময়ং যদি। তেন সত্যেন তে দেবি ব্রহ্মহত্যা ব্যপোহতু। ইতি মন্ত্রত্রয়েণ ত্রিধাভিমন্ত্রয়েৎ। ততো ঘটে হস্তং দত্ত্বা পঠেৎ যথা, ওঁ শাং, শীং, শূং, শৈং, শৌং শঃ শুক্রশাপং বিমোচয় অমৃতং স্রাবয় স্রাবয় স্বাহা। ওঁ বাং বীং বূং বৈঃ বৌ বঃ ব্রহ্মশাপবিমোচিতায়ৈ সুধাদেব্যৈ নমঃ। হ্রীঁ, শ্রীঁ ক্রাঁ ক্রীঁ ক্রুঁ ক্রৈঁ ক্রৌঁ ক্রঃ সুধাকৃষ্ণশাপং মোচয় (মোচয়) অমৃতং স্রাবয় স্রাবয় স্বাহা ইতি প্রত্যেকং দশধা ত্রিধা বা একধা জপেৎ। ততো হস্তাভ্যাং কলসমাচ্ছাদ্য ক্রোঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব ইত্যাদিনা অঙ্কুশমুদ্রয়া তীর্থমাবাহ্য, হ্রীঁ ক্রীঁ পরমস্বামিনি পরমাকাশশূন্যবাহিনি চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিভক্ষিণি পাত্রং বিশ বিশ স্বাহা ইতি ত্রিধা পঠিত্বা, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ আনন্দেশ্বরায় বিদ্মহে সুধাদেব্যৈ ধীমহি তন্নোহর্দ্ধনারীশ্বরঃ প্রচোদয়াৎ। ইতি দশধা ত্রিধা বা জপ্ত্বা, হ্রীঁ শ্রীঁ ছাং ছীঁ ছূঁ ছৈঁ ছৌঁ ছঃ ছুরিকাবেতি শোভিনি বিকারমস্য দ্রব্যস্য হর হর স্বাহা। ইতি ত্রিঃ পঠেৎ। ততস্তিরস্করিণীং ধ্যায়েৎ যথা,—ওঁ নীলং

---

* এই মন্ত্রটির নাম হংসবতী ঋক্। ঋগ্বেদ ৪ম, ৪অঃ ৪০ সূঃ ৫ ঋক : যজুর্বেদে ১০।২৪ ও ১২।১৪ এবং ঐতরের ব্রাহ্মণের ৪।২০ তে এই মন্ত্র আছে—ঋগ্বেদের সকল শাখাতে "বৃহৎ' পদটী নাই পরন্তু, যজুর্বেদে ও ঐতরের ব্রাহ্মণে উক্ত পদ দৃষ্ট হয়। যাঁহারা এই সকল মন্ত্রের আবশ্যকতা ও বিশদ অর্থ জানিতে ইচ্ছুক তাঁহারা অস্মৎ সঙ্কলিত মহানির্বাণতন্ত্র পঞ্চমোল্লাস দেখিবেন।

'ব্রহ্মশাপং মোচয় মোচয় অমৃতং স্রাবয়' ইতি পাঠ্যান্তরং।

হয়ং সমধিরুহ্য পুরঃ প্রয়ান্তী নীলাংশুকাভরণমাল্যবিলেপনাঢ্যা। নিদ্রাপুটেন ভুবনানি তিরোদধানা খড়্গায়ুধা ভগবতী পরিপাতু ভক্তান্। ততঃ হ্রীঁ (শ্রী) ক্লীঁ ঐঁ গ্লেঁ তিরস্করিণি সকলজনবাগ্বাদিনি সকলপশু-ব্রাতজন মনশ্চক্ষুঃশ্রোত্রজিহ্বাঘ্রাণোক্তি তিরস্করিণীং কুরু কুরু ঠঃ ঠঃ স্বাহা। ইতি ত্রির্জপেৎ। ততঃ পাবনী মন্ত্রং পঠেৎ যথা—ওঁ পাবমানঃ পরানন্দঃ পাবমানঃ পরোরসঃ! পাবমানং পরং জ্ঞানং তেন ত্বাং পাবয়াম্যহম্। ততঃ পূর্ব্ববৎ (৪৫পৃঃ—১০পং) যং, ইতি সংশোষ্য, রং, ইতিসংদহ্য, বং, ইতি অমৃতীকৃত্য যোনিমুদ্রাং বদ্ধ্বা পরিতঃ কুম্ভে বিভাব্য, হ্রীঁ শ্রী অঁ আং ইং অমৃতে অমৃতোদ্ভবে অমৃতবর্ষিনি অমৃতং স্রাবয় অমৃতং স্রাবয় স্বাহা ইতি পঠিত্বা আং ঙং সং অমৃতেশ্বর্য্যৈ নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে অমৃতেশ্বর্য্যৈ নমঃ। ইতি সংপূজ্য কূর্ম্মমুদ্রাং বদ্ধা মূলং সপ্তধা জপ্ত্বা কর্পূরাদিনা বাসয়েৎ। ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা, ইতি যোনিমুদ্রাঃ প্রদর্শ্য আনন্দভৈরবং ধ্যায়েৎ যথা,- ওঁ সূর্য্যকোটিপ্রতী-কাশং চন্দ্রকোটিসুশীতলং। অষ্টাদশভুজং দেবং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিলোচনং। অমৃতার্ণবমধ্যস্থং ব্রহ্মপদ্মোপরিস্থিতম্। বৃষারূঢ়ং নীলকণ্ঠং সর্বাভরণ-ভূষিতম্। কপালখট্টাঙ্গধরং ঘন্টাডমরুবাদিনম্। পাশাঙ্কুশধরং দেবং গদামুষলধারিণম্। খড়্গখেটকপট্টীশমুদগরৈঃ শূলদণ্ডধৃক্। বিচিত্র খেটকৈর্ম্মুণ্ডবরদাভয়পাণিনম্। লোহিতং দেবেদেবেশং ভাবয়েৎ সাধকোত্তম। তত আবাহন্যাদিমুদ্রয়া আবাহ্য, হসক্ষমলবরযূঁ আনন্দভৈরবায় বষট্, এতে গন্ধপুষ্পে আনন্দভৈরবায় নমঃ, ইতি সংপূজ্য আনন্দভৈরবীং ধ্যায়েৎ যথা,—ওঁ ভাবয়েচ্চ সুধাং দেবীংচন্দ্র-কোট্যযুত প্রভাং। হিমকুন্দেন্দুধবলাং পঞ্চবক্ত্রাং ত্রিলোচনাং অষ্টাদশভুজৈর্যুক্তাং সর্ব্বানন্দকরোদ্যতাম্। প্রহসন্তীং বিশালাক্ষীং দেবেঁদেবেশসম্মুখীম্। কপালখট্টাঙ্গধরাং ঘন্টাডমরুবাদিনীম্। পাশাঙ্কুশধরাং দেবীং গদামুষলধারিণীম্। খড়্গখেটকপট্টীশমু দগরৈঃশূলদণ্ডধৃক্। বিচিত্রখেটকৈর্মুণ্ডবরদাভয়পাণিনীম্। লোহিতাং দেবদেবেশীং ভাবয়েৎ সাধকোত্তমঃ। * ইতি ধ্যাত্বা আবাহ্য, সহক্ষমলবরযীঁ আনন্দভৈরব্যৈ বৌষট্, এতে গন্ধপুষ্পে আনন্দভৈরব্যৈ বৌষট্,

* প্রথম খেটক অর্থে 'ঢাল' দ্বিতীয় 'খেটক' অর্থে বস্ত্র।

ইতি সংপূজ্য মূলাধারে ত্রিকোণে কুলকুণ্ডলিনীং ধ্যাত্বা, সুষুম্নান্তর্গতাং ব্রহ্মপথেন পরমশিবে সমানীয়, হংসঃ সোহহং স্বাহা, ইতি মন্ত্রেণ শিব-শক্ত্যোঃ সমাযোগং বিভাব্য তদুদ্ভবামৃতং কুম্ভে সমাযোগাৎ দ্রব্যং অমৃতময়ং ধ্যাত্বা, ওঁ বাঁ বীঁ বূঁ বৈঁ বৌঁ বঃ বরুণায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে বরুণায় নমঃ। ইতি পূজয়েৎ। ততঃ, পূর্ব্ববৎ যং ইতি সংশোষ্য, রং' ইতি সংদহ্য, বং ইতি অমৃতীকৃত্য ধেনুযোনিমুদ্রে প্রদর্শ্য, ফট্, ইতি উর্দ্ধোর্দ্ধতালত্রয়ং দত্ত্বা ছোটিকাভির্দশদিগ্বন্ধনঞ্চ কৃত্বা পরমীকরণমুদ্রয়া পরমীকৃত্য হূঁ ইত্যবগুণ্ঠ্য ঘটং স্পৃষ্টা বং ইতি বরুণবীজং মূলঞ্চ অষ্টধা জপ্তা দেবতাময়ং ভাবয়েৎ।(১৯)

অথ মাংসাদিকমানীয় ত্রিকোণবৃত্তচতুরস্রমণ্ডলোপরি সংস্থাপ্য ফট্ ইতি সংপ্রোক্ষ্য, হূঁ ইত্যবগুণ্ঠ্য বং ইতি ধেনুমুদ্রয়া অমৃতীকৃত্য মূলমন্ত্রং সপ্তধা জপ্তা তত্র প্রথমং মাংসং (২০) শোধয়েৎ। যথা,—ওঁ প্রতদ্বিষ্ণু স্তবতে বীর্য্যেণ মৃগো ন ভীমঃ কুচরোগিরিষ্ঠাঃ। যস্যোরুষু ত্রিষু বিক্রমণেষ্বধিক্ষিয়ন্তি ভুবনানি বিশ্বা। ইত্যভিমন্ত্র্য,

(১৯) কৌলাবলীতে এই স্থলে দ্রব্যস্নানের বিধি দৃষ্ট হয়। বামহস্তের তত্ত্বমুদ্রায় পূজাদ্রব্যে বিন্দুনিঃক্ষেপান্তে নিজবক্ত্রে বিন্দুক্ষেপ পুরঃসর হস্তদ্বয় মার্জ্জন করিয়া মূলোচ্চারণ পূর্বক সেই হস্ত দ্বারা সর্বাঙ্গ মার্জ্জন করিতে হইবে ইহাই দ্রব্যস্নান। পরন্তু এই বিষয় পরে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে যে, শ্রীপাত্র হইতে পূজাদ্রব্যে বিন্দুক্ষেপ ও আপনাকে প্রোক্ষণ পূর্বক দেবতাময় ভাবনা করিয়া ভোগপাত্র হইতে বিন্দুস্বীকার করিতে হইবে। অতএব পাত্রাদি স্থাপনান্তে বিন্দুস্বীকারের সঙ্গে যথাযথরূপে ইহা সন্নিবেশিত হইবে।।

(২০) মাংসে। মাংস তিন প্রকার জলচর, ভূচর ও খেচর। তন্ত্রে সাধারতঃ স্ত্রী পশুর মাংসই নিষিদ্ধ হইয়াছে। সমায়াচার তন্ত্রে আছে,— ত্যাজ্য স্ত্রীপক্ষিণাং হংসে ঝসে চ কমঠং তথা। অর্থাৎ পক্ষীদিগের মধ্যে হংসী ও জলচরের মধ্যে স্ত্রীজাতীয় কচ্ছপের মাংস নিষিদ্ধ। অতএব পক্ষী মধ্যে হংসী ব্যতিরেকে ও জলচর মধ্যে স্ত্রীজাতীয় কচ্ছপ ভিন্ন জলচর ও খেচরের স্ত্রীজাতি বিচারের আবশ্যকতা নাই। ভূচর পশুমধ্যে স্ত্রীজাতীয় পশুর মাংস নিষিদ্ধ। মাংসাশী জন্তু অর্থাৎ ব্যাঘ্র, কুম্ভীর কাক প্রভৃতির মাংস ও কৃমী, কীট পতঙ্গাদি অখাদ্য। ফলতঃ সাধকের যে মাংসে ভক্ষণে প্রবৃত্তি হইবে তাহাই..

ওঁ কলামাংসং মহামাংসং মাংসং ছাগাদিকস্য চ। যোষাবর্জ্জং সর্বমাংসং কালিকাসিদ্ধিহেতবে। পরমানন্দদৈক্ষেতৎ মাংসং পরমকারণম্। কালিকায়াঃ প্রিয়ং দ্রব্যং সর্বদোষং বিহায় চ। ওঁ হ্রৌঁ ক্লোঁ মাংসং মহামাংসং শোধয় শোধয় হ্রৌঁ ক্লোঁ স্বাহা। ইত্যভ্যুক্ষয়েৎ। ইতি মাংসশুদ্ধিঃ। অথ মীনশুদ্ধিঃ(২১)। ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্। উর্বারুকমিব বন্ধনান্-মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ। ইত্যভিমন্ত্র্য, যদা হিরণ্যরূপঞ্চ অশুজং বিষ্ণুরূপিণং। মহাহিবলয়ং দেবং মৎস্য-রূপিণমব্যয়ম্। মহামহতি বিখ্যাত

দেবতাকে দিবেন। কৌলাবলীতে আছে, —আদ্যশুদ্ধিং বিনা শুদ্ধি ন চ প্রীতিকরী মাতঃ। অর্থাৎ আদ্যশুদ্ধি ব্যতিরেকে শুদ্ধি (মাংস) প্রীতিকরী নহে। পরে আছে, —আদ্যশুদ্ধিস্তু আর্দ্রকং। এইরূপ প্রত্যেক তত্ত্বেরই আদ্যতত্ত্ব নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অতএব মাংস ও আর্দ্রক উভয়রূপই নিবেদন করা উত্তম। মাংসের অভাবে হংসাদির ডিম্ব, লবণার্দ্রক, পিঁয়াজ, রসুন, গম, মাসকলাই, মুগ, মটর, মশুর প্রভৃতি ভাজা ব্যবহৃত হইবে। সমস্ত তত্ত্বের অভাবেই আর্দ্রক ব্যবহৃত হইতে পারে।*

এই মাংসাদি শোধনের তান্ত্রিক মন্ত্রস্থলে, 'কালিকাসিদ্ধিহেতবে,' কালি-কায়াঃ প্রিয়ং দ্রব্যং' প্রভৃতি স্থলে কালিকার নামোল্লেখ আছে। কোন কোন সাধক অন্য দেবতার পূজাকালে এই কালিকার নামের পরিবর্ত্তে তত্তদ্দেবতার নাম দিয়া মন্ত্র পাঠ করেন। পরন্তু ইহাতে শিবোক্ত মন্ত্রকে বিকৃত করিয়া স্বরচিত মন্ত্রই পাঠ করা হয়। আমরা অস্মদাদির ও সম্প্রদায় বিশেষের অন্যান্য দেবতার উত্তম উত্তম পদ্ধতি মিলাইয়া দেখিলাম যে সেই সকল পদ্ধতিতে কালিকার নামই উল্লিখিত আছে। আমারও পরিবর্ত্তনের পক্ষপাতী নহি। মৎস্যাদিশোধনস্থলেও এইরূপ যথাযথই হইবে।

(২১) শাল, বোয়াল ও রোহিত মৎসই উত্তম ; অন্যান্য কণ্টকহীন মৎস্য মধ্যম ; এবং বহুকণ্টকযুক্ত মৎস্য অধম। এই মৎস্যের সহিত জম্বীর (নেবু) আদ্যমৎস্যরূপে নিবেদিত হইবে। মৎস্যের অভাবে দগ্ধকুষ্মাণ্ড, জম্বীর ও রক্তশাক রন্ধন করিয়া ব্যবহৃত হইবে ; অথবা মশূর ও তিল ভাজা দিতে হইবে। মৎস্যের অভাবে আর্দ্রক ও ব্যবহার করা যায়।*

---

* লবণার্দ্রক পিণ্যাক-তিল গোধূম মাসকং। লশুনঞ্চ মহাদেবি মাংসঃ প্রতিনিধিঃ স্মৃতঃ সময়াচারতন্ত্রম্।

মীনং কালীপ্রিয়ং সদা। ওঁ হ্রীঁ ক্লীঁ শ্লোঁ ব্লঁ সঃ ইমং মীনং শোধয় শোধয় স্বাহা। ইত্যভ্যুক্ষেণেন শোধয়েৎ। ততো মুদ্রাশুদ্ধিঃ (২২)। ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্। ওঁ তদ্বিপ্রাসো বিপণ্যবো জাগৃবাংসঃ সনিদ্ধতে। বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্। ইত্যভিমন্ত্র্য, ওঁ শ্রীদেব্যর্চ্চনকালে তু যানি যানীহ সাম্প্রতং। বস্তুনি সুরভীয়ানি পবিত্রাণীহ সিদ্ধয়ে। ইত্যভ্যুক্ষণেন মুদ্রাশোধনং কুর্য্যাৎ।

অথ যোনিমুদ্রাং বদ্ধা পঠেৎ যথা,—ওঁ যোনিবিদ্যাং মহাবিদ্যাং কামাখ্যাং কামদায়িনীং। তৎসুসিদ্ধিপ্রদাং দেবীং কামবীজাত্মিকাং পরাং। ওঁ ক্লীঁ কামেশ্বরি মহামায়ে ক্লীঁ কালিকায়ৈ নমঃ। ওঁ যোনিবিদ্যাং মহাবিদ্যাং চতুর্বর্গপ্রদায়িনীং। কুলাকুলাদিবিজ্ঞানে কালীনামতরোর্মতে। ওঁ ক্লৌ দ্রোঁ দ্রঃ যোনিবিদ্যে যোনিসিদ্ধে যোনিকারণকারিকে। কামদা কামিনীজ্ঞেয়া তত্ত্বমধ্যে মহামতা। ওঁ সৌঃ বালে বালে ত্রিপুরাসুন্দরি যোনিরূপে মম সর্বসিদ্ধিং দেহি যোনিমুক্তং কুরু কুরু স্বাহা।

অনভিষিক্তা তথা পরকীয়া শক্তিশ্চেৎ তদাত্র শক্তিশোধনং কুর্য্যাৎ যথা, ঐঁ ক্লীঁ সৌঁ ত্রিপুরায়ৈ নমঃ, ইমাং শক্তিং পবিত্রীকুরু মম শক্তিং কুরু স্বাহা, ইত্যনেনাভিষচ্য অদীক্ষিতা চেৎ তস্যা কর্ণে মায়াবীজং শ্রাবয়িত্বা ঐঁ ক্লীঁ ত্রিপুরে দেবি সর্বশক্তীশত্বং দেহি দেহি ওঁ ওঁ, ইত্যস্যাঃ শীর্ষে দশধা জপ্তা তস্যা দেহে মাতৃকান্যাসং কৃত্বা ঋষ্যাদিন্যাসং করাঙ্গন্যাসৌ চ বিন্যাসেৎ। মূলং তদ্ধৃদয়ে শতং জপেৎ। তত ইমং

(২২) অবতরণিকায় মুদ্রার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। 'আদ্য মুদ্রা তু ধান্যজা' সপ্তপ্রকার ধান্যজদ্রব্য অর্থাৎ-ধান্য, গোধূম, মুগ, মাষকলাই, যব চণক' কোদ্রব, ও তিল ও এতজ্জাত পিষ্টকাদি আদ্যমুদ্রাস্বরূপে নিবেদিত হইবে। কুলার্ণবে আছে— সর্বদ্রব্যাদ্যভাবেহপি আর্দ্রকং পরিকীর্ত্তিতং। অতএব মুদ্রার অভাবে আর্দ্রক ব্যবহৃত হইতে পারে।

*সুগন্ধং শ্বেতবৃন্তাকং রক্তমূলকমেব চ। রক্তমাম্রেতক ফলং বাতাপি নিম্বুজং কুল্যং বিম্বং মসূরং শৃঙ্গাটং রক্তশাকং তিলারুণং। মীনানুকল্পং দেবেশি পশূনাং অর্চ্চনে শিবে কৈলাস-তন্ত্রম্।

মন্ত্রং পঠেৎ, —ওঁ বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু ত্বষ্টা রূপাণি পিংশতু। আসিঞ্চতু প্রজাপতির্ধাতা গর্ভং দধাতু তে। ওঁ গর্ভং ধেহি সিনীবালী গর্ভং ধেহি সরস্বতি। গর্ভং তে অশ্বিনৌ দেবাবাধত্তাং পুষ্করস্রজৌ। ইতি শক্তিশোধনং। ততঃ কুণ্ডগোলাদিকং (২৩) শোধয়েৎ। যথা,—ওঁ বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু, ইত্যাদি পঠিত্বা, প্লূঁ জলুঁ, স্লূঁ গ্লূঁ স্বাহা, অমৃতে অমৃতোদ্ভবে অমৃতবর্ষিণি অমৃতং স্রাবয় স্রাবয় স্বাহা। ইত্যভ্যুক্ষণেন সংশোধ্য মাংসমৎস্যমুদ্রাকুণ্ডগোলাদিকানাং পূর্ববৎ যং, ইতি শোষণং, রং ইতি দহনং, বং ইতি অমৃতীকরণং কৃত্বা, হূঁ ইত্যবগুণ্ঠ, ফট্ ইতি সংপ্রোক্ষ্য ষড়ঙ্গেন সকলীকৃত্য যোনিমুদ্রয়া সন্দীপ্য তালত্রয়ং দত্ত্বা দিগ্বন্ধনঞ্চ কৃত্বা তেষামুপরি মূলং সপ্তধা জপেৎ। *

অথাত্র সাধকঃ স্বশক্তিং উপস্থিতান্ শক্তীশ্চ সংপূজ্য তাসামনুজ্ঞামাদায় আত্মযন্ত্রয়োর্মধ্যে শ্রীপাত্রং স্থাপয়েৎ (২৪)। তদযথা — পূজ্যপূজকয়োর্মধ্যে 'হূঁ' ইতি বীজং বিলিখ্য তদ্বহিস্ত্রিকোণং তদ্বহিঃ

(২৩) এক্ষণে কুণ্ডপুষ্প কথিত হইতেছে। যথা,— বিদ্যমানে ভর্ত্তার তু যা কন্যা চান্যজা শিবে। তদুদ্ভবং কুণ্ডপুষ্পং সর্বকামার্থসাধনং।

(২৪) এইস্থলে শ্রীকূলে বিশেষার্ঘ্য স্থাপনের বিধি দৃষ্ট হয়। এতদ্বিষয়ে নিত্যপূজাপদ্ধতি দেখুন।

* মূলে কুণ্ডগোলাদি শোধনের সাধারণ মন্ত্র দেওয়া হইয়াছে। তত্তদ্দ্রব্য ভেদে শোধনের বিশেষ বিশেষ মন্ত্র যথা কুণ্ডশোধন মন্ত্র, —'ঐঁ ক্লীঁ স্বাহা।' গোলপুষ্প-শোধন,—হ্রীঁ হ্রীঁ হ্রীঁ। সর্ব্বকালোদ্ভব,— ক্লীঁ ক্লীঁ ক্লীঁ হ্রীঁ। গোপীচন্দন, — স্ত্রীঁ স্ত্রীঁ ক্লাঁ ক্লাঁ। পীঠক্ষালনশোধন, —শ্রীঁ হ্রীঁ হূঁ ফট্। শুক্রশোধন,— 'হূঁ' ফট্ স্বাহা নমঃ।' মতান্তরে শুক্রশোধনমন্ত্র, 'হ্রীঁ' বৌষট্'। প্রকারান্তর, — অমৃতে অমৃতোদ্ভবে অমৃতবর্ষিণি দেবি শুক্রশাপং প্রমোচয় প্রমোচয় অমৃতং স্রাবয় স্রাবয় অমৃতং কুরু কুরু স্বাহা। এই সকল প্রত্যেক দ্রব্য শোধনে এই স্থলে উদ্ধৃত তান্ত্রিক মন্ত্রের পর,—ওঁ বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু, ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে। পুরুষচেষ্টিত মৈথুনে প্রথম পুষ্পিতায় পুরুষ তত্ত্বত্যাগ করিলে ক্ষরিত শুক্রমিশ্রিত পুষ্পকে গোপীচন্দন বলে। অজরামরশোধন, —'হূঁ' ফট্ স্বাহা। এই পদ্ধতিতে উল্লিখিত সাতটি তত্ত্বের অতিরিক্ত দুই তত্ত্বকে অজরামর বলে।

ষট্‌কোণং তদ্বহিশ্চতুষ্কোণমণ্ডলং বিলিখ্য মূলান্তে ফট্, ইতি মন্ত্রেণ সংপ্রোক্ষ্য ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে পূং পূর্ণ শৈলপীঠাদিভ্যো নমঃ (২৫) ইতি চতুরস্রে সংপূজ্য, ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে ষড়ঙ্গদেবতাভ্যো নমঃ, (২৬) ইতিষট্‌কোণে সংপূজ্য, (বীজ) এতে গন্ধপুষ্পে অমুকদেবতায়ৈ বৌষট্, ইতি ত্রিকোণং সংপূজ্য মধ্যে, ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে আং আধারশক্তয়ে নমঃ, ইতি পূজয়েৎ। ততো নমঃ, ইতি মন্ত্রেণ ক্ষালিতা-ধারং (২৭) সংস্থাপ্য, ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে মং বহ্নিমণ্ডল দশকলাভ্যো নমঃ, ইতি দশকলাঃ (২৮) সংপূজ্য, ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে মং বহ্নি-মণ্ডলায় দশকলাত্মনে অর্ঘ্যপাত্রাসনায় নমঃ। ইতি সংপূজ্য তত্র ত্রিকোণবৃত্তষট্‌কোণযন্ত্রমালিখ্য পূর্ব্ববৎ ষট্‌কোণে ষড়ঙ্গানি পূজয়িত্বা মধ্যে ব্যস্তমূলমন্ত্রেণ (মূলমন্ত্রান্তর্গত-বর্ণানি পৃথক পৃথগুচ্চারণেন) দেবীং পূজয়েৎ।

ততঃ 'ফট্ ' ইতি মন্ত্রেণ ক্ষালিতং পাত্রং (২৯) আধারে সংস্থাপ্য, ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে অং অর্কমণ্ডল-দ্বাদশকলাভ্যো নমঃ, ইতি দ্বাদশকলাঃ (৩০) সংপূজ্য, ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে অর্ঘ্যপাত্রায় নমঃ, ইতি সংপূজ্য পাত্রমধ্যে ত্রিকোণবৃত্তষট্‌কোণমালিখ্য

---

(২৫) পৃথক্ পৃথক্ পূজা করিতে হইলে, (চতুরস্রে পূর্বদিকে) ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে পূং পূর্ণ শৈলপীঠায় নমঃ। (দক্ষিণে এইরূপে) উং উড্ডীয়ানপীঠায়। (পশ্চিমে) জাং জালন্ধরপীঠায়। (উত্তরে) কাং কামরূপপীঠায়। নমোহন্তে পূজা করিতে হইবে।

(২৬) পৃথক্ পৃথক্ ষড়ঙ্গের পূজা নিত্যপূজাপদ্ধতি দানার্ঘ্যস্থাপন-স্থলে দ্রষ্টব্য।

(২৭) আধার ত্রিপদ, চতুষ্পদ, ষট্‌পদ অথবা বর্ত্তুলাকার হইবে।

(২৮) দশকলার পৃথক্ পৃথক্ পূজা যথা,—ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে যং ধ্রার্চ্চিয়ে নমঃ। (এইরূপ) রং উষ্মায়ৈ। লং জ্বলিন্যৈ। বং জ্বালিন্যৈ। যং বিস্ফুলিঙ্গিন্যৈ। যং সুশ্রিয়ৈ। সং সুরূপায়ৈ। হং কপিলায়ৈ। লং হব্যহায়ৈ। ক্ষং কব্যবহায়ৈ। সর্ব্বত্র গন্ধপুষ্পদ্বারা নমোহন্তে পূজা করিতে হইবে।

(২৯) স্বর্ণপাত্র, রৌপ্যপাত্র, শিলাপাত্র, কপালপাত্র, মৃণ্ময় পাত্র নারিকেলপাত্র, শঙ্খ এবং মুক্তাশুক্তির পাত্র অথবা পুণ্যবৃক্ষসমুদ্ভূত কাষ্ঠপা

ষট্‌কোণে পূর্ববৎ ষড়ঙ্গানি সংপূজ্য ত্রিকোণে মূলমন্ত্রেণ দেবীং সংপূজ্য বং ইতি বীজং মূলমন্ত্রং বিলোমমাতৃকাঞ্চ সমুচ্চরন্ ঘটস্থ কারণামৃতেন ত্রিভাগং পাত্রমাপূর্য্য শেষং জলেন পূরয়েৎ। তত্র গন্ধচন্দন-রক্তচন্দন-রক্তপুষ্প-বিল্বপত্র-দূর্বাক্ষতাদীনি নিঃক্ষিপ্য, ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে উং সোমমণ্ডল-ষোড়শ-কলাভ্যো নমঃ, ইতি ষোড়শকলাঃ (৩১) সংপূজ্য, ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে অর্ঘ্যামৃতায় নমঃ, ইতি সংপূজ্য, ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে পঞ্চাশৎকলাভ্যো নমঃ, ইতি

বিহিত। এতন্মধ্যে (যথাবিহিত) কপালপাত্রই শ্রেষ্ঠ এবং এতদ্ব্যতীত অন্যপাত্র অপেক্ষা নারিকেলপাত্র প্রশস্ত। কাংস্য, তাম্র প্রভৃতি অন্যধাতু বিনির্ম্মিত পাত্র নিষিদ্ধ। অতিসূক্ষ্ম। অতিস্থূল ও ফাটা পাত্র বর্জ্জন করিতে হইবে। পাত্রপরিমানযথা, —দ্রব্যং বাণাক্ষিতোলকং। অন্যত্র আছে, নয়নাগ্নিবাণসংখ্যকর্ষৈস্তু পরমেশ্বরি। ইত্যাদি। এস্থলে এক তোলার কর্ষ। যথা,—শুক্লাদ্বাদশমাষঃ স্যাত্তদষ্টৌ কর্ষ উচ্যতে। অতএব দুইতোলা, তিনতোলা বা পাঁচ তোলা দ্রব্য ধরে এইরূপ পাত্র করিতে হইবে। ইহার ন্যূনাধিক না হয়। *

(৩০) দ্বাদশকলার পৃথক্ পৃথক্ পূজা যথা,—ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে কং ভং তপিন্যৈ নমঃ। (এইরূপ) খং বং তাপিন্যৈ। গং ফং ধূম্রায়ৈ) ঘং পং মরীচ্যৈ। ঙং নং জ্বালিন্যৈ। চং ধং রুচ্যৈ। ছং দং সুষুম্নায়ৈ। জং থং ভোগদায়ৈ। ঝং তং বিশ্বায়ৈ। ঞং ণং বোধিণ্যৈ। টং ঢং ধারিণ্যৈ। ঠং ডং ক্ষমায়ৈ। সর্ব্বত্র গন্ধপুষ্প দ্বারা নমোঽন্তে পূজা করিতে হইবে।

(৩১) ষোড়শকলার পৃথক্ পৃথক্ পূজা যথা—ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে অং অম;তায়ৈ নমঃ। (এইরূপ) আং মানদায়ৈ। ইং পুষায়ৈ। ঈং তুষ্ট্যৈ। উং পুষ্ট্যৈ। ঊং রত্যৈ। ঋং শশিন্যৈ। ৯ং চন্দ্রিকায়ৈ। ৯ং কান্ত্যৈ। এং জ্যোৎস্নায়ৈ। ঐং শ্রিয়ৈ। ওং প্রীত্যৈ। ঔং অঙ্গদায়ৈ। অং পূর্ণায়ৈ। অঃ পূর্ণামৃতায়ৈ। সর্ব্বত্র গন্ধপুষ্পদ্বারা নমোঽন্তে পূজা করিতে হইবে।

"করচ্ছপিকাং কৃত্বা দদ্যাং পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ম্"। কথিতা দেবেদেবেশি পূজা-মৈথুন সম্ভবা। ভৈরবসংহিতা—

---

* পাত্র স্থাপন কালে পাত্র বিশেষে বিশেষ বিধিও দৃষ্ট হয়। গুরুপাত্র -সুবর্ণময়, বীরপাত্র শঙ্খ, পাদ্যপাত্র তাম্রময়, আচমনীয়পাত্র কাংস্যজ এবং রাজত বা কপালপাত্র শ্রীপাত্ররূপে ব্যবহৃত হইবে। অভাবে অন্যান্য বিহিত পাত্র স্থাপন করিলে দোষ হয় না।

পঞ্চাশৎকলাঃ (৩২) পূজয়েৎ। ততঃ প্লুঁ হ্লুঁ ম্লুঁ গ্লুঁ স্বাহা, অমৃতে অমৃতোদ্ভবে অমৃতবর্ষিণি অমৃতং স্রাবয় স্রাবয় স্বাহা ইতি পাঠিত্বা পূর্ব্ববৎ হ্সৌঃ গর্ভং হলক্ষমণ্ডিতং অকথাদিরেখাত্মকং ত্রিকোণং পাত্রস্থদ্রব্যে বিলিখ্য, ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে হ্সৌঃ মণ্ডলায় নমঃ, ইতি সংপূজ্য ত্রিকোণে মূলেন দেবীং সংপূজ্য তত্র পূর্ব্ববৎ ষড়ঙ্গং পূজয়েৎ।

ততো হস্তাভ্যাং পাত্রমাচ্ছাদ্য, ক্রোঁ গঙ্গেচ, ইত্যাদিনা অঙ্কুশ-মুদ্রয়া তীর্থমাবাহ্য তত্র শোধিতশুদ্ধিমীনমুদ্রাস্বয়ম্ভুকুসুমকুণ্ডগোলাদিকং প্রত্যেকং মাষপরিমিতং নিঃক্ষিপ্য পূর্ব্ববৎ আনন্দভৈরবম্ আনন্দভৈরবীঞ্চ

---

(৩২) পঞ্চাশৎকলার পৃথক্ পৃথক্ পূজা যথা—ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধেপুষ্পে কং সৃষ্ট্যৈ নমঃ (এইরূপ) খং ঋদ্ধ্যৈ। গং স্মৃত্যৈ। ঘং মেধায়ৈ। ঙং কান্ত্যৈ। চং লক্ষ্ম্যৈ। ছং দ্যুত্যৈ। জং স্থিরায়ৈ। ঝং স্থিত্যৈ। ঞং সিদ্ধ্যৈ। নমোহন্তে পূজা করিয়া, —ওঁ হংসঃ শুচিষদ্বসুরন্তরীক্ষ ইত্যাদি পাঠ করিয়া ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে এতৎকলাধিষ্ঠাতৃ-ব্রহ্মণে নমঃ। এই পূজা করিয়া পূর্ব্ববৎ পূজা করিবেন যথা,— টং জরায়ৈ। ঠং পালিন্যৈ। ডং শান্ত্যৈ। ঢং ঐশ্বর্য্যৈ। ণং রত্যৈ। তং কামিকায়ৈ। থং বরদায়ৈ। দং হ্লাদিন্যৈ। ধং প্রীত্যৈ। নং দীর্ঘায়ৈ। নমোহন্তে পূজা করিয়া, ওঁ প্রতদ্বিষ্ণুঃস্তবতে.....ইত্যাদি পাঠান্তে ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ কলাধিষ্ঠাতৃবিষ্ণবে নমঃ, এই পূজা করিয়া পূর্ব্ববৎ— পং তীক্ষ্ণায়ৈ। ফং রৌদ্রায়ৈ। বং ভয়ায়ৈ। ভং নিদ্রায়ৈ। মং তন্দ্র্যৈ। যং ক্ষুধায়ৈ। রং ক্রোধিন্যৈ। লং ক্রিয়ায়ৈ। বং উৎকারিণ্যৈ। শং মৃত্যবে। নমোহন্তে পূজা

পাষাণ নির্ম্মিত পাত্রে মদ্য রাখিলে কিয়ৎক্ষণ পরে তাহার মাদকতা শক্তির লোপ বা স্তম্ভন হয়। এই নিমিত্ত ইহা স্তম্ভন কার্য্যেই প্রশস্ত। মহানির্ব্বাণতন্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে ভিন্ন ভিন্ন পাত্র ব্যবহারের বিধি আছে। যথা "সৌবর্ণং ভোগদং প্রোক্তং রজতং মোক্ষদায়কং তাম্রং প্রীতিকরং জ্ঞেয়ং কাংশ্যকং পুষ্টিবর্দ্ধনম্। কাচং বশ্যকরং প্রোক্তং পাষাণং স্তম্ভ কর্ম্মণি। মৃন্ময়ং সর্ব্বকার্য্যেষু সুদৃশ্যং সুপরিস্কৃতম্।" কোন কোন তন্ত্রে পাষাণ নির্ম্মিত ঘট বা পাত্র একেবারেই নিষিদ্ধ হইয়াছে। অতএব বিধান কেবল স্তম্ভন কার্য্যেই বুঝিতে হইবে। কৌলাবলী প্রভৃতি তন্ত্রে নিষিদ্ধ পাত্রের বিষয় আছে যথা —"অতি সূক্ষ্মম্ অতিস্থূলম্ সচ্ছিদ্রং পরিবর্জ্জয়েৎ। ন যোজয়েদ্ ভগ্নপাত্রং স্বপ্রাদেশং প্রশস্যতে।" ইত্যাদি।"........................

(সমর্থশ্চেৎ ধ্যাত্বা) সংপূজয়েৎ (৬২ পৃঃ)। ততোহর্ঘ্যং স্পৃষ্টাভিমন্ত্রয়েৎ যথা,—ওঁ ব্রহ্মাণ্ডরসসম্ভূতমশেষরসসম্ভবং।* আপূরিতং মহাপাত্রং পীযূষরসমাবহ। অখণ্ডৈকরসানন্দকলেবরসুধাত্মনি। স্বচ্ছন্দস্ফুরণামত্র নিধেহ্যকুলরূপিণি। অকুলস্থামৃতাকারে সিদ্ধজ্ঞানকলেবরে। অমৃতত্বং নিধেহ্যস্মিন্ বস্তুনি ক্লিন্নরূপিণি। তদ্রূপিণ্যেকরস্যঞ্চ কৃত্বা হ্যেতৎ-স্বরূপিণি। ভূত্বা পরামৃতাকারং ময়ি বিস্ফুরণং কুরু। অহন্তাপাত্র-ভরিতম্ ইদন্তাপরমামৃত। পরাহন্তাময়ে বহ্নৌ হোমস্বীকারলক্ষণম্। ঐঁ প্লুঁ ছুঁ অং অমৃতে অমৃতোদ্ভবে অমৃতেশ্বরি অমৃতবর্ষিণি অমৃতং স্রাবয় স্রাবয় স্বাহা। ঐঁ বদ বদ বাগ্বাদিনি ক্লীঁ ক্লিন্নে ক্লেদিনি ক্লেদয় মহাক্ষোভং কুরু কুরু সৌঃ মহাক্ষোভং কুরু কুরু শ্রীঁ হ্সৌঁ হ্রীঁ হৌঁ। ইত্যনেনাভিমন্ত্র্য, ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে পঞ্চরত্নেভ্যো নমঃ (৩৩) ইতি সংপূজ্য আনন্দভৈরবং আনন্দভৈরবীঞ্চ সংপূজ্য তৎপাত্রস্থামৃতেন সন্তর্প্য (৩৪) তত্র ইষ্টদেবতামাবাহ্য গন্ধপুষ্পেন সংপূজ্য সমর্থশ্চেৎ পূর্ববৎ চতুরস্রাদিমুদ্রয়া বন্দনং কৃত্বা উর্দ্ধোর্দ্ধতালত্রয়েন সংরক্ষ্য ছোটিকাভির্দশ-

করিয়া, ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে ইত্যাদি পাঠ করিয়া, ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ কলাধিষ্ঠাতৃরুদ্রায় নমঃ, এই পূজা করিয়া পূর্ব্ববৎ পূজা করিবে,—ষং পীতায়ৈ। সং শ্বেতায়ৈ। হং অরুণায়ৈ। লং অসিতায়ৈ। ক্ষং অনন্তায়ৈ নমোহন্তে পূজা পূর্বক, ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং ....ইত্যাদি পাঠান্তে, ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ কলাধিষ্ঠাতৃ-ঈশ্বরায় নমঃ এই পূজার পর পূর্ববৎ — অং নিবৃত্তৌ। আং প্রতিষ্ঠায়ৈ। ইং বিদ্যায়ৈ। ঈং শান্ত্যৈ। উং ইন্ধিকায়ৈ। ঊং দীপিকায়ৈ। ঋং রোচিকায়ৈ। ৠং মোচিকায়ৈ। ৯ং পরায়ৈ। ৯ৃং সূক্ষ্মায়ৈ। এং সূক্ষ্মামৃতায়ৈ। ঐং জ্ঞানামৃতায়ৈ। ওং আপ্যায়িন্যৈ। ঔং ব্যাপিন্যৈ। অং অনন্তায়ৈ অঃ ব্যোমরূপায়ৈ। সর্বত্র গন্ধপুষ্পদ্বারা নমোহন্তে পূজা করিতে হইবে। পরে,— ওঁ বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু....ইত্যাদি এবং গর্ভং ধেহি সিনীবালী ...ইত্যাদি পাঠ করিয়া, ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে এতৎকলাধিষ্ঠাতৃ-শিবায় নমঃ। এই বলিয়া পূজা করিতে হইবে।

(৩৩) পঞ্চরত্নের পৃথক্ পৃথক্ পূজা যথা,—ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে হ্রুঁ গগন রত্নেভ্যো নমঃ (এইরূপ) স্রুঁ স্বর্গরত্নেভ্যো নমঃ! ম্রুঁ মর্ত্ত্যরত্নেভ্যো নমঃ।

* ব্রহ্মাণ্ডখণ্ড সম্ভূত মশেষ রসসংভূতম্' ইতি বা পাঠঃ।

দিগ্বন্ধনং কৃত্বা, হুঁ ইত্যবগুণ্ঠ্য ধেনু-যোনি-শঙ্খমুদ্রাঃ প্রদর্শ্য, ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে সোহহং হংসায় নমঃ, ইতি সংপূজ্য ষড়ঙ্গৈঃ সকলীকৃত্য মৎস্যমুদ্রয়া আচ্ছাদ্য তদুপরি মূলং দশধা জপ্ত্বা। দেবীরূপং পাত্রং বিভাব্য পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ং দত্ত্বা ধূপদীপৌ প্রদর্শ্য পূজাসমাপ্তিপর্য্যন্তং ন চালয়েৎ। ইতি শ্রীপাত্রস্থাপনং।

ততো কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা প্রার্থয়েৎ,— দেবি আজ্ঞাপয় গুরুপাত্রাদিকং স্থাপয়ামি। অথ মনসা লব্ধানুজ্ঞাং বিভাব্য ঘটসন্নিকাশে ঘটশ্রীপাত্রয়োর্ম্মধ্যে গুরুপাত্রং স্থাপয়েৎ যথা,—ভূমৌ ত্রিকোণ বৃত্ত চতুরস্রমণ্ডলং বিলিখ্য সংপ্রোক্ষ্য ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে আধারশক্তয়ে নমঃ, ইতি সংপূজ্য, তত্র আধারং সংস্থাপ্য তদুপরি পাত্রং ফট্ ইতি প্রক্ষাল্য সংস্থাপ্য ঘটস্থ কারণেন নমঃ, ইতি পূর্ববৎ আপূর্য্য পূর্ববৎ তীর্থমাবাহ্য ওঁ ইতি গন্ধপুষ্পং দত্ত্বা মৎস্যমুদ্রয়া আচ্ছাদ্য প্রণবং দশধাজপ্ত্বা ধেনুযোনিমুদ্রে প্রদর্শ্য শুদ্ধ্যাদিকং নিঃক্ষিপ্য তত্র শ্রীপাত্রৎ বিন্দুং ক্ষিপেৎ। এবমন্যানি পাত্রাণি স্থাপয়েৎ (৩৫।

প্লুঁ পাতালরত্নেভ্যো নমঃ। নুং নাগরত্নেভ্যো নমঃ। গন্ধপুষ্পদ্বারা পূজা করিতে হইবে।

(৩৪) আন্দভৈরবের তর্পণ যথা— হসক্ষমলবরযুঁ আনন্দভৈরবায় বষট্ আনন্দ-ভৈরবং তর্পয়ামি নমঃ। আনন্দভৈরবীর তর্পণ যথা,—সহক্ষমলবরযীঁ আনন্দভৈরব্যৈ বৌষট্ আনন্দভৈরবীং তর্পয়ামি স্বাহা। কোন কোন সম্প্রদায়ে কেবল বামহস্তে তর্পণের রীতি দৃষ্ট হয়। এ রীতি আমরা স্বীকার করিতে পারি না। তাঁহারা এ বিষয়ে যে প্রমাণ প্রদর্শন করেন তাহাতে কেবলমাত্র অমৃত লইয়া তর্পনের উল্লেখ আছে; শুদ্ধি কোন্ হস্তে লইতে হইবে তাহার উল্লেখ নাই। পরন্তু,—মুদ্রয়া তু বিহীনেন তর্পণং নিষ্ফলং ভবেৎ। অর্থাৎ মুদ্রা ব্যতিরেকে তর্পণ নিষ্ফল হইবে। অন্নদাকল্পে আছে,—বামাঙ্গুষ্ঠানা-মিকাভ্যামমৃতং পাত্রসংস্থিতং। গৃহীত্বা শুদ্ধিখণ্ডেন দক্ষয়া তত্ত্বমুদ্রয়া। সর্ব্বত্র তর্পণং কুর্য্যাৎ বিধিরেষ প্রকীর্ত্তিতঃ। অর্থাৎ সকল স্থলেই বিধি হইতেছে যে, বামহস্ত তত্ত্বমুদ্রায় পাত্রস্থিত অমৃত লইয়া দক্ষহস্ততত্ত্বমুদ্রায় গৃহীত শুদ্ধিখণ্ডের সহিত তর্পণ করিতে হইবে। এইরূপ পরিস্ফুট প্রমাণ দেখিয়া আমাদের অন্য প্রমাণ অবলোকনের আবশ্যকতা নাই। (৬৯ পৃঃ টীকা শেষাংশ দ্রঃ)

(৩৫) পূজ্যপূজকের মধ্যে অর্থাৎ সাধকের সম্মুখে শ্রীপাত্র স্থাপন করিয়া

বামদিকে ঘট ও শ্রীপাত্রের মধ্যে, ঘটের নিকটে গুরুপাত্র স্থাপনা করিতে হইবে। তৎপরে গুরুপাত্র ও শ্রীপাত্রের মধ্যে গুরুপাত্রের নিকটে ভোগপাত্র ও তৎপরে এইরূপ ক্রমে শক্তিপাত্র ও তৎপরে যোগিনী-পাত্র, তৎপরে বীরপাত্র তদন্তিকে বলিপাত্র, তৎপরে পাদ্যপাত্র এবং পাদ্যপাত্রের পরে আচমনীয় পাত্র স্থাপনা করিতে হইবে। সপ্তপাত্রস্থাপনাকল্পে শ্রীপাত্র, গুরুপাত্র, ভোগপাত্র, শক্তিপাত্র, যোগিনীপাত্র, বীরপাত্র ও বলিপাত্র স্থাপন করিতে হইবে। পঞ্চপাত্রকল্পে শ্রীপাত্র, গুরুপাত্র, ভোগপাত্র, যোগিনীপাত্র ও বলিপাত্র স্থাপনই বিধেয়। ত্রিপাত্রকল্পে, শ্রীপাত্র, গুরুপাত্র ও ভোগপাত্রই স্থাপন করিতে হইবে। ইহার ন্যূনাধিক হইবে না। * কালীকুলে সাধকের বামদিকে কলস ও গুরুপাত্রাদি স্থাপনা করিতে হইবে, শ্রীকূলে সাধকের দক্ষিণে কলস ও ক্রমশঃ সম্মুখস্থ শ্রীপাত্রের দিকে গুরুপাত্রাদি স্থাপনা করিতে হইবে। পরন্তু এই বিষ্ণুক্রান্তায় সাধকগণ শ্রীকুলের দেবতার পূজাকালেও কালীকুলের বিধি অনুসারে পাত্র স্থাপনা ও পূজাদি করিবেন। ইহাই তন্ত্রসম্মত।

শ্রীপাত্র স্থাপনার পর গুরুপাত্রাদি স্থাপনকালে, যথাক্রমে ভূমিতে মূলোল্লিখিতরূপ একেবারে আটটি মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া ঐরূপ আটটি মণ্ডলের যথাক্রমে অথবা একেবারে প্রোক্ষণ ও পূজা করিয়া যথাক্রমে আটটি আধার সংস্থাপন করিতে হইবে। পরে যথারীতি আটটি পাত্র ক্ষালন করিয়া যথাক্রমে আধারে স্থাপনপূর্বক মূলানুযায়ী আটপাত্রই কারণ ও জলে পূর্ণ করিয়া তীর্থ আবাহনানন্তর গন্ধপুষ্প নিক্ষেপ পূর্বক মৎস্যমুদ্রায় আচ্ছাদন করিয়া প্রণব জপ করিতে হইবে। তদন্তে ধেনু ও যোনিমুদ্রা প্রদর্শনপূর্বক যথাক্রমে গুদ্ধাদি ও শ্রীপাত্রের বিন্দু নিক্ষেপ করিতে হইবে। এইরূপে অল্প সময়ে পাত্র স্থাপন করিতে পারা যায়। কৌলাবলীতে গুরুপাত্রাদি স্থাপনায়, আধার স্থাপনান্তে আধারে বহ্নিমণ্ডলের পূজা, পাত্র রাখিয়া পাত্রে অর্কমণ্ডলের পূজা কারণপূর্ণ করিয়া গন্ধপুষ্প নিক্ষেপের পর তাহাতে সোমমণ্ডলের পূজা এবং তৎপরে কারণে ষট্‌কোণবৃত্ত-চতুরস্রমণ্ডল অঙ্কিত করিয়া ষট্‌কোণে ষড়ঙ্গের পূজার পর চতুরস্রাদি মুদ্রায় বন্দনা ও শঙ্খমুদ্রায় প্রদর্শন, এই কয়েকটি অধিক

---

* গুরুপাত্রং ভোগপাত্রং শক্তিপাত্রং ততঃ পরম্।
যোগিনী বীরপাত্রঞ্চ বলিপাত্রং ততঃ পরম্।
পাদ্যাচমনীয়ঞ্চ শ্রীপাত্রেণ নবক্রমাৎ।।
কৌলাবলী ধৃত।

এবং পাত্রাণি স্থাপয়িত্বা তর্পয়েৎ (৩৬) যথা, (বামহস্ততত্ত্বমুদ্রয়া.......

আছে। প্রণব জপের পরিবর্ত্তে মূল মন্ত্র জপের বিধিও দৃষ্ট হয়। মূলে কৌলিকার্চন দীপিকা, অন্নদাকল্প প্রভৃতির অনুযায়ী পাত্রস্থাপনপ্রণালী দেওয়া হইয়াছে।

(৩৬) পুরুষদেবতার তর্পণকালে মস্তকে উর্দ্ধমুখ ত্রিকোণ অঙ্কিত করিয়া নমোহন্তে তর্পণ করিতে হইবে। এবং স্ত্রীদেবতার তর্পণে, হৃদয়ে অধোমুখ ত্রিকোণ অঙ্কিত করিয়া স্বাহান্তে তর্পণ করিতে হইবে। বামহস্ততত্ত্বমুদ্রায় অমৃত ও দক্ষহস্ততত্ত্বমুদ্রায় শুদ্ধিখণ্ড লইয়া উভয়যোগে পূর্ব্বোক্তরূপে মস্তকে বা হৃদয়ে তর্পণ করিয়া সম্মুখস্থিত পাত্রান্তরে রক্ষিত জলে দেবতার যন্ত্র ভাবনাপূর্ব্বক সেই জলে (দেবতার মুখ) সমর্পণ করিতে হইবে। সর্বত্রই এইরূপ বিধি।

কোন কোন তন্ত্রে শ্রীপাত্রামৃতদ্বারা আনন্দভৈরবের তর্পণের বিষয় উল্লিখিত আছে ; কোন কোন তন্ত্রে ভোগপাত্রামৃতদ্বারা এবং কোন কোন তন্ত্রে বীরপাত্রামৃতদ্বারা তর্পণের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এস্থলে যাঁহার যেরূপ গুরুপদেশ তিনি সেইরূপই তর্পণ করিবেন। সাধকসম্প্রদায়ে 'আনন্দভৈরবীশ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ' এইরূপ 'শ্রীপাদুকা' পদ প্রয়োগ করিয়া সকল দেবতারই তর্পণ প্রচলিত দৃষ্ট হয়। আমরা তন্ত্রমধ্যে কেবল আবরণদেবতায় 'শ্রীপাদুকা' পদ যোজনায় প্রমাণ দেখিতে পাই। পরন্তু অনেক সংগ্রহকারও গুরুপর্য্যায়ে তর্পণে 'শ্রীপাদুকা' পদযোজনা করিয়াছেন। গুরুপংক্তিও আবরণদেবতার অন্তর্গত। বস্তুতঃ 'শ্রীপাদুকা' পদসংযোগ সমধিক গৌরবজনক, এবং এতৎপ্রয়োগের নিষেধক বচন আমরা দেখি নাই।

এক্ষণে কোন্ পাত্রে কি কার্য্য হইবে নির্ণীত হইতেছে। শ্রীপাত্রামৃতদ্বারা মূলদেবতার, আনন্দভৈরবের ও আনন্দভৈরবীর তর্পণ করিতে হইবে। গুরুপাত্রামৃতে গুরুপরম্পরারও গুরুপংক্তির এবং ব্রহ্মের তর্পণ হইবে। শক্তিপাত্রামৃতে আবরণদেবতার অন্তর্গত (ব্রহ্মাদি) শক্তিদিগের তর্পণ হইবে। যোগিনীপাত্রামৃতে (কালীদেব্যম্বা প্রভৃতি) আবরণান্তর্গত যোগিনীদিগের তর্পণ হইবে। বীরপাত্রামৃতে আবরণদেবতার অন্তর্গত (দিক্‌পালাদি পুরুষদেবতার) তর্পণ হইবে। বলিপাত্রামৃতে গণেশ, ক্ষেত্রপাল ও বটুকাদির তর্পণ হইবে। সকল দেবতারই উপচার ও বলিনিবেদন বালিপাত্রামৃতপ্রোক্ষণেই করিতে হইবে। পাদ্যপাত্র হইতে সকল দেবতার পাদ্য এবং আচমনীয়পাত্র হইতে আচমনীয় নিবেদিত হইবে। বাহন, ভৈরব, ঋষি ও ....

শ্রীপাত্রামৃতং দক্ষহস্ততত্ত্বমুদ্রয়া শুদ্ধিখণ্ডং গৃহীত্বা উভয়োর্বাগেন) *
হসক্ষমলবরয়ূ আনন্দভৈরবায় বষট্, আনন্দভৈরবং তর্পয়ামি নমঃ। ইতি পূর্ব্ববৎ শিরসি সন্তর্প্য জলে সমর্পয়েৎ। ততো গুরুপাত্রামৃতেন পূর্ব্ববৎ তর্পয়েদ্যথা — (পাদুকা) সশক্তিকগুরু শ্রীঅমুকানন্দনাথ-অমুকীদেব্যম্বাশ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ। (পাদুকা) সশক্তিকপরমগুরু শ্রীঅমুকানন্দনাথ অমুকীদেব্যম্বা শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ। (পাদুকা) সশক্তিকপরাপরগুরু-শ্রীঅমুকানন্দনাথ-অমুকীদেব্যম্বা শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ। সশক্তিক পরমেষ্ঠিগুরু শ্রীঅমুকানন্দনাথ-অমুকীদেব্যম্বাশ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ। দিব্যৌঘগুরু-সিদ্ধৌঘগুরু-মানবৌঘগুরুশ্রী পাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ (৩৭)। ওঁ হ্রীঁ অমুকঋ বি শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি.................................

অন্যান্য যাবতীয় দেবতার তর্পণ ভোগপাত্রামৃতদ্বারা হইবে। যে দেবতার যে পাত্র হইতে তর্পণ হইবে, সেই দেবতার ষড়ঙ্গের ও অস্ত্রাদির তর্পণও সেই পাত্র হইতে হইবে। যাগমণ্ডপ বা স্থণ্ডিলাদি প্রোক্ষণ সামান্যার্ঘ্য জলেই হইবে।

সপ্ত বা পঞ্চপাত্রকল্পে পাদ্য ও আচমনীয় বলিপাত্র হইতে দিতে হইবে। শক্তিপাত্র ও বীরপাত্রের অভাবে তাহার কার্য্য ভোগপাত্র হইতেই হইবে। ত্রিপাত্র কল্পেও যে যে পাত্র স্থাপনা হয় নাই তাহার কার্য্য ভোগপাত্র হইতেই হইবে।

(৩৭) যামলে আছে, — দেবান্ ঋষিন্ পিতৃংশ্চৈব তৎকল্পোক্তবিধানতঃ। গুরুপংক্তিং পুরা তর্প্য তর্পয়েদিষ্টদেবতাম্। অতএব সমর্থ হইলে এই স্থলে ভোগপাত্রামৃতদ্বারা 'ওঁ দেবাংস্তর্পয়ামি নমঃ' এই বলিয়া তর্পণ করিয়া 'ওঁ ঋষিংস্তর্পয়ামি নমঃ' মন্ত্রে ঋষিতর্পণের পর 'ওঁ পিতৃংস্তর্পয়ামি নমঃ' এই বলিয়া পিতৃপুরুষের তর্পণ করিতে হইবে। পিতা জীবিত থাকিলেও এই তর্পণ হইবে। তোড়লতন্ত্রেও আছে,—দেবান্ পিতৃন্ ঋষিংশ্চৈব তর্পয়েদিষ্টদেবতাং।

* তর্পণের বিধি ৩৪ এর টিপ্পনিতে উল্লিখিত হইয়াছে। এক হস্তে তর্পণ

নিষেধ যথা কৌলাবলী "নার্চ্চয়েৎ এক হস্তেন তর্পয়েন্নৈক পাণিনা।" ইহা ব্যতীত নানাবিধ কার্য্যে নানাপ্রকার মুদ্রায় তর্পণ বিধি দৃষ্ট হয়। যথা কুলার্ণবে 'অঙ্গুষ্ঠো ভৈরবোদেবোহনামা চণ্ডিকা প্রিয়ে। অনামাঙ্গুষ্ঠযোগেন তর্পয়েৎ কুলসন্ততিঃ। অঙ্গুষ্ঠ মধ্যমাভ্যাঞ্চ বশ্য কর্ম্মণি তর্পয়েৎ। কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠ যোগন স্তম্ভনে তর্পয়েত্ততঃ। — তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠযোগেন তর্পয়েৎ অভিচারকে। ইত্যাদি।........................

নমঃ (৩৮)। (বীজ) অমুকভৈরব শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ (৩৯)। (হৃদি শ্রীপাত্রামৃতেন) সহস্রকমলবরর্যী আনন্দভৈরব্যৈ বৌষট, আনন্দভেরবীং তর্পয়ামি স্বাহা। (বীজ) সাঙ্গাং সাবরণাং সায়ুধাং সপরিবারাং সবাহনাং অমুকভৈরবসহিতাং শ্রীঅমুকীং দেবীং তর্পয়ামি স্বাহা (৪০)। ইতি যথারীতি সন্তর্পয়েৎ।

অথ তত্ত্বশুদ্ধিঃ। তদ্‌যথা—ওঁ প্রাণাপানব্যানোদানসমানা মে শুধ্যন্তাং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্‌মা ভূয়াসং স্বাহা। ১। ওঁ পৃথি-ব্যপ্তেজোবায়ু আকাশানি মেশুধ্যন্তাং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্‌মা ভুয়াসং স্বাহা।। ২।। ওঁ প্রকৃত্যহঙ্কারবুদ্ধিমনঃশ্রোত্রাণি শুধ্যন্তাং জ্যোতি - রহং বিরজা বিপাপ্‌মা ভূয়াসং স্বাহা।।৩।। ওঁ ত্বকচক্ষুর্জিহ্বাঘ্রাণবচাংসি মে শুধ্যন্তাং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্‌মা ভুয়াসং স্বাহা।।৪।। ওঁ পাণিপাদপায়ুপস্থশব্দা মে শুধ্যন্তাং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্‌মা ভুয়াসং স্বাহা।।৫।। ওঁ স্পর্শরসরূপগন্ধাকাশানি মে শুধ্যন্তাং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্‌মা ভুয়াসং স্বাহা।।৬।। ওঁ বায়ুতেজঃসলিলভূম্যাত্মানো মে শুধ্যন্তাং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্‌মা ভুয়াসং স্বাহা।।৭।। ইতি সপ্তমন্ত্রৈঃ সপ্তবারং শ্রীপাত্রামৃতেন হস্তৌ সম্মার্জয়েৎ।

ততস্তত্ত্বস্বীকারো যথা—দক্ষিণহস্ততলে, ত্রিকোণমালিখ্য কলায় সদৃশীং শুদ্ধিং ত্রিকোণেষু মধ্যে চ নিধায় বামহস্তাঙ্গুষ্ঠমধ্যমানা-মাযোগৈরধস্থাং শুদ্ধিং গৃহীত্বা, —হ্রীঁ শ্রী শিবশক্তিসদাশি-বেশ্বরবিদ্যাকলাত্মনে অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ঋৃং ৯ং ৯ৃং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ ঐঁ (বীজ)....................

---

(৩৮) এই স্থলে মূলদেবতার ঋষির নাম উল্লেখ করিতে হইবে।

(৩৯) দেবীর ভৈরবের বীজ ও নাম উল্লেখে তর্পণ করিতে হইবে। যাঁহারা ব্রহ্মমন্ত্র পাইয়াছেন, তাঁহারা ইষ্টদেবতার পূজাকালে এই স্থলে গুরুপাত্র হইতে ব্রহ্মেরও তর্পণ করিবেন যথা,—(ব্রহ্মমন্ত্র) পরব্রহ্মাং তর্পয়ামি নমঃ।

(৪০) 'সাঙ্গায়াঃ সাবরণায়াঃ সায়ুধায়াঃ সপরিবারায়াঃ সবাহনায়া অমুক-ভৈরবসহিতায়াঃ শ্রীঅমুকীদেব্যাঃ শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি স্বাহা।' এইরূপ বলিয়াও মূলদেবতার তর্পণ হইতে পারে।......................

আত্মতত্ত্বেন স্থূলদেহং শোধয়ামি স্বাহা।।১।। ইতি কুলকুণ্ডলিনীং আজিহবাং আত্মানং কুলকুণ্ডলিনীময়ঞ্চ বিভাব্য মুখে সমর্প্য পূর্ববৎ দক্ষস্থাং গৃহীত্বা— হ্রীঁ শ্রী মায়াকালাত্মনে নিয়তিকলাসুশুদ্ধবিদ্যারাগ-পুরুষাত্মনে কং খং গং ঘং ঙং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং ডং ঢং ণং তং থং দং ধং নং পং ফং বং ভং মং ক্লীঁ। (বীজ) বিদ্যাতত্ত্বেন সূক্ষ্মদেহং শোধয়ামি স্বাহা।।২।। * ইতি পূর্ববৎ স্বীকৃত্য পুনর্বামভাগস্থাং গৃহীত্বা,—হ্রীঁ শ্রী প্রকৃত্যহঙ্কারবুদ্ধিমনঃশ্রোত্রত্বক্‌চক্ষুরসনঘ্রাণবাক্ পাণিপাদপায়ু-পস্থশব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাকাশবায়ুতেজঃ-সলিলভূম্যাত্মনে যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং সৌঃ (বীজ) শিবতত্ত্বেন পরদেহং শোধয়ামি স্বাহা।।৩।। ইতি স্বীকৃত্য পূর্ববৎ মধ্যস্থাং শুদ্ধি গৃহীত্বা,— হ্রীঁ শ্রী শিবশক্তিসদাশিবেশ্বরবিদ্যাকলাত্মনে মায়াকালাত্মনে নিয়তিকলাসুশুদ্ধ-বিদ্যারাগপুরুষাত্মনে প্রকৃত্যহঙ্কারবুদ্ধিমনঃশ্রোত্রত্বক্‌চক্ষুরসনঘ্রাণবাক্‌পাণিপাদ পায়ুপস্থশব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাকাশবায়ুতেজঃসলিলভূম্যা-ত্মনে অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ঌং ৡং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ কং খং গং ঘং ঙং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং ডং ঢং ণং তং থং দং ধং নং পং ফং বং ভং মং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ (বীজ) সর্বতত্ত্বেন তত্ত্বত্রয়াশ্রয়ং জীবং শোধয়ামি স্বাহা।। ৪।। ইতি পূর্ববৎ স্বীকৃত্য বস্ত্রেণ হস্তৌ বিশোধ্য সর্বাঙ্গং হস্তাভ্যাং মার্জ্জয়েৎ (৪১)।

অথ বিন্দুস্বীকারো যথা। মূলাধারাৎ কুলকুণ্ডলিনীং আজিহ্বাং আত্মানং তন্ময়ঞ্চ বিভাব্য বামহস্ততত্ত্বমুদ্রয়া ভোগপাত্রাৎ বিন্দুং গৃহীত্বা দক্ষহস্ততত্ত্বমুদ্রয়া শুদ্ধিযোগেন স্বীকুর্য্যাদনেন, —(বীজ) ওঁ আর্দ্রং ....

(৪১) সংক্ষেপে তত্ত্বস্বীকার মন্ত্র যথা,—হ্রীঁ শ্রী আত্মতত্ত্বেন স্থূলদেহং শোধয়ামি স্বাহা। ১। হ্রীঁ শ্রী বিদ্যাতত্ত্বেন সূক্ষ্মদেহং শোধয়ামি স্বাহা।২। হ্রীঁ শ্রী শিবতত্ত্বেন পরদেহং শোধয়ামি স্বাহা।৩। হ্রীঁ শ্রী সর্ব্বত্ত্বেন তত্ত্ব ত্রয়াশ্রয়ং জীবং শোধয়ামি স্বাহা।৪। এই মন্ত্রচতুষ্টয়ে যথাক্রমে মূলানুযায়ী তত্ত্ব স্বীকার করিতে হইবে।

* বিদ্যাতত্ত্ব অর্থাৎ বিদ্যা এবং অবিদ্যাতত্ত্ব। এখানে অর্থ অবিদ্যাতত্ত্বঃ বিদ্যা অর্থাৎ শুদ্ধবিদ্যার উল্লেখ পরে আছে।....................

জ্বলতি জ্যোতিরহমস্মি জ্যোতির্জ্বলতি ব্রহ্মাহমস্মি সোহহমস্মি অহ-মেবাহং জুহোমি স্বাহা (৪২)।।১।। পুনস্তথা—(বীজ) ওঁ তমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাবদিষ্যামি ঋতং বদিষ্যামি সত্যং বদিষ্যামি তন্নামবতু তদ্বক্তারমবতু মামবতু বক্তারং স্বাহা।।২।। পুনস্তথা,—(বীজ) ওঁ ছন্দসামৃষয়ো যচ্ছন্দো-হ্যমৃতা ভুবসামন্দ্রো মেধয়া স্পৃণোতু ভুবি স্রুবং মেণোপায়তু স্বাহা।।৩।। ইতি বিন্দুং স্বীকৃত্য শ্রীপাত্রামৃতেন তত্তদগায়ত্র্যা মূলেন চ পূজোপকরণঞ্চাভ্যুক্ষয়েৎ। *

অথ বলিপ্রয়োগঃ (৪৩)। চক্রস্য পূর্বদক্ষিণপশ্চিমোত্তরেষু ত্রিকোণ-বৃত্তচতুরস্রমণ্ডলং বিলিখ্য, ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ মণ্ডলায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে মণ্ডলায় নমঃ। ইতি পূর্বাদিতঃ মণ্ডলানি সংপূজ্য পূর্বে......................

---

(৪২) এই মন্ত্রের পাঠান্তর যথা,—ওঁ আর্দ্রং জ্বলতি জ্যোতিরহমস্মি জ্যোতির্জ্বলতি ব্রাহ্মাহমস্মি অহমস্মি-ব্রহ্মাহস্মি। যোহস্মি সোহহমস্মি অহমে-বাহং মাং জুহোমি স্বাহা।

(৪৩) কোন কোন মতে পূজোর পূর্ব্বে বলিপ্রয়োগ, কোন কোন মতে পূজান্তে বলিপ্রয়োগ বিহিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। পরন্তু প্রমাণদৃষ্টে ও শ্মশানসাধন প্রভৃতিতে পূজাগ্রে স্পষ্টরূপে বলিপ্রয়োগের উল্লেখ দেখিয়া প্রশস্ত বিবেনোয় এই স্থলেই বলিপ্রয়োগ দিলাম। বলিপ্রদানের দিঙ্‌নির্ণয়ে, মন্ত্রে ও মুদ্রায় ভিন্ন ভিন্ন তন্ত্রে বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। আমরা এতন্মধ্যে সাধকমণ্ডলিতে সমাদৃত বিধিই গ্রহণ করলাম। দিক্‌নির্ণয় সম্বন্ধে তন্ত্রে অনেক প্রকার মত আছে— তবে সাধারণ ভাবে যে মুখেই পূজা করুন দেবতার সম্মুখ পূর্ব্বদিক দেবতার পশ্চাৎ পশ্চিম, দেবতার দক্ষিণ, দক্ষিণ এবং বাম উত্তরদিক কল্পনা করিতে হইবে। (নিত্যপূজা দ্রষ্টব্য)

* বিন্দুস্বীকারের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় মন্ত্র তৈত্তীরীয় উপনিষদে বিভিন্নভাবে দৃষ্ট হয় যথাঃ—

২। ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি। ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মবদিষ্যামি। ঋতং বদিষ্যামি। সতং বদিষ্যামি। তন্মামবতু। তদ্বক্তারমবতু। অবতু মাম্। অবতুবক্তারম্।

৩। যশ্ছন্দসামৃষভো বিশ্বরূপঃ। ছন্দোভ্যোহধ্যমৃতাৎ সম্বভূব। স মেন্দ্রো মেধয়া স্পৃণোতু। অমৃতস্য দেব ধারণো ভূয়াসম্। শরীরং মে বিচর্ষণম্।

বটুকং ধ্যায়েদ্যথা,—ওঁ পীযূষভাণ্ডমসিখণ্ডকপালদণ্ডচণ্ডাতিচণ্ডভূজদণ্ডমতি প্রচণ্ডম্। শ্রীকুণ্ডলদ্বয়বিমণ্ডিতমুণ্ডমীড়ে নীলং বটুং বটুকনাথমহীন্দ্রহারম্।। ইতি ধ্যাত্বা তন্মণ্ডলে বটুকং 'বাং' ইতি বীজেন যথাশক্ত্যুপচারৈঃ সংপূজ্য তত্র সার্ঘ্যসলিলমীনমাংসমুদ্রাপুষ্পযুতং বলিং নিধায় বামাঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাম্ উৎসৃজেদনেন, —ওঁ এহ্যেহি দেবীপুত্র বটুকনাথ কপিলজটাভারভাসুর ত্রিনেত্র জ্বালামুখ সর্ববিঘ্নং নাশয় নাশয় সর্বোপচার সহিতং বলিং গৃহ্ন গৃহ্ন স্বাহা, বাং এষ বলিঃ বটুকায় নমঃ। ইতি বলিপাত্রামৃতা ভুৎক্ষণেণ উৎসৃজ্য প্রার্থয়েৎ,—ওঁ করকলিতকপালঃ কুণ্ডলী দণ্ডপাণিঃ তরুণতিমিরনীলব্যাল-যজ্ঞোপবীতঃ। কৃতসময়সপর্য্যাবিঘ্নবিচ্ছেদহেতুর্জয়তি বটুকনাথঃ সিদ্ধিদঃ সাধকানাম্।

দক্ষিণে যোগিনীং ধ্যায়েৎ,—ওঁ যোগিন্যঃ কামরূপাঃ সকলগুণযুতাস্তপ্তকার্তস্বরাভা মত্তাঃ কঙ্কালমালাকলিতগলতটিরক্তবস্ত্রোত্তরীয়াঃ। শূলং পাশং কপালংশৃণিমপি বিধৃতাঃ সুস্মিতাঃ সুপ্রসন্না ভক্তানাং সাধকানামভিলষিতফলং দীয়মানাঃ সুবেশাঃ। ইতি ধ্যাত্বা 'যাং' ইতি বীজেন পূর্ববৎ সংপূজ্য দক্ষাঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাং পূর্ববৎ বলিং দদ্যাদনেন, —ওঁ ঊর্দ্ধং ব্রহ্মাণ্ডতো বা দিবি গগনতলে ভূতলে নিস্কলে বা পাতালেবাহনলে(বনে) বা সলিলপবনয়োর্যত্র কুত্র স্থিতা বা। ক্ষেত্রে পীঠোপপীঠাদিযুচ কৃতপদা ধূপদীপাদিকেন প্রীতা দেব্যঃ সদা নঃ শুভবলিবিধিনা পান্তু বীরেন্দ্রবন্দ্যাঃ। যাং যোগিনীভ্যঃ স্বাহা সর্বযোগিনীভ্যো হুঁ ফট্ স্বাহা এষ বলিঃ যোগিনীভ্যো নমঃ।

পশ্চিমেক্ষেত্রপালং ধ্যায়েৎ। ওঁ চঞ্চৎকপালসুকৃপাণ-সশূলদণ্ড মুদ্যড্ডমড্মণ্ডিতপাণিদণ্ডম্। নীলাঞ্জনপ্রচয়পুঞ্জমিব প্রসন্নং শ্রীক্ষেত্রনাথকমহং সততং ভজামি।। ইতি ধ্যাত্বা 'ক্ষাং' ইতি বীজেন পূর্ববৎ সংপূজ্য বাহস্তকৃতমুষ্টিঃ সরলাকারতর্জ্জন্যা পূর্ব্ববৎ বলিং দদ্যাদনেন —ওঁ নগ্নত্বং মুক্তকেশং রবিশশিনয়নং পিঙ্গলং কেশভারং হস্তে দণ্ডং প্রচণ্ডং অলিপিশিযুতং বামহস্তে কপালং। ক্রীড়ন্তং.....................

জিহ্বা মে মধুমত্তমা। কর্ণাভ্যাং ভূরি বিশ্রুবম্। ব্রহ্মণঃ কোশোহপি মেধয়া পিহিতঃ। শ্রুতং মে গোপায়। (স্বাহা।)

মাতৃচক্রে কহকহহসিতং নাগগম্ভীরঘোরং রক্তাক্ষং সিদ্ধনাথং প্রহসিত বদনং ভৈরবং ক্ষেত্রপালম্। ওঁ ক্ষাঁ ক্ষীঁ ক্ষূঁ ক্ষৈঁ ক্ষৌঁ ক্ষঃ হুঁ স্থান ক্ষেত্রপাল মুকুটখর্পরমুণ্ডমালাবিভূষণ মহাভীমরূপধর বর্ষকেশ জয় জয় দিগম্বর মহাভূতপরিবার সংত্রাসকর অগ্নিনেত্র মদ্যপানমদোন্মত্ত ত্রিশূলায়ুধ শৃঙ্গীবাদন তৎপর এহি এহি মম সর্ব্ববিঘ্নং নাশয় সর্বোপচারসহিতং ইমং বলিং গৃহাণ হুঁ ফট্ স্বাহা ক্ষাং এষ বলিঃ ক্ষেত্রপালায় নমঃ। ইত্যনেন বলিং দত্ত্বা প্রণমেৎ। যোহন্যক্ষেত্রনিবাসী চ ক্ষেত্রপালস্য কিঙ্করঃ। প্রীতোহস্তু বলিদানেন সর্বরক্ষাং করোতু মে।*

উত্তরে গণেশং ধ্যায়েৎ। সিন্দুরাভং ত্রিনেত্রং পৃথতরজঠরং হস্তপদ্মৈর্দধানং দণ্ডং পাশাঙ্কুশেষ্টান্যুরুকরবিলসদ্বারুণীপূর্ণকুম্ভং। বালেন্দুদ্যোতমৌলিং করিপতিবদনং দানপূরার্দ্রগণ্ডং ভোগীন্দ্রাবদ্ধভূষং ভজত গণপতিং রক্তবস্ত্রাঙ্গরাগম্।। ইতি ধ্যাত্বা 'গং' ইতি বীজেন পূর্ববৎ সংপূজ্য গজতুণ্ডাখ্যমুদ্রয়া (দণ্ডাকারসর্বাঙ্গুলীমধ্যবৃদ্ধয়া। পূর্ববৎ বলিং দদ্যাদনেন, — ওঁ গাঁ গীঁ গূঁ গৈঁ গৌঁ গঃ গণপতয়ে বরবরদ (বরদ বরদ) সর্বজনং মে বশমানয় (ধূপাদিসহিতং) বলিং গৃহ্ণ গৃহ্ণ স্বাহা গং এষ বলিঃ গণেশায় নমঃ।

স্ববামে মণ্ডলং কৃত্বা, ওঁ ঐঁ হ্রীঁ ব্যাপকমণ্ডলায় নমঃ, ইতিসংপূজ্যতত্র সাধারবলিং নিধায়, 'হ্রীঁ', ইত্যভিমন্ত্র্য হ্রীঁ সর্বভূতেভ্যো নমঃ, ইতি মন্ত্রেণ সংপূজ্য ওঁ হ্রীঁ সর্ববিঘ্নকৃদ্ভ্যঃ সর্বভূতেভ্যো হুঁ ফট নমঃ। এষ বলি সর্বভূতেভ্যো নমঃ। ইতি পূর্ববৎ তত্ত্বমুদ্রয়া উৎসৃজ্য প্রার্থয়েৎ,—ওঁ দেহস্থাখিলদেবতা গজমুখাঃ ক্ষেত্রাধিপা ভৈরবা যোগিন্যো বটুকাশ্চ যক্ষপিতরো ভূতাঃ পিশাচা গ্রহাঃ। অন্যে খেচরভূচরা দিশিচরা বেতালকাস্তে গজাস্তৃপ্তাঃ স্যুঃ কুলপুত্রকস্য পিবতঃ পানং সদীপং চরুম্। ইতি বলিপঞ্চকং দত্ত্বা শিবাবলিং দদ্যাৎ (৪৪)।

---

*পাঠান্তর— যোহস্মিন্ ক্ষেত্রে নিবাসী চ ক্ষেত্রপালঃ সকিঙ্করঃ...... শান্তিরক্ষাং করোতু মে।

(৪৪) শিবাবলি। বিল্বমূলে শ্মশানে, প্রান্তরে অথবা শূন্যমণ্ডপে গমন করিয়া তথায় স্থান পরিষ্কার ও প্রোক্ষণান্তে ত্রিকোণ-বৃত্ত চতুরস্রমণ্ডল অঙ্কিত

করিয়া সেই মণ্ডলে প্রথমে পঞ্চোপচারে ইষ্টদেবতার পূজা করিতে হইবে। পরে কারণবিন্দুসমেত মাংসপ্রধান বলি আধারসমেত মণ্ডলোপরি রাখিয়া, 'অস্ত্রায় ফট্' এই মন্ত্রে অভ্যুক্ষণ, 'হুঁ' এই মন্ত্রে অবগুণ্ঠন, 'বং' এই মন্ত্রে ধেনুমুদ্রা প্রদর্শনে অমৃতীকরণ করিতে হইবে অর্থাৎ নৈবেদ্যকে অমৃতময় চিন্তা করিতে হইবে। পরে 'বং' এই বরুণবীজ তদুপরি অষ্টধা জপ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে মন্ত্রপাঠ করিবেন যথা,— ওঁ হ্রীঁ এহ্যেহি জগতাং মাত গৃহ্ন গৃহ্ন (ইমং) সমাংসামিষান্নবলিং মম সিদ্ধিং দেহি দেহি শত্রুক্ষয়ং কুরু কুরু হুঁ হুঁ হ্রীঁ হ্রীঁ স্বাহা। পরে বামহস্তে বলিপাত্র স্পর্শ করিয়া, 'এতস্মৈ সমাংসামিষান্নবলয়ে নমঃ' এই মন্ত্রে অভ্যুক্ষণদ্বারা তিনবার অর্চ্চনা করিয়া ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ' 'ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে এতৎসম্প্রদানশিবাগণেভ্যো নমঃ এই মন্ত্রে পূজা করিয়া, 'ইমং সমাংসামিষান্নবলিং শিবা গণেভ্যোঃ নমঃ' এই মন্ত্রে অভ্যুক্ষণদ্বারা নিবেদন করিয়া প্রার্থনা করিতে হইবে যথা, —ওঁ পূর্ণোদরিমহামায়ে মদ্যমাংসবলিপ্রিয়ে। কুলাচারপ্রসন্নাস্যে নমস্তে শঙ্করপ্রিয়ে। কালীকালীতি বক্তব্যা তত্রোমা শিবরূপিণি। শুভাশুভফলং ব্যক্তং ব্রূহি গৃহ্ন বলিং তব। ওঁ শিবাকঙ্কালবেতালাঃ জম্ভগাঃ পূতনাদয়ঃ। পশুরূপধরা যাতি পরিবারগণৈঃ সহ। পরে, 'শ্রী ক্লীঁ হ্রীঁ ত্রিপুরে দেবি শিবানামাকর্ষয়াকর্ষয় স্বাহা' এই আকর্ষণ মন্ত্র শিবার আগমনকালপর্য্যন্ত অথবা অষ্টোত্তরশত জপ করিতে হইবে। আগমণ করিলে বলিপাত্রে দৃষ্টিনিক্ষেপ পূর্ব্বক ভোজনকালপর্য্যন্ত মূলমন্ত্র জপ করিতে হইবে। পরে প্রণাম করিয়া শান্তিস্তোত্র পাঠ করিতে হইবে। পরে প্রণাম করিয়া শান্তিস্তোত্র পাঠ করিতে হইবে, — ওঁ পাহি ত্বং করুণাময়ি প্রিয়তমং সংসাধকং রক্ষতু ভ্রষ্টান্নাশয় নাশয় প্রিয়তমারক্তারবিন্দং (বক্তারবিন্দং) ময়া। নিত্যং দেহি সাধুসুধাচয়ময়ীং (সুধাং সুধাচয়ময়ীং) সিদ্ধিং শিবে সিদ্ধিদং জ্ঞানং মোক্ষবিধায়কং কুরু শিবে সংহারিণী পাশবে। ইতি। *

অষ্টোত্তর সহস্র জপে পূর্ব্বোক্ত আকর্ষণমন্ত্রের পুরশ্চরণ হইবে। অর্চ্চনা ও নিবেদনে 'শিবাগণেভ্যো' এই স্থলে 'পশুরূপধরায়ৈ 'শিবায়ৈ' এই পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়। ....

অসমর্থপক্ষে এই সমস্ত বলির পরিবর্ত্তে কেবলমাত্র সর্ব্বভূতের বলি নিবেদন

* মহানির্ব্বাণতন্ত্রে সংক্ষেপ শিবা বলির উল্লেখ আছে পূর্ব্ববৎ অভ্যুক্ষণাদি করিয়া 'ওঁ গৃহ্ন দেবি মহাভাগে শিবে কালাগ্নিরূপিণি। শুভাশুভং ফলং ব্যক্তং ব্রূহি গৃহ্ন বলিং তব। (বীজ) এষ বলিঃ শিবায়ৈ নমঃ।'

অথ হস্তৌ প্রক্ষাল্য প্রাণায়ামং করাঙ্গন্যাসৌ চ বিধায় নিত্যপূজাপদ্ধতি-ক্রমেণ পুনর্ধ্যাত্বা আবাহনাদিকং কৃত্বা, শ্রীপাত্রামৃতেন দেবীং সন্তর্প্যযথাসম্ভবোপচারৈঃ সংপূজয়েৎ (৪৫)।

অথ হোমাদিকং সমাপ্য পূর্ব্ববৎ আনন্দভৈরবাদিকং দেবীঞ্চ সন্তর্প্য জপ্ত্বা স্তুত্বা প্রণম্য চ বিসর্জ্জনাৎ প্রাক্ (৪৬) শ্রীপাত্রমুত্তোল্য, ইতঃ পূর্বং ইত্যাদি (নিত্যপূজাপদ্ধতি) মন্ত্রেণ ত্রির্ভ্রাময়িত্বা তৎপাত্রস্থিতমর্ঘং দেব্যাঃ শিরসি সমর্প্য (৪৭) দেবীং বিসৃজ্য উচ্ছিষ্টচাণ্ডালিনীঞ্চ......................

করিলেও হইবে। যথা শ্রীত্ত্বচিন্তামণিতে—অথবা সর্বভূতেভ্যো বলিমেকং সমাচরেৎ।

(৪৫) উপাচারদানকালে পুষ্প ও বিল্বপত্র দানের পরে,—'(বীজ) ইদং কুলকুসুমং অমুকদেবতায়ৈ বৌষট্' এই মন্ত্রে কুলকুসুম বা তদনুকল্প রক্তচন্দন দিতে হইবে। তারাপূজায়, (বীজ) শ্রীমদেকজটে বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ হূঁ ফট্ স্বাহা ইদং.........ইত্যাদি বলিয়া দিতে হইবে। বজ্রপুষ্পই তারাপূজায় প্রশস্ত।

দীপদানান্তে পাত্রান্তরে অমৃত লইয়া সম্মুখে আধারে স্থাপন করিয়া 'ওঁ কালি কালি (মহাকালি) হূঁ হূঁ অমৃতমাসবং বিধিয়ৎ স্বাদুং কুরু কুরু স্বাহা' এই মন্ত্রে (সপ্তবার) অভিমন্ত্রিত করিয়া বাম হস্তের ত্রিখণ্ডমুদ্রায় পাত্র ও দক্ষিণ হস্তে শুদ্ধ্যাদি লইয়া, 'ওঁ পরমং বারুণীকল্পং কোটিকল্পান্তকারিণি। গৃহাণ কবিতাসিদ্ধিং দেহি মে মোক্ষদায়িনি। (বীজ) ইদং শুদ্ধ্যাদিসহিতমাসবং অমুকদেবতায়ৈ নিবেদয়ামি।' এই মন্ত্রে নিবেদন করিয়া প্রার্থনা করিতে হইবে যথা,— ওঁ শুদ্ধ্যাসবরসাস্বাদু-পরমানন্দনির্ভরে। অপারে ভবসংসারে ত্রাহি মাং পরমেশ্বরি। পরন্তু তারাপূজায় সকল উপচারদানেই বীজমন্ত্রের পর শ্রীমদেকজটে ইত্যাদি বলিতে হইবে।

(৪৬) দিব্যভাবালম্বী সাধক শ্রীপাত্র উত্তোলন ও বিসর্জ্জনের পূর্বে পানভোজন করিবেন, এবং বীরভাবাবলম্বী সাধক বিসর্জনান্তে পানভোজনাদি করিবেন। যথা'—'দিব্যো দেব্যগ্রতঃ পানং বীরো বিসর্জ্জনান্তরং।' পরন্তু দিব্য-ভাবালম্বী সাধক দুর্ল্লভ। অতএব আমরা বিসর্জ্জনের পরে এতদ্বিষয়ে উল্লেখ করিলাম। এ ক্ষেত্রে যাঁহারা বিসর্জ্জনান্তর পানভোজন অথবা অনুষ্ঠানাদি করিবেন— তাঁহাদের পক্ষে মূলে উক্ত উচ্ছিষ্টভৈরবের পূজা বা বলি প্রভৃতি প্রয়োগ অনাবশ্যক।

(৪৭) কালীকুলে বিশেবার্ঘ্য নাই। শ্রীপাত্রের দ্বারাই বিশেষার্ঘ্যের .....

সংপূজ্য পূর্ব্ববৎ উপবিষ্টৈঃ সাময়িকৈঃ সহ পানাদিকং সমাচরেদিতি।

তত্র প্রথমং মাংসসহিতং গুরুপাত্রামৃতং গুরুবে দত্ত্বা জ্যেষ্ঠানুক্রমেণ শক্তিভ্যঃ শক্তিপাত্রামৃতং তদ্বৎ বীরেভ্যো বীরপাত্রা-মৃতংদত্ত্বা স্বপাত্রে........

কার্য্য হইবে। এই জন্য কোন কোন সম্প্রদায়ে সামান্যার্ঘ্য ব্যতিরেকে অন্য অর্ঘ্য স্থাপনা করিয়া শ্রীপাত্র হইতে অর্ঘ্য দ্রব্য লইয়া উপাচার দানকালে সেই অর্ঘ্যই সমর্পণ করেন। ইহার কারণ তাঁহারা এই বলেন যে, অর্ঘ্য দেবতাকে উপাচারদানকালে দিতে হইবে তাহাই বিশেষার্ঘ্য। পরন্তু এরূপ শ্রীপাত্র হইতে অর্ঘ্যদানের প্রমাণ আমরা প্রাপ্ত হইলাম না যে অর্ঘ্য দেবতাকে উপাচারদানকালে দিতে হইবে তাহা স্বতন্ত্র ও এই বিশেষার্ঘ্য স্বতন্ত্র। পূজান্তে বিশেষার্ঘ্যদ্বারা প্রদক্ষিণ, আত্মসমর্পণ প্রভৃতি করিয়া পরে তাহা দেবতার মস্তকে সমর্পণ করিতে হইবে। উপাচারদানকালে যে অর্ঘ্য দেওয়া হয় তাহা সাধক-সম্প্রদায়ে দানার্ঘ্য বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। যথা পূজাসারে — সামান্যার্ঘ্যেন গিরিজে দ্বারপূজা প্রকীর্ত্তিতা। দ্বিতীয়েনেষ্টপূজা চ তৃতীয়েনাপরার্চ্চনম্। বিশেষার্ঘ্যেন দেবেশি প্রদক্ষিণমুদাহৃতম্ এই প্রমাণে পূজার অর্ঘ্য ও বিশেষার্ঘ্য স্বতন্ত্ররূপে কথিত হইয়াছে, এই বিশেষার্ঘ্য দ্বারা প্রদক্ষিণের বিধি দেওয়া হইয়াছে। কঙ্কালমালিনীতন্ত্রে, —পুনর্গন্ধাদিভিঃ পূজা জপ্ত্বা শেষং সমর্পয়েৎ। অর্থাৎ পঞ্চোপচারে দেবীর পুনঃ পূজার পর বিশেষার্ঘ্য সমর্পণ করিবে। এই বিশেষার্ঘ্য কোথায় দিতে হইবে তাহার বিধান দিবার জন্য ইহার পরে বলিয়াছেন,— সর্বশেষ চ দেবেশি সামান্যার্ঘং পদেহর্পয়েৎ। বিশেষার্ঘ্যং শিরে দত্ত্বা দেব্যাঃ প্রিয়তমো ভবেৎ। ইহাতে সর্ব্বশেষে বিশেষার্ঘ্য মস্তকে দিবার বিধি দৃষ্ট হয়। তোড়লতন্ত্রে পূজার শেষে বিসর্জ্জনের পূর্বে আত্মসমর্পণ ও এই বিশেষার্ঘ্য অর্থাৎ শ্রীপাত্রস্থিত অর্ঘ্যদানের বিধিই দৃষ্ট হয়। যথা, —বিশেষার্ঘ্যং প্রদাতব্যং আত্মানঞ্চ সমর্পয়েৎ। রুদ্ররূপী স্বয়ং ভূত্বা সংহারেণ বিসর্জ্জয়েৎ। গন্ধর্বতন্ত্রে,—আত্মানঞ্চ ক্রিয়াঃ সর্বা মহামন্ত্রেণ পার্বতি। ততো ব্রহ্মস্বরূপিণ্যৈ বিশেষণ সমর্পয়েৎ। বারত্রয়মিতঃ পূর্বং প্রাণবুদ্ধি ততঃ পরং ইত্যাদি। এতদ্বারা আমাদের অবলম্বিতরূপে বিশেষার্ঘ্য দ্বারা আত্মসমর্পণাদির বিধি ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। এই ক্রান্তায় বিশেষার্ঘ্যের কার্য্য শ্রীপাত্রদ্বারাই হইবে। অতএব শ্রীপাত্রের অর্ঘ্যদ্রব্য কখনই উপাচারদানে ব্যবহৃত হইবে না। অর্ঘ্যদ্রব্য অপসারিত হইলে শ্রীপাত্রের অর্ঘ্যত্বই থাকে না। অতএব তাহার দ্বারা পুনরায় বিশেষার্ঘ্যের কার্য্য হওয়া ....

ভোগপাত্রামৃতং পরিবেশয়েৎ (৪৮)। সর্বে চক্রেশ্বরং নত্বা 'শক্তিসাধকশ্রীচরণেভ্যো নমঃ' ইতি প্রণমেৎ। ততঃ সাময়িকাঃ তালত্রয়ং দত্ত্বা

অসম্ভব। এবং পূজা সমাপ্তি পর্য্যন্ত শ্রীপাত্র চালনাও নিষিদ্ধ। এই সমুদায় দৃষ্টে, বিশেষতঃ পূজাসারের বচন দৃষ্টে প্রতীতি হয় যে, উপাচার-দানার্ঘ্য স্বতন্ত্র স্থাপন করা কর্ত্তব্য (নিত্যপূজা)।

(৪৮) চক্রে উপবেশনবিধি ৫৩ পৃঃ (৭) টীকা উল্লিখিত হইয়াছে। চক্রানুষ্ঠানের সময় স্ব স্ব ভোজন পাত্রের দক্ষিণে নিজ নিজ সুধা পাত্র স্থাপন করা বিধেয়।

প্রমাণ যথা—মহানির্বানতন্ত্র ৬ উঃ—"আধারোপরি সংস্থাপ্য শুদ্ধিপাত্রস্য দক্ষিণে। মহাপ্রসাদমানীয় পাত্রেষু পরিবেশয়েৎ।"

একপাত্র হইতে বহুশক্তিকে বা বহুসাধককে পরিবেশন করা অসম্ভব। এই নিমিত্ত কলসস্থিত বা পাত্রান্তরে রক্ষিত কারণের সহিত তত্তৎ পাত্রস্থিত কারণ সকল শক্তিকে বা সাধককে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পরিবেশন করা কর্ত্তব্য। কৌলিকার্চ্চনদীপিকাকার বলেন, সুধাঘটের সুধা নিবেজন করা হইয়া থাকে, অতএব অন্যান্য সাধকের তর্পণাদির নিমিত্ত পাত্রান্তরে কিঞ্চিৎ অনিবেদিত সুধা রক্ষা কর্ত্তব্য। পরন্তু প্রায় সকল সম্প্রদায়ের সাধকেই বলিয়া থাকেন যে, কারণ ও মাংস নিবেদিত হইলেও তাহার দ্বারা তর্পণ করা যায়। সাধকপরম্পরা-কথিত প্রমাণ যথা,—"সপ্তবারং নিবেদ্যৈব নৈবোচ্ছিষ্টং প্রজায়তে।" যাহা হউক গুরুর উপদেশই শিরোধার্য্য। প্রথম পাত্রদানে বামহস্তে অমৃতপূর্ণ পাত্র দক্ষিণহস্তে মাংস লইয়া উভয় হস্তের যোগে শক্তি সাধককে দিতে হইবে। তাঁহারও ঐরূপে হস্তে গ্রহণ করিয়া আধারে রক্ষাপূর্বক চক্রেশ্বরকে প্রণাম করিবেন। বলা বাহুল্য চক্রেশ্বর যিনিই হউন, সকল শক্তিসাধকেই তখন তাঁহাকে গুরুর স্বরূপ জ্ঞান করিবেন। দ্রব্য দুই তোলার ন্যূন ও পাঁচতোলার অধিক হইবে না। যথা,—ন নেত্র কর্ষতো ন্যূনং বাণকর্ষাধিকং ন চ। চক্রে উপবেশনবিধি ও পরিবেশনবিধি সম্বিদা পরিবেশন স্থলে সন্নিবেশিত হইয়াছে। গুরু ও শক্তির অভাবে তত্তৎপাত্র জলে বিসর্জ্জন করিতে হইবে। কৌলাবলীতে আছে—বিনা শক্ত্যা তু যৎপানং তৎসর্বং নিস্ফলং ভবেৎ। অর্থাৎ শক্তি ব্যতিরেকে চক্রানুষ্ঠান নিস্ফল হইবে ; কুলার্ণবে আছে, —স্ত্রীণামন্যতমং স্থানং পুংসামন্যতমং পৃথক্। অথবা মিথুনং কৃত্বা ক্রমাৎ সমুপবেশয়েৎ। ইহা দ্বারা বুঝিতে পারা ....

ছোটিকাভির্দশদিগ্বন্ধনঞ্চ কৃত্বা ধেনুযোনিমুদ্রে প্রদর্শ্য তদুপরি অষ্টধা মূলং প্রজপ্য পূর্ববৎ সন্তর্প্য তত্ত্বশুদ্ধিং কুর্য্যুঃ। ততস্তৈঃ সহ পাত্রবন্দনাদিকং কৃত্বা বামহস্তকৃত-ত্রিখণ্ডমুদ্রোপরি পাত্রংগৃহীত্বা প্রথমপাত্র দক্ষহস্তে মাংসখণ্ডঞ্চ গৃহীত্বা তদুভয়োর্যোগেন ধৃত্বা 'জুহোমি' ইতি প্রার্থিতানুমতিঃ 'জুহুধ্ব' ইত্যনুজ্ঞাতঃ সহস্রারে গুরুং স্মরন্ কুলকুণ্ডলিনীঞ্চ আজিহ্বাং আত্মানংকুলকুণ্ডলিনীময়ং বিভাব্য মূলমন্ত্রমুচ্চরন্ তস্যা মুখে জুহুয়াৎ, তদনু মাংসখণ্ডঞ্চ স্বীকৃত্য আধারে পাত্রং সংস্থাপ্য মৎস্যসহিতং দ্বিতীয়পাত্রং পূর্ববৎ পরিবেশয়েৎ (৪৯)।......

যায় যে, শক্তিচক্র পৃথক্ করিলেও চক্রার্চ্চন নিস্ফল বা শক্তিহীন চক্র বলিয়া পরিগণিত হয় না। নিরুত্তরতন্ত্রে আছে — শক্ত্যভাবে কুলেশানি তৎপাত্রস্থ জলে ক্ষিপেৎ। ইহার দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, শক্তির অভাবে শক্তিহীন চক্র হইতে পারে।

শক্তিহস্তে পাত্রদানকালে পাঁচ পাত্রে পাঁচটি মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। প্রথম পাত্র দানকালে মন্ত্র যথা, ওঁ চিচ্চন্দ্রকুণ্ডলীযোগাৎ সামরস্য-শুভোদয়ম্। গৃহাণ স্নেহমৃতং পাত্রং প্রথমং বিন্ধ্যবাসিনি। ১ দ্বিতীয়পাত্রে, — অলিপাত্রমিদং ভুত্যং দীয়তে পিশিতান্বিতম্। স্বীকৃত্য সুভগে দেবি জয়ং দেহি রিপূন্ দহ।। ২।। তৃতীয়ে —ওঁ বজ্রেশ্বরি বজ্রহস্তে অদ্বিতদ্যুতি মন্দিরে। গৃহাণ স্নেহমৃতং পাত্রং তৃতীয়ং বিন্ধ্যবাসিনি। ৩। চতুর্থে, ওঁ মদ্যং মাংসসমাযুক্তং মৎস্যমুদ্রা-সমন্বিতং। কামদং ভোগদং দেহি চতুর্থং পাত্রকারিণি। ৪। পঞ্চম পাত্রদানে, — পঞ্চমে পঞ্চমং পাত্রং নানাব্যঞ্জনসংযুতম্। গৃহাণ স্নেহমৃতং পাত্রং পঞ্চমং ভবকারিণি। ৫।

* সাধকগণ সকলেই স্ব স্ব পাত্রস্থিত অমৃত দ্বারাই সমস্ত তর্পণ করিবেন। অবশেষে উপস্থিত শক্তি সাধকগণের পূর্ণাভিষেক কালীন গুরুদত্ত নাম উল্লেখ করিয়া তত্তৎ পাত্রে তর্পণ করিবেন। অনন্তর অনিবেদিত দ্রব্য নিবেদন করিয়া হৃদয়ে উচ্ছিষ্ট চাণ্ডালিনীর তর্পণ করিবেন।

(৪৯) প্রথম পাত্রবন্দনা। ওঁ শ্রীমদ্ভৈরবশেখরপ্রবিলসচ্চন্দ্রামৃতাপ্লাবিতং ক্ষেত্রাধীশ্বরযোগিনীসুরগণৈঃ। সিদ্ধৈঃ সমারাধিতম্। আনন্দার্ণবকং মহাত্মকর্মিদং সাক্ষাত্ত্রিখণ্ডামৃতং, বন্দে শ্রীপ্রথমং করাম্বুজগতং পাত্রং বিশুদ্ধিপ্রদম্।......................

পরে বামহস্তে পাত্র ও দক্ষিণহস্তে শুদ্ধি গ্রহণ করিয়া পাঠ করিতে হইবে,— ওঁ সমুদ্রে মথ্যমানে তু ক্ষীরাব্ধৌ সাগরোত্তমে। তত্রোৎপন্নাং সুরাং দেবীং কন্যাকারূপধারিণীম্। গোমূত্রসদৃশাকারাং ফেণামৃতসমুদ্ভবাম্। অষ্টাদশভুজৈর্যুক্তাং নীরজায়তলোচনাম্। আনন্দশিখরে জাতঃ আনন্দশ্চ মহেশ্বরঃ। তয়োর্যোগেহভবেদ্ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ সাহ্লাদ এব চ। তস্মাদিমাং সুরাং দেবীং পূর্ণোহহং তাং জুহোম্যহম্। ইদং পবিত্রমমৃতং পিবামি ভবভেষজম্। পশুপাশসমুচ্ছেদ- কারণং ভৈরবোদিতম্। চিত্তে স্বাতন্ত্র্যভাবত্বাৎ তস্যানন্দময়াত্মনঃ। তন্ময়ত্বাচ্চ ভাবানাং ভাবোচ্ছন্দসকারিণে। সুষুম্নান্তর্বিকাশায় সুরসঙ্ঘেন পীয়তে। তস্মাদিমাং সুরাং দেবীং পূর্ণোহহং তাং পিবাম্যহম্। ওঁ আজ্ঞা গুরুণাং করুণানিধীনাং মায়ামনুষ্যাকৃতিচিন্ময়াণাম্। শ্রীকুণ্ডলীতুণ্ডচিদগ্নিকুণ্ডে বাচাং সুধাংশুং সমর্পয়ামি।।

অনন্তর ব্রহ্মমন্ত্রোপদিষ্ট সাধক পাঠ করিবেন যথা,— ওঁ ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবি র্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্। ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা। অহন্তাপাত্রসম্ভূতমিদন্তাপরমামৃতম্। পরাহন্তাময়ে বহ্নৌ জুহোমি শিবরূপধৃক্।।

অনন্তর শক্তিসাধকের আজ্ঞা লইয়া মূলোচ্চারণপূর্বক যাহাতে পাত্র হইতে বিন্দুপাত না হয় এরূপ সতর্কতার সহিত শনৈঃ শনৈঃ নিঃশব্দে পান করিতে হইবে। মাতৃকাভেদতন্ত্রে,—'(বীজ) জুহোমি কুণ্ডলীমুখে' এই মন্ত্রে যাবতীয় দ্রব্য পানভোজনের বিধি দৃষ্ট হয়। এমন কি প্রতিগ্রাসে কুণ্ডলিনীকে আজিহ্বান্তা চিন্তা করিয়া উক্ত মন্ত্র উচ্চারণবিধি দৃষ্ট হয়। মহানির্বানতন্ত্রে ব্রহ্মমন্ত্রোপাসক উপদিষ্ট হইয়াছেন যে, আপনাকে ব্রহ্মজ্ঞানে 'ব্রহ্মার্পণমস্তু' এই মন্ত্রে পানভোজন করিতে হইবে।

প্রথম পাত্রে মাংসশুদ্ধি, দ্বিতীয় পাত্রে মৎস্যশুদ্ধিঃ তৃতীয়ে মুদ্রা, চতুর্থে মাংস, মৎস্য ও মুদ্রা এবং পঞ্চম পাত্রে ইচ্ছানুসারে শুদ্ধি সহিত পরিবেশন করিবেন। যথা,—প্রদদ্যাৎ প্রথমে পাত্রে পিশিতং পরমেশ্বরি। দ্বিতীয়ে তু বরারোহে মৎস্যং দদ্যাৎ সুসাধিতম্। তৃতীয়ে তু মহেশানি মুদ্রাং দদ্যাৎ মনোরমাম্। চতুর্থে পরমেশানি মাংসৈর্মৎস্যৈশ্চ মুদ্রয়া। পঞ্চমে তু মহেশানি দদ্যাৎ মন্ত্রী যথেচ্ছয়া। একাদশ পাত্রাধিকারে বিশেষ এই যে, পঞ্চম পাত্রে নানাব্যঞ্জনসমেত অন্নশুদ্ধি, ষষ্ঠ পাত্রে পরমান্ন, সপ্তমে পিষ্টক লড্ডুক প্রভৃতি, অষ্টমে দধিদুগ্ধাদি, নবমে নানা ফলমূল, দশমপাত্রে সাধককে জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী শুদ্ধি এবং একাদশ পাত্রে চক্রেশ্বর স্বেচ্ছামত শুদ্ধি সহিত

তদনন্তরং গুরোর্ধ্যানং। পাত্রে অষ্টধা মূলমন্ত্রজপং দ্বিতীয়পাত্রবন্দনাদিকং কৃত্বা (৫০) পূর্ব্ববৎ স্বীকুর্য্যাৎ। এবং ক্রমেণ তৃতীয়পাত্রং চতুর্থপাত্রং.........

পরিবেশন করিবেন। যথা,—শুদ্ধ্যা তু প্রথমং পাত্রং........।.........ততোহন্নং পঞ্চমে দদ্যাৎ নানাব্যঞ্জনসংযুতম্। পরমান্নং ততঃ ষষ্ঠে সপ্তে পিষ্টকলড্ডুকান্। অষ্টমে দধিদুগ্ধাদি নবে নানাফলাদিকং। জিজ্ঞাস্য দশমে দদ্যাৎ রুদ্রপাত্রে যথেচ্ছয়া।

আধার ব্যতিরেকে পাত্র অন্যত্র রাখা নিষিদ্ধ এবং আধার সমেত পাত্রও উঠাইতে নাই বা স্থানান্তরে চালিত করিতে নাই। একেবারে শূন্যপাত্রও করিতে নাই। পাত্রহস্তে চক্রমধ্যে ভ্রমণ নিষিদ্ধ। সুধাভাণ্ড উঠাইয়া পরিবেশন করিতে নাই। কোন পাত্রদ্বারা কলস হইতে সুধা উদ্ধৃত করিয়া পরিবেশন করিতে হইবে। চক্রেশ্বর পাত্র পরিবেশন করিলে প্রণামপূর্বক সসম্ভ্রমে তাহা উভয় হস্তে লইতে হইবে। পাত্র লঙ্ঘন করিতে নাই এবং কোনরূপে পাদপৃষ্ঠেও করিতে নাই। হস্ত হইতে পাত্র যেন পতিত না হয়। পূর্ণপাত্র হস্তে করিয়াও অধিকক্ষণ থাকিতে নাই বা তদবস্থায় কোনরূপ আলাপ করিতে নাই।

কুলার্ণবে আছে, —উচ্ছিষ্টে ন স্পৃশেচ্চক্রে কুলদ্রব্যানি পার্বতি। বহিঃ-প্রক্ষাল্য চ করৌ কুলদ্রব্যানি দাপয়েৎ। মদ্যভাণ্ডং সমুদ্ধৃত্য ন পাত্রং পূরয়েৎ প্রিয়ে। ভোগপাত্রং সুরাকুম্ভে নিঃক্ষিপেন্ন কদাচন। চক্রমধ্যে শুচিধিয়া করপ্রক্ষালনাদিকম্। যঃ করোতি বিমূঢ়াত্মা স ভবেদাপদম্পদম্। অর্থাৎ উচ্ছিষ্টাদি অপনোদন মানসে চক্রমধ্যে করপ্রক্ষালনাদি নিষিদ্ধ। পরন্তু উচ্ছিষ্ট হস্তে কুলদ্রব্যাদি স্পর্শ করিতে নাই। অতএব চক্রের বর্হিভাগে করপ্রক্ষালন করিয়া কুলদ্রব্য পরিবেশন করিবেন। সুরাকুম্ভ উদ্ধৃত না করিয়া অন্য পাত্র দ্বারা পরিবেশন করিতে হয়, কিন্তু এই স্থলে উচ্ছিষ্ট পাত্র যেন কুম্ভে নিক্ষিপ্ত না হয়। হস্তপ্রক্ষালন জন্য সাধকগণ (চক্রের বহির্ভাগে) নিজ পশ্চাতে জলপূর্ণ পাত্র রক্ষা করেন। ইহার নাম কুলপুষ্করিণী, ইহাতেই তাঁহারা হস্তপক্ষালন করেন। অনেক সাধক বস্ত্রদ্বারাই লেপাপনয়ন করিয়া থাকেন। ইহার প্রমাণ যথা মহানির্বাণতন্ত্রে,—লেপাপনোদনং কুর্য্যাৎ বস্ত্রেণ পাথসাপি বা। কোন কারণে চক্র হইতে বহির্গমন কালে প্রণাম করিয়া উঠিতে হইবে এবং প্রণাম করিয়া প্রবেশ করিতে হইবে। যথা কুলার্ণবে, — প্রণম্য প্রবিশেচ্চক্রং বিনির্গচ্ছেৎ প্রণম্য চ।

(৫০) প্রথমপাত্রান্তে দ্বিতীয় সুধাপূর্ণ পাত্র আধারে রাখিয়া গুরুর ধ্যান

গৃহীত্বা শক্ত্যুচ্ছিষ্টসহিতং (৫১) পঞ্চমপাত্রঞ্চ গৃহীত্বা পঞ্চমমারভেৎ একাদশপাত্রান্তে তদশক্তৌ নবমে সপ্তমে পঞ্চমে বা পূর্ণাহুতিং চরেৎ।.....

করিতে হইবে। এইরূপ দ্বিতীয় পাত্রান্তে ইষ্টচিন্তা তৃতীয় পাত্রান্তে প্রাণায়াম ও ন্যাসজাল, চতুর্থ পাত্রান্তে জপ এবং পঞ্চম পাত্রান্তে পঞ্চমারম্ভ করিতে হইবে। যথা,— প্রথমে তু গুরোধ্যানং দ্বিতীয়ে স্বেষ্টচিন্তনং (দেবচিন্তনং) তৃতীয়ে ন্যাস - জালঞ্চ (প্রাণায়াম তৃতীয়ে চ) চতুর্থে জপমাচরেৎ। পঞ্চমে পঞ্চমং কুর্য্যাদন্তে পূর্ণাহুতিং চরেৎ। তোড়লতন্ত্রে আছে,—প্রতিপাত্রে জপেন্নত্রমষ্টোত্তরশতং সুধীঃ।

দ্বিতীয় পাত্র বন্দনা।—ওঁ হৈমং মীনরসাবহং দয়িতয়া দত্তঞ্চ পেয়াদিভিঃ কিঞ্চিচ্চঞ্চলরক্তপঙ্কজদৃশা তস্যৈ সমাবেদিতম্। বামে স্বাদুবিশুদ্ধিশুদ্ধিকরণং পাণৌ নিধায়াত্মকে বন্দে পাত্রমহং দ্বিতীয়মধুনানন্দৈকসম্বর্দ্ধনম্। ইহার পরে 'সমুদ্রে মথ্যমানে তু' ইত্যাদি পাঠ ও অবশিষ্ট সমস্তই প্রথম পাত্রের ন্যায় হইবে।

তৃতীয় পাত্র বন্দনা ও সর্ব্বাম্নায়কলাকলাপকলিতং কৌতূহলদ্যোতনং চন্দ্রোপেন্দ্রমহেন্দ্রশম্ভুবরুণব্রহ্মাদিভিঃ সেবিতং। ধ্যাতং দেবগণৈঃ পরং মুনিগণৈর্মোক্ষ র্থিভিঃসর্বদা বন্দে পাত্রমহং তৃতীয়মধুনা স্বাত্মাববোধক্ষমম্। অন্য সমস্ত পূর্বের ন্যায়।

চতুর্থ পাত্র বন্দনা — ওঁ মদ্যং মীনরসাবহং হরিহরব্রহ্মাদিভিঃ পূজিতং মুদ্রামৈথুনধর্ম্মকর্ম্মনিরতং ক্ষারাম্লতিক্তাশ্রয়ং। আচারাষ্টকসিদ্ধিভৈরবকলা-মাংসেন সংশোধিতম্ পায়াৎ পঞ্চমকারতত্ত্বসহিতং পাত্রং চতুর্থং নমঃ। অন্য পূর্ববৎ।

(৫১) চতুর্থ পাত্রের অন্তে পঞ্চম পাত্রে যে শক্তিপাত্রের প্রসাদ গ্রহণ করিতে হইবে তাহার প্রমাণ যথা রেবতীতন্ত্রে,—শক্ত্যুচ্ছিষ্টসমাযুতং পঞ্চমং পাত্রমাহরেৎ। সাধককে প্রসাদ দান কালে শক্তি এই মন্ত্র পাঠ করিবেন,- 'বৎস তুভ্যং ময়াদত্তং পীতশেষং কুলামৃতম্। তব শত্রুন্ হনিষ্যামি সর্ব্বাভীষ্টং দদামি তে'। এই সময় পূজ্য সাধকের শুদ্ধি প্রসাদও গ্রহন করা হইয়া থাকে।

তন্ত্রে আছে,-'শক্ত্যুচ্ছিষ্টং পিবেদ্দ্রব্যং বীরোচ্ছিষ্টন্তু চর্ব্বণং।' অর্থাৎ শক্তির কারণপ্রসাদ ও বীরের শুদ্ধিপ্রসাদ গ্রহণ বিধেয়। এতদ্দ্বারা বীরের পাত্র হইতে কারণপ্রসাদ গ্রহণ নিষিদ্ধ হইল। কুলার্ণবে চক্রেশ্বরকে উপলক্ষ করিয়া কথিত হইয়াছে যে, -স্বপাত্রস্থিতহেতুঞ্চ ন দদ্যাদ্ভৈরবায় চ। যদি দদ্যাৎ কুলেশানি দেবতাশাপমাপ্নুয়াৎ।। অর্থাৎ স্বপাত্রস্থিত কারণ অন্য সাধককে দিবে না। প্রধান অর্থাৎ চক্রেশ্বর উপলক্ষিত হওয়াতে এই বচন সকলের প্রতিই ....

ব্যবস্থাপিত বুঝিতে হইবে। বলা বাহুল্য শক্তিদিগকে কারণ বা শুদ্ধি কোন প্রসাদই দিতে পারা যায় না। যথা কুলার্ণবে,—গুরুশক্তিসুতানাঞ্চ গুরুজ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠয়োঃ। উচ্ছিষ্টং ভক্ষয়েৎ স্ত্রীণাং তাভ্যো নোচ্ছিষ্টমর্পয়েৎ।। অর্থাৎ গুরুশক্তি, গুরুপুত্র গুরুভ্রাতা ও শক্তিদিগের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিবে পরন্তু তাঁহাদিগকে উচ্ছিষ্ট দান করিবে না। গুরুপুত্রাদির শুদ্ধি ও শক্তিদিগের পাত্রামৃত গ্রহণই এতদ্দ্বারা বিহিত হইয়াছে।

কুলার্ণবে আছে,—'শক্ত্যুচ্ছিষ্টং বিনা দেবি দেহশুর্দ্ধিন জায়তে।' ইহাদ্বারা শক্ত্যুচ্ছিষ্টগ্রহণের অবশ্যকর্ত্তব্যতা প্রতিপাদিত হইতেছে। রুদ্রযামলে আছে,—শক্ত্যুচ্ছিষ্টমবিচার্য্য পিবেচ্চক্রেশ্বরো যদি। ঘোরঞ্চ নরকং যাতি যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশা অর্থাৎ শক্ত্যুচ্ছিষ্ট বিচার না করিয়া শক্তির উচ্ছিষ্ট গ্রহণে নিরয়গামী হইতে হয়। কৌলিকার্চ্চনদীপিকাকার বলিয়াছেন যে, এ স্থলে 'শক্তি অভিষিক্তা বা অনভিষিক্তা' এই বিচার করিতে হইবে। অর্থাৎ অনভিষিক্তার উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করা নিষিদ্ধ। পরন্তু, 'নাভিষিক্তো বসেচ্চক্রে নাভিষিক্তা চ কৌলিকী 'অর্থাৎ অনভিষিক্তাকে চক্রে বসান নিষিদ্ধ। এক্ষণে অনভিষিক্তাকে যখন চক্রে বসান হইল না তখন অনভিষিক্তার প্রসাদ গ্রহণের আশঙ্কা কিরূপে হইবে? বস্তুতঃ পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে যে অনভিষিক্তাকে শোধন করিয়া লওয়া যাইতে পারে। কৌলিকার্চ্চনদীপিকাকার বোধ হয় এইরূপ শক্তির উদ্দেশ্যেই উপরোক্ত ব্যবস্থা দিয়াছেন। পরন্তু কৌলাবলীতে এইরূপে শোধিতা পরশক্তিতে সাধনার স্থলে বিধি আছে যে, 'মুহুর্মুহু পিবেৎ পানং শক্তিজিহ্বা-বিলোড়িতং।'' অতএব অভিষিক্তা বা অনভিষিক্তা বিষয়ক বিচারবিধান এইরূপ শক্তিসাধনাস্থলে রক্ষিত হইতেছে না। প্রসাদবিষয়ে বিচারের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে স্বভাবতই মনেতে উদয় হয় যে জ্যেষ্ঠা বা মনার্হা শক্তিরই প্রসাদ গ্রাহ্য। এতদ্বিরুদ্ধে কোন প্রমাণও দেখিতেছি না। বিশেষতঃ প্রসাদ দান কালে শক্তিদিগের পঠিতব্য মন্ত্রের মধ্যে 'বৎস' সম্বোধন এই ধারণাকে আরও বদ্ধমূল করিয়া দিতেছে। নিরুত্তর তন্ত্রে এইরূপই বিধি আছে যথা,— শক্ত্যুচ্ছিষ্টং পিবেন্মদ্যং বীরোচ্ছিষ্টঞ্চ চর্বণং স্বজ্যেষ্ঠস্য চ ভোক্তব্যং কনিষ্ঠস্য ন ভোজয়েৎ। নিজশক্তিং বিনা দেবী শক্তুচ্ছিষ্টং পিবেদ্যদি। রৌরবে নরকে যাতি যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ। এই বচনের 'স্বজ্যেষ্ঠস্য' এই বাক্যদ্বারা জ্যেষ্ঠশক্তি ও জ্যেষ্ঠ বীর এই উভয়ই উপলক্ষিত হইতেছে। নিজশক্তিং বিনা দেবি শক্তুচ্ছিষ্টং পিবেদ্যদি। রৌরবে নরকে যাতি যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ। এই শেষাংশদ্বারা ব্যবস্থাপিত হইতেছে যে, নিজশক্তি কনিষ্ঠা হইলেও কনিষ্ঠা শক্তির মধ্যে কেবলমাত্র নিজশক্তিই প্রসাদ গ্রহণ.........

(৫২)। অথ পূজাগৃহাদ্বহিরথবা তদ্গৃহান্তরে ঐশান্যাং উর্দ্ধমুখত্রিকোণমণ্ডলং বিলিখ্য তত্র উচ্ছিষ্টভৈরবং ধ্যায়েদ্যথা,—গদাত্রিশূলডমরু পাত্রহস্তং ত্রিলোচনং। কৃষ্ণাভং ভৈরবং ধ্যায়েৎ সর্ববিঘ্ননিবারণম্।। ইতি ধ্যাত্বা, ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে উচ্ছিষ্টভৈরবায় নমঃ, ইতিভেরবনির্ম্মাল্যেন সংপূজ্য তদুৎসৃষ্টবলিং নিধায়, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ উচ্ছিষ্টভৈরব এহি এহি বলিং গৃহ্ন গৃহ্ন ফট্ স্বাহা, ইতি তত্ত্বমুদ্রয়া উৎসৃজেৎ। ততঃ স্বস্বকল্পোক্ত স্তবপাঠানন্তরং শ্রীপাত্রামৃতং ত্রিধা কৃত্বা গুরুবে স্বশক্তৌ চ......................

করিতে পারা যায়, অন্য কনিষ্ঠাশক্তির প্রসাদ গ্রহণ করা নিষিদ্ধ এই স্থলে নিজশক্তি ব্যতিরেকে অন্য শক্তি বলাতে কখনই অন্যান্য যাবতীয় শক্তি উপলক্ষিত হইতেছে না, কেবল অন্যান্য কনিষ্ঠাশক্তিই উপলক্ষিত হইতেছে। নচেৎ পূর্ব্বোল্লিখিত 'গুরুশক্তিসুতানাঞ্চ' ইত্যাদি বচনের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। কারণ উক্ত বচনে গুরুশক্তি প্রভৃতি শক্তিদিগের প্রসাদ গ্রহণের বিধান দেওয়া হইয়াছে। অতএব নিজশক্তির ও জ্যেষ্ঠাশক্তির প্রসাদ গ্রহণই বিধেয়। শক্তি-সাধনাস্থলে অন্য পঞ্চমার্হা বা পূজ্যা শক্তির প্রসাদও গ্রহণ করিতে পারা যায়।

সাধকদিগের শুদ্ধিপ্রসাদবিষয়েও এইরূপ বিধি আছে। যথা নিরুত্তরতন্ত্রে,—চর্ব্যং স্বজ্যেষ্ঠতো গ্রাহ্যং কনিষ্ঠায় নিবেদয়েৎ।। যে যে স্থলে চক্রমধ্যে উচ্ছিষ্টদান ও উচ্ছিষ্ট গ্রহণ বিষয়ে নিষেধক বচন দৃষ্ট হয় তৎসমুদায় অযাচিতভাবে প্রসাদদান ও জ্যেষ্ঠাতিরিক্তের নিকটে প্রসাদ গ্রহণ বিষয়ে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। অনভিষিক্তা বা অনভিষিক্তের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ দূরের কথা, তাঁহাদিগের স্পৃষ্ট অন্ন গ্রহণই তন্ত্রে নিষিদ্ধ। পরন্তু চক্রমধ্যগত ও মন্ত্রপূত হইলে সমস্ত দ্রব্যই ব্যবহারোপোযোগী হয়। যথা মহানির্বানতন্ত্রে ,—ন দেশকালনিয়মো ন বা পাত্রবিচারণম্। যেন কেনাহৃতং দ্রব্যং চক্রেহস্মিন্ বিনিযোজয়েৎ। দুরদেশাৎ সমানীতং পক্কং বাপক্কমেব বা। বীরেণ পশুনা বাপিচক্রমধ্যগতং শুচি।

(৫২) পঞ্চমপাত্র বন্দনা। ওঁ আধারে ভূজগাধিরাজবলয়ে পাত্রং মহীমণ্ডলং মদ্যং সপ্তসমুদ্রবারি পিশিতঞ্চাষ্টৌ চ দিগ্দন্তিনঃ। সোহহং ভৈরবমর্চয়ন্ প্রতিদিন তারাগণৈঃ রক্ষিতোহপ্যাদিত্যপ্রমুখৈঃ সুরাসুরগণৈরাজ্ঞাকরৈঃ কিঙ্করৈঃ। অবশিষ্ট পূর্বের ন্যায়।

ষষ্ঠপাত্র বন্দনা। ওঁ রুদ্রং চামরভদ্রপীঠপরমানন্দোদিতং দীপনং বামাং রাজ্যমনোরমাং শুভকরং সাযুজ্যসাম্রাজ্যকং। নানাব্যাধিভবান্ধকূপহরণং

জন্মান্তর নাশনং শ্রীমৎসুন্দরিতর্পণং হরিরসং পাত্রঞ্চ ষষ্ঠং ভজে।। শেষ পূর্ববৎ।

সপ্তমপাত্র বন্দনা। ওঁ জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তি কর্ম্মপরতশ্চৈতন্যসাক্ষিপ্রদং বিন্দুভাস্করবহ্নিচন্দ্রধনুষো জ্যোতিঃ কলাস্বর্পি ইড়াপিঙ্গলমধ্যমাত্রিবলয়া যৎকুণ্ডলীমধ্যগং পাত্রং সপ্তমপূরণেন পরমানন্দা [illegible] পাতুমাম্।। অন্যান্য সমুদায় পূর্ব্বের ন্যায়।

অষ্টমপাত্র বন্দনা। ওঁ মূঢ়াজ্ঞানকদম্বকাননকঠোরাগ্নিরৈর [illegible] পরাং জ্ঞানধ্বস্তসমস্তসংশয়ধিয়া পূর্ণং সুধাধারয়া। ভোগং মোক্ষকরং সম্ভাবেশকরং মূর্দ্ধি জ্বলন্তীং পরং দেবীং বক্ষসি সংজপন্ননুদিনং পাত্রং ভজে চাষ্টমম্। অপরাপর পূর্বের ন্যায়।

নবমপাত্র বন্দনা। ওঁ মন্যে ব্রহ্মময়ং সমস্ত জগতাং সারং মহৎ সাত্বিকং দুর্জ্ঞেয়ং ভবভোগচঞ্চলধিয়াং স্থূলাকৃতিং ধ্যায়তাম। অস্মাকং দ্রবরূপতাং করুণয়া প্রাপ্তং তদেতদ্দ্রুতং তৎপাত্রং নবমং পিবেচ্চ নিয়তং ভুক্তিঞ্চ মুক্তিপ্রদম্। অপরা-পর পূর্ব্ববৎ।

দশমপাত্র বন্দনা। ওঁ বামে চন্দ্রমুখী মুখে চ মধুরং পাত্রং করাম্ভোরুহে মূর্দ্ধি শ্রীগুরুচিন্তনং ভগবতীধানাস্পদং মানসে। জিহ্বায়াং জপসাধনং পরিণতং কৌলক্রমাভ্যাসনং তং পাত্রং দশমং পিবেচ্চ পরমং ভুক্তিঞ্চ মুক্তিপ্রদম্।

একাদশপাত্র বন্দনা। ওঁ বামাং বামকরে সুধাঞ্চ অধরে মন্ত্রং জপন্মানসে বীণাবেণূরবাবযন্ত্রবিধিবদ্ গায়ন্তি পঞ্চেরসঃ। ক্রীড়াকেলিকুতুলেন রসনা (কমলা) লাবণ্যলীলারসঃ পানোল্লাসবিলাসপূর্ণসময়ে পাত্রঞ্চ একাদশম্। এতদতিরিক্ত সমস্তই পূর্ব্বর ন্যায় করিতে হইবে।

তারারহস্যে প্রকারান্তর এয়োদশপাত্র বন্দনা। দৃষ্ট হয় যথা. — শ্রীমদ্ভৈরবশেখর প্রবিলসচ্চন্দ্রামৃতাপ্লাবিতং ক্ষেত্রাধিষ্ঠিতযোগিভির্জ্জনগণৈঃ সিদ্ধৈঃ সমারাধিতং। আনন্দার্ণবকং মহাত্মকমিদং সাক্ষাত্রিখণ্ডামৃতং বন্দে শ্রীপ্রথমং করাম্বুজগতং পাত্রং বিশুদ্ধিপ্রদম্। ১।। হৈমং নীলকলাম্বিতং সুমহিমাযোগং মহামাংসকং কিঞ্চিন্নেত্রবিচঞ্চলং রবিবরচ্ছায়াপদং শাশ্বতং। আনন্দাদি মহার্ণবে বিগলিতং জ্ঞানং মহামোক্ষদং বন্দে পাত্রমহং দ্বিতীয়মধুনা স্বাত্মাববোধক্ষমং।। ২।। মহাপদ্মে করে পদ্মে যোনিমালোকয়ন্ ধিয়া। দক্ষমীন সমোপেতং বন্দে পাত্রং তৃতীয়কম্।।৩।। মুদ্রারূপাং যোনিমুদ্রাং সিদ্ধিদাং সিদ্ধিরূপিণীম। ভজামি পরয়া ভক্ত্যা চতুর্থং পরয়াম্যহম্।। ৪।। যোনিনা লিঙ্গ মাপ্রোতং পঞ্চমং পরিকীর্ত্তিতম্। তত্তদ্ভুতেনামৃতেন কল্পয়ামীহ পঞ্চমম্।।

।।৫।। সদানন্দপ্রদং দ্রব্যং মহানন্দ-প্রদায়কম্। গুরুপাদগতে দানে ষষ্ঠে পাত্রং নবাম্যহং।।৬।। সমুদ্রসপ্তসম্ভূতং সমুদ্রবারিজং শুভং। সমুদ্রে নিগমে প্রাপ্তে গৃহ্নামি সপ্তমীং সুধাং।।৭।। অষ্টদুর্গা শক্তিরূপা মহিষাসুরনাশিনী। পুনাতি সা জগদ্ধাত্রা অষ্টমে শঙ্করপ্রিয়া।।৮।। নবদুর্গা শক্তিরূপা মহিষাসুর নাশিনী। পুনাতি সা জগদ্ধাত্রী নবমে শঙ্করপ্রিয়া।।৯।। মহাবিদ্যাদশ প্রোক্তা মহতী সিদ্ধিদায়িনী। মহামোহবিনাশঞ্চ মোহিনীং দশমে করে। ।।১০।। একাদশমহারুদ্রা বসুসিদ্ধিপ্রদায়কাঃ। চতুঃষষ্টিসিদ্ধিদাংস্তান বন্দে চৈকাদশে করে।।১১।। দ্বাদশে দ্বাদশাদিত্যাঃ সদা তর্পণতৎপরা। বামনেত্রস্বরূপেণ দ্বাদশং বন্দয়াম্যহম্।। ১২।। ত্রয়োদশে মহাবিদ্যা সারদা পরিভূয়তে। বাচাং সিদ্ধিপ্রদা দেবী বন্দে পাত্রং ত্রয়োদশে।।১৩।। তায়ারহস্যকার বলিয়াছেন যে, তাঁহার গ্রন্থে ধৃত এই পাত্রবন্দনা ব্যতিরেকে যে অন্যরূপ পাত্রবন্দনা দৃষ্ট হয়, তৎসমুদায় কালীতারাত্রিপুরেতরবিষয়ে। পরন্তু এতদুক্তির প্রমাণ আমরা কোথাও পাই নাই, এবং সংগ্রহকারও কোন প্রমাণ দেন নাই। অস্মদ্দেশে সকল সম্প্রদায়েই প্রথমোক্তরূপ বন্দনাই প্রচলিত; এতদবস্থায় তারারহস্যকারের উক্তি প্রমাণমূলক বলিয়া বুঝিতে পারিতেছি না।

তারানিগমোক্ত কেবল তারাবিষয়ে সর্ব্বপাত্রবন্দনমন্ত্র যথা, —ওঁ নাহং কর্ত্তা কারয়িতা ন চ মে কার্য্যং, নাহং ভোক্তা ভোজয়িতা বা ন চ ভোজ্যম্ অহং চিদাত্মা স্বয়মেব তেজঃ স্বয়ং গুরুর্বিষ্ণুরহং স্বরূপঃ, নান্যং স্মরে-ন চ ভজে পরিহার চাদ্যাং নান্যত্তপো ন চ গতিঃ পরিহার চাদ্যাং।

পঞ্চপাত্র গ্রহনান্তে পঞ্চমারম্ভ করিতে হয়। এবং তত্ত্বত্যাগের পরে আর পাত্র গ্রহণের অধিকার নাই। সক্ষম পক্ষে পঞ্চমপাত্রান্তে আরম্ভ করিয়া একাদশপাত্রান্তে তত্ত্বত্যাগই বিধেয়। অক্ষম পক্ষে যুগ্মেতর পাত্রে অর্থাৎ নবম, সপ্তম, বা পঞ্চমপাত্র গ্রহণান্তে তত্ত্বত্যাগ ও এতদনুরোগে সেই স্থলেই চক্র সমাপন বিধেয়। একাদশপাত্রান্তেও পঞ্চমাসক্ত সাধক ঐরূপ যুগ্মেতর পাত্রে পূর্ণাহুতি প্রদান করিবেন। অতঃপর আর পাত্রগ্রহণ নিষিদ্ধ। ইহার প্রমাণ পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যথা,—অন্তে পূর্ণাহুতিং চরেৎ। যুগ্মেতর পাত্রে পূর্ণাহুতির প্রমাণ যথা,— পঞ্চমে প্রথমং কুর্য্যাদ্যাবদেকাদশাবধি। যুগ্মেতরেহথবাশক্তৌ দদ্যাৎ পূর্ণাহুতিং বুধঃ। পঞ্চমারম্ভ মন্ত্র যথা,—ওঁ ধর্ম্মাধর্ম্মহবির্দ্দীপ্তে আত্মাগ্নৌ মনসা স্রুচা। সুষুম্নাবর্ত্মনা নিত্যমক্ষবৃত্তীর্জুহোম্যহম্।। (বীজ) স্বাহা। এই মন্ত্রে গজতুণ্ডাখ্যমুদ্রায় শিবশক্তির সমাযোগ করিতে হইবে। তত্ত্বত্যাগকালে মন্ত্র যথা,—ওঁ প্রকাশাকাশ-হস্তাভ্যামবলম্ব্যোন্মনী স্রুচা।......................

ভাগদ্বয়ং দত্ত্বা শেষং স্বীয় চষকে কৃত্বা স্বীকৃত্য পাত্রশীতলং কৃত্বা শান্তি-স্তোত্রাদিকং (৫৩) পঠিত্বা শ্রীপাত্রং ন্যুব্জীকৃত্য তদমৃতস্নিগ্ধভূমৌ মায়াবীজং বিলিখ্য বামকনিষ্ঠয়া 'ওঁ যং যং...' ইত্যাদিনা (নিত্যপূজা) তন্মৃদা তিলকং কূর্য্যাৎ। ততঃ পাত্রাণি প্রক্ষাল্য গোপয়েৎ যথাসুখং বিহরেচ্চ।.............

ধর্ম্মাধর্ম্মকলাস্নেহপূর্ণমগ্নৌ জুহোম্যহম্।। (বীজ) স্বাহা। তত্ত্বত্যাগের পর সাধক,— শুক্লেরক্তকতণ্ডুলৈঃ সুগন্ধৈঃ কুসুমৈর্যুতৈঃ। অর্ঘ্যদ্রব্যৈশ্চ দেবেশি যোনৌ দেবীং প্রপূজয়েৎ। সাধকদিগের সর্ব্বত্র পঞ্চকালে যথাযথ এই দুই মন্ত্র পাঠ করা কর্ত্তব্য পঞ্চমের অভাবে দেবীধ্যান ও জপ করা কর্ত্তব্য। যথা মহানির্ব্বাণতন্ত্রে,— অতস্তেষাং প্রতিনিধৌ শেষতত্ত্বস্য পার্ব্বতি। ধ্যানং দেব্যাঃ পদাম্ভোজে স্বেষ্টমন্ত্র-জপস্তথা।।

(৫৩) শান্তিস্তোত্র যথা,—ওঁ নশ্যন্তু প্রেতকুষ্মাণ্ডা নশ্যন্তুদূষকা নরাঃ সাধকানাং শিবাঃ সন্তু আম্নায়পরিপালিনাম্।। —জয়ন্তি মাতরঃ সর্ব্বা জয়ন্তি যোগিনীগণাঃ। জয়ন্তি সিদ্ধডাকিন্যো জয়ন্তি গুরুবঃ সদা।। জয়ন্তি সাধকাঃ সর্বে বিশুদ্ধাঃ কৌলিকাশ্চ যে। সময়াচারসম্পন্না জয়ন্তি পূজকা নরাঃ। নন্দন্তু অনিমাসিদ্ধা নন্দন্তু কুলপালকাঃ। ইন্দ্রাদ্যা দেবতাঃ সর্ব্বাস্তৃপ্যন্তু বাস্তু দেবতাঃ।। চন্দ্রসূর্য্যাদয়োঃ দেবাস্তুষ্যন্তু মম ভক্তিতঃ। নক্ষত্রাণি গ্রহা যোগাঃ করণা রাশয়শ্চ যে।। সর্বে তে সুখিনো যান্তু সর্পা নদ্যশ্চ দক্ষিণঃ। পশবস্তরবশ্চৈব পর্বতাঃ কন্দরা গুহাঃ। ঋ ষয়ো ব্রাহ্মণাঃ সর্বে শক্তিং কুর্ব্বন্তু মে সদা। শুভা মে বিদিতাঃ সন্তু মিত্রাস্তিষ্ঠন্তু পূজকাঃ।। যে যে পাপধিয়ঃ সুদূষণরতা মন্নিন্দকাঃ পূজনে বেদাচারবিমার্গনষ্টহৃদয়া ভ্রষ্টাশ্চ যে সাধকাঃ। দৃষ্টং চক্রমপূর্বমর্চ্চনবিধৌ যে কৌলিকা দূষকাস্তে তে যান্তু বিনাশমত্রসময়ে শ্রীভৈরবস্যাজ্ঞয়া।। সাধকানাঞ্চ দ্বেষ্টারঃ সদৈবাম্নায়দূষগাঃ। ডাকিনীনাং মুখে যান্তু তৃপ্তাস্তৎপিশিতৈস্তু তাঃ। শত্রবো নাশমায়ান্তু মম নিন্দাকরাশ্চ যে। দ্বেষ্টারঃ সাধকানাঞ্চ তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া।। ওঁ শান্তিরস্তু শিবঞ্চস্তু বাসবাগ্নিপ্রসাদতঃ। মরুতাং ব্রহ্মণশ্চৈব বসুরুদ্রপ্রজাপতে।। ইতি সংক্ষেপ শান্তিস্তোত্র শিবাবলির শেষে দেওয়া হইয়াছে।

অনন্তর শ্রীকুলের সাধক আনন্দস্তোত্র পাঠ করিবেন যথা,—ও নমাম্যহং মঙ্গলযোগমুদ্রাং সৌন্দর্য্যলক্ষ্ম্যা ভুবি বৈজয়ন্তীম্। শ্রীসুন্দরীমিন্দুকলাবতংসাং সানন্দমানন্দময়ীং স্মরামি। শ্রীসুন্দরী পূজনতৎপরাণাং হালাভিরাঘূর্ণিত-লোচনানাং। অস্মাকমানন্দিতমানসানাং মাহেশ্বরাণাং দিবসাঃ প্রয়ান্তু।।...

নিধায় ধারাং বদনে সুধানাং শ্রীচক্রমভ্যর্চ্চ্য কুলক্রমেণ। আস্বাদ্য মদ্যং পিশিতং মৃগাক্ষীমালিঙ্গ্য মোক্ষং সুধিয়ঃ প্রয়াত্তি। দিনে দিনে তীর্থঘটোহস্তু পূর্ণো দিনে দিনে তর্পণমস্তু দেব্যাঃ। দিনে দিনে সংঘটতাং দ্বিতীয়ং দিনে দিনে পঞ্চমমঙ্গলোহস্তু।। আস্বাদয়ন্ তৎ পিশিতস্য খণ্ডমাকণ্ঠপূর্ণং মদিরাং পিবামি। বামেক্ষণা সঙ্গ মমাদধানাভুক্তিঞ্চ মুক্তিঞ্চ বয়ং ব্রজাম।। নাস্বাদ-লাভঃ পিশিতস্য যস্মিন্ প্রবর্ত্ততে হেতুকথা ন যস্মিন্। ন যত্র সঙ্গো মৃগলোচনায়াস্তত্তর্দিনং দুর্দ্দিনমেব মন্যে।। প্রবর্ত্তকানাং সহসা অলক্ষ্মীঃ প্রয়োত্তৃগেহেষু পদক্রমেণ। শ্রীসুন্দরীসাধক-নিন্দকানামায়ুক্ষয়ং গচ্ছতি তৎক্ষণেন।। স্বাঙ্গেষু কুষ্ঠাদি মলং শরীরে মৃকত্বমাস্যে ভবনং শ্মশানম্। শ্রীসুন্দরীসাধকনিন্দকানাং আয়ুশ্চ বিত্তশ্চ লয়ং প্রয়াতি। শ্রীসুন্দরীসাধকপুঙ্গবানাং যথা যথা নিন্দিত মাতনোতি। জনঃ সমং পুত্রকলত্রমিত্রৈস্তথা তথানাশমুপৈত্যি নূনং। হালাং পিবন্ দীক্ষিতমন্দিরেষু স্বপন্নিশায়াং গণিকাগৃহেষু। গৃহে গৃহে ভোজনমেব কুর্ব্বন্ রংভ্রম্যতে সাধকচক্রবর্ত্তী।। অনন্তরং কালবশেন যোহহং সোহহং ভবিষ্যামি নমে বিষাদঃ শ্রীসুন্দরীং তাং সততং স্মরামি দিনন্তু তত্ত্বৈব সোহহমেব। বিকল্পবাপীতটসন্নিকর্ষে প্রবর্ত্তমানাঃ পশবো বরাকাঃ। প্রবিশ্য মোহাম্বুনিধাবগাহে ভ্রমন্ত্যনাপাদিতকৌলমার্গাঃ। উন্মূলনং পাত্রবিনিন্দকানাং উন্মীলনং চিত্তকুতূহলানাং। আকর্ষণং পঙ্করুহেক্ষণাণাং মৈরেয়পানং বরমাচ রাম।। বারাণসীজহ্নুসুতাপ্রয়াগকেদারতীর্থানি মহান্ প্রয়াসঃ। তেনৈব পুণ্যেন জগৎ পুনাতু শ্রীসুন্দরীচিন্তনমেব তথ্যং। আয়াতযাতেন ভবাম্বুরাশে জাতোমহানেব মমপ্রয়াসঃ। মোক্ষায় নাথস্য পদপ্রাসাদাদঙ্গীকৃতঃ সম্প্রতি কৌলমার্গঃ। নান্যং ভজেহহং ন তথান্যমীড়ে নান্যং স্মরে নো পরমর্চ্চয়ামি। কদাপিনাহং পরমার্থরূপাং তাং সুন্দরীং চেতসি বিস্মরামি।। বিলিখ্যসিন্দুরময়ং সুধাভিঃ শ্রীচক্রমিত্থং নিশি তর্পয়ন্তঃ। শ্রীসুন্দরী চেতসি চিন্তয়ন্তো হেলাবলোকৈর্ব্বশয়ন্তি লোকান্।। যত্রাস্তি ভোগো ন চ তত্র মোক্ষো যত্রাস্তি মোক্ষো ন চ তত্র ভোগঃ। শ্রীসুন্দরীতর্পণতৎপরাণাং ভোগশ্চ মোক্ষশ্চ করস্থ এব। বামে রামা রমণকুশলা দক্ষিণে চালিপাত্রম্ অগ্রে ন্যস্তং মরিচ সহিতং শূকরস্যোষ্ণমাংসং। স্কন্ধে বীণা ললিতসুভগ সৎকথা সদ্গুরূণাং কৌলো ধর্ম্মঃ পরমগহনো যোগিনামপ্যগম্যঃ। বামে চন্দ্রমুখী মুখে চ মধুরং পাত্রং করাম্ভোরুহে মূর্দ্ধিং [illegible]ত্তনং ভগবতীধ্যানাস্পদং মানসে। জিহ্বায়াং জপসাধনং পরিণতিঃ [illegible]সানন্দং যজন্তো নিয়তং পিবন্তি সততং ভুক্তিঞ্চ মুক্তিং নরাঃ। করে [illegible]মাত্রম আনন্দং হৃদয়াম্বুজে।......................

মুর্দ্ধি শ্রীগুরুপাদাব্জচিন্তনং কিমতঃ পরম্। একেন শুষ্কচণকেন ঘটং পিবামি বাপীং পিবামি সহসা লবণার্দ্রকেন। আস্বাদয়ামি যদি রোহিতমুগুখণ্ডং গঙ্গাং পিবামি যমুণাং সহ সাগরেণ।। যে দেব্যাঃ ক্রমদুবকাঃ সময়িনামুদ্বেজকাঃ সদ্‌গুরোর্দ্বেষ্টারঃ কুলযোগিনীগণমনস্তাপাঃ কুলদ্বেষিণঃ। বীরদ্রব্যবিনিন্দকা কুলবধুবৈহাসিকাঃ পূজনে দ্রোহাচারধিয়ঃ পতন্তি নিয়তং তে যোগিনীনাং মুখে। অলিপিশিতপুরন্ধ্রীভোগপূজারতোহহং বহুবিধকুলমার্গারম্ভসম্ভাবিতো হহং। পশুজনবিমুখোহহং সুন্দরমাশ্রিতোহহং গুরুচরণতোহহং ভৈরবোহহং শিবোহহং। করে মালা মুখে হালা বামে বালা সুকোমলা। হৃদয়ে ত্রিপুরাবালা অন্নশালা গৃহে গৃহে। অকুলকুলময়ন্তী চক্রমধ্যে স্ফুরন্তী মধুরমধু পিবন্তী সাধকান্ তোষয়ন্তী। দুরিতমপহরন্তী কন্টকান্ চর্ব্বয়ন্তী জয়তি জয় ধ্রুবন্তী সুন্দরী ক্রীড়য়ন্তী। পীত্বা মদ্যং পঠেৎ স্তোত্রং সাধকঃ কুলভৈরবঃ। কুলস্ত্রীসঙ্গ নিরতঃ কুলকার্য্যং সমাচরেৎ। কদাচিদ্ভৈরবীচক্রে লভেচ্চিন্ময়রসা যদি। তদা মদ্যাদিকং পীত্বা সুমেরুশৃঙ্গমাহরেৎ। ইতি কুলার্ণবে উত্তরতন্ত্রে উমামহেশ্বরসংবাদে আনন্দস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

অনন্তর আনন্দকবচ পাঠ করিতে হইবে যথা,— শ্রীমহাদেব উবাচ। শৃণু দেবি মহাভাগে পূণ্যং কবচমুত্তমম্। আনন্দাখ্যং মহাপুণ্যং সর্ব্বতীর্থফলপ্রদম্। আনন্দকবচস্যর্ষি দক্ষিণামূর্ত্তিরব্যয়ঃ। পংক্তিচ্ছন্দো দেবতা চ ত্রিপুরা পরমেশ্বরী। শীর্ষং মে ত্রিপুরা পাতু ললাটং ত্রিপুরাম্বিকা। ত্রিপুরেশী কেশপাশং ভ্রূমধ্যং পাতু মালিনী। শ্রবণং পাতু চামুণ্ডা গণ্ডং পাতু হরপ্রিয়া। নাসিকাং পাতু ভেরুণ্ডা দন্তান্ রক্ষতু কৌশিকী। মঙ্গলাবাৎ কন্ঠদেশং ভীমা রক্ষতু লোচনং। ক্ষেমঙ্করী মধ্যদেশং স্তনৌ রক্ষতু হিঙ্গুলা করমূলং চর্ব্বিকাব্যাৎ কর্পূরং বিন্ধ্যবাসিনী। নাভিদেশং বিশালাক্ষী করাগ্রং বিশ্ববন্দিতা। করমধ্যং শম্ভু বামা বৈষ্ণবী মণিবন্ধকম্। নখান্ রক্ষতু রক্তাক্ষী জঠরং পাতু ভীষণা।। অগ্নিজ্বালা গুহ্যদেশং নাড়ীরন্ধ্রং মহোদয়া। ষট্‌চক্রং পাতু মে ভদ্রা সুষুম্নাং পাতু ভৈরবী। চিত্রাং মে পাতু বিজয়া দশদ্বারং প্রিয়ম্বদা। পৃষ্ঠং রক্ষতু মাহেশী পাদৌ ভক্তপ্রিয়াবতু। দক্ষপার্শ্বং ভদ্রকালী বামপার্শ্বঞ্চ শঙ্করী। পাতু মে সর্ব্বগাত্রাণি শ্রীশ্রীত্রিপুরসুন্দরী। ইত্যেতৎ কবচং দেবি ত্রিষু লোকেষু দুর্ল্লভম্। রাজ্যদং ভোগদং সৌখ্যপ্রদং সর্ব্বপ্রদং প্রিয়ে। পুত্রদং সর্ব্বলোকানাং শত্রুসঙ্ঘনাশনম্। যঃ পঠেৎ প্রাতরুত্থায় চক্রে বাপি চ যঃ পঠেৎ। সোহবশ্যং মুক্তিমাপ্নোতি কবচস্য প্রসাদতঃ। ইত্যানন্দকবচং সমাপ্তম্।....................

অনন্তর কুলস্তোত্র পাঠ করিতে হইবে যথা,— শ্রীদেব্যুবাচ। ওঁ ত্রিপুরা ত্রিপুরেশী চ সুন্দরী পুরবাসিনী। শ্রীমালিনী চ সিদ্ধাম্বা মহাত্রিপুরসুন্দরী। প্রকটাখ্যা তথা নিদ্রা গুপ্তা গুপ্ততরা পরা। সম্প্রদায়কুলা কৌলরহস্যাতিরহস্যগা। পরাপররহস্যা চ তথা কামেশ্বরী শুভা। ভগমালিনী তথা ক্লিন্না ভেরুণ্ডা বহ্নিসুন্দরী।। মহাবিদ্যেশ্বরী দূতী ত্বরিতা কুলসুন্দরী। নিত্যা নীলপতাকা চ বিজয়া সর্ব্বমঙ্গলা। জ্বালাংশুমালিনী চিত্রা বশিনী সুভগা কুলা। বিমলা অরুণা দেবী জয়ন্তী কুলভৈরবী। সর্ব্বেশ্বরী তথা কৌলী বাগীশী সর্ব্বকামিনী। সিদ্ধেশ্বরী তথা চোগ্রা দুর্গা মহিষমর্দ্দিনী। স্বপ্নাবতী শূলিনী চ মাতঙ্গী সুরসুন্দরী। মহাকালী মহোগ্রা চ চিত্ররূপা মহোদরী।। প্রাণবিদ্যা তথৈকাক্ষী চৈকপাদা মহাঙ্কুশা। বামা শিবা তথা জ্যেষ্ঠা সুরূপা চারুহাসিনী। ত্রিখণ্ডা ত্রিশিরা সৌরী গৌরী বিন্ধ্যবাসিনী। ক্ষোভিনী নাদিনী ভদ্রা ললিতা বহুরূপিকা।। সর্ব্বসম্পৎকরী তারা ভবানী বিশ্ববাসিনী। কুটেশ্বরী মহাবিদ্যা কথিতা তব ভৈরব।। উপাসকান্ মহাদেব শৃণু চৈকমনাঃ স্বয়ম্। মনুশ্চন্দ্রঃ কুবেরশ্চ মন্মথস্তদনন্তরম্। লোপামুদ্রা মুনিনন্দী শক্রঃ স্কন্দঃ শিবস্তথা। ক্রোধভট্টারকশ্চৈব পঞ্চমী চ প্রকীর্ত্তিতা। দুর্ব্বাসা ব্যাসসূর্য্যৌ চ বশিষ্ঠশ্চ ভৈরবো গণকস্তথা। অনিরুদ্ধো ভরদ্বাজো দক্ষিণামূর্ত্তিরেব চ। গণপঃ কুলপশ্চৈব লক্ষ্মীর্গঙ্গা সরস্বতী। ধাত্রী শেষঃ প্রমত্তশ্চ উন্মত্তঃ কুলভৈরবঃ। ক্ষেত্রপালো হনুমাংশ্চ দক্ষো গরুড় এব চ। শুকদেবঃ (শুকোদরঃ) প্রহ্লাদশ্চ রামো রাবণ এব চ। কাশ্যপঃ কৌৎসকুন্তৌ চ জমদগ্নির্ভৃগুস্তথা। বৃহস্পতির্যদুশ্রেষ্ঠো দত্তাত্রেয়ো যুধিষ্ঠীরঃ। অর্জ্জুনো ভীমসেনশ্চ দ্রোণাচার্য্যো বৃষাকপিঃ। দুর্য্যোধনস্তথা কুন্তী সীতা চ রুক্মিনী তথা। সত্যভামা দ্রৌপদী চ উর্বশী চ তিলোত্তমা। পুষ্পদন্তো মহাবুদ্ধো বালঃ কালশ্চ মন্দরঃ। কৈলাশঃ ক্ষীরসিন্ধুশ্চ উদধির্হিমবাংস্তথা। নারদশ্চমহাবীরাঃ কথিতা বীরসাধকাঃ। মহাবিদ্যাপ্রসাদেন স্বস্বকর্ম্মসমাহিতাঃ। এতেষাং বৎস নামানি নিত্যবিদ্যোপসেবিনাম্। প্রাতঃকালে শুচিভূর্ত্বা যঃ পঠেৎ প্রযতাত্মবান্। পূজাকালে শুচির্ভূত্বা প্রপঠেৎ স্তোত্রমুত্তমম! অশুচির্বা নিরালম্ব্যমলস্য চ কুলান্তিকে। নিত্যপূজাফলং তস্য দদামি বরমীপ্সিতম্। চক্রসঙ্কেতকঞ্চৈব গুরুসঙ্কেতকং তথা। মন্ত্রসঙ্কেতকঞ্চৈব নামসঙ্কেতকং তথা। সময়াচারসঙ্কেতং ন জ্ঞাত্বা যোঽত্র বর্ত্ততে। জপপূজার্চ্চনা হোমস্ত্বভিচারায় কল্প্যতে। ইদং স্তোত্রং পঠিত্বা তু ভবেৎ সঙ্কেতবান্ ধ্রুবম্।। ইতি কুলচূড়ামণৌ নিত্যসঙ্কেতস্তবরাজঃ সমাপ্তঃ। ....

এক্ষণে প্রসঙ্গক্রমে চক্রসঙ্কেতাদির বিষয়ে উল্লিখিত হইতেছে। চক্রমধ্যে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য যিনি অবগত আছেন তাঁহাকেই চক্রসঙ্কেতবিদ্ বলে। পঞ্চ পাত্র গ্রহণ পর্য্যন্ত চক্রমধ্যে জল্পনা নিষিদ্ধ। সংস্কৃত ভাষা ব্যতিরেকে অন্য ভাষায় কোন কথা বলাও নিষিদ্ধ। এতন্নিবন্ধন পঞ্চতত্ত্বের সাঙ্কেতিক নাম ও সঙ্কেত, অবগত থাকা কর্ত্তব্য। কৈলাসতন্ত্রে আছে, —মদ্যং বিষ্ণুর্বিধির্মাংসং রুদ্রো মৎস্যস্ততঃ পরম্। মুদ্রাং ত্বমীশ্বরং বিদ্ধি মৈথুনঞ্চ সদাশিবঃ। নামান্যেতানি তত্ত্বানাং পঞ্চপ্রাণোদ্ভবানি চে।। অর্থাৎ পঞ্চতত্ত্বের যথাক্রমে বিষ্ণু, ব্রহ্মা, রুদ্র, ঈশ্বর ও সদাশিব এই কয়েকটি নাম। পরে আছে,—প্রাণেন মদিরা জাতা হ্য পানেনাপ্যজঃ স্বয়ং। সমানেন তথা মৎস্য উদানেন চ চর্বণম্। ব্যানেন শক্তিঃ সম্ভূতা ব্রহ্মণ পুরস্তদা।। অর্থাৎ ঐ পঞ্চতত্ত্ব যথাক্রমে প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পঞ্চপ্রাণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই পঞ্চপ্রাণের স্থান যথা—হৃদি প্রাণো গুদেহপানঃ মানো নাভিসংস্থিতঃ। উদানঃ কণ্ঠদেশে চ ব্যানঃ সর্বশরীরগঃ। অতএব নাসিকায় বা হৃদয়ে, অধঃ শরীরে, নাভিতে ও কণ্ঠদেশে করস্পর্শ এবং সর্ব্বশরীরে হস্তসঞ্চালন করিলে ক্রমশঃ মদ্য, মাংস প্রভৃতি কামনা বিজ্ঞাপিত হইবে। মহানির্ব্বাণতন্ত্রে আছে— আদ্যতত্ত্বং বিদ্ধি তেজো দ্বিতীয়ং পবনং প্রিয়ে। অপস্তৃতীয়ং জানীহি চতুর্থং পৃথিবীং শিবে। পঞ্চমং জগদাধারং বিয়দ্বিদ্ধি বরাননে। অর্থাৎ তেজ, পবন, জল, পৃথিবী এবং ব্যোম এই পাঁচটি যথাক্রমে পঞ্চতত্ত্বের নাম। অতএব মধ্যম প্রদর্শন করিলে মদ বুঝিতে হইবে, তর্জ্জনী প্রদর্শনে মাংস, অনামিকার মৎস্য, কনিষ্ঠায় মুদ্রা এবং অঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শনে শেষতত্ত্ব বুঝিতে হইবে। এই সঙ্কেতই বিশেষ প্রচলিত। রং, যং, বং, লং হং এই পাঁচটি বীজ উচ্চারণেও যথাক্রমে পঞ্চতত্ত্ব বুঝিতে হইবে।

দেবতা ও মন্ত্রের সহিত গুরুর অভেদজ্ঞান এবং চক্রমধ্যে গুরুর প্রতি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য যাহা কথিত আছে তাহাই গুরুসঙ্কেত। মন্ত্রসঙ্কেত বিষয়ে তন্ত্রান্তরে আছে যথা,— মন্ত্রসঙ্কেতকং দেবি মূলমন্ত্রেণ পূজয়েৎ। পূর্ব্বোল্লিখিত কুলস্তোত্রএই নামসঙ্কেত।

সময়াচারই সময়াচারসঙ্কেত। এক্ষণে তন্ত্রসার হইতে সংক্ষেপে সময়াচার লিখিত হইতেছে। নিজ ইষ্টদেবতার আরাধনাতেই নিযুক্ত থাকিবে। কুলস্ত্রী ও বীরের নিন্দা বা তাঁহাদিগের দ্রব্য অপহরণ করিবে না। চর্ব্বা, চোষ্য, লেহ্য গৃহাদি সমস্তই যুবতীরূপ, সমস্ত জগৎ এমন কি পংদেবতা পর্য্যন্ত স্ত্রীময় চিন্তা করিবে। স্ত্রীলোকের প্রতি ক্রুদ্ধ হইবে না বা তাহাদিগকে.....................

প্রহার করিবে না। যুবতী কৌলতনয়া দেখিলে প্রণান করিবে। কখন কুলাগার দৃষ্ট হইলে মনে মনে গন্ধাদিদ্বারা গুরুপূজা করিয়া তাহাতে তদধিদেবতা ভগিনী, ভগচিহ্না, ভগাস্যা, ভগমালিনী, ভগদন্তা, ভগাক্ষী ভগকর্ণী, ভগত্বচা, ভগনাসা, ভগস্তনী, ভগস্থা এবং ভগসর্পিণীর পূজা করিয়া প্রণামপূর্ব্বক ক্ষমস্য বলিয়া বিসর্জন করিবে। স্ত্রীলোক কুৎসিতা বা যে কোন প্রকারই হউক তাহাদিগের অপ্রিয়াচরণ করিবে না। স্ত্রীলোকই দেবতা স্ত্রীলোকই প্রাণ এবং স্ত্রীলোকই অঙ্গভূষণ। সর্বদা স্ত্রীসমভিব্যাহারে থাকিবে বা তদ্রূপ চিন্তা করিবে। স্ত্রীলোক বা কুলজা স্ত্রীলোককে স্পর্শ বা দর্শন করিয়া ভোজনাদি করিয়াও জপ করিবে। নির্জ্জন স্থানে, শ্মশানে বিজন বনে, শূণ্যাগারে ও নদীতীরে একাকী নিঃশঙ্কচিত্তে বিচরণ করিবে। এই সকল স্থলে অথবা চতুষ্পথে, পর্ব্বতে বা রমণীমণ্ডলীমধ্যে দৈবযোগে গমন করিলে তথায় ক্ষণকাল জপ ও প্রণাম করিয়া যথাস্থানে গমণ করিবে। কুমারী ও কুলবৃক্ষ দর্শন করিলে প্রণাম করিবে। শঙ্খচিল, শিবা যমদূতিকা, শ্যেন, বায়স ও কৃষ্ণমার্জ্জার দর্শনে মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক প্রণাম করিবে যথা,—ওঁ কৃশোদরি মহাচণ্ডে মুক্তকেশি বলিপ্রিয়ে। কুলাচারপ্রসন্নাস্যে নমস্তে শঙ্করপ্রিয়ে।। শ্মশান দর্শনে প্রদক্ষিণ করিয়া ও শবদর্শনে কিঞ্চিৎ অনুগমন করিয়া প্রণাম করিবে যথা,— ওঁ ঘোরদংষ্ট্রে করালাস্যে কিটিশব্দনিনাদিনী। ঘোরঘোররবাস্ফালে নমস্তে চিতাবাসিনী। রক্তবস্ত্র বা রক্তপুষ্প দর্শন করিলে ত্রিপরাম্বিকাকে প্রণাম করিবে যথা,—ওঁ বন্ধুকপুষ্পসঙ্কাশে ত্রিপুরে ভয়নাশিনি। ভাগ্যোদয়সমুৎপন্নে নমস্তে বরবর্ণিনি। কৃষ্ণবস্ত্র, কৃষ্ণপুষ্প, রাজা, রাজপুরুষ, হস্তী, অশ্ব, রথ, শস্ত্র, ফলক বীরপুরুষ, মহিষ ও কুলদেবের দর্শন হইলে মহিষমর্দ্দিনী জয়দুর্গাকে প্রণাম করিবে যথা,— ও জয় দেবি জগদ্ধাত্রি ত্রিপুরাস্যে ত্রিদৈবতে। ভক্তেভ্যো বরদে দেবি মহিষঘ্নি নমোহস্তুতে।। সুরাকুম্ভ, মৎস্য, মাংস অথবা সুন্দরী রমণী দর্শন করিলে ভৈরবী দেবীকে প্রণাম করিবে যথা,—ওঁ ঘোরবিঘ্নবিনাশায় কুলাচারসমৃদ্ধয়ে। নমামিবরদে দেবী মুণ্ডমালা-বিভূষিতে। রক্তধারাসমাকীর্ণবদনে ত্বাং নমাম্যহম্। সর্ববিঘ্নহরে দেবি নমস্তে হরবল্লভে। সময়াষ্টিক যথা,— ঘাতয়েৎ গোপয়েদ্দেবি [illegible] নিন্দেন্ন নিরীক্ষয়েৎ। পূজয়েৎ ভাবয়েচ্চৈব বর্জ্জয়েন্ন জপ্তুপ্সয়েৎ। এই সময়াষ্টিকের স্থল যথা,— কামং ক্রোধঞ্চ মাৎসর্য্যং বিকারং চেন্দ্রিয়োদ্ভবম্। [illegible] দৌর্ম্মনস্যং ঘাতয়েদ কং প্রিয়ে।।১ ।। মন্ত্রং মুদ্রাক্ষসূত্রঞ্চ যোগিনীবীবসঙ্গমং। শ্রীভৈরবাগমাচার.....................

মেতং সর্বং প্রগোপয়েৎ।। ২।। দেবং গুরুং সুরাং বিদ্যাং জ্যেষ্ঠং বীরঞ্চ বোবিতাম্। শুভাশুভকর্ম্মণশ্চ নিন্দয়েন্ন কদাচন।। ৩।। কন্যাযোনিং পশু ক্রীড়াং নগ্নাং স্ত্রীং প্রকটস্তনীং। দ্যূতবিগ্রহং ক্লীবঞ্চ পাপিষ্ঠং ন নিরীক্ষয়েৎ।। ৪।। দেবান্ গুরুন্ তথা সাধুন্ শক্তিঞ্চানলমেব চ। ভক্তিতঃ সাধকান্ সর্বান্ পূজয়েচ্চ প্রযত্নতঃ।। ৫।। গুরোর্বাক্যোপদেশঞ্চ সাধুক্তং তীর্থদেবতাং। স্বধর্ম্মঞ্চ কুলাচারং সর্ব্বদা ভাবয়েৎ প্রিয়ে।। ৬।। অগম্যাগমনঞ্চৈব ধূর্ত্তনৃম্ফলেধঞ্চ। অনৃতং পাপগোষ্ঠিক বর্জ্জয়েৎ সাধকোত্তমঃ।। ৭।। বিন্মূত্রং শোণিতং ক্লেদং হীনাজং পিশিতং সুরাম্। কপালাহরণঞ্চৈব অষ্টৌ নৈবজুগুপ্সয়েৎ।।৮।।

সাধক সম্প্রদায়ের রীতি এই যে স্বকল্পোক্ত স্তব পাঠের (ওশ্রীপাত্রামৃত-গ্রহণের) পর চক্রেশ্বর সকল পাত্রে জল দিয়া প্রত্যেক সাধকের পঞ্চমার্হা শক্তির পাত্রস্থ জল তাঁহার নিজ সাধকের পাত্রে মিলিত করিয়া সেই সকল শক্তিপাত্র (ও শ্রীপাত্র) ভূমে উপুড় করিয়া রাখেন। পরে তত্তৎ পাত্রস্থিত জল তত্তৎ শক্তিসাধকের মস্তকে অভিসিঞ্চন দ্বারা শান্তি করেন। শান্তিমন্ত্র যথা—'ওঁ নশ্যন্তু বিপদঃ সর্বাঃ সম্পদঃ সন্তু সুস্থিতাঃ। অভিষেকেন পূর্ণেন পূর্ণাঃ সন্তু মনোরথাঃ।' অভিসিঞ্চন করিতে করিতে এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া 'ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।' এই মন্ত্র তিনবার পাঠান্তে, ওঁ শান্তিঃ। ওঁ শান্তিঃ। ওঁ শান্তি। ওঁ শান্তিরেব শান্তিঃ। ওঁ মহাশান্তিঃ। ওঁ সর্বাপচ্ছান্তিঃ।। এই মন্ত্রে অভিষিঞ্চনের পরে সকলে মিলিয়া শান্তিস্তোত্রাদি পাঠ ও তিলকদান করা হইয়া থাকে। দিব্যভাবালম্বী সাধকগণ পান ভোজনাদির পর বিসর্জ্জন করিয়া থাকেন। অতএব তাঁহারা এতদনুরোধে শান্তিস্তোত্রাদি পাঠের পর শ্রীপাত্রদ্বারা আত্মসমর্পণান্তে তৎপাত্রামৃত স্বীকার প্রভৃতি অবশিষ্ট কার্য্য সম্পাদন করিবেন।

অনন্তর নির্ম্মাল্যাদি ধারণ ও পদোদক পান করিবেন। পাদোদক পানের মন্ত্র যথা, ওঁ গঙ্গাপুষ্করনর্ম্মদাসু যমুনাগোদাবরীগোমতীগঙ্গাদ্বারপ্রয়াগসিদ্ধবদরী-বারাণসীসিন্ধুসু। রেবাসেতুসরস্বতী প্রভৃতিষু ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদয়ে তীর্থস্নানসহস্র-কোটিফলদম্ শ্রীচক্রপাদোদকং।।

অনন্তর নির্ম্মাল্যাদি ধারণ ও পদোদক পান করিবেন। পাদোদক পানের মন্ত্র যথা, ওঁ গঙ্গাপুষ্করনর্ম্মদাসু যমুনাগোদাবরীগোমতীগঙ্গাদ্বারপ্রয়াগসিদ্ধবদরী-বারাণসীসিন্ধুষু। রেবাসেতুসরস্বতী প্রভৃতিষু ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরে তীর্থস্নানসহস্রকোটি-ফলদম্ শ্রীচক্রপাদোদকং।।

অনন্তর চক্রদাতা, গুরুকে ও উপস্থিত শক্তিসাধকদিগকে দক্ষিণা দিবেন দক্ষিণাহীন চক্র নিষ্ফল। যথা — কৃত্বা প্রদদ্যাদ্বৈ গুরুবে দক্ষিণাং ততঃ সাধকেভ্যো যথাশক্ত্যা অন্যথা নিষ্ফলা ভবেৎ।

চক্রমধ্যে ঘট ভগ্ন হইলে, পাত্র ভূমে পতিত হইলে অথবা দীপ নির্বাপিত...

হইলে, তাহার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ পুনরায় চক্রানুষ্ঠান কর্ত্তব্য। চিঞ্চারস (তেঁতুলের গোলা) চক্রমধ্যে আনিতে নাই। পরন্তু আনন্দাধিক্যবশতঃ সাধক মৃতপ্রায় হইলে চিঞ্চারস পান করান কর্ত্তব্য। চক্রমধ্যঘটিত কোন বার্ত্তা বাহিরে প্রকাশ করিতে নাই এবং আনন্দোল্লসিত সাধকের নিন্দা বা তাঁহাদিগকে উপলক্ষ করিয়া উপহাস করিতে নাই, বরং দেবতাস্বরূপ জ্ঞান করিতে হইবে।

কোন কোন সম্প্রদায়ে সাধক কনিষ্ঠ সাধককে অথবা গুরু শিষ্যকে নিজ পাত্র হইতে কারণপ্রসাদ দিয়া থাকেন। তাঁহারা পূর্বোল্লিখিত এতন্নিষেধক প্রমাণের বিরুদ্ধে 'নোচ্ছিষ্টং ব্রহ্মসদ্‌জ্ঞানং নোচ্ছিষ্টং পঞ্চতত্ত্বকং' এই প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, পঞ্চতত্ত্ব যখন উচ্ছিষ্টই হয় না তখন পাত্র হইতে কারণ দেওয়াতে উচ্ছিষ্টদান দোষ কিছুতেই স্পর্শ করিতে পারে না। পরন্তু পূজ্য সাধক শক্তিদিগকে প্রত্যক্ষ দেবতাজ্ঞানে তাঁহাদিগের উচ্ছিষ্টগ্রহণই সিদ্ধ হইল না তাহা হইলে শিবের পূর্ব্বোক্ত নিষেধ উল্লঙ্ঘনের আবশ্যকতাই বা কি? বস্তুত নোচ্ছিষ্টং পঞ্চতত্ত্বকং' এই বচনের তাৎপর্য্য অন্যরূপ। ইহার তাৎপর্য্য যে কি, তাহা সম্যগ্‌রূপে হৃদয়সঙ্গম করিবার জন্য প্রমাণটি সমুদায় উদ্ধৃত করিলাম যথা- উচ্ছিষ্টং সর্বশাস্ত্রানি সর্ববিদ্যামুখোদিতং নোচ্ছিষ্টং ব্রহ্মসদ্‌জ্ঞানং নোচ্ছিষ্টং পঞ্চতত্ত্বকং পঙ্কজং দোণপুষ্পঞ্চ জবাকৃষ্ণপরা তথা। করবী যন্ত্রপুষ্পানি ছাগশীর্ষং তথা প্রিয়ে বিল্বপত্রং তৎপুষ্পং নির্ম্মাল্যং সার্দ্ধবাসরম্। ন নির্ম্মাল্যং মহেশানি যোনিপুষ্পং কদাচন। মদ্যং মাংসানি তত্ত্বানি বারঞ্চাষ্ট প্রদাপয়েৎ। ততঃ পরং মহাদেব্যৈ ন তু দদ্যাৎ কদাচন। অপ্রাপ্তে পর্ব্বদিবসে অপ্রাপ্তে গুরুসন্নিধৌ। অনুকল্পে মহেশানি অর্চ্চয়েৎ সাধকাগ্রণী।।' ইহার তাৎপর্য্য এই যে, — মুখ হইতে বিনির্গত সমস্ত শাস্ত্রাদি স্বভাবতঃ উচ্ছিষ্ট, পরন্তু ব্রহ্মমন্ত্র ও পঞ্চতত্ত্ব (স্বভাবতঃ) উচ্ছিষ্ট নয়। এবং দ্রোণপুষ্পাদি যন্ত্রপুষ্প (দেবতাকে সম্প্রদানের পর) দেড় দিন পর্যন্ত উচ্ছিষ্ট থাকে। কুলকুসুম (যতবারই নিবেদিত হউক) কখনই নির্ম্মাল্য বা উচ্ছিষ্ট হয় না। মদ্যমাংসাদি অন্যান্য তত্ত্ব (নিবেদিত হইলেও অভাবে) আটবার পর্যন্ত নিবেদন করিবে। অতঃপর আর তাহা নিবেদন করিবে না। পর্ব্বদিবসে অথবা গুরুসন্নিধানে (অনিবেদিত কিম্বা অষ্টবারের ন্যূনসংখ্যায় নিবেদিত দ্রব্যের) অভাবে সাধক অনুকল্পের দ্বারাও আটবার পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ নিবেদন করিতে পারা যায়। উপরোক্ত উচ্ছিষ্ট শব্দ দ্বারা কাহারও পানোচ্ছিষ্ট উপলক্ষিত হইতেছে না। তাহা উপলক্ষিত হইলে সদা-

শিব তন্ত্রমধ্যে শক্তি ও সাধকের উচ্ছিষ্টবিচারের প্রসঙ্গই উত্থাপিত করিতেন না। অতএব তত্তৎস্থলের স্পষ্ট প্রমাণ অগ্রাহ্য করিয়া কষ্টকল্পনার পক্ষপাতী হওয়া যুক্তিযুক্ত নহে।

ইতি নিত্যারাধ্যাচরণযুগলশ্রীমৎকুলাবধূতাচার্য্য পূর্ণানন্দ-তীর্থনাথ-শ্রীচরণ-করুণয়া কুলাবধূতাচার্য্য শ্রীজ্ঞানানন্দ তীর্থনাথ-সঙ্কলিত-রহস্যপূজাপদ্ধতিঃ সমাপ্তা।

পরিশিষ্ট

সর্বত্র সকলসময়ে পূর্বোক্তরূপ রহস্যপূজা সম্পাদন করিয়া চক্রানুষ্ঠান করা অত্যন্ত দুরুহ। এই নিমিত্ত এই স্থলে সংক্ষেপে চক্রানুষ্ঠান পদ্ধতি দেওয়া হইতেছে।

সাধক আসনে উপবেশন করিয়া আসনশুদ্ধি গুরুপ্রণামাদি ও প্রাণায়ামের পর দধি ও অক্ষত লেপিত ঘটে সিন্দূর-তিলক প্রদান পূর্বক তাহা জলে পূর্ণ করিয়া তম্মুখে পল্লব ও ফল স্থাপনান্তে 'ওঁ' এই মন্ত্রে ত্রিকোণগর্ভচতুরস্রগুলোপরি স্থাপন করিবেন ও ধূপ দীপ প্রদর্শন করিবেন। অনন্তর গন্ধপুষ্পদ্বারা ঘটের অর্চ্চনা করিয়া স্ববামে ত্রিকোণবৃত্ত চতুরস্রমণ্ডলোপরি ন্যস্ত আধারে সুধাভাণ্ড স্থাপন পূর্বক 'ফট্' এই মন্ত্রে তদ্দ্রব্য ও উপস্থিত দ্রব্যাদি প্রোক্ষণ করিয়া গন্ধপুষ্প নিক্ষেপান্তে কারণাদি শোধন আনন্দ-ভৈরব ও আনন্দ-ভৈরবীর ধ্যান ও পূজা করিতে হইবে। ইহাতে পাত্রাদি স্থাপনের আবশ্যকতা নাই। অতঃপর ঋষ্যাদিন্যাস করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিয়া ইষ্টদেবতার ধ্যান পূর্বক সংক্ষেপে পূজা করিয়া পরিবেশন করিতে হইবে। অবশেষে উপস্থিত দ্রব্যাদি নিবেদনপূর্বক যথারীতি সাধকেরা অর্চ্চনা ও চক্রানুষ্ঠান করিবেন। চক্রেশ্বর ও উপস্থিত সাধকগণ পূজান্তে পরিবেশনের পর স্বপাত্রিক হেতুদ্বারা তর্পন ও তত্ত্বশুদ্ধি প্রভৃতি পূর্বোল্লিতরূপ যথাযথ অনুষ্ঠান করিবেন ঘটাদি উপস্থিত না থাকিলে সুধাভাণ্ডের উপরেই দেবীর পূজা হইবে। ইহাতে আবাহন বিসর্জ্জন নাই, সমস্তই দেবতাময় চিন্তা করিতে হইবে যথা, —অহং দেবোহথ নৈবেদ্যং পুষ্পগন্ধাদিকঞ্চ যৎ। দেবাধারো হ্যহং দেবো ন দেবো মৎপর ক্বচিৎ। দেবমেব যজে চাহং দেবদেবোহহমেব চ। ইতি। সাধারণভাবে কৌলাচার চক্রসংকেত প্রভৃতি এই পুস্তকে পূর্বেই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রায় সকল তন্ত্রেই উক্ত আচারাদি বা কৌলের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশাদি দেখিতে পাওয়া ....

যায়। সাধকের সুবিধার নিমিত্ত বহুতন্ত্র হইতে আবশ্যকীয় কয়েকটি সাধারণ ব্যবস্থা এই স্থলে প্রদত্ত হইল। এই ব্যবস্থাগুলি প্রায় সকল তন্ত্রানুমোদিত— অর্থাৎ নানাতন্ত্রে বিভিন্ন প্রকারের আচার বর্ণিত আছে ; তন্মধ্যে যেগুলি সর্বানুমোদিত সেইগুলিই উক্ত হইল। এ সম্বন্ধে অন্যান্য বিশেষবক্তব্য পুস্তকান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি সময়াচারমুত্তমম্। যেন হীনো ন সিদ্ধন্তি কুলাচার্যানুসারিণঃ। অনিত্য কর্মসন্ত্যাগো নিত্যানুষ্ঠান তৎপরঃ। পরস্যাং দেবতায়ান্তু সর্বকর্ম নিবেদকঃ। বৃথা ন গময়েৎ কালং দ্যূতক্রীড়াদিনা সুধীঃ। গময়েৎ দেবতা জপযাগস্তবাদিনা। চতুস্পথে তোয়মধ্যে নির্জনে গহনে গিরৌ। শুদ্ধিং ন চিন্তয়েত্তত্র নির্বিকল্পং মনশ্চরেৎ। প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে বা প্রত্যহং প্রণমেৎ গুরুম্। একগ্রামস্থিতঃ শিষ্য ত্রিসন্ধ্যাং প্রণমেৎ গুরুম্। ক্রোশমাত্র স্থিতঃশিষ্যো গুরুং প্রতিদিনং নয়েৎ। অর্দ্ধ যোজনগঃ শিষ্যঃ প্রণমেৎ পঞ্চপর্বসু। একযোজনমারভ্য যোজনদ্বাদশাবধিম্। তাসংখ্যাদিগতৈর্মাসৈঃশ্রীগুরুং প্রণমেৎ প্রিয়ে। অতিদূরগতঃ শিষ্যোযদিচ্ছাস্যাত্তদা ব্রজেৎ। রিক্তহস্তশ্চ নোপেয়াদ্ রাজানং দৈবতং গুরুম্। ফলপুষ্পাম্বরাকল্পৈর্যথাশক্ত্যা সমর্চয়েৎ। গুরুশক্তিশ্চ তৎপুত্রো গুরুভ্রাতা গুরোঃ সমঃ। গুরোঃ শয্যাসনং পীঠং পাদুকোপানহৌ তথা। স্নানোদকং তথাচ্ছায়াং লঙ্ঘয়েন্ন কদাচন। গুরুজন্মদিনে প্রাপ্তে তদ্‌গুরোস্তদ্‌গুরোরপি। মানবৌঘাদি পূজাঞ্চ স্বজন্মদিবসেঽপি চ। যথাবলং যথাশ্রদ্ধাং তথাপূজাং সমাচরেৎ নিত্যার্চনং দিনে কুর্য্যাৎ রাত্রৌ নৈমিত্তিকার্চনম্। উভয়োঃ কাম্যকর্মাণি চেতি শাস্ত্রস্য নির্ণয়ঃ। পঞ্চতত্ত্বং মহাদেব্যৈ দত্ত্বা ন স্বীকারোতি যঃ। নৈবেদ্যাদি তথা সোঽপি দেবীনাং শাপভাগ্‌ভবেৎ। রোগী দুঃখী দরিদ্রশ্চ ভূত্বা নরকমাপ্নুয়াৎ। একাকী নাচরেৎ পানং কৌলিকৈর্মায়য়া সহ। শ্রীচক্রমেকো না কুর্যাদেকপাত্রে ন চার্চয়েৎ। স্বশক্তি বীরশক্তিং বা দীক্ষিতাং গৃহিণীমথ। পায়য়িত্বা পিবেদ্দ্রব্যমিতি শাস্ত্রস্য নির্ণয়ঃ। অনিবেদ্য তু যঃ শক্তৌ কুলদ্রব্যং নিষেদতে। পূজা চ বিফলা তস্য......

দেবতা ন প্রসীদতি। বিনা মাংসেন যা পূজা বিনামদ্যেন তর্পণম্। বিনাশক্ত্যা তু যৎ পানং নিস্ফলং কথিতং প্রিয়ে। শক্ত্যভাবে মহেশানি তৎপাত্রস্তু জলে ক্ষিপেৎ। গুরোরভাবে তৎপাত্রং যথাতোয়ে বিনিঃক্ষিপেৎ। নার্চয়েদেকহস্তেন ন পিবেদেকপাণিনা। প্রণম্য প্রবিশেচ্চক্রে বিনির্গচ্ছেৎ প্রনম্য চ। শ্রীচক্রদর্শনং দেবি নেত্রয়োঃ পাপনাশনম্। কৃত্বা ষোড়শদানানি যৎফলং লভতে সুধীঃ। তৎফলং সমপাপ্নোতিকৃত্বা শ্রীচক্রদর্শনম্। পুরাশ্চর্য্যাশতেনাপি শবমুণ্ডচিতাসনাৎ। চক্রমধ্যে সকৃজ্জপ্তা ত১ফলং লভতে ভক্ত্যা কৃত্বা শ্রীচক্রদর্শনম্। কুলাচার্য্যগৃহং গত্বা ভক্ত্যা পাপ বিমুক্তয়ে। যাচয়েদমৃতান্নঞ্চ তদভাবে জলং পিবেৎ। কুলাচার্যেন যচ্ছক্ত্যা দত্তং পানঞ্চ ভক্তিতঃ। নমস্কৃত্য তু গৃহ্নীয়াদন্যথা নরকং ব্রজেৎ। যঃ সেবেত কুলদ্রব্যং একাগ্রামস্থিতে গুরৌ। বিনানুজ্ঞাং মহেশানি সোহক্ষয়ং নরকং ব্রজেৎ। উচ্ছেষ্টো ন স্পৃশেচক্রে কুলদ্রব্যাণি পার্ব্বতি চক্রমধ্যে শুচিধিয়া কর প্রক্ষালনাদিকান্। যঃ করোতি হি মূঢ়াত্মা স ভবেদাপদাস্পদম্। আহুতো যো নিবর্তেত অনাহুতোঽপি যো বিশেৎ। চক্রমধ্যে স পাপীস্যাৎ সর্বধর্মবহিস্কৃতঃ। স্ত্রীণামন্যতমং স্থানং পুংসামন্যতমং পৃথক্। অথবা মিথুনং কৃত্বা ক্রমাৎ সমুপবেশয়েৎ। ন দেশকালো নিয়োমো ন বা পাত্রবিচারণম্। যেন কেনাহৃতং দ্রব্যং চক্রেহস্মিন্ বিনিযোজয়েৎ। দূরদেশাৎ সমানীতং পক্কংবাহংপক্কমেব বা। বীরেণ পশুনা বাপি চক্রমধ্যগতঃ শুচিঃ। জাতিভেদো ন চক্রহস্মিন্ সর্বেশিবসমাঃ স্মৃতাঃ। প্রবৃত্তে ভৈরবী চক্রে সর্বেবর্ণাঃ দ্বিজাতয়ঃ। নঃ ব্রাহ্মণঃ ব্রাহ্মণঃ স্যাৎ ক্ষত্রিয়ঃ ক্ষত্রিয়ো ন হি। বৈশ্যো বৈশ্য এব স্যাৎ ন শূদ্র শূদ্র এব চ। চাণ্ডালো নৈব চাণ্ডালো মহাবিদ্যাদ্যুপাসনাৎ। চাণ্ডালো যবনো বাপি ব্রাহ্মঃ ক্ষত্রিয়শ্চ বা। মহাবিদ্যাদ্যুপাসেন সর্বকামেশ্বরো ভবেৎ। অকৃত্বা কৌলিকাচারং অজপ্তাগুরুপাদুকাম্। যেহস্মিন চক্রে প্রবর্তন্তে তেষাং হিংসন্তি ভৈরবাঃ। সাধকানাং গৃহস্থানাং পঞ্চপাত্রং প্রকীর্তিতঃ। মন্ত্রার্থস্ফুরণার্থায় মনসঃ স্থিতিহেতবে। অলিপানং প্রকর্তব্যংলোলপো নরকং......................

ব্রজেৎ। পানে ভ্রান্তির্ভবেদ্‌যস্য ঘৃণি স শক্তিসাধকে। স মূঢ়াত্মা কথং ব্রুয়াৎ আদ্যাকালীং ভজামাহম্‌। জ্ঞানলোপো ভবেদ্‌যস্য মদ্যপানাৎ সুলোচনে। বিকারং জনয়েদ্বাপি স পুনর্যাত্যধোগতিঃ। পূর্ণাভিষেকযুক্তানাং পানমত্যন্তমিষ্যতে। পূর্ণাভিষেকহীনানাং পানমত্যন্তদুর্গতিঃ। শাক্তাভিষেকীবীরঃ স্যাৎ পঞ্চতত্ত্বানি শোধয়েৎ। স্বেষ্টপূজা বিধাবেব ন তু চক্রেশ্বরো ভবেৎ। পূর্ণাভিষেকহীনঃ কৌলিকো ম্রিয়তে যদি। পিশাচত্বমবাপ্নোতি যাবদাহূত সংপ্লবম্‌। বলিদানং বিনা দেব্যা হিংসা সর্বত্র গর্হিতা। অসংস্কৃতং দ্রব্যং বলাৎকারেণ মৈথুনম্‌। স্বহস্তেন পশুং হন্যাৎ রৌরবং নরকং ব্রজেৎ। মদ্যং মাংসং বিনা যোহি কুলপূজাং সমাচরেৎ। জন্মান্তরসহস্রস্য সুকৃতং তস্য নশ্যতি। বিনা চর্বেণ যৎপানং কেবলং বিষভক্ষণম্‌। তস্মাৎ প্রচর্যয়েচ্চর্বং যথাক্রমবিধানতঃ। ভোজনান্তে বিষং মদ্যং মদ্যান্তে ভোজনং বিষম্‌। অমৃতং তৎ বিজানীয়াৎ যদন্নং মধুনা সহ। চর্বণেনযুতং পানং অমৃতং কথিতং প্রিয়ে। চর্বণেন বিনা পানং কেবলং বিষভক্ষণম্‌। নার্চয়েদেকহস্তেন তর্পয়েন্নৈক পাণিনা। মুদ্রয়া তু বিহীনেন তর্পণং নিষ্ফলং ভবেৎ। বামাঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যামমৃতং পাত্রসংস্থিতম্‌। গৃহীত্বা শুদ্ধিখণ্ডেন দক্ষয়ো তত্ত্বমুদ্রয়া। সর্বত্র তর্পণং কুর্য্যাৎ বিধিরেষ প্রকীর্তিতঃ। নষ্টৈঃ পর্যুষিতৈর্দ্রব্যৈর্দুর্গন্ধৈর্গন্ধবর্জিতৈঃ। হেতুভিঃ পরপাত্রস্থৈস্তর্পণং স্যাচ্চ নিষ্ফলম্‌। নিষ্ঠীবনং মলং মূত্রং অধোবায়ু বিসর্জনম্‌। শ্রীচক্রমধ্যে যঃ কুর্য্যাৎ স ভবেদ্‌ যোগিনীপশুঃ। সশব্দং নোর্দ্ধরেৎ পাত্রং তথৈব চ ন পূরয়েৎ। ন পাত্রং লঙ্ঘয়েদ্ধীমান্‌ উৎক্ষীপ্য ন চ পাতয়েৎ। সব্যেনোদ্ধৃত্য পাত্রঞ্চ মুদ্রাং কৃত্বা তু সব্যতঃ। বিনা তদ্ধস্তযোগেন ন কুর্যাদ্দব্য ভক্ষণম্‌। সশব্দং ন পিবেদ্দ্রব্যং ন বিন্দুং পাতয়েদধঃ। উর্দ্ধোনালেন পানাচ্চ দেবতা শাপমাপ্নুয়াৎ। আত্মমূলে ত্রিকোণস্থে কোটীসূর্যসমপ্রভে। কুণ্ডলীশক্তিচিৎবহ্নৌহুনেদ্দ্রব্যং সমন্ত্রকম্‌। সশব্দং যো মুখে কুর্য্যাৎ কুলদ্রব্যস্য সেবনম্‌। রৌরবং নরকং যাতি যাবদাহুতসংপ্লবম্‌। ন স্থূলং নৈব সূক্ষ্মঞ্চ পাত্রং কুর্য্যান্‌ মনোরমম্‌। একপাত্রং ন কুর্বীত যদি সাক্ষাৎ কুলেশ্বরঃ। স্বপাত্রস্থিত হেতুঞ্চ ন দদ্যাদ্‌ভৈরবায় চ। যদি দদ্যান্মহেশানি দেবতা-.....................

শাপমাপ্নুয়াৎ। শক্ত্যুচ্ছিষ্টং পিবেদ্দ্রব্যং বীরোচ্ছিষ্টন্তু চর্বণম্। চর্ব্যং স্বজ্যেষ্ঠতোগ্রাহ্যং কনিষ্ঠায় নিবেদয়েৎ। শক্ত্যুচ্ছিষ্টং বিনা দেবি দেহশুদ্ধিং ন জায়তে। শক্ত্যুচ্ছিষ্টনবিচার্য্য পিবেচ্চক্রেশ্বরো যদি। ঘোরঞ্চ নরকং যাতি যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দশঃ। স্বজ্যেষ্ঠস্য চ ভোক্তব্যং কনিষ্ঠস্য ন ভোজয়েৎ। নিজশক্তিং বিনা দেবি শক্ত্যুচ্ছিষ্টং পিবেদ্‌যদি। রৌরবে নরকং যাতি যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দশঃ। গুরুশক্তিসুতানাঞ্চ গুরু-জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠয়োঃ। উচ্ছিষ্টং ভক্ষয়েৎ স্ত্রীণাং তাভ্যো-নোচ্ছিষ্টমর্পয়েৎ। একপাত্রে পিবেদ্দ্রব্যং বীরমহেশ্বরো যদি। শুনোবিষ্ঠা ভবেৎ পানং প্রায়শ্চিত্তসকৌলিকঃ। চক্রং কৃত্বা তু দেবেশি পূজয়েত্তর্পণং বিনা। চত্বারিতস্য নশ্যন্তি আয়ুর্বিদ্যাযশোবলম্। একাসনে নিবিষ্টন্তু ভুজানস্ত্বেকভাজনে। একপাত্রে পিবেত্তোয়ং তে যান্তি নরকং প্রিয়ে। মধুভাণ্ডং সমুদ্ধৃত্য ন পাত্রং পূরয়েৎ প্রিয়ে। ভোগপাত্র সুধাকুণ্ডে নিক্ষিপেন্ন কদাচনম্। চক্রমধ্যে ঘটে ভগ্নে পাত্রে চ স্খলিতে প্রিয়ে। দীপনাশে চ তৎশান্তৈ পুনশ্চক্রং বিধীয়তে। কেচিজ্জপন্তি ধ্যায়ন্তি রূপন্তি প্রণমন্তি চ। অন্যে ভ্রমন্তি গর্জন্তি হসন্তি বিবন্তি চ। বদন্তি প্রিয়মিচ্ছন্তি নিন্দন্ত্যজ্ঞানিনং প্রিয়ে। পরিহাসং প্রলাপঞ্চ বিতণ্ডাং বহুভাষিতম্। ঔদাসীন্যং ভয়ং ক্রোধং চক্রমধ্যে বিবর্জয়েৎ। কৌতুকং কারয়েদ্দেব্যৈ হাস্যানন্দায় যদ্‌ভবেৎ। তেন প্রমুদিতো লোকে দেবীলোকে মহীয়তে। বিকৃতিং মনসো হিত্বা য উল্লাসং প্রকুর্বতে। তদা তু দেবতাভাবং ভজন্তে যোগীপুঙ্গবাঃ। পাত্রহস্তো মহাদেবি ন ভ্রমেচ্চক্রমধ্যমে। পূর্ণপাত্রং করে ধৃত্বা না তিষ্ঠেতচিরং প্রিয়ে। নালাপেৎ পাত্র হস্তঃসন্ ন ভিন্দ্যাৎ পাত্রমম্বিকে। পাদাভ্যাং ন স্পৃশেৎপাত্রং ন বিন্দুং পাতয়েদধঃ। নৈকহস্তেন দাতব্যং ন মুদ্রাবর্জিতঃ প্রিয়ে। পাত্রং ন চালয়েৎ স্থানান্ন কুর্যাৎ পাত্রশঙ্করম্। সশব্দং ন পিবেদ্দ্রব্যং তথৈব চ ন পূরয়েৎ। ন্যন্যোহন্যং তাড়য়েৎ পাত্রং ন বিন্দুং পাতয়েদধঃ। স্বাধারং নোদ্ধরেৎ পাত্রং অনাধারে ন নিঃক্ষিপেৎ। রিক্তপাত্রং ন কুর্বীত ন পাত্রং ভ্রাময়েৎ প্রিয়ে। প্রক্ষাল্য গোপয়েৎ পাত্রং ইত্যাজ্ঞা পরমেশ্বরি। রিপুনাপি ন [illegible]রাদ্বাদশ্চক্র মধ্যতঃ। পিতৃমাতৃসমং পশ্যেত্তেনোক্তং পুরুষং সতেৎ। ....

যথাদৃষ্টা প্রহৃষ্যেত স্বজনং মিত্র সুপ্রিয়াম্। তথা চ কৌলিকান্ দৃষ্টা স ভবে যোগিনীপ্রিয়ঃ। অহং গুরুরহং জ্যেষ্ঠস্ত্বহং বেদ্মীতি গর্বিতঃ। অঃ মেব গতির্যেষাং কৌলিকা ন ভবন্তি তে। গুরুনাম্না ন ভাষেত ...পকালাদৃতে প্রিয়ে। শ্রীনাথ দেবস্বামীতি বিবাদে সাধনে বদেৎ। শ্রীগুরোঃ পাদুকাং দেবি মূলমন্ত্রং স্বপাদুকাম্। শিষ্যাদন্যত্র দেবেশি ন বদেদ্‌যস্যকস্যচিৎ। পারম্পর্য্যং সমাম্নায় মন্ত্রাচারাদিকং প্রিয়ে। সর্বংগুরুমুখাল্লব্ধং সফলং স্যান্নচান্যথা। কুলস্ত্রীবীরনিন্দাঞ্চ তদ্‌দ্রব্যস্যাপহারণম্। স্ত্রীষু রোষং প্রহারঞ্চ বর্জয়েন্মতিমাস্তথা। কৃষ্ণাংশুকাং কৃষ্ণবর্ণাং কুমারীঞ্চ কৃশোদরীম্। মনোহরাং যৌবনস্থাং পূজয়েদ্দেবতাধিয়া। একদাপি ন লঙ্ঘ্যেত বলেন কুলযোগিনীম্। পরীক্ষয়েন্ন ভক্তানাং বীরানাঞ্চ কৃতাকৃতম্। ন দিবা সেবয়েন্নারীং তদ্‌যোনীং নৈব বীক্ষয়েৎ। দেবি শ্রীচক্রবৃত্তান্তং শুভং বা যদিবাশুভম্ কদাচিৎ নৈব বক্তব্যং ইত্যাজ্ঞা পরমেশ্বরি। কৃত্বাচক্রং প্রদদ্যাদ্বৈ গুরবে দক্ষিণাং ততঃ। সাধকেভ্যো যথাশক্ত্যা অন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ। গুরোরনুজ্ঞামাত্রেণ দুষ্টমন্ত্রোহপিসিধ্যতি। গুরুং বিলঙ্ঘ্য শাস্ত্রেহস্মিন্ নাধিকারি সুরৈরপি। এষাং চ মন্ত্রতন্ত্রাণাং প্রয়োগং ক্রিয়তে যদি। গুরুবক্ত্রং বিনা চৈব সিদ্ধিহানিস্তু জায়তে। যেষাং চ নিশ্চলা ভক্তি গুরৌদেবে মনাবপি তেষাং সিদ্ধির্ভবেদাশু নান্যথা কল্পকোটিষু। গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ। গুরুর্মনু গুরুর্জাপো গুরুরেব পরন্তপঃ। বিংশতি পুরুষান্ বাপি সপ্ত সপ্ত ত্রয়োহপি বা। অজ্ঞাত্বা গুরুবংশানাং শিষ্যশ্চেন্নষ্ট সন্ততিঃ। গুরৌ মনুষ্যবুদ্ধিশ্চ মন্ত্রে চাক্ষরভাবনম্। প্রতিমাসু শিলাবুদ্ধি কুর্বাণো নরকং ব্রজেৎ। বৃথা তু পূজনং মুদ্রা ক্রিয়তে মন্দবুদ্ধিভিঃ। শ্রীগুরৌ সংস্থিতে সাক্ষাৎ কিং বৃথা ধ্যান যোগতঃ। গুরৌ সন্নিহিতে যস্তু পূজয়েদন্যদেবতাম্। স যাতি নরকং ঘোরং সা পূজা বিফলা ভবেৎ। পূজিতে গুরুপাদে বৈ সর্বদেব সুখী ভবেৎ। অন্যদেবঃ সপর্য্যা বা অন্যদেবস্য কীর্ত্তনম্। গুরুদেবং বিনা চৈব তদগ্রে নরকং ব্রজেৎ। গুরোঃ প্রীতিকরং কর্মং যঃ কুর্য্যাৎ সাধকোত্তমঃ। তস্যসিদ্ধির্ভবেদাশু জপহোমৌ বিনাকৃতে। সর্বদা-.........

দেবতা রূপং গুরুং ভক্ত্যা প্রতোষয়েৎ। পুরশ্চরণ হীনোহপি মন্ত্র-সিদ্ধিরসংশয়ঃ। গুরোরভাবে দেবেশি স্বয়ংপূজাদিকঞ্চরেৎ। এভির্বি-নামহেশানি তান্ত্রিকৈর্দেশিকৈর্যদি! তস্য পূজা ফলং সর্বং গ্রস্যাতে যক্ষরাক্ষসৈঃ। ব্রহ্মরূপো গুরুঃ সাক্ষাৎ যদি পূজাদিকঞ্চরেৎ। তত্তৎসর্বং মহেশানি শতকোটিগুণং ভবেৎ।গুরুপত্নী মহেশানি যদি পূজাদিকঞ্চরেৎ। বলিদানাদিকং সর্বং তত্র হোমং বিবর্জয়েৎ। গুরুণা যৎকৃতং দেবি তৎসর্বমক্ষয়ং ভবেৎ! পুরোহিতং সমানীয় যদি পূজাদি কারয়েৎ। তস্য সর্বার্থ হানিঃ স্যাৎ ক্রুদ্ধা ভবতি কালিকা। পূজাকালে মহেশানি নান্যবক্ত্রং বিলোকয়েৎ। ইষ্টপূজাদিকং সর্বং যঃ কুর্য্যাজ্জনসন্নিধৌ। তস্য সবার্থহানিঃ স্যাৎ ক্রুদ্ধা ভবতি কালিকা। বিশেষকর্মগোপ্তব্যং মন্ত্রবৎ পরমেশ্বরি। দীপান্বিতাদি পূজাসু পরমোৎসবমাচরেৎ। এতৎ গ্রন্থং সর্বথৈব পুত্রেভ্যোহপি ন দর্শয়েৎ। এতচ্ছাস্ত্র প্রসঙ্গোহপি এতৎ পুস্তক দর্শনম্। পশোরগ্রে ন কর্তব্যং প্রাণান্তেহপি কথঞ্চন।

ইহার তাৎপর্য্য সর্বদা অনিত্য কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন। সমস্ত কার্য্য দেবতাকে নিবেদন করিবেন। সর্বদা পূজাদিতে সময় অতিবাহিত করিবেন— পাশা ইত্যাদি ক্রীড়া করিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিবেন না। চতুস্পথে জলমধ্যে বনে বা পর্ব্বতে — শুদ্ধাশুদ্ধ বিবেচনা করিবেন না— সে সমস্ত স্থানে নির্ব্বিকার ভাবে থাকিবেন। প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে নিত্য গুরুদেবকে প্রণাম করিবেন। একই গ্রামস্থ শিষ্য নিত্য তিনবার গুরুকে দর্শন করিয়া প্রণাম করিবেন। একক্রোশ দূরস্থিত শিষ্য প্রত্যহ, দুই ক্রোশস্থিত শিষ্য পাঁচ পর্ব্ব এবং এক যোজন হইতে দ্বাদশযোজন পর্য্যন্ত দূরস্থ শিষ্যের যোজন সংখ্যানুরূপ মাসান্তর গুরুদর্শন করা কর্ত্তব্য। অতিদূরস্থশিষ্য যথাভিরুচি করিবেন।

রাজা, দেবতা এবং গুরুর নিকট রিক্তহস্তে যাওয়া উচিত নয়, ফল, পুষ্প বস্ত্র ইত্যাদি দ্বারা যথাশক্তি অর্চ্চনা করা উচিত। গুরুশক্তি, গুরুপুত্র এবং গুরুভ্রাতার প্রতি গুরুবৎ.....................

আচরণ কর্ত্তব্য। গুরুর শয্যা, আসন পীঠ, পাদুকা, স্নানোদক ও ছায়া লঙ্ঘন করা উচিত নয়। গুরু, পরমগুরু, পরাপরগুরু মানবৌঘাদি গুরু এবং নিজ জন্মদিনে সামর্থ্যানুরূপ ভাবে অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য। নিত্যপূজা দিনে, রাত্রে নৈমিত্তিক পূজা, কাম্যপূজা দুই সময়েই করিতে পারা যায়। মহাদেবীকে পঞ্চতত্ত্ব, নৈবেদ্যাদি নিবেদন করিয়া স্বয়ং স্বীকার না করিলে দেবী অভিশাপ দেন এবং রোগী, দুঃখী, এবং দরিদ্র হইয়া পরে নরকস্থ হইতে হয়। একাকী পান নিষেধ, একাকী শ্রীচক্র হয় না, একপাত্র গ্রহণ দোষের; শক্তিকে পান করাইয়া কুলদ্রব্য গ্রহণ বিধেয়। শক্তিকে কুলদ্রব্য নিবেদন না করিয়া পান করিলে পূজা বিফল হয় এবং দেবতা প্রসন্ন হ'ন না। মাংস বিনা পূজা, মদ্য বিনা তর্পণ, এবং শক্তি বিনা পান এ সমস্তই নিষ্ফল হয়। গুরুর অভাবে তাঁহার পাত্র যেভাবে জলে নিক্ষেপ করা হয় সেইরূপ শক্তির অভাবে তৎপাত্র জলে নিক্ষেপ করিবেন। এক হস্তে অর্চ্চনা এবং এক হস্তে পান নিষেধ। চক্রমধ্যে প্রণাম করিয়া প্রবেশ করিবেন এবং প্রণাম করিয়া বহির্গমন করিবেন। শ্রীচক্রদর্শনেই পাপনাশ হয়। ষোড়শ দানাদিতে যে ফল হয় শ্রীচক্রদর্শনে সেই ফল হয়। চক্রমধ্যে ক্ষণেক জপে, শতপুরশ্চরণ, শব, মুণ্ড, চিতাসাধনের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। সাড়ে তিন কোটি তীর্থে স্নানের ফল ভক্তিভাবে শ্রীচক্রদর্শনেই লাভ হয়। কুলাচার্য্য গৃহে অমৃত এবং অন্ন প্রার্থনা করিবে তদভাবে জল পান করিবে। অন্যথায় নরক। গুরুগুরুপুত্র বা তৎকুলস্থ কেহ এক গ্রামে থাকা সত্বেও তাঁহাদের অনুজ্ঞা ব্যতিরেকে যিনি কুলদ্রব্য গ্রহণ করেন, তাঁহাকে নরকে গমন করিতে হয়। চক্রে উচ্ছিষ্ট হস্তে কোন দ্রব্য স্পর্শ করিতে নাই, বাহিরে হস্ত প্রক্ষালন করিয়া কুলদ্রব্য পরিবেশন করিবে। চক্র মধ্যে শুচি বিচার হস্তাদি প্রক্ষালনকারী মূঢ় এবং অপদার্থ। চক্রে আহূত হইয়া যিনি উপস্থিত হন না অথবা অনাহূতভাবে যিনি উপস্থিত হন, তিনি পাপী এবং সর্বধর্ম্ম বহিস্কৃত। স্ত্রীদের অন্য স্থান এবং পুরুষের অন্যস্থান অথবা যুগ্ম যুগ্মভাবে চক্রে উপবেশন করিবেন। চক্রে আনীত দ্রব্যে দেশকালবাপাত্র বিচারের আবশ্যকতা নাই, যতদূর হইতে ....

বীর অথবা পশু বা যে কোন ব্যক্তি দ্বারা যেরূপ দ্রব্যই আনীত হইবে চক্র মধ্যে আসিলেই তাহা শুদ্ধ। যে মূঢ় চক্র মধ্যে জাতি ভেদ করে তাহাকে যোগিনীগণ ভক্ষণ করেন তাঁহাকে সর্ব্বদা দেবী অভিশাপ দেন। ভৈরবী চক্রে সকল জাতিই দ্বিজ সদৃশ। মহাবিদ্যার উপাসনাকারী ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, ক্ষত্রিয়, চণ্ডাল বা যবন সকলেই এক এক এবং সর্ব্ব কামেশ্বর হন। কৌলিকাচার বা পাদুকাদিজপ না করিয়া চক্রে প্রবর্ত্তিত হইলে ভৈরবদ্বারা হিংসিত হইতে হয়। গৃহস্থ সাধকের পঞ্চপাত্রই নির্দ্দিষ্ট। মন্ত্রার্থ স্ফূরণ এবং মন স্থির করিবার জন্য অলিপান কর্ত্তব্য। যাঁহারা লোভ পরবশ হইয়া পান করেন তাঁহাদের নরকস্থ হইতে হয়। যাহার পানে ভ্রান্তি হয় সাধক দিগের মধ্যে সে ঘৃণ্য। সেইমূঢ় কেন বলে যে আমি কালীর উপাসক? মদ্যপানে যাহার জ্ঞানলোপ বা বিকার হয় সে অধোগতি প্রাপ্ত হয়। পূর্ণাভিষেকযুক্ত ব্যক্তি অলিপান করিতে পারেন— যাঁহাদের পূর্ণাভিষেক হয় নাই তাঁহাদের পক্ষে পান অত্যন্ত দুর্গতি। শাক্তাভিষেকী বীর পঞ্চতত্ত্বাদি শোধন করিয়া ইষ্ট পূজা করিতে পারেন কিন্তু চক্রেশ্বর হইতে পারেন না। দেবীর বলিদান বিনা হিংসা সর্ব্বত্রই গর্হিত। বলাৎকার দ্বারা মৈথুন এবং স্বহস্তে পশুঘাতনকারী নরকস্থ হয়। মদ্য মাংস বিনা কুল পূজাকারীর সহস্র জন্মার্জ্জিত পূণ্য নষ্ট হয়। চর্ব্বণ বিনা পান বিষভক্ষণ সদৃশ। ভোজনান্তে সুরা বিষ, সুরাপানান্তে ভোজন বিষ—চর্ব্বনযুক্ত পানই অমৃত সদৃশ। এক হস্তে অর্চ্চনা বা তর্পণ করিবেন না। মুদ্রা বিহীন তর্পণ নিষ্ফল। বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠ এবং অনামিকা যোগে (তত্ত্বমুদ্রায়) অমৃত লইয়া, দক্ষিণ হস্তে ঐরূপ তত্ত্বমুদ্রায় শুদ্ধি খণ্ড লইয়া উভয় হস্ত যোগে সর্ব্বত্র তর্পন করা বিধেয়। চক্র মধ্যে, থুতু, মল, মূত্র এবং অধো বায়ু ত্যাগ করা নিষেধ। সশব্দে পাত্র উত্তোলন বা পূর্ণ করিবে না। পাত্র লঙ্ঘন করা উচিত নয় বা পাত্র নিক্ষেপ করা অবিধেয়! বাম হস্তে পাত্র উত্তোলন করিয়া দক্ষিণ হস্তে মুদ্রা লইয়া উভয় হস্ত যোগ করিয়া পান করা উচিত। সশব্দে পান বা বিন্দু ভূমিতে পাত করা নিষেধ। উর্দ্ধ মুখে

পান করিলে দেবতার শাপভোগী হইতে হয়। মূলাধারস্থ ত্রিকোণে কুলকুণ্ডলিনীকে আজিহ্বা চিন্তা করিয়া তাহাতে সমস্ত দ্রব্য আহুতি দিবে। মুখে শব্দ করিয়া পান করিলে নরকস্থ হইতে হয়। পাত্র অতি স্থূল বা অতি সূক্ষ্ম করিবে না। একপাত্রে অর্চ্চনা করা অবিধেয়। স্বপাত্রস্থিত হেতু কাহাকেও প্রদান করা নিষেধ। শক্তির উচ্ছিষ্ট দ্রব্য, এবং বীরের উচ্ছিষ্ট চর্ব্বণ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। শক্তির উচ্ছিষ্ট ব্যতীত দেহশুদ্ধি হয় না। শক্তির উচ্ছিষ্ট নির্বিচারে চক্রেশ্বর যদি গ্রহণ করেন, তাঁহাকে নরকস্থ হইতে হয়। জ্যেষ্ঠা শক্তির উচ্ছিষ্টই গ্রহণ করিবেন —কনিষ্ঠার নয়। নিজশক্তি বিনা অন্য কনিষ্ঠ শক্তির উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিলে নরকে যাইতে হয়। গুরু, গুরুশক্তি গুরুপুত্রাদি, গুরুভ্রাতা এবং স্ত্রীদের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিবেন—তাঁহাদের কদাচ উচ্ছিষ্ট দান করিবেন না। একই পাত্রে সাধকগণ সুরাপান করিলে, বিষ্ঠা ভক্ষণ করার ন্যায় হইবে এবং প্রায়শ্চিত্তার্হ। চক্র করিয়া তর্পণ বিনা পূজায় আয়ু বিদ্যা বল এবং যশ এই চারিটি নষ্ট হয়। একাসনে উপবেশন — একপাত্রে ভোজন বা পান করিলে নরকস্থ হইতে হয়। মধুভাণ্ড উদ্ধৃত করিয়া পরিবেশন করিতে নাই— ভোগপাত্র সুধাকুণ্ডে নিক্ষেপ করিতে নাই। চক্রমধ্যে ঘট ভগ্ন হইলে, পাত্র হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া পড়িলে, দীপ নির্ব্বাণ হইলে তাহার শান্তির জন্য পুনরায় চক্র করিতে হয়। চক্রে কেহ ধ্যান জপ প্রণাম ইত্যাদি করেন। অজ্ঞানী ব্যক্তিগণ বিবাদ, গর্জন, নিন্দা ইত্যাদি করেন। চক্রমধ্যে পরিহাস প্রলাপ, বিতণ্ডা, বহুবাক্য, ঔদাসীন্য, ভয় এবং ক্রোধ বর্জ্জনীয়। দেবীর সম্মুখে—নির্দ্দোষ হাস্য কৌতুকাদি বিধেয়। মনের বিকৃতি না হইয়া যে উল্লাস —তাহাকে যোগীরা দেবীভাব বলিয়া ভজনা করেন। পাত্র হস্তে চক্রমধ্যে ভ্রমণ করা নিষেধ, পূর্ণপাত্র হস্তে ধরিয়া অনেকক্ষণ থাকিতে নাই বা পাত্র হস্তে আলাপ করিতে নাই। পাত্র পাদস্পৃষ্ট করিতে নাই, একহস্তে দান করিতে নাই বা মুদ্রাবর্জ্জিত ভাবে দান করিতে নাই। পাত্রশঙ্কর বা পাত্র স্থানচ্যুত করিতে নাই। সশব্দে পান বা পূর্ণ করা নিষেধ। আধার.....................

সহিত পাত্র উত্তোলন করিতে নাই বা আধার ব্যতীত পাত্র স্থাপন করিতে নাই। পাত্র একেবারে নিঃশেষ করিবে না বা পাত্র ভ্রামণ করিবে না। পাত্র ধুইয়া গোপন করিবে। শত্রু হইলেও চক্রমধ্যে বচসা করিবে না। চক্রস্থ হইলে তাহাদের পরুষবাক্য সহ্য করিবে এবং তাহাদিগকে পিতৃমাতৃ সমান জ্ঞান করিবে। আত্মজন মিত্রবর্গকে দেখিয়া যেরূপ আনন্দ হয় সেইরূপ কৌলকে দেখিলে হৃষ্ট হইতে হয়। 'আমিই গুরু', 'আমিই জ্যেষ্ঠ', 'আমিই সব' এপ্রকার মনোবৃত্তি সম্পন্ন ব্যক্তি কৌল নহে। গুরুর নাম উচ্চারণ করিবে না —'শ্রীনাথ' 'দেবস্বামী' এইবাক্য প্রয়োগ করিবে। শ্রীগুরু পাদুকাই মূলমন্ত্র স্বরূপ, শিষ্য ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট প্রকাশ করিবেন না। মন্ত্রাচারাদি গুরু মুখ হইতে প্রাপ্ত হইলেও সফল হয় অন্যত্র নয়। কুলস্ত্রী, এবং বীর নিন্দা, তাহাদের দ্রব্য অপহরণ —স্ত্রীর প্রতি রোষ বা প্রহার— বর্জ্জনীয়। কৃষ্ণবস্ত্রা কৃষ্ণবর্ণা কুমারী বা যুবতীকে দেবতারূপে পূজা করিবে। বলপ্রকাশ দ্বারা কুলযোগিনীকে লাভ করিবার চেষ্টা করিবে না। চক্রমধ্যে ক্ষুব্ধ হইলে কখনই কামনা করিবে না। ভক্ত বা বীরের কৃতাকৃত পরীক্ষা করা নিষেধ। দিবাতে স্ত্রী নিষেবন নিষেধ। শ্রীচক্র বৃত্তান্ত শুভ বা অশুভ হইলেও কখনই প্রকাশ করিবে না। চক্রান্তে গুরু এবং সাধকবৃন্দকে যথাশক্তি দক্ষিণা প্রদান করিবেন, নচেৎ সমস্তই নিষ্ফল হইবে। গুরুর আজ্ঞা হইলে দুষ্ট মন্ত্রও সিদ্ধ হয়। গুরুকে লঙঘন করিয়া এই শাস্ত্রে দেবতারও অধিকার নাই। গুরুমুখ হইতে না শুনিয়া মন্ত্রাদি প্রয়োগ করিলে সিদ্ধিহানি হয়। যাঁহার গুরুদেবের প্রতি নিশ্চলা ভক্তি—তাঁহার অচিরে সিদ্ধি লাভ হয়, নচেৎ কোটি কল্পেও হয় না। গুরুই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এবং গুরুই মন্ত্র গুরুই সমস্ত। গুরু বংশ বিংশ, সপ্ত বা তিনপুরুষ পরিচয় না হইলে শিষ্যের সন্তান নাশ হয়। গুরুকুল জ্ঞাত হইলে নষ্টমার্গ হইতে হয় না। গুরুকে মনুষ্যজ্ঞান —মন্ত্রে অক্ষর জ্ঞান— প্রতিমার শিলাজ্ঞান কারী নরকগ্রস্থ হয়। শ্রীগুরু সম্মুখে থাকিলে পূজা, ধ্যান যাহারা করে তাহারা মূঢ়। গুরুসম্মুখে অন্যদেবতার পূজাকারীকে ....

নরকে যাইতে হয় এবং সমস্ত পূজা বিফল হয়। গুরুপাদ পূজনে সকল দেবতাই সুখী হন। গুরুর সম্মুখে অন্য দেবতা মাহাত্ম্য বা কীর্ত্তনে নরকস্থ হইতে হয়। গুরুপ্রীতিকর কার্য্য যে সাধক সর্ব্বদা করেন— জপ হোম না করিলেও তাঁহার শীঘ্র সিদ্ধি হয়। দেবতারূপ গুরুকে ভক্তিভরে সন্তুষ্ট করিলে — পুরশ্চরণ না করিলেও নিশ্চয়ই মন্ত্র সিদ্ধি হয়। গুরুর অভাবে পূজাদি নিজেই সম্পন্ন করিবে। —ইহা ভিন্ন অন্য কোন তান্ত্রিক বা দেশিক যদি পূজা করেন তাঁহার পূজাফল যক্ষরাক্ষসে হরণ করেন। ব্রহ্মরূপ গুরু যদি পূজা করেন তৎসমস্ত কোটিগুণ ফল হইবে। গুরুপত্নী যদি পূজা করেন, বলিদান বা হোমাদি তথায় বর্জ্জন করিবে। গুরু যাহা করিবেন তৎসমুদায় অক্ষয় হইবে। পুরোহিত আনিয়া পূজা করাইলে, সমস্ত হানি হয় এবং দেবী ক্রুদ্ধা হন। পূজাকালে অন্যের মুখ দর্শন করিবে না — বহুলোকের সম্মুখে ইষ্টপূজা করিলে সর্ব্বার্থহানি হয় এবং দেবী ক্রুদ্ধা হন। বিশেষ কর্ম্মই মন্ত্রবৎ গোপন করিবে কিন্তু দীপান্বিতাদি পূজায় এবং পর্ব্বে মহোৎসবের আয়োজন করিবে। এই পুস্তক পুত্রকেও দেখানো নিষেধ। এই শাস্ত্র, এই পুস্তকের প্রসঙ্গ পশুর সম্মুখে প্রাণান্তেও করা কর্ত্তব্য নহে।

সংক্ষেপ পূজাপদ্ধতি

দশদণ্ড রাত্রিতে (রাত্রি ৯টা চুয়ান্ন মিনিট) সাধক রক্ত বস্ত্র ধারণ করিয়া ললাটে সিন্দূর, তাম্বুল পুরিতমুখে যুবতীবেশে রহস্য পূজা আরম্ভ করিবেন।

তৎপূর্বে সায়ংকালে নিত্যকারের সন্ধ্যাদি ও সামান্যকাণ্ডাদি অন্তে, গুরুপূজা , শিবপূজা নারায়ণ ও অন্যান্য গৃহ দেবতার পূজা সম্পন্ন করিয়া নিত্যপূজা পদ্ধতি অনুসারে ইষ্টদেবীর ন্যাসাদি করিয়া, ধ্যান এবং মানসপূজা ও দানার্ঘ্য স্থাপন করিবেন। পীঠদেবতা এবং পীঠশক্তির পূজার পরে (নিত্যপূজা পদ্ধতিতে যে স্থানে "বিশেষ পূজা" লেখা আছে) সেইখান হইতেই রহস্য পূজা আরম্ভ করিতে হইবে।

প্রথমে বিজয়া বা সম্বিদা (সিদ্ধি) শোধন। ত্রিকোন বৃত্ত চতুরস্র মণ্ডল আঁকিয়া দুধ, চিনি মরিচাদি সংযুক্ত 'একসঙ্গে' করিয়া বিজয়া পাত্র ঐ মণ্ডলের উপর রাখিবেন। প্রথমে ন্যাস —যথা—"ঐঁ সম্বিদা" অন্য মন্ত্রস্য.....ইত্যাদি (পৃঃ ৫২) ইহার পর সম্বিদার ধ্যান করিবেন। ওঁ সিদ্ধাদ্যাং শিববোধিনীং.....(পৃঃ ৫২) ধ্যান করিবেন। সম্বিদা শোধনের চারটি মন্ত্র আছে যথা— ১। ওঁ সম্বিদে। ২। ওঁ সিদ্ধিমূলি। ৩। ওঁ অজ্ঞানেন্ধন। ৪। ওঁ নমস্যামি... মন্ত্রে অভ্যুক্ষণ অর্থাৎ জলের ছিটা দিয়া সম্বিদা শোধন (সিদ্ধি) করিবেন (পৃঃ ৫৩) পরে ঐঁ অমৃতে অমৃতোদ্ভবে। ইত্যাদি মন্ত্রে পুনরায় অভ্যুক্ষণ করিবেন।

পরে —যং ....রং.... বং....মন্ত্রে ধেনু মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া যং বায়ুবীজে সম্বিদা শুষ্ক হইল। রং বহ্নিবীজে সম্বিদার যে যে দোষ ছিল তাহা দগ্ধ হইয়া গেল। ধেনুমুদ্রা, বং বীজে সম্বিদা অমৃতময়ী হইল। তৎপরে দেবতার সেই সেই অঙ্গ ভাবিয়া ষড়ঙ্গ স্থানে ষড়ঙ্গন্যাস ..... সকলীকরণ নিত্যপূজা —(পৃঃ-১০৭) করিবেন। অথবা গন্ধপুষ্প দ্বারা ষড়ঙ্গ দেবতাভ্যো নমঃ বলিয়া ষড়ঙ্গ দেবতার পূজা করিবেন। যোনিমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া ভাবিবেন, যেন সম্বিদা তেজযুক্ত হইল। অতঃপর সম্বিদার উপর সাতবার মূলমন্ত্র জপ করিবেন। (পৃঃ৫২) অতঃপর —প্রাণায়াম, ঋষ্যাদিন্যাস, করন্যাস, অঙ্গন্যাস, (পৃঃ ৫৩) মস্তকে ....

গুরু চতুষ্টয় এবং হৃদয়ে ইষ্ট দেবতার তর্পণ করিবেন। উপস্থিত শক্তি সাধকগণকে জ্যেষ্ঠকে আগে কনিষ্ঠকে পশ্চাৎ সম্বিদা পরিবেশন করিয়া নিজে সম্বিদা লইয়া তর্পন করিবেন। (পৃঃ ৫৬) তৎপরে এবা শর্করা মরিচাদি সম্বিদা মন্ত্রে (পৃঃ —) সম্বিদা নিবেদন করিবেন।

তৎপরে ত্রিখণ্ড মুদ্রায় সম্বিদা পাত্র লইয়া সহস্রারে গুরু চিন্তা করিয়া — কুলকুণ্ডলিনী ইষ্ট দেবতা স্বরূপিনী-জিহ্বা পর্য্যন্ত আসিয়াছেন এবং নিজেকে কুলকুণ্ডলিনীময় ভাবিয়া জুহোমি মন্ত্রে সাধকগণের আজ্ঞা লইয়া তাঁহারা জুষস্ব মন্ত্রে অনুজ্ঞা প্রদান করিবেন। পরে ঐঁ বদ বদ বাগ্বাদিনি মম জিহ্বাগ্রে ইত্যাদি মন্ত্রে (পৃঃ ৫৭) উক্ত সম্বিদা গ্রহণ করিবেন (আহুতি দিবেন) এবং সকলেই এইভাবে সম্বিদা সেবন করিবেন।

অনন্তর দেবীধ্যানপরায়ণ সাধক ১০৮ বার মূল মন্ত্র জপ করিবেন।
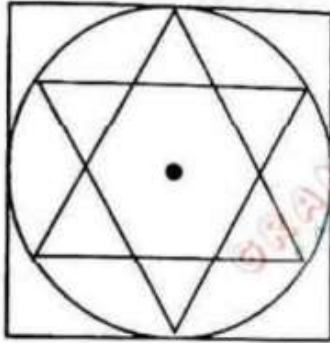
এইবার কলস স্থাপন করিতে হইবে। নিজের বামদিকে (দেবতা দক্ষিণে) বিন্দু ষট্‌কোণ বৃত্ত চতুরস্র মণ্ডল আঁকিয়া সামান্যার্ঘ্য জলের ছিটা দিয়া ওঁ এতে গন্ধে পুষ্পে.........(পৃঃ ৫৮) মন্ত্রে মণ্ডল পূজা করিবেন। পরে ফট্‌' এই মন্ত্রে সেই মণ্ডলের উপর আধার (কলাপাতা টুকরো অথবা ছোট রেকাব) স্থাপন করিবেন। পরে ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে মং — বহ্নি মণ্ডলায়........মন্ত্রে (পৃঃ ৫৯) ঐ আধার পূজা করিয়া ফট্ মন্ত্রে কলস ধুইয়া সিন্দুর রক্তমাল্য বস্ত্রাদি দ্বারা ভূষিত করিয়া নমঃ মন্ত্রে দেবীজ্ঞানে আধারের উপর স্থাপন করিবেন। পরে ওঁ এতে গন্ধ পুষ্পে অং অর্কমণ্ডলায় ......মন্ত্রে ....(পৃঃ ৫৯) উক্ত ঘট বা কলস পূজা করিয়া মূল মন্ত্র এবং বিন্দুযুক্ত বিলোম মাতৃকাবর্ণ ক্ষং লং হং.... আং অং পর্য্যন্ত উচ্চারণ করিতে করিতে কলস কারণের দ্বারা পূর্ণ করিয়া (১৪ টীকা দ্রঃ) ওঁ এতে গন্ধ পুষ্পে উং সোম মণ্ডলায় ....মন্ত্রে ....(পৃঃ ৫৯) কারণে পূজা করিয়া ঐ রক্ত বস্ত্র মাল্যাদি দ্বারা অলঙ্কৃত ঘটকে পঞ্চমুদ্রা.....................

দ্বারা প্রণাম করিবেন (মন্ত্র ও মুদ্রা পৃঃ ....৫৯—৬০)। পঞ্চমুদ্রা করণে অশক্ত হইলে যোনিমুদ্রা দ্বারা ঐ পাঁচটি মন্ত্রে প্রণাম করিবেন। অতঃপর

কুম্ভের (কলস) নিকট হূঁ গর্ভ ত্রিকোণ বৃত্ত চতুরস্র মণ্ডল আঁকিয়া হ্রীঁ এতে গন্ধ পুষ্পে ...... মন্ত্রে ....(পৃঃ ....৬০) সর্বপথিক দেবতার বলি দিবেন।

যথা —একটী ছোট পাত্রে অথবা টুকরা কলাপাতায় অল্প পরিমান মাংস মৎস্য এবং মুদ্রাদি ও তীর্থ রাখিয়া হ্রীঁ শ্রীঁ মন্ত্রে তত্ত্ব-মুদ্রায় অভ্যুক্ষণ দ্বারা বলি প্রদান করিবেন। পরে সেই বলি সমেত পাত্র বাম হাতে তুলিয়া দ্রব্যপূর্ণ কলসের উপর তিনবার পরিভ্রমণ করিয়া (ঘুরাইয়া) পূজা স্থানের বাহিরে পশ্চিম দিকে নিক্ষেপ করিবেন।

পরে দ্রব্য মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সুধূপিত-করিয়া পঞ্চীকরণ করিবেন যথা—ফট্ মন্ত্রে দর্ভের দ্বারা তাড়ণ, হূঁ মন্ত্রে অবগুণ্ঠন, মূলমন্ত্রে ভক্তি
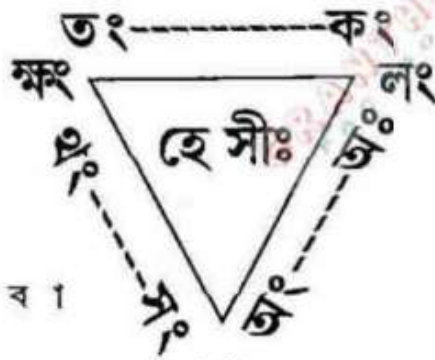
ভাবে নিরীক্ষণ, ওঁ মন্ত্রে গন্ধ প্রদান পরে যে নাকে-শ্বাস বইছে, তাহা দ্বারা দ্রব্যের সুগন্ধ তিনবার গ্রহণ (বা আঘ্রান) করিবেন। পরে ওঁ এই মন্ত্রে কুম্ভে ফুল দিয়া কারণে দর্ভ — দুর্বা দ্বারা অধোমুখ ত্রিকোণ দক্ষিণাবর্তে অ-ক-থাদি রেখা ত্রিকোণে হ-ল-ক্ষ-মধ্যে হেসৌঃ মণ্ডল অঙ্কিত করিবেন।....(পৃঃ ৬১টাকা ১৭ দ্রঃ) মণ্ডল অঙ্কণ করিবার প্রণালী..... (পৃঃ ৬১...১৭) টীকাতে আছে এবং (১৮) টীকাতে অভিমন্ত্রণ করার নিয়ম আছে, এগুলি ভাল করিয়া দেখিয়া লইবেন। পরে হেসৌঃ মণ্ডলায় নমঃ মন্ত্রে সেই মণ্ডলে গন্ধ পুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন। পরে ওঁ হংসঃ ইত্যাদি মন্ত্র—তিনবার অথবা একবার পাঠ করিয়া অভিমন্ত্রণ করিবেন। (১৮) টীকা দ্রঃ। পরে "ওঁ বং বামদেবায়"...এবং "ওঁ হূঁ পশুপতয়ে" ইত্যাদি....................

মন্ত্রে —বামদেব এবং পশুপতির পূজা করিবেন। অতঃপর "ওঁ এক-মেব.....(পৃঃ ৬২) মন্ত্রে দ্রব্যে শুক্রশাপ ব্রহ্মশাপ এবং কৃষ্ণশাপ মোচন করিয়া—ক্রোঁ গঙ্গে চ যমুনে ইত্যাদি মন্ত্রে (পৃঃ ৬২) দ্রব্যে অঙ্কুশ মুদ্রাদ্বারা তীর্থ আবাহন করিবেন। পরে "হ্রী ক্রীঁ পরম স্বামিনি ....ইত্যাদি মন্ত্রে —(পৃঃ ৬২) পাঠ করিয়া ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ আনন্দে-শ্বরায় ....(পৃঃ ৬২) মন্ত্র দ্রব্যের উপরে তিনবার জপ করিবেন। পরে হ্রীঁ শ্রী—ছাং (পৃঃ ৬২) মন্ত্র দ্রব্যের উপরে তিনবার জপ করিবেন। পরে হ্রীঁ শ্রী—ছাং (পৃঃ ৬২) এই মন্ত্র পাঠ করিবেন। এবং হ্রীঁ শ্রী ঐঁ অমৃতে ...(পৃঃ ৬২) পাঠের পরে তিরস্করিণীর ধ্যান —ওঁ নীলং হয়ঃ...(পৃঃ ৬৩) করিয়া হ্রীঁ ক্লীঁ ঐঁ .....মন্ত্র —(পৃঃ ৬৩) তিনবার জপ করিবেন। পরে পাবনী মন্ত্র পাঠ করিবেন।

ওঁ পাবমানঃ ...(পৃঃ ৬৩)। পরে পূর্ব্ববৎ—(পৃঃ ৬৩) 'যং' মন্ত্রে শোধন 'রং' মন্ত্রে দহন এবং 'বং' মন্ত্রে অমৃতী করণ করিয়া যোনিমুদ্রা বন্ধন করিয়া কুম্ভে অমৃত চিন্তা করিবেন। পরে হ্রীঁ শ্রীঁ অং আং ..... (পৃঃ ৬৩) পাঠ করিয়া আং ঙং সং (পৃঃ ৬৩) পাঠ করিয়া অমৃতেশ্বর্য্যৈ নমঃ মন্ত্রে গন্ধ পুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন (পৃঃ ৬৩)। অনন্তর কূর্ম্মমুদ্রা দেখাইয়া কুম্ভের উপর বীজমন্ত্র সাতবার জপ করিয়া কর্পূরাদি সুগন্ধি কুম্ভে দিবেন।

অনন্তর বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা মন্ত্রে যোনিমুদ্রা দেখাইয়া আনন্দ-ভৈরবের ধ্যান করিবেন। যথা —ওঁ সূর্য্যকোটি প্রতীকাশং (পৃঃ ৬৩)। পরে সেই কুম্ভে আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া হসক্ষ মলবরয়ূঁ..মন্ত্রে (পৃঃ ৬৩) আনন্দভৈরবের পূজা করিবেন। পরে আনন্দভৈরবীর ধ্যান —ওঁ ভাবয়েচ্চ সুধাং দেবীং.....(পৃঃ ৬৩) করিয়া পূর্ব্ববৎ আবাহনাদি মুদ্রায় কুম্ভে আনন্দভৈরবীর আবাহন করিয়া — সহক্ষমলবরযীঁ....মন্ত্রে (পৃঃ ৬৩) আনন্দভৈরবীর পূজা করিবেন। পরে মূলাধারে ত্রিকোণ কুলকুণ্ডলিনীর ধ্যান করিয়া তাঁহাকে সুষুম্নান্তর্গত ব্রহ্মপথে সহস্রারে পরম শিবের সহিত হংস সোহহং স্বাহা মন্ত্রে যুক্ত চিন্তা করিয়া তদুদ্ভবামৃত কুম্ভে যোগ করিয়া দ্রব্য অমৃতময় চিন্তা করিবেন। পরে ওঁ বাঁ বীঁ .....মন্ত্রে (পৃঃ ৬৪) বরুণের পূজা করিবেন।....................

পরে পূর্ববৎ যং মন্ত্রে শোধণ রং মন্ত্রে দহন এবং বং মন্ত্রে অমৃতীকরণ পূর্বক ধেণু ও যোনিমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া ফট্ মন্ত্রে উর্দ্ধোদ্ধ তিনবার তালি দিয়া ছোটিকাদ্বারা দশদিক বন্ধন করিবেন। পরে পরমীকরণ মুদ্রা দ্বারা পরমীকরণ 'হু' মন্ত্রে অবগুণ্ঠন মুদ্রা দেখাইয়া ঘট স্পর্শ করিয়া বং এই বরুণ বীজ এবং মূলমন্ত্র আটবার জপ করিয়া ঘট দেবতাময় চিন্তা করিবেন। এই ঘট স্থাপন করিয়া পূজা সমাপ্তি পর্য্যন্ত তাহা সরাইবেন না। অনন্তর মাংসাদি শোধন —মাংসাদি ত্রিকোণ বৃত্ত চতুরস্র মণ্ডলের উপর স্থাপন করিয়া ফট্ মন্ত্রে প্রোক্ষণ হূঁ মন্ত্রে অবগুণ্ঠন বং মন্ত্রে ধেনু মুদ্রায় অমৃতীকরণ, মূলমন্ত্র সাতবার জপ করিয়া প্রথমে মাংস শোধন করিবেন। যথা —"ওঁ প্রতদ্বিষ্ণু....স্বাহা" ইত্যাদি মন্ত্রে—(পৃঃ ৬৪) অভ্যুক্ষণ করিবেন। পরে মৎস শুদ্ধি —"ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে....শোধয় স্বাহা" ইত্যাদি মন্ত্রে—(পৃঃ ৬৫) অভ্যুক্ষণ করিবেন। পরে মুদ্রাশুদ্ধি যথা —"ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং ...সিদ্ধয়ে" ইত্যাদি মন্ত্রে অভ্যুক্ষণ করিবেন। অনন্তর যোনিমুদ্রা বন্ধ করিয়া পাঠ করিবেন। —"ওঁ যোনিবিদ্যা....স্বাহা" —(পৃঃ ৬৪)। শক্তি ও কুণ্ডপুষ্পাদি কলিযুগে সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে নিষিদ্ধ তবে যাঁহারা গুরুপদেশে এইগুলি করিতে ইচ্ছুক তাঁহারা —(পৃঃ ৬৬-৬৭) দেখিয়া সম্পন্ন করিবেন। অনন্তর সাধক স্বশক্তি এবং উপস্থিত অন্যান্য শক্তিগণের পূজা এবং অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া
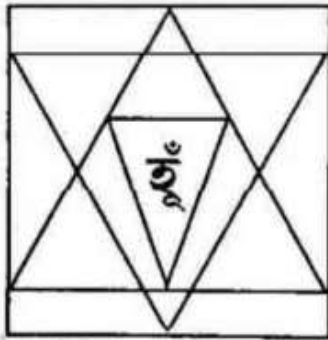
শ্রীপাত্র স্থাপন করিবেন। সাধক এবং প্রতিমা যন্ত্র অথবা ঘটের (অর্থাৎ পূজ্য ও পূজকের মধ্যে) শ্রীপাত্র স্থাপন করা বিধেয়। পূজা ও পূজকের মধ্যে দেবতার সম্মুখে প্রথমে 'হূঁ' লিখিয়া তাহার বাইরে ত্রিকোণ তাহার পর ষট কোন তাহার পর চতুষ্কোণ মণ্ডল আঁকিয়া ফট্ মন্ত্রে প্রোক্ষণ করিয়া ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে "পূং পূর্ণ ....নমঃ" মন্ত্রে (পৃঃ ৬৮) চতুষ্কোণ মণ্ডলে পূজা করিয়া, এতে গন্ধপুষ্পে ষনঙ্গ.....মন্ত্রে (পৃঃ ৬৮) ষট্‌কোণের পজা করিয়া ত্রিকোণে (বীজ) এতে গন্ধপুষ্পে অমুক.....

দেবতায়ৈ বৌষট্ (ইষ্টদেবীর বা যে দেবতার পূজা হইতেছে) মন্ত্রে পূজা করিয়া, অং এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীঁ আধার শক্তয়ে নমঃ, এই মন্ত্রে পূজা করিবেন। পরে নমঃ এই মন্ত্রে ক্ষালিত আধার স্থাপন করিয়া "ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে মং.....নমঃ" (পৃঃ ৬৮) মন্ত্রে দশকলা এবং অর্ঘ্যপাত্রাসনের পূজা করিবেন। পরে ঐ আধারের উপর ত্রিকোণ বৃত্ত এবং ষট্‌কোণ আঁকিয়া পূর্ববৎ ষট্‌কোণে ষড়ঙ্গ পূজা করিয়া মধ্যে বীজ মন্ত্রের প্রতিটি বর্ণ বিন্দুযুক্ত করিয়া তাহার দ্বারা পৃথক পৃথক ভাবে ঐ মণ্ডলে দেবীর পূজা করিবেন।
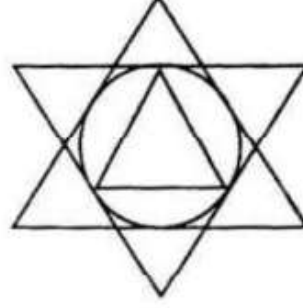
অনন্তর ফট্ এই মন্ত্রে ক্ষালিত পাত্র সেই আধারে স্থাপন করিয়া ও হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে অং....নমঃ" মন্ত্রে (পৃঃ ৬৮) দ্বাদশকলার পূজা করিবেন।

পাত্র মধ্যে ত্রিকোণ ষট্‌কোণ লিখিয়া ষট্‌কোণে পূর্ব্ববৎ ষড়ঙ্গ দেবতার পূজার পরে ত্রিকোণে গন্ধপুষ্প দ্বারা মূল মন্ত্রে ইষ্ট দেবীর পূজা করিবেন। পরে বং বীজ মূল মন্ত্র এবং বিলোম মাতৃকা বর্ণক্ষংলংহং ষং শং বং ইত্যাদি ক্রমে উচ্চারণ করিতে করিতে ঘটস্থ কারণ দ্বারা তিনভাগ পরে জল দ্বারা শ্রীপাত্র পূর্ণ করিবেন। পরে বিল্বপত্র গন্ধ রক্ত চন্দন দূর্বা অক্ষত (আতপ চাউল) রক্ত পুষ্প (অর্ঘ্য) সেই পাত্রামৃতে স্থাপন করিয়া "ওঁ হ্রীঁ " এতে গন্ধ পুষ্পে "উং....নমঃ মন্ত্রে" (পৃঃ৬৯) পূজা করিবেন। পরে প্লুঁ জলুং....ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবেন। পরে সেই পাত্রের দ্রব্য পূর্ব্ববৎ (হসৌঃ) গর্ভ হ-ল-ক্ষ মণ্ডিত অকথাদি রেখাত্মক ত্রিকোণ আঁকিয়া ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধ পুষ্পে হসৌঃ মণ্ডলায় নমঃ মন্ত্রে (পৃঃ ৭০) পূজা করিয়া ত্রিকোনে গন্ধপুষ্প দ্বারা মূল মন্ত্রে দেবীর পূজা করিয়া পূর্ববৎ ষড়ঙ্গ দেবতার পূজা করিবেন। পরে দুই হস্তে পাত্র আচ্ছাদন করিয়া ক্রোঁ গঙ্গে চ ইত্যাদি ....

মন্ত্রে অঙ্কুশমুদ্রায় তীর্থ আবাহন করিয়া অল্প পরিমান শোধিত মাংস মৎস্য মুদ্রা প্রভৃতি নিঃক্ষেপ করিবেন। (পৃঃ ৭০) তৎপরে পূর্ববৎ আনন্দ ভৈরব এবং আনন্দ ভৈরবীর পূজা করিবেন। (পৃঃ ৬২ দ্রঃ) অতঃপর শ্রীপাত্র স্পর্শ করিয়া ব্রহ্মাণ্ডরস সম্ভুতে..... (পৃঃ ৭১) মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিবেন। পরে ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধ পুষ্পে পঞ্চমন্ত্রেভ্যো নমঃ মন্ত্রে পূজা করিয়া আনন্দ ভৈরব এবং আনন্দ ভৈরবীর পূর্বোক্ত মন্ত্রে পূজা করিয়া (পৃঃ ৭১) শ্রীপাত্রামৃতের দ্বারা তর্পন করিবেন। (তর্পণের নিয়ম পৃঃ ৭৫ দ্রঃ)। অতঃপর শ্রীপাত্রে ইষ্টদেবতার আবাহন করিয়া গন্ধ পুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া উর্দ্ধোর্দ্ধ তিন তালি দিয়া ছোটিকা বা তুড়ি দিয়া দশদিক বন্ধন করিবেন। অনন্তর হূঁ মন্ত্রে অবগুণ্ঠন ধেনু যোনি ও শঙ্খ মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধে পুষ্পে সোহহং হংসায় নমঃ .....(পৃ ৭২) পূজা করিয়া ষড়ঙ্গ দেবতাভ্যোনমঃ মন্ত্রে পূজা করিয়া পাত্রের উপর মৎস্যমুদ্রা দ্বারা পাত্র আচ্ছাদন করিয়া দশবার মূলমন্ত্র জপ করিয়া দেবীরূপ পাত্রে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি ধূপ, দীপ দেখাইয়া পূজা সমাপ্তি পর্য্যন্ত নড়াইবেন না। (পৃঃ ৭২) ইতি শ্রীপাত্র স্থাপন। ইহার পর অন্যান্য পাত্র স্থাপন করিতে হইবে। নিয়মাদি এবং ক্রম...... (পৃঃ ৭৩, ৩৫ টীঃ) কৃতাঞ্জলি প্রার্থনা—দেবী আজ্ঞাপয় গুরুপাত্রাদিকং স্থাপয়ামি। তাঁহার আজ্ঞা পাইয়াছেন এইরূপ চিন্তা করিয়া সুধা ঘটের নিকট হইতে শ্রীপাত্র পর্য্যন্ত অর্দ্ধচন্দ্রাকারে —আটটি পাত্র স্থাপন করিবেন। শ্রীপাত্র সমেত নয়। সাত বা পাঁচ বা তিন পাত্র স্থাপন করাও চলে। গুরুপাত্র সুধাঘটের নিকটে তারপর ভোগপাত্র ইত্যাদি (পৃঃ ৭৩, ৩৫ টীকা) ক্রমে আচমনীয় পাত্র (শ্রীপাত্রের নিকটে) পর্য্যন্ত নয়টী পাত্র স্থাপন করিতে হয়— (চিত্র দেখিয়া বসাইবেন)। ঘট হইতে শ্রীপাত্র পর্য্যন্ত রক্ত চন্দন জল দ্বারা আটটি ত্রিকোণ বৃত্ত চতুরস্র মণ্ডল আঁকিয়া প্রত্যেক মণ্ডল প্রোক্ষণ করিয়া 'ওঁ এতে গন্ধে পুষ্পে আধারশক্তয়ে নমঃ"। মন্ত্রে প্রত্যেক মণ্ডল পূজা করিয়া প্রত্যেক মণ্ডলের উপর আধার রাখিয়া.....................

''ফট মন্ত্রে একটি পাত্র প্রক্ষালন করিয়া প্রত্যেকটি আধারের উপর স্থাপন করিবেন! পরে নমঃ মন্ত্রে সকল পাত্রেই সুধাঘট হইতে অল্প অল্প কারণ দিয়া পাত্রগুলি জলদ্বারা পূর্ণ করিয়া, ক্রোঁ গঙ্গে চ— ইত্যাদি মন্ত্রে অঙ্কুশ মুদ্রায় তীর্থ আবাহন করিয়া ওঁ মন্ত্রে গন্ধ পুষ্প দিয়া, মৎস্যমুদ্রায় আচ্ছাদন করিয়া প্রণব অথবা মূলমন্ত্র প্রতি পাত্রে দশবার জপ করিবেন। পরে ধেনু যোনিমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া শোধিত শুদ্ধ্যাদি এবং শ্রীপাত্র হইতে বিন্দু প্রতি পাত্রে নিঃক্ষেপ করিবেন। (পৃঃ ৭২) অতঃপর —তর্পণ করিবেন। বামহস্তের তত্ত্বমুদ্রায় কারণ এবং দক্ষিণহস্তের তত্ত্বমুদ্রায় শুদ্ধিখণ্ড গ্রহণ করিয়া উভয় হস্ত যোগ করিয়া পুংদেবতার তর্পণের সময় মাথায় ঊর্দ্ধ মুখ ত্রিকোণ আঁকিয়া মন্ত্রের শেষে নমঃ —যোগে তর্পণ করিবেন। স্ত্রীদেবতার তর্পণের সময় হৃদয়ে অধোমুখ ত্রিকোণ আঁকিয়া মন্ত্রের শেষে ''স্বাহা'' যোগ করিয়া তর্পণ করিবেন। তর্পণের মন্ত্র এবং ক্রম (পৃঃ৭৫, ৩৬ টীকা)স্পষ্ট ভাবেই আছে।

কোন্ পাত্রে কোন (দেবতার) তর্পন বা কাব্য হইবে তাহা (পৃঃ ৭৫, ৩৬ টীকায় দেখিবেন,) অনন্তর তত্ত্বশুদ্ধি - বাম হাতের অনামিকা দ্বারা শ্রীপাত্র হইতে অমৃত বিন্দু লইয়া মূলোক্ত সাতটি মন্ত্রে ...... (পৃঃ ৭৬) সাতবার দুই হাতের করতল মার্জন করিবেন। অতঃপর তত্ত্ব স্বীকার তন্ত্রমতে ৩৬টি তত্ত্ব যথা — শিব, শক্তি, সদাশিব, ঈশ্বর, বিদ্যা (অবিদ্যা) কলা, মায়া, কাল, নিয়তি, শুদ্ধবিদ্যা, রাগ, পুরুষ(জীব), প্রকৃতি, অহঙ্ কার, বুদ্ধি, মন, শোত্র, ত্বক, চক্ষু, রসনা, ঘ্রাণ, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, আকাশ, বায়ু, তেজ, সলিল ও ভূমি। যথা — ডান হাতের করতলে অধোমুখ ত্রিকোণ আঁকিয়া প্রতিকোনে এবং মধ্যে মাষকলাই সদৃস শুদ্ধিখণ্ড রাখিবেন। পরে বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ মধ্যমা এবং অনামা যোগে অধঃ কোণের শুদ্ধি লইয়া ''হ্রীঁ শ্রীঁ ......মন্ত্রে (পৃঃ ৭৬) আজিহ্বা কুল কুণ্ডলিনী এবং স্বয়ং কুলকুণ্ডলিনীময় চিন্তা করিয়া নিজমুখে সমর্পণ করিবেন। পুনরায় ডানকোণে রাখা শুদ্ধিখণ্ড ঐ একই ভাবে লইয়া.....................

হ্রীঁ শ্রীঁ মায়া.........ইত্যাদি মন্ত্র (পৃঃ ৭৭) মন্ত্র পাঠ করিয়া পূর্ব্ববৎ মুখে দিবেন। পুনরায় ঐরূপ বাম ভাগের শুদ্ধিখণ্ড লইয়া হ্রীঁ শ্রীঁ প্রকৃত্যহঙ্কার ইত্যাদি (পৃঃ ৭৭) মন্ত্রে পূর্ব্বৎ মুখে দিবেন। অনন্তর মধ্যস্থ শুদ্ধি খণ্ড লইয়া হ্রীঁ শ্রীঁ শিবশক্তি ... (পৃঃ ৭৭) মন্ত্রে পূর্ব্বৎ মুখে দিবেন। পরে বস্ত্রে হাত মুছিয়া দুই হাত দিয়া নিজ গাত্র মার্জনা করিবেন অতঃপর — বিন্দু স্বীকার।-আজিহ্বা কুণ্ডলিনী এবং নিজেকে কুণ্ডলিনীময় চিন্তা করিয়া বামহস্তের তত্ত্বমুদ্রায় ভোগপাত্র হইতে বিন্দু লইয়া দক্ষহস্তের তত্ত্বমুদ্রায় শুদ্ধি খণ্ড লইয়া উভয় হস্ত-তত্ত্বমুদ্রা যোগ করিয়া —ওঁ আদ্রং জ্বলতি —(পৃঃ ৭৮) মন্ত্রে আজিহ্বা কুলকুণ্ডলিনী চিন্তা করিয়া মুখে দিবেন। ঐ একই ভাবে—(বীজ) ওঁ প্রত্যক্ষং .....মন্ত্রে (পৃঃ ৭৮) এবং ঐ একই ভাবে (বীজ) ওঁ ছন্দসা.....মন্ত্রে (পৃঃ ৭৮) এই দুই মন্ত্রে দুইবার বিন্দু স্বীকার করিবেন পরে ইষ্ট গায়ত্রী এবং মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া শ্রীপাত্রামৃত দ্বারা পূজা দ্রব্যাদি অভ্যুক্ষণ করিবেন।

অনন্তর —বলি প্রয়োগ, যথা —চক্রের বা পূজাস্থানের পূর্ব, দক্ষিণ পশ্চিম এবং উত্তর দিকে যথাক্রমে ত্রিকোণ বৃত্ত, চতুরস্র মণ্ডল আঁকিয়া 'ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ মণ্ডলায় নমঃ'। এতে গন্ধ পুষ্পে মণ্ডলায় নমঃ, মন্ত্রে পূর্বদিক হইতে মণ্ডলের পূজা করিবেন। পূর্বদিকের মণ্ডলে বটুকের ধ্যান করিবেন যথা—পীযূষ ভাণ্ড ...পৃঃ ৭৯) ধ্যান করিয়া বাঁ মন্ত্রে গন্ধ পুষ্প অথবা যথাশক্তি উপচারে বটুকের পূজা করিবেন। পরে একটি ছোট পাত্রে তীর্থ অর্ঘ্যজল মাংস, মৎস্যমুদ্রা পুষ্পাদি সমেত বলি রাখিয়া বাম অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা ওঁ এহ্যেহি দেবী পুত্র .....(পৃঃ ৭৯) মন্ত্রে বলি পাত্র হইতে জল বিন্দু প্রক্ষেপ দ্বারা উৎসর্গ করিয়া প্রার্থনা করিবেন।

"ওঁ করকলিত কপাল....সাধকানাম্। (পৃঃ ৭৯) অনন্তর -দক্ষিণ দিকে যোগিনী ধ্যান করিবেন। যথা —ওঁ যোগিন্যঃ ....সুবেশাঃ। (পৃঃ ৭৯) যাং এই মন্ত্রে পূর্ব্বৎ পূজা করিয়া দক্ষ অঙ্গুষ্ঠ এবং অনামিকা দ্বারা পূর্ব্বৎ বলি দিবেন মন্ত্র, যথা —ওঁ ঊর্দ্ধং....নমঃ। ইত্যাদি ....

(পৃঃ ৭৯) অতঃপর —পশ্চিম দিকে ক্ষেত্রপালের ধ্যান —করিবেন। যথা —ওঁ চঞ্চৎ কপাল...ভজামি। (পৃঃ ৭৯) পরে ক্ষাং মন্ত্রে পূজা করিয়া বামহস্তে মুষ্ঠিবদ্ধ করিয়া তর্জনী সরল রাখিয়া পূর্বের ন্যায় বলি দিবেন। মন্ত্র যথা —ওঁ নগ্নত্বং মুক্তকেশরং ....নমঃ। (পৃঃ ৭৯)। অনন্তর — উত্তরে গণেশের ধ্যান করিবেন। যথা —সিন্দূরাভং .... রক্তবস্ত্রাঙ্গরাগম্। (পৃঃ ৮০)। পরে গং বীজে পূর্ববৎ পূজা করিয়া সকল অঙ্গুলী সোজা রাখিয়া বৃদ্ধ এবং মধ্যমাঙ্গুলী দ্বারা বলি পাত্র হইতে অমৃত লইয়া বলি দিবেন। মন্ত্র— যথা—ওঁ গাং গীং.....গণেশায় নমঃ (পৃঃ ৬০)। অতঃপর নিজের বাম দিকে পূর্বোক্ত রূপ মণ্ডল আঁকিয়া ওঁ ঐঁ হ্রীঁ ব্যাপক মণ্ডলায় নমঃ, মন্ত্রে ঐ মণ্ডল পূজা করিয়া সেই মণ্ডলে আধার সহিত বলি রাখিয়া হ্রীঁ সর্বভূতেভ্যো নমঃ, মন্ত্রে গন্ধ পুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া এষ বলিঃ সর্বভুতেভ্যো নমঃ, মন্ত্রে— তত্ত্বমুদ্রায় বলিপাত্র হইতে অমৃত লইয়া উৎসর্গ করিবেন। পরে, প্রার্থনা করিবেন মন্ত্র যথা ওঁ দেহস্থাখিলদেবতা ...সদীপং চরুম্।। (পৃঃ ৬০)। বলি প্রদান দিক্ নির্ণয়ে বিশেষ নিয়ম, দেবতার সম্মুখে পূর্বদিক, দেবতার ডানদিক দক্ষিণ দেবতার পশ্চাৎ পশ্চিম এবং দেবতার বামদিক উত্তর। (প্রমাণাদি নিত্যপূজা পদ্ধতি কালীপূজা এবং পুরশ্চরণ রত্নাকর দ্রষ্টব্য) অতঃপর সামর্থ্য এবং সুযোগ হইলে শিবাবলি দিবেন।

অতঃপর হাত ধুইয়া প্রাণায়াম করাঙ্গন্যাসাদি করিয়া নিত্যপূজা পদ্ধতি ক্রমে দেবীকে পুনরায় ধ্যান, আবাহনাদি করিয়া যথাশক্তি উপচারে পূজা হোমাদি সমাপন করিয়া তর্পণাদি অন্তে জপ স্তোত্রাদি পাঠ করিয়া শ্রীপাত্র উত্তোলন করিয়া ইতঃপূর্বং....ইত্যাদি মন্ত্রে....(নিত্যপূজা পদ্ধতি) দেবীর সম্মুখে তিনবার ঘুরাইয়া বিসর্জন দিবেন এবং শ্রী পাত্রস্থ অর্ঘ দেবীর মস্তকে অর্পণ করিবেন। (৪৭টীকা দ্রঃ)।

দেবীকে বিসর্জনান্তর যথা নিয়মে চক্রানুষ্ঠান করিবেন (৪৮টীকা দ্রঃ)